কোচবিহার

অনাথ আশ্রম।

১৯১২

LIBRARY
COOCH BEHAR.

পদ্মিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[দরদালান]

জনৈক ওমরাও ও চর।

১ম ওম। তুমি কাণে শুনেছ, না চখে দেখেছ?

চর। কাণেও শুনেছি, চখেও দেখেছি।

১ম ওম। সম্রাট জালালউদ্দীনের হত্যা তুমি চক্ষে দেখেছ?

চর। যে শিবিরে তিনি হত হয়েছেন, সেই শিবিরে জাঁহাপনার পবিত্র রক্তমাখা ভূমি দেখে এসেছি। আর শুনেছি, জাঁহাপনার মৃত্যুতে তাঁর পরিজনের করুণ ক্রন্দন। জাঁহাপনা বৃদ্ধ ব'লে, সম্রাজ্ঞী বরাবর তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাঁর একজন বাঁদীর কাছে সমস্ত সংবাদ পেয়ে, আমি আপনাদের খবর দিতে দিল্লীতে ছুটে আসছি।

১ম ওম। শাজাদাকে খবর দিয়েছ?

চর। আজ্ঞে হাঁ—তাঁকে দিয়েই, আপনাদের কাছে আসছি। শীঘ্র কর্ত্তব্য স্থির করুন। দিল্লী থেকে অন্ততঃ পাঁচ দিনের পথ ব্যবধান কোরা সহরে আমি তাকে ছাউনী করতে দেখে এসেছি।

১ম ওম। শাজাদার অভিপ্রায় কি? তিনি কি আলাউদ্দীনের দিল্লী প্রবেশে বাধা দেবেন?

চর। বাধা!—কেমন ক'রে দেবেন? সমস্ত সৈন্য আলার পক্ষ। সম্রাট যে সব সৈন্য নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গিছিলেন, তারাও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তার ওপর দেবগিরি জয় করে, সে [illegible] ধন লুণ্ঠন করে এনেছে যে, সমস্ত [illegible] ধন একত্র করলে তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। [illegible]

আলাউদ্দীন বলবান। কেমন ক'রে সাজাদা তার দিল্লী প্রবেশে বাধা দেবেন?

১ম ওম। তিনি কি কর্ত্তব্য স্থির করলেন?

চর। তিনি আত্মীয় স্বজন ও আপনাদের নিয়ে দিল্লী পরিত্যাগ করবেন স্থির করেছেন।

১ম ওম। কোথায় যাবেন?

চর। আপাততঃ মুলতান। সেখান থেকে সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ ক'রে তিনি দিল্লীতে ফেরবার চেষ্টা করবেন।

১ম ওম। তাকি হয়? আলাউদ্দীন একবার দিল্লীর সিংহাসন দখল করে বসতে পারলে, সেটা কি আর তাঁর সহজ হবে? এই আসবার মুখে সাজাদা যদি বাধা দেবার চেষ্টা করেন, তাহ'লে বরং কতকটা আশা আছে। এখনও পর্য্যন্ত সম্রাট জালালউদ্দীনের নাম করে সহায়তা প্রার্থনা করতে পারলে দিল্লীর চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান থেকে লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ হয়।

চর। বেশ তাহলে আপনারা গিয়ে তাঁকে সৎপরামর্শ দিন। কিন্তু বিলম্ব করবেন না। বিলম্ব করলেই জানবেন, আপনারা সকলে আলাউদ্দীনের হস্তে বন্দী। আমি উজীর সাহেবকে খবর দিতে চললুম।

(চরের প্রস্থান ও অপর দিক হইতে
২য় ওমরাওয়ের প্রবেশ)

২য় ওম। হাঁহে ভাই! সম্রাট নাকি আলাউদ্দীনের হাতে হত হয়েছেন?

১ম ওম। তাইত শুনছি।

২য় ওম। আমি যে ভাই বিশ্বাস করতে পারছি না। আকারে ইঙ্গিতে এক দিনের জন্যও ত আলাউদ্দীনকে আ[illegible]নীচাশয় বোধ করতে পারিনি। বিশেষতঃ [illegible] কি এতই বেইমান যে, অমন দেবতুল্য স্নেহময় বৃদ্ধ রাজাকে প্রাণে মারতে ইতস্ততঃ করবে না? বিশেষতঃ যে পিতৃব্য তাকে এতদিন থেকে পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করেছেন, বুদ্ধিমান দেখে, আপনার ছেলেদের বঞ্চিত ক'রে রাজ্যের যত সব প্রধান প্রধান পদে তাকে নিযুক্ত করেছেন, এমন কি শত্রু রাজাদের আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষার উপযুক্ত বিবেচনা ক'রে মৃত্যুকালে যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি সিংহাসন দিয়ে যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন, সেই ভ্রাতুষ্পুত্র অমন স্নেহময় অশীতিপর বৃদ্ধ পিতৃব্যকে নিহত করলে? আমার বোধ হয় আলাউদ্দীন সম্রাটকে বন্দী করে রেখেছে।

১ম ওম। বিশ্বাস না হবারই কথা! কিন্তু এই দুনিয়া এমনি মজার স্থান যে, এখানে অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। এই পৃথিবীতে কঠোর কণ্টকশীর্ষ খর্জ্জুরবৃক্ষ মধুর ভাণ্ডার। আর সুন্দর কৃষ্ণকান্তি ভ্রমর নিত্য মধুপান ক'রেও অগ্নিময় বিষে পরিপূর্ণ। শুনলুম, দেবগিরি-জয়ে আলা বহু ধন রত্ন লুণ্ঠন করে এনেছে জানতে পেরে, সে সমস্ত ধন নিজের প্রাপ্য জেনে সম্রাট তার কাছে দূত প্রেরণ করেন। আলা কিছু মূল্যবান মণি সম্রাটকে উপঢৌকন পাঠিয়ে, লিখে পাঠান যে, তিনি পথের মাঝে শিবিরে সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। সুতরাং তিনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অক্ষম। সম্রাটের যদি সমস্ত ধন গ্রহণ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহ'লে তিনি সত্বর নিজে এসে গ্রহণ করুন। নতুবা তার রোগের সুযোগে সমস্ত ধন অপহৃত হওয়া সম্ভব। সরলপ্রকৃতি সম্রাট তার একথায় বিশ্বাস ক'রে, তাকে দেখতে অগ্রসর হলেন। উজীর তাঁকে এ কাজ করতে বারংবার নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ধনের লোভে বৃদ্ধ উজীরের কথা রাখতে পারলেন না। সামান্যমাত্র সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি আলাউদ্দীনের সঙ্গে দেখা

করতে গিয়েছিলেন। পথের মাঝে তার ভাই কৌশলে সম্রাটকে সৈন্য সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তার পরেই এই শোচনীয় ঘটনা। আলাউদ্দীনের সৈন্য অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে তাঁকে চারিদিক থেকে আক্রমণ ক'রে একেবারে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে।

২য় ওম। তা'হলে আমাদের কি কর্ত্তব্য?

১ম ওম। আমিও তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—কি কর্ত্তব্য? আলাউদ্দীন ত সিংহাসন দখল করবে।

২য় ওম। করবে কি, করেছে! সুধু এসে সিংহাসনে বসতে যা তার বিলম্ব।

১ম ওম। আমাদের সঙ্গে ত তার কখনও সদ্ভাব ছিল না।

২য় ওম। ছিল না, থাকবেও না। আমি ত ভাই সে বেইমানের গোলামী করতে পারব না।

১ম ওম। তাহ'লে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? এস, সময় থাকতে থাকতে, আমরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে, সাজাদার সঙ্গে সহর পরিত্যাগ করি।

২য় ওম। তা ভিন্ন ত আর উপায় দেখতে পাচ্ছি না!

[উভয়ের প্রস্থান।

(উজীর ও চরের প্রবেশ)

উজীর। হত হবেন, এত জানা কথা! বারংবার সম্রাটকে নিষেধ করলুম যে "জাঁহাপনা! ভ্রাতুষ্পুত্রের এত পিতৃব্যভক্তিতে বিশ্বাস করবেন না।" ধন লোভে অন্ধ বাদশা কিছুতেই আমার কথা কাণে তুল্‌লে না। জীবনের সমস্ত কালটা ভোগ করেও তাঁর ভোগের পিপাসা মিটল না, হতভাগ্য আশী বৎসর বয়সে ধনলোভে আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিলে!

চর। কই হুজুর! কেউ ত এখানে নেই। বোধ হয় ওমরাওরা সাজাদার সঙ্গে পরামর্শ করতে প্রাসাদে গেছেন। তাহ'লে আপনিও চলুন, বিলম্ব করবেন না। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করলে আপনাদের সবারই প্রাণহানির সম্ভাবনা। কেউ বাঁচবেন না, আলাউদ্দীন যখন তার স্নেহময় পিতৃব্যকে হত্যা করতে ইতস্ততঃ করেনি, তখন আপনাদের কাউকেও সে প্রাণে রাখবে না। সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ সহরে প্রচার হ'তে না হ'তে সে এখানে এসে পড়বে। আমি আপনার কর্ত্তব্য করলুম, আপনি আপনার কর্ত্তব্য করুন আপনি দিল্লী-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'ন, আমি অন্যান্য ওমরাওদের খবর দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

উজীর। আর কাউকে হত্যা করুক আর না করুক, আমাকে দেখবামাত্র ত আলাউদ্দীন জল্লাদের হাতে সমর্পণ করবে। কিন্তু সুধু সুধু কাপুরুষের মত দিল্লীত্যাগ করব—বেইমানকে দিল্লীপ্রবেশে একটুও বাধা দেব না? সাজাদা কি এতই হীন, প্রাণ কি তার এতই প্রিয় যে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সামান্যমাত্র চেষ্টাও না ক'রে চোরের মত পালাবে?

(নসীবনের প্রবেশ)

এ কি মা! তুমি এত রাত্রে এখানে এসে কেন?

নসী। আপনাকে ব্যস্ত ও ব্যাকুল দেখে। কোন একটা বিপদের আশঙ্কা ক'রে, আমি আপনার পেছন পেছন এসেছি। আপনার অনুমতি নেবার অবকাশ পাইনি!

উজীর। কাজ ভাল করনি। কেন না এখন আর আমি ঘরে ফিরতে পারব না, কখন যে ফিরব তা [illegible]তে পারি না।

নসী। তা বুঝতে পেরেছি!

উজীর। বুঝতে পেরেছ? সে কি?—কি বুঝেছ?

নসী। আমি অনিচ্ছায় অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। একি শুনলুম বাবা?

উজীর। নসীবন! মা আমার! যদি শুনে থাক তাহ'লে এই মুহূর্ত্তেই ঘরে ফিরে যাও। দেখতে দেখতে এ সংবাদ সমস্ত দিল্লী সহর ছড়িয়ে পড়বে। এক দণ্ডের ভিতর এ স্থান অরাজক হবে। দেরি করলে পথে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা। মা! মর্য্যাদা রক্ষা অগ্রে প্রয়োজন। শীঘ্র ঘরে ফিরে যাও! গিয়ে মূল্যবান রত্নগুলো আগে সংগ্রহ ক'রে রাখ।

নসী। আমার গা কাঁপছে।

উজীর। কথা শুনেই যদি গা কাঁপে, তাহ'লে বিপদ সম্মুখীন হ'লে মর্য্যাদা রাখবে কি করে? এ আমার কন্যার যোগ্য প্রকৃতি নয়। বেশ, এই আমার অস্ত্র নাও, নিয়ে শীঘ্রই এস্থান ত্যাগ কর।। (অস্ত্রদান)

নসী। আমি যে বড়ই অনিষ্ট ক'রে ফেলেছি বাবা।

উজীর। সে কি? কি অনিষ্ট করেছ মা?

নসী। বড়ই অনিষ্ট করেছি। অভাগিনী আমি, না বুঝে আপনার অতুলনীয় সন্তান-বাৎসল্যের অমর্য্যাদা করেছি।

উজীর। কি করেছিস্?

নসী। আপনার ঘরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রত্ন আগে থাকতে সেই পিতৃব্যঘাতীকে দান করেছি।

উজীর। কি দিয়েছিস? পারস্য দেশ থেকে আনীত আমার সেই বহুমূল্য মতিহার?

নসী। কি করলুম—কি করলুম?

উজীর। কি করেছিস্, শীঘ্র বল্; তোর হেঁয়ালী বোঝবার আমার সময় নেই। যদি তাই দিয়ে থাকিস্, তাহ'লে আর উপায় কি? অন্য রত্নগুলো সংগ্রহ ক'রে রাখগে যা। আমি অদ্য রাত্রেই তোকে নিয়ে দিল্লী পরিত্যাগ করব।

নসী। কি করলুম? ভবিষ্যৎ না বুঝে কি করলুম?

উজীর। করেছিস—করেছিস—তাতে দুঃখ কি? আমার পুত্র-পরিজন-হীন সংসারে তুইই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রত্ন। তোকে পিশাচের লোভ থেকে রক্ষা করতে পারলে আমার সব রক্ষা হবে।

নসী। পিতা আমি তাকেই দান করে ফেলেছি।

উজীর। কি বললি পাপিষ্ঠা! সেই নরপিশাচের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিস্?

নসী। আমি তাকে ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করেছি। তার রূপে ও মিষ্ট বাক্যে মুগ্ধ হয়ে আমি উপযাচিকা হয়ে তাকে ধরা দিয়েছি। আপনি চিরদিন তার প্রতি বিরূপ ব'লে, আপনার কাছে এ কথা বলতে সাহস করিনি।

উজীর। তবেত তুই নিজেই নিজের মঙ্গল বুঝিস! তবে আর কেন—আমার অস্ত্র ফিরিয়ে দে!

নসী। এই নিন্—

উজীর। পাপীয়সী! ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর্। মনের কোণেও স্থান দিস্নি যে, সে তোকে সাম্রাজ্য ভোগের অংশভাগিনী করবে। আমার প্রতিকূলাচরণের প্রতিশোধ নিতে, বুদ্ধিলেশহীনা তোকে ছলনায় মুগ্ধ ক'রে, বাঁদীত্বে গ্রহণ করেছে। বাঁদী তুই, বাঁদীর যোগ্য আদর পাবি। যদি তুই কখনও রাজপ্রাসাদে স্থান পাস্, জানবি সে সুধু প্রধানা বেগমের পদসেবার জন্য। কিন্তু আমিও তোকে সে অতুল সুখভোগ করতে অবসর দেব না। তোকে এইখানেই দ্বিখণ্ড করে রেখে যাব। নে, শেষবারের জন্য ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর্।

নসী। এখন আমি যথার্থই অনুতপ্ত। আমাকে বধ করতে আপনি এতটুকু ইতস্ততঃ

করবেন না। এ পাপিষ্ঠা বধে আপনার কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই।

(হাঁটুগাড়িয়া অবনতমস্তকে উপবেশন)

(পশ্চাৎ হইতে আল্‌মাস্‌বেগ ও সৈন্যগণের উজীরকে বন্দীকরণ)

উজীর। নসীবন! মা আমার! শীঘ্র পালাও, আত্মরক্ষা কর।

আল্। প্রাণে মের না, বৃদ্ধকে সাবধানে বন্দী কর। তারপর সাহানসা বাদশা নামদারের কাছে নিয়ে যাও! আমি অন্যান্য ওমরাওদের গ্রেপ্তার করতে চল্‌লুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[শিবির]

আলাউদ্দিন ও মোজাফর।

মোজা। জাঁহাপনা গোলামের একটা নিবেদন।

আলা। আর নিবেদন কেন, থামো না। যদি আমার উজীরী করতে চাও, তাহ'লে এই নিবেদনগুলোয় ক্ষান্ত দাও। তুমি যা নিবেদন করবে, তা আমার আগে থাকৃতেই জানা আছে।

মোজা। আজ্ঞে তা থাকবে না কেন। জনাবের মন হচ্ছে মোন, আর গোলামের মন হচ্ছে ছটাক। জনাবের মনের একটু আধটকু নিয়েই এ গোলামের মন তইরি। আমি যা নিবেদন করব, তা কি আপনার অবিদিত থাকতে পারে?

আলা। তুমিত বলবে যখন বিনা আয়াসে সিংহাসন লাভ হ'ল, তখন আর দিল্লী সহর নরশোণিতে প্লাবিত করবেন না।

মোজা। আজ্ঞে গোলামের এইই অভিপ্রায় জাঁহাপনা।

আলা। সে যে কি করব না করব, আমি এখান থেকে বলতে পারব না। দিল্লীতে পৌছে, দিল্লীর অবস্থা বুঝে, তবে তোমার এ কথার জবাব দেব। তবে একথা তোমায় বলে রাখি, দিল্লীতে আমার কে শত্রু, কে মিত্র এ আমার পূর্ব্ব থেকেই জানা আছে। কাকে রাখা কর্ত্তব্য, আর না রাখা কর্ত্তব্য আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছি।

মোজা। গোলামের অভিপ্রায়, যেটা কণ্টকস্বরূপ হয়ে সিংহাসন আরোহণের পথে বাধা দেবে, সুধু সেইটেকেই পথ থেকে সরিয়ে দেবেন।

আলা। দেখ মোজাফর! রক্ত দেখতে যদি কাতর হও, ত সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ো না। সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হ'লে অগ্রে রক্ত দিয়ে তলদেশের মৃত্তিকা সিক্ত করতে হয়। যেদিন দেবগিরি জয় ক'রে অজস্র মণিমাণিক্যের অধিকারী হই, সেই দিনই আমি জেনেছিলুম যে, দিল্লীর সিংহাসন আমার করায়ত্ত। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর আমিই যে বাদসা নামদার হ'ব, এটা দিল্লীর সমস্ত রাজনীতিজ্ঞই বুঝতে পেরেছিল। সম্রাটও যে তা বুঝতে পারেনি, এরূপ মনে ক'র না। তার ওপর, আমার ক্ষমতা নিয়েই বৃদ্ধের ক্ষমতা। আমি ইচ্ছা করলে, জীবন্তেই তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারতুম। তার জন্য আমাকে বেশী আয়াস স্বীকার করতে হ'ত না।

মোজা। গোলামের গোস্তাকি মাফ হয়, তবে এমন কাজ করলেন কেন জাঁহাপনা? কেন, এরূপ পরম ধার্ম্মিক পিতৃব্যবধে জনগনের কলঙ্ক কিন্‌লেন?

আলা। কলঙ্ক? রাজার আবার কলঙ্ক কি? চন্দ্রের ন্যায় রাজার কলঙ্ক কেবল তার

শোভা বিস্তারের জন্য। যেখানে বকধার্ম্মিকের হাতে রাজদণ্ড, সেইখানেই কোন কলঙ্কের কথা শুনতে পাবে না। পরম ধার্ম্মিক গর্দ্দভের অত্যাচার সুধু নিরীহ চিরপদদলিত তৃণের উপর। কে তার খোঁজ ক'রে, কে তার স্মরণ রাখে? সিংহ যে বনে অধিষ্ঠিত, তারই চারিদিকে অভ্রভেদী তরুর গায় মর্ম্মভেদী নখচিহ্ন। আজ আমি পিতৃব্যকে নিহত ক'রে সিংহাসন দখল করতে চলেছি, আমার নাম একদিনের ভেতরেই হিন্দুস্থানের প্রান্তে প্রান্তে ছুটে গেছে। বকধার্ম্মিক হয়ে গোপনে নিরীহ প্রজার সর্ব্বনাশ করলে কি আর তা হ'ত? আমার 'ভালমানুষ' অভিধানটী দিল্লীর গণ্ডীর বাইরে এক অঙ্গুলি স্থানও অগ্রসর হ'ত না। আমি মরবার পরদণ্ডেই সে সুনাম দিল্লীর পথের ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে যেত। যাও, আর নিবেদন আরজি নিয়ে আমার কাছে এস না। সুধু দেখ—আমি রাজ্য সুশাসনের জন্য, একটা বিশ্বব্যাপী নামের জন্য কি কি করি। গোল ক'র না—'জাঁহাপনা,' 'হুজুর', 'জনাব' ইত্যাদি কতকগুলি গালভরা শ্রবণভেদী শব্দে আমার মাথা গুলিয়ে দিয়ো না।

মোল্লা। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা। বুড়োমানুষ! যদি একটা আধটা বেফাঁস কথা হয়, ধরবেন না।

আলা। তোমার বাক্য চাই না, বুদ্ধি চাই না—তোমার দ্বারা কোনও কাজ চাই না। সুধু আমার কথা শোনবার জন্য মাঝে মাঝে তোমার কাণ চাই, আর আমার যশঃ-সৌরভ আঘ্রাণের জন্য মাঝে মাঝে তোমার নাক চাই।

মোল্লা। যো হুকুম। এখন থেকে এই দুটোকেই আমি সর্ব্বদা ঘসে মেজে রাখব।

আলা। যদি তুমি সুধু কর্ণনাসিকাযুক্ত একটী অবয়বহীন মাংসপিণ্ড হ'তে, তাহ'লে তুমি আমার যোগ্যতর উজীর হ'তে। যাও, এখন একটু নিদ্রা দাওগে, তাতে আমার রাজকার্য্যের অনেক সাহায্য হবে। [উজীরের প্রস্থান।

পিতৃব্যকে হত্যা করলুম—তাহ'তে আমার অনিষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা নেই জেনেও হত্যা করলুম! কেন? এ একটা কৌশল! সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটা নূতন নীতি। আমায় যদি লোকে চিনতেই পারবে, তাহলে, রাজা হয়ে মজা কি? অন্যে যে পথটা সহজ বলে চলবে, আমি প্রাণান্তেও সে পথ মাড়াব না। অন্যে যে পথে চলতে ভয় পাবে, আমি সেই পথেই পা দেব। লোকে সাধারণতঃ যে কার্য্য এতকাল ক'রে আসছে, আমি তার উলটো করব। তাতে দুনিয়ায় দু'দিনের বেশী যদি না থাকতে হয়, তাও স্বীকার। ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, কিছুই বুঝি না। যেটা আমি ধর্ম্ম বলি, অন্যে সেটাকে অধর্ম্ম বলে! কই এ জগতে দু'জন লোকেরও ত ধর্ম্মগত মিল দেখলুম না! বাঘ হরিণ সুপ্রাপ্য করবার জন্য ভগবানকে ডাকে, হরিণ বাঘের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ভগবানকে ডাকে। ভগবান কখন বাঘের কথা রাখছেন, কখন বা হরিণের কথা রাখছেন! এই দিল্লীর সিংহাসন এক সময় হিন্দুর ছিল, এখন মুসলমানের। মুসলমান বলে, কাফেরের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে ধর্ম্ম করেছে, হিন্দু বলে, বিধর্ম্মীরা এসে আমাদের ধর্ম্মরাজ্য অপহরণ করেছে। ও ধর্ম্মাধর্ম্মের হিসেব নিকেশে মিলিয়ে পেলুম না। কাজেই আমাকে একটা কিছু নূতন পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। পিতৃব্য যদি আমার কাছে দেবগিরির লুণ্ঠন সামগ্রী না চাইতেন, তাহ'লে আমি তাকে সব দিতুম। চাইলেন ব'লে ছলনা

করলুম। আমি তাঁকে আমার শিবিরে আসতে লিখলুম। যদি সম্রাট আমাকে অবিশ্বাস করতেন, তাহলেও সমস্ত মণিরত্ন তাঁর পায়ে উপঢৌকন দিতুম; আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে আমার কাছে এলেন ব'লে প্রাণে মারলুম। নূতন—নূতন—দুনিয়ায় যতদিন থাকব, ততদিন এক একটা নূতন কিছু করে আসর সরগরম রাখতে হবে—বুঝেছ?

(আল্‌মাস্‌বেগ ও বন্দী ওমরাওগণের প্রবেশ)

আল্‌। জনাব! দিল্লীতে গিয়ে সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে এসেছি। প্রায় সমস্ত ওমরাও বন্দী। কেবল সাজাদাকে ধরতে পারলুম না। আমাদের দিল্লীপ্রবেশের পূর্ব্বেই সে অন্যপথে পলায়ন করেছে।

আলা। বেশ করেছে। তাকে আমার কোনও ভয় নেই, সুতরাং তার পলায়নে আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। এদের যে ধ'রে আনতে পেরেছ, এইতেই আমার যথেষ্ট লাভ। তোমরা আমার কাছে কি প্রত্যাশা কর?

১ম ওম। যে নির্দ্দয় নিরীহ সরল বিশ্বাসী স্নেহময় বৃদ্ধ পিতৃব্যকে নিমন্ত্রণ ক'রে হত্যা করতে পারে, তার কাছে, আমরা মৃত্যু ভিন্ন আর কি প্রত্যাশা করতে পারি?

আলা। তাহ'লে সকলে ভীষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও!

১ম ওম। প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

আলা। আল্‌মাস্! এই এক এক জন বিজ্ঞ ওমরাওকে এক এক লক্ষ মোহর খেলাত দিতে খাজাঞ্চীর প্রতি আদেশ কর।

[আল্‌মাস্ ও আলাউদ্দীনের প্রস্থান।

১ম ওম। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এর কাছে এরূপ আচরণ ত আমরা কখনও প্রত্যাশা করিনি!

২য় ওম। তাইত একি?

৩য় ওম। আমরা যে ওর চিরশত্রু! এ কি স্বপ্ন?

১ম ওম। এই কি পিতৃব্যঘাতী নির্ম্মম আলাউদ্দীন?

২য় ওম। এখন দেখছি সম্রাটের দোষ!

১ম ওম। নিশ্চয়। বুড়ো ভিমরতি নিজের দোষে প্রাণ হারিয়েছে।

২য় ওম। আমিত তোমায় আগেই বলেছিলুম যে, আলাউদ্দীন নীচ, একথা বিশ্বাস ক'র না।

১ম ওম। আমিও কি বিশ্বাস করেছিলুম! বুড়োর ভেতরেই যত কুটীলতা ছিল।

সকলে। মরেছে বেশ হয়েছে। চল, চল—শিগ্‌গির চল। সুন্দর রাজা, সুন্দর সম্রাট!

(আল্‌মাসের প্রবেশ)

আল্‌। আসুন ওমরাওগণ! সম্রাটের খেলাত নেবেন আসুন। [সকলের প্রস্থান।

(উজীর ও আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

উ। কি করলেন জনাব! এই বাঘগুলোকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন?

আলা। হরিণগুলোকে এবার থেকে পিঞ্জরে পুরব; আর বাঘগুলোকে ছেড়ে দেব।

উ। বেশ করবেন। এইত বুদ্ধির কাজ! হরিণগুলো গুঁতোয়, সুবিধে পেলেই পেট চিরে দেয়—আর বাঘগুলি কেমন হলদে হলদে ল্যাজ নাড়ে।

(নসীবের প্রবেশ)

নসী। জনাব! সেলাম।

আলা। কেও নসীবন? তুমি যে এখানে?

নসী। আমার সম্রাট স্বামীকে দেখতে এলুম।

আলা। বেশ, দেখা হল—এইবারে চলে যাও।

নসী। চলে যাব কোথায়? আপনার সৈন্য আমার ঘরদোর সব চূর্ণ করেছে, আমার পিতাকে বন্দী করেছে।

আলা। ভালই করেছে। তোমার পিতার প্রাণদণ্ড হবে। তুমি কন্যা, কেন তার মৃত্যু চক্ষে দেখে মর্ম্মপীড়িত হবে? এই বেলা এ স্থান ত্যাগ কর।

নসী। স্বামীর কাছে, আর কোনও অনুগ্রহ প্রত্যাশার অধিকারিণী না হই, পিতার জীবনও কি ভিক্ষা করতে পারব না?

আলা। এসব রাজনীতির কথা! তোমার পিতা আমার পরম শত্রু। আমাকে নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করতে হ'লে, তার প্রাণ লওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

নসী। (পদধারণ) সম্রাট! একদিন ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে, আমাকে সর্ব্বস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বিবাহ করেছেন। পত্নীর একটা প্রার্থনা পূরণ করুন।

আলা। তোমার প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে আমি তোমাকে বিবাহ করিনি। বিবাহ করেছি, তোমার দাম্ভিক-পিতার আমার প্রতি আক্রোশের প্রতিশোধ নিতে। নইলে তুমি গোলামের কন্যা কখন বাদশার হারেমে স্থান পাবার যোগ্যা নও।

নসী। সম্রাট! তোমার যদি মানুষের চক্ষু থাকত, তাহলে দেখতে পেতে যে, আমি তোমাকে বিবাহ ক'রে, তোমার নীচ খিলিজী বংশের মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। সম্রাট! আমি সৈয়দ কন্যা, গোলাম তুমি।

আলা। কি বললি কমবক্তি? (পদাঘাত)

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কি করিলি নরাধম? সরলা বালিকাকে ছলনায় মুগ্ধ ক'রে তার বংশমর্য্যাদা নষ্ট করেছিস্, এখন তাকে অসহায়া পেয়ে তার ওপর অত্যাচার করলি? কি বলব আমি বন্দী, নইলে প্রতি-পদাঘাতে আমি এই বালিকার অপমানের প্রতিশোধ নিতুম। বেইমান! ময়ূরের পালকে সজ্জিত হলে কাক কখন ময়ূর হয় না।

আলা। এই কমবক্তকে নিয়ে গিয়ে কোতল কর।

[প্রহরী কর্ত্তৃক উজীরকে লইয়া প্রস্থান।

নসী। বেইমান! সেই সঙ্গে আমাকেও কোতল করতে হুকুম দে।

আলা। তোমাকে কোতল করতে আমার দায় পড়ে গেছে।

নসী। জানিস্ আমি প্রতিশোধ নিতে পারি।

আলা। তুমি ক্ষুদ্র কীট! তুমি দিল্লীর সম্রাটের ওপর কি প্রতিশোধ নেবে? তা যদি তুমি নিতে পার তাহ'লে আমি খুসী হব।

নসী। বেশ।— [প্রস্থান।

আলা। তোর যা রূপ, তাতে আমি তোকে ভালবাসতে পারতুম; কিন্তু তোকে ভালবাসব না আমার প্রতিজ্ঞা। মোজাফর, এক কাজ কর। শীঘ্র ঘাতকের হাত থেকে বৃদ্ধ উজীরকে রক্ষা কর। বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্যকে মেরে আর হাতে দাগ করব না, তাকে নির্ব্বাসিত করে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য।

[মন্দির প্রাঙ্গণ।]

পদ্মিনী, পুরোহিত ও মীরা।

পদ্মিনী। ঠাকুর, পূজার কি কি সামগ্রী আনা হয়েছে দেখুন, এবং আর কি কি সামগ্রী আনতে হবে, অনুমতি করুন।

পুরো। মা! তোমরা শিশোদীয় কুলবধূ। তোমার শ্বশুরকুল যে মন্ত্রে মায়ের আবাহন ক'রে, এই মেওয়ার পর্ব্বতের পাদদেশে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতো তোমার অবিদিত নেই! মা! এই অসিতাঙ্গীর পূজা করতে কি কি উপকরণের প্রয়োজন, তা আর আমি তোমাকে কি বলব?

পদ্মিনী। কি জানি প্রভু! আমরা রমণী, শাস্ত্রে সম্যক দৃষ্টিহীনা। যদি কোন একটা সামান্য ত্রুটী ক'রেও মায়ের পূজা পণ্ড করি, তাই ভয় হয়। আপনি হচ্ছেন শিশোদীয় কুলের গুরু। যে পেটিকায় অতি প্রাচীনকাল থেকে চিতোরের গৌরব-বিধায়িনী মন্ত্রমালা রক্ষিত, তার চাবি আপনার হাতে। রাণা এখনও ছেলে মানুষ, রাণীও ছেলে মানুষ। রাজ্যের সমস্ত ভার আমার স্বামীর উপর। আমার ভাগ্যবতী ভগিনীর উপর এক সময় মায়ের পরিচর্য্যার ভার অর্পিত ছিল। ভগিনী আমার সে ভারের পূর্ণ-মর্য্যাদা রক্ষা করে চলে গেছেন। তাঁর সময়ে স্বামী পূর্ণযশে যশস্বী। চিতোরের সম্পদ ভগিনীর ধর্ম্মপ্রভাবে আজও পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ। মা ভবানীর অনুকম্পায় তিনি বীরপুত্রের জননী। এই সকল আমাকে দান করে তিনি স্বর্গে গিয়েছেন। কিসে আমি এই সামগ্রীগুলি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি, সেই চিন্তায় আমি সর্ব্বদাই ব্যাকুল হয়ে আছি। রাণার কুশল, আমার এই বৌমার পুত্রটীর কুশল, আমার পুত্রগণের কুশল, এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত স্বামীর অক্ষুণ্ণ যশঃ, এ সমস্ত বজায় রেখে মরতে পারি তবেই না আমার রমণী-জন্ম সার্থক!

পুরো। মা! তুমি যে মহদ-বংশ থেকে এসেছ, যে মহদ্-বংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, তোমার কাছে মর্য্যাদা রক্ষার আশা না করলে কার কাছে করব? কিছু ভয় নেই মা! আমাদের ভাগ্যদোষে যদি চিতোরের স্থূল শরীরে কখনও কোন অনিষ্ট হয়, তার যশঃ-শরীরে ভবানী নিজে অস্ত্র ধরলেও কখন আঘাত করতে পারবেন না—এ বিশ্বাস আমার আছে। পার্ব্বতী তোমাকে সমস্ত রূপজ্যোতি দান ক'রে নিজে রূপহীনা কৃষ্ণাঙ্গী। তোমাতে আঘাত লাগলে জানবে, উন্মাদিনী নিজদেহে অস্ত্রাঘাত করেছেন, তা কখন সম্ভব নয়। যদি পূজার কোনও সামগ্রী অভাব আছে মনে কর, নিয়ে এস। ভাল কথা—তোমার স্বহস্ত-চয়িত কিছু পুষ্প মাকে নিবেদন করতে হবে! আর বক্ষের কিঞ্চিৎ রক্তদানে মাকে আবাহন করতে হবে।

পদ্মিনী। যথা আজ্ঞা।

পুরো। তুমি ফিরে এলে তবে আমি পূজায় নিযুক্ত হব। তুমি উপস্থিত না থাকলে, মায়ের সংকল্পই হবে না।

পদ্মিনী। আমরা যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব।

পুরো। আর দেখ মহারাণী, তুমি পুর-বাসিনীদের এই সময়েই প্রস্তুত হয়ে থাকতে বল।

মীরা। যথা আজ্ঞা।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। খুড়ীমা! রাজা সাহেব কোথায়?

পদ্মিনী। তিনি বোধ হয় আরামবাগের নবরচিত পুষ্পোদ্যানে, কারুকরদের কার্য্যের

তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। যদি প্রয়োজন থাকে ত বল, আমি সেইখানেই যাব, মায়ের জন্য আরো কিছু পুষ্পচয়ন করব। প্রয়োজন থাকে, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লক্ষ্মণ। তবে তাই দিন। তাঁর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। (পদ্মিনী ও সখিগণের প্রস্থান) এই যে, গুরুদেব আছেন?

পুরো। আছি রাণা—মায়ের পূজার সময় অপেক্ষায় বসে আছি।

লক্ষ্মণ। পূজার বিলম্ব কত?

পুরো। এখনও বিলম্ব আছে। মায়ের চিরকালই নিশীথ পূজার ব্যবস্থা। অমাবস্থার ঘোর অন্ধকারে যখন সমস্ত সংসার নিদ্রিত হয়, তখনই মা বরাভয় কর উত্তোলন করে জগৎ রক্ষার প্রহরিণীস্বরূপ উদ্যত কৃপাণে স্বরচিত মায়াকে ছিন্ন করেন।

লক্ষ্মণ। এখন ত সন্ধ্যা। নিশীথের ত এখনও অনেক বিলম্ব, কিয়ৎক্ষণের জন্য আপনি কি একবার বাইরে আসতে পারবেন না?

পুরো। কেন, বলবার কি কিছু আছে?

লক্ষ্মণ। আছে। দিল্লীর সংবাদ কিছু জানেন কি?

পুরো। জানি। আমি তীর্থদর্শনার্থ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ঘুরে এসেছি।

লক্ষ্মণ। কি খবর জেনে এলেন?

পুরো। আলাউদ্দীন খিলিজী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেছে।

লক্ষ্মণ। কি ক'রে করলে?

পুরো। তার পিতৃব্যকে হত্যা ক'রে।

লক্ষ্মণ। খুড়ো-রাজাও কি এ সংবাদ রেখেছেন?

পুরো। তিনি চার-চক্ষু—তিনি আর এ সংবাদ রাখেন নি?

লক্ষ্মণ। আমি সেই কথা জানবার জন্যই তাঁর সন্ধান করছিলুম।

পুরো। অভিপ্রায়টা জানতে পারি কি?

লক্ষ্মণ। হাঁ গুরুদেব! দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে জয়ী হয়েও রাজ্য হারালে কি করে?

পুরো। মহম্মদ ঘোরীর কুট-নীতিতে। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, ঘোরী কোনও প্রকারে প্রাণ নিয়ে দেশে পালিয়ে যায়। তার পর বৎসর অগণ্য সেনা সংগ্রহ ক'রে পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ নিতে, মহম্মদ ঘোরী আবার পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করে। পৃথ্বীরাজও অসংখ্য বীর সেনা সঙ্গে নিয়ে কাগার তীরে, শত্রুর গতিরোধার্থ উপস্থিত হন। দুই দলে ভীষণ সংগ্রাম, প্রাতঃকাল থেকে যুদ্ধ, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংসা হ'ল না। উভয় পক্ষেরই বহু সৈন্য হতাহত হ'ল! ঘোরী তখন বুঝলে, ধর্ম্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয়-পরাজয় অসম্ভব। তখন সে রণে ক্ষান্ত দিয়ে, পৃথ্বীরাজের কাছে সে রাত্রির মত বিশ্রাম প্রার্থনা করেছিল। ধর্ম্মযুদ্ধের চিরন্তনী-নীতি, পৃথীরাজ শত্রুর এ প্রার্থনায় 'না' বলতে পারলেন না। যুদ্ধ স্থগিত হ'ল। ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে ও বিলাস ভবনে কোনও পার্থক্য দেখে না। অস্ত্র ঝনঝনা ও নৃত্যগীতের মধুর স্বর তার কর্ণে একরূপ ঝঙ্কারই উৎপাদন করে। ভারতীয় যুদ্ধে তখনও কূট-নীতি প্রবেশ করেনি। বীর্য্যবান মামুদ, আর্য্য সন্তানের উদ্দাম বিলাসিতার শাস্তিস্বরূপ যে কয়বার ভারত আক্রমণ করেছিল, তার একটী বারেও সে যুদ্ধে রণনীতি পরিত্যাগ করেনি। সুধু বীর্য্যে, সুধু বাহুবলে সে ভারতীয় রাজাদের পরাস্ত করেছিল। পৃথ্বীরাজের সম্মুখে তখনও সেই ইতিহাসের জাজ্বল্যমান অক্ষর—তিনি

মনের কোণেও স্থান দিতে পারেন নি যে, বীর মহম্মদ ঘোরী যুদ্ধে নীতি বিসর্জ্জন করবে। সুতরাং রণক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত সৈন্য, রণসাজ ত্যাগ ক'রে, আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিল ; এমন সময়ে ঘোরী রাত্রির অন্ধকারের সহায়তায় কাগার নদী পার হয়ে, ভীমবেগে পৃথ্বীরাজের ছাউনী আক্রমণ করে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে না হ'তে তার সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত হয়, পৃথ্বীরাজও রণক্ষেত্রে বন্দী হন।

লক্ষ্মণ। এখন ত আমরা দেখে শিখেছি, কার্য্যে বুঝেছি—আমাদেরও সে নীতি অবলম্বনে দোষ কি ?

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। রাণা! এ ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, অগ্নি-কুলের মুখপাত্র চিতোর-পতির যোগ্য কথা নয়।

লক্ষ্মণ। কেন খুল্লতাত ? মাতৃভূমি রক্ষাই প্রত্যেক সন্তানের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে যখন শাস্ত্রবিহিত অক্ষয় স্বর্গ পুরস্কার,তখন এরূপ মহৎকার্য্যের জন্য কূট-নীতি অবলম্বনে দোষ কি ?

পুরো। ক্ষত্রিয় নীতিরক্ষার্থ স্বর্গের প্রলোভনও তুচ্ছ জ্ঞান করে! আর স্বর্গসুখ—কত দিনের জন্য ? 'অক্ষয়' স্বর্গও কালের সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নীতি-রক্ষায় যে ধর্ম্ম, তাহা কল্পান্তস্থায়ী। রাণা! তার আর বিনাশ নাই।

ভীম। রাণা! যদি আমরা নীতি-পথ পরিত্যাগ ক'রেও দেশের উদ্ধার না করতে পারি, তাহ'লে দেশও গেল—ধর্ম্মও গেল। নীতিমার্গে চলতে পারলে, একদিন না একদিন আশা আছে —দু' বৎসরে হ'ক, দু'দশ জীবনে হ'ক, একদিন না একদিন—মাকে আমরা আবার নিজের স্বস্থলে ফিরে পাব। ভারতসন্তান নীতি-বর্জ্জিত হ'লে, স্থির জানবে আর কখনও মাথা তুলতে পারবে না।

লক্ষ্মণ। কেন ?

ভীম। বাপ্! এ সব জন্মজন্মান্তরের সাধনা। মানবের ক্রমোন্নতিতে আমরা ঋষি-ধর্ম্মের আশ্রয় পেয়েছি। এখন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত উদারনীতি পরিত্যাগ ক'রে, অন্য নীতি অবলম্বন করতে গেলে, শত্রুর সঙ্গে পারবও না, লাভের মধ্যে পিতৃপুরুষাগত যে ধর্ম্মগৌরব, তাও রক্ষা করতে অপারগ হব। শত্রু জন্মজন্মান্তরের শিক্ষায় কূট-নীতিতে পণ্ডিত,আমরা এক জীবনের শিক্ষায় কেমন ক'রে তাদের সমকক্ষ হব ? বাপ্! ও দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ কর।

লক্ষ্মণ। আলাউদ্দীন দেবগিরি জয় করেছে, শুনেছেন ?

ভীম। শুনেছি। আর দেবগিরি জয় করেই সে উদ্ধত যুবা রাজ্যলোভে তার পিতৃব্যকে হত্যা করেছে !

লক্ষ্মণ। শুধু তাই করেই কি সে ক্ষান্ত থাকবে মনে করেন ?

ভীম। তা কেমন ক'রে বলব ? না থাকবারই সম্ভাবনা। কেন না আলাউদ্দীন একজন সুদক্ষ সেনাপতি।

লক্ষ্মণ। সম্রাট না হয়েই যখন সে দেবগিরি জয় করেছে, তখন সম্রাট হয়ে সে কি আর কোন হিন্দু রাজাকে সুশৃঙ্খলে রাজ্যসুখ ভোগ করতে দেবে ?

ভীম। যদি না দেয় তার উপায় কি ?

পুরো। রাণা! হিন্দু রাজাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা জেনেও যদি আলাউদ্দীন তাদের নিরাপদে নিদ্রা যাবার অবকাশ দেয়, তাহ'লে বুঝবো সে কেবল নরঘাতী, সিংহাসনে বসবার যোগ্য নয়। এক চিতোর ভিন্ন ভারতের সর্ব্বস্থান,

আলাউদ্দীন ইচ্ছা করলে, অতি অল্পায়াসেই করায়ত্ত করতে পারে। আমি কূট-নীতির কথাও বলতে চাই না, ধর্ম্মনীতির কথাও বলতে চাই না। যে কোন নীতি-প্রয়োগে ভারতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে মনুষ্যত্বের প্রয়োজন, ভারতে এখন সে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ অভাব।

ভীম। আর ভারত ভারতই যে বলি, সে ভারত কোথা? ভারত এখন, সিন্ধু, গুজরাট, অযোধ্যা, পঞ্জাব, বাঙ্গলা, বিহার ইত্যাদি কতকগুলো ক্ষত-বিক্ষত দেহ, অথচ অভিমানে স্বস্বপ্রধান, সেই পূর্ব্ব যুগের বিশাল একতাময় প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্ন স্তম্ভের সমষ্টি। ভারত নাম সেই আর্য্য-ঋষি-পূজিতা মাতৃমূর্ত্তির শতগ্রন্থি-যুক্ত ছিন্ন বাসের আবরণ। বুঝতে পারছ না রাণা! মুষ্টিমেয় জাগরিত পাঠানের ক্ষীণ আদেশ, নিদ্রিত বিশ কোটীর সুদৃঢ় সবল পর্ব্বতবক্ষ বিদারণক্ষম হস্তপদ সঞ্চালিত করেছে।

লক্ষ্মণ। এর কি প্রতিকারের উপায় নেই?—সকলের প্রাণে আবার সে জাতীয়ভাব উদ্দীপনের চেষ্টা করলে কি কার্য্য হয় না?

ভীম। তুমি যখন জন্মগ্রহণ করনি, তখন করেছি; তুমি যখন শিশু, তখন করেছি। তোমার হাতে রাজ্যভার দিয়েও আমি নিশ্চিন্ত থাকিনি। আমি প্রাণপণে ভারতে একতা সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে চেষ্টা করে, অন্যে মনে করে সে যেন মাতৃপিতৃ-দায়গ্রস্ত। তার ওপর সবারই কর্ত্তৃত্বাভিমান। কেউ কাউকে কর্ত্তা স্বীকার করতে চায় না। এ হয়েছে কি জান রাণা! অন্যান্য দেশে বিধাতা দু'এক জন লোককে যোল আনা বুদ্ধি দিয়ে পাঠান, অবশিষ্টের ভেতরে সকলেই প্রায় দু'দশ আনার অংশী। কাজেই সমগ্র দেশবাসীর ভেতর একজন কি দু'জন নেতা হয়, অবশিষ্ট সকলে তার অনুসরণ করে। আর এ পোড়া ভারতের ভাগ্যে এত যোল আনার বুদ্ধি একত্র হয়েছে যে, সমধর্ম্মী তড়িতের পরস্পর বিরোধী শক্তির ন্যায় এরা কেউ কারও কাছে অবস্থিতি করতে পারে না। ভাল বৎস! পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রাণ নিয়ে, মহাত্মা বাপ্পারাওয়ের তেজস্বিতার স্বত্বাধিকারী, তোমার হৃদয় যদি দেশের দুঃখে এতই বিগলিত, তাহ'লে এস দু'জনে নিভৃতে বসে কিয়ৎক্ষণের জন্য একটা ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করি। ঠাকুর! আপনার মাতৃঅর্চ্চনার জন্য একাগ্রচিন্তার ব্যাঘাত করলুম—ক্ষমা করুন। [ভীমসিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[উদ্যান]

গোরা।

গোরা। মেবারের লোকগুলোর একটা মজা দেখি, এরা বেশ স্ফূর্ত্তি করতে জানে। দু'টো মিষ্টি কথা কও, তাতেও স্ফূর্ত্তি, দু'টো কড়া কথা কও, তাতেও স্ফূর্ত্তি। সুখের সময়েও স্ফূর্ত্তি, দুঃখের সময়ও স্ফূর্ত্তি। বাড়ীতে চুপটী করে বসে থাকা, কারও যেন কোষ্ঠিতে লেখেনি—বাড়ীতে রইল ত 'এ রামা—এ রামা'—খচমচ খচমচ চব্বিশ ঘণ্টাই গান জুড়ে দিয়েছে। আর যুদ্ধক্ষেত্রে গেল ত, 'হর হর শঙ্কর'—দামামা, ডুগডুগি, ভেরী, তুরী যেন বেটারা চিত্রগুপ্তের বাপের শ্রাদ্ধ খেতে চলেছে, কি যমরাজের পিসের বিয়ের বরযাত্রী হয়েছে। এরা বেশ আছে। আমি কিন্তু বেশ থাকতে পারছি না। বেশ থাকবার এত চেষ্টা করছি, মনে মনে এত স্ফূর্ত্তি জমিয়ে তুলছি, কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। একটী হাই

তুললুম ত, সব জমান স্ফূর্ত্তি হুস করে বেরিয়ে গেল ; কোন্ বাতাসে মিশে, কোন্ আকাশে যে মিলিয়ে গেল, আর তার সন্ধান করতে পারলুম না। কেন,—আমারই বা স্ফূর্ত্তির অভাব কেন? এ আনন্দময়দের দেশে এসে, আমিই বা মিছি মিছি আনন্দে বঞ্চিত থাকি কেন? জন্মভূমি সিংহল ত্যাগ করে এসেছি বলে? না, হিন্দুর সন্তান, যখন হিন্দুস্থানে—রাজপুত যখন রাজপুতানায়—তখন সেত মায়ের কোল ছাড়া নয়! হিন্দুর সিংহলে আর হিন্দুস্থানে প্রভেদ কি? মাঝে খানিকটে লবণাক্ত জল? আরে রাম রাম। তাতে কি? এই দু'য়ের মধ্যে এই লবণাম্বুনিধিতে এমন একটা প্রীতির প্রান্তর ভেসে আছে যে, তার ওপর দিয়ে চলে এলে, একবিন্দু জলেও চরণ সিক্ত হয় না—শত যোজন দূর হ'লেও হ'ত না। তবে মনে সুখ পাই না কেন? এবার চেষ্টা ক'রে আমাকে সুখটা পেতেই হবে!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। ভাবতে গেলেত কূল কিনারা থাকে না দেখতে পাচ্ছি। তাহ'লে কি এমনি ক'রে, সেই বেইমানের চিন্তা নিয়ে সমস্ত হিন্দুস্থান দেওয়ানা হয়ে ঘুরে বেড়াব?

গীত।

বিধি যদি বাদী কেন তারে সাধি
কেন বা কি চাহি কাহারও কাছে।
চাহিবার যাহা ফুরায়েছে তাহা
তবু কেন চলি আশার পাছে॥
আমি যত চলি পথ চলে যায়,
কাছে যেতে পড়ি দূরে,
সুদূরের তারা থাকুক সুদূরে,
আর না মরিব ঘুরে,
হেথা চলা শেষ হেথা মোর দেশ
এসেছি আমার ঘরের কাছে॥
সে সুখের ঘরে দেখিব কি ক'রে,
আমার নিরাশা বঁধু লুকিয়ে আছে॥

গোরা। বা! বা! সুখান্বেষণের প্রারম্ভেই—এ নির্জ্জন দেশে একটা শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না?

নসী। দেওয়ানা হয়ে লাভ কি? কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্নের একটা লোভনীয় দৃশ্যে আকৃষ্ট হয়েছিলুম—একটা স্বপ্নেঘেরা সুখের আস্বাদ দু'দিন কি দু'দণ্ড অনুভব করেছিলুম, এ জাগ্রদবস্থায় তা আর অনুমান করতে পারি না—অস্তগত সূর্য্যের কিরণ রেখার ন্যায়, তার যেন দুই একটা ক্ষীণ স্মৃতি আমার দিগন্তপ্রসারিত দুরদৃষ্ট-গগণের এক প্রান্তে পড়ে আছে!

গোরা। হয়েছে—ঠিক হয়েছে। এও দেখছি আমার মত সুখের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথাটা যেরকম এপাশ ওপাশ করছে, তাতে বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে, লোকটার মাথার মগজে মগজে এত ঘনিষ্টভাবে রাশি রাশি সুখ নিবিষ্ট হয়েছে যে, তার খানিকটে ঝেড়ে ফেলে দিতে না পারলে বাছাধন যেন সুস্থ হচ্ছে না। তাহ'লে লোকটার কাছ থেকে খানিকটে ফাউ সুদ গ্রহণ করলে, বোধ হয় কারও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

নসী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অবস্থাহীন পিতার সঙ্গে, সেই দূর বঙ্গদেশ থেকে সারাটা পথ হেঁটে দিল্লীতে এসেছিলুম। এসে পিতার অদৃষ্টের সঙ্গে, কিসমতের তোয়াজে তোয়াজে উঠে, একেবারে উজীর কন্যার সৌভাগ্য পেয়েছিলুম। সেই অবস্থাতেই দিল্লীর সিংহাসনের একপ্রান্তে অতি মূল্যবান ভূমির মালেকান স্বত্ব ক্রয় করেছিলুম। নসীবের দোষে সে জমীন আর আমার দখলে এলো না। লাভের মধ্যে পিতার চির আতিথেয়, উদার আশ্রয় থেকে জন্মের

মত বঞ্চিত হলুম। যে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়ে পিতা একদিন, আমারও পর্য্যন্ত মৃত্যুকামনা করেছিলেন, এখন আমি তাই'তেও অধিকতর দরিদ্রা। আশার রাজ্যের সীমান্ত হ'তে বহুদূরে অবস্থিত। এস্থান আলো-আঁধারের সন্ধিস্থল। ইচ্ছা করলে, এই দণ্ডেই নিরাশার আলোকে আপনাকে সুস্নাত করতে পারি, অথবা চির-দিনের মতন সূচীভেদ্য অন্ধকারে আপনাকে ডুবিয়ে ফেলতে পারি।

গোরা। লোকটা দেখছি বেজায় কুৎসিত। না না কুৎসিত ত নয়—বেজায় সুন্দর! ছোঁড়া যেন কোন রাজপুত্তুর—না না ছোঁড়া কেন—এ যে ছুঁড়ী। ও বাবা! যেটা ধরছি, সেইটেই উল্‌টে যাচ্ছে।—তাহ'লে ত লক্ষণ শুভ নয়—আমি আজন্ম অবিবাহিত পুরুষ—আর সম্মুখে একটা অখণ্ড অপরিচিতা স্ত্রী! আকাশে তারা, বাগানে ফুল, আর মাঝখানে আমার অৰ্দ্ধ কম্পিত, না, না—অর্দ্ধ কেন—পূর্ণ কম্পিত—প্রাণটা! ও বাবা! ছুঁড়ী যতই এগিয়ে আসছে, ততই যে প্রাণ থরথরিত—হ'ল না সুখান্বেষণে ক্ষান্ত দিয়ে আমাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য মাথা গুঁজে বসতে হ'ল।

নসী। সুখ দুঃখ ভোগ আমার নিজের হাতে। এখন যেটাকে ইচ্ছা ফেলে দিতে পারি, যেটাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারি। দুনিয়ায় আমার কেউ নেই, আমি কিন্তু দুনিয়ার সবার, এটা মনে করলেই ত সব লেটা চুকে যায়।

গোরা। আসছে—আসছে।

নসী। কিন্তু কই! তা মনে করতে পারছি কই—অপমানিত, লাঞ্ছিত, পদাঘাতে তাড়িত হয়েছি। নিরীহ ধার্ম্মিক পিতাকে নির্ম্মম ঘাতকে টেনে নিয়ে গেল, তাও দেখেছি—এ দেখে, মর্ম্মবেদনা স্মরণ করলে, আমি কি আর তার হ'তে পারি? প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি সে অবস্থা স্মরণ মাত্র—বিনা ফুৎকারে জ্বলে ওঠে। সুখ—কই? কোথায় এলো? দুঃখ—কই—ইচ্ছা করলে কই ফেলতে পারি? আলাউদ্দীন বহুসৈন্য নিয়ে গুজরাট জয় করতে চলেছে। কেন? সেখানে এক নববৈধব্য-নিপীড়িতা রমণীর হাতে রাজ্যভার। আলাউদ্দীন এ সুযোগ ছাড়তে পারলে না। তাই সেই অসহায়ার সর্ব্বনাশ করতে সে আজ বহুসৈন্য নিয়ে গুজরাটে ছুটেছে, অভাগিনীকে দুদিন মন খুলে কাঁদতেও অবকাশ দেবে না। আমি ছদ্মবেশে বরাবর বাদশার সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। কিন্তু রমণী আমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে কতদূর চলব! বড়ই ক্লান্ত, আর পারলুম না। দূর থেকে এই দেশটার একটা বিচিত্র শোভায় আকৃষ্ট হয়ে, এস্থান দেখ্‌বার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না!

গোরা। এলো এলো—ঘেঁসে এলো।

নসী। এই পার্ব্বত্য অধিত্যকায়—এমন চারুশিল্পের আশ্রয়—শিলায় খোদিত চিত্রের ন্যায়, একি শোভাময় উদ্যান!

গোরা। উঃ! এবারে আকাশ পানে চেয়ে আসছে! তাহ'লে বুঝতে পারছি ঘাড়ে পড়লো—পড়লো। গোরাচাঁদ! সুখ সুখ করে পাগল হয়েছিলে—এই দেখ সুখ একেবারে একটী দেড়মনি তুলোর বস্তা হয়ে তোমার ঘাড়ে পড়তে আসছে। যাক্, আর মাথা তোলা উচিত নয়। গোলমাল হয়ে যাবে।

নসী। তাইত! কে একজন বসে রয়েছে না! একি, অমন করে বসে কেন? আমাকে দেখেছে নাকি? দেখে কোন দুরভিসন্ধি পোষণ করেছে নাকি? কাজ নেই—আমি একা রমণী—তায় বিদেশিনী—এ নির্জ্জন দেশ—সাহায্যের

প্রয়োজন হ'লে, সাহায্য পাব কিনা তার ঠিক নেই। তাহ'লে এস্থান থেকে সরে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

গোরা। মাথা গুঁজে বসে আছি, হাত পা গুলো পেটের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছি! ও ঠিক ঠাউরেছে, পথের মাঝে একটা বিলাতী কুমড়ো পড়ে আছে। লোভে লোভে যেমন ও হাত বাড়াবে, আমিও অমনি ক্যাঁক ক'রে হাতটা গ্রেপ্তার করে ফেলব।

(হরসিংএর প্রবেশ)

হর। তাইত, হুজুর গেল কোথা? এই বাগানে আসতে আমায় হুকুম করে এলো— কিন্তু কোথাও ত তাকে দেখতে পাচ্ছি না! এই যে—এই যে—হুজুর কি বসে বসে ঘুমুচ্ছে? আফিং খানিকটে বেশী করে চড়িয়েছে, বোধ হয় বেজায় ঝিম এসেছে।

গোরা। সুন্দরীর নিশ্বাসের ঢেউ এসে গায়ে লাগছে, ধরলে আর কি, কুমড়োটা চুরী করলে আর কি!

হর। বসে বসে কি হচ্ছে হুজুর?

গোরা। কুমড়ো চোরকে পাকড়ান হচ্ছে হুজুর। কি সুন্দরী! চাঁদ-মুখখানি শুকিয়ে গেল যে! আমি বাবা যেবার রাজ্যের সহর কোটাল—একটা হাই তুললে চোরাই চোরাই গন্ধ পাই—আমার কাছে চালাকী?

হর। সেকি হুজুর! সুন্দরী পেলে কোথা?

গোরা। এই হাতের মুঠোর ভিতর পেয়েছি বাবা! আমি কি বোকা, না গজচোখো, দূরের সামগ্রী দেখতে পাই না। আসতে আসতে পথের মাঝে, সম্মার্জনী তুল্য গোঁফ জোড়াটি কোথা পেলে ধন? গোঁফ ফেল্—বেটী বদমাইস—দাগী চোর।

হর। টেনোনা—গোঁফ টেনোনা হুজুর! আমি মরে গেলে, তোমার পরিচর্য্যা করবে কে?

গোরা। সত্যই তুমি তাহ'লে বাপ হরধন?

হর। কেন, হুজুর কি গোলামকে চিনতে পারছেন না?

গোরা। ক্রমে ক্রমে পার্‌তে হচ্ছে বই কি! এ কি রকমটা হ'ল?

হর। কি হ'ল হুজুর?

গোরা। এই দেখলুম একটী কুৎসিত কদাকার মিন্‌সে—তার পরেই দেখলুম, সুন্দর মনোহর একটী চন্দ্রমল্লিকের ঝাড়ের মত ছোকরা —আর একটু এগুতেই ছুকরী—আর যেমন হাতখানি ধরেছি অমনি হরা হয়ে গেলে ধন।

হর। দেখুন হুজুর, অত কড়া আফিং খাবেন না—ওতে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

গোরা। মাথা খারাপ হবে কিরে বেটা? আমি যে মাথা থেকে আরম্ভ করে, হস্ত পদাদি যেখানে যা ছিল সব গুটিয়ে একটী কুমড়ো হয়েছিলুম।

হর। তাহ'লেই ঠিক হয়েছে, ওই কুমড়োর বোঁটাটা আপনার চোকে ঢুকে গিয়েছিল।

গোরা। তাইত! সত্যি সত্যি কি চোখ-দুটো আমার এত খারাপ হল যে, তোমার মতন একটা বর্ব্বর কর্কশ এরণ্ড বৃক্ষ তুল্য জন্তুতে আমার রমণীভ্রম হয়ে গেল?

হর। তা হবার আর আশ্চর্য্য কি? এই যে বললুম হুজুর! চব্বিশ ঘণ্টাই নেশায় বোঁদ হয়ে থাকলে চোকের কি আর জুত থাকে।

গোরা। না, তুই মিথ্যে কথা বলছিস্— আমাকে হয় ত খুঁজতে এসেছিলি। হয় ত কোন রমণী আমার গুণগরিমায় মুগ্ধ হয়ে আমার অন্বেষণ করছিল। তোকে দেখে সে লজ্জিতা ভয়চকিতা হয়ে সরে পড়েছে।

হর। এ চিতোরে আপনাকে দেখে মুগ্ধ হবার মধ্যে এক আছি আমি। আর দ্বিতীয়

ব্যক্তি নেই। তা স্ত্রীলোকের মধ্যেই কি, আর পুরুষের মধ্যেই কি।

গোরা। বটে।

হর। সত্যি কথা বলতে কি হুজুর, চিতোরবাসী সকলেই আপনাকে মনে মনে ঘৃণা করে। তবে রাণীর মামা ব'লে, মুখে আপনাকে কেউ কিছু বলতে পারে না।

গোরা। তা আমি জানি।

হর। তারা জানে আপনি নেশাখোর, অকর্ম্মণ্য, ভীরু; অথচ আপনাতে সিংহলীর অভিমান। আপনি তাদের সঙ্গে কোন আমোদে যোগ দেন না—মৃগয়ায় যান না, অস্ত্র-খেলা খেলতে চান না—পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের মধ্যে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রয়োজন হ'লে, সবাই আনন্দে রাণার মর্য্যাদা রাখতে অগ্রসর হয়, কিন্তু আপনি মরণের ভয়ে আত্মগোপন করেন। সে দিন গুজরাটের রাজার সঙ্গে অতবড় যুদ্ধ হ'ল—চিতোরের বালক পর্য্যন্ত সে যুদ্ধে যোগ দিতে ছুটলো, আপনি চুপ ক'রে, কোন্ লোক-অগোচরে ব'সে রইলেন। রাণী পর্য্যন্ত আপনার আচরণে মর্ম্মাহত হ'য়ে গেলেন।

গোরা। তা মাঝখান থেকে তোমার নেক-নজরটা আমার ওপর পড়ে গেল কেন?

হর। কেন, তা বলতে পারি না হুজুর! কতবার মনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি—উত্তর পাইনি। এর জন্য আত্মীয় বন্ধুর তিরস্কার খেয়েছি, তবু তোমার সঙ্গ ছাড়তে পারিনি। আমাকে কে যেন বলে, আপনাতে একটা পদার্থ আছে!

গোরা। হাঁ—বেশ—এক ছিলিম গাঁজা সাজ।

হর। হুজুর। আর নেশা করবেন না।

গোরা। নেশা কিরে বেটা—নেশা কি? ত্বরিতানন্দ কি নেশা? নেশা তোদের চিতোরের চোদ্দপুরুষের। নেশা কি খেয়ে হয়? সে সুধু একটু আধটু চোখ পিটপিট করে, একটু আধটু ঘুম পায়—জেগে উঠলেই সব ফরসা। নেশা অজ্ঞানে, নেশা অভিমানে—মানুষ যখন তাতে ডুবে থাকে, তখন ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েও সে মনে করে, আমি জেগে আছি। এইটুকু যা প্রভেদ! তবে যখন বললি, হরু, তখন সরল ভাবেই বলি—নেশা দুইই—দুইই মনুষ্যত্বের বিনাশ করে, শক্তির প্রতিরোধ করে, মানুষকে হিতাহিত-জ্ঞানহীন পশুর তুল্য করে। তবে এই দুই নেশাখোরের মধ্যে এক জন নিজেকে নষ্ট করে, আর এক জন আপনার মৃত্যু-পথে আর পাঁচ জনকে সঙ্গে নেয়। বুঝলি হরু—যখন মানুষ মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু, তখন বন্যপশু বধের বীরত্ব দেখিয়ে লাভ কি? বল্ দেখি, একটা বিকট অভিমানবশে মানুষ যত মানুষের অনিষ্ট করে, বন্য জন্তু হতে কি তার শতাংশের একাংশও অনিষ্ট হয়?

হর। কথাটা যা বলছ তা বড় মিথ্যে নয়।

গোরা। কার ওপর অস্ত্র ধরব? তোরা বড় ভারতের বড় বীর—বীরত্বের অভিমান বজায় রাখতে, যুদ্ধ করবার লোক না পেলে আপনা আপনির ভেতর মারামারি করিস্। আমরা ছোট সিংহলের ছোট বীর, এ রকম লড়ায়ে আপনা আপনিকে মারতে দেখলে কাঁদি। আমরাও এক দিন আপনা আপনির ভেতর বলের পরিচয় দিয়েছি। মুগুর দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের বক্ষ-কাঠিন্য পরীক্ষা করেছি। গ্রামে কখন ব্যাঘ্র হস্তীর উৎপাত হ'লে, সেই সব জন্তু বধ ক'রে অস্ত্র বলের পরীক্ষা দিয়েছি—আর শত্রুর আক্রমণে সকলে এক সঙ্গে মিলে, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেশের শক্তি

পরীক্ষা করেছি। চিতোর এখন আপনার বীরত্ব-গর্ব্বে আপনি উন্মত্ত। অহঙ্কারী আনহালওয়ারা-রাজ তোমাদের কাছে পরাভূত হয়েছে। সেই পুরাতন ধাররাজ্য, অবন্তি, মন্দোর, দেবগিরি, সেই সোলাঙ্কি, প্রমার পরিহার সমস্ত অগ্নিকুলের অধিষ্ঠান ভূমি চিতোরের কাছে মস্তক অবনত করেছে। তোরা তাদের গর্ব্ব অধিকার করেছিস্, প্রাণ অধিকার করতে পেরেছিস্ কি? তারা সুধু নির্জ্জনে, দন্তনিষ্পেষণে মুখ বিকৃত ক'রে, প্রতিহিংসার অবকাশ খুঁজছে। আমরা হ'লে মাতৃদায়গ্রস্ত ভাগ্যহীনের মত তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে গলায় বস্ত্র দিয়ে প্রীতি ভিক্ষা করতুম। আর সকলে মিলে এক জনকে কর্ত্তা ক'রে, তার আদেশে অস্ত্র ধ'রে—পৃথ্বীরাজের হত্যার, সোমনাথ-বিগ্রহ-নাশের, নগরকোট ধ্বংশের প্রতিশোধ নিতুম। বিধর্ম্মীরা মিশতে চাইলে; তাদের ভাইয়ের মত স্থান দিয়ে আপনার করে নিতুম, নইলে এক একটাকে ধ'রে,সলেমান পাহাড়ের ওপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম।

হর। তাইত হুজুর! আপনি যা বলছেন, এ ত বড় চমৎকার কথা!

গোরা। এর মধ্যে একটা প্রধান রাজ্য দেবগিরি—সেটার কি দুর্দ্দশা হয়েছে জানিস? আলাউদ্দীনের বিষম অস্ত্রাঘাতে তার রাজধানী রক্তপ্রবাহে পূর্ণ, দেবমন্দির চূর্ণ, আর মণিমাণিক্যপূর্ণ রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য। ঈশ্বর না করুন, তোমার চিতোরেরও একদিন এই পরিণাম হবার সম্ভাবনা। কেন না সে দুর্দ্দিন এলে, কেউ চিতোরকে রক্ষা করতে আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত বাড়াবে না। অবশ্য তাদেরও সেই এক পরিণাম। তবে এ হয়েছে কি জান, যখন ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা হয়, তখন উকীল মোক্তারে বিষয় থাক্ তাও স্বীকার, নিলেমে বিষয় বিকিয়ে যাক্ তাও স্বীকার, তবু এক ভাই আর এক ভাইয়ের চেয়ে একটু বেশী ভোগ করবে, এ প্রাণে সহ্য হয় না। গুজরাটের রাজা আছে না মরেছে?

হর। যুদ্ধে বিষম আহত হয়েছিলেন। শুনলুম মাসখানেক আগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

গোরা। আর মাসখানেক পরেই শুনবে, আলাউদ্দিন তার রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে।

(নসীবনের পুনঃপ্রবেশ)

নসী। অত বিলম্ব সয়নি—আজই আলাউদ্দিন সৈন্য নিয়ে গুজরাট অভিমুখে চলেছে।

গোরা। তবেরে বেটা হরা! আমার নাকি চোক খারাপ হয়েছে? তুমি আমাকে এক ঝুড়ী খেংরা গোঁফ দেখিয়ে ভুলিয়ে দিতে চাও? বেটা! পাজী বেটা।

হর। দোহাই হুজুর! আমি দেখিনি।

গোরা। তুই দেখবি কিরে বেটা, এ সামগ্রী তুই দেখবি কি? এ সব জিনিষ সিদ্ধ. গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রক্ষ, কিন্নর,—এরা দেখবে—তোর এ বেরালের চোক্, তুই কেবল ইঁদুর বাচ্ছা দেখবি।

হর। তাইত হুজুর! এ ত বড় সুন্দর স্ত্রীলোক—কিন্তু আমাদের দেশের মতন নয়।

নসী আপনাকে প্রথমে দেখে আমি লুকিয়েছিলুম। লুকিয়ে লুকিয়ে আপনার সমস্ত কথা শুনে আপনার ওপর আমার ভক্তি হয়েছে।

গোরা। হে-হে-হে, ভক্তি হয়েছে?

নসী। বিশেষ ভক্তি হয়েছে।

গোরা। হে-হে হে, হক্। তাহলে আর বি-ম্ব করছ কেন, ভক্তিরসে একটু রসান দাও। এট নাও টিপতে সুরু কর।

হর। স্ত্রীলোকটী কি বলছে, আগে শোনই না হুজুর!

গোরা। ও শোনাও হবে, টানাও হবে—একসঙ্গে লাগিয়ে দাও—লাগিয়ে দাও।

নসী। চিতোরে আপনাকে কেউ ভালবাসে না—তাইতে আপনার দুঃখ? আমি আপনাকে ভালবাসলুম—

গোরা। হে-হে-হে—হরু হরু—একটীপ বাড়িয়ে নাও।

নসী। কিন্তু আমার স্বামী আছে।

গোরা। হরু হরু—টীপ কমিয়ে দাও—টীপ কমিয়ে দাও। যাক্—এ রহস্যের কথা রেখে, গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করি—"সুন্দরী! তুমি কে?"

নসী। আগে আমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে স্বীকৃত হ'ন।

গোরা। এযে বড়ই গোলমেলে কথা হ'ল সুন্দরী!

হর। হুজুরের কথা শুনলে—শুনে হুজুরের প্রকৃতি বুঝতে পারলে না?

নসী। পেরেছি—আর পেরেছি বলেই, তোমার হুজুরের ভালবাসা চাচ্ছি।

হর। যদি বুঝতেই পেরেছ, তা হ'লে একজনের স্ত্রী হয়ে, কেমন ক'রে পরপুরুষের ভালবাসা চাচ্ছ।

নসী। কেন, স্ত্রীলোক বিবাহিত হ'লে কি সহোদর-প্রেমেও বঞ্চিত হয়?

গোরা। না, তা হয় না, আমি সহোদর, তুমি ভগিনী! কিন্তু ভগিনি! আমি যে আজীবন সংসারে বীতস্পৃহ। ভালবাসার মধুময় স্পর্শ এ হৃদয় কখন অনুভব করবার অবকাশ পায়নি। এ কঠোর নির্ম্মম সংসারে বান্ধবশূন্য ভ্রাতার নীরস হৃদয় তোমার এ অগাধ রমণী-স্নেহের কি প্রতিদান দিতে পারবে?

নসী। আপনার কাছে যতটুকু পাই—যদি পাই, তাই এ সংসারে পতিপরিত্যক্তা বান্ধবহীনার পক্ষে যথেষ্ট। আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। আমি মুসলমানী, মোসলনগরে আমার ঘর।

হর। মুসলমানী!

গোরা। মুসলমানী! বেশ বেশ—তাহ'লে আমি তোমার হিন্দুস্থানী ভাই, আর তুমি আমার মুসলমানী ভগিনী। সেই প্রথম মানবদম্পতী থেকে তোমারও উদ্ভব—আমারও উদ্ভব। সুধু নিজে নিজে আমাদের উপাধি ভেদ ক'রে, চক্ষে নানা বর্ণের আবরণ দিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে, আমরা যে যাকে পৃথক করে ফেলেছি। বেশ হয়েছে—আজ নিতান্ত কাতর হয়ে ভগবানের কাছে স্ফূর্ত্তি চেয়েছিলুম—সে স্ফূর্ত্তি পেয়েছি। এস ভগিনি! তোমাকে সাদরে আমার স্নেহ-পুষ্পাধারে স্থানদান করি। দে হরা, গাঁজা ফেলে দে। এ এক নতুন রকমের নেশা। আমি বোঁদ হয়ে গেছি।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। পিতামহ!

গোরা। কেও ভাই বাদল!—কি দাদা?

বাদল। তুমি এখানে?

গোরা। নিশ্চয়—একথা কেউ না বলতে পারে না।

বাদল। কিন্তু আমি পারি। তুমি এখানে থাক্‌লে দু-তিন জন অচেনা লোক, তোমার চোখের সামনে দিয়ে আরামবাগে প্রবেশ করে?

গোরা। সেকি?

বাদল। এই এমন এমন চোক্—গায়ে কাব্বা, পায়ে পায়জামা—লম্বা দাড়ী, গোঁফ নেই—নেড়া মাথা—লম্বা লম্বা টুপী, অন্ধকারে মাথা গুঁজে—পা-টিপে ঢুকেছে।

নসী। তা হলে নিশ্চয় সম্রাট-প্রেরিত গুপ্তচর চিতোরে প্রবেশ করেছে।

গোরা। কোন্ দিকে গেল—কোন্ দিকে গেল ?

বাদল। দেখবে এস—

গোরা। বাগানে কেউ আছে ?

নসী। আমি দূর থেকে দেখেছি—দু'জন স্ত্রীলোক বাগানে ফুলচয়ন করছেন।

হর। আমি জানি খুড়ীরাণী।

গোরা। চল্ চল্—শিগ্‌গির চল্—এস ভগিনি ! সঙ্গে এস।

পঞ্চম দৃশ্য।

[উদ্যানের অপর পার্শ্ব]

পদ্মিনী ও মীরা।

পদ্মিনী। আর নয়, অন্ধকার হয়ে এলো। যা ফুল তোলা হয়েছে, এই যথেষ্ট। এস মা, মন্দিরে যাই।

মীরা। চতুর্দ্দিকে প্রহরী, চিতোরের দুর্গমধ্যে বাগান, এখানে আমাদের ভয় করবার কি আছে খুড়ীমা ?

পদ্মিনী। ভয়, অন্য কাউকে নয়, ভয় আমাকে। আজকের রাত্রে ভবানী-মন্দিরে এই যে সমারোহের সঙ্গে স্বস্ত্যয়নের আয়োজন হচ্ছে, তার কারণ কি জান ?

মীরা। অমাবস্যার নিশীথে চিরকাল যেমন ভবানী-পূজার ব্যবস্থা আছে, আমি জানি তাই আয়োজন হচ্ছে ? অন্য কারণ ত জানি না।

পদ্মিনী। সে নৈমিত্তিক পূজার এত আয়োজন হয় না—তার পুষ্পচয়ন আমাকে করতে হয় না। মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে মেবারের সমস্ত সরদার আজ চিতোরে সমবেত হয়েছে।

মীরা। কারণ কি খুড়ীমা ?

পদ্মিনী। কারণ আমি নিজে—অথবা আমি কেন, আমার দুর্ভাগ্য।

মীরা। আপনি চিতোরের সর্ব্বপূজ্য রাজা ভীমসিংহের মহিষী—আপনার দুর্ভাগ্য—এ আপনি কি বলছেন রাণী ? রূপে আপনি বিধিকল্পনার ভাণ্ডার শূন্য করে মর্ত্তে এসেছেন। স্ত্রীলোকের এহ'তে ভাগ্য আর কি হ'তে পারে ?

পদ্মিনী। রূপ হয়ত পেয়েছি। কিন্তু ভাগ্য পেয়েছি কি এখনও বলতে পারিনি। বলব আজ স্বস্ত্যয়নের পর—ভবানীর মুখ দেখে। ভাগ্য স্বতন্ত্র। রূপ তাকে সর্ব্বদা আকৃষ্ট করে রাখতে পারে না। বরং অধিকাংশ সময় রূপ ভাগ্যের আসবার পথে প্রতিরোধক হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় দেখবে, যার যত রূপ, তার ততই দুর্ভাগ্য।

মীরা। কথা শুনে কিছুই বুঝিতে পারলুম না—কিন্তু ভীত হলুম রাণী !

পদ্মিনী। বেশ বুঝিয়েই বলছি—কেন না মনটা আমার বড়ই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তোমায় বললেও বুঝি মনের যাতনার কতকটা লাঘব হয়। আমি সিংহলরাজ হামিরশঙ্কের একমাত্র কন্যা। পিতা আমার ঐশ্বর্য্যবান। তার ওপর তুমি নিজেই বললে আমি রূপসী। কাজেই হিন্দুস্থানের বহুদেশ থেকে বহু রাজা আমার পাণিগ্রহণাভিলাষী হয়ে পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হন। কিন্তু আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে যে, আমি যে সংসারে প্রবেশ করব, সে

সংসারই বিপন্ন হবে—যদি কোন গৃহস্থ আমাকে গ্রহণ করে, তাহ'লে গৃহ ছারখার হবে, যদি কোন রাজা আমাকে গ্রহণ করে, ত তার রাজ্য ধ্বংস হবে। পিতা আমার সত্যনিষ্ঠ—কোষ্ঠীর ফল গোপন ক'রে আমার বিবাহ দিতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। তাই তিনি নিমন্ত্রিত রাজাদের একদিন সভায় আহ্বান ক'রে, তাদের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করেন। একথা শুনে কেহই আমাকে বিবাহ করতে সাহসী হ'ল না। রাজা ভীমসিংহও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে সময় অসুস্থ ব'লে তোমার স্বামীকে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। রাণা তখন বারো বৎসরের বালক। সভামধ্যে কোন রাজাই আমাকে গ্রহণ করতে সাহসী হ'ল না ব'লে, সেই বালক দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, "বিপদই যদি এ কন্যা গ্রহণের পণ, তাহ'লে আমার পিতৃব্য বীর ভীমসিংহের নামে এ কন্যা গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত আছি।" পিতা চিতোর-রাণার গর্ব্ববাক্য নিরর্থক বোধ করলেন না। তিনি বালক রাণার সঙ্গে আমাকে চিতোরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা ভীম সমস্ত ঘটনা শুনে প্রথমে আমাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হননি। শেষে আমার সপত্নীর অনুরোধে রাণার মর্য্যাদা রাখতে অনিচ্ছায় আমাকে গ্রহণ করেছিলেন।

মীরা। কই এরূপ কথাতে কোন দিন কারো কাছে শুনিনি?

পদ্মিনী। জানে রাণা, জানেন আমার স্বামী, জানতেন আমার সপত্নী—শুনেছেন সুধু পুরোহিত, আর শুনবে কে? মনে কেমন একটা আতঙ্ক হচ্ছে ব'লে এতকাল পরে আজ আমি তোমাকে বললুম।

মীরা। কিসের আতঙ্ক? আমরা রাজপুতনী। মর্য্যাদার গর্ব্বই আমাদের ঐশ্বর্য্য। মর্য্যাদাহানিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ। ধন সম্পত্তি আমাদের ঐশ্বর্য্য নয়, রাজ্যনাশ আমাদের বিপদ নয়।

(মুসলমান সৈনিকত্রয়ের প্রবেশ)

১ম। সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে—কি একটা হল্লা কচ্ছে।

২য়। একটা কি কাল কুচকুচে পুতুল পূজোয় মেতেছে।

৩য়। এই এতখানি লাল টকটকে জিব—গলায় কতকগুলো মুণ্ড—এই সময় জাঁহাপনা গুজরাটে না গিয়ে যদি এখানে হানা দিতেন, তাহ'লে বোধ হয়, একদিনেই কাজ হাসিল হয়ে যেত। তা জাঁহাপনা ত কারুর পরামর্শ নেবেন না। নিজে যা খুসী তাই করবেন।

১ম। আহা কি বাগান!

২য়। ওরে একিরে?

১ম। তাইত একি? এ কোন্ জহন্নতের পরী!

২য়। ঠিক হয়েছে—একে যদি কোনও ক্রমে বাদশানামদারের কাছে নিয়ে যেতে পারি, তাহ'লে এক একজনের এক একটা জায়গীর, এ আর কেউ রদ করতে পারে না।

৩য়। পারি কি, যেমন ক'রে হ'ক পারতেই হবে।

১ম। আস্তে, আস্তে।

মীরা। তাহ'লে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই। ওদিকে কি দেখছেন রাণী?

২য়। কি বলছে—চুপ চুপ।

পদ্মিনী। বাগানে অন্ধকার—কোথাও আর সন্ধ্যার ছায়া পর্য্যন্ত নেই, কিন্তু ওই দূরের শৈলশিখর এখনও পর্য্যন্ত যেন কত আগ্রহে বিদায়প্রার্থী প্রণয়ীর মত সন্ধ্যা প্রকৃতিকে ধরে

রেখেছে। কম্পিত অধরের কত চুম্বনতরঙ্গ যেন এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। সন্ধ্যা যেন কত ক্ষুণ্ণ মনে শৈলের আলিঙ্গন থেকে ধীরে ধীরে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করছে।

মীরা। খুড়ীমা! যে রাজ্যের রাণী এত ভাবময়ী, সে রাজ্যের কি কখন অকল্যাণ হয়?

১ম। তাহ'লে আর বিলম্ব কেন?

২য়। কি ক'রে বাইরে নিয়ে যাব?

৩য়। এই সুমুখে পাহাড়, ভাবছিস কি? এই বাগানের উত্তর প্রান্ত একেবারে পাহাড়ের তলায় গিয়ে ঠেকেছে। ওদিকে এখনও পাঁচিল সব গাঁথা হয়ে ওঠেনি—এখনও অনেক ফাঁক। তার ওপর সকলে উৎসবে মত্ত। একবার কোনওক্রমে ঘোড়ার ওপর তুলতে পারলে হয়! ওরে, যাবার উদ্যোগ করছে।

পদ্মিনী। এস মা!—প্রণয়ী প্রণয়িনীর বিচ্ছেদ, দাঁড়িয়ে দেখতে নেই, চল যাই।

১ম। তাইত—মানুষের কাঁধে উঠে দেখতে হয়।

পদ্মিনী। কে তোমরা?

মীরা। এখানে কে তোরা?

২য়। আজ্ঞে বিবি! আমরা সব কাঁধ।

(গোরা, বাদল, হর ও নসীবনের প্রবেশ)

গোরা। ও কাঁধে কি আর বিবি ওঠেন—ও কাঁধে বাবা চাপেন।

সকলে। ওরে ভাই পালা পালা—

(১ম, ২য় ও ৩য়ের পলায়ন)

নসী। মারো—মারো—সৈনিক হয়ে যে শিয়াল কুকুরের মত চুরি করতে আসে, তাকে হত্যা কর।

গোরা। সে তোমায় বলতে হবে না দিদি! হর!

হর। ঠিক আছি হুজুর!

গোরা। একটা বুঝি পালাল।

বাদল। সে আমি দেখছি দাদা! পালাবে কোথা?

নসী। তুমি শিশু—তুমি কোথা যাও?

বাদল। এসে বলব বিবি সাহেব!

নসী। ওরা সব তাতারী সেপাই (গোরা, হর ও বাদলের প্রস্থান) কি কর বালক ফের—ফের।

নেপথ্যে। সাবধান! যেন কেউ না ফিরে খবর দিতে পারে।

পদ্মিনী। এসব কি ব্যাপার?

নসী। আর ব্যাপার বোঝবার সময় নেই রাণী! এখানে আর একদণ্ড বিলম্ব করবেন না! (পদ্মিনী ও মীরার প্রস্থান) এত রূপ! রাণী! এত নিখুঁত রূপ নিয়ে দুনিয়ায় আসা আপনার ভাল হয়নি। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[শিবির]

আলাউদ্দীন ও আল্‌মাস।

আল্। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে একা বেড়াচ্ছ—কেন না তুমি জান যে আমি তোমার শরীর-রক্ষী। আজ গভীর নিশীথে যখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাবে, তখন তোমাকে শরীররক্ষী কাজের হিসেব নিকেশ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেব।

আলা। কেও—আল্‌মাস্?

আল্। জাঁহাপনা! এ রাত্রে কি ফৌজকে আর অগ্রসর হ'তে বলব?

আলা। না, আজ রাত্রের মতন বিশ্রাম। গুজরাট যাব আর করতলগত করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এইমাত্র সংবাদ পেলুম, গুজ-

রাটের রাজা মরেছে। এখন তার বিধবার হাতে রাজ্য। বিধবার রাজ্য দিনদুপুরে কেড়ে নেওয়াই ভাল নয়?

আল্। তা হ'লে গোলামের প্রতি জাঁহাপনার কি হুকুম?

আলা। তুমিও রাত্রের মত বিশ্রাম কর।

আল্। কিন্তু আমরা চিতোর থেকে অতি অল্পদূরে।

আলা। আলমাস্! আমি দেশজয় করতে চলেছি। আজ গুজরাটের পরিবর্ত্তে যদি চিতোর জয় করতে আসতুম, তাহ'লে বোধ হয়, এতক্ষণ চিতোরের আরও সন্নিকটে উপস্থিত হতুম—হয়ত এতক্ষণ আমাদের চিতোরের অঙ্গে মাথা রেখে নিদ্রা যেতে হ'ত। তখন বোধ হয়, চিতোরের সান্নিধ্যে অবস্থানে তোমার কোনও আপত্তি থাকত না?

আল্। তা এই কাজটাই আগে করুন না কেন জাঁহাপনা? কেননা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নীতি—

আলা। নীতি আমাকে শেখাতে হবে না। তুমি বলবে যে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে, আগে নিকটবর্ত্তী রাজাকে বশীভূত ক'রে, তবে দূরস্থ রাজ্য সব বশে আনতে হয়।

আল্। আজ্ঞে, এই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম জাঁহাপনা!

আলা। বেশত একটু বিপরীত ক'রে দেখা যাক্ না।

আল্। আমি সংবাদ নিয়েছি, গুজরাট জয় ক'রে চিতোর উৎসবে মত্ত হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, এই সুযোগে চিতোর আক্রমণ করি।

আলা। আমার মতন দিগ্বিজয়ী সুযোগে দেশ আক্রমণ করতে পছন্দ করে না। দুনিয়ায় অনেকে দেশ জয় করেছে, কিন্তু গ্রীক সম্রাট সেকেন্দরের মতন কে নাম কিনতে পেরেছে? তুমিও তাই জেনে রেখো, আমি সেকেন্দর সানি। আমি দুর্য্যোগে চিতোর আক্রমণ করব।

আল্। যো হুকুম। কিন্তু আপনি এ বনের ধারে একা বিচরণ করবেন না। এ শত্রুর দেশ।

আলা। কিছু ভয় নেই—দিবারাত্রি শত্রুর দেশে একা বাস করে অভ্যাস হয়ে গেছে?

আল্। কই জনাব? কবে আপনি শত্রু মধ্যে একা বাস করেছেন?

আলা। বাস করেছি কি, করছি—রোজ—দিবা ও রাত্রি।

আল্। কি সর্ব্বনাশ! একি মনের কথা জানতে পারে নাকি? এখানে কে আপনার শত্রু জাঁহাপনা?

আলা। কেন ভাই সে প্রশ্ন করছ। আমি ত কাউকেও প্রীতির চক্ষে দেখতে বিরত নই। সম্রাটের শত্রুর অভাব কি? জালালউদ্দীনের সর্ব্বপ্রধান শত্রু কে ছিল?—তার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন। সম্রাটের ঐশ্বর্য্য শত্রু, তার দেহ শত্রু—সবার চেয়ে তার মন শত্রু। তুমি যাও, কাল অনেক কাজ, আজ বিশ্রাম করগে।

[আলমাসের প্রস্থান।

খোদা যে দেশকে মেরেছে, সে দেশ জয় করতে সুযোগ খুঁজতে হয় না। এমন কি অস্ত্রেরও প্রয়োগ করতে হয় না। এর এক প্রদেশকে মারতে, আর এক প্রদেশই অস্ত্র। যেখানে এক ভাইকে দিয়ে আর এক ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করা অনায়াস-সাধ্য, সেখানে যুদ্ধের আয়োজন একটা বাহাড়ম্বর মাত্র।

(মোজাফরের প্রবেশ)

মোজা। জনাব!

আলা। বল দেখি কুমারী বিয়ে করা ভাল, না বিধবা বিয়ে করা ভাল?

মোজা। সর্ব্বনাশ করলে! কি উত্তর করব, ঠিক হবে কিনা—একটা বিপদ বাধিয়ে বসব?

আলা। শিগ্‌গির বল।

মোজা। আজ্ঞে—বিয়ে হ'লে ত আর কুমারী থাকে না—কিন্তু জনাব! বিয়ে হ'লে স্ত্রীলোকে সধবাও হয়, বিধবাও হয়।

আলা। লোকে সাধারণতঃ কি করে?

মোজা। আজ্ঞে লোকে মূর্খ—তারা সধবাই বিবাহ করে।

আলা। সুতরাং আমার বিধবা বিবাহ করা উচিত।

মোজা। আজ্ঞে জনাব! সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

আলা। বেশ, নাসিকায় তৈল প্রয়োগে, আজকের মতন নিদ্রা যাও।

[মোজাফরের প্রস্থান।

তিনটে লোককে আমি চিতোরে চর প্রেরণ করলুম, কই তারা এখনও ত ফিরল না। ধরা পড়ল নাকি?

(২য় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈ। জনাব!

আলা। কি খবর?

২য় সৈ। তিন জনের ভেতর একজন ফিরেছি—এক অপূর্ব্ব শুভ সংবাদ—দু'জনের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে এই অমূল্য সংবাদ—

আলা। শিগ্‌গির বল।

২য় সৈ। ছদ্মবেশে চিতোরে প্রবেশ ক'রে, আমরা সেখানে এক বাগানে উপস্থিত হই।

আলা। তারপর?

২য় সৈ। সেই বাগানের মধ্যে (পশ্চাৎ হইতে বাদলের প্রবেশ ও অস্ত্রাঘাত) বা—বা—বা (মৃত্যু)

(আল্‌মাসের পুনঃপ্রবেশ)

আল্। জনাব হুঁসিয়ার—সরে যান, সরে যান। (বাদলকে আক্রমণ ও উভয়ের পতন) জাঁহাপনা! বালক নয়—বিচ্ছু—আমি আহত হয়েছি। শুধু আহত নয়, আঘাত হৃদয়ে।

আলা। কি করলে ভাই? যে বালক শত্রুর গৃহে প্রবেশ ক'রে শত্রু হত্যা করতে সাহস করে, তার সঙ্গে এত অগ্রাহ্য করে লড়াই করে?

আল্। তা নয়, এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমি সঙ্কল্প করেছিলুম, আজ রাত্রে আপনাকে হত্যা করব। এখন বুঝলুম, খোদা যাকে রক্ষা করেন সেই বেঁচে থাকে, তিনি যাকে মারেন সেই মরে। জাঁহাপনা, আমায় ক্ষমা করুন। এই ক্ষুদ্র বালক আমার মৃত্যু মূর্ত্তিতে এসে, আপনার দেহরক্ষীর কার্য্য করেছে। বালককে রক্ষা করুন। (মৃত্যু)

আলা। কে তুমি বালক?

বাদল। বলব না।

আলা। কোথায় তোমার ঘর?

বাদল। বলব না।

আলা। আমি তোমায় কাঁধে ক'রে রেখে আসব। বল? বল্‌লে না? বেশ, কোথায় আঘাত লেগেছে বল?

বাদল। বলব না।

আলা। কেন, তা বলতে দোষ কি? আমি নিজ হাতে তোমার সুশ্রূষা করি।

বাদল। ক'রে লাভ?

আলা। তুমি সুস্থ হবে।

বাদল। তারপর যখন জিজ্ঞাসা করবে—"কে তুমি?" তখন যে আমায় বলতে হবে!

আলা। নাই বা বল্‌লে।

বাদল। তা কি হয়—তোমার কাছে যে আমি ধর্ম্মে বাঁধা পড়ব।

আলা। আমি বুঝেছি, তুমি চিতোরী।

বাদল। না।

আলা। তাহ'লে বুঝলুম, তুমি আমাকে সব রকমে পরাস্ত করলে। সুনিপুণ চর নিযুক্ত ক'রেও আমি কিছু বুঝতে পারলুম না।

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। বালক!

আলা। কেও—নসীবন! তুমি এ বালককে চেন?

নসী। চিনি।

আলা। কে এ?—উঠো না বালক, উঠো না।

নসী। ভয় নেই ভাই! আমাকে তোমার ভগিনী বলেই জান—যে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে তুমি মন্ত্র গোপন করেছ, আমি কি বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে সেই মন্ত্র প্রকাশ করব? কে এ, শোন জাঁহাপনা! এই বালক পাপিষ্ঠ খিলিজী বংশের মহাপাপের শাস্তি-বিধাতা।

আলা। বেশ, তুমিই একে কাঁধে ক'রে এর মায়ের কাছে নিয়ে যাও।

নসী। আর তুমিও অমনি চর পাঠিয়ে, কোথা যাই সন্ধান নাও।

আলা। প্রতিজ্ঞা করছি।

নসী। বেইমান! আবার আমার সুমুখে প্রতিজ্ঞার কথা?

আলা। দোহাই নসীবন! আঘাত সামান্য—এখনও শুশ্রূষা করলে বালক বাঁচে। বেশ, যদি আমাকে অবিশ্বাস কর, এই অস্ত্রে পদ ছিন্ন করে, আমাকে চলতে অপারগ করছি। (অস্ত্র উত্তোলন ও নসীবন কর্ত্তৃক ধারণ)

নসী। ক্ষান্ত হ'ন সম্রাট! বালককে আমি নিয়ে যাচ্ছি, আপনি কেবল দয়া ক'রে এ স্থান ত্যাগ করুন।

আলা। আর, এই নাও,—বালক যদি বাঁচে, তাহ'লে আমার পরাভবের চিহ্ন স্বরূপ তাকে আমার এই অসি উপহার দিয়ো।

(প্রস্থান)

নসী। বাদল—বাদল—ভাই!

বাদল। দিদি!

নসী। আমার কোলে ওঠ।

বাদল। কথা প্রকাশ পায়নি?

নসী। না।

বাদল। পাবে না?

নসী। না। (বাদলের হস্ত প্রসারণে নসীবনের গলবেষ্টন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[অন্তঃপুরস্থ উদ্যান]

অজয়সিংহ ও অরুণসিংহ।

অজয়। কি লজ্জার কথা অরুণসিংহ! এতকাল ধ'রে আমরা মিছে মেবারীর গর্ব্ব করে এলুম; আর কাজ করলে কিনা সিংহলী!

অরুণ। তাইত পিতৃব্য! কি লজ্জার কথা! আর সেই সিংহলীকে কি না এতকাল সমস্ত মেবারী কাপুরুষ বলে ঘৃণা করে আসছে?

অজয়। অন্য কেউ নয়, স্বয়ং রাণা লক্ষ্মণসিংহ ও ভীমসিংহের মহিষী দু-জনকে অপহরণ করতে, দুরাত্মা দস্যু সমস্ত জাগরিত প্রহরীর চক্ষের ওপরে চিতোরের পবিত্র বক্ষ পদদলিত করে গেল!

অরুণ। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন যাতে এরূপ ঘটনা আর না ঘটে তার উপায় করুন।

অজয়। আমাদের মত নিষ্ক্রিয় অলস হ'তে আর কি উপায় হ'তে পারে? আমরা সুধু জাতির গর্ব্ব জানি, জাতির কার্য্য জানি না।

অরুণ। এবার থেকে আসুন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কার্য্য করি।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। তাই কর বালক! নইলে রাণা-বংশধর বলে আর আপনাদের পরিচয় দিও না। তোমরা যখন সকলে আমোদে উন্মত্ত, তখন এক কিশোরবয়স্ক বালক, প্রহরীর কার্য্য ক'রে, চিতোরবাসীর মুখ মসী লিপ্ত করেছে! তোমরা না সবাই তাদের ঘৃণা করতে?

অরুণ। পিতা! তার জন্য যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি! এখন থেকে আমরা কি করব আদেশ করুন!

লক্ষণ। যদি অপহৃত মর্য্যাদা আবার ফিরে আন্‌তে চাও, তা হলে তোমরা সকলে আজ থেকে দীন প্রহরীর বেশে চিতোরের ফটক রক্ষা কর।

উভয়ে। যথা আজ্ঞা!

লক্ষ্মণ। যাও, আর বিলম্ব ক'র না, মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের জন্যও অসতর্ক থেকো না।

[অরুণ ও অজয়ের প্রস্থান।

কি করলি মা ভবানী! তোর পূজার প্রারম্ভেই এ বিভীষিকা দেখালি কেন? কুমারিকা থেকে হিমালয়, দ্বারকা থেকে চন্দ্র-শেখর, ভারতের সর্ব্বস্থানে তোর বহিরঙ্গের ছায়া মহা বাহু বিস্তার করে সমস্ত দেশবাসীকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে! স্বপ্নাবৃত শিশু যেমন মশকাদির পীড়নে হস্তপদাদির ক্ষীণ চাঞ্চল্য দেখিয়ে, আবার গভীরতম ঘুমে আচ্ছন্ন হয়, আমাদের হিন্দুর আজ সেই অবস্থা। সমস্ত উপায় থাকৃতে ব্যবহারের প্রয়োগ না জেনে আমরা ক্রিয়াহীন! তাই মা চৈতন্যময়ী! তোর কাছে চৈতন্য-ভিক্ষার্থী হয়ে, দেশের লোকের ঘুম ভাঙ্গাতে বিরাট পূজার আয়োজন করে-ছিলেম। সমস্ত সরদারদের চিতোরে নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছিলুম! সংকল্প ছিল, তোর অসুর-নাশী মন্ত্রঝঙ্কারে সবাইকেই একসঙ্গে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করব! কিন্তু প্রারম্ভেই একি বিঘ্ন? একি অপমান?

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। রাণা!

লক্ষ্মণ। কেও—বাদল! ভাই সুস্থ হয়েছ?

বাদল। আমার কি হয়েছিল?

লক্ষ্মণ। চিতোরের সর্ব্বস্ব রক্ষা করতে তুমি যে পায়ে গভীর অস্ত্রের আঘাত পেয়েছিলে!

বাদল। তাতে অসুস্থ হতে যাব কেন রাণা? আমি যে পিতৃস্বসাকে বাঁচিয়েছি, মহারাণীকে বাঁচিয়েছি, চিতোরের গূঢ় রহস্য রক্ষা করেছি সেই আমার যথেষ্ট! আমি ত আঘাতের যন্ত্রণা কিছু পাইনি রাণা।

লক্ষ্মণ। বালক! তোমার ঋণ চিতোর জীবনে শুধতে পারবে না! তুমি এখন থেকে মেবারী সৈন্যের ক্ষুদ্র সেনাপতি।

বাদল। আমি আপনার কাছে এসেছি।

লক্ষ্মণ। কিছু কি প্রয়োজন আছে?

বাদল। আছে।

লক্ষ্মণ। কি প্রয়োজন বল। কিছু চাওত বল। তোমাকে আমার অদেয় কি আছে ভাই?

বাদল। একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

লক্ষ্মণ। বেশ, তাকে রাজসভায় অপেক্ষা করতে বল। আমি যাচ্ছি।

বাদল। সেখানে তিনি যাবেন না।

লক্ষ্মণ। এটা যে অন্তঃপুরস্থ উদ্যান ভাই?

বাদল। তিনি স্ত্রীলোক।

লক্ষ্মণ। স্ত্রীলোক! আমার সঙ্গে দেখা করতে চান? বেশ, তুমি আমার কাছে নিয়ে এস।

বাদল। দ্বাররক্ষক আমায় আন্‌তে দেবে কেন?

(মীরার প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। রাণী! দেখ দেখি কে একজন মহিলা, উদ্যানদ্বারে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন! তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

মীরা। তা এখানে কেন, তাঁকে একেবারে অন্তঃপুরেই নিয়ে যাই না। যা কিছু তাঁর বলবার থাকে, তিনি সেইখানেই আপনাকে বলবেন এখন।

বাদল। তিনি সেখানে যাবেন না।

মীরা। বেশ, তা হলে তাঁকে নিয়ে আসি।

[মীরার প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। অন্তঃপুরে যেতে অনিচ্ছুক কেন?

বাদল। তিনি বলেন, রাণার অন্তঃপুর দেবতার ঘর। সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ।

লক্ষ্মণ। তিনি কি?

বাদল। তিনিও দেবতা। তবে তিনি এ মন্দিরের নন। তিনি মুসলমানী।

লক্ষ্মণ। মুসলমানী! আমার সঙ্গে দেখা করতে কোথা থেকে আসছেন জান কি?

বাদল। জানি—দিল্লী থেকে।

লক্ষ্মণ। দিল্লী থেকে? বালক যাও। তাঁকে এ উদ্যানে আন্‌তে রাণীকে নিষেধ করে এস। কূটবুদ্ধি দিল্লীর বাদশা চিতোরের সমস্ত গুপ্ত রহস্য জান্‌বার জন্য সেই স্ত্রীলোককে পাঠিয়েছে। শীঘ্র যাও, নিষেধ কর, নিশ্চয়ই সে দিল্লীশ্বর প্রেরিত চর।

(মীরা ও নসীবনের প্রবেশ)

নসী। কি করব জনাব! যেখানে লোক-সকল এত নিশ্চিন্ত, সেখানে চরের ব্যবসা আর চোরের ব্যবসাই সবার চেয়ে সুবিধার ব্যবসা!

মীরা। মহারাজ! এই ইনিই সেদিন আমাদের অমর্য্যাদার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

লক্ষ্মণ। আপনি? সুন্দরী! আপনা হ'তেই পবিত্র চিতোর বংশ কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে? আপনাকে কি বলে অভিবাদন করব বুঝতে পারছি না যে!

নসী। প্রয়োজন নাই রাণা! আমি মুসলমানী। আমি আপনাদের কি করেছি জানি না, করেছে এই বালক—আর বালকের পিতামহ। আমি ভাগ্যক্রমে সেখানে সে সময় উপস্থিত হয়েছিলুম।

বাদল। না রাণা! উনি না থাক্‌লে আমরা রক্ষা করতে পারতুম না। উনি না থাকলে আমিও আর চিতোরে ফিরতুম না।

মীরা। মহারাজ! ইনি কি করেছেন, নিজে না জানলেও আমরা জেনেছি! এ জানা আমরা জীবনে কখন ভুলতে পারব না!

নসী। বেশ, তাই যদি আপনাদের বোধ হয়ে থাকে, তাহ'লে শুনুন রাণা, আমি নিঃস্বার্থ হয়ে সে কার্য্য করিনি। নইলে চিতোরের মর্য্যাদানাশে আমার কোন ইষ্টানিষ্ট ছিল না।

লক্ষ্মণ। কি স্বার্থ বলুন?

নসী। প্রতিশ্রুত হন, পূরণ করবেন।

লক্ষ্মণ। ক্ষমতায় থাকে—করব।

নসী। আপনি হিন্দুস্থানের মধ্যে অসীম ক্ষমতাশালী। আপনি ইচ্ছা করলে বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয় আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারেন।

লক্ষ্মণ। সে কি সুন্দরী? দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন যে আমা হ'তে শতগুণে ক্ষমতাশালী। তার ধন বলের, তার সৈন্য বলের তুলনায় আমি যে অতি ক্ষুদ্র।

নসী। তা হ'লে আমি আসি, সেলাম। আমি ভুল বুঝে চিতোরে এসেছিলেম। যখন চিতোরের রাণাকে দেখিনি, তখন মনে ক'রতুম তাঁর শক্তির বুঝি তুলনা নাই। আপনি এত ক্ষুদ্র জানলে কি ক্লেশ স্বীকার ক'রে, অন্তঃপুরচারিণী আমি ঘর ছেড়ে এতদূর আসতুম? তাহ'লে আসি জনাব!

লক্ষ্মণ। সুন্দরী! উন্মত্ততায় শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি শক্তির অভিমান রাখি সত্য কিন্তু উন্মত্ত নই।

নসী। কিন্তু জনাব! আমি আমার পিতার কাছে শুনিছি, যে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করে, কালে ক্ষুদ্র পিপীলিকাও তার চক্ষে বড় দেখায়—একটা বন্য শশককে দেখে ব্যাঘ্রজ্ঞানে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়। আর নিজের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠাই যার সাধনা, সে ইচ্ছা করলে একদিন পৃথিবীকে পর্য্যন্ত অঙ্গুলি নিষ্পেষণে চূর্ণ ক'রতে পারে। শোনেননি রাণা, এতটুকু মাসিডনের অধীশ্বর সেকেন্দার একদিন পৃথিবী গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিলেন? কেবল ঈশ্বর তাঁকে দুনিয়া গ্রাসের সময় দেননি। পৃথিবীর সঙ্গে তুলনায় মাসিডন যতটুকু স্থান, দিল্লী সাম্রাজ্যের তুলনায় চিতোর কি তত ক্ষুদ্র?

লক্ষ্মণ। এ অসম্ভব অভিলাষ কেন সুন্দরী? দিল্লীপতির ওপর তোমার ন্যায় পথচারিণী রমণীর এত আক্রোশ কেন? এমন প্রতিহিংসা মনে পোষণ করেছ, যা উন্মত্ত স্বপ্নাবস্থাতেও মনে আনতে ভয় করে।

নসী। অবশ্য আক্রোশের কারণ না থাক্‌লে চিতোরপতিকে এত চিন্তিত করব কেন? জনাব! চিন্তার প্রয়োজন নেই, আমি চল্লুম।

লক্ষ্মণ। বাদশার মৃত দেহ যদি পেতে ইচ্ছা কর—

নসী। না রাণা! অমি তা পেতে ইচ্ছা করি না। সে ইচ্ছা পূরণের জন্য আমার চিতোরপতির কাছে আসবার প্রয়োজন ছিল না। ইচ্ছা করলে সে কার্য্য আমি নিজে হাতে করতে পারতুম। আমার পিতার কাছে শুনেছি, আপনাদের কে এক রাজা পরীক্ষিৎ একটা পুষ্প-কীটের দংশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। আমি সেই কীটের গর্ব্বে নিজেকে গর্ব্বিণী দেখতে চাই না। আমি তুচ্ছ পথচারিণী রমণী বটে, কিন্তু আমাতেও বীরত্বের অভিমান আছে। হাঁ ভাই! তুমি সাক্ষী। আমি সেদিন ইচ্ছা করলে কি নিরস্ত্র সম্রাটের প্রাণ নিতে পারতুম না?

বাদল। খুব পারতে।

নসী। সুতরাং এমন সহজ কার্য্যের জন্য আমি আপনাকে নিবেদন করতে আসিনি। সম্রাটের মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে, আরও সহজে তার মৃত দেহের অধিকারী হওয়া যায়। আমি মৃত দেহের ভিক্ষা করতে রাণার কাছে আসিনি। আমি এসেছিলুম তাঁর সুস্থ ও সবল দেহ প্রার্থনার জন্য। তা যখন পেলুম না, তখন আমি চল্লুম। জনাব! এ অপরিচিতার ধৃষ্টতা মাপ্ করবেন। সেলাম জনাব। সেলাম রাণী। সেলাম ভাই সাহেব।

মীরা। সুন্দরী! আর একটু অপেক্ষা কর। মহারাজ! এ অপরিচিতার প্রার্থনা পূরণ কি একেবারে অসম্ভব?

লক্ষ্মণ। এ সংসারে মানুষের পক্ষে অসম্ভব কি আছে রাণী? অসম্ভব নয়, তবে কষ্ট-সম্ভব।

বাদল। যদি সে দিন মহারাণীই চুরি হয়ে যেত, তাহ'লে কি করতেন রাণা?

লক্ষ্মণ। বেশ সুন্দরী, আপনি ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা করুন। আমি একবার খুল্লতাতের সঙ্গে পরামর্শ করব। তারপর আপনাকে উত্তর দেব। রাণী! ততক্ষণ এঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে এঁর যথাযোগ্য সৎকার কর।

নসী। কতক্ষণ অপেক্ষা করব মহারাজ?

লক্ষ্মণ। সুন্দরী! সহসা কোন কার্য্য করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। বিশেষতঃ যে প্রার্থনা নিয়ে অপরিচিতা তুমি মেবার রাজগৃহে অতিথি হয়েছ, তার পূরণের আয়োজনেই সমস্ত মেবার যেন বিষম ভূমিকম্পে আন্দোলিত হয়ে উঠবে। এই এক অতিথি সৎকার করতে মেবারের অনেক প্রিয় সন্তানকে মৃত্যুর দ্বারে অতিথি হতে হবে। অনেক প্রস্ফুটনোন্মুখ মেবার-কুসুম নিয়তির কঠোর কর-নিষ্পেষিত ছিন্ন-দল হয়ে ভূতলে বিক্ষিপ্ত হবে! অনুগ্রহ করে চিন্তার কিছু সময় দাও সুন্দরী।

নসী। যো হুকুম খোদাবন্দ্।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পার্ব্বত্য পথ]

গোরা।

গোরা। বেটারা চিতোরে আর আমাকে থাকতে দিলে না আর বেটাদেরই বা অপরাধ কি! নিজেই নিজের কাল ক'রে বসেছি। চর ছুবেটার মুণ্ড যদি ভবানী মন্দিরে উপস্থিত করে মায়ের পায়ে অঞ্জলি না দিতুম, যদি পাহাড়ের গর্ত্তে পুঁতে রেখে দিতুম, তাহলে আর দুর্দ্দশা হ'ত না! একটু 'আমি' ভাব প্রাণের ভিতর ঢুকেই যে সব মাটি করে দিলে! লোকে আমার বীরত্বটা টের পেলে, আর অমনি ছেঁকা-বেঁকা করে ধরলে! এখন আর শালাদের জন্য পথ চলবার যো নেই, ফুর্ত্তি ক'রে এক জায়গায় ব'সে মায়ের নাম করবার যো নেই, অমনি সুমুখ থেকে দাদা, পেছন থেকে মামা, ডাইনে খুড়ো, বাঁয়ে পিসে! আরে রাম! রাম!—এত সম্পর্কও আমার কম্বল চাপা ছিল! বেটারা কি রাজভক্ত জাত! রাণীকে রক্ষা করেছি বলে আমাকে কিনা একেবারে দেবতা করে তুললে! তা যা হ'ক, এখন এ সম্পর্কের হাত থেকে এড়াই কি করে? তখন সব বেটা আমাকে দেখে ঘৃণা করত, দেখ্‌লে পাশ কাটিয়ে চলে যেত, ডাকলে সাড়া দিত না, আমি একা বসে মজা করতুম। এ যে ছাই বিষম জ্বালা হ'ল, তিন দিনের ভেতর একলা হতে পারলুম না! যাক্ বাবা! আজকে আর কোন বেটাকে ঘেঁসতে দিচ্চিনে, অন্ধকারে মাথা গুঁজে বাগানের ভেতর এসে পড়েছি. কেউ আমাকে ঠাওর করতে পারেনি! এখন পা টিপে টিপে ঐ ঝোপটার ভেতর বসতে পারলে হয়।

গীত।

কেরে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুর-সমাজে,
রক্তোৎপল চরণ যুগল হর উরসে বিরাজে॥
ত্রিবলী সুরুগত ভুজঙ্গ কুচকুম্ভ ভার যিনি মাতঙ্গ,
নয়নাপাঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ হেরি কুরঙ্গ লাজে।
জগজ্জীবন জীবনে মান্য ভবে সে জীবন ধন্য
ধন্য দীন হীন, যদি রূপ লাবণ্য হেরয়ে হৃদয় মাঝে॥

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

১ম নাগ। য়্যাঁ পা টিপে—পা টিপে! আমরা বেঁচে থাকতে দাদার পা টেপ্‌বার লোকের অভাব!

গোরা। এসেছ?

১ম নাগ। আসব না? আমরা দাস রয়েছি, তোমার কাছে আসব না?

২য় নাগ। তুমি আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম যাগ, যজ্ঞ! তোমার কাছে আসব না?

১ম নাগ। নে নে দেরি করিস্‌নি! দাদার পায়ে বড় ব্যথা!

২য় নাগ। কি দাদা! পা বার করে দাও। আমরা সবাই মিলে তোমার পদসেবা করি।

গোরা। তা ত দেব। কিন্তু দাদা, পা দুখানা খুঁজে পাচ্চি না যে! ভাই সব! আজ আর তোমাদের কষ্ট করতে হবে না, তোমরা আজ সব ঘরে ফিরে যাও।

১ম নাগ। তাও কি কখন হয়? তোমার পায়ের ব্যথার কথা শুনে আমরা ঘরে ফিরে যাব? নে নে, হতভাগারা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? দাদার পা ধর।

গোরা। তার চেয়ে এক কাজ কর না দাদা! পা দুটো কোমর থেকে খিল খুলে নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে টেপোনা কেন? তার পর টেপাটিপি সেরে মের'মত করে, আবার খিল এঁটে পরিয়ে দিয়ে যেও!

সকলে। রহস্য—রহস্য! (পদসেবা)

গোরা। উঃ—

১ম নাগ। সে কি দাদা! উঃ করলে যে?

গোরা। অতি আরামে করে ফেলেছি দাদা!—বাপ্!

২য় নাগ। সে কি দাদা? বাপ্ করলে যে?

গোরা। বাল্যেই বাপ্‌হারা হয়েছি কি না, ছেলের এত সুখ তিনি ত দেখ্‌তে পেলেন না, তাই তাঁকে স্মরণ করছি!

১ম নাগ। আহা! দাদার কথা কি মিষ্টি!

গোরা। মিছে কথা দাদা! তোমার টিপের কাছে কিছু নয়! একটি একটী টিপ্ দিচ্চ, যেন একটি একটি ইক্ষুদণ্ড আমার প্রাণের ভেতর পরিচালন করছ। প্রাণ দন্ত দ্বারা যতই দণ্ডটী চিবুচ্চে, ততই আমার চক্ষু দিয়ে রসক্ষরণ হচ্চে! দাদা বুঝি আজ নাত বউয়ের চিবুক ধারণ করেছিলে?

১ম নাগ। দাদা আমার অন্তর্যামী।

গোরা। আর সেই হাত না ধুয়েই বুঝি আমার পায়ে হাত দিয়ে ফেলেছ।

১ম নাগ। দাদা! আর আমাকে লজ্জা দিও না!

গোরা। আচ্ছা দাদা তুমি নাত বউয়ের কাছে থেকে একটু জল নিয়ে এস। আর তুমি দাদা একটি পান।

১ম ও ২য় নাগ। আচ্ছা দাদা!

৩য় নাগ। আর আমি?

গোরা। তুমি ওদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কেবল তাড়া লাগাও।

৩য় নাগ। বেশ বলেছ দাদা, বেশ বলেছ! নে চল্ চল্, জল্‌দি চল।

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

গোরা। যা বেটারা, আমিও এদিক থেকে লম্বা দিই! প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! জগতে শত্রু বেশী অত্যাচারী, না মিত্র বেশী অত্যাচারী? আদরের পীড়নে কি না শরীরটা একেবারে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল! বাক্ পালিয়ে বাঁচি।

(ভীমসিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

ভীম। মাতুল

গোরা। বা বাবা! পালান হয়ে গেল! এ যা আর আমাকে বাঁচতে দিলে না!

ভীম। মাতুল!

গোরা। কি রাণা?

ভীম। আপনার ঋণ পরিশোধ হবার নয়।

গোরা। আজ্ঞে, সেটা বেশ বুঝতে পাচ্চি, অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, দীর্ঘনিশ্বাসে, দমবন্দে—সব রকমে বুঝেছি, এ ঋণ শোধ হবার নয়।

ভীম। তথাপি আমি আপনার কাছে আরও ঋণ-গ্রহণের অভিলাষ করি।

গোরা। যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, শোধবার নামও আর মুখে আনবেন না, তাহ'লে গ্রহণ করুন, নতুবা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চিতোর ছেড়ে পালাই!

লক্ষ্মণ। কেন, কেউ কি আপনার ওপর অত্যাচার করেছে?

গোরা। অত্যাচার! রাম! রাম! কোন্ পাপিষ্ঠ এমন কথা বলতে পারে। ঋণ শোধ! এই দেখ না রাণা! হাতে দিয়ে পরিশোধের সুবিধা পায়নি ব'লে, শরীরের কত প্রদেশ দিয়ে দিয়েছে!

লক্ষ্মণ। তাইত! শরীর যে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে!

ভীম। সত্য!

লক্ষ্মণ। কোন্ নরাধম আপনার ওপর এ অত্যাচার করলে?

গোরা। রাম! রাম! অত্যাচার কেন—আদর।

লক্ষ্মণ। আদর!

ভীম। বুঝতে পেরেছি। লোকে মাতুলের দেবার কিছু আগ্রহ দেখিয়েছে।

গোরা। বাপ! সে কি আগ্রহ! সে যেন ব্যাঘ্র-জ। এইখানে প্রিয় সম্ভাষণ—এইখানে আলেখ্যদর্শন—এইখানে সীমন্তোন্নয়ন!

লক্ষ্মণ। বটে! এত আগ্রহ!

গোরা। বসো—রাণা বসো। আগ্রহের এখনও দেখছ কি! এইখানে দ্বিরাগমন।

লক্ষ্মণ। আর এখানে?

গোরা। এখানে! রাণা! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করছ, তখন সলজ্জভাবেই বলি, এখানে এক বৃদ্ধা নবোঢ়ার প্রীতির প্রথম চুম্বন! আর কোনটাতে আমার তত অনিষ্ট হয়নি, কিন্তু এইটেতেই আমাকে মেরেছে!

ভীম। বুঝেছি, আপনাকে সকলে কিছু প্রীতির আধিক্য দেখিয়েছে।

গোরা। আজ্ঞে, আর তার জন্য আমার কিঞ্চিৎ জ্বরভাব হয়েছে।

ভীম। এখন আপনাকে কি নিবেদন করি শুনুন। আমরা ইচ্ছা করেছি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করব।

গোরা। তার আর নিবেদন কি? আমি যাত্রা ক'রে বসে আছি, কোন্ দিকে যেতে হবে বলুন, আমি উর্দ্ধশ্বাসে রওনা হই।

ভীম। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আপনি আমাদের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত চিতোর রক্ষার ভার গ্রহণ করুন।

গোরা। আমাকে কেন—আমাকে কেন? —বড় বড় সরদার আছেন, তাঁরা থাকতে আমাকে ভার দেওয়া কি ভাল দেখায়?

ভীম। চিতোরের সরদারের আনন্দের সহিত আমার মতের অনুমোদন করেছেন।

গোরা। তাহ'লে রাজার আদেশ কেমন ক'রে লঙ্ঘন করব।

লক্ষ্মণ। আপনি অগ্রসর হ'ন, আমরা গিয়ে আপনার হাতে দুর্গের চাবি প্রদান

করব, ও আপনার ওপর শাসন-ক্ষমতা দিয়ে যাব। [গোরার প্রস্থান।

ভীম। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দান, চিতোরপতির বংশগত ধর্ম্ম। তার উপর সে রমণীর কাছে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। যতই অসম্ভব হোক, তার প্রার্থনা পূরণের চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়! তাহ'লে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই, এস আমরা সকলে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই।

লক্ষ্মণ। পিতৃব্য! আজ আমি যথার্থই সুখী। খুড়িমা'র সঙ্গে চিতোরে বিপদকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলুম, কিন্তু তখন এটা মনে করিনি, নিষ্ক্রিয় অলসভাবে চিতোরে ব'সে বিপদের আগমন প্রতীক্ষা করব। তখন ভেবেছিলুম, বিপদকে যদি আসতেই হয়, তাহলে চিতোরের বাইরে ভারত-প্রান্ত-প্রসারী প্রান্তরে তাকে প্রত্যুদ্গমন করব। আপনার কৃপায় আমার আজ সে শুভদিন উপস্থিত।

ভীম। তাহ'লে আমরা যে অবকাশ পেয়েছি, তা ছাড়ি কেন? আলাউদ্দিন গুজরাট জয় করতে গেছে, এস আমরা তার দিল্লী ফেরবার পথ অবরোধ করি।

(নগরপালের প্রবেশ)

নগরপাল। মহারাজ! ভৃত্যকে তলব করেছেন কেন?

লক্ষ্মণ। সমস্ত চিতোরে ঘোষণা প্রচার কর, পরশ্ব সন্ধ্যায় যেন সমস্ত চিতোরীবীর ভবানী-মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। যে না আসবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

নগরপাল। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান)

[লক্ষ্মণ ও ভীমের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

[তোরণসম্মুখ]

অরুণসিংহ ও সহদেব।

সহ। নগরপাল কি ঘোষণা করে গেল যুবরাজ?

অরুণ। বলে গেল, যে যেখানে মেবারী সরদার আছে, সবাইকে আজ সন্ধ্যায় অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে ভবানী-মন্দিরে উপস্থিত হ'তে হবে।

সহ। যদি যেতে একটু বিলম্ব হয়?

অরুণ। রাজাদেশ, তখনি তার প্রাণদণ্ড হবে।

সহ। আপনার যদি যেতে বিলম্ব হয়?

অরুণ। রাজার আইন কি তাঁর প্রজার পক্ষে এক, আর তাঁর পুত্রের পক্ষে আর? আমি যদি সে সময় উপস্থিত হতে না পারি, তাহ'লে আমারও প্রাণদণ্ড হবে। দেখতে পেলে না, সেই জন্যই আমি আজ প্রহরীর কার্য্য থেকে রেহাই পেলুম।

সহ। তাহ'লে, যা মনে করে এলুম তা আর করা হ'ল না।

অরুণ। কি মনে করে এসেছিলে?

সহ। মনে করে এসেছিলুম, অনেক দিন শিকারে যাইনি, আজ দুটো একটা বরা শিকার করে আনবো। কিন্তু ইস্তাহার শুনে আর কেমন করে যেতে সাহস হয়? যদি পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, সময়ে না এসে পৌছুতে পারি, তাহ'লে বিঘোরে প্রাণটা দেব?

অরুণ। না ভাই, আজ আর হয় না।

সহ। তা হলে চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে লাভ কি? এই বেলা হাতিয়ারগুলো সব ঠিক্ করে রাখি।

অরুণ। ই সবে প্রভাত! এরি মধ্যে এত তাড়া কেন?

সহ। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি ?

অরুণ। এই ক'দিন ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এ জায়গাটার ওপর কিছু মমতা হয়ে গেছে। তুমি একটু এগোও, আমি পরে যাচ্ছি।

সহ। বেশ, তাহ'লে আমি চল্লুম, কিন্তু সময় আছে মনে করে আপনি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌বেন না! সময় থাকতে কাজ সেরে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত।

অরুণ। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সহ। এখানে অপেক্ষা করবার এত আগ্রহ কেন? এখানে রাণাউৎকে আকর্ষণ করে রাখবার কি আছে? যুবরাজ! দেখছি আমার কাছে মনের কথা গোপন করছেন।

অরুণ। সত্য কথা বলতে গেলে কতকটা করেছি। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে লাভ কি? তাতো আমিও বুঝতে পারি না, কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে আছি। নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখলুম, উত্তর পেলুম না।

সহ। ব্যাপার কি আমাকে খুলে বলুন।

অরুণ। ক'দিন ধরে ফটকে পাহারা দিতে দিতে দেখি, প্রতি প্রভাতে একটি বুনোদের মেয়ে এই রাস্তা দিয়ে একটা কলসী মাথায় ক'রে কোথায় যায়। যে ক'দিন পাহারা দিচ্ছি, তার একটি দিনের জন্যও তাকে কামাই করতে দেখিনি! আজও সে যায় কি না তাই দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

সহ। কখন যায়?

অরুণ। সময় হয়ে এল বলে।

সহ। ঠিক্ সময়ে আসে?

অরুণ। যেমন চতুর্থ প্রহরের ঘড়ি বাজে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতী নহবৎ বেজে ওঠে, অমনি ঐ হরিদ্বর্ণ মাঠের আড়াল থেকে আকাশে একরাশ সিঁদুর মাখিয়ে, প্রভাত অরুণের মত বালিকা জেগে ওঠে। সমস্ত পাখীর গান মাথার কলসীটীতে পূরে, সমস্ত প্রান্তরে ছড়াবার জন্য যেন হরিৎসাগরে ভেসে ওঠে! দেখতে দেখতে আপনার সমস্ত বর্ণ-সম্পত্তি আর স্বয়সম্পত্তি নিয়ে আবার পশ্চিম প্রান্তরে ডুবে যায়।

তার পর?

অরুণ। ঐ পর্য্যন্ত। ওর আর পর নেই।

সহ। আর ফেরে না?

অরুণ। ফিরতে ত একদিনও দেখিনি।

সহ। আপনি কি কখন কথা কয়েছিলেন?

অরুণ। কেমন ক'রে ক'ব? ফটক আগলে দাঁড়িয়ে থাকি, ছেড়ে যাবার ত অধিকার নেই! আজ ফাঁক পেয়েছি—পথ আগলে দাঁড়িয়েছি, দেখা পাইত কথা ক'ব।

সহ। বুনোর মেয়ে, তার সঙ্গে কথা কয়ে লাভ কি?

অরুণ। ভ অলাভ কিছুই জানি না। তবু চলে যেতে পারছি না।

সহ। দেখতে কেমন?

অরুণ। বুনোর মেয়ে আবার দেখ্‌তে কেমন হয়? এলেই দেখতে পাবে।

(নেপথ্যে ঘণ্টা ও নহবৎ)

অরুণ। এই আশ্চর্য্য দেখ, এখনি দেখতে পাবে!

সহ। দেখতে পাব কি, দেখতে পাচ্ছি! একি বুনোর মেয়ে? ছি যুবরাজ! আপনি আমার সঙ্গে রহস্য করেন? এ যে পূর্ব্বদিক্-বধূ চিত্রলেখা উষার অঙ্গে রঙ মাখিয়ে, আবার সন্ধ্যার অঙ্গ রঞ্জিন করবার জন্য রঙের কলসী মাথায় করে চলেছে।

অরুণ। এখন বল দেখি ভাই! এখানে দাঁড়িয়ে লাভ আছে কি না?

সহ। সুধু দেখাই ভাল। মনে রাখ্‌বেন আপনি রাণা-বংশধর।

অরুণ। তুমি একটু আড়ালে যাও, আমি ওর সঙ্গে দুটো কথা ক'ব।

সহ। আর কথা কবার প্রয়োজন কি? চলুন সহরে যাই।

অরুণ। ভয় নেই ভাই! আমিও জানি আমি রাণা-বংশধর।

সহ। সেইটে মনে রাখলেই হ'ল।

[প্রস্থান।

(রুক্মার প্রবেশ)

অরুণ। তাইত কথা ফুটছে না যে! কি বলব? কি ব'লে সম্বোধন করব? ভয় নেই বললুম, কিন্তু এ যে দেখ্‌ছি ভয়েও এত বুক কাঁপে না! কাজ নেই, আমি কি করছি বুঝতে পারছি না। বন্ধু আমাকে নিষেধ করলে, আমার প্রাণ আমাকে নিষেধ করছে, তবুত মন মানছে না! এ কি হ'ল? সে কি? আমি রাণা-বংশধর! ভবিষ্যতে অগণ্য নর নারীর সুখ দুঃখের ভার আমার হাতে, আমার এরূপ দুর্ব্বলতা ত মঙ্গলের নয়!

[গমনোদ্যত।

রুক্মা। কি গো চললে যে!

অরুণ। য়্যাঁ—

রুক্মা। য়্যাঁ—বলি দাঁড়িয়েই বা ছিলে কেন, চলেই বা যাচ্চ কেন?

অরুণ। তুমি কি আমায় চেন?

রুক্মা। চিনি।

অরুণ। কে আমি বল দেখি?

রুক্মা। পাহারাওয়ালা—আবার কে! রোজ তুমি ত ফটকে বল্লম হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে থাক।

অরুণ। তাহ'লে তুমি ঠিক্ চিনেছ। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকি কেন জান?

রুক্মা। পাহারা দেবার জন্য।

অরুণ। না। তোমাকে দেখবার জন্য।

রুক্মা। ছি! ও কথা কয়োনা! রাণার মাইনে খাও, তুমি ফটকে দাঁড়িয়ে থাক আমাকে দেখবার জন্য! আমাকে যদি দেখ ত পাহারা দাও কখন?

অরুণ। পাহারাও দি, আবার তোমাকেও দেখি।

রুক্মা। তাহ'লে পাহারাও দেওয়া হয় না, আমাকেও দেখা হয় না।

অরুণ। তুমি ঠিক্ বলেছ! দুকাজ এক সঙ্গে হয় না বলে, আমি পাহারার কাজ ছেড়ে দিয়েছি। এবার থেকে সুধু তোমাকেই দেখব।

রুক্মা। আমাকে কতক্ষণ দেখবে, কতক্ষণের জন্যই বা আমি এখানে থাকি!

অরুণ। আজ একটু না হয় বেশী ক্ষণের জন্য থাক না।

রুক্মা। না গো! তাকি পারি? একটু দেরি হলে বরা এসে সব ভুট্টা গাছ খেয়ে যাবে।

অরুণ। বেশ, চল কিছু দূর তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাই।

রুক্মা। তোমায় দেখে আমার দুঃখ হয়। রাজার কি আর সেপাই নেই, তাই তোমাকে দিয়ে ফটক পাহারা দেওয়ায়?

অরুণ। কি করব—গরীব!

রুক্মা। সহর পাহারা দিচ্ছ—শত্রু যদি আসে, সেত আর গরীব বললে শুন্‌বে না! তুমি বল্লম ধরতে জান না।

অরুণ। তুমি জান?

রুক্মা। আমার না জান্‌লে কি চলে! দিবারাত্রি বাঘ বরার মধ্যে বাস করি।

অরুণ। বেশ, আমাকে একটু শিখিয়ে দাও।

রুক্মা। বেশ চল। তুমি বল্লম ধরতে শিখলে বল্লমধারীর শ্রেষ্ঠ হবে। তোমার সুন্দর হাত। সুন্দর চক্ষু। তুমি যদি দৃষ্টি স্থির করতে পার, তাহ'লে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিকারী হও।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[রাজ-অন্তঃপুর]

নসীবন।

নসী কি করলুম? নিজের একটা প্রতিহিংসা নিতে একটা বিরাট জাতির ধ্বংস করতে উদ্যত হলুম! দুনিয়ায় এসে একটা প্রকাণ্ড অপকার্য্যের সূচনা করে দিলুম! উন্মত্তের ন্যায় চিতোরীরা যুদ্ধসজ্জা করছে। উন্মত্তের ন্যায় রাণা নানাস্থানে ছুটোছুটি ক'রে, উত্তেজনার আহ্বানে, মেওয়ারের সমস্ত শক্তিমান পুরুষকে সংসার থেকে—স্ত্রী পুত্র পিতা মাতার আদর থেকে—ছিন্ন করে আনছেন। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে শয্যোত্থিত শিশুর ন্যায় সমস্ত চিতোরবাসী উল্লাসে মগ্ন! এ কিসের উল্লাস? মৃত্যুর গৃহে যেন বিরাট ভোজের আয়োজন! গৃহস্বামী মৃত্যুকর্ত্তৃক যেন সমস্ত মেবারীর নিমন্ত্রণ। সবাই যেন সেই আত্মীয়ের গৃহে সমবেত হয়ে বাহুপাশে চিরজীবনের জন্য পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে চলেছে! কি করলুম? স্বামীর অপমানে মর্ম্মটা যখন শত খণ্ডে ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিল, তখনই আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? বেঁচেই যদি রইলুম, তখন একটা অন্ধকারময় বিজনস্থানে মুখ ঢেকে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, একান্তমনে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করলুম না কেন? দিল্লী থেকে এতটা পথ চলে এলুম—এসে নিয়তি-রূপিনী হ'য়ে, এক শান্তিময় জনপদের সমস্ত অধিবাসীকে মৃত্যুর রাজ্যে আবাহন করলুম।

গীত।

আমারি কঠোর প্রাণ আমারে দলিতে চায়।
আমারি রচিত ছবি ছলে মোরে ছলনায়॥
আমারি রোপিত লতা ধরেছে কণ্টক-ফুল।
আমারি আনীত নদী উথলিয়া উঠে কূল।
ছুটেছে আকুল মোর হৃদয়ের তুলনায়।
আমারি তরণী লয়ে, চলেছি অকূলে ব'য়ে,
আমারে ধরিতে গিয়ে ভাসায়েছি আপনায়।
আমারি আশার ডোরে বেঁধেছি আমায় পায়॥

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। রাণী!

নসী। তিনি এখানে নেই রাণা!

লক্ষ্মণ। কেও—আপনি? আপনি নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে কি করছেন? একি? আপনার চক্ষে জল? বুঝেছি সুন্দরী! দরিদ্রা বুঝে শক্তিমান সম্রাট আপনার ওপর এত অত্যাচার করেছে যে, তার যাতনায় কুলকামিনী আপনি দিল্লী ছেড়ে, কোথায় কতদুরে—যেন নিজের অজ্ঞাতসারে এসে পড়েছেন! এসে মনে সুখ পাচ্ছেন না। এ অপরিচিত দেশ, এখানে আত্মীয়, বন্ধু, সান্ত্বনাদাতার অভাব। কি করব—রাণীকে আপনার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত করেছিলুম, কিন্তু সকলেই এই যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। আজই আমরা সকলে রওনা হব। তখন পুরবাসিনীরা সকলেই আপনার সঙ্গে দেখা শোনা করবার অবকাশ পাবে।

নসী। জনাব! আত্মীয় স্বজন কে কি ছিল জানি না। এক পিতাকে দেখেছিলুম, পিতাকে চিনতুম, অন্ততঃ চেনবার অভিমান

রাখতুম। কিন্তু এখন দেখছি ভুল করেছিলুম। আমার পিতা কোথায়, কে তিনি—এত দিন পরে জান্‌তে পেরেছি। পিতা আমার চিতোরে—পিতা আমার লক্ষ্মণসিংহ। আমি মমতার অভাব অনুভব ক'রে রোদন করছি না! মমতা! যুদ্ধব্যবসায়ী কঠোর রাজপুত এত মমতা হৃদয়ে লুকিয়ে রাখে—তাতো জানতুম না। রোদন করছি কেন শুনুন রাণা! এক তীব্র জ্বালার সাহায্যে ক্ষীণ জ্বালা নিবারণ করতে গিয়ে, প্রাণে আমার মৃত্যু-যাতনা উপস্থিত! রাণা! একটা অপরিচিতা প্রতিহিংসা-পরায়ণা হীন রমণীর জন্য এত বীরের অমূল্য প্রাণে মমতাহীন হবেন না! আপনি রণে ক্ষান্ত দিন।

লক্ষ্মণ। আর যে তা হয় না মা!

নসী। জনাব! উন্মত্তের মত সমস্ত পুরবাসী যুদ্ধ করতে ছুটেছে, এ আমি সহ্য করতে পারছি না!

লক্ষ্মণ। অনুরোধ করবার আগে একবার ভাবনি কেন? এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমরা সকলে চলেছি, তাই আমাদের বিপদ ভেবে তুমি চক্ষুজল ফেলছ! যে দিন ক্ষত্রিয়-গৃহে জন্মেছি, সেই দিন থেকেই বিপদের উপাধান মাথায় দিয়ে, মা জন্মভূমির কোলে শয়ন করেছি। যে দিন ক্ষত্রিয় অত্যাচারীর দমনে অগ্রসর হতে বিরত হবে, যে কোন কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হবে, সেই দিনই জানবে ধরণী স্বর্গীয়-কুসুম-সৌরভ-শূন্যা হয়েছেন। আমরা অনেক দূর চলে গেছি, আর ফেরবার কথা মুখে এনো না!—(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)—আর আমি থাকতে পারলুম না। তৃতীয় প্রহর হ'য়ে গেল, সন্ধ্যায় সকলকেই ভবানী-মন্দিরে সমবেত হতে হবে। সন্ধ্যার পর রণক্ষম কোন রাজপুত-কেই আর কেহ গৃহে দেখতে পাবে না।

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। মহারাজ! অরুণজিকে কি কোন কার্য্য সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন?

লক্ষ্মণ। কই, না ভাই—কোথাও ত তাকে পাঠাই নি!

অজয়। তাহলে সে গেল কোথা?

লক্ষ্মণ। তা আমি কেমন করে জানব?

(মীরার প্রবেশ)

রাণী। অরু কোথায়?

মীরা। আমিও তো তাই আপনার কাছে জান্‌তে এসেছি।

(বাদলের প্রবেশ)

অজয়। কোন সন্ধান পেলে?

বাদল। না পেলুম না! তবে তার একজন সঙ্গীর মুখে শুনলুম, রাণাউৎ কে একটা বুনোর মেয়ের সঙ্গে মুণ্ডি পাহাড়ের দিকে চলে গেছে

লক্ষ্মণ। সে যেখানে ইচ্ছা যাক্। তোমরা ভাই সকলে প্রস্তুত হয়ে থাক। তৃতীয় প্রহর অতীত হয়ে গেল, আমার পুত্রের চিন্তায় তোমরা যেন কর্ত্তব্য ভুলে যেয়ো না।

মীরা। সে যেখানেই থাক্, সময়ে এসে উপস্থিত হবে এখন।

লক্ষ্মণ। যদি না আসে?

মীরা। তাহলে—সাধারণ প্রজার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছেন, তার সম্বন্ধেও তাই। আমার পুত্র বলে কি তার সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধি হবে? সন্ধ্যার পর মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও যদি বিলম্ব হয়, অমনি তার প্রাণ দণ্ড করবেন!

নসী। সে কি? প্রাণ দণ্ড?

অজয়। মহারাজ! তাহলে আমি আর একবার তার সন্ধান করে আসি।

লক্ষ্মণ। জানত ভাই, অতি সামান্য মাত্র সময় অবশিষ্ট। যদি দৈব বিপাকে সময়ে না

উপস্থিত হতে পার, তাহলে সে অভাগ্যের জন্য তুমি প্রাণ দিতে যাবে কেন?

বাদল। তাহলে আমি যাই!

লক্ষ্মণ। কেন, তোমার প্রাণটা কি এত তুচ্ছ?

নসী। আমি তাকে সন্ধান করে আনছি।

মীরা। তোমায় গিয়ে তাকে যদি ডেকে আন্‌তে হয়, তাহলে তার আসবার কোন প্রয়োজন নেই! এমন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন সন্তান থাকার চেয়ে পুত্রহীনা হওয়া শতগুণে ভাল।

লক্ষ্মণ। রাণী! পুত্র যদি সময়ে উপস্থিত না হয়, তাহলে তার দণ্ডের ভার আমি তোমাকেই প্রদান করলুম।

[নসীবন ও বাদল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নসী। বাদল! রাজপুত্রকে কি রক্ষা করতে পার না?

বাদল। কেমন ক'রে রক্ষা করব?

নসী। বেশ, তবে যাও।—(চক্ষে অঞ্চল দান)

বাদল। তুমি কাঁদলে?

নসী। নারী হয়ে জন্মেছি, সুধু চোখের জল সম্বল ক'রে এসেছি যে ভাই!

বাদল। কই, তার মা তো কাঁদলে না!

নসী। কাঁদছে বই কি ভাই, তুমি দেখতে পাওনি।

বাদল। আমি বেশ দেখছি! চক্ষে তার এক ফোটাও জল নেই।

নসী। চক্ষে নেই, হৃদয়ে কিন্তু তার শোকের দরিয়া ছুটে চলেছে! সেই মর্ম্মবেদনার তরঙ্গাঘাত আমার চক্ষে এসে লেগেছে। এই দুই কোঁটা অশ্রুবিন্দু সেই উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতরঙ্গের ক্ষুদ্র অংশ! ভাই! উন্মাদ বাসনায় অন্ধ হয়ে আমি কি সর্ব্বনাশ করলুম!

বাদল। দিদি! আমি চল্লুম।

নসী। তার পর?

বাদল। তার পর নেই—আমি চল্লুম।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

[কানন]

রুক্মা ও অরুণ।

রুক্মা। দেরী করো না। বল্লম হানো—বল্লম হানো। যা—করলে কি? আমার এতটা মেহনৎ মাটি করলে?

অরুণ। কি করলুম রুক্মা?

রুক্মা। কি করলে, আবার জিজ্ঞাসা করছ? আমি এত কষ্ট করে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বরাটা তোমার কাছে এনে দিলুম, আর তুমি বল্লম হাতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলে?

অরুণ। তা ত রইলুম।

রুক্মা। তাহলে শিখতে এলে কি?

অরুণ। কি শিখতে এলুম বলত?

রুক্মা। তুমি পাগল না কি?

অরুণ। তোমার কি বোধ হয়?

রুক্মা। পাগল ছাড়া ত আমার আর কিছু বোধ হয় না। বল্লম খেলা শেখবার জন্য বনে এলে, না খাওয়া, না দাওয়া—সারা দিনটা আমার সঙ্গে সঙ্গে শিকার খুঁজে খুঁজে বনে বনে ঘুরলে, আর যেই শিকার কাছে এনে দিলুম, অমনি হাত গুটিয়ে রইলে! অত বড় বরা চোখের ওপর দিয়ে চলে গেল!

অরুণ। সেটা আমার দোষ, না তোমার দোষ?

রুক্মা। আমার দোষ?

অরুণ। তোমার দোষ। এই যে বরাটা পালিয়ে গেল, এ কেবল তোমার দোষ। তুমি যদি শিকারের সঙ্গে সঙ্গে না আসতে, তাহলে বরাহ প্রাণ নিয়ে আমার কাছ দিয়ে যেতে পারত না। রুক্মা! শিকার কাছে এসে আর কখনও আমার কাছ থেকে জীবিত ফিরে যায় নি! কিন্তু আজ গেল!

রুক্মা। আমার জন্য গেল?

অরুণ। এই ত বললুম।

রুক্মা। তাহলে তুমি মিছি মিছি বল্লম শিখতে এসেছিলে!

অরুণ। আমি মেবারের—মেবারের কেন, সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল্লম-ধারীর কাছে বল্লম ধরা শিখেছি। রুক্মা! আমার সন্ধান অব্যর্থ।

রুক্মা। তবে ত তোমার কাছে এসে বড়ই অন্যায় করেছি!

অরুণ। অতক্ষণ অদর্শনের পর শিকার সঙ্গে নিয়ে কাছে এসে অন্যায় করেছ। আমি তোমাকে রেখে শিকারের দিকে চাইতে সাহস করিনি।

রুক্মা।. কেন?

অরুণ। পাছে পলকে আবার তোমাকে হারিয়ে ফেলি! আমি রাজধানী ছেড়ে এ গভীর বনে বল্লম খেলা শিখতে আসিনি—আমি এসেছি সুধু তোমাকে দেখ্‌তে।

রুক্মা। তা একথা আমাকে আগে বলনি কেন? আমি না হয় আরও কিছুক্ষণ তোমার কাছে থাকতুম!

অরুণ। কখন রুক্মা?

রুক্মা। কেন, সহরের ফটকের কাছে—যে সময় তোমাতে আমাতে আজ প্রথম দেখা হয়েছিল!

অরুণ। বললে কি তুমি থাক্‌তে?

রুক্মা। তুমি বলে দেখলে না কেন?

অরুণ। বেশ এখন যদি বলি?

রুক্মা। এখন আমি ত তোমার কাছেই আছি!

অরুণ। কিন্তু কতক্ষণ আছ রুক্মা? যখন তুমি চোখের অন্তরাল হও, তখন যন্ত্রণা। যখন তুমি কাছে এস, তখন আরও যন্ত্রণা। তোমাকে দেখলেই ভয় হয়—বুঝি এখনি চোখের অন্তরাল হবে! আর বুঝি তোমাকে দেখ্‌তে পাব না!

রুক্মা। তোমার কে আছে?

অরুণ। কেন একথা জিজ্ঞাসা করছ রুক্মা?

রুক্মা। তুমি আমাদের ঘরে থাক্‌তে পারবে?

অরুণ। তুমি যদি রাখ, তাহলে থাক্‌তে পারব না কেন?

(রাহুলের প্রবেশ)

রুক্মা। হাঁ বাবা! এই ছেলেটীকে আমাদের বাড়ী থাক্‌তে দিবি?

রাহুল। কেন থাক্‌তে দেব না? কবে থাক্‌তে দিইনি? যে কেউ পথ হারিয়ে বনে ঢুকেছে, সেইত আমার ঘরে ঠাঁই পেয়েছে। তুই আমার কথার অপেক্ষা রাখলি কেন—একেবারে আমাদের ঘরে নিয়ে গেলিনি কেন?

রুক্মা। সে রকম রাখা নয়, বরাবরের জন্য রাখা।

রাহুল। বরাবরের জন্য রাখা? কেন, তোমার কি ঘর নেই?

অরুণ। তোমার কাছে কথা গোপন করতে আমার ভয় করছে। আমার মনে হচ্চে, যেন তোমার কাছে আত্মগোপন করলে,

বনদেবতা আমার গলায় হাত দিয়ে, এ বন থেকে আমায় তাড়িয়ে দেবে। আমার ঘর আছে। সে ঘরে আমার মা, বাপ, ভাই, আত্মীয় স্বজন সব আছে।

রাহুল। তবে বনে থাকতে এত ইচ্ছা কেন?

অরুণ। ইচ্ছা কেন? কি বলব? তোমার ঘরে থাক্‌লে যত সুখ পাব, বুঝি নিজের ঘরে থাক্‌লে সে সুখের কণাও পাব না।

রাহুল। এ ত বড় তামাসার কথা!

রুক্মা। থাক্‌তে চাচ্চে, তুই রাখ্‌না বাবা! যতদিন ভাল লাগ্‌বে ততদিন থাক্‌বে। ভাল না লাগে চলে যাবে।

রাহুল। রোস্‌না! একজন অজানা, অচেনা—ঘরে রাখব, তা ভেবে চিন্তে রাখব না? কেমন লোক আগে ভাল করে বুঝে দেখি।

রুক্মা। তবে তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোঝ, আমি একে ঘরে নিয়ে চললুম।

রাহুল। আরে না না শোন্‌—এতে অনেক আপত্তি আছে।

(রুক্মার মাতার প্রবেশ)

রু-মা। কি কি—ব্যাপার কি?

রাহুল। এই ঠিক্‌ হয়েছে। তোর মা এসেছে, ওকে বল্‌। ও যদি মত দেয়, তবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুই মজা দেখ। আমার যা মত, তোর মায়েরও সেই মত। বলি ওরে! এই ছেলেটাকে ঘরে ঠাঁই দিবি?

রু-মা। কে তুমি?—পথ হারিয়েছ?

অরুণ। এক রকম হারিয়েছি বই কি।

রু-মা। তাহলে তুইও এক রকম ঠাঁই দে। আমাদের যে গোয়াল আছে, আজ রাত্তিরের মতন সেইখানে এর থাক্‌বার ব্যবস্থা কর।

রাহুল। তা নয়—বরাবরের জন্য ঠাঁই দিতে পার্‌বি?

রু-মা। ওমা সে কি কথা? বরাবরের জন্য? তা কেমন করে পারব?

অরুণ। আমি তোমার বাড়ীতে দাস হয়ে থাক্‌ব।

রু-মা। না বাপু, আমার ঘরে সোমত্ত মেয়ে। পাড়ার লোক শুন্‌লে জাতে ঠেল্‌বে। আজকের মত থাক্‌তে চাও চল। আমাদের যেমন ক্ষমতা, সেইমত তোমার সেবা করব।

অরুণ। না মা—তাহলে আমি থাকব না।

রাহুল। মজার কথা শুন্‌বি? ছোক্‌রার ঘর আছে, দোর আছে, মা আছে, বাপ আছে। ও সে সব ছেড়ে আমার ঘরে থাক্‌তে চায়!

রু-মা। তোমার মা বাপ আছে?

অরুণ। আছে।

রু-মা। কেন, তারা কি তোমায় দেখতে পারে না?

অরুণ। একদণ্ড না দেখলে থাক্‌তে পারেন না। বহুক্ষণ তাঁদের কাছ ছাড়া হয়েছি, এতক্ষণ বোধ হয় আমাকে খুঁজতে চারিদিকে লোক ছুটেছে।

রু-মা। তাই বল—হায়রে আমার কপাল! মেয়ের বরাত আর আমার বরাত কি এক হল?

রাহুল। কি বুঝলি?

রু-মা। বুঝব কি আর মাথা! আমার বরাতে যত পাগল জুটেছে! আর কি বুঝব? নাও, এস বাপ, আমার ঘরে এস।

রাহুল। আরে মর্‌! কি বুঝলি? কি বুঝে ঘরে নিয়ে যাচ্চিস্‌?

রু-মা। মা বাপ ঘর বাড়ী ছেড়ে আমার ঘরে আসছে, এতেও বুঝতে পারছ না?

রাহুল। না।

রু-মা। তুমি মা বাপ ঘর বাড়ী ছেড়ে, আমার বাড়ীর কানাচে কানাচে ঘুরতে কেন?

রাহুল। ও!—ভালবাসা!

রু-মা। থাম গুণপুরুষ। আর ব'ল না! মেয়ের আবার লজ্জা হোক্! নাও বাপ্, সঙ্গে এস।

রাহুল। ভালবাসা! এতক্ষণ বেড়র বেড়র করে শেষে হল কি না ভালবাসা!

রু-মা। চললি যে?

রাহুল। আবার কি করব? আমার ঘর, ওর দোর, তোর কানাচ, তার গোয়াল—যত বাজে কথা—একেবারে বল বাপু যে ভালবাসা।

রুক্মা। তাহলে আমি নিয়ে যাই?

রাহুল। তুমি কোন্ কুলের রাজপুত?

অরুণ। অগ্নিকুল।

রাহুল। অগ্নিকুল? মেবারের ভেতর এক অগ্নিকুল আমি—আর অগ্নিকুল রাণা। আমি গরীব চাষা, আর রাণা মেবারের মালিক। আর অগ্নিকুল আমি জানি না।

অরুণ। আমি রাণার পুত্র।

রাহুল। ওরে! রুক্মাকে এখনি এখান থেকে নিয়ে যা।

অরুণ। কেন বৃদ্ধ?

রাহুল। যা মাগি—নিয়ে যা!

রু-মা। রাণার পুত্র শুনে চ'টে উঠলি কেন?

রাহুল। দেখ্, আর একবার মাত্র বলব। তার পরও যদি দাঁড়িয়ে থাকিস্, ত এই ভোজালী দিয়ে তোকে আর মেয়েকে এখনি যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

রু-মা। আয় রুক্মা! দেখ ছি মিনসে ক্ষেপেছে? [রুক্মা ও মায়ের প্রস্থান।

রাহুল। নাও চল ছোকরা, তোমাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।

অরুণ। এ অসম্ভব দয়া কেন হল?

রাহুল। সুমুখে সন্ধ্যা, এ বনে বড় বরা সিঙ্গির ভয়, তুমি ছেলে মানুষ।

অরুণ। তাহলে দেখছি, তুমি আপনার মিথ্যা পরিচয় দিয়েছ! তুমি অগ্নিকুল নও। অগ্নিকুলের কেউ কখন নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য পরের সাহায্য ভিক্ষা চায় না। যদি সে আপনাকে রক্ষা করে থাক্‌তে পারে, তবে থাকে—নইলে মরে।

রাহুল। ছোকরা! তুমি আমার তেজ ভাঙলে, আমার পণ ভাঙলে! তোমার কথায় আমি বড়ই খুসী হয়েছি। দেখ আমি গরীব, কিন্তু বংশে আমি রাণার চেয়ে কম নয়! দেশ ছেড়ে বনবাসী হ'য়ে আছি বটে, কিন্তু অগ্নিকুলের অহঙ্কার ছাড়তে পারিনি। তোমার কাছে মাথা হেট ক'রে তোমাকে মেয়ে দেব, এটা কিছুতেই মনে আন্‌তে পারিনি।

অরুণ। আমি যে তোমার গৃহে দাস হতে চেয়েছিলুম বৃদ্ধ!

রাহুল। দাস! তুমি রাজার পুত্র। আমি তোমার প্রজা। তুমি দাস কেন হবে? অগ্নিকুলে জন্মেছি বটে, কিন্তু আজন্ম বনে থেকে আমি মুর্খ চাষা—সেই জন্য আমি ভাল কথা কইতে শিখিনি, তুমি কিছু মনে কর না। আমি তোমাকে আজ এই সন্ধ্যায় আমার প্রাণের রুক্মাকে দান করব। দেরি করলে পাছে মন ফিরে যায়, তাই এখনি দান করব।

(প্রস্থান)

অরুণ। তবু যেন কেমন ভয় হচ্ছে! অগ্নিকুলোদ্ভবের প্রতিজ্ঞা', সন্ধ্যা হ'তে আর অল্পমাত্র বিলম্ব, মন বলছে রুক্মা আমার হয়েছে,

হৃদয় রুক্মার উষ্ণ হৃদয়ের তরঙ্গ পূর্ব্ব হতেই যেন অনুভব করছে! সে নীলনলিনাভ চক্ষু যেন অবকাশ পেয়ে, অবসাদে স্থির হয়ে আমার পিপাসিত চোখের উপর বিশ্রাম করছে! সে দৃষ্টিসুধা অজস্র পান করেও যেন সাধ করে পিপাসাতে আমাকে ডুবিয়ে রেখেছি! সব যেন আমি অনুভব করছি, তবু আমার প্রাণটাতে কেমন একটা ভয় হচ্ছে কেন? তাইত, তাইত! কি যেন একটা ভুলে যাচ্ছি যে! তার সঙ্গে আমার প্রাণের সম্বন্ধ! তাইত! কি ভুলেছি? কি একটা কর্ত্তব্য আমি অবহেলা করেছি! মনে আসতে আসতে আসে না যে!—(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি) যা! কি করলুম! মৃত্যু! সুখের উচ্চ শিখরে উঠতে যখন একটী মাত্র সোপান অবশিষ্ট, তখন একেবারে দুর্ভাগ্যের সর্ব্ব নিম্ন-স্তরে পড়ে গেলুম! হীন অপরাধীর ন্যায় রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হলুম!—কেও—বাদল?

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। এই যে! খোঁজা মিছে হল! তুমিও গেলে, আমিও গেলুম! যা হোক তবু খুঁজে পেলুম, মরবার আর আক্ষেপ থাক্‌বে না।

অরুণ। বাদল ফিরে যাও।

বাদল। ইস্, বাদলের প্রতি তোমার কি ভালবাসা? "বাদল ফিরে যাও!" ফিরে যাও, না এখনি মরে যাও! শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে, এখন সহরে ফেরা আর মরা দুইই সমান।

অরুণ। তুমি মরবে কেন?

বাদল। তা তোমায় বল্‌ব কেন? তবে দুজনেরই যখন এক দশা, তখন এস দুজনে সুবিধে করে মরি। আলাউদ্দীন গুজরাট্ জয় করতে গেছে, এস গুজরাট সৈন্যের সঙ্গে মিশে বাদসার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করি। গুজরাট রক্ষা করতে পারি ভালই, নইলে দুজনেই যুদ্ধে প্রাণ দেব।

অরুণ। এ পরামর্শ মন্দ নয়।

বাদল। তাহলে আর বিলম্ব নয় চল।

অরুণ। চল।

(গুজরাট দুতের প্রবেশ)

দুত। কে আপনারা মহাশয়?

অরুণ। তুমি কে ভাই?

দুত। আমাকে চিতোর প্রবেশের পথট বলে দিতে পারেন?

অরুণ। কোথা থেকে আসছ?

দুত। সে কথা আমি এখানে বলতে পার না। আমাকে দয়া করে কেউ পথটা বলে দিন, আমি বনের ভিতর ঢুকে পথ হারিয়েছি এর পর অন্ধকার ঘেরে আসবে, আর বন থেকে বেরুতে পারব না।

(সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম সৈ। আর বেরুবার দরকার কি খুব ফাঁকিটে দিয়ে পালিয়ে এসেছ!

২য় সৈ। বরাবর পেছন নিয়েছি, ত তোমায় ধরতে পারিনি।

দুত। মারলে—মারলে—আমায় রক্ষা করুন!

১ম সৈ। দুনিয়ার কেউ আর তোমা রক্ষা করতে পারবে না।

বাদল। তাত বটেই, তুমি দুনিয়ার মালিক এলে কি না!

অরুণ। তুমি একটাকে—আমি একটাকে

১ম সৈ। তাইত রে! এরা কে?

বাদল। এই যে পরিচয় হচ্ছে!

(যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

অরুণ। কাজ শেষ, দুটোকেই পেড়েছি ভাই তুমি একে চিতোরের পথ দেখিয়ে দাও।

বাদল। যদি ধরা পড়ি?

অরুণ। তাহলে আমি একা যাব।

বাদল। বাঃ! কি মজার কথাই বল্‌লে! নাও দুজনেই যাই চল। যা ফল পাব দুজনেই ভোগ করব।

দূত। আপনারা যখন জীবন-দাতা, তখন আপনাদের কাছে গোপন করব না। আমি গুজরাটের অধিবাসী, দিল্লীর বাদশা গুজরাট আক্রমণ করছে। দেশের হিন্দু সরদারেরা বেইমানি করে দেশটাকে তার হাতে ধরে দেবার মতলব করেছে। কেবল একজন মুসলমান সরদার এখনও দেশের জন্য প্রাণপণে লড়াই করছেন। তার নাম কাফুর। কিন্তু তিনি বেইমানের ভেতর থেকে একা কদিন যুঝবেন? তাই তিনি চিতোরের সাহায্য প্রত্যাশায়, আমাকে রাণার কাছে পাঠিয়েছেন। বেইমানেরা, পথে আমাকে হত্যা ক'রে কাফুর খাঁর উদ্দেশ্য বিফল করবার জন্য এই দুজনকে পাঠিয়েছিল। সুধু আপনাদের কৃপায় রক্ষা পেয়েছি। [সকলের প্রস্থান।

(রাহুল ও রুক্মার প্রবেশ)

রাহুল। কি হল—কোথা গেল?

রুক্মা। তাইত বাবা। বিপদ ঘটল না ত?

রাহুল। আরে দুর বাঁদরী! আমার বাড়ীর কানাচে বিপদ ঘটবে কি? পালিয়েছে—আমার সর্ব্বনাশ করে, আমাকে ধর্ম্মে পতিত করে পালিয়েছে! তাতেই ত আমি রাজা রাজড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চাইনি! খোঁজ্, খোঁজ আবাগী—খোঁজ। এখনও বেশী দূর যেতে পারে নি, এখনও বন থেকে বেরুতে পারেনি—খোঁজ্।

(রুক্মার মাতার প্রবেশ)

দেখিলি মাগি—সর্ব্বনাশ করলি!

রু-মা। কি হ'ল?

রাহুল। আর কি হবে, আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! জাত গেল, ধর্ম্ম গেল, কন্যা বাগ্‌দান ক'রে দিতে পারলুম না! সমাজে মাথা হেঁট হ'ল, আর আমার ঘরে কেউ জলগ্রহণ করবে না।

রু-মা। আরে মর্ হল কি?

রাহুল। ছোঁড়া পালিয়েছে।

রু-মা। বাগ্‌দান করিয়ে পালাল?

রাহুল। ঐই দেখ—আক্কেল দেখ্! রাজা রাজড়ার ব্যবহার দেখ।

রু-মা। আ-মর পেড়োরমুখো মেয়ে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছ কি?

রুক্মা। কি করব?

রু-মা। কোথায় পালাল খোঁজ।

রুক্মা। কোথায় খুঁজব?

রু-মা। যেখানে পাবি, চুলের মুটি ধরে নিয়ে আসবি। বলবি, বে কর্ তবে চুলের মুটি ছাড়বো। নইলে কিছুতেই ছাড়বিনি। এত বড় আস্পর্দ্ধা, বে করব বলে পালিয়ে গেল! হলেই বা রাণার ছেলে, তা বলে কি আমাদের জাত নেই?

রাহুল। হায়, হায়!

রু-মা। আরে মর, দাঁড়িয়ে হায় হায় করলে কি হবে! ছেলেদের খবর দে!

রুক্মা। ও বাবা! সেপাই মরে রয়েছে!

রু-মা। য়্যা—কই কই? ওগো তাইত গো! ব্যাপারটা কি বল দেখি?

রাহুল। ব্যাপার বোঝবার আমার সময় নেই। রুক্মা সন্ধান কর্। এ বনের কোথায় সে আছে সন্ধান কর্। বনে যদি না পাস্, সহরে সন্ধান কর্।

রুক্মা। সেখানে যদি না পাই!

রাহুল। দুনিয়ায় সন্ধান কর—দুনিয়ায় না পাস্, আর আসিস্ নি! নে। আয় রাজপুতনী, চলে আয়। দেখছিস্ কি? যে চন্দাওনী

রাজপুতনী বংশমর্য্যাদা রাখতে জানে না, তার মায়া রাখতে নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

রুক্মা। ভাল এই যদি ভগবানের ইচ্ছা, তাহ'লে এ অবস্থা আমার মন্দ কি! দেখলুম, শুনলুম, তার সঙ্গে সঙ্গে সারাদিন রইলুম! দিনটে যে কি করে কেটে গেল, বুঝতে পারলুম না! তাকে খুঁজব। এ আমার দুখ—না সুখ! সুখ সুখ! কত সুখ! মনটা কি করছে। মন ত আমার এমন কখনও করেনি! তবে যাই, খুঁজতে যাই। যদি তাকে না পাই? আমার ঘর বা'র দুইই সমান। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[ভবানী-মন্দির]

লক্ষ্মণসিংহ।

লক্ষ্মণ। আমার কি দুর্ভাগ্য! একটা সঙ্কল্প ক'রে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পা বাড়াতে না না বাড়াতেই ব্যাঘাত! কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সকল মেবারীই গৃহ পরিত্যাগ ক'রে আমার আদেশ পালন করতে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে, সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হ'ল। কেবল আমার পুত্রই আমার আদেশ অমান্য করলে! আমিই বিধি ব্যবস্থার প্রণেতা। সুতরাং এ কর্ত্তব্যে অবহেলাকারী সন্তানকে শাস্তি না দিলে যে, কিছুতেই আমি প্রাণে তৃপ্তি পাচ্ছি না। সমস্ত মেবারী আমার পুত্রের প্রতি দণ্ডবিধানের প্রতীক্ষা করছে—নীরবে আমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পানে চেয়ে আছে। সকলে যুদ্ধ করতে চলেছে, কিন্তু অন্য সময়ে যুদ্ধের সংবাদে তারা যেমন উল্লাসিত হয়, আজ ত তেমন হচ্ছে না! কি আমার দুরদৃষ্ট! সমস্ত মেবারীর আশ্রয়স্থল হয়েও এক নরাধম কাপুরুষ সন্তানের দুর্ব্বোধ্য আচরণে আমি যেন আজি নিরাশ্রয়। সকলের করুণা-দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে অক্ষম ভিখারীর ন্যায়, আমার সমস্ত প্রজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি! এ প্রাণ নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হয়ে কেমন ক'রে সঙ্কল্প করব? হা ভগবান কি করলে? এ আমাকে কি দুরবস্থায় নিপতিত করলে?

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! গুজরাট থেকে এক দূত এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষী।

লক্ষ্মণ। তাকে নিয়ে এস। (প্রতিহারীর প্রস্থান) বোধ হচ্ছে গুজরাটের রাণী সাহায্য-প্রার্থনার জন্য আমার কাছে লোক পাঠিয়েছেন। হতভাগ্য গুজরাটরাজ যদি প্রতিবেশী রাজাদের ওপর অযথা অত্যাচার না করত, তা হলে তার রাজ্য আজ অপর রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হবে কেন? আমাকেই বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে কেন? সকল উৎপীড়িত রাজার আবেদনে, আমাকে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ল। যুদ্ধ-ফলে অভাগ্যকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হ'ল। কোথায় রইল তার রাজ্য, কোথায় রইল তার ক্ষমতার অহঙ্কার! শেষে সমৃদ্ধিশালী গুজরাট আলাউদ্দীন খিলিজী কর্ত্তৃক আক্রান্ত! তার সদ্যবিধবা পত্নী মর্য্যাদানাশ, ধর্ম্মনাশ ভয়ে তাঁর স্বামীর শত্রুর শরণাপন্ন। যে আলাউদ্দীন আশ্রয়দাতা স্নেহময় বৃদ্ধ পিতৃব্যের মর্য্যাদা রাখলে না, তার কাছে কি অন্য কেহ মর্য্যাদা-রক্ষার আশা করতে পারে? বিশেষতঃ গুজরাটের বিধবা মহিষী বিখ্যাত রূপসী। সম্রাট যে সেই অসামান্যা রূপশালিনীর লোভেই গুজরাট আক্রমণ করতে না এসেছে, এ কথা কে বলতে পারে?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! আপনার কৃপা ভিক্ষা করি।

লক্ষ্মণ। কি প্রয়োজনে এসেছ বল!

দূত। একদিন আপনি অত্যাচারী গুজরাট রাজাকে দমন করতে গুজরাট আক্রমণ করেছিলেন। আজ আমি আর এক অত্যাচারীর হাত থেকে গুজরাট রক্ষার জন্য গুজরাটবাসীর হয়ে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি।

লক্ষ্মণ। আজও পর্য্যন্ত বাদশা গুজরাট দখল করতে পারেনি?

দূত। আজও পারেনি, কিন্তু আর থাকে না। বাদশা সমস্ত স্থান অধিকার করেছে। কেবল সহর দখল করতে পারেনি। অন্ততঃ পোনের দিনের ভেতর সাহায্য না পেলে গুজরাটের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে। সবেমাত্র পোনের দিনের রসদ অবশিষ্ট আছে।

লক্ষ্মণ। এই অল্প সময়ের মধ্যে গুজরাটে পৌছে বাদসার অগণ্য সৈন্যের গতিরোধ করা মনুষ্য-শক্তির অসাধ্য। তোমাদের আর কিছু দিন পূর্ব্বে আসা উচিত ছিল।

দূত। তখন আসবার প্রয়োজন হয়নি মহারাজ! তখন গুজরাটের সমস্ত সরদার একপ্রাণে স্বদেশ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রাণপণে স্বদেশ রক্ষায় ব্রতী, তাঁরা বাদশাকে নগরপ্রাচীরের একটী ইট পর্য্যন্ত খসাতে দেননি।

লক্ষ্মণ। এখন?

দূত। এখন—কি বলব মহারাজ! তাদের অধিকাংশই আপনা আপনির ভেতর বিবাদ ক'রে গুজরাটকে শত্রুহস্তে সমর্পণের ষড়যন্ত্র করছে।

লক্ষ্মণ। তাহলে তোমায় পাঠালে কে?—রাণী?

দূত। রাণী! না মহারাজ! মিথ্যা কইব কেন—রাণীরও আপনার সাহায্য গ্রহণ অভিপ্রায় নয়।

লক্ষ্মণ। রাণীও কি সরদারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন?

দূত। তাঁর মনে দুরভিসন্ধি প্রবেশ করেছে।

লক্ষ্মণ। অর্থ কি?

দূত। অর্থ কি বলব মহারাজ! তিনি হিন্দু রমণীর একটী যে দেবতারও বাঞ্ছনীয় মর্য্যাদা আছে, তাই নাশ করতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি চিতোর-রাজ্যের উপর প্রতিহিংসা নিতে আলাউদ্দীনকে আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত।

লক্ষ্মণ। তাহ'লে তোমাকে পাঠালে কে?

দূত। বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহী হিন্দু সরদারেরা আপনার কাছে পাঠাননি—পাঠিয়েছেন এক মুসলমান।

লক্ষ্মণ। মুসলমান?

দূত। গুজরাটরাজ একজন মুসলমান দাস ক্রয় করেছিলেন। তাঁর নাম কাফুর। সদ্‌গুণে প্রভুকে মুগ্ধ করে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সরদারের পদ প্রাপ্ত হন। এখন কেবল সেই প্রভুভক্ত বীর মনিবের মর্য্যাদা বজায় রাখবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করছেন। তাঁর ভয়ে অন্যান্য সরদারেরা আজও পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে আলাউদ্দীনের সঙ্গে যোগদান করতে পারে নি। রাণীর অসদভিপ্রায় বুঝতে পেরে, কাফুর খাঁ তাকে গৃহে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। সেই মহানুভব কর্ত্তৃকই আমি মহারাণার কাছে প্রেরিত হয়েছি।

লক্ষ্মণ। ভাল, কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা কর। আমি একবার খুল্লতাত রাজার অনুমতি গ্রহণ করব।

দূত। আশ্বাস দিন।

লক্ষ্মণ। আশ্বাস দিতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। বিশেষতঃ আমরা অপর এক সংকল্পে এক বিরাট যুদ্ধের আয়োজন করছি। যদি তোমাদের সেই সাধু মুসলমান সরদারের অভিলাষ পূর্ণ করতে আমাদের সে সঙ্কল্প অসিদ্ধ থেকে যায়, তাহলে গুজরাট রক্ষার চেষ্টায় কতদূর সমর্থ হব, সেটা এ সময়ে বলতে পারছি না। তবে তোমাদের সেই মহানুভব সরদারকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'ল যে, যতদূর পারি, আমরা তাঁর মত সাধুর সাহায্যে চেষ্টার ক্রটী করব না। তারপর ঈশ্বরের হাত।

দূত। এই আশ্বাসই আমাদের অভাগ্য গুজরাটের পক্ষে যথেষ্ট।

লক্ষ্মণ। তবে বড় সুসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছ। আর কিছুক্ষণ বিলম্ব হ'লে, আমার দর্শনলাভ তোমার ঘটে উঠত না। অথবা ঘটলেও কোন উত্তর দিতে পারতুম না।

দূত। ত'হলে দেখছি ভগবানই উপযুক্ত সময়ে আমাকে মহারাজের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি পথে শত্রুর সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলুম। তারা বাদশার লোক, কি আমাদের বিশ্বাসঘাতক সরদারদের, তা বলতে পারি না। দুটী বালক আমাকে রক্ষা না করলে, হয় তারা আমাকে বন্দী করত, নয় মেরে ফেলত। সুধু দুটী বালকের কৃপায় আমি মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনলাভে সমর্থ হয়েছি।

লক্ষ্মণ। বালক ?

দূত। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! সুধু যৌবন সীমায় দুজনে পদার্পণ করেছে। দেখে মেবারী বলেই বোধ হ'ল। কেবল তাই নয়, বোধ হ'ল দু'জনেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়।

লক্ষ্মণ। কোথায় দেখেছ ?

দূত। এই নগরোপকণ্ঠে যে পার্ব্বত্য অরণ্য আছে, তার মধ্যে। তাঁরাই আমাকে চিতোরে প্রবেশের সুগম পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

লক্ষ্মণ। প্রতিহারী! (প্রতিহারীর প্রবেশ) যেখানে রাজা ভীমসিংহ অবস্থান করছেন, এঁকে সেইখানে নিয়ে যাও। (দূতের প্রতি) এই সকল কথা তুমি তাঁকে গিয়ে বল। তিনি যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে বলবে আমি অরুণসিংহের সন্ধান পেয়েছি। (প্রস্থান)

দূত। হাঁ ভাই অরুণসিংহ কে ?

প্রতি। কে আর কি বলব ? আমাদের সর্ব্বস্ব। আর সেই জন্যই আমাদের সর্ব্বনাশ। অরুণসিংহ রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র। রাণা তাকে কাটতে চলেছেন।

দূত। সেকি ? আমার জীবনদাতার আমিই সর্ব্বনাশ করলুম ? কি করলুম ? কি করলে ভাই তাঁর জীবন রক্ষা হয় ?

প্রতি। স্বয়ং রাণা যখন শাস্তিদাতা, তখন আর কে তাকে রক্ষা করতে পারে ?

দূত। কোনও উপায় নাই ?

প্রতি। এক উপায় আছে। যদি খুড়ী-রাণীকে কোনও রকমে খবর দিতে পারেন, তাহলে বোধ হয় রাণাউৎ রক্ষা পেতে পারেন। রাণা কেবল তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারেন না। কিন্তু তিনিও এমন রাণী ন'ন, কখন রাণাকে কোনও অন্যায় অনুরোধ করেন না। যদি তাঁকে দিয়ে আপনি রাণাকে এ নির্দ্দয় কার্য্য হ'তে নিবৃত্ত করতে পারেন, তাহলে রাজকুমার রক্ষা পেতে পারেন।

দূত। ভাই! আমাকে সেখানে কে নিয়ে যাবে ?

প্রতি। খুড়ো-রাজার কাছে আপনাকে নিয়ে যাই। তারপর আপনি চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[ভীমসিংহের কক্ষ]

পদ্মিনী ও ভীমসিংহ।

পদ্মিনী। হাঁ রাজা!

ভীম। কি রাণী!

পদ্মিনী। হঠাৎ চিতোরে এমন সমর আয়োজন হচ্ছে কেন?

ভীম। কেন এ কথার উত্তর নিজেই ত দিতে পার। চিতোরের কোন্ রাজা দুগ্ধফেন-নিভ শয্যায় নিশ্চিন্ত হয়ে একদিনের জন্যও নিদ্রা গিয়েছে? সমরক্ষেত্রই চিরদিন তার শয়নের উপযুক্ত আশ্রয়-ভূমি।

পদ্মিনী। তা জানি, অত্যাচারীর হাত থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য, হিন্দুর দেবতা ও ধর্ম্মরক্ষা করবার জন্য চিতোরপতিরা সিংহাসন গ্রহণ করেন।

ভীম। তবে আর সমর আয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

পদ্মিনী। এক্ষেত্রেও কি তাই হচ্চে?

ভীম। অবশ্য, নতুবা এমন অসময়ে আয়োজন কেন!

পদ্মিনী। কোন্ দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য এত আয়োজন?

ভীম। কার নাম করব? কাল দিল্লীর সম্রাট প্রেরিত লোকে তোমাদের উপর আক্রমণের উদ্যোগ করেছিল।

পদ্মিনী। আমি কি দুর্ব্বল? চুপ ক'রে রইলেন কেন রাজা?

ভীম। অবশ্য শাস্ত্রে যাকে অবলা বলে, তাকে আমি কেমন ক'রে সবল বলি।

পদ্মিনী। যার পুত্র রাণা লক্ষ্মণসিং, যার স্বামী ভীমতুল্য বলশালী রাজা ভীমসিংহ, অবলা হ'লেও কি সে দুর্ব্বল?

ভীম। তাহ'লে তুমি কি বুঝেছ, বল।

পদ্মিনী। তা নয় রাজা—আমি ছেলের কাছে সমস্ত শুনেছি। অজয়সিংহ আমাকে সমস্ত বলেছে। শুনেছি, এক অপরিচিতা রমণীর আবেদন রক্ষার জন্য আপনারা দিল্লীর সম্রাটকে জীবন্ত বন্দী ক'রে আনতে সমরের আয়োজন করছেন।

ভীম। অতিথির প্রার্থনা পূরণ করতে তুমি কি নিষেধ কর?

পদ্মিনী। অবশ্য অতিথির ন্যায্য প্রার্থনা পূরণ গৃহস্থের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তা বলে যে তার উন্মাদ বাসনা পূরণ করতে হবে, একথা কোন রাজনীতি, সমাজনীতিতে ত বলে না।

ভীম। অতিথি নারায়ণ। রাণী! একটা পক্ষী-অতিথির প্রার্থনা পূর্ণ করতে শিবী রাজা আত্মদেহ দান করেছিলেন।

পদ্মিনী। তাই কি, অতিথির প্রার্থনা পূরণের প্রারম্ভেই, আপনারা চিতোরের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ রত্ন, মেবারের ভবিষ্যৎ রাণাকে বলি দিতে চলেছেন?

ভীম। তোমায় একথা কে বললে?

পদ্মিনী। আপনি কি বলতে চান, আমি যা শুনেছি, তা মিথ্যা?

ভীম। রাণী সেকথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না—আমি রাণার আদেশ শুনে মর্ম্মাহত হয়ে বসে আছি।

পদ্মিনী। মর্ম্মাহত হয়ে বসে থাকলে ত চলবে না। আপনি উঠুন—অরুণসিংহকে রক্ষা করুন। রাণা পুত্রহত্যা করবেন, কিন্তু সকল প্রজা আপনাকেই দোষী জ্ঞান করবে। হয় ত আপনার উপর দুরভিসন্ধির আরোপ করবে। বলবে—আপনার পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার জন্য, আপনি উদ্ধত রাণাকে এই নিষ্ঠুর

কার্য্যে উত্তেজিত করেছেন, অন্ততঃ এ আসুরিক কার্য্যে বাধা প্রদান করেন নি।

ভীম। প্রজা আমাকে বিলক্ষণ চেনে।

পদ্মিনী। না মহারাজ, চেনে না। প্রজার মন বিশাল বারিধিপৃষ্ঠের ন্যায় চঞ্চল—এই আলোকপৃষ্ঠে অবস্থিত, দেখতে দেখতে আবার অন্ধকারে প্রবেশ করে। তা যদি না হ'ত, তাহলে প্রজারঞ্জন রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে জানকীর নির্ব্বাসন দিতে হত না!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! রাণাজী একজন লোককে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন, সে ব্যক্তি গুজরাট থেকে এসেছে—

ভীম। বেশ, তাকে অপেক্ষা করতে বল, আমি যাচ্ছি। (প্রতিহারীর প্রস্থান) রাণী! রাণা লক্ষণসিং যখন বালক ছিল, তখনই আমি রাজার নামে মেবার শাসন করেছিলুম। সে শাসনে আমি নিজের বুদ্ধি-চালিত হয়ে কার্য্য করেছিলুম। নিজের যশ অযশ, প্রজার প্রীতি বিরাগের দিকে দৃষ্টি রাখিনি। প্রজার মঙ্গলের জন্য, রাণার মঙ্গলের জন্য আমি তখন যে কার্য্য করেছি, সে কার্য্যের জন্য আমি কেবল ভগবানের কাছে দায়ী। এখন রাজ্যভার রাণার হাতে। তাঁর ভালমন্দ কার্য্যের জন্য তিনিই এখন ঈশ্বরের কাছে দায়ী—আমি তাঁর প্রজার স্বরূপ, তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য—তাঁকে হুকুম করতে আমার আর কোন অধিকার নাই।

পদ্মিনী। বেশ আমাকে অনুমতি করুন—আমি অনুরোধ করি।

ভীম। সে তোমার ইচ্ছা।

পদ্মিনী। আপনি অনুমতি না করলে পারি কেমন করে? রাণা মনে করতে পারেন, পিতৃব্য পুত্রের জন্য নিজে অনুরোধ করতে না পেরে, আমাকে দিয়ে অনুরোধ করিয়েছেন।

ভীম। সে ভয় আমার নেই রাণী। রাণা আমাকে বিলক্ষণ জানে।

(দূত ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। এই এই—এখানে ঢুকোনা—এখানে ঢুকোনা—

ভীম। কে তুমি—কে তুমি—

দূত। আহা! কি দেখলুম! মা জগদ্ধাত্রী! সন্তানকে চরণে স্থান দাও মা!

ভীম। কে তুমি—কি চাও?

প্রতি। হাঁ হাঁ চলে এস—চলে এস—

পদ্মিনী। অপেক্ষা কর—কেন বাছা এমন ক'রে এসে পড়লে?

দূত। করুণাময়ী মা! আগে অভয় দাও। আমি বিপন্ন অতিথি। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে জেনে আমি রীতি লঙ্ঘন ক'রে আপনার পবিত্র গৃহে প্রবেশ করেছি। প্রহরীর বাধা গ্রাহ্য করিনি—প্রাণের মমতা রাখিনি। এতেই বুঝুন, আপনার কাছে যা চাইব, তা প্রাণ অপেক্ষাও মূল্যবান।

পদ্মিনী। কি সে?

দূত। ধর্ম্ম! আমি নরকে ডুবতে চলেছি, তুমি না হ'লে কেউ সে নরক থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। মা আর সময় নেই—দণ্ডমাত্র দেরী হ'লে, আর ধর্ম্ম রক্ষা হবে না।

পদ্মিনী। তা হলে বলতে বিলম্ব করছ কেন বাছা!

দূত। আমি গুজরাট থেকে আসছি—সে যে কেন আসছি, তা এখন আর আমি আপনাকে বলব না—অবশ্য বলবার প্রয়োজন ছিল—কিন্তু বলবার আর সময় নেই—বলতে

আর ইচ্ছাও নেই। পথে আসতে এক বনে আমি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলুম। দু'টী বালক আমাকে সে বিপদে রক্ষা করেন। এখানে এসে শুনলুম, তাঁরা রাজকুমার—কিন্তু রাজদণ্ডে দণ্ডিত। আমি না জেনে রাণার কাছে তাঁদের কথা প্রকাশ করেছি—রাণা শুনেই তাঁদের হত্যা করতে ছুটে গেছেন। আর কি বলব মা? আর কি বলবার আছে মা?—

পদ্মিনী। প্রহরী! আমার পাল্‌কি আন্‌তে বলে দাও—

[ভীমসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভীম। যাক্, এই উপায়ে যদি বালকটা রক্ষা পায়, তাহ'লে মঙ্গল। বালকটার জন্য আমার প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে। তার শোচনীয় পরিণাম শোনবার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবেই এ যন্ত্রণা থেকে নিবৃত্তি পাই। কেউ সুখী নয়—চিতোর মর্ম্মাহত, বধূরাণী মনস্তাপে লজ্জায় শয্যাশায়িনী! ভগবন্! রক্ষা কর—ভগবন্! অরুণকে রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য।

[পার্ব্বত্যপথ]

অরুণ ও বাদল।

অরুণ। দেখ ভাই! প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে গুজরাটে যেতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

বাদল। তাহলে কি করতে চাও, বল?

অরুণ। চল চিতোরে যাই—পিতাকে ধরা দিই।

বাদল। তাহ'লে ত মিছামিছিই প্রাণটা যাবে!

অরুণ। অপরাধী হয়ে বেঁচে থেকেই বা সুখ কি?

বাদল। তা যা বলেছ মন্দ নয়—তা হ'লে চল ধরা দিই।

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা। কিগো! আমায় ফেলে চলে যাচ্ছ যে?

অরুণ। কেও—রুক্মা?

রুক্মা। হাঁ—কেন আমাকে কি চিনতে পারছ না?

অরুণ। রুক্মা! তোমাদের কাছে আমি বড় অপরাধ করেছি।

রুক্মা। তাতো করেইছ, কিন্তু তোমার অপরাধে যে আমি মারা যাই। তুমি এমন ধারা লোক জানলে কি আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতুম!

অরুণ। রুক্মা।

রুক্মা। নাও, আর আদর ক'রে রুক্মা বলতে হবে না। এখন একবার আমাদের ঘরে চল। মা বাবাকে একবার দেখা দিয়ে এস। অনেক পাড়াপড়শী বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে, তাদের একবার বুঝিয়ে এস। তারা সকলে একবাক্যে তোমার নিন্দা করেছে, শুনে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি একবার তাদের বুঝিয়ে যেথা ইচ্ছা সেথা যাও। আমি বুঝতে পারছি, তুমি একটা এমন বিষম দরকারে পড়েছ যে, যার জন্য আজকের রাত্তিরটুকুও আমাদের বাড়ীতে থাকতে পাচ্ছ না। কিন্তু তারা বুঝছে না!

বাদল। এ মেয়েটা কে ভাই?

অরুণ। পরে বলব।

রুক্মা। কেন, এখনি বল না।

অরুণ। বলবার মুখ কই রুক্মা? কোথায় আনন্দের সঙ্গে আজকের শুভাদৃষ্টের কথা আমার

এই সঙ্গীকে শোনাতে শোনাতে ঘরে যাব, তা না ক'রে আমাকে মাথা হেঁট ক'রে চলে যেতে হচ্ছে।

রুক্মা। তাহ'লে তুমি যাবে না ?

অরুণ। আমায় ক্ষমা কর।

রুক্মা। রাজার ছেলে তুমি—ছিছি! তোমার এই নীচ ব্যবহার!

বাদল। দেখ ছুঁড়ী, গাল দিস্‌নি!

অরুণ। ভাই বাদল, চুপ কর।

বাদল। চুপ করব কি ? আমার সুমুখে এক বেটী চাষার মেয়ে তোমাকে যা খুসী তাই বলবে ?

অরুণ। ওর কোন দোষ নেই ভাই! ওদের মনে আমি বড় কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু রুক্মা! ভগবানের নাম ক'রে বলছি—আমাকে বিশ্বাস কর, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদের মনে এই কষ্ট দিচ্ছি না। প্রাতঃকালে এই সুধার আধার দেখে আমি পিপাসায় আকুল হয়েছিলুম। সন্ধ্যায় যখন সেই দুরন্ত পিপাসাশান্তির সুযোগ উপস্থিত হ'ল, অমনি নিষ্ঠুর বিধাতা আমাকে সেখান থেকে টেনে এত দূরে নিক্ষেপ করেছে যে, এ জীবনে আর সে পিপাসার শান্তি হ'ল না! রুক্মা! তোমা হ'তে এখন আমি বহু দূরে। তোমাদের এ মহত্বের আকর্ষণও আর আমাকে ফেরাতে পারে না। মাঝে মৃত্যু-প্রাচীরের ব্যবধান।

রুক্মা। কি বলছ, বুঝতে পারছি না।

অরুণ। বিবাহের পরক্ষণেই তুমি বিধবা হবে। জেনে শুনে তোমার প্রতি পিশাচের ব্যবহার কেমন করে করি ? তাই আমি তোমাদের না ব'লে পালিয়ে এসেছি।

রুক্মা। আগে বলনি কেন ?

অরুণ। আগে ত আমার এ অবস্থা হয়নি। তবে শোন—আমার অবস্থার কথা শোন। শুনে তোমার বিচারে যা ভাল হয় কর। আমার পিতা মহারাণা আদেশ দিয়েছিলেন যে, রাজপুত সরদারদের যে কেউ আজ সন্ধ্যার ঘণ্টাধ্বনির পর একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত না হবে, সে যদি অনুপস্থিতির সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারে, তাহ'লে তার প্রাণদণ্ড হবে। আমি সেখানে সময়ে উপস্থিত হ'তে পারিনি।

রুক্মা। প্রাণদণ্ড হবে ?

অরুণ। আমিত সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারব না! প্রাণের জন্য মিথ্যা কইতে পারব না—সুতরাং রুক্মা আমাকে প্রাণ দিতেই হবে।

রুক্মা। তুমি ত রাণার ছেলে!

অরুণ। বিচারে তাঁর কাছে আত্ম পর নেই। তিনি পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করেন।

রুক্মা। এমন যদি জান, তাহ'লে সকাল সকাল গেলে না কেন ?

অরুণ। গেলুম না কেন ? তা তোমাকে কি বলব রুক্মা ? আর বললেই কি তুমি বুঝবে ? তোমাকে দেখে অবধি, আমি কে, কোথায়, কি করতে এসেছি, কিছুই আমার জ্ঞান ছিল না। শেষ ঘণ্টার শব্দ শুনে, আর আমার এই সখাকে দেখে আমার জ্ঞান ফিরেছে। তখন দেখি আমি আত্মহত্যা করেছি।

রুক্মা। এখন চলেছ কোথায় ?

অরুণ। পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

রুক্মা। তাহ'লে এক কাজ কর না কেন —একবার আমার বাবা মার সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরে এস না কেন ? দেখ, পাঁচজন প্রতিবেশীতে তোমার নিন্দে করছে, এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

অরুণ। আমরা আর এ অন্ধকারে বনে ঢুকতে পারব না।

রুক্মা। আমি সুগম পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

বাদল। এতই যদি বন্ধুর প্রতি তোমার দয়া, তাহ'লে বন্ধুর হয়ে তুমিই সব কথা বলগে যাওনা কেন? এইত সব কথা শুনলে!

রুক্মা। তোমার বন্ধু কি আমার আর ঘরে ফেরবার উপায় রেখেছে? তোমরা যাও, আমার মর্য্যাদা থাকে; না যাও, আমার ঘরের বাস উঠে গেল। পথে পথে ঘুরব, লোকের দোরে দোরে ভিক্ষা মেগে খাব, তবু ঘরে ফিরতে পারব না।

অরুণ। কেন রুক্মা?

রুক্মা। কেন যদি তুমি বুঝতে পারবে, তাহ'লে তুমি আত্মহত্যা কর! আমার বাপকে তুমি অঙ্গীকার করিয়ে এসেছ না? তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আমার আগেই ঠিক হয়ে গেছে—সুধু মন্ত্র ক'টা পড়তে বাকী। তা রাজপুতনীর সব সময় মন্ত্র পড়া ঘটে ওঠে না। এখন বুঝতে পারলে কেন?

অরুণ। সর্ব্বনাশ! তাহ'লে উপায়?

রুক্মা। যখন তোমার মুখে সব শুনলুম, তখন তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব। তোমার অদৃষ্টে কি আছে স্বচক্ষে দেখব। তারপর নিজের অদৃষ্ট আমি ঠিক ক'রে নেব।

অরুণ। কি করলুম ভাই বাদল?

বাদল। বেশ করেছ—যে মরতে সুখ পায়, তাকে তুমি বাঁচাবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছ কেন?

রুক্মা। আমি একা ফিরলে, বাপ আমাকে ঘরে নেবে না—তোমাকে সঙ্গে না পেলে আমিও আর ঘরে ফিরব না। আমি চন্দাওনী রাজপুতনী। আমার কথাও যা, কাজও তা।

বাদল। ভাই! এ মেয়েটার ঘরে একবার ফিরে চল।

অরুণ। চল রুক্মা তোমার পিতার কাছে যাই।

রুক্মা। চল।

(লক্ষ্মণসিংহ ও সিপাহীগণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। এই যে, এই যে নরাধম কাপুরুষ রাজপুত কুলাঙ্গার!

অরুণ। রুক্মা! আর যে আমার যাওয়া হ'ল না।

লক্ষ্মণ। কাপুরুষ! তোমাকে পুত্র ব'লে সম্বোধন করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। সমস্ত মেবারী আপন আপন মর্য্যাদা রাখলে, আর তুমি কেবল প্রজার সন্মুখে আমার মাথা হেঁট করালে? তোমাকে জীবিত রেখে আমি যুদ্ধে যেতে পারছি না। তুমি বেঁচে আছ জেনে রণক্ষেত্রে শত্রুসংহারে সুখ পাব না ব'লে, তোমাকে আমি আগেই যমভবনে পাঠাবার জন্য অনুসন্ধান করছিলুম। দেশের সৌভাগ্য, তোমাকে পেতে আমার বিলম্ব হয় নি।

রুক্মা। (প্রণাম) রাণা!

লক্ষ্মণ। কে তুই?

রুক্মা। তোমার ছেলের কোন অপরাধ নেই—অপরাধী আমি। আমিই তাকে বনে ধরে রেখেছি। ওর হয়ে আমাকে শাস্তি দাও।

অরুণ। না পিতা! ওর কথা শুনবেন না। আমাকে কেউ ধরে রাখেনি।

লক্ষ্মণ। এ কে?

অরুণ। এই বনের ভিতরের এক কৃষককন্যা।

লক্ষ্মণ। আমার পুত্রের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

অরুণ। কোনও সম্পর্ক নেই!

রুক্মা। সম্পর্ক আছে কি না, তুমি রাজা তুমিই বিচার কর। আমাকে বিয়ে করবার জন্য রাজপুত্র আমার বাপের কাছে আমাকে

ভিক্ষে চেয়েছিল। বাপ আমাকে দিতে স্বীকার করেছে। স্বধু মন্ত্র পড়া বাকী। বাপ আমার আত্মীয় কুটুম্বদের নেমন্তন্ন করে এসেছে—রাত্রে বিয়ে হবার কথা।

লক্ষ্মণ। তুমি স্বধু কাপুরুষ নও—প্রবৃত্তিও তোমার কি এতই নীচ! মেবারের রাজপুত্র তুমি কি না, একটা চাষার মেয়ের জন্ত লালায়িত হয়ে, তার বাপের কাছে মাথা হেঁট করেছ! তোমার প্রবৃত্তিকে ধিক্, তোমার জীবনেও ধিক্। তোমার বেঁচে থাকবার কোন প্রয়োজন আমি দেখতে পাচ্ছি না। এই—একে নিয়ে জল্লাদের হাতে সমর্পণ কর।

রুক্মা। আমার কথা?

লক্ষ্মণ। তোমার আবার কি কথা? তোমার সঙ্গে ওর কোনও সম্বন্ধ নেই! তোমার পিতাকে গিয়ে বল, তোমাকে অন্ত স্থানে বিবাহ দিক্!

রুক্মা। আমি স্থখ ভোগের জন্ত বলছিনি—ধর্ম্মের জন্ত বলছি—স্থবিচার কর রাজা, স্থবিচার কর।

লক্ষ্মণ। বিচার ঠিক করেছি—

রুক্মা। কোনও সম্পর্ক নেই?

লক্ষ্মণ। কই সম্পর্ক ত দেখতে পাচ্ছি না।

রুক্মা। কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি রাজা!

লক্ষ্মণ। দেখতে পাও, বৈধব্য ভোগ কর।

রুক্মা। বেশ, তা হ'লে নিজ হাতে কাটো, জল্লাদকে দিও না।

লক্ষ্মণ। তোমার কথা শুনব কেন?

রুক্মা। বেশ, কে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাক্! (বল্লম তুলিয়া দাঁড়াইল)

লক্ষ্মণ। তাইত একি দেখি! বন্যসরলতা, প্রকৃতিকমনীয়তা ও নগেন্দ্রনন্দিনীর ভুবনবশীকরণী শক্তি পরস্পরে বিজড়িত হয়ে, একি অপূর্ব্বমূর্ত্তি সহসা আমার চোখের উপর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল।

রুক্মা। তুমি রাজা, তার ওপর আমার শ্বশুর, তাই তোমাকে আমি কিছু বলতে পারছি না। আমি বেঁচে থাকতে আমার চোখের ওপরে অন্যে আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলবে? জান রাজা, সতীর মনে কষ্ট দিলে কি হয়? তুমি রাজা, আমি গরীব চাষার মেয়ে, মদগর্ব্বে তুমি আমাকে যা খুসী তাই বলতে পার। কিন্তু শোননি কি রাজা—পুরাণে কি কখন শোননি, সতীর শাপে দক্ষরাজার কি হয়েছিল? তুমিও যদি আমাকে অবলা মনে ক'রে জোর ক'রে আমার স্বামীকে নিয়ে যাও তাহলে—

(পদ্মিনীর প্রবেশ)

পদ্মিনী। অভিসম্পাত দিও না মা! অভিসম্পাত দিও না! রক্ষা কর সতী, রক্ষা কর—ক্রোধ ক'র না!

লক্ষ্মণ। একি মা, তুমি এখানে?

পদ্মিনী। সতীর মনোবেদনা আমার বুকে লেগেছে রাণা, তাই আমি ছুটে এসেছি। যদি প্রজার মঙ্গল সাধনই রাজার কর্ত্তব্য হয়, যদি দীন নিরাশ্রয়কে রক্ষা করাই রাজপুতের ধর্ম্ম হয়, যদি সংগ্রামে শত্রু দলন ক'রে, দিগ্বিজয়ী নাম গ্রহণ করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সতীকে কষ্ট দিয়ে অভিসম্পাত নিও না। তোমার কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট সন্তানের জন্য আমি বলছি না—সতীর মর্য্যাদা রাখবার জন্য আমি অনুরোধ করি, হতভাগ্য পুত্রকে ক্ষমা কর। নইলে যে কার্য্য সাধনের জন্য অগ্রসর হয়েছ, সে কার্য্য তোমার কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। ভারত-রমণীর সতীত্ব গৌরবে এখনও পবিত্র আর্য্যভূমি বিধর্ম্মীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে আসছে। মেবার-রাজ! তুমিই সেই রত্ন-ভাণ্ডারের রক্ষক। তুমি নিজে সেই পবিত্র ভারের অপব্যবহার ক'র না। সন্তানকে ছেড়ে দাও।

লক্ষ্মণ। তা'হলে এক নীচকুলের রমণীকে পুত্রবধূত্বে গ্রহণ করব?

রুক্মা। নীচকুল নই রাজা—অগ্নিকুল। আমি গরীবের মেয়ে বটে, কিন্তু আমি চন্দাওনী রাজপুতনী।

লক্ষ্মণ। সত্য?

পদ্মিনী। তেজ দেখে বুঝতে পারছ না—আমি তোমাদের অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। পবিত্র বংশে জন্মগ্রহ না করলে কি হৃদয়ের এত বল হয়?

রুক্মা। আমার বাপ্ অগ্নিকুল-শ্রেষ্ঠ চৌহান। গজনীর মামুদ যে সময় নগরকোট ধ্বংস করেন, সেই সময় নগরকোটের রাজপুত্র সমস্ত পরিবার নিয়ে চিতোরের অরণ্যে আশ্রয় নেন; আর তিনি লোকসমাজে মুখ দেখান নি। সেইকাল থেকে আমরা বনে বাস ক'রে আসছি।

লক্ষ্মণ। যাও মা! আমি পরাভব স্বীকার করলুম। এ অভাগ্যকে তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু শোন কাপুরুষ! তোমার উপর আমার ক্রোধ-শান্তির কারণ নাই। তুমি চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হও। রাণাবংশধর ব'লে তোমার যদি কিছুমাত্রও গর্ব্ব থাকে, তাহ'লে প্রাণ থাকতে যেন চিতোর ফটকে মাথা প্রবেশ করিও না।

বাদল। আমার উপর কি শাস্তি রাণা?

লক্ষ্মণ। তুমি সিংহলী, তোমাকে শাস্তি দিবার অধিকার আমার নাই। (প্রস্থান)

পদ্মিনী। যাও মা ঘরে যাও—যেখানেই থাক, মনে রেখ এখন হতে তুমি বাপ্পারাও কুলবধূ, শ্বশুর কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হ'লে ব'লে যেন তাঁর কল্যাণ কামনা করতে ভুল না। প্রয়োজন হ'লে সৎপরামর্শে সৎকর্ম্মের উদাহরণে এই মূর্খ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য স্বামীকে দেশের সহায়তায় নিযুক্ত ক'র। যাও আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।

বাদল। আমি এখন কোথা যাব?

পদ্মিনী। তুমি আমার সঙ্গে যাবে। মরবার জন্য এত ব্যগ্র কেন—রাজপুতের ছেলের মরবার অনেক উপযুক্ত অবসর পাবে। এস! সঙ্গে এস।

চতুর্থ দৃশ্য।

[কানন]

উজীর।

উজীর। সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, দিন কতকের জন্য উজীরী ক'রে আবার আমি যে ফকীর, সেই ফকীর। যাক্, নেশা কেটে গেছে, আপদ মিটেছে। দরিদ্রাবস্থায় ঐশ্বর্য্যভোগের একটা আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, খোদা সে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছে। এখন বুঝেছি, সে অবস্থার চেয়ে এ অবস্থা শতগুণে ভাল! চিন্তার মধ্যে এক কন্যা, কিন্তু তারই বা আর চিন্তা কেন? ঘাতকের হাতে আমার প্রাণ গেলে, তার জন্য চিন্তা করত কে? ফকীরী ঈশ্বরের দান। ফকীরী নিয়ে দুনিয়ায় আসা, ফকীরী নিয়েই যাওয়া। মাঝে দু'চার দিন বাসনার তরঙ্গে ওঠা-নামা; সুতরাং সে বাসনা আর কেন? এই আমার ভাল। দেখতে দেখতে অন্ধকারে পথ আচ্ছন্ন হয়ে গেল, দৃষ্টি আর চলে না। কাজেই আজ রাত্রের মতন এই গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া যাক্। (উপবেশন)

(চরদ্বয়ের প্রবেশ)

চর। হর হর বোম—চিতোরী বেটারা কি সতর্কই হয়েছে! সন্ন্যাসীবেশ ধ'রেও কিছু ক'রে আসতে পারলুম না! এখন বাদশাকে গিয়ে বলি কি?

২য় চর। যখন ঢুকেছি, তখন কি কিছু খবর না নিয়ে ফিরেছি।

১ম চর। খবর বা'র করতে পেরেছিস্?

২য় চর। পেরেছি বই কি—জাঁহাপনাকে শোনাবার ঢের খবর আছে। রোস, আগে মেবারের গণ্ডী ছাড়াই, তারপর ধীরে সুস্থিরে বলব? বেটাদের ফকীর সন্ন্যাসীর প্রতি অগাধ ভক্তি। সন্ন্যাসী কিছু জানতে চাইলে, তারা কি না বলে চুপ ক'রে থাকতে পারে? গাঁজার ঝোঁকে একবেটা সেপাই পেটের অর্দ্ধেক কথা বার ক'রে ফেলেছিল! শেষে বোধ হয় নেশা কেটে গেল—আমাকে সন্দেহ ক'রে ফেললে, বলতে বলতে বললে না।

১ম চর। আমাকে আগে থাকতেই সন্দেহ করেছিল—সঙ্গে সঙ্গে লোক ফিরতে লাগল, কাজেই আমার জানবার বড় সুবিধে হ'ল না। আসল আঁচটা কি পেলি বল্ দেখি?

২য় চর। বলব—আগে একটা বসবার জায়গা দেখ্। বড় অন্ধকার! আর পথ চলবার বড় সুবিধে হবে না।

১ম চর। সুমুখের মাঠে প্রকাণ্ড বটগাছ! আয়, তার তলায় আড্ডা নিই।

২য় চর। পাছে ধরা প'ড়ে কাজ নষ্ট হয়, এই জন্য লোকালয়ে থাকতে ভরসা হ'ল না।

১ম চর। আর দু'তিন ক্রোশের ভেতর গ্রাম নেই, এ পথে এতরাত্রে লোক চলবারও সম্ভাবনা নেই! তা হ'লে আজকের মতন এই খানে থাকাই বিধি। দু'জনে মনখুলে কথা কইতে পারব।

২য় চর। বেশ, তুই জায়গা ঠিক ক'রে, কম্বল-টম্বল পেতে রাখ। আমি কাঠ-কুটো খুঁজে নিয়ে আসি। কি জানি বাবা! বাঘ-ভালুকের দেশ, ধুনী জ্বালাতে হবে।

১ম চর। অমনি এক বদনা—খুড়ি—এক কমণ্ডলু জল নিয়ে আয়।

[দ্বিতীয় চরের প্রস্থান।

বাল্যকাল থেকে বদনার জলে মুখ ধুয়ে নেমাজ করে এসেছি, জিবকে কত সামলাব! হর হর হর বোম্! না, কেউ কোথাও নেই—এইবারে একটু আল্লা আল্লা বলে বাঁচি। এখানটা এবড়ো খেবড়ো—এখানটা গর্ত্ত—এখানটা খোঁচা—এই ঠিক জায়গা—এই-এই-এই-এই! (ভীতি প্রদর্শন।

উজীর। ভয় নেই বাবা! আমি ফকীর।

১ম চর। ফকীর?

উজীর। হাঁ বাবা!

১ম চর। ঠিকত ফকীরইত বটে!—বুড়ো ফকীর। (প্রকাশ্যে) কি বললি—ভয় নেই কি বললি?

উজীর। কম্বল গায়ে বসে আছি—যদি ভাল্লুক মনে ক'রে ভয় পাও, তাই বলছিলুম।

১ম চর। কি? ভয়? আমরা সন্ন্যাসী মানুষ আমাদের ভয়?

উজীর। তাইত, ফকীর সন্ন্যাসীর আবার ভয় কি?

১ম চর। আমি মন্তর আওড়াচ্ছিলুম—ভাল্লুক হ'লে এখনি হাঁক ক'রে মরে যেতিস্।

উজীর। তা বাবা আমি ভাল্লুক নই।

১ম চর। তার পর?

উজীর। নিরাশ্রয়।

১ম চর। বেছে বেছে ভাল জায়গাটী দখল করেছ!

উজীর। গাছতলার আর প্রতিদ্বন্দী নেই জেনে, একটু জায়গা নিয়ে বসেছি।

১ম চর। এ কি একটু জায়গা—চৌদ্দপো মানুষ, একেবারে বিঘে খানেক জমী জুড়ে বসেছ! নে—ওঠ।

উজীর। কেন বাবা? বৃদ্ধ তোমার কি অনিষ্ট করেছে?

১ম চর। রাজপুতের দেশে ফকীর কি? তুই শালা নিশ্চয়ই মুসলমানের চর।

উজীর। কটুকাটব্য কেন ভাই, আমি উঠছি।

১ম চর। শিগ্‌গির ওঠ্। নে, উঠে বরাবর সিধে রাস্তায় চলে যা।

উজীর। কেন ভাই আর পীড়ন কর? যাবার স্থান থাকলে কি এতরাত্রে এই গাছতলা আশ্রয় করি?

১ম চর। তা আমি জানি না, এখানে থাকতে পাচ্ছ না।

উজীর। একে অন্ধকার, তার ওপর চলবারও ক্ষমতা নেই। আমি বৃদ্ধ, আমা হতে আর তোমাদের কি অনিষ্ট হবে?

১ম চর। তুমি মুসলমান, আমরা সন্ন্যাসী, কাছে থাকলে যোগে ব্যাঘাত হবে।

উজীর। বেশ আমি একটু দূরে গিয়ে বিশ্রাম করি।

১ম চর। যাও, এখনি যাও। ওই—ওই খানে গিয়ে বসগে। (উজীরের দূরে অবস্থান) ফকীর দেখে কোথায় সেলাম করব, তা না ক'রে তাকেও কটু ক'য়ে কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হ'ল। না দিয়ে করি কি? কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে যে, ফকীরকে আদাব দেখাচ্ছি। দেখে সন্দেহ করে বসবে। কাজ কি, সাবধান হওয়া ভাল। দু'টো কথা কইলে ফকীরই আমাদের ধ'রে ফেলতে পারে। আর ও যে ফকীর, তারইবা ঠিক কি? সরিয়ে দেওয়াই ঠিক হয়েছে। দূরে গিয়ে বসেছে। ওখান থেকে আমাদের কথা শুনতে পাবে না। কম্বলটা এইবারে নিরুদ্বেগে পেতে নেওয়া যাক্। (কম্বল বিছান) তল্পী দুটো গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখি।

(পশ্চাৎ হইতে গোরার প্রবেশ)

গোরা। তাই ব'স, আমি ততক্ষণ তোমার কম্বলে বিশ্রাম করি।

১ম চর। উঃ! কি অন্ধকার! কোলের মানুষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। (গোরার মস্তকে বসিতে যাইয়া) কেরে! দাদা?

গোরা। না দাদা, গোরা।

১ম চর। গোরা কে?

গোরা। দাদার নানা।

১ম চর! তাইত—কে তুমি? হিন্দু দেখছি না?

গোরা। যা দেখছ, তাকি আর মিছে।

উজীর। ঠিক হয়েছে—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে। বুড়ো বলে যেমন বেটারা আমাকে তাড়িয়েছিল, হাতে হাতে তার ফল পেয়েছে। এই বারে শক্তের পাল্লায় প'ড়েছেন।

১ম চর। হিন্দু হয়ে তুমি যোগীর আসন দখল কর?

গোরা। তুমি যোগী—আমি ভোগী। তুমি যোগের জন্য আসন করেছ—আমি ভোগের জন্য বসেছি!

১ম চর। ভাই আমরা যোগী সন্ন্যাসী—আমাদের স্থান কি অধিকার করতে আছে?

গোরা। আমিও তাক্‌তাক্‌সিন—বস, আমিও তোমাকে যোগের প্রক্রিয়া দেখিয়ে দেব।

১ম চর। (স্বগত) এক বেটা শয়তানের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি। থাক্, বেটাকে এখন আর ঘাঁটাব না। আগে সঙ্গী আসুক, তার পর দু'জনে পড়ে বেটাকে শিখিয়ে দেব।

গোরা। কি দাদা! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে মতলব আঁটছ নাকি? বস না।

১ম চর। এই বসছি ভাই! তাহ'লে তুমি যোগের প্রক্রিয়া জান?

গোরা। জানি বইকি। অঙ্গন্যাস জানি, করাঙ্গন্যাস জানি।

১ম চর। কই কি রকম দেখাও দেখি।

গোরা। আগে অঙ্গন্যাস দেখবে, না আগে করাঙ্গন্যাস দেখবে ?

১ম চর। বেশ, আগে অঙ্গন্যাস।

গোরা। (১মকে ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া বসাইল) এই হচ্ছে মুলাধার—বুঝেছ ?

১ম চর। বুঝেছি।

গোরা। (চিৎ করিয়া ফেলিয়া) এই হচ্ছে স্বাধিষ্ঠান। আর এই হচ্ছে (গলা টিপিয়া) অনাহত—আর এই হচ্ছে বিশুদ্ধ (মুষ্ট্যাঘাত)।

১ম চর। এই—এই! মেরে ফেললে! ও আল্লা মেরে ফেললে—

(দ্বিতীয় চরের বেগে প্রবেশ)

২য় চর। কেরে—কেরে ?

গোরা। (উঠিয়া দ্বিতীয়কে মুষ্টি প্রহার করিতে করিতে) আর এই হচ্ছে করাঙ্গন্যাস।

২য় চর। ওরে বাবা! এ আল্লা! (উভয়ের পলায়ন)

গোরা। যোগিরাজদের করাঙ্গন্যাসে আল্লা বলিয়ে ছেড়েছি। যখনি চিতোরে তোমাদের দেখেছি, তখনি বুঝেছি চর। আর তখন থেকেই তোমাদের পিছু নিয়েছি। আসুন ফকীর সাহেব, আপনার জায়গায় আসুন।

উজীর। কি আর তোমাকে বলব ভাই! দেখছি তুমি হিন্দু। তবে আমি বৃদ্ধ ফকীর। বার্দ্ধক্যের অধিকার নিয়ে, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক। ও শয়তান আমার বড়ই লাঞ্ছনা করেছে।

গোরা। বসুন ফকীর সাহেব! সেলাম—বসুন। দেখুন ফকীর সাহেব! মানুষ হ'লে তার আর হিন্দু মুসলমান নেই—মানুষ দেখলেই ভক্তি হয়। আপনাকে দেখেই আমার ভক্তি হয়েছে। বসুন।

উজীর। হিন্দু মুসলমান দুইই যাঁর সৃষ্টি, তাঁর কাছে ত বিভেদ নেই ভাই—বিভেদ আমরা আপনা আপনির ভেতর ক'রে আত্ম-হত্যা করি।

গোরা। বসুন—বসুন—বেশ আপনার মিষ্টি কথা—বসুন বসুন!

উজীর। তুমি আগে বস ভাই। অঙ্গন্যাস করাঙ্গন্যাস দেখাতে তোমারও কিছু মেহনত হয়েছে ত ?

গোরা। তা একটু হয়েছে। ওরা কে জানেন ফকীর সাহেব ?

উজীর। আগে জানতে পারি নি, শেষে মারের চোটে আল্লা নাম শুনেই বুঝেছি, চর।

গোরা। তাই—

উজীর। বোধ হয় চিতোরের রহস্য জানতে এসেছিল।

গোরা। রহস্যটা বেশ ক'রে জানিয়ে দেওয়া গেছে, কেমন ?

উজীর। তাতো দেখলুম, আর মনে মনে তোমার সাহস ও বলের বহু প্রশংসা করলুম। এমন শক্তিমান্ সাহসী তোমরা—তোমাদের রাজ্য আমরা নিলুম কি ক'রে ?

গোরা। আমরা একটু কিছু বিশেষ রকমের দাতা, বুঝেছেন ?

উজীর। তাই বোধ হয়। নইলে আর ত কোন কারণ দেখতে পাই না। হিন্দু যুদ্ধে জয়ী হ'লেও রাজ্য হারায়।

গোরা। আপনি কি কখন যুদ্ধ ক'রেছেন ?

উজীর। নিজহাতে অস্ত্র ধরিনি বটে—তবে ঘরে বসে কল টিপিছি।

গোরা। তা'হলে এ দশা কেন?

উজীর। খোদার মর্জি। তবে ইচ্ছায় এ বেশ গ্রহণ করিনি। এক নরাধমের ওপর প্রতিহিংসা নিতে ছদ্মবেশের জন্য ফকীরী নিয়েছিলুম। নিয়ে দেখলুম আমার অবস্থার তুলনায় সম্রাটের অবস্থাও তুচ্ছ। হিন্দুদ্বেষী মুসলমান, মুসলমানদ্বেষী হিন্দু, রাজা থেকে আরম্ভ করে ভিখারী পর্য্যন্ত যে আমায় দেখে সেই ভক্তির সহিত আমাকে অভিবাদন করে। আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমায় ফল জল এনে দেয়—স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্রীত-দাসের ন্যায় আমার সেবাতৎপর হয়। তখন বুঝলুম, ভেক নিয়ে যখন এত সৌভাগ্য, তখন আসল ফকীর হলে না জানি কত ভাগ্যেরই অধিকারী হব। ভাবতে ভাবতে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি দূরে গেল। ফকীরীই আমার সার হ'ল।

গোরা। আপনি বুঝি আলাউদ্দিনের ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করেছিলেন?

উজীর। কি করে বুঝলে?

গোরা। আপনি বুঝি উজীর ছিলেন?

উজীর। ছিলুম।

গোরা। (হাস্য) আপনার ওপর বুঝি বাদশা অত্যাচার করেছে?

উজীর। আমার উপর করলে, ততটা দুঃখ ছিল না। আমার এক কন্যার উপর।

গোরা। (হাস্য)

উজীর। হাসলে যে?

গোরা। শুনে বড়ই সুখী হলুম।

উজীর। কন্যার উপর অত্যাচারের কথা শুনে!

গোরা। হাঁ বাবা। (হাস্য)

উজীর। সেকি! তুমি উন্মাদ নাকি?

গোরা। কতকটা—বাদবাকী যেটুকু বুদ্ধি ছিল—সেটুকু তুমি গুলিয়ে দিয়েছ। তোমার দুঃখের কথা শুনে, প্রাণে আমার আনন্দ ধরছে না।

উজীর। তা'হলে দেখছি তুমি নরাধম।

গোরা। হাঁ বাবা! অধমাধম।

উজীর। তা'হলে এস্থান ত্যাগ কর।

গোরা। আচ্ছা বাবা! এখনি?—তা'হলে নসীবনকে কি বলব?

উজীর। নসীবন!

গোরা। হাঁ বাবা! নসীবন যে আমার বোন।

উজীর। সেকি—এ তুমি কি বলছ?—ও বাপ ফের—শোন—

গোরা। আর না বাবা!

(প্রস্থান)

উজীর। দোহাই তোমার! হে প্রহেলিকা-ময় স্বর্গীয় দূত! ফের। আমার এ ফকীরের আবরণ—আমি ঘোর সংসারী—আমার প্রাণে অসংখ্য কামনা—অসংখ্য যাতনা—মুছতে এসে শান্তি দিতে এসে ফিরে যেও না!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। পিতা!

উজীর। কেও—নসীবন! কে ও নসীবন?

নসী। ঈশ্বরদত্ত সহোদর। পিতৃপরিত্যক্তা স্বামিনিগৃহীতা হতভাগিনীর দুঃখে বিগলিত হয়ে, ঈশ্বর আমাকে এক পবিত্র আশ্রয় প্রদান করে-ছেন। যথার্থ কথা বলতে কি পিতা—আমি এত আদর, ভালবাসা, জীবনে কখন অনুভব করিনি।

উজীর। তুমি কোথায়?

নসী। চিতোরে।

উজীর। এ অন্ধকার রাত্রে তুমি কেন?

নসী। কেন, এখানে দাঁড়িয়ে সব বলতে সাহস করি না। এইমাত্র বলতে পারি, অপমানে মনস্তাপে আত্মহারা হয়ে প্রতিহিংসা নিতে আমি এক বিষম কার্য্য করে ফেলেছি। যদি কন্যার প্রতি মমতা রেখে সে কথা শুনতে ইচ্ছা করেন, তাহ'লে তার আশ্রমে পদার্পণ করুন।

উজীর। আমি যে প্রতিহিংসা মন থেকে দূর করে দিয়েছি মা! আমি যে এখন ফকীর।

নসী। পরোপকার কার্য্য কি ফকীরীর অন্তরায়? তা যদি না হয়, তাহ'লে আমার আশ্রয়দাতা, পালয়িতা, রক্ষাকর্ত্তার মঙ্গলসাধন করুন।

উজীর। বেশ, চল। ব্যাপারটা কি নিশ্চিন্ত হয়ে শুনি।

পঞ্চম দৃশ্য।

[সম্রাটের শিবির]

আলাউদ্দীন।

(প্রথম চরের প্রবেশ)

আলা। কি খবর?

১ম চর। জাঁহাপনা খবর বিষম। আপনি যদি আর দু'দিনের মধ্যে গুজরাট দখল না করেন, তাহ'লে আপনার গুজরাট দখল করাত অসম্ভব হবেই, এমন কি দিল্লীতে ফিরতেও কষ্ট পেতে হবে।

আলা। মেবার কি বাধা দেবার উদ্যোগ করছে?

১ম চর। শুধু উদ্যোগ নয় জাঁহাপনা, এক বিরাট আয়োজন করেছে। করেছে কেন অর্দ্ধেক সৈন্য ইতোমধ্যে মেবার পরিত্যাগ করেছে। তারা আপনার দিল্লী ফেরবার পথে বাধা দেবার জন্য আরাবলীর গিরিসঙ্কট অবরোধ করতে চলেছে। আর একদল আজমীরের দিকে ছুটেছে। রাণা নিজে গুজরাটের সাহায্যার্থ সৈন্য নিয়ে আসছে। মেবারীরা আপনাকে একেবারে বেড়াজালে ঘেরবার চেষ্টা করছে।

আলা। এত সৈন্য চালাবে কে?

১ম চর। মেবারের যত বিজ্ঞ সরদার সৈন্য পরিচালনার ভার নিয়েছে। কিন্তু কে কোথায় থাকবে তা বলতে পারি না।

আলা। চিতোরে রইল কে?

১ম চর। বৃদ্ধ রাজা ভীমসিংহ। আর একজন সিংহলী বীর নগর রক্ষার ভার নিয়েছে, তার নাম গোরা।

আলা। হুঁ! বুঝেছি। তাহ'লে তুমি এখন বিশ্রাম করগে। তুমি যে চিতোরে প্রবেশ ক'রে এতটা সংবাদ আনতে পারবে, এটা বিশ্বাস করিনি।

১ম চর। আমি সন্ন্যাসী সেজে চিতোরে প্রবেশ করেছিলুম। চরের কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করতে পারব ব'লে, আমি হিন্দুর শাস্ত্র সব অধ্যয়ন করেছি।

আলা। তোমার কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার নাই। তথাপি আপাততঃ এই পুরস্কার নাও। দিল্লীতে পৌছিলে অন্য পুরস্কার তোমার পাওনা রইল।

(চরের প্রস্থান—ওমরাওয়ের প্রবেশ)

ওমরাও। জাঁহাপনা। বড়ই দুঃখের কথা! আমাদের সৈন্য সপ্তাহ ধ'রে প্রাণপণে যুদ্ধ করেও সহরের কোনও অনিষ্ট করতে পারলে না, এই সাতদিনের ভেতরে নগর প্রাচীরের সামান্য মাত্র অংশও ভগ্ন করতে আমরা সমর্থ হইনি!

আলা। তাহ'লে এখন কি করতে চাও?

ওমরাও। আমার ইচ্ছা নগর অবরোধ করি।

আলা। অর্থাৎ ?

ও। অর্থাৎ যতদিন সম্ভব, নগর মধ্যে আগম নিগমের পথ রোধ করে বসে থাকি! এদিকে কতক ফৌজকে, গুজরাট দেশ লুণ্ঠন করতে নিযুক্ত করি, না খেতে পেলেই নগর বশে আসবে।

আলা। আর তিন দিন মাত্র সময় আমি নষ্ট করতে পারি, এর বেশি পারি না। আমি ক্ষুদ্র গুজরাটের জন্য, দিল্লী হারাতে ইচ্ছা করি না। জান কি, চিতোরে রণসজ্জার বিপুল আয়োজন হচ্চে ?

ওমরাও। কই, তাত শুনিনি জাঁহাপনা!

আলা। শোননি, আমার কাছেই শোন। এ কথা শুনে, তুমি কি আর এক দিনও থাকতে সাহস কর ?

ওমরাও। তা কেমন ক'রে থাকতে পারি ?

আলা। আমরা রাজধানী থেকে বহু দূরে। চিতোরী সৈন্য যদি একবার পথের মাঝে আমাদের গতিরোধ করে বসতে পারে, তাহ'লে দিল্লী থেকে সৈন্য সাহায্য পাবার আর কোন উপায় থাকবে না।

ওমরাও। তাহ'লে কি করব হুকুম করুন।

আলা। আমার পুনরাদেশ পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখ।

ওমরাও। যো হুকুম। তাহ'লে কি সৈন্য নিয়ে শিবির সন্নিবেশিত ক'রে বসে থাকব ?

আলা। সসজ্জ হয়ে বসে থাকবে। যেন আদেশ মাত্র মুহূর্ত্তের ভেতরে তাদের সমাবেশ করতে পার। আমি আর দুইদিন মাত্র সময় অপেক্ষা করব।

ওমরাও। যো হুকুম। (প্রস্থান)

আলা। কে আছ ? পাঠনপতিকে সেলাম দাও।—বলে, সকলে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে! আরে মূর্খ! প্রাণপণে যুদ্ধ করলে কি কখন রাজ্য জয় হয় ? শশকও ছোটে, কুকুরও তার পেছন পেছন ছোটে। শশক ছোটে তার প্রাণের জন্য, কুকুর ছোটে তার মনিবের মনস্তুষ্টির জন্য। এ দুই ছোটাতে কত প্রভেদ! কুকুর শশকের সঙ্গে ছুটতে পারবে কেন ? গুজরাটবাসী স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য, স্ত্রীপুত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণপাত করছে। উৎপীড়নে সে প্রাণের প্রসার বৃদ্ধি করে, কখন হ্রাস করতে পারে না। দেশ জয় করতে হ'লে, বিশ্বাসঘাতক হওয়া চাই। ধর্ম্মের নামে, অধর্ম্মের গোপনক্রিয়ায়, দেশবাসীকে আত্মরক্ষার অস্ত্র হ'তে বঞ্চিত করা চাই; দেশের কুলাঙ্গারের সহায়তা চাই। যেখানে আলোক, তার পাশেই অন্ধকার। ঈশ্বরের রচিত দুনিয়াতেই শয়তানের বাস, যেখানে স্বদেশহিতৈষী, তার পাশেই স্বদেশদ্রোহী নীচাশয়। এইবারে আমি গুজরাট জয়ের জন্য, এইসব তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ব্যবহার করব—সাতদিনে তোমরা যে কার্য্য করতে পারনি, সে কার্য্য আমি এক দিনে নিষ্পন্ন করব। আসুন রাজা! আমি শুনেছি, আপনি বংশগৌরবে রাজপুতদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(পাঠনপতির প্রবেশ)

পাঠন। তা যা শুনেছেন, তা কতকটা ঠিক। আমি অগ্নিকুল প্রমার বংশ।

আলা। তবে চিতোর আপনাদের মধ্যে প্রধান হ'ল কি ক'রে ?

পাঠন। কি ক'রে হ'ল যে সম্রাট সেই কথা নিয়ে আজও ভাটেদের মধ্যে তর্ক চলছে। তবে একটা মীমাংসা তারা করে ফেলেছে। তারা যখন আমার কাছে আসে তখন বলে আমি শ্রেষ্ঠ। আবার যখন রাণার কাছে যায়, তখন বলে রাণা শ্রেষ্ঠ।

আলা। ভাল, আমি তর্কের মীমাংসা ক'রে দিই ?

পাঠন। মীমাংসাটা করা দরকার হয়ে পড়েছে। কেননা রাণার অহঙ্কারটা আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

আলা। আমারও সহ্য হচ্ছে না। বড় বংশ মাথা হেঁট ক'রে থাকে, এ আমার দেখতে বড় কষ্ট হয়।

পাঠন। তাত হবেই—আপনি হচ্চেন দিল্লীর বাদসা—তার ওপর বড় বংশের ছেলে —খিলিজী—কত উঁচু—হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মাথা থেকে দয়া করে মাটীতে নেমে এসেছেন।

আলা। বিশেষতঃ আপনি আমার বন্ধু।

পাঠন। আমার কতবড় অদৃষ্ট!

আলা। ভাল দোস্ত! আমি যদি রাজপুতনার ভেতরে আপনাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেবার চেষ্টা করি।—

পাঠন। আপনি চেষ্টা করলে না হয় কি!

আলা। কিন্তু আপনাকেও একটু সাহায্য করতে হবে।

পাঠন। সাহায্য ? আমাকে ?

আলা। আমি আপনার সৈন্য সাহায্য চাই না—কেবল জানতে চাই কোন সুগম পথ দিয়ে চিতোরে উপস্থিত হ'তে পারি কি না ?

পাঠন। এখান থেকে চিতোরে পৌঁছাবার অনেক পথ আছে। সিরোহীর পথ, আরাবলীর পথ, আজমীরের পথ।

আলা। পাঠনরাজ! এ সকল পথ ত তেমন সুগম নয়।

পাঠন। না, ততটা সুগম নয়।

আলা। তাহ'লে—

পাঠন। তাইত, তাহলে!

আলা। শোন বন্ধু! মনের ভাব গোপন ক'রে আমার সঙ্গে কথা কইলে আমি বন্ধুত্বের সুখ পাব না। আমার ইচ্ছা হিন্দুর সঙ্গে সৌহার্দ্দ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হিন্দু মুসলমানে ভাই ভাই হয়ে, দিল্লীর সিংহাসনকে উভয়ের জাতীয় সম্পত্তি ক'রে দিই।

পাঠন। অতি মহৎ উদ্দেশ্য।

আলা। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনার সাহায্য প্রয়োজন, চিতোরের দাম্ভিক রাণার জন্য আমি, ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে পারছি না। আপনি বুদ্ধিমান। রাজপুতনার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবার এ সুযোগ আপনি ত্যাগ করবেন না। আমি বহু সৈন্য নিয়ে এখানে উপস্থিত। চিতোর জয় মনে মনে সংকল্প। গুজরাট জয় অছিলা মাত্র। অজ্ঞাত পথ দিয়ে, যে পথে চিতোর আপনাকে চিরদিন নিরাপদ মনে করে রেখেছে,—সেই পথ দিয়ে তাকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করব। আপনি কেবল সেই সুগম পথটা বলে দিন।

পাঠন। আছে, পথ আছে, সুগম—অতি সুগম! কিন্তু বলতে যে সাহস করছি না সম্রাট!

আলা। বুঝতে পেরেছি পথ আপনার রাজ্যমধ্য দিয়ে—.

পাঠন। রাজ্য কেন—আমার নগরের মধ্য দিয়ে—তাইবা কেন—আমার ঘরের ভেতর দিয়ে—আমার বুকের ওপর দিয়ে।

আলা। আপনি চিতোরের ভয়ে, সে পথ দিতে সাহস করছেন না ?

পাঠন। যতদিন চিতোর ভূমিসাৎ না হয়, ততদিন কেমন ক'রে পারি ?

আলা। আমি রাত্রে যাব। এমন নীরবে যাব যে পাঠনবাসীর নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না।

পাঠন। আ! তা যদি যেতে পারেন, তাহ'লে বুকের ওপর দিয়েই চলে যান না!

আলা। তাহ'লে আপনি আসুন; সময়মত আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করব। কিন্তু একথা যেন তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগত না হয়।

পাঠন। বাপ্! এও কি একটা কথা! আপনি কি তা'হলে গুজরাট জয় করবেন না?

আলা। আমি কি বন্ধু, দেশ জয় করতে বেরিয়েছি। আমি হিন্দুস্থানের সমস্ত অধিবাসীকে, হিন্দু মুসলমানকে এক করতে বেরিয়েছি। মানুষকে এক করবার দুই উপায়—প্রেমের উত্তাপ, আর শক্তির চাপ। প্রেমে গ'লে গেলে শত্রু-মিত্র ভেদ থাকে না, মানুষে মানুষে মিলে যায়। যেখানে প্রেমে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, সেখানে শক্তি। প্রেমে গুজরাটকে দিল্লীর সাম্রাজ্যের সঙ্গে এক করে নেব। চিতোরকে এক করব শক্তিতে।

পাঠন। কি মহত্ত্ব!—কি মহত্ত্ব!—তা প্রেমটা কোন জাতীয়—উদ্দণ্ড না অপোগণ্ড?

আলা। সে কি রকম?

পাঠন। আজ্ঞে সম্রাট প্রেমটা দু'রকম আছে। একটাতে মানুষ নাচে, আর একটাতে গুম্ হয়ে বসে যায়। কিন্তু ফল দুয়েই এক। এই আপনাদের ভেতরে কেউ কেউ খোদার নাম নিয়ে নাচে, আমাদের ভেতরে কেউ হরি হরি, কেউ বা হর হর বোলে নৃত্য করে, তার নাম উদ্দণ্ড প্রেম।

আলা। আর একটা?

পাঠন। তাতে একটু আলুলায়িত কেশ, একটু বিগলিত বেশ—একটু মৃদুহাস্য, একটু মিঠে লাস্য—আরত সব বুঝতেই পারলেন—একবার সেই প্রেম-প্রতিমাকে দেখা—আর হাঁটুতে মাথা রেখে গুম্ হয়ে বসা।

আলা। বেশ বেশ। এ আমোদ উপভোগ রণক্ষেত্রে করবার বড় সুবিধা হ'ল না বন্ধু—বসে করা যাবে।

পাঠন। যথা আজ্ঞা—যথা আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

আলা। দিল্লীর চিড়িয়াখানায় যতদিন না তোমায় পুরতে পারছি, ততদিন আমার আমোদ হচ্ছে না। তোমার মতন ভাঁড় রাজার চিড়িয়াখানায় বাস করারই যোগ্য।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। জাঁহাপনা! একজন গুজরাটী সরদার।

আলা। শিগ্গির নিয়ে এস।—আর যতক্ষণ হুকুম না করব, ততক্ষণ আর কাউকেও এখানে আসতে নিষেধ ক'র।

প্রতিহারী। যো হুকুম! (প্রস্থান)

আলা। চারিদিক থেকে আশা বাহুজাল বিস্তার ক'রে আমাকে আবদ্ধ করতে আসছে। চিতোর আপনার কৌশলজালে আপনি আবদ্ধ হচ্ছে। আমাকে ধরবার জন্য ফাঁদ পাতছে, আমি এক অজ্ঞাত প্রদেশ দিয়ে, বাজের মতন, অরক্ষিত চিতোরের বুকে পড়ব! আর গুজরাট! তোমার রাণী আমার পার্শ্বশোভিনী হবার জন্য লালায়িত। তোমাকে দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত করা আমার ইচ্ছা।

(সরদারের প্রবেশ)

সর। জাঁহাপনা সেলাম!

আলা। আর সেলামে কুলুচ্ছে না—কাজের কথা বল।

সর। কাজের কথা ত বলছিই জনাব! আপনি অদ্য রাত্রে পূর্ব্ব ফটক দিয়ে সহরে প্রবেশ করুন। সমস্ত প্রধান সরদারেরা আপনার সহায়তা করবেন। তাঁদের সাহায্যে আপনিই রাণীর উদ্ধার করুন।

আলা। তোমরা সকলে একমত হ'য়ে পারলে না?

সর। একমত কি জনাব! সমস্ত হিন্দু সরদার আপনার পক্ষ। এক বিপক্ষ কাফুর খাঁ। তাঁকে কিছুতে কোন প্রলোভনে আমরা সম্মত করতে পারলুম না। রাণী তাঁরই আদেশে দুর্গ-গৃহে বন্দিনী।

আলা। বেশ, অদ্য রাত্রেই আমি গুজরাটে প্রবেশ করব। দেখ, সকলে একমত হ'লে, আমাকে আর শত্রুভাবে প্রবেশ করতে হ'ত না। গুজরাটের রাণী কমলাদেবী দিল্লীশ্বরী হবেন। আমি সেই দিল্লীশ্বরীর প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে তোমাদের সঙ্গে পান আতরের আদান প্রদান করতে পারতুম।

সর। আমাদেরও ত তাই ইচ্ছা ছিল জনাব! কিন্তু কি করব, অদৃষ্ট।

আলা। বেশ, আজ রাত্রেই আমি গুজরাটে প্রবেশ করব। কাফুর খাঁ কোন্ ফটকে আছে?

সর। তিনি পশ্চিম ফটক রক্ষা করেছেন।

আলা। বেশ, তোমরা প্রস্তুত হওগে।

সর। যো হুকুম। (প্রস্থান)

(প্রথম ওমরাওয়ের প্রবেশ)

আলা। আজ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে, তুমি পশ্চিম ফটক আক্রমণ কর। প্রবেশ করতে না পার গুজরাটী সৈন্যকে আবদ্ধ রাখ। আমার অন্য আদেশ ব্যতীত স্থানত্যাগ ক'র না।

ওমরাও। যো হুকুম।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[গুজরাট দুর্গতোরণ]

সিপাহীদ্বয়। (নেপথ্যে রণবাদ্য ও কোলাহল।)

১ম সিপাহী। বিষম শব্দ! যেন সহস্র বজ্রাঘাতে হিমালয় বিচূর্ণ হয়ে গেল। দেখ, দেখ—শীঘ্র দেখ ব্যাপার কি।

২য় সিপাহী। আর ব্যাপার কি দেখতে হবে না—ও বোঝা গেছে। দিল্লীর সৈন্য বুঝি পূর্ব্ব ফটক ভেঙ্গে সহরে প্রবেশ করলে! হায়, এতদিন পরে গুজরাটের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হ'ল! রাজার মৃত্যুর পর দুই মাস সময়ও বিলম্ব হ'ল না।

১ম সিপাহী। হতাশ হও কেন, তুমি দেখ না।

২য় সিপাহী। এখান থেকে কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

১ম সিপাহী। আরও একটু উপরে, দুর্গ-প্রাকারে উঠে দেখ। চারিদিক দেখ। প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

২য় সিপাহী। উঃ কাতারে কাতারে সৈন্য!

১ম সিপাহী। আমাদের নয়? নিশান দেখ।

২য় সিপাহী। ধূলায় ধূলায় দিক্ আচ্ছন্ন— দর্পের সঙ্গে উঠতে উঠতে যেন পর্ব্বত শিখর গ্রাস করতে চলেছে। সূর্য্যের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একি? অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে অঙ্কিত ও কার বিজয় নিশান নগর তোরণে প্রোথিত হল? ও ত আমাদের নয়— আমাদের নয়!

১ম সিপাহী। তবে আর কেন ভাই, নেমে এস।

২য় সিপাহী। ভাই, কি শোচনীয় দৃশ্য! অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নিত নিশানের আবরণে দিল্লীর উৎসাহপূর্ণ উল্লসিত অগণ্য সৈন্যের বেষ্টনে মাথা হেঁট করে, অস্ত্রশূন্যহস্তে আমাদের পরাজিত সৈন্য নগরে প্রবেশ করছে। কি শোচনীয় দৃশ্য! সঙ্গে সঙ্গে হতমান সরদার।

১ম সিপাহী। আর ও দৃশ্য দেখছ কেন ভাই—নেমে এস। বুঝতে পারা গেল, গুজ-রাটের ভাগ্যলক্ষ্মী বাদশাকে বরণ করলেন। আর কোন দিকে কিছু দেখছ?

২য় সিপাহী। ধন্য ধন্য!

১ম সিপাহী। কি কি! বল ভাই, এখনও যদি কোন আশার সংবাদ থাকে, শীঘ্র বল।

২য় সিপাহী। ধন্য কাফুর! ধন্য তোমার বীরত্ব! সার্থক রাজা তোমাকে ক্রয় ক'রে এনেছিলেন। তুমিই পরলোকগত প্রভুর মর্য্যাদা রাখলে। আমরা আজন্ম গুজরাটে বাস করেও যা করতে পারলুম না, তুমি দু'দিন এসে তাই করলে! হও তুমি মুসলমান, তুমিই জন্মভূমির প্রিয়সন্তান। আমরা মাতৃঘাতী কুলাঙ্গার।

১ম সিপাহী। নেমে এস, নেমে এস।

২য় সিপাহী। একি! একি সর্ব্বনাশ?

১ম সিপাহী। কি?

২য় সিপাহী। রাণী একটা প্রকাণ্ড মই দিয়ে দুর্গ প্রাচীরের বাইরে চলে গেলেন। কি সর্ব্বনাশ হ'ল!—গুজরাটের স্বাধীনতা গেল—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম গেল। ভাই! কি সর্ব্বনাশ হল—কি সর্ব্বনাশ হ'ল? (প্রস্থান)

(দূতের প্রবেশ)

দূত। দোহাই গুজরাটবাসী! আর এক দিনের জন্য নগর রক্ষা কর। নিশ্চয় বল্‌ছি, কাল তোমাদের কর্ম্মের অবসান হবে। এক মহাবীর তোমাদের সহায়তার জন্য সৈন্য নিয়ে আসছেন। দোহাই এতদিন প্রাণপণে জন্মভূমির জন্য যুদ্ধ ক'রে মুক্তির মুহূর্ত্তে, স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিও না। দোহাই—দোহাই!

(প্রস্থান।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। ফিরে আয় কাপুরুষ, ফিরে আয়। দেশ নষ্ট করতে বেইমানদের সঙ্গে যোগ দিসনি। আমরা এখনও বেঁচে আছি। শুধু বেঁচে নয়, যুদ্ধে শত্রুকে হটিয়ে বীরগর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের চতুর্গুণ সৈন্য নিয়ে ভীমবেগে আক্রমণ ক'রেও শত্রু যখন তিন তিনবার এ ফটক থেকে ফিরে গেছে, তখন নিরাশ হয়ে সহর শত্রুর হাতে তুলে দিস্‌নি। এরপরে নিত্য অপমান, লাঞ্ছনা ও বিজয়ীর পদাঘাত খেয়ে তোদের দিন কাটাতে হবে। ফের্—এখনও ফের্। কেউ ফিরল না। যা, মরে জাহান্নমে যা। তোদের রাণীর, তোদের স্ত্রীপুত্রের ইমান যদি তোরা নিজে রক্ষা না করিস, তাহ'লে যা, সকলে জাহান্নমে যা।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পার। আর লোক ডেকে লাভ কি জনাব, আর বাধা দিয়েই বা ফল কি? রাণী বাদশার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন! এক সিঁড়ি সংগ্রহ ক'রে, তাই দিয়ে পাঁচিল পার হ'য়ে, তিনি নিজে সম্রাট শিবিরে উপস্থিত হয়েছেন।

কাফুর। যাক্, তবে আর কি! অভিমানী গুজরাটপতির স্ত্রীর এই পরিণাম হ'ল! হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমস্ত হিন্দু রাজাদের সাহায্য চাইলুম, কেউ এল না! চিতোরও এলনা! তাহ'লে বাদশার হাত থেকে যদি প্রাণ রক্ষা হয়, যদি কখনও অবকাশ পাই, তা'হলে প্রতিজ্ঞা করছি, এই স্বার্থান্ধ মনুষত্বহীন হিন্দু রাজাদের একবার শিক্ষা দেব।

পরি। আপনি একবার আসুন, রাণী আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করেন।

কাফুর। কোথায়? হেঁটমুণ্ডে শত্রু শিবিরে? তোমাদের রাণীকে ব'ল দাসের ধর্ম্মরক্ষা করতে, আমি তার অন্য সমস্ত আদেশ পালন করতে পারি, কেবল প্রভুপত্নীর জারের কাছে গিয়ে মাথা হেঁট করতে পারি না।

(কমলাদেবীর প্রবেশ)

কমলা। কাফুর!

কাফুর। কি রাণী?

কমলা। তুমি ধার্ম্মিক-চূড়ামণি। আমি কিন্তু ধর্ম্মত্যাগিনী। তথাপি পরলোকগত রাজার নামে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করবে?

কাফুর। বিশ্বাসযোগ্য হ'লে করব।

কমলা। আমি প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হয়ে ধর্ম্ম ত্যাগ করতে চলেছি। মৃত্যুকালে স্বামী আমাকে আদেশ দিয়ে যান, যদি কখন চিতোর-রাজ কর্ত্তৃক আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পার, তবেই জানব তুমি আমার স্ত্রী। যদি এর জন্য তোমাকে ধর্ম্ম ত্যাগ করতে হয়, পত্যন্তর গ্রহণ করতে হয় তথাপি তুমি আমার স্ত্রী। প্রতিশোধের উপায়ান্তর না দেখে আমি মুসলমান সম্রাটের শরণাপন্ন হয়েছি। ক্ষুদ্র গুজরাটের রাণী হয়ে যখন কিছু করতে পারলুম না, তখন ভারত সম্রাজ্ঞী হবার বাসনা হ'ল। দেখব, আত্মনাশ ক'রেও চিতোরের সর্ব্বনাশ করতে পারি কি না!

কাফুর। সত্য?

কমলা। এর একটী কথাও মিথ্যা নয়। মনের একটী কথাও তোমার কাছে গোপন করিনি। প্রভুভক্ত বীর! আমি তোমার পরলোকগত প্রভুর নাম ক'রে, তোমার কাছে সহায়তা ভিক্ষা করি। সম্রাট আমাকে দিয়ে তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। সম্রাট নিজেই নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। বীরশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে তুমি আমার সর্ব্ব প্রধান শত্রু ব'লেই, আমি তোমার মিত্রতা বাঞ্ছা করি। তুমি এসে দিল্লীর সম্রাটের সেনাপতিত্ব গ্রহণ কর।

কাফুর। সম্রাট! যদি প্রতিজ্ঞা করেন, আমি যখন হিন্দুস্থানের যে রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করতে ইচ্ছা করব, আপনি সন্তুষ্ট মনে তার অনুমোদন করবেন, তবে আমি আপনার গোলামী গ্রহণ করতে পারি।

আলা। কাফুর। প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি যদি আমারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে চাও, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে গলা বাড়িয়ে দেব।

কাফুর। (আলার পায়ে অস্ত্র রাখিয়া) জাঁহাপনা! গোলামের সেলাম গ্রহণ করুন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[গিরিসঙ্কট]

উজীর।

উজীর। একি চিতোরীর চরিত্র? একি চিতোরীর প্রতিজ্ঞা? একি আতিথেয়তা? একটা অপরিচিতা মুসলমান মহিলার আবেদনে, এরা কিনা সমস্ত চিতোরী অম্লান বদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চলেছে! রাণা কিনা একটা তুচ্ছ ভিখারিণীর মর্য্যাদা রাখতে, বংশের প্রদীপ, চিতোরের ভাবী রাণা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্ব্বাসিত করে দিয়েছে! তার অপরাধ—সে কি না যথাসময়ে অপরাপর সরদারদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হ'তে পারেনি! অথচ মৃত্যুকে সম্মুখে ক'রে সে সাহসী যুবক, অভিযানের পূর্ব্বক্ষণে পিতার কাছে উপস্থিত হচ্ছিল! একি উন্মত্ত ধর্ম্মজীবন! এই হিন্দুজাতিকে আমরা চিনতে পারলুম না! সামান্য আত্মীয়তায়, অতি সহজে যাদের আমরা আপনার করতে পারতুম, ক্ষুদ্র স্বার্থে, নীচ অভিমানে, চক্ষে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটা মোহের আবরণ দিয়ে আমরা কিনা তাদের দেখেও দেখলুম না এক ঘরে বাস করতে এসেও তাদের কিনা দূরে

দূরে রেখে দিলুম! অথচ যে শক্তি-সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের দুর্ব্বল করতে চলেছি, তাদের আত্মীয়তায় আবদ্ধ করতে পারলে, সেই শক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হ'ত। হিন্দুস্থান আত্মকলহে বীরশূন্য হ'ত না! হীনবীর্য্য না হয়ে জগতে বীরত্বের কেন্দ্রভূমি হ'তে পারত!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। পিতা!—

উজীর। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, এক প্রাণহীনকে বরণ করলি! অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে একটা দেশকে নষ্ট করতে চললি! এমন সোণার দেশ, এমন সোণার মানুষ, দেবকুমারের মত এক একটা বালক, যেখানে হাসিভরা মুখ দিয়ে স্বর্গের আলোকে প্রতিফলিত স্বর্গীয় প্রাণপূর্ণ চিত্রের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে সাধ ক'রে কি অন্ধকারের আবাহন করলি মা!

নসী। অরুণসিংহকে দেখেছ?

উজীর। তাকেও দেখেছি, তার তেজোময়ী বধূকেও দেখছি, বীরত্ব গর্ব্বভরা তার বাপের সংসার দেখেছি—অতিথি হয়ে আদর পেয়েছি—আর কেঁদেছি।

নসী। সুধু কাঁদলে ত হবে না, আমাকে ত রক্ষে করতে হচ্ছে। রাণার ঘরের সে অমূল্য রত্ন ত আবার ঘরে আনতে হচ্ছে! নইলে চিতোরে আমি যে লোক সমক্ষে বেরুতে পারছি না!

উজীর। রাণা না ফিরলে ত কিছু করতে পারছি না। কিন্তু রাণা যে কবে ফিরবে তার কিছুমাত্র স্থিরতা নেই। তাঁর ফেরবার পূর্ব্বে চিতোরের বিপদ না হয়, তবেই রক্ষা। চিতোরের সৌভাগ্য সম্বন্ধে আমি বড়ই সন্দিগ্ধ হয়েছি।

নসী। আপনার সন্দেহের কারণ?

উজীর। তুমি ত আলাউদ্দিনকে চিনেছ?

নসী। না পিতা! এখনও চিনতে পারিনি। তাকে যখন আত্মসমর্পণ করি, তখন বুঝেছিলুম, সে দেবতা। তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হয়ে যখন আমি দিল্লী পরিত্যাগ করি, তখন বুঝেছিলুম সে শয়তান। যখন এই নগর সন্নিহিত পার্ব্বত্যপথে, এক আততায়ী বালককে সে কোলে ক'রে আমার হাতে সমর্পণ করে, তখন বুঝেছিলুম, সে মানুষ। তার পর যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, জল্লাদের হাতে সমর্পিত আপনাকে অক্ষতদেহে জীবিত দেখলুম—তখনই আমার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। সে যে কি, এখন আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

উজীর। সে রাজা। সে দুনিয়ায় রাজত্ব করতে এসেছে। রাজ্যবিস্তারই তার অভিলাস। সে যখন মানুষ, তখন তাতে দয়া মায়া মমতা সমস্তই আছে। সে যখন রাজা, তখন দয়া, মায়া, মমতা তার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে সে দেবতা হ'তে পারে, আবার ইচ্ছা করলে সে শয়তান। সে যে তোমাকে প্রীতি করে না, এটা আমার মনে হয় না। কিন্তু রাজ্যবৃদ্ধির জন্য যদি প্রীতির বিসর্জ্জন দিতে হয়, পিতৃব্যকে হত্যা করতে হয়, আমাকে নির্ব্বাসিত করতে হয়, তা সে অনায়াসে করতে পারে। যদি গুজরাটের রাণীকে বিবাহ করলে রাজ্যবৃদ্ধি হয়, তাহ'লে সে বিবাহের জন্য প্রস্তুত—যদি চিতোর ধ্বংসে রাজ্য বৃদ্ধি হয়, ত আলাউদ্দিন চিতোরের সর্ব্বনাশে ইতস্ততঃ করবে না।

নসী। তাহ'লে ত সর্ব্বনাশের কথা কইলেন পিতা!

উজীর। যদি সে আত্মহারা না হয়, তাহ'লে অতি অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত হিন্দুস্থান

তার পদানত হবে। তুমি বোধ হয়, তার পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে ?

নসী। হয়েছিলুম। সম্রাট আরবী, পারসী, সংস্কৃত তিন ভাষাতেই সুপণ্ডিত।

উজীর। কিন্তু দুই বৎসর পূর্ব্বে কোনও ষাতে তার অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না।

নসী। বলেন কি ?

উজীর। এখন বোঝ সে কতবড় শক্তিমান! আত্মহারা হয়ে সে যদি শক্তির অপলাপ না করে, তাহলে হিন্দুস্থানে এমন কেউ নেই যে, তার সাম্রাজ্য-বিস্তারে বাধা দেয়।

নী। রাণা লক্ষ্মণসিং ?

উজীর। রাণা ধর্ম্মবীর। কিন্তু তাঁর কাজ দেখে তাঁকে কর্ম্মবীর বলে ত বোধ হয় না। উদ্দেশ্যের গুরুত্ব নিয়ে কর্ম্মের গুরুত্ব। একজন থারিণীর অভিমান বজায় রাখতে তিনি যে চিতোর নগরকে বিপন্ন করতে চলেছেন, এতে ধর্ম্মের রাজ্যে তাঁর কাজ গৌরবান্বিত হতে পারে, কিন্তু কর্ম্মের রাজ্যে তা নিন্দার্হ। এই সময় যদি কোন প্রবল বহিঃশত্রু চিতোর আক্রমণ করে, তাহ'লে চিতোর রক্ষা করবে কে ? যদি আলাউদ্দীনই রাণার চক্ষে ধূলি দিয়ে চিতোরে এসে উপস্থিত হয় ?

নসী। তাই ত পিতা, তাহ'লে কি হবে ?

উজীর। কি হবে, তা এক সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকার্য্যের নিয়ন্তা ভিন্ন আর কে বলতে পারে ? তবে আমি আছি কেন তা জান ?

নসী। অভাগিনী কন্যার মান রক্ষার জন্য।

উজীর। কতকটা সে কারণে বটে ? কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। তুমি জান, চিরদিনই আমি দাম্ভিক। দরিদ্র ভিখারী বেশে যখন আমি হিন্দুস্থানে প্রবেশ করি, তখনও পর্য্যন্ত একমাত্র দম্ভ আমার সম্বল ছিল। গর্ব্বিত সৈয়দ বংশে আমার জন্ম। আমি অর্থ প্রলোভনে, ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে, এমন কি রাজ্য প্রলোভনেও গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিইনি! তোমাকে সুন্দরী দেখে, কত আমীর ওমরাও এই গর্ব্বিত ভিখারীর শরণাপন্ন হয়েছিল। বৃদ্ধ জালালউদ্দীন পর্য্যন্ত তোমাকে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল। সে ভিক্ষা দিলে, আজ আলাউদ্দীনকে দিল্লীর সিংহাসন পেতে হ'ত না—আমিই হিন্দুস্থানের সম্রাট হতুম। বংশ-সম্মানের জন্য আমি হিন্দুস্থান-পুরস্কার পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু নসীবন, সে অহঙ্কার আমার চূর্ণ হয়ে গেছে। ভিখারী হয়ে আমি যা রক্ষা করতে পেরেছিলুম, উজীর হয়ে তা পারিনি। ভিখারী কন্যা নসীবন গর্ব্বরক্ষা করেছিল, উজীর কন্যা নসীবন সে গর্ব্ব আলাউদ্দীনের হাতে উপঢৌকন দিয়েছে। তখনি বুঝেছিলুম, নিজের মান নিজে ভিন্ন অন্যে রক্ষা করতে পারে না।

নসী। তবে কেন পিতা এ মর্য্যাদাহীনার জন্য কষ্ট পান ?

উজীর। এই যে বললুম মা, সম্পূর্ণ তোমার জন্য নয়। সুধু তোমার জন্য হ'লে অনেক পূর্ব্বেই এস্থান ত্যাগ করতুম। অবশ্য ক্রোধে নয়। ফকীর আমি, উজীরের ক্রোধ সেই আলাউদ্দীনের শিবিরেই রেখে এসেছি। বিশেষতঃ আমার যেন মনে হয়, তুমিই আমার ফকীরীর সহায়তা করেছ, তুমিই আমাকে সুখী করেছ।

নসী। তাহ'লে কিসের জন্য আছেন পিতা ?

উজীর। আছি কতকটা তোমার জন্য, আছি কতকটা ধর্ম্মপ্রাণ চিতোরীর জন্য, আর বেশীর ভাগ আছি, আমার সেই অহঙ্কারের জন্য। ফকীরী নিয়েছি, কিন্তু উজীরী বুদ্ধিটী পথে ফেলে দিয়ে আসতে পারিনি। আমি

আলাউদ্দীনের গতিবিধির ভাব দেখে বুঝেছি, সে রাণার চক্ষে ধূলি দিয়ে চিতোর আক্রমণ করবে। আমি এখন আমার সেই বুদ্ধির পরীক্ষা করতে বসে আছি। যতদিন না রাণা নিরাপদে চিতোরে ফিরে আসছে, ততদিন চিতোর ত্যাগ করতে পারছি না। যদি ইতোমধ্যে আলাউদ্দীন চিতোরে এসে উপস্থিত হয়, তাহ'লে যথাসাধ্য তার উদ্দেশ্য পণ্ড করতে চেষ্টা করব। সে এসে দেখবে, যে এখানে সুধু সরল বিশ্বাসী চিতোরী নেই, তা হ'তেও কুটবুদ্ধি আর একজন লোক ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে।

নসী। তাই কি আপনি চিতোরের বাইরে এই পাহাড়ে অবস্থান করছেন?

উজীর। আমি চিতোরের প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত আছি।

নসী। আমার ভাই জানে?

উজীর। সে চিতোরের রক্ষক—তোমার ভাই—আমার পরমাত্মীয়, আমি কি তার কাছে মনের কথা গোপন করতে পারি? ওকি নসীবন? ওই পাহাড়ের আড়াল থেকে—নিঃশব্দে পিঁপড়ের সারের মতন—ওকি ধীরে ধীরে চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে?

নসী। তাই ত পিতা! ওযে সৈন্য—

উজীর। সৈন্য! ঠিক দেখতে পাচ্ছ?

নসী। ঠিক দেখতে পাচ্ছি।

উজীর। নসীবন! শিগ্‌গির যাও—তোমার ভাইকে খবর দাও।

নসী। আপনার বিশ্বাস ওকি শত্রু সৈন্য?

উজীর। নিশ্চয় শত্রু—প্রবল শত্রু—শিগ্‌গির যাও, তোমার ভাইকে খবর দাও।

(গোরার প্রবেশ)

গোরা। খবর আর দিতে হবে না—আমি নিজেই উজীর সাহেবের কাছে খবর দিতে এসেছি।

(হরসিংহের প্রবেশ)

হর। হুজুর—হুজুর!

গোরা। থাম্—থাম্।

হর। এসে পড়ল—এসে পড়ল!

গোরা। আসুক, থাম্।

হর। সর্ব্বনাশ করলে—কেল্লার গায়ে এসে পড়ল!

গোরা। তোর কি—আমি তাদের কেল্লার ভেতর পর্য্যন্ত আনব। তোর কি?

উজীর। চেঁচিও না ভাই—চেঁচিও না—জেগে আছ—শত্রুকে বুঝতে দিও না। প্রস্তুত আছ?

গোরা। আছি।

উজীর। রাজা?

গোরা। আছেন।

উজীর। আমার উপদেশ মত সৈন্য রক্ষা করেছ?

গোরা। একচুল এদিক ওদিক করিনি। শত্রুসৈন্য অন্ধকারে আমাদের বাহিরের সৈন্যের একরকম গা দিয়েই চলে এসেছে। তবু তারা কিছু বলেনি।

হর। ও হুজুর! পাঁচিলে মই লাগাচ্ছে!

গোরা। চোপ্—লাগাক না বেটা! গাছে তুলছি বুঝতে পাচ্ছিস্ না। এর পর মই কেড়ে নেব!

উজীর। নসীবন! অস্ত্র ধরা ভুলে গেছ?

নসী। না পিতা, ভুলিনি।

উজীর। তাহ'লে কৃতজ্ঞতা দেখাবার এই সময়—চলে এস।

গোরা। উজীর সাহেব কি অস্ত্র ধরবেন না?

উজীর। ফকীরী নিয়েছি, আর ওটা কেন বাপ্? মন্ত্রণায় যদি তোমাদের রক্ষা করতে পারি, তাহ'লেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নাও চল—ঠিক হয়েছে, কোনও ভয় নেই।

(প্রস্থান)

হর। ও গাছে তুলছ—গাছে তুলছ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পার্ব্বত্য পথ]

সৈন্যগণের কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল) পাঠনপতি।

১ম সৈন্য। পালাও, পালাও—যমের মুখে আর এগিও না। আমাদের অর্দ্ধেক সঙ্গী শেষ। আর এগুলে কেউ বাঁচবে না। পালাও—পালাও।

পাঠান। যা—সব মাটী হ'ল। বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহী হয়ে নিজের রাজ্য দিয়ে সম্রাটকে আনলুম—অন্ধকারে অন্ধকারে চিতোর আক্রমণ করলুম—কিন্তু কিছু করতে পারলুম না! কাল প্রাতঃকালে আমার বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাবে। আমার রাজ্য ভিন্ন গুজরাট থেকে এদিক দিয়ে চিতোর আসবার অন্য পথ নেই। প্রভাতে চিতোরীরা যখন বুঝবে, আমি আমার ঘরের ভেতর দিয়ে শত্রুকে এনে চিতোরের পথ দেখিয়েছি, তখন কি তারা আমাকে রাখবে? সর্ব্বনাশ করলুম! জয়োৎফুল্ল চিতোর কালই আমাকে পাঠন থেকে দূর করে দেবে! কি, ধ'রে বন্দী করে চিতোরে এনে শূলে চড়িয়ে দেবে! বাদশা সম্পূর্ণ হেরে গেছে—তার সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। কে কোথায় গেছে, কে কোথায় আছে কি না আছে, ঠিক নেই। সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল! আবার এদিকে আসে যে! তাহ'লে ত গেলুম—(নেপথ্যে কোলাহল) ধরা পড়লুম।

(গোরা ও হরসিং এর প্রবেশ)

গোরা। কে তুমি? খাড়া রও।

হর। পালালে মৃত্যু, খাড়া রও।

গোরা। কে তুমি?

পাঠন। আমি হিন্দু।

গোরা। হিন্দু!

পাঠন। হিন্দু ক্ষত্রিয়।

হর। শুধু হিন্দু! হিন্দুকুলতিলক। যেহেতু তুমি মুসলমানের পক্ষ হয়ে ক্ষত্রিয় প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ!

পাঠন। বাধ্য হয়ে এসেছি—

গোরা। বেশ করেছ। হরু! আর বিলম্ব কেন?

পাঠন! দোহাই! আমাকে মেরো না।

গোরা। সেকি ভাই ক্ষত্রিয়ধুরন্ধর—আমরা কি জল্লাদ? আর তাই যদি তোমার বোধ হয়, তাহ'লে তোমাকে কি স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে পারি? তুমি যতকাল পার বেঁচে থাক। তোমার জন্য যে নরক তৈরি হবে, তার কারিকর এখনও দেবলোকে সৃষ্টি হয়নি। র'স বাবা—বিশকর্ম্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্ম্মা অপুত্রক আছে। সে আগে পুষ্যিপুত্তুর নিক্, সেই পুত্তুর নরক গড়ুক—তারপর তুমি ম'র! দে হরু—ক্ষত্রিয়-ধুরন্ধরের গোঁফে, ওর যে সকল জ্ঞাতিভাই যুদ্ধক্ষেত্রে মরেছে তাদের রক্ত মাখিয়ে দে। যাও ভাই! এই গোলাপী আতরের গন্ধ নাকে নিয়ে তুমি ক্ষত্রিয় জন্ম সার্থক কর। যাও। [পাঠনপতির প্রস্থান।

গোরা। ধরা পড়বে না কিরে বেটা! ধরা ত পড়েছে।

হর। কোথায় হুজুর—কখন হুজুর?

গোরা। হেথায় হুজুর—এখন হুজুর। যা তুই এই পথ ধরে যা। গিয়ে ওই পাহাড় আগলে দলবল নিয়ে বসে থাক্। আমি ঠিক জানি, এখনও বাদশা পালাতে পারিনি। যদি পালায়, তাহ'লে বুঝব তোর দোষে। আমি চললুম, নিশ্চিন্ত হয়ে চললুম।

হর। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে চললে হুজুর?

গোরা। একেবারে। দেখিস্ বেটা যেন চোখে ধূলো দিয়ে পালায় না।

(প্রস্থান)

হর। হুজুর কি তামাসা করে গেল? সবাই পালাল, আর বাদশা পড়ে রইল! যাক্—হুকুম তামিল করি। লোক লস্কর নিয়ে পাহাড়ে চড়ি। (প্রস্থান)

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। তাইত একি হ'ল? সম্রাটকে দেখতে পাচ্ছিনা যে! তবে কি সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে অন্ধকারে দিল্লীর সম্রাট রণ-শয্যায় শয়ন করলেন? তাহ'লে তাঁর কি শোচনীয় পরিণাম হল!

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। নসীবন! আর কেন, সরে এস।

নসী। কই পিতা! সমস্ত রণক্ষেত্র সন্ধান করলুম, কিন্তু কোথাও ত সম্রাটকে দেখতে পেলুম না!

উজীর। দেখবার প্রয়োজন?

নসী। দিল্লীর সম্রাট হীনব্যক্তির ন্যায় রাজোয়ারার নির্ম্মম মরুবক্ষে বান্ধবশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকবে?

উজীর। দুরাকাঙ্ক্ষের পরিণাম চিরদিনই এই রকম হয়ে থাকে। তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই।

নসী। যদি প্রাণ থাকে, বাঁচবার আশা সত্ত্বেও শুশ্রূষার অভাবে সম্রাট অমন অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে?

উজীর। তুমি করতে চাও কি?

নসী। আমি তাকে খুঁজব।

উজীর। বেশ, খোঁজ। আমি চললুম। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে। আর আমি এ দেশে অপেক্ষা করতে পারব না।

নসী। দোহাই পিতা! ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা করুন।

উজীর। আর আমাকে মায়ায় জড়িয়ো না নসীবন! আমি ফকীর।

নসী। দোহাই, আজকের মত কন্যাকে দয়া করুন। কাল আর আপনাকে কোনও অনুরোধ করব না, আর আপনার গন্তব্য পথে বাধা দেব না।

উজীর। দোহাই মা! আর আমাকে আবদ্ধ ক'র না।

নসী। দোহাই পিতা! একবার—আজ আমার শেষ অনুরোধ।

উজীর। বেশ, খুঁজে দেখ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। অর্দ্ধেক সৈন্য মৃত—অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ। কেবল দূরপ্রান্তরের মরণোন্মুখ সৈনিকের দুটো একটা আর্ত্তনাদ ভিন্ন, আর কোনও শব্দ নেই। শৈলমালা নিস্তব্ধ—নিস্তব্ধ আকাশের কোলে মাথা তুলে সে নিস্তব্ধ তারকার সঙ্গে যেন ইঙ্গিতে কি পরামর্শ করছে! ইঙ্গিতে আমার পরাজয়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করছে। এরূপ পরাভব আমার ভাগ্যে আর কখন ঘটেনি! এভাবে শত্রু-কর্ত্তৃক আর কখন প্রতারিত হইনি। নিদ্রিতের ভাণ দেখিয়ে

জাগ্রত চিতোর আমাকে প্রলুব্ধ ক'রে জালে ঘেরেছিল!

(মোজাফরের প্রবেশ)

মোজা। জাঁহাপনা! বেগমসাহেব হাজার সেলাম জানিয়ে বলে দিলেন, আপনি ফিরে আসুন।

আলা। বেগমসাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বল, ফিরব কেন?

মোজা। তিনি বলেন, তুচ্ছ চিতোর বশে আনবার,—কিংবা জাঁহাপনার ইচ্ছা হ'লে—ধ্বংস করবার ঢের সময় আছে।

আলা। এখন?

মোজা। এখন যুদ্ধজয়ী উন্মত্ত চিতোরীর দেশে থাকবেন না।

আলা। পালাব?

মোজা। আজ্ঞে পালাবেন কেন, পালাবেন কেন? জাঁহাপনা দুনিয়ার মালিক। আপনি কার ভয়ে পালাবেন?

আলা। তবে?

মোজা। চিতোরের দিকে পেছন ফিরে, লম্বা লম্বা পা ফেলে দিল্লীর দিকে চলে আসবেন।

আলা। তুমি এ রকম যুদ্ধে হারলে কি করতে?

মোজা। আমার কথা ছেড়ে দিন।

আলা। তবু শুনি—

মোজা। আমি এ রকম যুদ্ধ করতুমই না, তার আবার হার জিত কি! যুদ্ধের প্রারম্ভেই আমি বিশ ক্রোশ তফাতে প্রস্থান করতুম। বীরত্ব দেখাবার দরকার হ'লে, সেখানে কোন গাছের তলায় বসে একটী শটকায় টান দিতে দিতে অম্বুরী তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বীরত্ব দেখাতুম। এ কি বীরত্ব—না মনুষ্যত্ব? অন্ধকারে লড়াই—কেউ কাউকে দেখলে না—চিনলে না। শব্দভেদী বাণ খেলে, বাপ করলে, আর ম'ল!

আলা। তুমি তাহ'লে পালাতে?

মোজা। আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি পালাতুমও বলতে পারি না—থাকতুমও বলতে পারি না! আমি বীরের মতন কিছু একটা করতুম। আমার কথা ছেড়ে দিন।

আলা। অন্যের কথা?

মোজা। তারা যুদ্ধের আগেই পালাতো।

আলা। মোজাফর! তাহ'লে তুমি বেগম সাহেবকে বল—আমি অন্য যোদ্ধার ন্যায় সমরে পরাভূত হ'য়ে পালাতে পারলুম না। আমি শত্রুর অভিমুখে একা চল্লুম—হয়ত চিতোরে প্রবেশ করব।

[মোজাফরের প্রস্থান।

যার বুদ্ধিতে আমার এই কৌশলের আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল—তাকে আমি একবার দেখতে চাই। তাতে বন্দী হই—প্রাণ যায়, সেও স্বীকার।

(পাঠনপতির পুনঃ প্রবেশ)

পাঠন। ও বাবা! এ পথেও শত্রু যে! মানও গেল, প্রাণও গেল! কেও সম্রাট? জাঁহাপনা! বড় বিপদ! এ পথেও শত্রু ঘাটি আগলে বসে আছে।

আলা। পাঠনরাজ!

পাঠন। কি সম্রাট?

আলা। তুমি না বলেছিলে চিতোরীরা সরল বিশ্বাসী, উদার আতিথেয় বীর, অথচ ধর্ম্ম-যোদ্ধা—যুদ্ধ করতে হয়, তাই যুদ্ধ করে, অত কলকৌশল জানে না!

পাঠন। আজ্ঞে ঠিকই ত বলেছি জনাব!

আলা। ঠিক বলেছ?

পাঠন। আজ্ঞে তা যদি না বলব, তাহ'লে কি আমার অন্তঃপুরের মধ্য দিয়ে আপনাকে চিতোরের পথ দেখিয়া দিই?

আলা। উত্তরে সন্তুষ্ট হলুম।

পাঠন। এ বিপদসঙ্কুল স্থানে আর দাঁড়াবেন না।

আলা। আমার অবশিষ্ট সৈন্যের সংবাদ জান?

পাঠন। কে কোথায়, কিছুই ত বুঝতে পারছি না জনাব!

(কোলাহল করিতে করিতে হরসিং ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

জনাব! জনাব! ও ধারে। জনাব! এ ধারে। জনাব! জনাব!

আলা। ভয় নেই দাঁড়িয়ে থাক।

হর। সম্রাট! অস্ত্র পরিত্যাগ করুন।

আলা। শক্তি থাকে পরিত্যাগ করাও।

সকলে। হর-হর-হর-হর! (আক্রমণ)

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

হর। ক্ষান্ত হও—মায়ের আদেশ।

নসী। হরসিং, বাদশাকে পরিত্যাগ কর।

হর। তোমার আদেশ?

নসী। আমারই আদেশ।

হর। ভাই সব চলে এস।

নসী। সম্রাট! স্থান ত্যাগ করুন। আর আপনার গায়ে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।

আলা। কে—নসীবন?

নসী। হাঁ সম্রাট—আমি।

আলা। চিতোরীর উপর তোমার এত অধিকার?

নসী। আমার ভাই এ যুদ্ধের সেনাপতি।

আলা। আমার দুর্ভাগ্য, তোমার ভাইকে কখনও দেখিনি।

নসী। আপনি কাকেই বা দেখলেন জাঁহাপনা?

আলা। এখন যদি দেখতে চাই,—

নসী। কেন?

আলা। তাকে আমার সেলাম দিয়ে আসি। অতি বড় বুদ্ধিমান না হ'লে, আমার আজকের আক্রমণ কেউ পণ্ড করতে পারত না।

নসী। তাহ'লে বলি, আমার পিতাই এ যুদ্ধের মন্ত্রণাদাতা। তিনি আপনার চিতোর-আক্রমণ পূর্ব্বে থেকেই অনুমান ক'রে, সেনাপতিকে শিক্ষিত ক'রে রেখেছিলেন।

আলা। নসীবন! শুনে আমার সকল আক্ষেপ দূর হ'ল। আমি এ বিষম পরাভবেও গৌরবান্বিত। এখন বুঝলুম, স্থূলবুদ্ধি চিতোরীর কাছে আমি পরাভূত হইনি। পাঠনপতি! তোমার প্রতি আর আমার অবিশ্বাস নেই। এখন বুঝলুম, তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু।

পাঠন। হিতৈষী বন্ধুই যদি না হ'ব, অ-বিশ্বাসের কাজই যদি করব, তাহ'লে আপনাকে অন্দর দেখাব কেন?

আলা। তা ঠিক বলেছ—তোমার অন্দ-রের একটি গবাক্ষে কি দুটী উজ্জ্বল চক্ষু!

পাঠন। আর জনাব, ওই দুটি চক্ষুই আমার সর্ব্বস্ব! ওই দুটী চক্ষুর প্রাখর্য্যেই আমি মৃতবৎ।

নসী। (স্বগতঃ) নরাধমের মনের ভাব বিপদেও দেখি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নি।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। জনাব!

আলা। কি বেগম সাহেব?

কমলা। অধিনীর প্রতি কৃপা ক'রে ফিরে আসুন। একে অন্ধকার, তাই শত্রুপুরী,

এখানে আর থাকবেন না। অধিনীকে আর অনাথিনী করবেন না।

পাঠন। হাঁ জনাব! অনাথিনী হবার যে কি কষ্ট তা উনি একবার টের পেয়েছেন। আর ওঁকে সে দারুণ কষ্ট ভোগ করতে দেবেন না।

আলা। এ রণক্ষেত্র বেগমসাহেব, এ অধিনী অনাথিনীর স্থান নয়—এখানে বীর বীরাঙ্গনা বিচরণ করে। পাঠনপতি! তোমার আত্মীয়াকে শিবিরে নিয়ে যাও।

পাঠন। তাইত! জাঁহাপনা যা বললেন—তা অদ্ভুত সত্য! জ্বলন্ত সত্য! কত বড় সত্য! নাও, শিবিরে চল, শিবিরে চল। ইনি ততক্ষণ ওঁর সঙ্গে দুটো বীর-যোগ্য কথা ক'ন।

কমলা। তাইত—একে? একে? কি হ'ল—ধর্ম্মও গেল—স্থানও গেল!

[পাঠনপতি ও কমলার প্রস্থান।

নসী। এই বুঝি গুজরাটের রাণী কমলা দেবী?

আলা। হাঁ নসীবন! ইনিই এখন আমার হৃদয়েশ্বরী।

নসী। কিন্তু এখনও পাপিনীর হৃদয়ে তার পূর্ব্ব স্বামীর হৃদয়-স্পর্শের অনুভব আছে।

আলা। তাহ'ক—কিন্তু ও ফুলটী বাদশার বাগানেই শোভা পায়।

নসী। ও কীটদষ্ট ফুলের মুখে আগুন দিলে—বাগানের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

আলা। সেটী ক্রোধে বলছ—কিন্তু অমন ফুলটী হিন্দুস্থানে আর দু'টী নাই।

নসী। না বেইমান! আমি যে ভুবনমোহিনীর আশ্রয়ে আছি, তার এক একটা বাঁদীর কড়ে আঙুলের রূপে—অমন লাখ লাখ ফুল প্রস্ফুটিত হয়।

আলা। কে তিনি?

নসী। রাজা ভীমসিংহের মহিষী পদ্মিনী।

আলা। তাকে দেখা যায় না?

নসী। সূর্য্য তাঁকে দেখতে পায় না, তুমি কে?

আলা। বেশ, আমি তাকে দেখবার চেষ্টা করব—চেষ্টা করব কেন, দেখব।

নসী। তুমি! সে জীবিতের চক্ষু নিয়ে নয়।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা! পলায়িত সৈন্যদের ফিরিয়ে একত্র করেছি। আর একবার আক্রমণ করি, আদেশ করুন।

আলা। না সেনাপতি! রাত্রি শেষ হতে চলেছে, আজ আর নয়। অপর আদেশ পর্য্যন্ত তাঁবুতে বিশ্রাম কর।

[কাফুরের প্রস্থান।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। নসীবন! পর্ব্বতশিখর থেকে দেখলুম পূর্ব্বদিকে উষার আভাষ। আর কেন, আমাকে বিদায় দাও।

আলা। কাফুর!

(কাফুরের পুনঃ প্রবেশ)

কাফুর। জনাব!

আলা। যদি চিতোর-জয়ে অভিলাস থাকে—তাহ'লে জয়পথের প্রধান কণ্টককে এখনি পথ থেকে দূর কর। এক ভুলে সর্ব্বনাশ করেছি—শীঘ্র বৃদ্ধকে ধর। (কাফুর কর্তৃক উজীরকে ধারণ) নিয়ে যাও। সেনাপতির যোগ্য সম্মানে ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দাও।

নসী। তোমার জীবন রক্ষার কি এই পুরস্কার?

আলা। (হাস্য) জীবন কি আমার দেহে নসীবন!—জীবন আমার রাজ্যে।

উজীর। আক্ষেপ ক'র না মা—তুমি ত সব বুঝেচ—আমার জীবনে আর সুখও নেই, দুঃখও নেই। বহুদিন পূর্ব্বেই ত আমার জীবন যাওয়া উচিত ছিল। বুঝি ধার্ম্মিক চিতোরীর মান রাখতে ঈশ্বর আমাকে এত কাল বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, জীবনের সে কার্য্য শেষ, আমি চলি—আক্ষেপ ক'র না। চল ভাই, মেয়েটার সমুখে আর আমাকে হত্যা ক'র না—অন্তরালে চল।

[উজীর ও কাফুরের প্রস্থান।

আলা। সে সময় যদি তোমার পিতার প্রাণগ্রহণ করতুম, তাহ'লে আজ তুচ্ছ চিতোরীর সঙ্গে যুদ্ধে, তোমার মত হীন রমণীর অনুগ্রহে আমাকে বেঁচে থাকতে হ'ত না। নাও চল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পদ্মিনী সুন্দরীকে দেখছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে বন্দিনী থাকতে হবে।

নসী। ছাড়্ বেইমান! হাত ছাড়্—

আলা। আহা! কি কোমল—কি প্রাণোন্মাদকর স্পর্শ! প্রেম! তুমি বিশ্ববিজয়ী বটে, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত আর লোভীর কাছে তোমাকে মাথা হেঁট করতে হয়।

নসী। ছাড় বেইমান! ছাড়।

তৃতীয় দৃশ্য।

[তোরণ সম্মুখস্থ পথ]

গোরা ও হর।

গোরা। কিরে বেটা সুধু হাতে এলি যে?

হর। হুজুর! তুমি অন্তর্য্যামী।

গোরা। তাতো জানিরে বেটা! তারপর করলি কি? আমার বন্দী কোথায়?

হর। র'স হুজুর, তোমাকে একটা প্রণাম করি।

গোরা। প্রণাম ক'রে আমাকে ভোলাবি রে ব্যাটা!—আমার আসামী কই?

হর। আসামী আমি আর একদিন ধরে এনে দেব! আগে বল তুমি কে?

গোরা। আর একদিন আনবি কি?

হর। সে তুমি যখন হুকুম করবে। এখন এই গরীব ভৃত্যকে দয়া ক'রে বল, কে তুমি চিতোরে তোমার এ ভৃত্যকে ছল্‌তে এসেছ? লঙ্কা থেকে যখন এসেছ, তখন তুমি নিশ্চয় বিভীষণ। তুমি চার যুগের খবর জান।

গোরা। দেখতে পেলিনি?

হর। পাব না! তুমি যখন বলেছ ঠিক আছে, তখন পাব না! তুমি বিভীষণ—তুমি ত্রেতাযুগে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে বেড়িয়েছো, সুগ্রীব হনুমানের সঙ্গে প্রেম করেছ, তোমার কথা কি মিছে হয়? তুমি বলেছ পাব, আমি পাব না? পেয়েছিলুম।

গোরা। তারপর?

হর। ধরেছিলুম।

গোরা। তারপর?

হর। ছেড়ে দিলুম।

গোরা। ছেড়ে দিলি?

হর। তোমার দিদি বললে, "হরসিং ছেড়ে দাও"। মায়ের হুকুম, হরসিং অমনি ছেড়ে দিলে।

গোরা। দিদি বললে? বলিস্ কি? ব্যাপারটা কি বল্ দেখি?

হর। ব্যাপারটা নিশ্চয় কিছু আছে। বাদশার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

গোরা। হ্যাঁ!—

হর। আমার বোধ হয়, বাদশা তোমার বোনাই।

গোরা। ঠিক বুঝেছিস্—হর! ভগিনী আমার দিল্লীর রাণী। তাহ'লে ত বোনাইকে

ছাড়া কাজ ভাল হয়নি।—ভগিনী কোথা? সেই খানেই শালাকে ধরব—ধরে ঠিক করব। আবার বহিনের রাজ্য বহিনের হাতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

হর। তোমার বহিনই তার নিজের রাজ্য আদায় করে নিয়েছে।

গোরা। কি করে জানলি?

হর। দু'জনে দেখাদেখি ক'রে কথন হাসছে, কথন কাঁদছে। আমি চলে আসতে আসতে দেখলুম। কথা আর ফুরুল না দেখে চলে এলুম।

গোরা। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে।

হর। দেখছ না, এখনও এল না!

গোরা। দরকার নেই, বেশ হয়েছে। নিশ্চিন্ত! এতকাল পরে আমি নিশ্চিন্ত। নসীবনের কথা ভাবতুম, আর আমার পাষাণ প্রাণ গলে আসত—নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত।

হর। হুজুর—হুজুর!

গোরা। কি—কি?

হর। মামার বোনাই কি হুজুর?

গোরা। বাবা রে বেটা!

হর। তাহ'লে বাবা—বাবা—আসছে আসছে।

গোরা। কই—কই?

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

গোরা। আসুন সম্রাট: আসুন—আসুন। ঘর আমাদের পবিত্র হল!

আলা। গতরাত্রের যুদ্ধে আপনি কে?

হর। উনিই সে যুদ্ধের সেনাপতি।

আলা। আপনাকে সেলাম। আপনি সুদক্ষ নীতিকুশল সেনাপতি। আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন না?

হর। আজ্ঞে সেকি? আমি আপনার ভৃত্যতুল্য। তবে প্রভুর আদেশ—

আলা। আপনি ধর্ম্মবীর। আপনাকেও আমি সেলাম করি।

গোরা। কিছুনা কিছুনা—ওরে রাজাকে থবর দে।

আলা। আমি তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমি তাঁর গৃহে আজ অতিথি।

গোরা। আসুন—আসুন। পবিত্র হ'ল—গৃহ আমাদের পবিত্র হ'ল।

[সকলের প্রস্থান।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

সকলে। ওরে বাদশা—বাদশা—অতিথি—অতিথি—দেখবি চল্—দেখবি চল্।

চতুর্থ দৃশ্য।

[কক্ষ]

ভীমসিংহ, আলাউদ্দীন ও অনুচর।

ভীম। আতিথ্য ধর্ম্ম—আতিথ্য ধর্ম্ম! হে ভগবন্! ধর্ম্ম রক্ষা কর। অসম্ভব অতিথির প্রার্থনা। অতিথি-পরায়ণ বাপ্পারাওয়ের গৃহ। আমি তাঁর বংশের সন্তান—সেথানে সম্রাট অতিথি! তার অসম্ভব প্রার্থনা! সে আমার মহিষীর রূপ দেখতে চায়! হে ভগবন্! ধর্ম্ম রক্ষা কর।

আলা। মহারাজ!

ভীম। আজ্ঞা সম্রাট!

আলা। আমার প্রার্থনা?

ভীম। পূরণ অসম্ভব!

আলা। তাহ'লে আমাকে বিদায় দিন।

ভীম। সম্রাট! হিন্দুকুলকামিনীর অপরিচিত পরপুরুষ-সম্মুখে উপস্থিত হওয়া রীতি নয়।

আমার স্ত্রী আপনার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, আপনি তাঁকে আপনার সম্মুখে আসতে অনুরোধ করবেন না। কৃপা ক'রে, তাঁর দর্পণে প্রতিফলিত চিত্র নিরীক্ষণ করুন।

আলা। আপনার ও আপনার মহিষীর স্থবাদ—তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ভীম। শীঘ্র যাও—রাণীকে সংবাদ দাও।

[অনুচরের প্রস্থান।

আলা। ঈশ্বরের কৃপায় আমি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলুম। আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও আমি ধন্য, আপনাদের আতিথ্য গ্রহণেও আমি ধন্য।

(অনুচরের পুনঃ প্রবেশ)

অনুচর। মহারাজ!

ভীম। সম্রাট! প্রস্তুত হ'ন।

[পটপরিবর্ত্তন।]

আলা। একি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি! আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে আসছে। হে জীবনময়ী প্রতিমা! অবনমিত পলক একবার তোল—একবার হতভাগ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! প্রতিমূর্ত্তির ছায়ায় যদি প্রাণ বিজড়িত থাকে, যদি মনের কথা শোনবার তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহ'লে আমার নীরব আবেদনে কর্ণপাত কর! আমি তোমার ওই চিবুক সন্নিহিত তিলের জন্য—আমার সাম্রাজ্য তোমার পায়ে বিকিয়ে দিয়ে যাই।

ভীম। সম্রাট!

আলা। আমি সাম্রাজ্যপতি—কিন্তু রাজা আপনি দেবরাজ্যের ঈশ্বর।

ভীম। আর অপেক্ষা করবেন না?

আলা। না।

ভীম। তাহ'লে চলুন আপনাকে শিবির পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

আলা। আমাকে সকলে ধূর্ত্ত আলাউদ্দীন বলে। আপনি বিশ্বাস করে যাবেন কি করে?

ভীম। সম্রাট!— অল্পদিনমাত্র বাকী। এখন আর অবিশ্বাস ক'রে জীবনটাকে অসুখী করব কেন?

আলা। আপনার যদি কোনও অনিষ্ট হয়।

ভীম। আমার অদৃষ্ট।

আলা। আপনার মহিষীর?

ভীম। তাঁরও অদৃষ্ট। চলুন সঙ্গে যাই।

আলা। চলুন।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

[ভীমসিংহের কক্ষ]

মীরা ও বাদল।

মীরা। কেন বালক প্রতিদিন আপনাকে দুশ্চিন্তায় দগ্ধ কর।

বাদল। মহারাণী। আমার প্রতি রাণার অবিচার হয়েছে।

মীরা। ঠিক বিচারই হয়েছে।

বাদল। অরুণসিংহ ও আমার এক অপরাধ। তবু আমাদের দণ্ড আলাদা হ'ল। সে নির্ব্বাসনে যন্ত্রণা ভোগ করছে, আর আমি এখানে চিতোর মহিষীর আদর পাচ্ছি! এক অপরাধের এ বিভিন্ন ব্যবস্থা কেন? তার যখন নির্ব্বাসন হ'ল, তখন আমারও হ'ক।

মীরা। তুমি ত নির্ব্বাসিত হয়েই আছ বালক! চিতোর ত তোমার জন্মভূমি নয়!

বাদল। জন্মভূমি জননীর সঙ্গে সঙ্গে যায়। পিতৃব্যই আমাকে শৈশবে পালন করেছেন, আমি তাঁকেই জননী বলে জানি, তাঁর সঙ্গেই আমি সিংহলের সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে

চিতোরে এসেছি। সিংহলের জ্ঞান আমার অতি অল্প। চিতোরের বক্ষে পালিত হয়েছি, চিতোরী বালকদের সঙ্গে এই মায়ের কোলেই আশ্রয় পেয়েছি। অরুজী আমার খেলার সঙ্গী —অরুজী আমার ভাই—আমি রাণীকে পিসী বলি, আপনাকে মা বলি।

মীরা। বাদল! তবু আমার মনে সুখ নেই। তোমাকে গর্ভে না ধ'রে, সে নরাধমকে গর্ভে ধরলুম কেন?

বাদল। মহারাণী! রাণারও ভুল, তোমারও ভুল। অরুজী নরাধম নয়। তোমরা তার মনের অবস্থা কেউ জানলে না, বিচার করলে না।

মীরা। তবে বলি শোন বাপ্! আমিও তাই জানতুম—সে নরাধম নয়। কিন্তু বড় দুঃখ! সমগ্র দেশবাসী জানলে সে নরাধম। যাও বালক! আপনার কর্ত্তব্য করগে—তার চিন্তা ছেড়ে দাও!

বাদল। মহারাণী! তুমি কাঁদছ?

মীরা। না বালক! অযোগ্য পুত্রের বিয়োগে চিতোরের মহারাণী কাঁদে না।

বাদল। যথার্থ কথা বল দেখি রাণী, তুমি কি কাঁদছ না?

মীরা। তুমি একি বলছ বাদল?

বাদল। মায়াময়ী মা! তুমি কাঁদছ। মর্য্যাদার জন্য তুমি প্রাণপণ চেষ্টায় জল চোখে আনতে দিচ্ছ না। কিন্তু তোমার চোখ ফেটে যাচ্ছে, তোমার হৃদয়ের ভেতরে জলের ধারা ছুটেছে।

মীরা। বাপ্! ভগবান একলিঙ্গ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন! তোমাকে পুত্র বলে সম্বোধন করলেও আমার অনেক যন্ত্রণার লাঘব হয়। তেজোমাধুর্য্যময় সন্তান পেয়ে, রাণা বড় সাধে অভাগ্যের নাম অরুণ রেখেছিলেন। অমন সুন্দর কার্ত্তিকের তুল্য সন্তান—বাপ্পারাওয়ের বংশধর—সে বর্ত্তমান থাকতে, আজ কিনা সিংহলীবীর বাদশার আক্রমণ থেকে চিতোর রক্ষা করলে!

বাদল। আমাদের পর ভাবছ কেন মা?

মীরা। পর? বাদল! তোমরাই চিতোরেশ্বরীর আত্মীয়—তুমিই আমার সন্তান।

বাদল। দেখো মা—একদিন দেখো—দুই ভায়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কেমন শত্রু-কটক ভেদ করি, একদিন দেখো।

মীরা। তুমি বেঁচে থাক।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। মহারাণী! বড় বিপদ!

মীরা। বিপদ কি?

পরি। খুড়ো রাজা বাদশার শিবিরে গিয়েছিলেন। পাপিষ্ঠ বাদশা তাঁকে বন্দী করেছে।

মীরা। এমন কি কখন হ'তে পারে?

পরি। তাই হয়েছে—বাদশা বলেছে, "যতক্ষণ না রাণীকে আমাকে দেবে, ততক্ষণ তোমাকে মুক্ত করব না।"

মীরা। কি ঘৃণা—কি ঘৃণা!

(পদ্মিনীর প্রবেশ)

পদ্মিনী। বাদল! তখন মরবার জন্য কাতর হয়েছিলে. এখন মরবার সময় উপস্থিত—সঙ্গে এস।

মীরা। একি শুনছি খুড়ীমা?

পদ্মিনী। আর যে বলবার সময় নেই মা! বলেছিলুম ত কালনাগিনী আমি চিতোর সংসারে প্রবেশ করেছি। এখন যদি সে পিশাচের কাছ থেকে রাজাকে অক্ষত শরীরে ফিরিয়ে আনতে পারি, তবেই কথা কইব। নইলে মা, এই আমার শেষ কথা! আয় বাদল চলে আয়।

মীরা। একি ভবানী? চিতোরে একি অনর্থ উপস্থিত হ'ল মা? -একবার দাঁড়াও— আমি শুনেছি। এখন কি কর্ত্তব্য শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি।

পদ্মিনী। বেশ, তোমার সুমুখেই দরবার করি। তুমি একটু অন্তরালে দাঁড়াও। আলা-উদ্দীন দূত প্রেরণ করেছে। আমি দূত-মুখে উত্তর দেব। কি উত্তর দিই তুমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে শোন। যাও বাপ, পাঠনপতিকে এইখানে ডেকে আন।

[বাদলের প্রস্থান।

আর আমার মান অপমান কি আছে মা? প্রতি মুহূর্ত্তেই যখন বাদশার হারেমে বাঁদী হবার বিভীষিকা দেখছি, তখন নিরর্থক সরম দেখিয়ে কার্য্যহানি করি কেন?

[মীরার প্রস্থান।

(বাদল ও পাঠনপতির প্রবেশ)

পাঠন। এত রূপ! মানুষের এত রূপ! এ রূপ দেখে বাদশা উন্মত্ত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পদ্মিনী। আসুন রাজা! আপনি চিতোর-রাজের আত্মীয়—আমার পিতৃস্থানীয়—আপনি নিঃসঙ্কোচে কন্যার গৃহে পদধূলি দিন।

পাঠন। মা! আমি নরাধম! ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার। অপারগ-বোধে বাদশার বশ্যতা স্বীকার করেছি—এখন তার গোলামী করছি। তাই এই অপ্রিয় বিষয় নিয়ে আপনার সম্মুখে উপস্থিত।

পদ্মিনী। আপনি জানেন, আমার পিতা রাজা ভীমসিংহের কাছে কৃতজ্ঞ। সেই স্নেহময় পিতাকে স্মরণ ক'রে, স্বামীর ধর্ম্ম ও প্রাণ বজায় রাখতে, আমি সম্রাটকে ধরা দিতে ইচ্ছুক হয়েছি।

পাঠন। ইচ্ছুক হয়েছেন?

পদ্মিনী। সুধু স্বামীর বিপদ স্মরণ করে ইচ্ছুক হচ্ছি না। বুঝতে পারছি, সেই সঙ্গে চিতোরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। রাণা নেই— চিতোর রক্ষা করতে পারে, এমন একটী বীরও চিতোরে নেই—রাজা বন্দী। এ অবস্থায় আমার ধরা দেওয়া ভিন্ন চিতোর রক্ষার অন্য উপায় নেই।

পাঠন। তা যা বলেছেন, তা ঠিক। বাদশা আপনার প্রতিবিম্ব দেখে উন্মত্ত হয়েছে। সে আপনাকে দিল্লীতে না নিয়ে ছাড়বে না। আপনি আত্ম-সমর্পণই করুন। তাহ'লেই সকল দিক রক্ষা হবে।

(মীরার প্রবেশ)

মীরা। আপনি কি ক্ষত্রিয়?

পাঠন। হ্যাঁ-হ্যাঁ—আমি—আমি—ক্ষত্রিয় বই কি।

মীরা। মিথ্যা কথা!—ক্ষত্রিয়ের মুখ দিয়ে একথা বেরুতে এই প্রথম শুনলুম।

পদ্মিনী। মীরা চুপ কর।—ওঁর অপরাধ কি?

মীরা। ওঁর অপরাধ কি?—রাণা চিতোরে নেই, নইলে কি অপরাধ তিনি তোমার শত্তনে গিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার! তুমি না তোমার পত্নীর পালঙ্কের পার্শ্ব দিয়ে বিদেশীকে এনে, আমাদের ধ্বংস করতে এসেছ?

পাঠন। না—না—তা—আমি চললুম।

পদ্মিনী। যাবেন না—আমার বক্তব্য শুনে যান। চিতোর বাঁচাতে হ'লে আমাকে যেতেই হবে।

মীরা। কি বলছ রাণী?

পদ্মিনী। তোমার শুনতে কষ্ট হয়, তুমি চলে যাও। রাজা আপনি বাদশাকে গিয়ে

বলুন। তবে আমি রাণী—আমার সাতশো সখী সাতশো পালকী নিয়ে সম্রাট শিবিরে উপস্থিত হবে। কিন্তু সাবধান! পথে কেউ পালকী খুলে যেন আমাদের কারও অমর্য্যাদা না করে? তারাও সম্ভ্রান্ত মহিলা।

পাঠন। বাপ.! কার সাধ্য? তাহ'লে আমি এই সংবাদ বাদশাকে দিইগে?

পদ্মিনী। যান।—কি মা! মনে মনে আমাকে ঘৃণা করছ?

[পাঠনপতির প্রস্থান।

মীরা। মা! রূপে রাণী, আবার বুদ্ধিতেও তুমি রাণী তা জানতুম না। পাপক্ষালনের জন্য তোমায় প্রণাম করি।

বাদল। আমি বুঝেছি—আমিও একটা পালকীতে চড়ব।

পদ্মিনী। প্রতিশোধ—মীরা! প্রতিশোধ!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[শিবির সম্মুখ]

নসীবন ও আলাউদ্দীন।

গীত।

অরুণ দেখিয়া, পূরব চাহিয়া, ধরিনু প্রভাতী গান।
এস এস বলি, দিনু হিয়া খুলি, দিতে গো পিয়ারে স্থান॥
ছাড়িল গগন আঁধার সঙ্গ
অরুণে অরুণে মিলিল রঙ্গ—
উঠিল প্রাণে প্রেম তরঙ্গ, ভাবি দুঃখ নিশি অবসান।
আকুল নয়নে হেরিতে ছবি
দেখিনু জাগিয়া নিদাঘ রবি—
প্রখর কিরণে জ্বলিয়া মরিনু, যাতনায় দহে প্রাণ॥

আলা। নসীবন! তুমি কাঁদছ? মুখ ফেরালে যে? আমার মুখ দেখবে না? না দেখ, মুখ ফিরিয়েই আমার একটা কথা শোন। তোমার ক্রন্দনের সুর কি মিষ্টি! কি হৃদয়গ্রাহী! আমারও ওরূপ কাঁদতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু নসীবন! সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নিয়ে আমি এত ব্যস্ত যে, নিশ্চিন্ত হয়ে দুদণ্ড কাঁদবারও অবকাশ পাচ্ছি না!

নসী। তোমার সে দিন আসতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

আলা। বল নসীবন, তাই বল—তাই আশীর্ব্বাদ কর। কাঁদলে মানুষের হৃদয় প্রশস্ত হয়। কাঁদতে না পেয়ে, আমার প্রশস্ত হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

নসী। দুনিয়ার লোককে তুমি কাঁদাচ্ছ, শয়তান! তোমার হৃদয় প্রশস্ত!

আলা। নসীবন। দুনিয়ায় যদি শয়তান না থাকত, তাহ'লে মানুষকে স্বর্গের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত কে? এই দেখ না, যারা ভুলেও এক দিন ধর্ম্মের নাম করত না, তারা আমার তাড়নায় অস্থির হয়ে কাঁদছে, আর দু'হাত তুলে ঈশ্বরকে ডাকছে। যারা কেবল এতদিন নরকে যাবার পথ পরিষ্কার করছিল, তারা আমার ভয়ে স্বর্গের অভিমুখে ছুটেছে। শয়তানকে নিন্দা ক'র না নসীবন! শয়তান না থাকলে এত দিন স্বর্গের খুঁটী আলগা হয়ে যেত। এই তোমার বাপ্ মৃত্যুকালে আমায় কত আশীর্ব্বাদ করে গেলেন। বললেন, "সম্রাট! তুমি ধন্য! তুমিই আজ আমার জীবনের স্পৃহা মিটিয়েছ, তুমিই আমাকে অমূল্য ফকীরী দান করেছ।"

নসী। সম্রাট্! আমি ভিখারিণী ব'লে আমার সঙ্গে এরূপ মর্ম্মান্তিক রহস্য করবেন না।

আলা। রহস্য? উজীর-পুত্রী! রহস্য করা আমার স্বভাব নয়। যা বলি, সে সমস্ত আমার প্রাণের কথা। বেশ, রহস্যই যদি বললে, তাহ'লে বলি, দুনিয়াই একটা বিরাট রহস্য! গোল বটে,

কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নয়—কমলালেবুর ন্যায় উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা—কি রহস্য, কি রহস্য! তার ভেতরে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র রহস্য তুমি ও আমি। অর্থাৎ এক মানব দম্পতির একাংশ বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলাউদ্দীন, অপরাংশ ভিখারিণী বেগম নসীবউন্নীসা।

নসী। সম্রাট! আমায় হত্যা করতে চান ত হত্যা করুন। অথবা আমাকে মুক্ত করুন। আর বন্দিনী রাখাই যদি আপনার অভিপ্রায়, তাহ'লে আর আপনি আমার কাছে আসবেন না। যদি আসেন, তাহ'লে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আপনার প্রদত্ত অন্নজল ত্যাগ করব।

আলা। হত্যা? তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, তোমাকে আমি হত্যা করব? আমার সিংহাসনের পাশে বসতে ধর্ম্মতঃ তোমারই একমাত্র অধিকার! তুমি বেঁচে আছ জেনে, আমি সিংহাসনের সে অংশ আজও শূন্য রেখে দিয়েছি।

নসী। যে রাজপুতনী বিধবাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, তাকে কোথায় রাখবেন?

আলা। ও সম্রাটের হারেমের উদ্যান-শোভাকরী কুসুমিতা লতা। বাগান সাজাবার জন্য দিল্লী নিয়ে যাচ্ছি। ও ত সবে একটী—বাগান সাজাতে হ'লে ওরূপ দু'দশটা না হ'লে চলবে কেন? একটী এনেছি, আর একটী আজ আনছি। নসীবন! দ্বিতীয় কুসুম-লতা চিতোরের রাণী পদ্মিনী।

নসী। মিথ্যা কথা!

আলা। একটু অপেক্ষা কর, তাহ'লেই বুঝবে।

নসী। আমি দেখলেও বিশ্বাস করি না।

আলা। তাহ'লে আর কি করব!

নসী। যে পতিব্রতার উপদেশে তোমার মত নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন স্বামীর উপর আমি ঘৃণা পরিত্যাগ করেছি, সেই সতীত্ব-ঐশ্বর্য্যময়ী, পদ্মিনী স্বামী পরিত্যাগ করে তোমার কাছে আসবে?

আলা। আসবে কি আসছে—এতক্ষণ এল।

নসী। তাহ'লে বুঝব, দুনিয়াটা রহস্য বটে!

আলা। মুক্তিলাভ কর, আর মুক্ত চক্ষে রহস্যটা নিরীক্ষণ কর।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা! আপনি নাকি রাণী পদ্মিনীর লোভে সম্রাটের নীতি ত্যাগ করেছেন? রাজা ভীমসিংহকে মুক্তি দিচ্ছেন?

আলা। কে তোমাকে একথা বললে?

কাফুর। সমস্ত শিবিরে, ওমরাওদের মধ্যে, সৈন্য মধ্যে এ কথা প্রচারিত।

আলা। তোমার কি তাই বিশ্বাস হয়?

কাফুর। বিশ্বাস না হবার কথা। কিন্তু দেখলুম, রাণী পদ্মিনী ও তার সহচরীগণ রাজা ভীমসিংহের বিনিময়ে আপনাকে আত্মসমর্পণ করতে আসছেন।

আলা। বিনিময় ত এখনও হয়নি সেনাপতি! তাদের আসতেই দাও।

কাফুর। দেখবেন সম্রাট! আমি একমাত্র পণে আপনার নকুরী গ্রহণ করেছি।

আলা। ভয় নেই! তুমি এই সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে যাও; যেন নিরাপদে ছাউনীর বাইরে উপস্থিত হতে পারে।

[নসীবন ও কাফুরের প্রস্থান।

(বাদলের প্রবেশ)

আলা। কি বালক-বীর! তবে নাকি তুমি চিতোরী নও?

বাদল। আগে ছিলুম না সম্রাট! এখন হয়েছি। তোমার উৎপীড়নে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সিংহল পর্য্যন্ত সব হিন্দুরাজ্য এক হ'তে চলেছে। তাই সিংহলের অধিবাসী হয়েও আমি আজ চিতোরী।

আলা। তুমি সিংহলী?

বাদল। হাঁ!

আলা। রাণী পদ্মিনী তোমার কে হয়?

বাদল। পিতৃস্বসা।

আলা। রাণী কতদূর?

বাদল। তিনি আপনার শিবির-দ্বারে। কিন্তু তাঁর একটা আবেদন আছে।

আলা। কি আবেদন, বল।

বাদল। তিনি বলেছেন, স্বামীর সঙ্গে যখন চিরবিচ্ছেদ, তখন একবার তাঁর কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করবেন। আপনি অনুমতি দিন।

আলা। বেশ, অনুমতি দিলুম। তুমিই তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।—তোমার সেই তলোয়ার ত ভাই?

বাদল। হাঁ জাহাপনা, আপনার দত্ত দান।

আলা। তুমি আমার সঙ্গে দিল্লী যাবে?

বাদল। (স্বগতঃ) দেখি কতদূর কি হয়! কে কোথায় থাকে, কে কোথায় যায়!

(নেপথ্যে পালকী বাহকের শব্দ)

আলা। যাও ভাই—রাণীকে ভীমসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও।

[বাদলের প্রস্থান।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। এই কি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা সম্রাট? সাম্রাজ্যের প্রলোভন দেখিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করলেন?

আলা। শঠে শাঠ্য বিধিবিধান্—শঠে শাঠ্য। [আলাউদ্দীনের প্রস্থান।

কমলা। হা ভগবান! কি করলুম! ধর্ম্মও হারালুম, স্বামীও হারালুম!

সপ্তম দৃশ্য।

[শিবিরাভ্যন্তর]

খোজা ও বাঁদীগণ—পালকীর ভিতরে গোরা।

(খোজা ও বাঁদীদের কোলাহল)

১ম খোজা। উঃ! বেগম সাহেবের কি রূপ!

সকলে। তুলনা নেই, তুলনা নেই, তুলনা নেই!

১ম স্ত্রী। তবু এখনও পালকী মোড়া।

সকলে। রূপ ঝরছে।

১ম স্ত্রী। পালকী ফুঁড়ে চারিদিকে রূপের ছটা ছুটো-ছুটি করছে। দোর খুলে দে—এই বড় খোজা, পাল্কীর দোর খুলে দে।

১ম খোজা। উঃ বাপ্! কি এঁটে গেছে!

১ম স্ত্রী। ওরে! তাহ'লে শিগ্‌গির খোল্। বেগমসাহেব হাঁপাচ্ছেন।

সকলে। শিগ্‌গির খোল।

১ম খোজা। ও বাবা! ভারী জোর লাগে।

১ম স্ত্রী। এই সর্ব্বনাশ করলে! ওরে তাহ'লে আগে খোল্।

সকলে। আগে খোল।

১ম খোজা। ভেতর থেকে আঁটা—বেগমসাহেব ধ'রে আছেন।

১ম স্ত্রী। ওমা দোর খুলুন।

গোরা। আমার প্রাণেশ্বর কই?

১ম স্ত্রী। আসছেন, আসছেন—দোর খুলতে খুলতে তিনি এসে পড়লেন!

গোরা। এসে পড়বেন? এসে পড়বেন!

(বহির্গমন)

সকলে। আহা! কি রূপ!

গোরা। যা বলেছ! আমার নিজের রূপে আমি নিজেই পাগল! (অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

১ম স্ত্রী। ও আল্লা! একি!

সকলে। ওরে বাবা! একে?

নেপথ্যে। হর-হর-হর-হর।

সকলে। ওরে মেরে ফেললে, মেরে ফেললে! দুসমনদু—সমন।

(সকলের পলায়ন

নেপথ্যে। দুসমন—সাতশো পালকীভরা দুসমন। জাঁহাপনা হুঁসিয়ার। দুসমন।

নেপথ্যে। হর-হর-হর-হর!

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। দাদা! যোড়া আগলাও, আমি রাজার পালকী রক্ষা করি।

গোরা। জলদি যাও—জলদি যাও। হর হর। (প্রস্থান)

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। দলে দলে চেপে পড়, রাজাকে যেতে দিয়ো না। যে আটকাতে পারবে রাজ্য বক্‌সিস দেব। যাও, যাও—পাকড়ো, পাকড়ো

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা! কি খবর?

আলা। সেনাপতি! এই মুহূর্ত্তে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে লক্ষ্মণ সিংহের চিতোরে ফেরবার পথ রোধ কর। প্রাণপণে তাকে বাধা দাও। যতদিন না চিতোর ধ্বংস করতে পারি, ততদিন সে যেন তোমাকে অতিক্রম করতে না পারে। জলদি যাও, জলদি যাও।

কাফুর। যো হুকুম!

অষ্টম দৃশ্য।

[প্রান্তর]

ভীমসিংহ।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

ভীম। হে চিতোরের মর্য্যাদারক্ষক ছদ্মবেশী দেবতা! ফেরো ফেরো—আমি নিরাপদ হয়েছি—ফটকের মুখে এসেছি। ফেরো বাদল—ফেরো মাতুল—ফেরো। শ্রাবণের বারি-ধারার মত বাদলের গায় অস্ত্র পড়ছে—ফিরে এস ক্ষুদ্রবীর! ফিরে এস দেবসেনাপতি স্কন্দ—অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর বেষ্টনে পড়ে, প্রাণ হারিয়ো না।

সরদার। রাজা এদিকে আসুন—এদিকে আসুন—বিশ হাজার শত্রু সৈন্য পশ্চাতের দুর্গ-প্রাচীর ভাঙতে নিযুক্ত হয়েছে।

ভীম। এদিকে বালক যে আর রক্ষা পায় না।

সরদার। সে আমি দেখছি, আপনি দুর্গ-প্রাচীর রক্ষা করুন। নইলে সব কার্য্য পণ্ড হবে।

ভীম। আমাকে একটু অগ্রসর হয়ে স্থানটা দেখিয়ে দাও।

সরদার। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গোরার প্রবেশ)

গোরা। বস্, সব মান রক্ষা হয়েছে—ভগবন্! এইবারে এই শবস্তূপের মধ্যে বসে একটু তোমার জয়ধ্বনি করি। আমার সময় হয়েছে! হৃদয়বিদ্ধ—রক্তস্রোত ক্রমে নিশ্চল হয়ে আসছে! এইত দেখছি এখানে কতক-গুলো বাদশার সৈন্যের মৃতদেহ—এর একটাকে তাকিয়া করে বসা যাক্।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। এই যে দাদা! তুমি এসে পড়েছ? তোমার আশীর্ব্বাদে এদিকের আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করেছি।

গোরা। বেশ করেছ, এইবারে ভাই আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা কর।

বাদল। সেকি দাদা! তুমি বাঁচলে না?

গোরা। না দাদা! বাঁচা হ'ল না! বুকে অস্ত্র বিঁধেছে। ভাই, আমার একটী কাজ কর। না, তুমিও যে দেখছি ভাই ক্ষতবিক্ষত দেহ! তাহ'লে যাও, তোমার পিসীমার কাছে যাও। মা আমার তোমার চিন্তায় ছটফট করছেন—মহারাণী ঘরবার করছেন—যাও ভাই, তাঁদের দেখা দিয়ে তাঁদের আনন্দ বিধান কর।

বাদল। শত্রু ফিরিয়ে বড়ই আনন্দে আসছিলুম যে দাদা! সে আনন্দে বাদ সাধলে —বাঁচলে না?

গোরা। আমার বাঁচার কাজ হয়ে গেছে। তুমি বেঁচে থাক—চিতোরের সেবা কর।

বাদল। কি বলছিলে দাদা?

গোরা। আর বলব না।

বাদল। না দাদা—বল। আমার এ সব সামান্য আঘাত। আমি তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে ত যেতে পারব না।

গোরা। তাহ'লে এক কাজ কর—অর্জ্জুন ভীষ্মের শরশয্যা করেছিলেন, তুমি আমার নরশয্যা ক'রে দাও।—দাও দাদা! আর বসতে পারছি না।—ক্রমে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ছে। একটা মাথায়, দু'টো দু'পাশে, একটা পায়ে—দাও দাদা!—আ! কি সুখের শয্যা—কি সুখের মরণ!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। দাদা! দাদা! ঈশ্বরদত্ত সহোদর একি? আমি যে বড় আনন্দে আসছি! একি করলে ভাই?

গোরা। কেও নসীবন! এসেছ! বড় সুসময়ে এসেছ। ভাই বাদল! আমার এই দুখিনী ভগিনীটীর ভার গ্রহণ কর।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[পার্ব্বত্য কানন]

লক্ষ্মণ ও অজয়।

অজয়। মহারাণা! সর্ব্বস্থানেই সন্ধান নিলুম। কোনও স্থানে আমাদের সৈন্যের সহিত বাদশার সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়নি।

লক্ষ্মণ। কিছু বুঝতে পারলে?

অজয়। বাদশা এ সকল পথ দিয়ে দিল্লীতে ফেরেনি।

লক্ষ্মণ। তা ত ফেরেনি, গেল কোথা?

অজয়। আমার বোধ হয়, দাক্ষিণাত্যের পথে বাদশা সৈন্য নিয়ে চলে গেছে।

লক্ষ্মণ। না অজয়সিংহ।

অজয়। তাহ'লে বোধ হয়, মুলতানের পথে দিল্লীতে ফিরেছে।

লক্ষ্মণ। না ভাই, তাও নয়। আরাবলীর পথে, সিরোহীর পথে, আর আজমীরের পথে সৈন্য স্থাপন ক'রে বাদশার দিল্লী ফেরবার পথ রোধ করতে গিয়ে, আমি নিজে গৃহ প্রবেশের পথ রোধ করেছি।

অজয়। বলছেন কি মহারাণা?

লক্ষ্মণ। আর একটু মেবার মুখে অগ্রসর হলেই সব বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে, বাদশা বিনা যুদ্ধে গুজরাট জয় ক'রে, রাণীকে অপহরণ ক'রে, তার রাজ্যের সমস্ত সরদারের

সহায়তা লাভ ক'রে—আমার ভয়ে পালায় নি। একটা প্রবল জাতির সঙ্গে সম্মিলিত, লক্ষ বিজয়ী সেনার অধিনায়ক দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দিনের দেশে পালিয়ে যাবার কোনও কারণ আমি দেখতে পাইনি।

অজয়। দিল্লীতে ফেরেনি, পঞ্জাবে প্রবেশ করেনি, দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অগ্রসর হয়নি, তাহ'লে বাদশা গেল কোথায়?

লক্ষ্মণ। যে গুজরাটীর সাহায্যে আমি চলেছিলুম, পথে যখন সেই গুজরাটী সৈন্য কর্ত্তৃক বাধা পেয়েছি, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তারপর ফেরবার মুখে, যখন পত্তনরাজ্যপ্রান্তস্থ দুর্গে পাঠনি-রাজপুত আমাকে এক দিনের জন্যও বিশ্রাম করতে দেয়নি, তখনই আমার আশঙ্কা হয়েছিল। ভাই! এখন আতঙ্ক!

অজয়। আপনার কি বোধ হচ্ছে, আলাউদ্দিন চিতোর অভিমুখে চলেছে?

লক্ষ্মণ। চলেছে কি—এসেছে!

অজয়। কেমন ক'রে বুঝলেন?

লক্ষ্মণ। এই পথের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ না! যে পথে দিবারাত্রির মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের জন্যও লোক চলাচল বন্ধ থাকে না, দস্যুভয় নেই বলে যেটা রাজোয়ারার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য পথ, তাতে আজ লোক নেই। এই সারা দীর্ঘ পথ শ্মশানতুল্য নির্জ্জন।

অজয়। সেটা আমিও দেখছি, দেখে বিস্মিত হচ্ছি।

লক্ষ্মণ। ভাই! আমি ধূর্ত্ত আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়েছি।

অজয়। কোন্ পথ দিয়ে গেল?

লক্ষ্মণ। আমাদের ঘরের লোক যদি শত্রু হয়, তাহ'লে পথ পাবার ভাবনা কি?

অজয়। তাহ'লে কি পাঠনরাজ্যের মধ্য দিয়ে গেল?

লক্ষ্মণ। আমার তাই বিশ্বাস। পত্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, মরুভূমি পার হয়েছে।

অজয়। তাই যদি আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে, তাহ'লে রাত্রিমুখে এখানে আর আমাদের বিশ্রাম করবার প্রয়োজন কি?

লক্ষ্মণ। সম্মুখে খান্দোয়ানার ঘন-বনাচ্ছন্ন গিরিপথ। রাত্রিমুখে সমস্ত সৈন্য নিয়ে এই পথে প্রবেশ করতে পারবে? কৃষ্ণপক্ষের রজনি চন্দ্রালোকের পর্য্যন্ত প্রত্যাশা নেই।

অজয়। নাই বা থাকল, আপনি আদেশ করলেই পারি!

লক্ষ্মণ। তাহ'লে প্রস্তুত হও। হ'ক অন্ধকার—পথে আমি মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট করতে সাহস করছি না। তুমি যাও, রন্ধ্র-মুখ পরীক্ষা করতে সর্ব্বাগ্রে চর-সেনা প্রেরণ কর।

[অজয়ের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। তাইত করলুম কি? এক প্রতারকের কথায় বিশ্বাস ক'রে মূর্খতার পরাকাষ্ঠা দেখালুম? বৃদ্ধ রাজার ওপর শিশু নারীগুলোর ভার দিয়ে, সমস্ত সবল রণক্ষম দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এই দীর্ঘকাল মরীচিকার সঙ্গে ছুটোছুটি করে এলুম!

(বাদল ও নসীবনের প্রবেশ)

নসী। প্রায় সমস্ত গিরিপথ বাদশার সৈন্য ঘেরে ফেললে। আজ রাত্রের মধ্যে রাণা যদি এ দুর্গম স্থান পার না হ'তে পারেন, তাহ'লে ত কখনই হতে পারবেন না। এ দিকে কালকের মধ্যে সৈন্য নিয়ে তিনি যদি চিতোরে উপস্থিত হ'তে না পারেন, তাহ'লে ত চিতোর গেল। কি সর্ব্বনাশ হ'ল ভাই, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

বাদল। কই রাণার আসবার কোনও ত লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না দিদি! কিন্তু আমিও ত আর থাকতে পারি না! চিতোর পরিত্যাগ ক'রে বহুদূর এসে পড়েছি, বিপন্ন বৃদ্ধ রাজাকে একা ফেলে রেখে এসেছি! এখনও পর্য্যন্ত ফিরে যাবার এক পথ আছে, দেরি করলে আর যে সে পথ পাব না! শেষে কোন কাজে আসব না! না বাহিরে থেকে সাহায্য করতে পারব, না চিতোরে থেকে শেষক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুকে বাধা দিয়ে, রাজার পাশে ধূলি-শয্যায় শয়নের সুখ পাব! দিদি! আর আমি থাকতে পারি না।

ন। তাহ'লে তুমি ফের।

বাদল। এই সম্মুখে গুজরাটের পথ। তুমি এই পথ ধ'রে অগ্রসর হও।

লক্ষ্মণ। কেও?

বাদল। কেও রাণা! জয় একলিঙ্গের জয়। দিদি! রাণাকে পথ দেখাও, পথ দেখাও।

লক্ষ্মণ। কি সংবাদ? কি সংবাদ?

বাদল। আমার বলবার সময় নেই রাণা। রাণা! দিগ্‌ব্যাপিনী অনলশিখা ক্ষুধার্ত্ত হয়ে চিতোরকে রসনায় বেষ্টিত করেছে! রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমি বিপন্ন রাজাকে আপনার আগমন বার্ত্তা দিতে চললুম। (প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। কেও—মা?

নসী। রাণা! আমাকে ও মধুর নামে সম্বোধন করবেন না। আত্মসন্তানঘাতিনী নাগিনীকে যদি আপনি ওই পবিত্র আখ্যার অধিকারিণী মনে করেন, তাহ'লে আমি মা।

লক্ষ্মণ। তুমি আর ওই বালক ছাড়া কি চিতোর থেকে আমার কাছে সংবাদ পাঠাবার পর্য্যন্ত লোক নেই?

নসী। বুঝতেই ত পেরেছেন। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবেন না। অবকাশ পাই, আপনাকে সমস্ত ইতিহাস বলব। তবে এমন দুঃসময় রাণা, বুঝি চিতোরীর বীরত্বের সে উজ্জ্বল অক্ষর আপনার চক্ষে ধরতে পারলুম না! তুর্কী-দেশীয় মুসলমানী আমি—পার্ব্বত্যজাতীর ভিতর হ'তে উদ্ভূত হয়ে, রণকোলাহল নিনাদিত নির্ম্মম তুষারাচ্ছন্ন শৈলের শৃঙ্গে শৃঙ্গে এক সময় বন্য বাঘিনীর ন্যায় বিচরণ করেছি! পিতার সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী দেশ থেকে, কত সশস্ত্র লোকারণ্যের মধ্য দিয়ে সেই সুদূর বাঙ্গলা দেশ পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এসেছি। কিন্তু মৃত্যু-রাজ্যে উল্লাসময়ী প্রেমতরঙ্গিনী প্রবাহিত হয়, এ আমি কখন দেখিনি! মহারাজ! আপনার দেবরাজ্যে এসে তা দেখেছি।

লক্ষ্মণ। বলি মা! চিতোরকে রক্ষা করতে পারব?

নসী। ওপরে চাও রাণা! তোমাদের কোন্ দেবতা মরা ফিরিয়ে দেয়, তার আবাহন কর।

লক্ষ্মণ। এস মা! তাহ'লে সঙ্গে এস। তোমরা যখন এসেছ, তখন পথে বোধ হয় বিপদ নেই।

নসী। সমস্ত পথ অবরুদ্ধ। আমরা অতি কষ্টে শত্রুর অজ্ঞাত পথ দিয়ে এসেছি। এসেছি কিন্তু বোধ হয় একা আর সে পথে ফিরতে পারি না।

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। যাও, অদূরে সন্নিবিষ্ট আমার শিবির। এই আমার পাঞ্জা নাও, কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ কর। [নসীবনের প্রস্থান।

অজয়। রাণা! সকলে প্রস্তুত—আপনার আদেশের অপেক্ষা।

লক্ষ্মণ। সমস্ত পথ শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ।

অজয়। সমস্ত!

লক্ষ্মণ। সমস্ত। কেবল আমাদের মন্ত্রগুপ্ত পথটী অবশিষ্ট আছে। সুতরাং এক কার্য্য কর। তুমি অন্যান্য রাজকুমার, চিতোরী সরদার ও কিয়দংশ সৈন্য নিয়ে, সেই পথ দিয়ে চলে যাও। অতি সাবধানে, অতি সঙ্গোপনে সেই পথ অবলম্বন করবে। সে পথ দেবতারও অজ্ঞেয়। চিতোরের ধ্বংস সম্ভাবনা না হ'লে সে পথের ব্যবহার নিষিদ্ধ। যখন খুল্লতাত সে পথে লোক পাঠিয়েছেন, তখন চিতোর রক্ষা তাঁর অসাধ্য হয়েছে ব'লেই পাঠিয়েছেন। সে পথের অস্তিত্ব তিনি জানেন, আমি জানি, আর জানেন চিতোরের রাজপুরোহিত। অন্যের জানবার অধিকার নাই। এস ভাই, তোমাকে সেই পথ দেখিয়ে দিই। একেবারে ভবানী-মন্দিরের মধ্যে উপস্থিত হবে।

অজয়। অন্যের পক্ষে যখন সে পথ জানা নিষিদ্ধ, তখন আমাকে সে পথ জানাচ্ছেন কেন রাণা?

লক্ষ্মণ। বুঝতেই ত পারছ, আমি চিতোরে উপস্থিত হ'তে পারি কি না সন্দেহ।

অজয়। তাহ'লে আপনিই সেই পথে যান না কেন?

লক্ষ্মণ। ভাই! এ সঙ্কট সময়ে আমাকে বাধা দিও না।

অজয়। না রাণা! ভৃত্যের প্রতি এরূপ আদেশ করবেন না। পিতার সাহায্যে আমাকে প্রেরণ করছেন, কিন্তু পিতা যদি শোনেন, আমি আপনাকে বিপদের সমস্ত ভার বহন করতে রেখে, তাঁর সাহায্যে চিতোরে এসেছি, তাহ'লে সাহায্য নেওয়া দূরের কথা, তিনি আমার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করবেন না। আমি শত্রুকটক ভেদ করতে করতে অগ্রসর হই, আপনি সমস্ত রাণাবংশধরদের নিয়ে গুপ্তপথে চিতোরে প্রবেশ করুন।

লক্ষ্মণ। তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময়ও নাই। সুতরাং গত্যন্তরও নাই। তবে এস।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পার্ব্বত্য পথ]

বাদল।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

বাদল। তাইত! এ যে বড় মুস্কিলে পড়লুম! গুহামুখ যে আর খুঁজে পেলুম না! যুদ্ধ বেধেছে—ঘোর যুদ্ধ বেধেছে! অন্ধকারে শত্রুতে শত্রুতে আলিঙ্গন! কি রণউল্লাস! কি রণউল্লাস? আমি করলুম কি—আমি করলুম কি! না চিতোরে প্রবেশ করতে পারলুম—না রাণার সাহায্য করতে সক্ষম হলুম! সময়টা বৃথা গেল! কোন কাজে এলুম না! কি রণউল্লাস! হর-হর হর-হর—চিতোরীর রণকোলাহল! কি মত্তমাতঙ্গের উৎসাহে চিতোরী বীর রন্ধ্রমুখে প্রবেশ করছে। হা ভগবন্! হা একলিঙ্গ! আমি সুধু দাঁড়িয়ে কোলাহল শুনতে রইলুম! এ অন্ধকারে এ দুরারোহ পর্ব্বত শৃঙ্গে, সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, যেন সাক্ষীগোপালের মত দাঁড়িয়ে রইলুম!

(নেপথ্যে রণকোলাহল)

[বাদলের প্রস্থান।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। সব কৌশল ব্যর্থ হ'ল। চিতোরীর গতিরোধ করতে পারলুম না। এ আমাদের অপরিচিত দেশ, আমরা বাধা দেবার যোগ্যস্থান গ্রহণ করতে পারিনি। চিতোরীরা আমাদের

ওপর নিয়েছে। আর বেশীক্ষণ থাকলে বিপদে পড়তে হবে। সম্পূর্ণ পরাজয়—প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব না।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। শত্রুরা ওপর নিয়েছে। পাথর গড়াচ্ছে। পাথরের আঘাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সৈন্য সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে।

(রণকোলাহল)

কাফুর। আর নয় ফেরো—জাঁহাপনার সৈন্যের সঙ্গে যোগদান কর। যথেষ্ট কার্য্য হয়েছে। অর্দ্ধেক চিতোরীর সংহার করেছি। চলে এস, চলে এস। (প্রস্থান)

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। কি দুঃখ ! কি আক্ষেপ ! একজন সরদারের অভাবে আমি শত্রুগুলোকে নির্ম্মূল করতে পারলুম না ! একজন—একজন,—এ পার্ব্বত্য স্থানে কে কোথায় একজন রাজপুত সেনানায়ক আছ, শীঘ্র এস—আমার সমস্ত সঙ্গী-সরদার প্রাণ দিয়েছে। আমি একা আছি—একজনের অভাবে আমি শত্রুসৈন্যকে বেড়াজালে ঘেরে মারতে পারছি না।

(অরুণসিংহের প্রবেশ)

অরুণ। খুল্লতাত ! আমি আছি।

অজয়। তুমি ! কে তুমি ? অরুণসিংহ ! তুমি আজও বেঁচে আছ !

অরুণ। খুল্লতাত ! মৃত্যু হয়নি। কিন্তু মরণ আমার ভাল ছিল। আমি মরণের চেয়ে সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করতে, অনুতাপানলে দগ্ধ হ'তে বেঁচে আছি। আমাকে আদেশ কর, আমি অবশিষ্ট সৈন্যের ভার নিয়ে এ যুদ্ধে তোমার সহায়তা করি।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। অজয়সিংহ ! আমি আছি।

অজয়। এই যে, এই যে, শীঘ্র এস— অর্দ্ধেক সৈন্যের ভার গ্রহণ ক'রে তোমাকে শত্রু সংহার করতে হবে। পার্ব্বত্য দেশ পার হবার পূর্ব্বে, যেমন ক'রে হ'ক তাদের শেষ করা চাই।

বাদল। বেশ এখনি চল।

অরুণ। খুল্লতাত ! আমি ?

অজয়। রাণার আদেশ ভিন্ন আমি তোমার সাহায্য গ্রহণ করতে পারি না।

অরুণ। চিতোরের এ বিপদে আমি যোগ দিতে পারব না ?

অজয়। আমি এর উত্তর দেবার অধিকারী নই।

বাদল। কেও অরুণসিংহ ! ভাই তুমি ?

অজয়। সিংহলী বীর ! কথা কইতে চাও ত কথা কও, আর চিতোর রক্ষা করতে চাও ত চক্ষের পলক ফেলবার অবকাশ গ্রহণ ক'র না— আমার সঙ্গে এস।

বাদল। চল।

[অজয় ও বাদলের প্রস্থান।

(অরুণের অবনত মস্তকে উপবেশন)

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা। কিগো ! মাথায় হাত দিয়ে বসলে যে !

অরুণ। কেও, রুক্মা !

রুক্মা। হাঁ গোলমাল শুনে, তুমি ব্যাপারটা কি জানতে এলে, তা পথের মাঝে এমন ক'রে মাথা গুঁজে বসে রইলে কেন ? একিগো ! তুমি বসে কাঁদছ ?

অরুণ। রুক্মা ! বৃথাই আমি বাপ্পারাওয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলুম ! আমি বংশযোগ্য কোনও কাজ করতে পারলুম না।

রুক্মা। কি করতে চাও ? চুপ ক'রে রইলে কেন ?

অরুণ। কি বলব ?

রুক্মা। বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন ? আমার জন্য যদি তুমি কাজে বাধা পাও, তাহ'লে তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর না কেন ? তুমি রাজার ছেলে, তুমি আমার সঙ্গে বনে বনে ঘোর, এটা আমার ভাল দেখায় না।

অরুণ। রুক্মা! তাতেও যদি দেশের কাজ করতে পারতুম, তাহ'লে তোমার হাত দু'টী ধ'রে তোমার মত প্রিয় সামগ্রীর কাছ থেকেও আমি জন্মের মতন বিদায় গ্রহণ করতে পারতুম! কিন্তু রুক্মা তাতেও আমার পাপক্ষয় হয় না—আমি নির্ব্বাসিত। আত্মীয় বন্ধুরও ঘৃণার পাত্র।

রুক্মা। আমায় বুঝিয়ে বল দেখি ব্যাপার কি! কিসের গোলমাল জেনে এলে ?

অরুণ। জেনেছি—শত্রু এসে চিতোর আক্রমণ করেছে। তাদের সঙ্গে চিতোরীর খান্দোয়ানা গিরিপথে যুদ্ধ বেধেছে।

রুক্মা। তারপর ?

অরুণ। আমার খুল্লতাত কুমার অজয়সিংহ সেই জন্য কোনও চিতোরী বীরের সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। শুনে সাহায্য করতে ছুটে এলুম। কিন্তু আমি নির্ব্বাসিত ব'লে খুল্লতাত আমার সাহায্য গ্রহণ করলেন না। সেই যে বালককে আমার সঙ্গে বনে দেখেছিলে, সেও সেই কথা শুনে এইখানে এসেছিল। খুল্লতাত তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। সে বালক আমার বাল্য-সখা। সেও আমার পানে ফিরে চাইলে না! রুক্মা বড় অপমান! আমার আর বাঁচবার ইচ্ছা নেই।

রুক্মা। বড়ই অপমান—আমারও মর্ম্মভেদ হয়ে গেল! আমারও বাঁচবার ইচ্ছা নেই।

অরুণ। এ অপমানের জ্বালা সহ্য করার চেয়ে মরা ভাল।

রুক্মা। বড় অপমান! আমার জন্যই তোমাকে এই অপমান সহ্য করতে হ'ল! আমি হতভাগী সে দিন তোমাকে যদি সঙ্গে করে না আনতুম!

(রাহুলের প্রবেশ)

রাহুল। মেয়ে জামাই যে অন্ধকারে বেরুলো, তা কোন্ চুলোয় গেল ?

রুক্মা। কেও, বাবা এলি ?

রাহুল। এই যে, এখানে দুজনে কি গুজ গুজ করছিস ?

রুক্মা। বাবা! আমরা প্রাণ রাখব না।

রাহুল। কেন রে ?

রুক্মা। না বাবা! প্রাণে আর সুখ নেই

রাহুল। কেন রে? মাঝখান থেকে প্রাণটার ওপর রাগ হয়ে গেল কেন ?

রুক্মা। তোর জামাইয়ের বড় অপমান করেছে।

রাহুল। কে অপমান করলে ?

রুক্মা। কিগো—কি হয়েছে বল না।

অরুণ। আর বলব না।

রাহুল। আমার আত্মীয় স্বজনের ভেতর কেউ ?

রুক্মা। তারা করবে কেন ? তারা কি এমন হীন ? করেছেন ওঁরই আত্মীয়—কাকা। শত্রু এসে চিতোর আক্রমণ করেছে, সেই জন্য খান্দোয়ানার পাহাড়ে লড়াই বেধেছে। তোমার জামাই দেশের জন্য লড়াই করতে চেয়েছিল, ওঁর কাকা ঘৃণা ক'রে ওঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সাহায্য নেয়নি; বলে তুমি নির্ব্বাসিত।

রাহুল। এই! তাই বল্। তাতে অভিমান কি ? জন্মভূমি ত রাজার একার নয়। জন্মভূমি রক্ষা করা রাজা প্রজার সমান অধিকার। তোমার আত্মীয়েরা তোমার প্রতি যেরূপ

ব্যবহার করেছে, তাতে তাদের কাছে তোমার যাওয়াই অন্যায় হয়েছে। কেন? আমরা গরিব হয়েছি বলে কি মরে গেছি? যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, আমার ত আত্মীয় স্বজন আছে, তাদের আমি ডেকে দি। যাও, তাদের নিয়ে লড়াই দাও। তুমি আমার বনভূমের রাজা। তোমার প্রজারা হাসতে হাসতে তোমার জন্য প্রাণ দেবে!

রুক্মা। তবে আবার কি, ওঠ।

রাহুল। যা বেটী, তোর ভাইদের খবর দে। আমি ডঙ্কা দি। এস বাপ্! দেশের জন্য প্রাণ দিলে যদি তোমার অপমানের প্রতিশোধ হয়, এস আমরা সবাই মিলে তোমার জন্য প্রাণ দি।

তৃতীয় দৃশ্য।

[ভীমসিংহের কক্ষ]

পদ্মিনী ও মীরা।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

পদ্মিনী। মা মীরা! যা বলেছিলুম, তাই হ'ল! ধ্বংসরূপিণী চিতোরে এসে এমন সোণার চিতোর ধ্বংস করলুম!

মীরা। ও কথা ব'ল না মা! তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী। কমলার প্রাণ তোমার ওই কমণীয় মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দেবতার বাঞ্ছনীয় জ্ঞানে রাণা তোমাকে চিতোরের মন্দিরে আবাহন ক'রে এনেছিলেন। জয়লক্ষ্মীজ্ঞানেই মুসলমান সম্রাট তোমাকে চিতোরের হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। তোমার জন্য চিতোরী প্রাণ দেবে, এ ত চিতোরীর সৌভাগ্য! ওসব কথা মুখেও এনো না মা! সুখে মরতে চলেছি, আমাদের মরতে দাও। এখন আদেশ কর, আমরা কি করব?

সমস্ত পুরবাসিনী নববেশ-ভূষিতা হয়ে, বরণডালা মাথায় নিয়ে অগ্নিকুণ্ড সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তারা নবরাজ্যে গিয়ে তাদের অগ্রগামী স্বামীদের বরণ করবে।

পদ্মিনী। একবার মাত্র রাজার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মীরা। কিন্তু আমার আর অপেক্ষা সইল না—রাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল না!

(নেপথ্যে—হর-হর-হর-হর-হর)

পদ্মিনী। রাণা এসেছেন—রাণা এসেছেন। ওই চিতোরী সৈন্যের উল্লাস কোলাহল।

(নেপথ্যে—রাণা—রাণা—ওই—রাণা)

ওই শোন মা! ওই শোন রাণার জয়-ধ্বনিতে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে!

মীরা। মুখ রাখ মা ভবানী—মুখ রাখ!

পদ্মিনী। রাণার মর্য্যাদা রাখ মা! রাণার মর্য্যাদা রাখ।

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। রাণী!

পদ্মিনী। কি সংবাদ রাজা? রাণার সংবাদ কি?

ভীম। রাণা এসেছে—কিন্তু রাণী! বড় অসময়—এসে ফল হ'ল না! দুরাত্মা সম্রাট, নগর প্রাচীর ভেঙে সহরে প্রবেশ করেছে। অসংখ্য সৈন্য নিয়ে দুর্গ ঘেরেছে। শত্রু অসংখ্য—রাণার সৈন্য মুষ্টিমেয়। পরিণাম কি বুঝতে পারছি না! দুর্গপ্রাচীরের বাইরে ভবানী-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রান্তরে দুই দলে ভীষণ সংগ্রাম বেধেছে। কিন্তু রাণী! অনন্ত শত্রু-সৈন্য সাগর মধ্যে রাণার সৈন্য ডুবে গেল!

মীরা। খুল্লতাত! রাণা কি সমরশায়ী হলেন?

ভীম। আর ত তাকে ভাসতে দেখলুম না মা! দেখবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম। দেখতে না পেয়ে, শেষে সংবাদ দেবার জন্য চলে এসেছি।

পদ্মিনী। তাহ'লে আমরা প্রস্তুত হই?

ভীম। প্রস্তুত হও। আমি দুর্গ প্রবেশে বাধা দিতে নিযুক্ত আছি। সুধু তোমাদের সংবাদ দিতে এসেছি। দাঁড়াতে পারলুম না—তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা স্থির কর। আমি চললুম—ভাবে বুঝছি, এই চলাই আমার শেষ। (নেপথ্যে—রণশব্দ) দুর্গদ্বারে শত্রু চেপেছে। আত্মরক্ষা কর—জয় একলিঙ্গের জয়! মা চিতোর সম্রাজ্ঞী! আর এখানে নয়, সকল সতীকে সঙ্গে নিয়ে সমবেতকণ্ঠে তোমরা উপর থেকে চিতোরের উপর আশীষ বর্ষণ কর—বল মা! যেন চিতোরের রাজবংশ ধ্বংস না হয়।

(প্রস্থান)

মীরা। রক্ষা কর ভবানী—রক্ষা কর।

পদ্মিনী। রক্ষা কর শঙ্কর! রক্ষা কর। এস মা সব চিতোরকুললক্ষ্মী! যে যেখানে আছ, এস পবিত্র জহরব্রত লয়ে চিতোরকে আশীর্ব্বাদ করবার সময় এসেছে। পবিত্র ধর্ম্মবহ্নি—আশীর্ম্মুখী হয়ে, কোটী বাহু বিস্তার ক'রে সবাইকে হিন্দু-সতীর চিরাধিষ্ঠিত দেশে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে।

মীরা। স্বামী পুত্র আমাদের সমরানলে আত্মাহুতি দিতে ছুটেছে। এস আমরা তাদের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে, ধর্ম্মানলে আপনাদের আহুতি দিই।

চতুর্থ দৃশ্য।

[মন্দির প্রাঙ্গণ]

লক্ষ্মণসিংহ।

লক্ষ্মণ। তিন তিনবার আক্রমণ আমার ব্যর্থ হ'ল! সংহার ক'রে ক'রেও শত্রুর শেষ হ'ল না! একের মৃত্যুতে শত্রু সহস্র মূর্ত্তি ধ'রে রক্তবীজের মত আমাকে গ্রাস করতে এল! আর আমার কিছু নেই। সুধু রাজকুমার কয়টী অবশিষ্ট। এ ক'টীকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে কি চিতোর রাজবংশ ধ্বংস করব? কি কর্ত্তব্য কিছুই ত স্থির করতে পারছি না! এদিকে আমি সৈন্যের অভাবে চরণ থাকতেও চলচ্ছক্তিহীন হয়ে ভবানীর আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ওদিকে দুর্গমধ্যে রাজা ভীমসিংহ সমস্ত পুরবাসিনীদের নিয়ে বন্দী, শত্রু ভীমবলে দুর্গদ্বার আক্রমণ করেছে। হাজার হাজার বাদশার সৈন্য, এদিকে আমার গতিরোধ করবার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে।

(নেপথ্যে শব্দ)

ওই দুর্গদ্বার ভেঙ্গে গেল! ওই দেখতে দেখতে জহরব্রতের আগুন জ্বলে উঠল! হা ভবানী! আমি সুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম! না, এ দৃশ্য আর দেখতে পারি না। ক্ষত বিক্ষত দেহের যন্ত্রণা, এ দর্শন-যন্ত্রণার তুলনায় অতি তুচ্ছ।

(মস্তক অবনত করিয়া উপবেশন)

নেপথ্যে। ময় ভুঁখা হো—

লক্ষ্মণ। একি ভীষণ দৈববাণী! দৈববাণী না স্বপ্ন!

(ছায়ামূর্ত্তির প্রবেশ)

ছা-মূ। ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা।

লক্ষ্মণ। কে তুমি?

ছা-মূ। আমি চিতোর-রক্ষিণী মাতৃকা।

লক্ষ্মণ। এমনি ক'রে কি তুমি চিতোর রক্ষা করছ?

ছা-মূ। বড় ক্ষুধা।

লক্ষ্মণ। সমস্ত চিতোরীকে খেয়েও তোমার ক্ষুধা মিটল না!

ছা-মূ। আহার অযোগ্য—জন্মভূমি যদি রাখতে চাস, ত শ্রেষ্ঠ পুষ্প পূজা দে—রাজ-প্রাণ বলি দে।

লক্ষ্মণ। তাহ'লে চিতোর রক্ষা হবে? যথার্থই যদি চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী মা হ'স, তাহ'লে ঠিক বল্—আমি এখনি আত্ম-প্রাণ বলি দি।

ছা-মূ। যদি চিতোরের দ্বাদশ রাজকুমার এক এক ক'রে শত্রুর সুমুখে গিয়ে, তার অসিতে মুণ্ড দিয়ে আমার পূজা দেয়, তবেই চিতোর রক্ষা হবে।

লক্ষ্মণ। রক্ষা হবে?

ছা-মূ। মূর্ত্তি ফিরবে।

লক্ষ্মণ। একাদশ রাজকুমার অবশিষ্ট—তার মধ্যে একজন নির্ব্বাসিত। আর আছি আমি।

ছা-মূ। যথেষ্ট।

লক্ষ্মণ। সব গেলে, চিতোর ভোগ করতে রইবে কে?

ছা-মূ। অবিশ্বাস! ময় ভুঁখা হো—

(প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। অপরাধ হয়েছে মা! ফের ফের।

ছা-মূ। (নেপথ্যে) ময়—ভুঁখা হো।

লক্ষ্মণ। তাইত! চিতোরই যদি গেল, তাহ'লে আমাদের প্রাণে আর প্রয়োজন কি?

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। মহারাণা—মহারাণা!

লক্ষ্মণ। এই যে ভাই এসেছ! শুনলে?

অজয়। কি মহারাণা?

লক্ষ্মণ। এই মৃত্যু—যবনিকাবৃত প্রান্তরে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী—ক্ষুধার্ত্তা—কাতর কণ্ঠে আমার কাছে কি নিবেদন ক'রে গেল শুনলে না?

অজয়। না, কিছুই ত শুনতে পাইনি!

লক্ষ্মণ। 'ময় ভুঁখা হো' ব'লে অবশিষ্ট বাপ্পারাও বংশধরগণকে তার ক্ষুধার ঘর পূরণ করবার নিমন্ত্রণ ক'রে গেল! সঙ্গে তোমার আর কেউ আছে?

অজয়। নেই বললেই হয়—যারা চিতোরে পৌছেছে, তারা অর্দ্ধমৃত।

লক্ষ্মণ। বেশ হয়েছে। তাদের বিশ্রাম দাও—তুমি এস! [উভয়ের প্রস্থান।

(রাহুল, অরুণ ও রুক্মার প্রবেশ)

রাহুল। ভাবনা কি? দুর্গমুখে যাবার সুগম পথ পেয়েছি—নে রুক্মা তোর ভাইদের খবর দে।

রুক্মা। দেখ বাবা! যেন মান থাকে। শত্রু অনেক!

রাহুল। হ'ক না—আমরা নিশাচর—রাত্রে মোষ বরা মারি—এমন সুবিধের অন্ধকার—ভয় কি? যা মা চলে যা—তোর ভাইদের খবর দে।

অরুণ। দেরী ক'রনা রুক্মা, দেরী ক'র না—ওই দেখ দুর্গমধ্যে অগ্নিশিখা আকাশ মুখে ছুটেছে—জানি না কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

রাহুল। চলে চল—

(বাদল ও সহচরগণের প্রবেশ)

বাদল। ভাই সব—সহর জনশূন্য—কেবল কেল্লা ঘেরে শত্রু। বাদশা কেল্লা দখল করেছে—রাণাকেও দেখতে পাচ্ছি না, অজয়সিংহকেও দেখতে পাচ্ছি না—তাঁদের

সৈন্য, অপরাপর রাজকুমার, কারো কোন খবর নেই—বোধ হয় মরেছে। সুতরাং দুর্গ আমাদের দখল করতেই হবে। কেউ থাক্, না থাক্—কেল্লা দখল আমাদের করতেই হবে।

সকলে। কেল্লা দখল আমাদের করতেই হবে।

রাহুল। দেখত রাজকুমার কারা হল্লা করতে করতে আসছে। আওয়াজে চিতোরী ব'লে বোধ হচ্ছে।

বাদল। যদি মরি কেল্লার ভিতরে মরব—বাইরে নয়।

অরুণ। কে তুমি?

বাদল। তুমি কে—আরে কেও ভাই? অরুজী—পালাচ্ছ নাকি?

রুক্মা। পালাও তুমি—আমরা এগুলে পালাতে জানি না।

রাহুল। ঝগড়া নয়—ঝগড়া নয়—

রুক্মা। তুমি আমার স্বামীর অপমান করেছ।

বাদল। কেল্লা দখল ক'রে যদি বাঁচি, তখন এসে আর একবার করব।

অরুণ। তুমি অগ্রে দখল করবে?

বাদল। একটু পরে দেখতেই পাবে।

অরুণ। বেশ, তাই ভাল—চল দেখা যাক, কে আগে দখল করে।

সকলে। চল—চল—জয় একলিঙ্গের জয়—জয় ভবানীর জয়। [সকলের প্রস্থান।

(অজয় ও লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

অজয়। দোহাই রাণা! আমাকে আদেশ করুন—আমার আর সব ভাইদের সঙ্গে আমিও মাতৃমন্দিরে আত্মবলি প্রদান করি। আদেশ দিন রাণা—আদেশ দিন।

লক্ষ্মণ। তা দেব না। আমি চিতোরের রাণাবংশ ধ্বংস হ'তে দেব না। রাণার মেবার রাণারই থাকবে, অন্যের হ'তে দেব না। এই নাও, আমার মুকুট নাও। নিয়ে কৈলোয়ারের গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমিই এখন হ'তে মেবারের রাণা। (প্রস্থান)

অজয়। তবে যাও রাণা! মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে পা দিয়েছ—আর একটু পরেই নিয়তির কবাট রুদ্ধ হ'য়ে তোমাকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। তোমার আদেশ কখন লঙ্ঘন করিনি, এসময়ও করতে পারলুম না। তবে এ মুকুট আমার নয়—আমি রাণার ভৃত্য—রাণাবংশধরের জন্য এ মুকুট তুলে রাখলুম। অরুণসিংহকে জীবিত দেখেছি—আমি তার সন্ধানে চললুম। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

[তোরণ]

দুর্গদ্বারে বাদল—প্রাচীরোপরি রুক্মা ও অরুণ।

বাদল। ভাঙ্গো—দরজা ভাঙ্গো। যেমন ক'রে পার ভাঙ্গো। হুঁসিয়ার, অরুজী যেন না আগে প্রবেশ করতে পারে। তারা মই সংগ্রহ করেছে, পাচিলে উঠতে চলেছে। এখনি আমাকে হারিয়ে দেবে। পারলে না—এখনও পারলে না!

রুক্মা। ভাঙলে—ভাঙলে—নেমে পড়—নেমে পড়—আমি বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে আছি। যে শত্রু তোমার পেছনে আসবে তারেই সংহার করব। নেমে যাও—নেমে যাও—জয় ভবানী, জয় ভবানী।

বাদল। ওই সেই বুনোর মেয়ের উল্লাস-শব্দ! দরজা ভাঙ্গো—ভাই দরজা ভাঙ্গো।

সৈন্য। হ'ল না, হ'ল না। হাতী মাথা দিয়ে হেরে গেল।

বাদল। পাবলে না—পারলে না? তাই'লে আমি বুক দিই, তোমরা প্রাণপণে আমার পিঠে আঘাত কর। ঠেলো—ঠেলো।

সৈন্য। দোহাই প্রভু!

বাদল। ঠেল নরাধম! শিগ্‌গির ঠেল। ভবানীর দিব্য আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর। জয় ভবানীর জয়—

অরুণ। জয় ভবানীর জয়।

রুক্মা। জয় ভবানীর জয়—(অবতরণ) (দ্বার উন্মোচন)

বাদল। ভাই! আমি আগে। (পতন ও মৃত্যু)

অরুণ। না ভাই, আমি আগে। (নেপথ্য হইতে মুসলমান সৈন্য কর্ত্তৃক শরাহত) রুক্মা! রুক্মা! (পতন ও মৃত্যু)।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[দুর্গাভ্যন্তর]

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। ওরে বাবা! সুধু রাণা নয়—দানা। আর না, পালা পালা—'ময় ভুঁখা হো' সব খেলে পালা।

২য় সৈন্য। জলজলে চোক, লকলকে জিব-কড়কড়ে দাঁত, লগবগে হাত—বাপ! কি চেহারা!—পালা।

(নেপথ্যে—ময় ভুঁখা হো)

সকলে। পালা—পালা। (পলায়ন)

(পাঠনরাজের প্রবেশ)

পাঠন। আগুন—আগুন—দাউ দাউ দাউ আগুন জলেছে—এ আগুনের ঝাঁঝ, তাতে সতীর দেহের আঁচ—বাপ! এ আগুনের তাপ সহ্য করা আমার কর্ম্ম নয়।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। কোথায় যাও পত্তনরাজ। এস চিতোরের সিংহাসন গ্রহণ কর।

পাঠন। এসে জাঁহাপনা—এসে। এখন বড় আঁচ—কাঠের সিংহাসন ছাই হবে, সোণার সিংহাসন গলে যাবে, হীরে-জহরাত উপে যাবে, এসে জাঁহাপনা—এসে। (পলায়ন)

আলা। হে ঈশ্বর! এ আমাকে কি দেখালে? ধর্ম্মের জ্যোতি নির্ব্বাপিত করতে গেলে সহস্রধারে প্রবাহিত হয়, শাস্ত্রে শুনেছিলুম—চক্ষে দেখিনি। তোমার কৃপায় আজ দেখলুম। আমার ভবিষ্যৎবাসের জন্য যদি ভীষণ নরকেরও সৃষ্টি করে থাক, তাতেও আমার আর আক্ষেপ নাই। এ স্মৃতি যদি সেখানে নিয়ে যেতে পারি, তাই'লে সে স্মৃতির সুখস্পর্শে নরকের যন্ত্রণা আর অনুভবে আসবে না। এই জহর ব্রত! ধন্য ব্রত! আর ধন্য তোমরা ব্রতধারিনী!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। নিষ্ঠুর সম্রাট! একি অগ্নি প্রজ্বলিত করলে?

আলা। নসীবন! দেখছ? কি সুন্দর দৃশ্য! সুধু অগ্নি দেখলে? আর কিছু দেখলে না? সেই প্রজ্বলিত অনলশিখা-শিরে চেপে, এক একটী দেববালা নিজ নিজ স্বামীর হাত ধ'রে শত পরী-পরিবেষ্টিতা রাশি রাশি স্বর্গীয় ফুলবিভূষিতা হয়ে কোন্ দেবরাজ্যে চলে গেল!

নসী। নরপিশাচ! না না—এল না! নারকীয় সহস্র নামে তোমাকে সম্বোধন করব বলে ছুটে আসছিলুম, কিন্তু কথা মুখে এল না। নিষ্ঠুর! সতীর এ কার্য্য দেখে, এই অপূর্ব্ব শিক্ষা পেয়ে তোমাকে আর আমি কিছু বলতে পারলুম না। যাও, ধ্বংসের কোথায় কি অবশিষ্ট রেখেছ—নিষ্পন্ন কর।

আলা। আর কিছু নেই নসীবন। সব শেষ করেছি, চিতোর ধ্বংস করেছি, আর কিছু

নেই নসীবন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ক্রুদ্ধ হয়ো না নসীবন! ভাগ্যে আমি নিষ্ঠুর হয়েছিলুম, ভাগ্যে আমি শক্তিমান, ক্রুর, জেদী হয়েছিলুম, তাইতে জগত এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে কল্পনার চক্ষুকে চরিতার্থ করলে! কি অদ্ভুত, কি লোমহর্ষণ! —অথচ কি সুন্দর!

নসী। হা ঈশ্বর! এ কার সঙ্গে কথা কচ্ছি? এ কে?

আলা। জ্ঞানহীনে বলবে সয়তান। কিন্তু যে জ্ঞানী সে ঈশ্বরের অংশ বলবে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে চক্ষের পলকে লক্ষ লোকের ধ্বংস হয়। করে কে? যে করে—আমি তার অংশ।

নসী। কিছুমাত্র তোমার প্রাণে অনুতাপ এল না?

আলা। কিছু না। আমার দেহের ধ্বংস হবে, আমার খিলিজী বংশের বিলোপ হবে, কিন্তু এই যে জাতিটেকে চিরদিনের জন্য জীবিত রেখে গেলুম, তাতে আমার অনুতাপ করবার কি আছে?

নসী। জাতির আর কি রইল সম্রাট! রাণাবংশ ধ্বংস।

আলা। মিছে কথা। খুঁজে দেখ, কোথাও না কোথাও আছে। নিশ্চয় আছে! এ জাতির ধ্বংস হতেই পারে না, নিশ্চয় আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। ভগবন্! দয়া ক'রে আমাকে চিতোরের দ্বারে মাথা রেখে মরতে দাও। আর কিছু চাই না! এ কি? সহস্রবার চেষ্টা করেও যে দুর্গ-দ্বারের কাছে আমি উপস্থিত হ'তে পারিনি, সে দ্বার উন্মুক্ত করলে কে?

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা। পিতা! আমার স্বামী ও বাদল।

লক্ষ্মণ। তাইত—তাইত—একি?—একি? —মায়াবিনী রাক্ষসী? বাদল—বাদল—অরুণ —অরুণ! মায়াবিনী রাক্ষসী! আমাকে মিথ্যা বাক্যে প্রতারিত ক'রে আমার বংশ নির্ম্মূল করলি! অরুণ পিতার আদেশ পালন করতে মৃত-দেহে চিতোর-ভূমিস্পর্শ করেছে! দে রাক্ষসী! কোথায় আছিস, আমার একটা বংশধর ফিরিয়ে দে।

(ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব)

ছায়ামূর্ত্তি। দিয়েছি রাণা—পুত্রবধূকে রক্ষা কর। তার পবিত্র-গর্ভে বাপ্পারাওয়ের বীর বংশধরকে লুকিয়ে রেখেছি। সেই পুত্র হ'তে আবার চিতোরের মুখ উজ্জ্বল হবে। তোমাদের পবিত্র নামে চিতোর জয়যুক্ত হ'ল। চিতোরী বীরের এই আত্মবলিদানে মন্ত্রপূত ভারত অমর হ'ল। আজিকার রক্তে হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ-গগন অরুণ রেখায় রঞ্জিত হ'ল।

(অন্তর্দ্ধান)

রাণা। কৈলোয়ার দুর্গে তোমার খুল্লতাত —মা! সেথায় যাও। আশীষ নাও।

আলিবাবা।

(রঙ্গনাট্য)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

পাত্র।		
আলিবাবা		
কাসিম	...	আলিবাবার ভ্রাতা।
হুসেন	...	আলিবাবার পুত্র।
আবদাল্লা	...	খোজা ক্রীতদাস।
মুস্তাফা	...	জনৈক মুচী।

দস্যু-সর্দ্দারগণ, বান্দাগণ, দস্যুগণ,
ইয়ারগণ ও হাকিম।

পাত্রী।		
ফতিমা	...	আলিবাবার স্ত্রী
সাকিনা	...	কাসিমের স্ত্রী
মর্জ্জিনা	...	ঐ ক্রীতদাসী

বাঁদিগণ, প্রতিবেশিনীগণ ও
নর্ত্তকীগণ।

প্রস্তাবনা।

বাজে কাজে মিন্‌সেকে আর যেতে দেব না।
নিত্যি বনে পাঠিয়ে দেব, পরব কত সোণা দানা।
বনের ভেতর মোহরের বাগান,
মোহর ফলেছে থান থান,
নাড়লে পড়ে যেন পাকা ধান ;—
ঝেঁকে মেপে তুল্‌ব ঘরে কারুর তাতে নাই মানা॥

আলিবাবা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাসিমের গৃহপ্রাঙ্গণ।

(মর্জিনার প্রবেশ)

গীত।

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল,
এত্তা বড় বাড়ী এসমে এত্তা জঞ্জাল।
হর্‌দম্ লাগতা ঝাড়ু, তববি অ্যায়সা হাল্॥
অন্দরমে বাহারমে সবমে সমান,
জঞ্জাল পুরা হুয়া বর্‌বাদ তামাম্;
ময়লা মোকাম্—
বড়ি ময়লা মোকাম
ময়লা মনিম্ মেরা—লেংরা বেচাল।
দিল্ ময়লা বিবি মেরা হাজির হামেহাল॥

আবদালা! আবদালা!

আব। (নেপথ্যে) হুজুর—জনাব—খোদাবন্দ!

(আবদালার প্রবেশ ও গীত)

আয়া হুকুম বরদার্।
আয়া হুকুম বরদার্॥
বড়ি কামপিয়ারা হরদম্ লেও ভরপুর কাম্‌দার॥
দেখো যেত্তা কালা রং
আখের তেত্তা জবর ঢং,
সারা ঝট্‌পট্ কাম কর্‌নেওয়ালা সাঁচ্চা সমজদার।
বহুৎ খোসমেজাজি রাজি বিবি মালিক মহলাদার॥

(গীতান্তে)। আরে কেও? বেগম সাহেব? মর্জিনা খানুম্?

মর্। যে দিন বেগম হ'ব, সে দিন তোকে হাজার কোড়া লাগাব।

আব। আঃ বাঁচলেম! বড় সখ ছিল, এক দিন তোর হাতের কোড়া খাই। আল্লার কিরে বলে রাখছি, যখন বেগম হবি, তখন তোকে পিঠটে জায়গির দেব।

মর্। বড় মস্করা কচ্চিস্ যে! আমি কি বেগম হ'তে পারি না?

আব। দেখ বাঁদি—থুড়ি, বিবি সাহেব! রোগ নেই, শোক নেই—খোস মেজাজে,

বহাল তবিয়তে, হেসে হেসে মরে যাব, সেটা কি দেখতে ভাল হবে? ও কথা ছাড়ান দাও, বিবি সাহেব, ও কথা ছাড়ান দাও।

মর্। ফের মস্করা! তবে আমি যেমন করে পারি বেগম হ'ব।

আব। আমিও কণ্ঠায় কণ্ঠায় মার খাব।

মর্। আমি বেগম হয়েছি জেনে রাখ্।

আব। ইস্! তাই বটে, আমার পিঠটে সড় সড়্ করছে!

সাকিনা। (নেপথ্যে) মর্জিনা!

মর্। বিবি সাহেব!

আব। মর্জিনা, একটু আড়াল কর, পালাই।

মর্। চল্লি কেন? একটা কথা আছে শোননা!

আব। এর পর বিবিজান. আমার হাই উঠ্ছে! বেগম সাহেবের হাঁক শুন্লেই আমার (নিদ্রায় অভিনয়) তোবা তোবা [প্রস্থান।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। কোথায় তুই, মর্জিনা?

মর্। হুকুম, বিবি সাহেব!

সাকিনা। আবদালা পাজি কোথায় গেল?

মর্। তোমার কথা শুনে পালাল।

সাকিনা। কাসিমকে বলে তাকে বেচে ফেল্তে হবে। তার বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে।

মর্। কোন কাজ আছে কি?

সাকিনা। একবার আলির স্ত্রীর কাছে যা ত। বলে আয়, আজ আমাকে পাঁচ মণ কাঠ দিতে হবে।

মর্। আচ্ছা। [প্রস্থান।

(কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। দেখ বাজারে যখন কাঠ মেলে, তখন আলির স্ত্রীর সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা কচ্ছো কেন?

সাকিনা। আপনার জা—তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কর্তে দোষ কি?

কাসিম। না, সে সব হবে না। ও মাগীকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। স্বধু ওটাই কেন, ও মাগীর ডাল পালা সব। আলিটাকেও দেখতে আমি পছন্দ করি না। সে কাঠুরে, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

সাকিনা। সে ত তোমারই ভাই।

কাসিম। না না, আমি ওমরাও—সে কাঠুরে; কাঠুরের সঙ্গে ওমরাওয়ের সম্পর্ক থাকতেই পারে না। সম্পর্ক রাখতে গেলে কোরাণঘটিত দোষ হয়।

সাকিনা। ভাগ্যি শ্বশুরের বিষয় পেয়েছিলে, তাইতে ভাইয়ের সম্পর্কটা উড়িয়ে দিলে। নইলে তোমারও যে কাঠ বইতে বইতে মাথায় টাক পড়ত।

কাসিম। সেটা তোমার অদৃষ্টে নয়—আমার অদৃষ্টে। আমাকে সাদী করেছিলে, তাই তোমার বাপের ছেলে হয় নি। নইলে আর কারও হাতে পড়লে, ছেলে ছেড়ে ছেলের চৌদ্দপুরুষ হয়ে যেত। আমার নসীবে ওমরাওগিরী আছে, আমি মরে মরেও, ওমরাও হতুম; কিন্তু তোমাকে বিবিজান আজন্ম কাঠকুড়ুনী হয়ে থাক্তে হত। যাক্, শোন, আলির স্ত্রীর সঙ্গে বেশী মাথামাথি ক'র না।

সাকিনা। তুমি দেখছি নেহাত গাড়োল। আমায় কি তেমনি মেয়ে পেলে যে, কারও সঙ্গে বিনা কাজে মাথামাথি করি?

কাসিম। তা জানি, তা জানি, তুমি আমার তেমন মেয়ে নও, তা কি জানি না? তবে সে মাগী থাকে থাকে আমাদের বাড়ী আসে কেন বল্তে পার?

সাকিনা। আমি আলির স্ত্রীর কাছে কাঠ খরিদ করি। বাজারের চেয়ে দেড়া সস্তায় পাই।

কাসিম। বটে, বটে!

সাকিনা। আর খাঁটী গুঁড়ির কাঠ, ডাল পালা নেই।

কাসিম। বটে, বটে!

সাকিনা। আর দশ বার সের ফাউ।

কাসিম। বটে, বটে!

সাকিনা। আর ফাঁকি ফুঁকি দিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলে, দু'বার গায়ে হাত বুলিয়ে আরও দশ বার সের—

কাসিম। বটে বটে, বল কি? আমি যে হাসি রাখতে পারছিনি।

সাকিনা। তারপর হিসেবের সময় গোলে-মালে সিকি বাদ। বুঝ্লে, মিয়া সাহেব?

কাসিম। (উচ্চহাস্য)

সাকিনা। এখন বল, তার সঙ্গে মাখামাখি করে কি মন্দ কাজ করেছি?

কাসিম। মন্দ—কোন্ বে-আকুক্ বলে মন্দ? খাসা কাজ, তোফা কাজ। এ রকম কাজ খুব কর। কিন্তু দেখো, যেন ভুলে তাকে নেমন্তন্ন করে বস না।

সাকিনা। আমি কি ভোলবার মেয়ে?—

কাসিম। তাইত তাইত, তুমি কি আমার ভোলবার মেয়ে—তবু কি জনি, সাবধান করে রাখছি। খাঁকৃতির পেট, গোগ্রাসে গিলবে। বুঝেছ বিবি, পাঁচজনের খোরাক একলা মেরে দেবে। সাবধান! সাবধান!

সাকিনা। ভয় নেই, ভয় নেই—তুমি খানার বন্দোবস্ত কর। রাত্রে ক'জন আসবে?

কাসিম। বেশী নয়।

সাকিনা। তবে এই বেলা আয়োজন কর।

কাসিম। আমি চল্লেম।

সাকিনা। এস ভাই এস।

(মর্জিনা ও ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা।— (গীত)

(ও মোর দিদি) কেনে ডাক দিছিস্ মোকে।
আমার কি ছাই আগুন পোষায় এ বিহানের ঝোঁকে॥
রেতের বেলি মরদ কাটে কাট,
বিহান্ হলি আমার বাড়ে নাট,
ভিজে কাঠ বাছি কি ঘুঁটে বেচি
(বুন্) হয় মহা ঝঞ্ঝাট
এটা কর্ত্তে, হয়না ওটা, সে মরে বোকে॥

ফতিমা। কেন বোন, এমন অসময়ে আমায় ডেকে পাঠিয়েছ?

সাকিনা। এই বোন, আমাকে আজ পাঁচ মণ কাঠ পাঠিয়ে দিতে হবে। দর কত পড়বে?

ফতিমা। তোমার কাছে আবার দর কি দিদি? অমনিই দিতে হয়, তবে নাকি আমাদের বড় টানাটানি, দিন গুজরানই হয় না, তাই তোমার কাছে নেওয়া।

সাকিনা। তা কেন ভাই, বাজারেই যখন আমাদের কিন্তে হয়, তখন তুমি আপনার জন, যাতে দু' পয়সা পাও তা আমার দেখা উচিত নয় কি? এতে যদি দু' পয়সা বেশী যায়, সেও বি আচ্ছা। বাজারে টাকায় তিন মন দশ সের করে ভাল সুঁদরীর গুঁড়ী চেলা পাওয়া যায়। তা তুমি নয় সওয়া তিন মণ করেই দিও। তোমাকে দু' এক পয়সা বেশী দিলে ত' আর জলে পড়বে না। তোমার কাছে যদি ওজনেও কম পাই, সেও বি আচ্ছা।

ফতিমা। তোমার বোন এমনি ভাল-বাসাই বটে!

সাকিনা। তা হ'লে দর হ'ল কত? তিন মণ দশ সের, এক টাকা। তার ওপর দশ সের কম দু' মণ। তাহলে দশ সেরের দামটা আগে বাদ দিয়ে নাও। তাহলে হ'ল

গিয়ে চার আনা কম এক টাকা; তার ওপর হ'ল দু' মণ—এক টাকার কাঠের চেয়ে এক মণ দশ সের কম। তাহলে বাদ যায় আরও দু' আনা। তোমার তাহলে পাওনা হয়—খাঁটি দশ আনা। মরুক্‌গে, তোমার সঙ্গে আর দর করব কি, দু' পয়সা না হয় বেশী হ'ল। তাহলে তোমার পাওনা হ'ল এক টাকা ছ' পয়সা। কাঠ এনে দিয়ে পয়সা নিয়ে যাও।

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। আর দেখ, তার সঙ্গে দু' চার-খানা গরাণ যদি থাকে পাঠিয়ে দিও ত। সুঁদরীর কয়লায় পোলাও রাঁধলে বড় গরম হয়। তোমার ভাসুরের কেমন অম্বলের ধাত—সয় না। বুঝছ?

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। আর ঝুড়ি খানেক কাঠের চোকলা সেই সঙ্গে যদি পার পাঠিয়ে দিও! তোমার ভিজে সুঁদরী, উনুন ধরাতে বড় কষ্ট—ফুঁ পাড়তে হয়—মাথা ধরে।

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। মুটে ভাড়াটা তুমি দেবে, না—আমি দেব?

ফতিমা। যা বল।

সাকিনা। থাক্, সে তুমিই দিও; তুমি ত আমার পর নও। যাও শীগ্‌গির পাঠিয়ে দাও। মর্‌জিনা, কাঠগুলো সরু সরু দেখে ওজন করে নিস্। কাঠ নিয়ে হাতে হাতে দাম চুকিয়ে দিস। আমি আসি ভাই, আমি নেজুড় রাখতে ভালবাসি না।

[প্রস্থান।

মর্। দেখ বাছা, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে।

ফতিমা। কেন বাছা?

মর্। না থাক্, আমি বাঁদী—মনিবের কথায় বাঁদীর মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়।

ফতিমা। কাঠের দামের হিসাবের কথা বলছ?

মর্। তুমি বড় বোকা!

ফতিমা। বোকা নই মা, বোকা নই।

মর্। তাহলে বুঝতে পেরেছ?

ফতিমা। বোকা হলে কি মা গরিবের সংসার যোগে যাগে চালাতে পারি? আপনার জন—বুঝেই বা কি করব? তুমিই বল না?

মর্। তুমি বুঝেছ! তাহলে তোমাকে সেলাম। চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপ্রান্তস্থ কুটীর

আলিবাবা, বন্ধুবালকগণ ও হুসেন।

বালক।— (গীত)

আয় রে ভাই কাঠ কাটিগে কটাকট্।
নইলে বেত লাগাবে পটাপট
মারিসনে ঠুকঠুকিয়ে ঘা—
মোটা গুড়ি তাতে সানবে না।
ঘুরিয়ে কুড়ুল খুব জোরে লাগা—
কাচা ডাল কুপিয়ে কাটি, শুকনো ভাঙ্গি মটামট্।

হুসেন। হাঁ বাবা, এমন অসময়ে যে আজ কাঠ কাটতে চলেছ?

আলি। কি করি বাবা! তোমার গর্ভধারিণী যে রকম ব্যবসার সূত্রপাত করেছেন, তাতে ঘরে থাকা আর সইল না। বুঝি বনে চিরবনবাস করতে হয়।

হুসেন। কেন?

আলি। ওই যে আসছেন, ওরই মুখে শুনলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এখন।

(ফতিমা ও মর্জিনার প্রবেশ)

আলি। কি গো ফতিমা বিবি, আজ কি রকম ব্যাপার হ'ল ?

ফতিমা। আজ পাঁচ মণ।

মর্। আর দু' মণ কাঁড়, আর আধ মণ কাঠের চোকলা—সেটা কি বল্‌ব বাছা ?

আলি। সেটা কি আর বল্‌তে আছে ? ব্যবসা করতে গেলে দু' এক মণ এদিক ওদিক হয়।

ফতিমা। নাও নাও, তামাসা ক'র না। এই দাম নাও—নিয়ে বাজার করে আন। ও কি, তুমি আবার এখনি কুড়ুল কাঁধে করেছ যে ?

আলি। ওটা কাঁধের সঙ্গে কি রকম একটা আঠা লেগে জড়িয়ে গেছে। ওটার দিকে নজর ক'র না। ইস্, আজ যে অনেক টাকা রোজগার করেছ দেখছি! এই সাড়ে সাত মণ আট মণ কাঠের দাম এক টাকা ছ' পয়সা ?

মর্। তাই বা কৈ। আমার এখনও দস্তুরি পাওনা।

ফতিমা। বটে বটে, বাছা সেটা ভুলে গেছি। দাও গো, ওকে এই ছ'টা পয়সা।

মর্। (হুসেনের প্রতি) এই ছ'টা পয়সা তোমাকে বক্‌সিস করলুম, বাবু সাহেব। এমন উপযুক্ত সন্তান তুমি, বাপ রোজগার করে আনে, তুমি খাটিয়েও খেতে জান না। কাঠগুলো নিয়ে বাজারে বেচতে পার না। আমার মনিব, আমি বল্‌তে পারি না। কিন্তু কেউ কাউকে ঠকিয়ে নেয়, তাও দেখতে পারি না।

ফতিমা। ঠকায়নি মা—ঠকায়নি। আমার জা—সে যদি কিছু বেশীই নেয়, তাকে কি আর ঠকিয়ে নেওয়া বলে ?

আলি। তবে বলে নেয় না কেন ?

ফতিমা। বড়মানুষের মেয়ে, চাইতে যদি তার চক্ষুলজ্জাই হয়—তাহলে একটু আধটু গোলমাল করে নিতেও কি দোষ ? দাম যে দেয় এই যথেষ্ট। না দিলে কি করতুম ? ও যদি বড় মানুষের মেয়ে না হ'ত, তোমার ভাই যদি রোজকার করতে না পারত, তাহলে যে তোমাকে সমস্ত ভার নিতে হ'ত! আমি সব বুঝি—বুঝে চুপ করে থাকি—নাও এস। নেহাতই যাও ত একটু সরবত খেয়ে যাও।

[আলি ও ফতিমার প্রস্থান।

হুসেন। মর্জিনা, আমাদের অবস্থা দেখে তোমার মনে কষ্ট হয়েছে ?

মর্। একটু একটু হয়েছে বৈ কি!

হুসেন। আচ্ছা, মর্জিনা—

মর্। কি—বল্‌তে বল্‌তে থামলে কেন ?

হুসেন। এই তু-তু-তু—

মর্। বলতে কি সরম হচ্ছে ?

হুসেন। না, সরম কেন—সরম কেন ? এই তুমি কি আমাদের ভা-ভা-ভা—

মর্। ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা কচ্ছ ?

হুসেন। হি হি হি—হাঁ মর্জিনা।

মর্। একটু একটু বাসি বৈকি।

হুসেন। তাই জিজ্ঞেস করছিলেম। তা, মর্জিনা!

মর্। কি ?

হুসেন। তা—তা—তা—মর্জিনা!

মর্। আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

হুসেন। দাঁড়াইনি, দাঁড়াইনি—এই চলে যাচ্ছি। তা, মর্জিনা!

মর্। কি ?

হুসেন। তু—তু—আমা—না, না—তুমি একটু সরবৎ খাবে ?

মর্। বুঝেছি বুঝেছি, পালাও, পালাও, আবদালা আস্‌ছে।

হুসেন। এঁ্যা—এঁ্যা—আবদালা ? তা মর্জিনা!

মর্। তা হয় না হুসেন—আমি বাঁদী।

হুসেন। খোদা, মর্জিনাকে ফুরসৎ দাও—মর্জিনাকে রাণী কর। মরজিনা—

মর্। পালাও, পালাও।

হুসেন। তাহলে মর্জিনা ?

মর্। আবার মর্জিনা ? পালাও।

হুসেন। হা আল্লা! [প্রস্থান।

(আবদালার প্রবেশ)

আব। আইয়ে বেগম সাহেব। ওদিকে হুজুরের জরুরি তলব পড়েছে।

(গীত)

আব। আয় বাঁদী তুই বেগম হবি, খোয়াব দেখেছি ;—
আমি বাদশা বনেছি।
মর্। বেশ হয়েছে আয় তবে তোর ল্যাজ্‌টা ছেটে দি॥
বান্দাবানর বাদশার ল্যাজ, লোকে বলবে কি ?
আব। থর্কি ল্যাজ্ তুই চট্‌পট্ আয় বেগম করে নি।
এই বেলা আয় আগে ভাগে নইলে পাবিনি॥
মর্। পাবনা কি ? বলিস্ কিরে ? ও কি কথা রে—
ওরে তোর জন্তে তক্তাউস্ কফিন্ কিনেছি।
কবর কেটে তোষাখানা বানিয়ে রেখেছি।
আব। আমি বাদশা বনেছি।
মর। আমি বেগম হয়েছি।
উভয়ে। বাদশা বেগম ঝম্‌ঝমাঝম্ বাজিয়ে চলেছি॥

তৃতীয় দৃশ্য।

গুহার সম্মুখ।

(দস্যুগণের প্রবেশ)

১ম দস্যু। সরদার! মানুষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না ?

২য় দস্যু। দূর! এখানে কি মানুষ আসতে পারে ? আমরা এ স্থানটা যত ভয়ানক হয় করে রেখেছি।

৩য় দস্যু। মিছে কি ? চার দিকে মানুষের হাড় মাথা ছড়িয়ে রেখেছি ; দেখলে, কোন্ শালার এখানে পা বাড়াতে সাহস হবে ?

১ম দস্যু। তবে মানুষের গন্ধ পাচ্ছি কেন ?

সর-দস্যু। গন্ধ পাওয়া আশ্চর্য্য কি ? মানুষের রক্ত নিয়েই কারবার—ফট্ ফট্ মাথা ফাটছে, হুড় হুড় রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে, মাথার ঘী স্তূপাকার হচ্চে, হাড়ের পাহাড়—সে সব গন্ধ কি এক দিনে যায় ?

৩য় দস্যু। গন্ধ তোর নাকে বাসা করেছে।

১ম দস্যু। আর কেন, কারবার বন্ধ দিলে হয় না ?

২য় দস্যু। ভয় পেয়েছিস নাকি ?

১ম দস্যু। ভয় নয়, রোজগার করতেই জন্ম গেল—ভোগ হবে কবে ?

সর-দস্যু। টাকা কি আর ভোগ হবে বলে রোজগার করছি ? খোদার খাজাঞ্চি-খানা, আমরা তার তসিলদার। কতকাল ধ'রে আমাদের এই গুপ্তভাণ্ডারে ধন সঞ্চয় হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কে জানে ? একজনের পর একজন, তারপর আর একজন, এই রকম কত হাত ফিরে, শেষে এই ধনাগারে ধনসঞ্চয়ের ভার আমাদের হাতে পড়েছে। তারপর আমাদের হাত থেকে হাত বদলে হাত বদলে, এ ভার দুনিয়ার শেষ পর্য্যন্ত চলে যাবে। ভোগ করবে কে ? (গুহামুখে উপস্থিত হইয়া) চিচিঙ ফাঁক।

[গুহামুখ উন্মুক্ত ও দস্যুগণের গুহামধ্যে প্রবেশ।

(আলিবাবার প্রবেশ)

আলি। ভোগ করব আমি। খোদা, টাকার গাছ দেওয়াই যদি মরজি করেছ,

তাহ'লে খানিকক্ষণ আমায় ধরে রাখ, বাবা; আমার হাত পা অসাড় হয়ে আসছে; দোহাই বাবা, দোহাই বাবা, টাকার গাছে তুলে মই কেড়ে নিওনা। উঃ! ফস্‌কাল—ফস্‌কাল। বাবা, আছাড় খাইয়ে মের না—দু'দিন পোলাও কালিয়ে খেতে দাও। আঃ! বাঁচলুম। তবু যা হ'ক, একটু থাতে এলুম। বাবা, কাঠ কাটতে কাটতে বইতে বইতে জান হায়রাণ। খোদা আছেন, খোদা আছেন। কাসিম আর আমি এক মার পেটেই ত জন্মেছিলুম; কাসিম হ'ল ওমরাও, আর আমি হলুম কাঠুরে! এক পয়সা রোজগার করতে হ'ল না, একদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হ'ল না, রাতারাতি বড়লোক! এ আল্লা, তোমার মরজিতে আমার কাঠের ছালা কি সোণার ছালা হবে না? যা হ'ক বাবা, মরেছি না মরতে আছি। আপাততঃ একটু গা ঢাকা হই।

[অন্তরালে প্রস্থান।

নেপথ্যে। চিচিঙ ফাঁক।

(দ্বার উদ্‌ঘাটন ও দস্যুগণের বহির্গমন)

সরদার। চিচিঙ বন্ধ্। (দ্বাররোধ) চল আজ হিরাটের দিকে যাওয়া যাক।

দস্যুগণ। গীত।

বোঁ বন্ বন্ সোঁ সন্ সন্ ভো'প্‌পো ভো'প্‌পো ভো।
ছোট ছটাছট্ লে ঝটপট্ মার্ত্তে হবে ছো॥
হিরাট কাবুল বক্ক কি বোগদাদ,
তিহারাণী ইস্পাহানী কেউ না যাবে বাদ;
মুলুক বুকে কুল মুলুকে পড়্‌ব সড়াক্ সোঁ।
ফুঁড়বো কাড়বো দেখিয়ে যাব বুনো হারামের গোঁ॥

[প্রস্থান।

(আলিবাবার প্রবেশ)

আলি। আর এখন ফিরচে বলে ত বোধ হয় না। যাক, সন্ধ্যে হয়ে এল, আর ত থাকও যায় না। (গুহা সম্মুখে যাইয়া) চিচিঙ ফাঁক (দ্বার উন্মুক্ত) ইয়া আল্লা!

চতুর্থ দৃশ্য।

আলিবাবার গৃহপ্রাঙ্গণ।

(ফতিমা উপবিষ্টা)

(ভিখারী বালিকাগণের প্রবেশ ও গীত)

ওমা দিন চলে না ঘুরি ফিরি ভিক্ষে দিয়ে যা।
নিয়ে যাই আদর করে,
সোহাগ ভরে যে যা দেয় মা তা।
বাপ মা কেঁদে হয় মা সারা,
বুক বেয়ে হায় বয় গো ধারা,
(ওমা) নাই ত বেলা, (বড়) ক্ষিধের জ্বালা,
(মুখে) সরে নাকো রা।

ফতিমা। ওগো আমার কি হ'ল গো! কেন আমি দুপুর বেলায় মরতে তাকে বনে পাঠালুম গো?

নেপথ্যে। ফতিমা—ফতিমা!

ফতিমা। এই যে এসেছ গা! এত দেরি করে এলে—আমি তোমার জন্ম কেঁদে কেঁদে মরচি।

(আলির প্রবেশ)

আলি। ফতিমা—

ফতিমা। হাঁগা, আজ কোথায় কাঠ কাটতে গিছলে? বনের কাঠ উজোড় করে আনলে নাকি? লুকিয়ে ও কি আনছ গা?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন? চেঁচিয়েই বলব—এতক্ষণ ডাক ছেড়ে কাঁদছিলুন, এইবারে গলা ছেড়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব। হাঁগা ও কি গাছের কাঠ?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন, ডাককোকরে বলব—আমরা বন থেকে কাঠ এনে খাই,

কোন বেটাবেটীর জিনিসের দিকে ত নজর করি না। হাঁগা, ও বুঝি চন্নন কাঠ গা?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন? সব বেটাবেটীদের শুনিয়ে বলব, কারুর ত একচালায় বাস করি না, তবে ভয় কি? হাঁগা, থলে কোথায় পেলে গা?

আলি। চুপ চুপ, কাঠ নয়—মোহর, মোহর!

ফতিমা। মোহর! ও বাবা! মোহর কি গো?

আলি। আস্তে—আস্তে। গোল ক'র না—গোল ক'র না। কোড়া খাবি, মারা যাবি।

ফতিমা। এঁ—এঁ! আস্তে কইব? মোহর! সে কি গো? আমাদের মোহর কি গো? তুমি যে অবাক করলে গো! আমরা দিন আনি, দিন খাই; কোন দিন বা পাই, না পাই, আমাদের মোহর কি গো? তুমি ডাকাতি করতে শিখেছ নাকি? ওগো আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো?

আলি। আরে মর্—চুপ কর্ না মাগী!

ফতিমা। ওগো চুপ করতে পারছি না যে গো! তুমিই যদি আমার প্রাণে ম'লে, তাহলে কি সুখে চুপ করে থাকি গো?

আলি। আরে মর্ চুপ কর্ না, কি বলি শোন্ না। চেঁচালেই আমার গর্দ্দানা যাবে।

ফতিমা। তাতো যাবেই দেখতে পাচ্ছি গো! তবু যে চুপ করে থাকতে পাচ্ছিনা গো। তুমি এমন ইমানদার, তুমি ডাকাতি করে টাকা আনলে?

আলি। আরে না না, খোদা দিয়েছে! বনের ভেতর কাঠ কাটতে মোহর পেয়েছি।

ফতিমা। বল, কি?

আলি। চুপ কর।

ফতিমা। বল কি?

আলি। আরে গেল—ফিস্ ফিস্ করে কথা ক'।

ফতিমা। বল কি? সোণার মোহর—বল কি? কাঠের ভেতর—বল কি? ওরে বাবা!

আলি। গা ঘেঁসে কাণটীর কাছে এসে, "বাবা গো" "বাবা গো" কর্। চেঁচাসনি—মারা যাব।

ফতিমা। ওগো মাফ কর গো। জন্মের শোধ একবার চেঁচিয়ে নিই গো! এমন দিন আর পাবনা গো। ওগো মাগো! এমন সময় তুই কোথায় গেলি গো। তুই যে বড় কষ্ট করে আমাকে মানুষ করেছিস গো!

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত শব্দ)

আলি। সর্ব্বনাশ কর্‌লে—চেঁচিয়ে আমার মাথাটা খেলে।

নেপথ্যে। দোর খোল—দোর খোল।

ফতিমা। ও আমার হুসেন আসছে, ওরে আমার হুসেন রে!

নেপথ্যে। দোর খোল—দোর খোল।

আলি। রও—রও—সবুর কর। আমি আগে সামলে রাখি—সামলে রা'খ।

ফতিমা। ও যে আমার হুসেন—ওযে আমার হুসেন।

আলি। আরে দূর হ্যাকা মাগী। হ'ক না হুসেন, একটু বাদে হুসেনকে দেখালে কি চলবে না? যদি তার সঙ্গে আর কেউ এসে পড়ে? রোস, আগে আমি মোহর সামলাই—নিজে লুকুই, তারপর খুলে দিস্।

[প্রস্থান।

(ফাতিমার দ্বার উন্মোচন, হুসেন ও প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ)

হুসেন। কি হয়েছে মা ?

১ম প্র। কি হয়েছে হুসেনের মা ?

২য় প্র। কি হয়েছে আলির বউ ?

৩য় প্র। কি হয়েছে গা ?

ফতিমা। আর বাছা, পেটে একটা বেদনা হয়েছে—তার জন্য ছট্‌পট্ করছি আর কাতরাচ্ছি।

হুসেন। বলিস্ কি মা, কখন হ'ল মা ?

১ম প্র। আহা, তাহ'লে ত কাতরাতেই হবে বাছা !

২য় প্র। আহা, তা বাছা, হয়েছে যখন মুখ টিপে পড়ে থাক। আমার ছেলেটা সমস্ত দিন বায়না নিয়ে কেবল কেঁদেছে। কত কষ্ট করে, কত রূপ-কথা কয়ে, কত হাঁটু নেড়ে মাথা চাপড়ে, তারে ঘুম পাড়িয়েছি ; তোর চীৎকারে সে দু'এক বার ঝাঁ করে ঝাঁ করে উঠেছে মা— উঠলে বড় মুস্কিল হবে ; আমাদের মিনসে আফিমখোর—নেশা তার চটে যাবে।

৩য় প্র। আহা ; তা যখন হয়েছে মা, ওষুধ খা।

২য় প্র। মোরগের লাদি, টিকটিকির ল্যাজ, হুকোর জল দে বেটে, পেটে পরলেপ দে। দেখতে দেখতে ব্যথা জল হয়ে যাবে এখন।

৩য় প্র। আরশোলার তেল আর বোকা-ছাগলের দাড়ী, শীলে থেঁতো ক'রে, গুঁড়িয়ে তাতে একটু আদা আর মধু দিয়ে—ঢক করে চোক কাণ বুজে খেয়ে ফেল, ব্যথা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

হুসেন। কি বলিস মা, হাকিম ডাকব ?

ফতিমা। হাঁগা বাছা, আমার বড় কষ্ট ; সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি। আলি কাঠ কাটতে গিয়ে মাথা ধরিয়ে এসেছে, তারই দরুণ আমার পেটে অসুখ ; বাছা, আজকের মতন সের পাঁচেক চাল ধার দিতে পার ?

১ম প্র। আলিকে ত আর পেটে ধরনি মা, যে তার মাথা ধর্‌লেই তোমার পেটে ব্যথা ধরবে !

ফতিমা। থাকে ত দে মা !

১ম প্র। চাল কোথায় পাব ? আপনারাই পেটের জ্বালায় মরি। ও বাবা ! পেটের ব্যথায় চাল কি গো !

[প্রস্থান।

২য় প্র। ছেলেটা বুঝি এতক্ষণ ঘুম ভেঙ্গে উঠল। যাই, আবার বায়না ধরলে তখন কি ক'রে ঠাণ্ডা করব।

[প্রস্থান।

৩য় প্র। উহুহু ওমা ! আমারও পেটে যে ব্যথা ধরল গো !

[প্রস্থান।

হুসেন। সত্যি সত্যিই কি তোর অসুখ ? সত্যি সত্যিই কি বাবার মাথা ধরেছে ?

ফতিমা। শত্রুর ধরুক ! ও হুসেন— হুসেন ! দরজা দিয়ে আয়, অনেক কথা আছে।

হুসেন। কি মা ?

ফতিমা। দরজা দিয়ে আয়—জানালা দিয়ে আয় (হুসেনের তথাকরণ) ওরে বাবা হুসেন !

হুসেন। কি মা ?

ফতিমা। হিঃ হিঃ হিঃ ! কি বলব রে হুসেন

আলি। গেছে—তারা গেছে ?

ফতিমা। গেছে গেছে, আর চেঁচাব না ফিস্ ফিস্ করেও কথা ক'ব না—এই নাক কাণ মলছি।

হুসেন। কি বাবা, ব্যাপার কি বাবা ?

আলি। একটা কোদাল নিয়ে আয়, শীগ্‌গির যা—শীগ্‌গির যা !

হুসেন। কেন বাবা ? সন্ধ্যে বেলায় কোদাল কি হবে বাবা ?

ফতিমা। আস্তে—আস্তে ; আস্তে কথা ক'।

আলি। ফতিমা বিবি—ফতিমা বিবি !

ফতিমা। আলি—আলি—কি আমাদের হ'ল আলি।

হুসেন। কি আমাদের হয়েছে বাবা ?

ফতিমা। চুপ—চুপ !

আলি। আস্তে—আস্তে।

হুসেন। আস্তে কেন বাবা ?

ফতিমা। (ইঙ্গিতে) চুপ চুপ।

আলি। কোদাল আন্—শীগ্‌গির কোদাল আন্।

হুসেন। কোদাল কোথায় ?

ফতিমা। (ইঙ্গিতে) চুপ চুপ।

[হুসেনের প্রস্থান।

আলি। শীগ্‌গির আয়—কি পেয়েছি দেখ্‌বি আয়।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাসিমের বহির্ব্বাটী।

(উপবিষ্ট আবদালার নিকট মর্‌জিনা দণ্ডায়মানা।)

আব। মর্‌জিনা ভাই, একটা গান গা'।

মর্। এই কি গানের সময় ?

আব। আলির বাড়ী থেকে এসে অবধি তোর প্রাণটা গান গান করছে, এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

মর্। কিসে বুঝলি ?

আব। কালবৈশাখী—পশ্চিম আকাশের এক কোণের একটু কাল মেঘের কণা দেখলেই বুঝা যায়। তোর চোখের এক কোণে ফোঁটা খানেক জল দেখা দিয়েছে। আজ এমন মস্‌গুলের দিন, তুই দুরে দুরে সরে বেড়াচ্ছিস ! যা দেখতে পাবার নয়, তাই দেখবার জন্য চার ধারে নজর মারছিস ! চোখ দুট যেন আউটে রয়েছে, তোর ভেতরে যেন ঝড় বইছে।

মর্। মিছে নয়। আমার ভেতরে কাঁড়ি খানেক কি ঢুকেছে—কিসে সারে বল দেখি ?

আব। গান গা—গানের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে এখন।

মর্। ঝড়ে আবার গান কি ?

আব। ঝড় বাইরেই হুহু করে—বাঁধা ঘরের জানালায় গিয়ে বাঁশী বাজায় ; তুই বাঁদী—তোরও বাঁধা বরাত ; আমি বান্দা—আমারও নিটোল দুঃখ ; তুই হাউ হাউ কর—আমার কাণে মধুর ঠেকবে এখন।

মর্। কি গাইব ?

আব। একটা ভালবাসার।

মর্। দূর—বাঁদীর আবার ভালবাসা !

আব। তবে আমি বলি, শোন্।

(আবদালা ও মর্‌জিনার গীত)

আব। বড়া মজাদার মিঠা পিয়ার আপনা হোয় আপ্তাম।
মর্। আন্ধাকো আঁখ মিলতা, ফুটে গুঙ্গাকো জবান।
আব। ল্যাংড়া চলে ভাঙ্গড় মারে ছুট,
মর্। বাহারাকো কাণ পিয়ারামে ফিন ফুট ;
উভয়ে। বিমার টুটে ইন্ সাকিসে আক্কল পায় নাদান।

নেপথ্যে। আবদালা !

আব। হুজুর। [প্রস্থান।

(ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা। হাঁগা, সাকিনা বিবি কোথায় গা ?

মর্। কেন গা?

ফতিমা। দরকার আছে; শীগ্‌গীর বল না গা?

মর্। হুকুম আছে; কেন, না বল্লে বলতে পারব না যে গা।

ফতিমা। আমায় একটা কুণকে দিতে পার?

মর্। এত রাত্রে কুণকে কি হবে?

ফতিমা। হবে মা, একটা কিছু হবে।

মর্। না বল্লে দেব না।

ফতিমা। এই ধান মাপব মা।

মর্। এমন সময় ধান পেলে কোথায়?

ফতিমা। পেয়েছি মা।

মর্। তা ত পেয়েছ, কিন্তু কেমন করে পেলে বলতে হবে।

ফতিমা। কর্ত্তা এনেছে।

মর্। কর্ত্তা ত কাঠ কাটতে গেল, ধান পেলে কখন?

ফতিমা। বনে ধানের গাছ ছিল মা।

মর্। ধানের গাছ?

ফতিমা। হাঁ মা, যেমন গুঁড়িতে কোপ মেরেছে, অমনি গাছে পাকা ধান ছিল, ঝর্ ঝর্ করে পড়েছে।

মর্। ধান গাছের কি গুঁড়ি আছে?

ফতিমা। আছে বই কি মা, বনের ভেতর কত কি আছে, কে বলতে পারে? খুঁজলে ধানের গাছ কেন, টাকার গাছ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ও মা আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মা, আমি কি বলতে কি বলছি মা! বনে কিছু মেলে না, কেবল মেলে অন্ধকার। দাও ত—দাও মা! নইলে বল চলে যাই।

মর্। এনে দিচ্ছি নিয়ে যাও, কিন্তু আমার কাছে যা বল্লে আর কারও কাছে এমন পাগলের মত বকোনা—বিপদ ঘটবে।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। বিপদ—বিপদ? বিপদ কিরে মর্জিনা?

মর্। বিপদ অন্য কিছু নয়, ফতিমা বিবি কুণকে চাচ্চে চাল মাপতে; এখন কি করে দিই?

সাকিনা। কুণ্‌কে, কুণ্‌কে? কে ও বোন, তুমি চাচ্ছ? তা আমি দিচ্ছি। তুই শীগ্‌গীর আয়, কাসিম সাহেব তোকে ডাক্‌ছে।

[সাকিনা ও মর্জিনার প্রস্থান।

ফতিমা। আমি পালাই, না, না; নিয়ে যাই, না না পালাই; উঁহু, নিয়ে যাই।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। ওকি ফতিমা! ছট্‌ফট্ করছিস কেন?

ফতিমা। করছি দিদি! আজকাল ওই রকম করে থাকি।

সাকিনা। (স্বগত) না, হ'ল না! কিছু গূঢ়তত্ত্ব আছে। (প্রকাশ্যে) ওই যা? ছ্যাঁদা কুণকে এনে ফেল্লুম! বোস ভাই, ভাল কুণ্‌কে আনি।

ফতিমা। তা হ'ক, ছ্যাঁদাতেই আমার হবে।

সাকিনা। দূর, তাও কি কখন হয়? আমি যাব আর আসব।

(সাকিনার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

এই নাও।

[ফতিমার কুণকে লইয়া প্রস্থান।

কুণকের তলায় আঠা দিয়ে দিয়েছি। যা মাপবে, কিছু না কিছু লেগে থাকবেই থাকবে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নাট্যশালা।

(কাসিমের সঙ্গিগণ ও নর্ত্তকীগণ)

(গীত)

লেও সাকী দেও ভর পিয়ালা পিলাও দারু ফিন্।
লাল সিরাজি অঙ্গুর সরাব গুলকে তর্ রঙ্গিন॥
নয়নামে ঠার চাটনি মিঠা বাৎ
আব্ খানে দেও দিল্ পিয়ারা সাথ
যুমনা ফিরনা খোব করনা কাম্ বড়া সঙ্গিন্॥

১ম সঙ্গী। এই সিরাজ সহরে ঢের ঢের বড়লোক নবাব ওমরাও আছে, কিন্তু বাবা কাসিম সাহেবের মত উঁচু মেজাজ আর দেল্-খোলসা লোক একটীও মিলবে না।

সকলে। একটীও মিলবে না?

২য় সঙ্গী। মেলবার ত গতিক দেখি না। যত বেটা দুনিয়ার ফকির মক্কার পীর হয়েছে। তারা কি আমাদের কদর জানে? সে বেটাদের ভাল হবে? বেটারা টাকার ঝাঁঝে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে।

৩য় সঙ্গী। সে বেটাদের কথা যেতে দেও। দোস্ত, আমাদের এখন দেদার চালাও—জানদের খুব যাস্তি যাস্তি কোরে দাও। ওহে সাকি, ও সোণারচাঁদ, হুড় হুড় করে ঢেলে ঢেলে দে রে; দিয়ে যাও—দিয়ে যাও—বিবিদের মন্দ বানিয়ে দেও!

১ম নর্ত্তকী। তা আমরা মন্দই ত।

২য় সঙ্গী। মন্দ না হ'লে আর মরদেরা মাথায় করে রাখে?

১ম সঙ্গী। তা তোমরা মন্দ হও, আমরা মাদোয়ান হ'য়ে তোমাদের পাছে পাছে ফিরি।

(গীত)

উভয়ে। কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ।
মরদ বাদা বন গিয়া সব মর্দনা আওরাৎ॥
সঙ্গী। কুস্তিসে দেও কুস্তি পিনি, ওড়ান উও পেসোয়াজ
নর্ত্তকী। পায়জামা দেও, আচকান দেও,
চোগা কাবা শিরতাজ।
উভয়ে। উল্টা সাজে ওলট্ পালট্ দাকমা মে দিনরাত
বেরং এর ঢং চালাকর আও ফিরি সাথ সাথ॥

(কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। কি হে ভাই সব, আমোদ চলছে ভাল ত?

১ম সঙ্গী। কাসিম সাহেব আমাদের বড়-ঘরওয়ানা, ওর সকল চালই আমীরী।

কাসিম। দেখ ভাই সব, তোমাদের আপনাদের ঘর মনে করে রাখ, যার যা দরকার হবে চেয়ে চিন্তে নাও; দাওয়ান আছে, নায়েব আছে, খাজাঞ্চি আছে, বাবুর্চি আছে, জমাদার আছে, দফাদার আছে, যারে যা হুকুম করবে, সেই তা এনে দেবে। কিছু সরম ক'র না।

২য় সঙ্গী। কাসিম সাহেবের এইবার নবাব বাহাদুর খেতাবটা হ'লেই আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধি হয়।

৩য় সঙ্গী। সে হ'ল বলে, আর বড় দেরি নেই।

কাসিম। আমাদের কর্ত্তাদের ছেলে, তারা বাদসার কাছে চব্বিশ ঘণ্টাই থাকত। এই বাদসার আমল থেকে কেবল বন্ধ হয়ে গেছে।

৩য় সঙ্গী। বাদসা বেটা আহাম্মক, লোক চেনে না।

সকলে। আহাম্মক, আহাম্মক।

৩য় সঙ্গী। বাদসা বেটার এমনি করে কাণ মলে দেও।

সকলে। দাও, কাণ ম'লে দাও।

কাসিম। আবদালা, আবদালা—

নেপথ্যে। হুজুর।

কাসিম। জল্‌দি আও, সিরাজি লে আও, দশ বোতল সিরাজি লে আও।

(সাকিনার প্রবেশ)

সকলে। আইয়ে সাকিনা বিবি।

সাকিনা। হাঁগা, কাসিম সাহেব কোথা গা?

কাসিম। এই যে, মেরিজান।

সাকিনা। কৈ গা! আমি যে চক্ষে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কাসিম। (অগ্রসর হইয়া) কি হয়েছে বিবি? কি হয়েছে বিবি? আবদালা, সাকিনা বিবির গালে সিরাজি দাও!

সাকিনা। তুমি কাসিম ত?

কাসিম। এ কি কথা, তুমি ও কি বলছ?

সাকিনা। তবে শোন, একটু আড়ালে চল।

[কাসিম ও সাকিনার অন্তরালে গমন।

(আবদালার প্রবেশ)

১ম সঙ্গী। ইধার লে আও।

আব। যাতা হায় মিয়া সায়। (কাসিমের নিকট যাইয়া) হুজুর!

কাসিম। (জনান্তিকে) অ্যাঁ, বল কি?

সাকিনা। (ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ)।

আব। হুজুর, সিরাজি।

কাসিম। চোপরাও শুয়ার হাম তেরা হুজুর নেহি। (জনান্তিকে) কথনই নয়, ঝুট বাৎ। বল কি? এও কি একটা কথা? বল কি? আবদালা, সাকিনা বিবির মাথায় সিরাজি ঢেলে দাও, বিবি গরম হয়েছে।

১ম সঙ্গী। ওরে বেটা এদিকে নিয়ে আয় না।

সকলে। আবদালা ইধার আও।

কাসিম। নেই নেই, ইধার আও।

সাকিনা। তাহ'লে তুমি মিথ্যা মনে ক'রেই বসে থাক, আর ইয়ারকি মার।

কাসিম। বল কি? অ্যাঁ—বল কি? অ্যাঁ—বল্লে কি?

আব। হুজুর সিরাজি।

কাসিম। আবার হুজুর?

আব। না না হুজুর, তাহ'লে হুজুর—

কাসিম। চোপ চোপ (প্রহার করিয়া) উধার যাও, হাম নেই শুনেগা।

[আবদালার প্রস্থান।

(জনান্তিকে) এ বাৎ নেহি, এ বাৎ সাচ নেহি। কভি নেহি—নেহি—নেহি—হাম নেহি—তোম নেহি—এ শালা লোগ নেহি—কুচ নেহি।

১ম সঙ্গী। কি হ'ল কাসিম সাহেব?

কাসিম। চোপরাও।

৩য় সঙ্গী। অ্যাঁ—অ্যাঁ! চোপরাও। সে কি, সে কি,—কাসিম সাহেবের বড় নেশা হয়েছে। এই-ও বিবিজানেরা, তোমরা কাসিম সাহেবকে চ্যাংদোলা ক'রে ঝাঁকারি দাও।

কাসিম। বাহার যাও, বাহার যাও!

নর্ত্তকীগণ। কি হ'ল কি হ'ল, সাকিনা বিবি?

সাকিনা। ভাই ত্রাদার বিবিজান, সব তোমরা আজ চলে যাও, আমার খসমের বেমারি হয়েছে!

কাসিম। জল্‌দি—জল্‌দি।

নর্ত্তকীগণ। আহা, এই যে ভাল ছিল গা—এই যে কথা কচ্ছিল গা। আহা, এরি মধ্যে কি হ'ল গা?

কাসিম। হুয়া—হুয়া, কুচ হুয়া, আলবৎ হুয়া।

সঙ্গিগণ। কি হ'ল—কি হ'ল?

(মর্জিনার প্রবেশ)

মর্। আর কি হ'ল! পালাও। কাসিম সাহেবকে শিয়ালে কামড়েছিল, তাই বুঝি কি হ'ল।

নর্ত্তকীগণ। সেকি গো, তাহ'লে কোথায় যাব গো?

সঙ্গিগণ। এই বাবা মাটি করলে,—খেলে —খেলে।

কাসিম। হাঃ হাঃ হাঃ! কভি নেহি দানা দিয়া, জিনী দিয়া, মামদো দিয়া, হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চহাস্য) হুয়া—হুয়া।

নর্ত্তকীগণ। ওরে বাবা রে!

মর্। পালাও পালাও, এদিক দে পালাও —পালাও। (পুরুষ ও নারীগণের কোলাহল)

মর্। পালাও, পালাও, খেলে খেলে।

[সঙ্গী ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

কাসিম। অ্যাঁ, বল কি,? আলির এত টাকা? ও বাবা, যাই যে! উঃ! বুক গেল! যে আলি কমবক্‌ৎ, তার এত টাকা!

সাকিনা। বোঝ তুমি তারে ঘেন্না কর, গরিব ব'লে কথা কও না, খানায় ডাক না, দেখ তার কত টাকা। তুমি টাকা একটী একটী ক'রে গুণে মর, সে মেপে সংখ্যা কর্ত্তে পারে না।

কাসিম। কৈ! কুণকে কৈ?

মর্। এই আমার কাছে। (কাসিমকে কুণকে প্রদান।)

কাসিম। (কুণকে ঠুকিয়া) ওরে আবার বেরুল যে রে! ওরে বাবা যাই যে, আবদালা!

মর্। আবদালা!

নেপথ্যে। হুজুর।

মর্। জল্‌দি আও। এক পেয়ালা সিরাজি লে আও! সিরাজি লে আও।

(আবদালার পুনঃ প্রবেশ)

কাসিম। এক পেয়ালা নেহি, দশ পেয়ালা লে আও, বোতল লে আও, জালা জালা লে আও। (সিরাজি পান) মিঠা নেই। (পেয়ালা নিক্ষেপ।)

সাকিনা। অমন করে পাগলামি করলে ত হবে না—উপায় কর, ভাল করে খবর নেও। দেখদেখি, এ কোন্ বাদসার মোহর?

কাসিম। ভারি পুরোন! বহুৎ দাম, বহুৎ কদর—পাঁচ মোহরে এক মোহর।

সাকিনা। উঃ! উঃ! উঃ! ওরে বাবা সে কি গো? কুণকের মাপ! আবার পাঁচ মোহরে এক মোহর—একটু সিরাজি দে রে—বাবা রে কি হ'ল রে! আবদালারে আমায় একটু সিরাজি দে রে। (সিরাজি পান।)

(সাকিনার গীত)

হো হো জান্ হায়রাণ।
ছনিয়ামে জনম লিয়া কেঁও, খোদা কেয়সা বেইমান॥
দুষমন্‌কো মিলা পসার,
মেরা ভালমে গিরা খার,
বাহবা দয়াল! তেরা বড়িয়া বিচার;—
ইমান্‌দারী কাম তুহারি, আপ্‌নে ছোড়া ইমান॥ *

কাসিম। সাকিনা বিবি, আমি একেবারে গেছি।

সাকিনা। আমিও যে যাব যাব কচ্ছি গো।

কাসিম। সাকিনা বিবি! সাকিনা বিবি! আমায় ধর।

সাকিনা। ওগো, তুমিও আমায় ধর।

মর্। তোমরা সাহেব বিবি ধরাধরি কর আমি আর বাঁদীদের নিয়ে গাই।

গীত।

দেখে শুনে বোঝত মাননা।
বলতে গেলে দুটো কা॥ কাণে তোল না॥

নসিবে মারলে গোলা, গোলা ধরে খা ডালা,
দেবার যারে দেয় দেনেওলা,
(হও) আপন জ্বালায় ঝালা পালা, মানা শোন না ॥
(খাবে) পোলাও কারী হাঁকবে জুড়ী,
(পরে) হাটুক পায়ে চিবুক মুড়ি,
(অত) হয় কি না হয় অত সয় কি না সয়,
থুড়ি,
(দেখ) কেমন মজা রাজার রাজা, (দিলে) ধনের বোঝা,
(আর) রিষের গোঁজা রেথ না ॥*

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

(আলিবাবা ও ফতিমা উপবিষ্টা)

গীত।

যেত্তা রূপেয়া তেত্তা দিগ্‌দারী।
লাহল্‌ বিলা এ ক্যা ঝক্‌মারী ॥
হাজার সে উঠ্‌ যার লাখোঁ মে,
লাখোঁ বি পঁহুছে ক্রোড়োঁ মে,
রোপেয়া বাঢ়্‌ যায় দিল ছোটি হো যায়,
ক্যারসে চলেগা মেরা দিন্‌দারী ॥

ফতিমা। হ্যা গা আলিবাবা!

আলি। কি গা ফতিমা।

ফতিমা। আমায় পাঁচটা বাঁদী কিনে দাওনা গা।

আলি। কেন গা?

ফতিমা। কাঠ চেলাতে চেলাতে যখন আমার মেহনত হবে, গা দিয়ে গল্‌গল্‌ করে ঘাম বেরুবে, তখন দু'জনে হ'ল গা হাত পা টিপে দিলে, দু'জন বাতাস করলে, একজন সরবৎ তৈয়ারি করে মুখে ধরলে, একজন বা হয় ত পাশটিতে বসে দুটি গান গাইলে।

আলি। আবার কাঠ কাটবি কি, ফতিমা? খোদা কি আর আমাকে কাঠুরে রেখেছে?

ফতিমা। ভুলে গেছি, ভুলে গেছি—আমি যে এখন বেগম সাহেব।

আলি। (স্বগত) একটু একটু করে উঠতে হবে। একেবারে উঠলেই লোকে সন্দেহ করবে,—বাদসার কাণে যাবে। একেবারে আমীরী চাল চাল্‌লেই মারা যাব। তাড়াতাড়ি ক'র না, আলি সাহেব; সবুর—সবুর।

ফতিমা। হ্যাঁ গা আলি!

আলি। কি গা ফতিমা?

ফতিমা। আমায় একটা তঞ্জাম আর আটটা বান্দা কিনে দাও না।

আলি। কি হবে?

ফতিমা। বাড়ীর কাছে ভাল তালাও নেই, অনেক দূর থেকে জল আন্‌তে কোমর ধরে যায়! আমি তঞ্জামে চড়ে গিয়ে জল আন্‌ব।

আলি। জল তোমায় কি আর আন্‌তে হবে, ফতিমা বিবি!

ফতিমা। হবে না বটে। তা হ্যাঁ গা এবার থেকে আমরা কি খাব?

আলি। কেবল পোলাও, কালিয়া, কাবাব, পোস্তা, কোপ্তা, পেস্তা, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্‌, বাদাম, পেস্তা।

ফতিমা। বাজারে যদি না হয় সস্তা,
তা হ'লে মুড়ি খাব বস্তা বস্তা।

আলি। চলে যাও সোজা রাস্তা। তুমি পাগল হয়েছ, নবাবের বেগম কি মুড়ি খায়?

ফতিমা। তা বটে—বটে, ভুলে গেছি।

আলি। হ্যাঁ ভাই ফতি!

ফতিমা। কি ভাই আলি!

আলি। দেখ ভাই, মনটা যেন কেমন কেমন করছে।

ফতিমা। তবে তোমায় স্পষ্ট কথা বলি গো। বলব মনে করে আসছি, ভুলে যাচ্ছি; আর পারছি না গো, আমার প্রাণটা যেন

ফুঁ ফিয়ে উঠছে, আমি বসতে পারছি নি, দাঁড়াতে পারছি নি, শুতে পারছি নি।

আলি। আমি হাসতে পারছি নি—কাঁদতেও পারছি নি।

ফতিমা। আমি ঘুমুতেও পারছি নি, জাগতেও পারছি নি। হ্যাঁ ভাই আলি?

আলি। কি ভাই ফতিমা?

ফতিমা। কি করি ভাই?

আলি। দেখ ফতিমা, কিছু করা বড় সুবিধা হবে না। লোকে বুঝতে পারলেই সর্ব্বনাশ। দু'দিন একটু সাবধান হয়ে থাকতে হবে।

ফতিমা। সে যখন হবার, তখন হওয়া যাবে। এখন এস, একটু মস্‌গুল হয়ে, দু'জনে গলা ধরাধরি করে মনের সাধে কাঁদি।

(গীত)

ফতিমা। তোর কিরে কসম খাই।
মোর চকির কোণে পানি আসছে ভাই॥
ধড়াস ধড়াস কর্ত্তিচে বুক জ্ঞানগম্যি নাই।
আলি। ওকি কইস ছাই।
লাচন কোদন আসছে না মোর কাঁদন যে বলাই॥
ফতিমা। আমি পুছ কচ্ছি তাই,
কি কর্ব্বো কয়ে দে আলি ভাই॥
আলি। চেপে থাক্ চুপ করে থাক্ সামাই।
ফতিমা। ও মোর সইচে না সামাই,
চেপে থাক্ তুই পারিস যত ডাক ছেড়ে চিচাই।
তুমি চোপ রও, মুই হাঁপ খাই, আর ডাক ছেড়ে চিচাই॥

আলি। আরে না না এখন নয়, আরে না না এখন নয়—এখন কাঁদলে পাড়ার লোক জেগে উঠবে, আমাদের বিপদ হবে—প্রাণ যাবে।

ফতিমা। বয়ে গেল, আমি পাড়ার লোককে ভয় করি না। ওগো আমার কি হ'ল গো—আমার ঘুম হয় না কেন গো—খিদে পায় না কেন গো—আমার চোক ফেটে জল আসছে কেন গো—গা, হাত, পা টলমল করছে কেন গো?

আলি। ওরে থাম, আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। ওগো আমার কিছু ভাল লাগছে না কেন গো?

আলি। মাটি করলে,—মাটি করলে; থাম—থাম!

ফাতমা। দেখতে দেখতে এত বড়টা কি করে হলুম গো? আবার ছেলেমানুষ হতে আমার ইচ্ছে হচ্চে যে গো।

আলি। হয়েছে, হয়েছে—বুঝেছি—হবার কারণ হয়েছে হুসেন—হুসেন, তোর মার মাথা গরম হয়েছে। শীগ্‌গির একটা হাকিম আন।

(মর্জিনা ও হুসেনের প্রবেশ)

মর্। ওগো তোমরা হাকিম আন। হুসেন সাহেবের জন্য হাকিম আন—এলাজের বন্দোবস্ত কর, ওর মাথা গরম হয়ে সমস্ত রাত পথে পথে ঘুরছিল, যারে দেখতে পাচ্ছিল, তারেই চাবুক মারছিল। দারোগায় ধরে থানায় নিয়ে যাচ্ছিল, আমি কোন রকমে হাতে পায়ে ধরে এনেছি।

ফতিমা। তুমি কে? কে ও, মর্জিনা? তুই কি আমাদের কথা কিছু টের পেয়েছিস বাছা?

মর্। কতকটা পেয়েছি বৈকি!

আলি। তা—টের পেয়েছিস পেয়েছিস। তুই টের পেলে আমাদের অনিষ্ট নেই। টের পাস আর না পাস, বলি শোন। আমরা অনেক টাকা পেয়েছি, তার নেসা আমরা কেউ বরদাস্ত করতে পারছি না—টাকাগুলো তুই নিবি?

ফতিমা। মিছে নয়, টাকার গন্ধেই যখন আহারনিদ্রাত্যাগ করিয়েছে, জ্ঞানবুদ্ধি লোপ

করিয়েছে, তখন ছুঁলে আরও কি কাণ্ড ঘটবে, তার ঠিক কি? দাও, দূর ক'রে দাও—ও আপদ এখনি ঘরে থেকে বিদেয় কর। মর্জিনা বড় ঠাণ্ডা মেয়ে ওকে দিয়ে দাও।

মর্। বটে, তুমি ত খুব দেলখোস দোস্ত? বাছা! তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে আমার এই বুঝি বক্সিস—আমায় পাগল কত্তে চাও? আমি বাঁদী—তোমরা স্বাধীন গেরোস্ত; তোমরা টাকার ধাক্কা সইতে পারলে না, আমি সইতে পারব? তোমরা পাগল হ'লে দেখবার লোক আছে, আমার কে আছে? পাগল বাঁদী কাণা কড়ি দিয়েও কেউ কিনবে না। আমি চল্লেম বাছা; সকাল হ'ল, এখনই মনিব ডাকবে।

নেপথ্যে। আলিবাবা! আলিবাবা!

মর্। ঐ বুঝি মনিব আসছে? সর্ব্বনাশ করলে—কোথায় যাব?

আলি। ভয় কি?

মর্। ভয় গো—বিষম ভয়; আমায় এখনি অপমান করবে।

হুসেন। কি, অপমান করবে? আমার সুমুখে? আমি তাকে কেটে ফেলব।

আলি। কাটতে হবে না—কাটতে হবে না, থাম।

হুসেন। আমার যে মানরক্ষা করেছে, জ্ঞান ফিরিয়েছে, মিষ্টি কথায় আমার মন ভুলিয়েছে—তার অপমান সইব?

আলি। অপমান করবে না—অপমান করবে না, থাম।

নেপথ্যে। আলিবাবা!

ফতিমা। ওগো, যদি করে?

আলি। আরে না না—আমরা রয়েছি।

নেপথ্যে। দোর খোল—নইলে দোর ভেঙ্গে ফেলব।

আলি। দোর খুলে দিয়ে আয়।

হুসেন। মা, আমার কুড়ুলটা দেত।

আলি। আরে হতভাগা ছেলে কুড়ুল কি হবে?

হুসেন। যদি অপমান করে?

নেপথ্যে। এই দোর ভাঙলুম।

ফতিমা। অপমান ক'রে ব'সে রয়েছে—আর করবে না! তুমি যেমন ন্যাকা।

মর্। ওমা আমাকে একটু লুকোবার জায়গা দে মা; তোমাদের সুমুখে যদিও না পারে, বাড়ীতে গিয়ে নির্দ্দম মারবে।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

হুসেন। মা, তুমি—আমার টাঙ্গি দাও; ও আমার খসম ব'লে দারোগার হাত থেকে রক্ষা করেছে; পুঁজিপাটা যা ছিল, সব দিয়ে রক্ষা করেছে; আমি ওর খসম—দাও, আমায় টাঙ্গি দাও—দাও, শীগ্‌গির দাও;

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

আলি। আরে থাম থাম, আমি উপায় করছি।

ফতিমা। হ্যাঁ হ্যাঁ, উপায় কর। মর্জিনা আমার বউ—ও থাকলে টাকা সইবে—উপায় কর।

আলি। তাই করছি। হুসেন, দেরে দোর খুলে দে।

(নেপথ্যে দ্বার ভঙ্গ শব্দ ও কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। কি হে আলি, সবাই মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে গাধার মতন ঘুমুচ্ছ না কি? এত চীৎকার কল্লুম, এত দোরের শব্দ কল্লুম—কাণে গেল না?

আলি। এমন সময়ে আমাদের বাড়ী কেন ভাই?

কাসিম। এই যে এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আরে মর্—মর্জিনা, তুই এখানে কেন ?

মর্। হুজুর! আমি কাঠ কিনতে এসেছি।

কাসিম। ভোর বেলায় কাঠ কিনতে এসেছ ? আমি হ্যাকা ?

আলি। কি করতে এসেছ ভাই ? আমার এমন কি সৌভাগ্য, তুমি পদার্পণ করেছ ?

কাসিম। আচ্ছা, তোমায় পাট করব এখন—আগে বাড়ী চল তার পর ; বিবিসাহেব তোমায় আদর দিয়ে মাথায় তুলেছে—দু'শ কোড়া লাগাব।

আলি। রাগ ক'র না ভাই ; ও স্ত্রীলোক —তায় বালিকা।

কাসিম। বলি ব্যাপারখানা কি আলি ?

আলি। কি ব্যাপার ভাই ?

কাসিম। টাকা কোথায় পেলে—কোথা থেকে চুরি করলে ?

আলি। টাকা ?—টাকা কি ?

কাসিম। বুঝতে পারছ না ?

আলি। না।

কাসিম। বুঝিয়ে দেব ? (মোহর বাহির করিয়া) এইবার বুঝতে পারছ ?

আলি। অ্যাঁ—অ্যাঁ—ওকি ?

কাসিম। কোথা থেকে চুরি করেছ বল না ? এত পেয়েছ যে কুণ্‌কে দিয়ে মেপেছ ?

আলি। ভাই, আমি চুরি করিনি—খোদা আমায় দিয়েছেন।

কাসিম। খোদা আর দেবার লোক পায়নি! বড় বড় কাজী, মোল্লা, নবাব, বাদশা পড়ে রইল, আমি পড়ে রইলুম—আর খোদা দোস্তগিরি ক'রে আলি সাহেবকে হাজার বৎসর আগের মোহর দিলে। শীগ্‌গির বল, নইলে কোতোয়ালকে ডাকি।

আলি। কোতোয়ালকে ডাক, ক্ষতি নেই—কোতোয়ালকে ভয় করি না ; তবে তুমি ভাই, তুমি জানতে চাও, বলতে পারি। তোমার সুখে আমার আনন্দ ভিন্ন বিন্দুমাত্র অসুখ নেই। যেখানে থেকে এনেছি, সেখানে এত ধন আছে যে, হাজার বৎসর দু'হাতে খরচ করলেও শেষ করতে পারবে না।

কাসিম। বটে বটে, আলি ভাই—প্রাণের ভাই—এক মায়ের পেটের ভাই—আলি, এটা কি সত্য কথা ?

আলি। সব সত্য! এক বর্ণও মিথ্যা নয়—এখনি তোমায় বলছি।

কাসিম। বল ভাই, শীগ্‌গির বল ভাই!

আলি। কিন্তু তার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর।

কাসিম। কি বল ?

আলি। প্রতিজ্ঞা কর, এই বাঁদীটীর ওপর কোন অত্যাচার ক'রবে না ?

কাসিম। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি কি অত্যাচার করবার লোক!

আলি। না—হ'ল না, আমি তোমায় বিলক্ষণ চিনি ; তুমি এত ধনের অধীশ্বর, আমি ভাই, কত দিন অনাহারে কাটিয়েছি, ফিরেও দেখনি! শুনেছি, তুমি ভাই বলতেও ঘৃণা কর।

কাসিম। কে বলে—কে বলে ? কোন্ শালা বলে ? (মর্জিনার দিকে তীব্র দৃষ্টি)

মর্। আমি বলিনি।

আলি। ও বলবে কেন ? এ সহরের কে না সে কথা জানে ? আমার সে জন্য কোন দুঃখ নেই। তবে এটা ত বুঝেছি—তুমি প্রাণশূন্য। তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রে যদি আবার মর্জিনাকে প্রহার কর ?

কাসিম। আরে না না ; আমি মর্জিনাকে বড় ভালবাসি।

আলি। তোমায় বিশ্বাস হয় না। তুমি এক কাজ কর, মর্জিনাকে আমায় বিক্রি কর।

কাসিম। অনেক টাকায় কিনেছি।

আলি। আমি যথাসর্ব্বস্ব দিচ্ছি।

কাসিম। তুমি কি পেয়েছ না পেয়েছ—

আলি। আমি যা পেয়েছি, দশটা কাসিম সাহেবের ধন একত্র করলেও তার সমান হবে না।

কাসিম। আচ্ছা, মর্জিনাকে তোমায় দিয়ে দিলেম।

মর্। (নতজানু হইয়া) করলে কি আলি সাহেব? আমার জন্য আবার ফকির হ'লে? না, না—আমায় ফিরিয়ে দাও।

আলি। আমি আবার কাঠ বেচে খাব। দাও ভাই চল, আড়ালে যাই—তোমাকে মর্জিনার দাম দিই, আর ধনের কথা বলি। আয় ফতিমা।

[আলি, কাসিম ও ফতিমার প্রস্থান।

হুসেন। হ্যাঁ মর্জিনা। তা হ'লে তুমি আমাদের হ'লে?

মর্। সেটা তাড়াতাড়ি বলতে পারব না। কতটা সেখানে ছিলাম, তার কতটা খরচ হয়েছে, হিসেব ক'রে বলতে হবে।

হুসেন। দেখ মর্জিনা, আজ আমার যে আনন্দ—

মর্। তবে এস, তোমায় একটু সরবৎ খাইয়ে দিই।

হুসেন। দেখ মর্জিনা—

মর্। তা হ'লে সিরাজি।

হুসেন। আল্লার কিরে, আমি আহ্লাদে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মর্। ওঃ, তা হ'লে দেখছি—কাঁজী।

[হুসেনের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গুহাসম্মুখ।

কাসিম।

কাসিম। **চিচিঙ্ ফাঁক্—চিচিঙ্ ফাঁক্।** (বারবার উচ্চারণ) বেটারা বেছে বেছে কথা বার করেছে দেখ। কোন্ বেটা করেছে? যেই করুক, বেটা চালাক বটে। এত বার মুখস্থ কচ্ছি, তবু কেমন জড়িয়ে যাচ্চে—এখনও ভাল রকম কায়দা কর্ত্তে পারছি না। **চিচিঙ ফাঁক্—** লিখে আনলেই ছিল ভাল, যদি মন থেকে সরে যায়? আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলুম, কাজটা ভাল হয় নি। **চিচিঙ্ ফাঁক্, চিচিঙ্ ফাঁক্, চিচিঙ্ ফাঁক্।** না না, এত রাস্তা যখন মনে করে এনেছি, তখন আর ভুলছি না। চিঁ চিঁ—মানুষ খেতে না পেলে যা করে তাই; আর তার ওপর ইঙ, এই তিনটে হরপ আর মনে থাকবে না? খুব থাকবে **চিচিঙ্ ফাঁক্**—পাঁচটা ঘোড়া এনেছি খাইয়ে দাইয়ে বেটাদের এমন মোটাসোটা ক'রে রেখেছি, এক একটা পাঁচ মণ ক'রে বইতে পারবে না? না, বেটা সহজ ভাবে পারবে, সেই ভাল! শেষ কালে কোমর ভেঙ্গে রাস্তার মাঝখানে পড়ে গেলেই বিপত্তি পড়ে গেলে থলে ছিঁড়ে রাস্তার মাঝে মোহর ছড়িয়ে যাবে—না না কাজ নেই। মণ তিনেক করে নেব; আর আমারই ত আসা যাওয়া। পাঁচ বারে অল্প অল্প করে নিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে। তা হ'লে তিন পাঁচ পোনের মণ আর আলির ঘরের এক মণ;—যা চলে!—আলির ঘরের মোহরগুল আগে বাড়ীতে রেখে

এলেম না। যদি পালায়? যাবে কোথায়—গলার টুঁটি টিপে টাকা আদায় করব না! বাদী বেচা টাকা—চালাকী কথা নয়। চিচিঙ্‌ ফাঁক্—চিচিঙ্‌ ফাঁক্—চিচিঙ্‌ বোজ্‌। আর কতদূর? এই ত সেই গাছ—এই ত সেই পাহাড়ের ধার। এ বাবা মাটি করেছে! আশে পাশে রাশি রাশি মুণ্ডু আর হাড় রে! বাবা, কি ভয়ঙ্কর স্থান, আমাকে মেরে ফেল্‌বার জন্য একটা ফন্দি কর্‌লে না ত? না না, এই না দোর? (উচ্চৈস্বরে) চিচিঙ্‌ ফাঁক্ (দ্বারোদ্ঘাটন) ইয়া আল্লা—এ কি! (প্রবেশ) ইয়া আল্লা, এ ক্যা হায়—উ ক্যা হায়—হাম কোন হায়?

[ভিতরে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

গুহার অভ্যন্তর।

কাসিমের প্রবেশ।

কাসিম। এ সব আমার, আমার টাকা, আমার টাকার সঙ্গে দুনিয়া আমার—কি না আমার? চাকর আমার, চাকরাণী আমার, বাদসা আমার—বেগম আমার—চোর আমার—ফকির আমার—আমি যা ইচ্ছে তাই করব। যারে চাইব তারে পাব—দলে দলে দোস্ত পাব—হাজার হাজার ইয়ার পাব—লাখ লাখ ইয়ারকির মুখ খুলে যাবে—আশে পাশে গানের ফোয়ারা ছুটবে—হাঃ হাঃ হাঃ! আমি সব দেখতে পাচ্ছি—ওই রাজা আমায় সেলাম করছে, রাজকন্যা আমায় কুর্ণিস করছে, আদর করছে,—কি মজা! এখন কি করি? এটা নিই কি ওটা নিই—হীরে নিই কি জহর নিই, জহর নিই কি মোহর নিই—আমি সব নেব, কিছু ছাড়ব না—আমি এখানকার একটা কাণা কড়ি ছাড়ব না। এখানকার ধূল ঝেড়ে নিয়ে যাব, আমি নাচব—নাচব। তার পর? বাড়ীতে গেলেই সাকিনা এসে শোহর শোহর ক'রে আদর কাড়াবে; কি এনেছ—কি এনেছ ক'রে ছুটে আসবে; আদর করে আঁচল দিয়ে মুখ মুছাবে; জড়িয়ে ধরে মানের কান্না কাঁদবে; দেরি হয়েছে, অনেকক্ষণ দেখতে পায়নি ব'লে ন্যাকা ন্যাকা খোনা খোনা কথায় তিরস্কার করবে—আর আমিও অমনি জুতোর ঠোকর মেরে দূর ক'রে দেব। তার বড় অহঙ্কার—তার বাপের বিষয় ব'লে সে অহঙ্কারে চোখে দেখতে পায় না; তার অহঙ্কার আর সইব না—তার বাপের ধনে বড় মানুষ, এ কলঙ্ক রাখব না। তার বিষয় তারে ফিরিয়ে দিয়ে, তাল্লাক দিয়ে দূর ক'রে দেব! না না, তাই বা কেন?—বিষয় আশয় কেড়ে নিয়ে এক কাপড়ে বার ক'রে দেব। এখন আমার কপাল জোর; কাজী মোল্লা সকল চোর—যেই আসবে শুনতে নালিস—অমনি হাতে করব তেলের মালিশ; যেমন দেখবে আড় নয়নে, নথের কোণে টাকা—অমনি সব শালা হবে ন্যাকা। বলবে, সাকিনা বিবি—তাই ত তাই ত, তোমার বাপের বিষয় ছিল—আমাদের মনে নাই ত। আর আলি! তুই আমার চোখের বালি—একবার হয়েছি অসাবধান, অমনি সোণার মোহর লাখ খান? একেবারে আমীর হয়েছিলি—সর্ব্বনাশ করেছিলি? তোকে রাখলে কি আর রক্ষা আছে? তোমার একেবারেই দুনিয়ার বার—ফতিমাকে করব আমার—আর মর্জিনা? তুমি আমার সরেস বাদী—তোমায় ধনমণি ছাড়ছি না। যাই, এইবারে জিনিষপত্র গুছিয়ে, ঘোড়ার পিঠে

চাপিয়ে, আমার তোষাখানায় কতক কতক নিয়ে যাই। (অন্তরালে গমন)

(নিয়তির আবির্ভাব)

গীত।

যত লেখা ছিল, সকলি ফুরাল,
হিসাব নিকাশ কর রে জীব।
সময় যে যায়, ডাক বিধাতায়,
এ অন্তিমে যদি চাস রে শিব।
পিতা মাতা দারা সুতা সুতে রাখি,
এখনি মুদিতে হইবে দু' আঁখি;
রহিবে না বাকি, হিসাবের ফাঁকি,
ধনবান কি বা হোস গরিব॥

কাসিম। এক বস্তা হীরে পান্না চুনি জহর, এক বস্তা মুক্তা, তিন বস্তা মোহর—কি ছেড়ে কি নিই? এখন এই নেওয়া যাক—তারপর আমারই ত তোষাখানা, যখন যা দরকার হবে এসে নিয়ে যাব। যা! সর্ব্বনাশ করেছি! কি বলে দোর খুলতে হয়?—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। ভোলবার কি উপায় রেখেছি, আষ্টে পিষ্টে মন বেঁধেছি—ভোলায় কে? মানুষে খেতে না পেলে কি করে?—খাই খাই! খাই খাই ফাঁক—কই খোলে না ত। কি কল্লুম—সর্ব্বনাশ কল্লুম? মানুষ খেতে না পেলে কি করে?—ওই ত করে—আবার কি করে? দে দে—না না তাও ত নয়; হা হা —তাও যে নয় গো! ওরে বাবা কি কল্লুম! খেতে না পেলে কি করে? মোট বয়—চাকর হয়—চুরি করে, বাটপাড়ি করে—আমার মাথা করে, মুণ্ড করে—ওরে বাবারে কি কল্লুম রে! না না, সেটা যে একটা ফলের নাম—ফাঁক্ ফাঁক্, ঢেঁড়স্ ফাঁক্, রাই ফাঁক্, সর্ষে ফাঁক্, তিল ফাঁক্—মসনে ফাঁক্—আল্লার দোহাই ফাঁক্। ফাঁক্, ফাঁক্, ফাঁক্। (উন্মত্তভাবে পরিক্রমণ) গম ফাঁক্, অড়র ফাঁক্, মটর ফাঁক্, ভুট্টা ফাঁক্। ওরে বাবা রে! জাম ফাঁক্, আম ফাঁক্, লিচু ফাঁক্, কাঁটাল ফাঁক্। ওরে বাবা রে—কি কল্লুম রে! ওরে কিসে দোর খোলে, কেউ বলে দেনা রে। মানুষে খেতে না পেয়ে কি করলে দোর খোলে, ব'লে দেনা রে; সব দেব—গোলাম হ'ব, বলে দেনা রে। ও আলি—ওরে আলি—ওরে প্রাণের ভাই আলি! ভাই তোরে আমি সব দেব, আমি তোর হ'ব, তুই খেতে দিস খাব, না খেতে দিস শুকিয়ে মরব। তুই সুধু সঙ্কেত জানিস। দে ভাই, মেহেরবাণী ক'রে দোর খুলে দে। আঙ্গুর ফাঁক্, পেস্তা ফাঁক্, মনক্কা ফাঁক্, বেদানা ফাঁক্, কিস্‌মিস্ ফাঁক্, দোর খোল, দোহাই আল্লা—দোর খোল।

নেপথ্যে। **চিচিঙ্ ফাঁক্।**

কাসিম। কেও আলি এলি?

(দস্যুগণের প্রবেশ)

ওরে বাবা রে! তোমরা কে?

১ম দস্যু। চিনতে পারছ না—তোমার বাপ। (কাসিমকে লইয়া বহির্গমন)

নেপথ্যে। (বারত্রয় বাপ শব্দ)

চতুর্থ দৃশ্য।

কাসিমের বহির্ব্বাটী।

(সাকিনা ও মর্জিনার প্রবেশ)

(সাকিনার গীত।)

আমার কেমন কেমন কচ্চে কেন মন।
চ'খ ছল ছল, পা টল মল, রগ কেন টন টন॥
(আমার) শিউরে শিউরে উঠছে কেন গা;
খালি হৃদয় কর্চ্চেছে খাঁ খাঁ;—
(আমার) হাড় মড় মড় বুক ধড় ধড়—
প্রাণ কেন ঝন ঝন॥
(এমন) ছটফটানি, প্রাণপোড়ানি—
কি ছাই অলক্ষণ॥

সাকিনা। আর যে আমি দাঁড়াতে পারছি না, মর্জিনা, আমার মাথা যে টলে টলে পড়ছে মর্জিনা! (মৃত্তিকায় শয়ন)

মর্। ও কি বিবি সাহেব! ঘরে চল—বার বাড়ীতে থাকে না। কে এখনি এসে পড়বে, জানাজানি হবে, বিপদ ঘটবে! ভয় কি! মনিব এখনি ফিরে আসবে।

সাকিনা। আর কখন্ আসবে, মর্জিনা—আর কখন্ আসবে, মর্জিনা? দুপুর গেল, সন্ধ্যে গেল, রাত্রি যায়—আর সে কখন্ আসবে, মর্জিনা!—আলি বল্লে তার ভাই বুদ্ধিমান, তাই দিনের বেলায় এল না—বিশ্বাস কল্লুম। এখন আর কি ক'রে বিশ্বাস করি মর্জিনা—ওরে মর্জিনা রে, আমার বুক যে কেমন করে রে! ওমা! তোর গলাটা দে মা! আমি একবার কাঁদি মা!—

মর্। অনেক দূর থেকে আসছেন, তার ওপর ভারি জিনিস তাই আসতে রাত্রি হচ্ছে।

সাকিনা। (মর্জিনাকে আলিঙ্গন করিয়া) কি করলুম, মর্জিনা!—কেন পরের ধন দেখে হিংসে করলুম মর্জিনা!—তিনি যে আমাকে বড় ভালবাসতেন, মর্জিনা!—উঃ!—কি করি—কোথায় যাই?

(চারিদিকে ভ্রমণ ও মর্জিনার পাখা হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

মর্। ঘরে চল বিবি সাহেব।

সাকিনা। উঃ! জল জল! ওরে বাবা, কি করলুম—কি করলুম—কেন যেতে দিলুম? কেন বল্লুম না—তুমিই আমার টাকা। জল জল!

মর্। আবদালা! সরবৎ লে আও।

(আবদালার সরবৎ লইয়া প্রবেশ)

আলি সাহেবের বাড়ী যা, দেখে আয়—সাহেব বাড়ী আছে কি না। থাকলে শীগ্গির ডেকে আন। [আবদালার প্রস্থান।

সাকিনা। মর্জিনা, আমাকে ফেলে যাস নি—আমার কাছে থাক্। আর আমার বাঁদী নোস্ বলে কি আমার কাছে থাক্‌বি নি মা? মা, তোকে কত কষ্টই দিয়েছি।

মর্। সে কি, তুমি আমাকে মায়ের আদরে রেখেছ।

সাকিনা। আমার কাছে থাক্ মা, আর একটুখানি থাক্।

মর্। আমি এই ত রয়েছি।

সাকিনা। কোথাও যাস্ নি মা!

মর্। আমার তেমন মনিব নয়। তোমার কাছে থাকলে কিছু বলবে না।

সাকিনা। আমি তোর এমন মনিবের হিং[সে] করে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছি মা! উঃ, কি হ'ল মর্জিনা—আমার কি হ'ল, মর্জিনা! (পরি[-] বেষ্টন) আমি যে বাপমায়ের বড় আদরের মে[য়ে] —আমার নসিবে এই ছিল? আমি [যে] এখনও বড় ছেলে মানুষ—আমি যে আজ[ও] একলা থাকতে শিখিনি রে মর্জিনা।

(আলিবাবার প্রবেশ)

ওগো আলি ভাই গো। ওগো আলি ভাই গো!

আলি। থামো—থামো, কর কি—কর কি!

সাকিনা। আমি যে থামতে পারি না গো! (আলিকে জড়াইয়া) ওগো আমা[র] প্রাণের আলি ভাই গো!

(সাকিনা, আলি ও মর্জিনার গীত)

আরে মেরা ভেইয়া।

গাঁঠি লেকর্ ছাত্তি কাড়ে জালিম্ মেরা সেঁইয়া

আলি। আবি চুপচাপ রও থোড়ি,

মেরা পর্দানা দেও ছোড়ি;

মর্। বিবি মাৎ ঘাবড়াও খুব জল্দি
লেঙট্বে তেরা জোড়ি ;
সাকি। যব্ তক্ উয়ো নেহি যুমেগা
হাম্ না ছোড়ি বেঁইয়া।
এসি টানে গা, এসি বলে গা, হেঁইয়া জোয়ান হেঁইয়া॥

আলি। হাঁ হাঁ, থামো—থামো, কর কি—কর কি!

মর্। থামো, বিবি সাহেব, থামো।

সাকিনা। ওগো! আমার প্রাণের কাসিম এখনও এলো না যে গো।!

আলি। আমি এখনি যাচ্চি। মর্জিনা বাড়ীতে যা ত মা, গাধা তিনটে আন্ ত।

সাকিনা। মর্জিনা থাক।

আলি। তবে আবদালা যা ত।

সাকিনা। আবদালা থাক।

আ। তবে আমিই যাচ্ছি, দেখো, গোল ক'র না ; সর্ব্বনাশ হবে—বিপদ ঘটবে।

সাকিনা। আমার কি হবে—আলি, আমার কি হবে?

আলি। তোমার লোকজন, টাকাকড়ি, খসম, সব হবে—কেঁদ না। আমার ভাই বোকা নয়, সে ঠিক আসবে, এসে তোমায় রাণী করবে।

সাকিনা। তবে শীগ্গির শীগ্গির যাও গো, আর যদি না তারে পাও গো?

আলি। পাব, পাব—ঠিক পাব। চেঁচিও না, গোল কর না। [প্রস্থান।

সাকিনা। মর্জিনা, আমায় একটু বাতাস কর। (মর্জিনার তথাকরণ) না, না আমায় একটু সিরাজি এনে দে।

মর্। তা আনচি—বস। [প্রস্থান।

(সাকিনার গীত)

আশে রেখেছি প্রাণ সে কি রে আসিবে ফিরে।
সুখ-সাধ অবসাদ ভাসিতেছি আঁখিনীরে॥
সে মোহিনী প্রেমগান, প্রণয়েরি সুখতান,
আবেশে আকুল পোড়া প্রাণ ;
জ্বলে আলা ধিকি ধিকি জেগে ওঠে ধীরে ধীরে॥
কে আর সোহাগ ভরে ধরিয়ে হৃদয়'পরে,
মুছাবে মরম ব্যথা আদর করে,
প্রেম-ডোরে বাঁধি মোরে পরাবে রে মতি হীরে॥

পঞ্চম দৃশ্য।

কাসিমের গৃহ প্রাঙ্গণ।

মর্জিনা।

মর্। কাসিম ত খাঁটী খাঁটী মরেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখন সে এল না, তখন সে নির্ঘাত মরেছে। তা হ'লে সাকিনা বিবি কি করবে? কি করবে। একবার ভেবে দেখি, কি করবে? আমীর ওমরাওএর বিবিরে যা করে, তাই করবে! প্রথম প্রথম দিন দুই চার কাঁদবে, তার পর দুই চার দিন 'কি করি, কি করি' ভাববে, তারপর এক হাতে চোখ মুছবে, আর এক হাতে বিষয়ের গায়ে হাত বুলুবে। বিষয় মেয়ে মানুষের হাত পেয়ে থাকবে থাকবে তেউড়ে উঠবে। আজ অমুক খাজনা আদায় হ'ল না, কাল অমুকের মোকদ্দমার ডিক্রীজারি হ'ল না। পরশু তবিল তছরুপাত, তারপর দিন লাটের কিস্তি বন্ধ। একটা দাওয়ান না হ'লে ত চলবেই না। দিন কতক বিবিসাহেব খেঁকি হবে, বাঁদী-বান্দার প্রাণ যাবে—আড়ালে থাকলে ডেকে হায়রাণ হবে, সুমুখে এলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে—'এটা দে, ওটা দে' করে তম্বি করবে, আর এনে দিলেই ছুড়ে ফেলে দেবে। তারপর আলো সইবে না—আঁধার সইবে না, তাক সইবে না। আর কাণ ভোঁ ভোঁ, মাথা কট্ কট্, বুকে ব্যথা, চোখের জ্বালা—এ গুলো ত ফাউ, কাজেই কাজী সাহেবকে

আসতেই হবে—কাজী এলেন-ত মোল্লা এলেন, মোল্লা এলেন ত তার সঙ্গে কন্মাও এলেন; এই রকম আসতে অসেতে খেমটা এলেন, বাই এলেন, ঝুড়ি ঝুড়ি খাসি এলেন, থলে থলে ডিম এলেন, বাজরা বাজরা বাদাম পেস্তার দল এলেন, জালা জালা সরবৎ এলেন, পিপে পিপে সিরাজি এলেন, সকল আপদ ঢুকে গেলেন—দাওয়ান মশাই চাকর ছিলেন মনিব হলেন। কাসিম যাবে বলেই কি সাকিনা বিবির সংসার যাবে? কিন্তু আলি সাহেবের কি হবে? আলি সাহেব যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আমায় খরিদ করেছে; আমি তার ঘরের এখন বাঁদী নই, রাণী হয়েছি; আমার বড় আদর—বড় যত্ন। আর হুসেন—তার ভাইয়ের অধিক স্নেহ, আমাকে সুখী করবার তার কত চেষ্টা! এমন মিষ্ট সুন্দর প্রাণময় হুসেন—

গীত।

ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে।
আমি যে বেসেছি ভাল সে বাসা সে ভালবাসে,
সে হাসিটি সে মুখের,
সে চাহনি সোহাগের;
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ এ হৃদি-আকাশে ভাসে;
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে॥

তাদের ধনে কোথাকার কে এসে আমীর হবে। কাসিম ফেরে আচ্ছা—না ফেরে, একটা উপায় চাই। চেষ্টা করে দেখি, তার পর খোদার মর্জ্জি।

(আবদালার প্রবেশ)

আব। মর্জিনা?

মর্। কেন মর্জিনাকে?

আব। তুই ভাবছিস কি?

মর্। এঁচে বল দেখি।

আব। বলব, তুই ভাবছিস "আবদালার মতন যদি একটা সুপুরুষ পাইত তাকে সাদি করি।"

মর্। কাছ ঘেঁসে গিয়েছিস বটে, কিন্তু ধরতে পারিস নি, আমি ভাবছিলুম, আবদালা যখন মরে যাবে তখন গোর দেবে কে?

আব। কেন, তুই পারবিনি?

মর্। আমার হাতে বড় ব্যথা।

আব। বলিস কি, তা হ'লে ফলার পেকেছে বল। না হ'লে কেউ হাতটা পাকিয়ে ধরেছে?

মর্। কেন ধরবে না? চিরকাল বাঁদী থাকব, সাদি হবে না? নে, বাজে কথা রাখ, আমায় খুঁজছিলি কেন?

আব। একটা দুঃখের কথা বলব বলে।

মর্। কি?

আব। ফতিমা বিবির বাড়ীতে কে মরেছে?

মর্। চোপ্ পাজী।

আব। ফতিমা বিবি কাঁদছে।

মর্। চোপ্ পাজী!

আব। কেউটে সাপের মত ফোঁস করে উঠলি যে? ওই খানেই আঁতের ঘর নাকি? তা যাই হ'ক বাবা। সে আঁতের ঘরে একটা হানা পড়েছে। ফতিমা বিবি 'হুসেনরে—হুসেনরে,' বলে যেমন ডাক ফুকুরে চেঁচিয়ে উঠেছে, অমনি আলি সাহেব তার মুখে থাবা দিতে লেগেছে।

মর্। চোপ্ রও—ঝুট্‌বাৎ, আলি সাহেব ঘরে নেই।

আব। আমি নিজের চক্ষে দেখে এলুম, তোমার ও ভঙ্গি শুনব কেন, ধনু?

মর্। বলিস কি আবদালা! (উপবেশন)

আব। বসে পড়লি যে মর্জিনা?

মর্। হাত থেকে একটা জিনিস পড়ে গেছে।

আব। তবে বসে বসেই শোন।

মর্। আর আমি শুনব না।

আব। সে কি? এখনও মজার কথা পড়ে রইল—শুনব না বল্লে ছাড়বে কে, বিবিজান? আলি সাহেব ত মুখে থাবা দিতে লাগল, আর ফতিমা বিবি হাতের ফাঁকের ভেতর দে যতক্ষণ পারলে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করতে লাগল। তিন বোঝা কাঠ শুদ্ধ তিমটে গাধা! আলি সাহেব সে শুল সামলাবে—না, ফতিমাকে সামলাবে; না 'হুসেন হুসেন' করে চেঁচাবে!

মর্। আবদালা—আবদালা, তুই সরে যা।

আব। এই যে কথাটা শেষ করে যাচ্ছি। তার পরত হুসেন এল—

মর্। কি বল্লি?

আব। তুড়কি লাফ মেরে উঠলি যে! হুসেন এল বলে এল—একেবারে মর্জিনা বিবির রগ ঘেসে এল?

মর্। তোর গল্পটা বড় মিষ্টি লাগছে।

আব। তোর মুখটো কেমন শাকসেড়ে গেছে, তোর নাড়ী চন্ চন্ করছে, তোর বুক ধড়্ ধড় করছে।

মর্। বেশী খানিকটে মিষ্টি একেবারে কাণ দে ঢুকিয়ে দিয়েছিস—গলায় আটকে গিছল। আবদালা, কাল তোকে আমি পোলাও খাওয়াব।

আব। তারপর হুসেন ত এল—

মর্। আবদালা, কাল আমি তোর সব কাজ করে দেব।

আব। তারপর হুসেন ত এল—

মর্। তাঁর এসে কাজ নেই, আমি সব বুঝেছি।

আব। তারপর হুসেন ত এল—

মর্। আরে থাম, বিবি সাহেব আসছে।

আব। তারপর হুসেন ত ম'ল—

মর্। (আবদালার কর্ণ ধরিয়া) আবার।

আব। আরে হুসেন নয়—কাসিম, কাসিম—

মর্। বলিস কি?

আব। একেবারে চার ফালি—

মর্। বলিস কি? চলে যা, চলে যা—সাকিনা বিবি আসছে।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। রাত্তিরও ত গেল মর্জিনা!

মর্। তা ত দেখতে পাচ্ছি।

সাকিনা। তবে কি আমার কপাল ভাঙ্গল? কাসিম কি আর ফিরবে না? তুই বুঝেছিস কি?

মর্। এখনওত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। আলি সাহেব না ফিরলে বোঝাবুঝি মিছে। বিবি সাহেব, ঢের রাত হয়েছে। একটু ঘুমোওগে। আমি একবার দেখে আসি।

সাকিনা। ঘুম হ'ল না মা—ঘুম হবে না মা—ঘুমুতে গিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

মর্। কি দেখেছ বিবি সাহেব?

সাকিনা। দেখছি, আমার যেন আবার সাদি হচ্ছে—লোক জন হৈ হৈ রৈ রৈ কচ্চে—আবদালা নাচছে, তুই গাচ্ছিস—আর কাসিম আমার একটী কোণে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে। আমি তার মুখ দেখে কাঁদছি—আর কল্মা পড়ছি।

মর্। তা হ'লে বিবি সাহেব আমিও বলি, আমিও একটু ঘুমুতে গিয়েছিলুম, কিন্তু ওই রকম একটা কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি।

সাকিনা। ঠিক আমার মতন?

মর্। প্রায়। আমি দেখেছি, তুমি যেন নতুন খসমের গলা ধরে কাঁদছ, আর কাসিম সাহেব একটা বট গাছের ডাল নাড়া দিচ্ছে।

সাকিনা। বলিস কি?

মর্। দেখে আমি কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়লুম, বিবি সাহেব!

সাকিনা। তবে আমার কাসিমের বুঝি কি হ'ল রে!

মর্। আস্তে আস্তে!—পাড়ার লোক জানতে পারলে সর্ব্বনাশ ঘটাবে। বিবি সাহেব! মোহরের কথা বাদসার কানে উঠলে ধনে প্রাণে যাবে।

সাকিনা। কি কর্ব্বি কিছু বুঝতে পারছি না মা!

মর্। কি আর করবে বিবি সাহেব—খোদার হাত, আমাদের ত আর নয়। আলি সাহেব আসুক, সে কাঁদতে বলে কাঁদবে, চুপ করে থাকতে বলে চুপ করবে, আর কিছু করতে বলে, তাই করবে। আমি আসছি।

সাকিনা। না মা তুই থাক মা, আমি যে কখন একলা থাকি নি—একলা থাকতে জানি নি যে রে মর্জিনা।

মর্। আবদালাকে ডেকে দিই, ততক্ষণ তাকে রাখ।

সাকিনা। সে থাকা না থাকা তুই সমান, তুই থাক মা—তুই থাক।

মর্। বেশ, রইলুম।

সাকিনা। আচ্ছা আমার স্বপনের খসমকে তুই চিনতে পেরেছিস?

মর্। কতক কতক।

সাকিনা। কে বল দেখি?

মর্। সে কেমন চেনা চেনা—অচেনা অচেনা।

সাকিনা। দেখে থাকিস ত বল না।

মর্। যেন আলি সাহেবের মতন ধরণটা।

সাকিনা। দূর পোড়ারমুখী।

মর্। হ্যাঁ বিবি সাহেব, সত্যি বিবি সাহেব।

সাকিনা। আলির আর কিছু আছে কি? সর্ব্বস্ব দিয়ে ত তোকে কিনেছে।

মর্। তোমার কি বিশ্বাস হয়?

সাকিনা। সবই আছে, দু' চার থলে ফাউ দিয়েছে—না?

মর্। আমি বলতে পারব না, বিবি সাহেব আমি এখন তাঁর বাঁদী।

সাকিনা। ওরে আমারও কাসিম পাঁচটা ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিল যে রে!

মর্। চুপ চুপ।

সাকিনা। ফতিমা খুব হাত দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে?

মর্। আর কি করবে?

সাকিনা। ও রে সে আমার কাছে যে কাঠ বেচত রে, আমি যে ঘেন্নায় তার সঙ্গে কথা কইতুম না রে!

মর্। চুপ চুপ, কে দোর ঠেলছে—ঘরে যাও, ঘরে যাও।

সাকিনা। আমি চল্লুম, দেখিস মা—দেখিস মা।

[সাকিনার প্রস্থান।

মর্। ও রে বেটী তোর ভেতরে ভেতরে এত। কাসিম মরেছে কি না, এ খবর এখনও পাসনি। এখনি এমন বেছে বেছে স্বপ্ন দেখছ। যাই হ'ক এতে আমার মনিবের ভাল, তা নইলে বেটী তোকে পয়জার পেটা করতুম—তা তুই যেই হ'। বেটী বেইমানী! যাই, আমার মনিব কি এনেছে একবার দেখে আসি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রমোদোদ্যান।

(ঝাড়ু হস্তে বাঁদিগণের প্রবেশ)

(বাঁদিগণের গীত)

এমন করে হতাদরে রেখেছে বাগান।
থাকলে মালী শোন্ লো বলি, হতো যে তার টান॥
ঘাসেরগোছা এলিয়ে রেখেছে,
ছেঁড়া ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে.
ঝেঁটিয়ে কত রাখব হাতে ব্যাথা ধরেছে।
মাঝে পড়ে বসরা গোলাপ হ'ল লো হায়রাণ॥

[প্রস্থান।

(আলি, সাকিনা ও মর্জিনার প্রবেশ)

সাকিনা। আমি আর কি করি আলি সাহেব আমার হাত পা আসছে না।

মর্। দেখ, তাড়াতাড়িতে একটা গোল করে বোস না। আমি বলি, চার ফালি মুর্দ্দা কোন রকমে সেলাই করে, লোককে জানাও, কাসিম সাহেবের বেমার হয়েছে; তারপর লোক দেখান হাকিম ডাকিয়ে, দাওয়াই আনিয়ে, লোক জানিয়ে গোর দাও।

আলি। বেশ কথা। তবে যা মা মর্জিনা, বাজারের ওধারে বাবা মুস্তাফা বলে একজন ওস্তাদ চামার আছে, তাকে এই রাত্রেই নিয়ে আয়; কিন্তু একটু চালাকি করে আনিস, সে আগে থাকতে না সন্দেহ করে বসে। তুই চালাক মেয়ে, তোকে আর বেশী বলব কি?

মর্। আচ্ছা।

আলি। সাকিনা বিবি চল, এখন আর পাগলের মত ঘুর না। ততক্ষণ ফতিমার কাছে দু' ঘণ্টা বসবে এস।

সাকিনা। উঃ।

[আলি ও সাকিনার প্রস্থান।

মর্। এখন সাকিনা বিবির জন্য আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে। উপায় একটা করতেই হবে, হুসেন ত আমার হাতে, আর ফতিমা বিবি যে ছেলে পিত্যিশি তাকে রাজি করতে কতক্ষণ?

(হুসেনের প্রবেশ)

দেখ হুসেন সাহেব, তোমার বাপ মাকে ব'লে আমায় আবার বেচে ফেল।

হুসেন। ও কি কথা, মর্জিনা।

(মর্জিনার গীত)

আমি ঢের সয়েছি, আরত সব না।
তোমার কুটিল নয়ন, ছলের বাঁধন যেচে পরব না॥
বহুত দাগা বুক পেতে নিচ্ছি, জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি,
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব আরত রব না॥

হুসেন। এ সব কি কথা মর্জিনা!

মর্। তোমার বাপকে ডেকে আমায় এখনি বেচে ফেল—তর সইছে না। এমন নিষ্ঠুর—সাকিনা বিবির জন্য সবাই কাঁদছে, আর তোমার চোখে জল নেই!

হুসেন। নেই কে বল্লে মর্জিনা? আমার চোখের জলে দুনিয়া ভেসে গেল, কিন্তু মর্জিনার মন ভিজল না!

মর্। দুনিয়ার পোড়া বরাৎ। তুমি কার জন্য কেঁদেছ? নিজের জন্য যে শিয়াল কুকুরেও কাঁদে। আরে ছ্যা—তা হ'লে ত এখনই বিক্রী হতে হ'ল। চলে আয় খদ্দের। এক পয়সায় বাঁদী যায়। এক, দো—খদ্দের চলে আয়।

হুসেন। তা হ'লে কি করতে হবে?

মর্। ওই ফুলগাছের পাশটিতে বসে কাঁদগে, আমি দেখে চক্ষু সার্থক করি।

হুসেন। বেশ—চল্লুম।

[হুসেনের প্রস্থান।

মর্। ফতিমা বেটি আসছে।

(ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা। পয়জার মারব, ঝাঁটা পিটব—এত বড় আস্পর্দ্ধা—আবার নিকে? কই মর্‌জিনা, কোথায় আলি?

মর্। তারা মানুষ দেখ্‌ছে, আর সরে সরে যাচ্ছে।

ফতিমা। তুই একবার দেখিয়ে দেনা।

মর্। কেঁদে কেঁদে সবার চোখ ফুলে গেল, কে সন্ধান দেবে? ওই দেখ হুসেন সাহেবও কাঁদছে?

ফতিমা। হুসেনও কাঁদছে?

মর্। কেবল কাঁদছে? কান্না থামাতে পারছি না। 'চাচি রে' 'চাচি রে' করে গলা ভাঙিয়ে ফেল্লে।

ফতিমা। ও মর্‌জিনা—কি করি মর্‌জিনা? —তা হ'লে যে নিকে হ'ল। আমারও যে কান্না পাচ্ছে, মর্‌জিনা!

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকি। কে ও, দিদি এলি? দিদি রে!

ফতিমা। (ছুটিয়া সাকিনার গলা ধরিয়া) রে-এ-এ-এ।

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। চাচি রে—চাচা রে।

মর্। রে-এ-এ-এ।

ফতিমা। কেঁদো না বোন, আমি উপায় করছি। কাঁদিসনে মর্‌জিনা, কাঁদিসনে হুসেন —আয় আমার সঙ্গে। [সকলের প্রস্থান।

(জলের চুঙ্গী লইয়া বাঁদিগণের প্রবেশ)

(বাঁদীগণের গীত)

ফোটে ফুল শুকনো ডালে দেখবি যদি আয়।
ঢালি ঠাণ্ডা পাণি কুলমণি লো আড়নয়নে চায়॥
সোহাগে লুঠছে মধু, ছুটে আসে ভোমরা বঁধু,
ঢলে ফুল হয় লো আকুল ফুরফুরে হাওয়ায়।
(ওলো দেখবি যদি আয়)
সাধের লহর উজান বয়ে যায়।

(বরবেশে আলি ও তৎসহ আবদালা, বাঁদিগণ, সাকিনা, মর্‌জিনা ও ফতিমার প্রবেশ)

(গীত)

আলি। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
ছিপায়কে সব সাফ করলেও কাহেকো গোল মাচাও॥
বাঁদিগণ ও আব। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
সাকিনা। বান্দা সাচ বোলা হায় তুম্,
মর্। বিবি সাচ বোলা খানুম্,
ফতিমা। সে কি? কিছু হবেনা ধুম্?
বাজা বাজবেনা দুম্ দুম্?
আলি। মেরা ঘরমে ভরা মুর্দ্দা-ব্রাদার কেয়াবাৎ বাতাও,
বুরা কেয়াবাৎ বাতাও?
বাঁদী ও আব। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
ছিপায়কে সব সাফ করলেও কাহেকো গোল মাচাও॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মুস্তাফার দোকান।

(মুস্তাফা ও মুচি মুচনীগণের গীত)

পুরুষগণ। ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ।
ধাঁই ধড়াধড় ধাঁই ধড়াধড় দে মাদলে ঘা॥
স্ত্রীলোকগণ। পর মুলুকে গইল মরদ ঘরকে আইল না
পরদা কিরে করদা ফাঁক
বিবি বাড়াইল পা॥
পুরুষগণ। ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ গুড় গুড় ইত্যাদি।
স্ত্রীলোকগণ। কসম খায়কে করলো
খসমবেমথোর পণা
জলদি জরু দরদি নিকা কইলো বে পরোয়া॥
পুরুষগণ। ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ গুড় গুড় ইত্যাদি।

মুস্তাফা। খোদা একটা টাকা পাইয়ে দে, আট আনার সরাপ, দু' আনার জলপাই, চার

পয়সা এণ্ডা, চায় পয়সার চেনাচুর, আর চার আনার খিচুড়ি কিনে খাই।

(মর্জিনার প্রবেশ।)

মর্। বাবা মুস্তাফা!

(মাতালের ভাণ করণ)

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মর্। তোমার দোকানে একটু বস্‌বো।

মুস্তাফা। সে কি বিবি সাহেব? আমার এ জুতোর দোকানে? সে কি বিবি সাহেব?

মর্। আর বিবি সাহেব! আমি এই পড়্‌লুম। বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মর্। তোমার দোকানে গড়াগড়ি খাব।

মুস্তাফা। হাঁ হাঁ কর কি, কর কি, কর কি —বিবি সাহেব? দোকানে গড়ালে খদ্দের আসবে না। বউনির সময় গড়াগড়ি খেওনা, দোহাই বিবি সাহেব।

মর্। তা হ'লে কি করি বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। তোমার হয়েছে কি বিবি সাহেব?

মর্। আমার গার জ্বালা হয়েছে।

মুস্তাফা। রাত্রে খুব বেশী সিরাজি খেয়েছ বুঝি?

মর্। উঁহু।

মুস্তাফা। পিয়ার মরেছে বুঝি?

মর্। উঁহু।

মুস্তাফা। পিয়ার কার সঙ্গে আসনাই রেছে বুঝি?

মর্। বাবা মুস্তাফা তুমি কি পীর? ঠিক ধরেছ বাবা।

মুস্তাফা। কেমন ঠিক ধরেছি না?

মর্। বাবা মুস্তাফা।

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মর্! বাবা মুস্তাফা, আমি তোমার দোকানে গড়াগড়ি দেব আর কাঁদবো।

মুস্তাফা। হাঁ হাঁ, কোতোয়ালীতে ধরে নিয়ে যাবে। হাঁ হাঁ, এখনি সকাল হয়ে যাবে —লোক জানাজানি হবে—আমার পসার মাটি হবে—কর কি? কোথা থেকে আমায় মজাতে এলি বিবি সাহেব?

মর্। তা হ'লে উপায় কর, দাওয়াই দাও।

মুস্তাফা। বুঝে বুঝে ঠিক যায়গায় এসেছ বিবি সাহেব! ও রোগের দাওয়াই এইথানে আছে। কিন্তু তোমায় দিতে আমার সরম হচ্ছে।

মর্। কেন, বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। আরে বেটী, তোর গাটী তুল-তুলে, মুখখানি চুলচুলে, চোখ দুটী ছল্‌ছলে— কি বলে তোকে সে দাওয়াই খাওয়াই?

মর্। কি দাওয়াই বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। এই পটাপট্ পিঠে পয়জার। একবার ঝাড়তে পাল্লেই গায়ের জ্বালা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

মর্। বাবা মুস্তাফা তুমি প্যাগম্বর। এই টাকা নাও—পয়জার মার; তুমি ছেঁড়া প্রাণ জোড়া দিতে পার। (মুদ্রাদানের উদ্যোগ)

মুস্তাফা। বাবা—এ কি? মাফ কর বিবি সাহেব। অতটা পারি না বিবি সাহেব? তবে কাটা শরীর বেমালুম জুড়তে পারি।

মর্। পার?

মুস্তাফা। একবার দিয়েই দেখ না।

মর্। তা হ'লে এই বায়না নাও—আমার সঙ্গে এস। (স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান)

মুস্তাফা। (স্বগতঃ) এ কি? একটা মোহর বায়না। এ বেটী তো সামান্য লোক নয়।

মর্। ভাবছ কি? ওঠ! (স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান)

মুস্তাফা। অ্যাঁ অ্যাঁ—বেগম সাহেব, সাহাজাদি—বান্দা গরিব।

মর্। কিন্তু পথে তোমার চোখে রুমাল বেঁধে নিয়ে যাব।

মুস্তাফা। মারা যাব সাহাজাদি! আমি গরিব, আমার খেতে পরতে অনেকগুলি।

মর্। ভয় কি? তোমায় খুন করতে নিয়ে যাব না—তোমায় আদর করব। আমার মুখখানা দেখলে কি খুনে বলে বোধ হয়? বাবা মুস্তাফা! বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। তা কি হয়—তা কি হয়?

মর্। আমার চোখে কি দুষ্টুমি মাখান থাকতে পারে?

মুস্তাফা। তা কি পারে!

মর্। (মুস্তাফার গায়ে হাত বুলাইয়া) এ হাতে কখন কি অস্ত্র ধরা চলে, বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। আরে আল্লা (ঘাড় নাড়িয়া) তা হ'লে কি সত্যি সত্যি যন্ত্র নিতে হবে? সত্যি সত্যি কি কারও হাত পা কেটে গেছে?

মর্। আমি কাটা পড়েছি—আমার জান নিকাল গেছে, বাবা মুস্তাফা! যন্ত্র নাও, বাবা মুস্তাফা, যেখানে যা আছে, সব নাও।

মুস্তাফা। নিয়ে রাখি, পথে আসতে খদ্দেরও জুটে যেতে পারে। (স্বগত) আজকে আমার জোর কপাল। এ ত দেখছি কোন ওমরাওর ঘরের মেয়ে—রাত্রে বেরিয়েছিল; যে বেটা বার করেছিল, সে বেটা ভেগেছে, এখন একা ফিরতে পারছে না, তাই আমার আশায় আছে; কিন্তু পাছে কার বাড়ী জানতে পারি, তাই চোখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। যাক্ কার বাড়ী জানবার দরকার কি? আমার বরাতে কিছু পাওনা ছিল, পাওয়া গেল। (যন্ত্রের ভাঁড় বগলে করিয়া) নাও, বিবি সাহেব চোখ বাঁধ। চোখ না বাঁধিলেও চোলতো, আমি আপনার গোলাম—আমি বলতুম কি বিবি সাহেব?

মর্। বাবা মুস্তাফা, আমার মস্ত মান।

মুস্তাফা। তা বুঝেছি বিবি সাহেব, তবে বাঁধ বাঁধ, ক্ষতি নেই।

মর্। বাবা মুস্তাফা, তুমি বড় আচ্ছা আদমি, আমার নিকে হতে সাধ হয়।

মুস্তাফা। এ আল্লা—আমার কি সেই নসিব? কেন বিবি সাহেব আমায় আসমানে তুলছো?

মর্। বাবা মুস্তাফা, আসমানে তুলছি, আসমানেই রাখব, ফেলব না—বাবা এখন চল একটা গান শুনবে?

মুস্তাফা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! পড়ে মরবো যে বিবি সাহেব! বিষম খাব যে বিবি সাহেব!

(মর্জিনার গীত)

হামে ছোড়ি দে রে সেঁইয়া ছোড়ি দেরে—
ময় নেহি জানে দুনিয়াদারি।
জোরাবরিসে গীত নেহি হোগা,
তেরা গীত (হো হো মিঞা) ঝকমারি॥
তোরি লিয়ে রোয়ে রোয়ে, আঁখিয়া লালি হোয়ে,
তোম নেহি আওয়ে,
সতিনী ঘরকো মজা উড়াওয়ে—
বেইমানকো এইসা হ্যায় দাগাদারি।*

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গুহার সম্মুখ।

দস্যুগণ।

সর্দ্দার। দেখ, দেখ, রাগের মাথায় তখন এক কাজ করা গেছে, মুর্দ্দোটাকে চার ফালি করে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে, কাজ ভাল হয় নি।

তখন কারও জ্ঞান হ'ল না—মানুষটা চিরকাল টাট্‌কা থাকবে না—পচলে কেল্লায় টেকা ভার হবে।

১ম দস্যু। আমি সে সময় মনে করেছিলুম।

২য় দস্যু। আমিও বলবো মনে করেছিলুম।

৩য় দস্যু। আমি বলতে বলতে, ভুলে গেছলুম।

সর্দ্দার। থাক, যা হবার তা হয়েছে, এখন এক কাজ কর। তুমি মুর্দ্দোটাকে বাইরে ফেলে দাও, তুমি গুগুল জ্বালিয়ে ঘরের চারিদিকে ধুনো দাও, আর তুমি পেয়ালা আর সিরাজির বোতল নিয়ে এস। এবারকার তাগটা ফসকে গেল, তিন দিনের ভেতর একটাও খোরাক জুটলো না। মিছে মেহনত, গা মাটি মাটি, মন খারাপ, শীগ গির যাও, সিরাজি লে আও।

১ম দস্যু। যো হুকুম (গুহাদ্বারে করাঘাত) চিচিঙ্‌ফাঁক্।

[গুহার ভিতর দস্যুত্রয়ের প্রস্থান।

(বেগে প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

১ম দস্যু। সর্দ্দার, সর্দ্দার!

সর্দ্দার। কি ব্যাপার কি?

১ম দস্যু। লাস নেই—

(২য় দস্যুর প্রবেশ)

সর্দ্দার। সে কি! অ্যাঁ! অ্যাঁ! তোমার কি?

২য় দস্যু। বোতল ফটাফট্‌।

সর্দ্দার। সে কি? সে কি?

সকলে। সে কি, সে কি? এ ক্যা বাৎ?

(৩য় দস্যুর প্রবেশ)

৩য় দস্যু। সর্দ্দার, সর্দ্দার (মাথায় হাত দিয়া উপবেশন)!

সকলে। আবার কি? আবার কি রে?

৩য় দস্যু। বাটপাড়—জবর বাটপাড়—গুদম সাবাড়!

সর্দ্দার। সাবাড়—মাল তছরুপাৎ। এ এ ক্যা বাৎ, আও হামারা সাথ, মৎ রও তফাৎ, এ ক্যা বাৎ?

সকলে। এ কেয়া দিকদারি? বামাল লেকে আসামি ফেরার—এত হুসিয়ার তবু গুণাগার?

(দস্যুগণের গীত)

সর্দ্দার। শালা লুঠ লিয়া, শালা লুঠ লিয়া।
তেরা জান লিয়া, মেরা জান্ লিয়া॥
সকলে। শালা পাক্কা হুঁসিয়ার চোর—
সর্দ্দার। শালা সাঁচ্চা হারামখোর—
সকাল। শালা কাম্ কিয়া বরবাদ্—
সর্দ্দার। বড়া বাটপাড় হারামজাদ্—
মেরা জান্ লিয়া, তেরা জান্ লিয়া;
ভালা ঠক্ ঢকেকো ঠকা দিয়া।
সকলে। শালা কেয়া কিয়া, মিঞা কেয়া কিয়া;
তেরা জান্ লিয়া, মেরা জান্ লিয়া॥

(গুহমধ্যে প্রবেশ ও পুনঃ বহির্গমন)

সর্দ্দার। চোর গ্রেপ্তার করতেই হবে, না কল্লে আমাদের নিস্তার নেই। আজই, যেই হ'ক, তোমাদের মধ্যে একজন যাও, আর তোমরা যদি না যাও, তা হ'লে আমি যাই।

সকলে। আমরা যাব—আমরা যাব।

সর্দ্দার। চুপ কর, গোলমাল ক'র না, শোন। এ যেমন তেমন যাওয়া নয়, একেবারে ধরা, আর মারা। সে নিজে না জানতে পারে, বাদসার না কাণে ওঠে—এমনি করে ধরা চাই; সবাই গোল করলে হবে না। যে হ'ক একজন যাও।

১ম দস্যু। বহুৎ আচ্ছা আমি—

[অন্য দস্যুগণের ভিতরে প্রস্থান।

সর্দ্দার। সুধু যাওয়া নয়, সবার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। হলফ কর—না ধরতে পাল্লে গর্দ্দানা যাবে। বুঝে হলফ করে যাও।

১ম দস্যু। বহুৎ আচ্ছা।

(গীত) শালা লুঠ্‌লিয়া ইত্যাদি।

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাসিমের বাটীর সম্মুখস্থ রাজ-পথ।

(ফকিরগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

ফকিরগণ।—সাঁচ্চা সল্লা লেও দিন্‌দার
সাঁচ্চা সল্লা লেও দিনদার।
জন্‌ কি রোশ্‌নি বুত যাতে হেঁ আতে আঁধিয়ার।

১ম ফকির।—দৌলত দুনিয়া গুরু ছাওয়াল,
সবকোই লেকে হাল,
মেকি ছোড়্‌কে বদিমে ঘিরুকে নেহি হো গুণাগার॥

ফকিরগণ।—সাঁচ্চা সল্লা লেও দিন্‌দার ইত্যাদি—

১ম ফকির।—খো দাকো নাম্‌ লেও জিন্দগি ভোর
জুউহর কর' বাটোয;
শয়তান যুম রহে হর্‌ দম্‌ সাথ্‌মে রহো হুঁসিয়ার॥

ফকিরগণ।—সাঁচ্চা সল্লা লেও দিন্দার ইত্যাদি—

[প্রস্থান।

(দস্যু ও চক্ষুবদ্ধ মুস্তাফার প্রবেশ)

দস্যু। ঠিক যাচ্ছ তো বাবা মুস্তাফ ?

মুস্তাফা ঠিক যাচ্ছি।

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, তুমি অমন হুসিয়ার তোমায় একটা ছুকরী এসে ঠকিয়ে গেল ?

মুস্তাফা। আরে ভাই, চোখওয়ালা শালারাই আছাড় খায়, যে কাণা—সে ঠিক পা ফেলে ফেলে চলে যায়; যখন যৌবন ছিল তখন কেউ আমাকে ভোলাতে পারত না। বুড়ো হয়েছি, চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, নজর গেছে—এমন সময় মেয়েমানুষের কুহুকের ফাঁদে পড়ব, এটা কি আমারই বিশ্বাস ছিল ?

দস্যু। তারিফ্‌ করলে, বাবা মুস্তাফা।

মুস্তাফা। তোমায় বলতে হবে কেন ভাই ? আমি নিজেই আপনাকে তারিফ্‌ করছি। বেটী এল, আর এক লহমায় যেন গাড়োল বানিয়ে গেল !

দস্যু। দেখতে বুঝি খুব খবসুরৎ ?

মুস্তাফা। আরে ভাই সে কথা আর তুলিস কেন ? শেষকালে কি পথ ভুলে মরব, খানায় পড়ব ?

দস্যু। না না, কাজ নেই; তুমি ঠিক ঠিক পা ফেলে চল।

মুস্তাফা। জুতোয় ঠকাঠক্‌ ঘা মারছি—আপনার মনে মাথা গুঁজে কাজ করছি—এমন সময় নহবতের সানায়ের আওয়াজ যেন কাণে ঢুকলো,—'বাবা মুস্তাফা'—'বাবা মুস্তাফা'। একটু আফিম খাই;—মনে করলুম, মৌতাত বুঝি প্রাণের চারি ধারে পাক মারচে—স্ফূর্ত্তি করে সুর চড়িয়ে দিলুম। 'বাবা মুস্তাফা,'—আবার! মাথা তুলে দেখি, আর কি বলবো ভাই—ঝগ্‌ঝগে রগ্‌রগে পোষাক—পাণপানা মুখ—গোলাপী রঙ্গের ঠোঁট, তাতে পটলচেরা চোখ—তাতে বিতিকিচ্ছি ঠার—মজাদার হাসি—রাঙ্গা ঠোঁট দিয়ে সিরাজমাখান কথা;—ভোর কিনা—বোধ হ'ল যেন আসমান থেকে চাঁদ উতরে এলো, মাথাটা যেন বন্‌ বন্‌ করে ঘুরে গেল। 'বাবা মুস্তাফা!' উঃ—বেটী আমায় বড় ঠকিয়েছে। 'বাবা মুস্তাফা!' কি মিঠা বাৎ—'বাবা মুস্তাফা!' আরে বেটী—

দস্যু। বাবা, মুস্তাফা, তুমি টাল খাচ্ছ।

মুস্তাফা। টাল কি ঠিক খাচ্ছি বাবা, তা হ'লে একটু চাগাড় দিতে দিতে এস। কিন্তু বাবা তোমার তারিফ দিই, খুঁজে পেতে সন্ধান করে আমায় ত বার করেছ বাবা।

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, প্রাণের জ্বালা বড় জ্বালা। তোমায় যদি খুঁজে না বের করতে পারতুম, তা হলে কি আমার গর্দ্দানা থাকত ?

মুস্তাফা।— এ কি রকম কথা বাবা? ভারি ধোঁকায় পড়লুম যে। চুল পাকালুম, সত্যিই কি বুদ্ধি একটুও পাকে নি? না বাবা, আর তোমার সঙ্গে যাচ্ছি নি। এই চোখের কাপড় খুল্লুম।

দস্যু। হাঁ হাঁ কর কি, কর কি! চল চল, তোমার কোনও ভয় নেই। তোমায় ভাল করে পোলাও খাওয়াব।

মুস্তাফা। না বাবা, আমার পোলাওয়ে কাজ নেই, তুমি আমায় ছেড়ে দাও, তোমায় আমি ঘুঙ্‌নিদানা খাওয়াব।

দস্যু। কথাটা কি জান, বাবা মুস্তাফা, আমার মনিব মস্ত এক জমিদার। যে দিন সিরাজি খেয়ে তোমার দোকানে সেই ছুঁড়ীটে গড়াগড়ি খেয়েছিল, সেই দিন তার ওপর আমার মনিবের নজর পড়ে। তার পর আমার ওপর হুকুম হয়েছে, যেমন করে হ'ক, সেই ছুঁড়ীটের সন্ধান করতে হবে। খোদার মেহের-বাণীতে, বাবা মুস্তাফা অনেক তক্‌লিফ পেয়ে তোমার ঠিকানা করে, তোমার শরণ নিয়েছি। সব শুনলে, এখন চল বাবা, চল।

মুস্তাফা। হ'তে পারে বাবা। সে খব-সুরৎ চেহারা দেখলে কত বেটা নবাব বাদশার মুণ্ডু ঘুরে যায়, তোমার মনিব ত জমিদার! তবে কি জান, আমার আগাগোড়া ব্যাপারেই কিছু ধোঁকা লেগেছে। সে বেটী চোখ বেঁধে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। তার পর তুমি বাবা আমার সাত পুরুষের কুটুম, কে তার ঠিক নেই, আমার কাছে এলে, বোনাইয়ের আদর ক'রে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ছুঁড়ীর বাড়ী দেখিয়ে দেবার জন্য নিয়ে চলেছ! কে জানে বাবা, এর ভেতর কি গোলোকধাঁধার ঘোর আছে।

দস্যু। কিছু না, কিছু না। হাঁ বাবা মুস্তাফা, আর কত পথ?

মুস্তাফা। খোদার মালুম বাবা। চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল, সেলাই করিয়ে নিয়ে ফের চোখ বেঁধে মাঝরাস্তায় ছেড়ে দেয়, তার পর তোমার সঙ্গে দেখা।

দস্যু। আচ্ছা তুমি একবার চোখ খুলে দেখ দেখি।

মুস্তাফা। বাবা তা হ'লে সব গুলিয়ে যাবে। এ আন্দাজে পা ফেলে ফেলে যেমন করে হোক দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে তোমায় পৌঁছে দেব!—কিন্তু বাবা চোখ খুল্লেই সব অন্ধকার! রোস বাবা রোস, ঠিকানা যেন লেগেছে। ধর বাবা আমার হাত, ডানহাতি আবার নিয়ে চল। (কিয়দ্দূরে গমন) আঃ! শালা চলেছে না ত যেন টাটু ঘোড়া লাফ খাচ্ছে। থামো বাবা—থামো। এই পর্য্যন্ত—এইখানে এসে থেমেছি। দেখ দেখি, এখানে কোন বাড়ী আছে না কি?

দস্যু। সেলাম বাবা মুস্তাফা। বহুৎ বহুৎ সেলাম। তোমার ঠাওর বটে!

মুস্তাফা। তবে চোখ খুলি?

দস্যু। খোল।

মুস্তাফা। (চোখ খুলিয়া) সত্যিই ত, এত খাসা বাড়ী দেখছি। এর পর একটা বান্দা এসে দোর খুলে দিলে, তার পর বান্দার হাত ধরে বাড়ী ঢুকলুম।

দস্যু। (গৃহদ্বারে খড়ির চিহ্ন দিয়া) নাও, সকাল হ'ল, পালাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মর্জিনার প্রবেশ)

মর্। আলি সাহেব যাদের ধন এনেছে, তারাই ত কাসিম সাহেবকে কেটেছে। তারা

যে আলি সাহেবের সন্ধানে ফিরছে না, তাই বা কে বল্‌তে পারে? ফিরুক আর নাই ফিরুক, কিছু দিন ত আলির বাড়ী চৌকি দিতেই হবে। এ কি?—এত ভোরে দোরে দাগ দিলে কে? হয় ত কোন দুষ্ট্‌ ছোঁড়া, না হয় আবদালা বোকা—আর কে? খড়ি দিয়ে আর কার কি লাভ? কই, কাল ত ঐ দাগ দেখি নি—তবে ছোঁড়ারা দিলে কখন? (কিয়দ্দূর অগ্রগমন) বা! বা! ঐ ত এতকাল দেখি নি। এতকাল এসেছি গিয়েছি, এ ত কখন নজরে পড়েনি। সব বাড়ী এক ধরণের—কিছু তফাৎ নেই? না, ফিরতে হ'ল, ভাল হ'ক মন্দ হ'ক, হুসিয়ারিতে দোষ কি? এই যে একটা খড়িও পড়ে রয়েছে। (খড়ি লইয়া প্রত্যেক দ্বারে চিহ্ন প্রদান) কি যেন কি যেন মনটা কচ্ছে—কারে কি বলব, কোন্‌ দিক্‌ দেখব, কি করতে এসেছি! মনিব—মনিব—আমার মনিব—বড় ভাল মনিব। আমি কি এখন বাঁদী?—আমি যে সব। হিসেব রাখতে, হুকুম চালাতে, নাচতে, খেলতে, আমিই যে এখন সব। আলি সাহেব মরজিনার বকুনির ভয়ে অস্থির, সাকিনা মর্‌জিনা বলতে অজ্ঞান, ফতিমা মর্‌জিনায় পাগল, আর হুসেন মর্‌জিনায় মিশিয়ে গেছে।

গীত

এসে হেসে কাছে বোসে, সোহাগ বাঁধনে বেঁধেছে সে।
মিশে মিশাইয়ে নিয়েছে রে॥
আমা-অন্ত প্রাণ দিয়ে, আমারে মজায়েছে।
টানে টানে প্রাণে টেনে নিয়েছে;
আমি-ময় সে আমার, আমারে সে-ময় করেছে রে।
প্রেমস্বপ্ন দেখা চলেছে রে॥

চতুর্থ দৃশ্য।

আলিবাবার দরদালান।

(আবদালা ও জনৈক বান্দার প্রবেশ এবং খাদ্যের পাত্রাদি হস্তে গমনাগমন)

আব। খুব বড় সওদাগর, ভাল করে তজ্‌বিজ্‌ কর—বকসিস্‌ মিলবে।

বান্দা। বহুৎ আচ্ছা।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মর্‌জিনার প্রবেশ)

মর। সত্যি সত্যিই আমি হলুম কি? লোক দেখলে সন্দেহ করি, হাসি শুনলে ভয় পাই, রাত্রে অতিথি দেখলে শুকিয়ে যাই, ঘরে একটা কুটো দেখলে অস্ত্র বলে ভয় করি, জানালা দিয়ে হাওয়া বইলে আতঙ্কে শিউরে উঠি—আমার হ'ল কি? হয়েছে হয়েছে, তাতে কি হয়েছে? আমার সোণার মনিব।—সেই মনিবের মাথায় খাঁড়া ঝুলছে। ডাকাতের কথা মনে পড়লেই আমার সর্ব্বশরীর থর্‌ থর্‌ করে কেঁপে ওঠে। সওদাগর না হয় ভাল লোকই হ'ল, মনিবের জন্য ওকে একটু সন্দেহ করতে দোষটা কি? কারে মনের কথা বলি? হুসেনকে? হুসেন! না, সে হয় ত গোল করে বসবে।

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। হুসেনকে ডাকছিলে মর্‌জিনা?

মর্‌। হাঁ।

হুসেন। হুসেন মরেছে।

মর্‌। আহা কবে গো; হুসেন যে বড় ভাল ছেলে ছিল গো। ন্যাকা ন্যাকা বোকার মতন—সোণার হুসেনের কি হয়েছিল গো? আমি যে হাসি—থুড়ি কান্না রাখতে পাচ্ছি না যে গো।

হুসেন। দেখ মর্‌জিনা, হুসেন সত্য সত্যই মরেছে।

মর্। কবে?

হুসেন! যে দিন তাকে থানা থেকে মর্জিনা ছাড়িয়ে এনেছিল।

মর্। না হয় চল, তোমায় আবার রেখে আসি।

হুসেন। এখনি? কেন তবে ছাড়িয়ে আনলি?

মর্। খুব করেছি।

হুসেন। তবে আবার আমায় গারদে রেখে আয়।

মর্। আমি আবার ছাড়িয়ে আনব।

হুসেন। কি বলে মর্জিনা?

মর্। হুজুর বলে।

হুসেন। দূর, তাতে হয় না।

মর্। তবে মুখটী বুজে, পা টিপে টিপে, আস্তে আস্তে সিঁদ কেটে—

হুসেন। তা হ'লে এখনি। এই গারদ (বক্ষে হস্ত দিয়া) এই গারদের ভিতর হুসেন আছে; সিঁদ লাগাও, সিঁদ লাগাও—হুসেন এখনি বেরিয়ে পড়বে।

মর্। না হুসেন—হুসেন ও গারদে নেই। (হৃদয়ে হস্ত দিয়া) হুসেন এখানে আছে—এই গারদে দিবানিশি তাকে পূরে রেখেছি। দিবানিশি শয়নে স্বপনে পাহারা দিচ্ছি।

(অন্তরালে আবদালার প্রবেশ)

(গীত)

আমার এই ছাতির অন্দরে।
বন্ধ করে রেখেছি মোর নয়নানন্দরে॥
সন্দ সদা মন্দ বাঁদীদের,
ঠাণ্ডা বোলে পিয়ারে আমার পায় যদি গো টের;
এই বন্ধ খুলে সোণার তরী, বাঁধবে তাদের বন্দরে॥

মর্। কিন্তু হুসেন—

হুসেন। কি বলছ মর্জিনা?

মর্। (অবনতজানু হইয়া) হুসেন, কিন্তু হুসেন আমি বাঁদী—তুমি আমার মনিব।

হুসেন। আর তুমি আমার কলিজা।

মর্। আমি? আমি তোমার চরণের ছায়াস্পর্শের যোগ্য নই।

হুসেন। আর রাণী, মর্জিনা রাণী! তুমি যে দেশে থাক, আমি সে দেশের ধুলো মাথায় করবার যোগ্য নই। বাঁদী! তুমি বাঁদী!—রোস্ তোর তেজ ভাঙ্গছি, বাপকে বলে দিচ্ছি। [প্রস্থান।

মর্। ওকি হুসেন, কর কি, কর কি? হুসেন—ও হুসেন! (পশ্চাৎ হইতে আবদালার আকর্ষণ) আরে মর তুই কে?

আব। আমি কে, বেগম সাহেব চিনতে পাচ্ছ না?

মর্। ওকি, টানছিস কেন?

(আবদালার কম্পনাভিনয়)

আব। রোস রোস, আমার প্রাণে মহরম চেগেছে—ও হুসেন, ও হুসেন।

মর্। চোপ—গাধা উল্লুক।

আব। ও হুসেন! ও হুসেন!

মর্। ওরে থাম তোর পায়ে পড়ি, তোর পায়ে পড়ি। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গোয়লাবাড়ী।

সারি সারি তৈলকুম্ভ সজ্জিত।

(সর্দ্দার ও আলি)

সর্দ্দার। আল্লা আপনাকে সলামতে রাখুন, আপনার অতিথি সেবায় আমি পরম সন্তোষ লাভ করেছি। এখন মেহেরবাণী করে এই রাত্রির মতন আমার এই তেলের কুপোগুলি তজ্‌বিজ্ করে রাখিয়ে দিলে, আমি পরম

আপ্যায়িত হই। আপান আমার—আমাদের ব্যবসার জিনিষই সর্ব্বস্ব।

আলি। সাহেব! এ আপনারই ঘর, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যান গে, আপনার জিনিষে কেউ হাত দেবে না। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি বান্দারে পাঠিয়ে দিই, তারা আপনাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাবে।

[আলির প্রস্থান।

সর্দ্দার। আলিবাবা! ডাকাতের ওপর ডাকাতি! তোমার ভবলীলা আজ এই রাত্রেই শেষ হবে। (কুপোর নিকটে গিয়া) হুসিয়ার ভাই! জানালা থেকে কুপোয় ঢিল মারলেই বুঝে নিও সময় হয়েছে।

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। জনাব! আপনার শয়নের নিমিত্ত সকল প্রস্তুত।

সর্দ্দার। চল যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

(মর্জিনার প্রবেশ)

মর্। বলিহারি অভ্যেসকে! এত দেশের খাবার জিনিস থাকতে এই দুপুর রাত্তিরে সহসা বিবির ঝাঁজওয়ালা তেল দিয়ে বেগুনপোড়া খেতে ইচ্ছে হ'ল! দোকানপাট তো বন্ধ, লোক তো ফিরে এল। দেখি, সওদাগরের কুপো থেকে যদি ছটাক খানেক টাটকা তেল মেলে। (একটী কুপো নাড়া দেওন)

দস্যু। (কুপোর ভিতর হইতে) সর্দ্দার সময় হয়েছে?

মর্। উঁহু! (সরিয়া আসিয়া) এ কি এ, কুপোর ভেতর মানুষের গলা! সর্ব্বনাশ—ডাকাত ডাকাত, নিশ্চয় ডাকাত। [প্রস্থান।

(সর্দ্দারের পুনঃ প্রবেশ)

সর্দ্দার। এখনও ছুঁড়াটে জেগে আছে। ইটে গুলেই নিশ্চিন্ত। সকলে নিস্তি না হ'লে কিছু করা হবে না। প্রাণ আমার ছট্‌পট্‌ কচ্ছে, বুক জ্বলে যাচ্ছে—আলিবাবার রক্ত ভিন্ন এ জ্বালা নিভবে না।

[প্রস্থান।

(বৃহৎ তৈলকটাহ লইয়া মর্জিনা ও আবদালার প্রবেশ)

আব। চুপ! তুই সাবধানে কুপোর গায়ে ফুঁদেলটা টিপে ধর, আমি এই বদনা করে গরম তেল ঢেলে দিই। (তথাকরণ)

দস্যুগণ। (কুপোর ভিতর হইতে যন্ত্রণা-সূচক ধ্বনি)

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

বাঁদী। কিরে—কিরে, কি হয়েছে রে?

(গীত)

সকলে। কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে রে!
মর্। চুপ্ রও সব চুপ্ রও সব ডাকাত পড়েছে।
সকলে। ওরে একি কথা কোস্, ওরে একি কথা কোস্,
মর্। নেহি আপশোষ দুষমন্ জান্ দেছে রে॥
সকলে। সাচ এহি বাৎ সাচ এহি বাৎ ডাকাত পড়েছে?
মর্। ঝুটা বাৎ নেহি কুপোর অক্কা পেয়েছে।
সকলে। কুপোয় ভেতর কুপোকাৎ,
তেরা বহুৎ বহুৎ কেরামৎ,
মর্। আলবৎ—আলবৎ—বহুত মজা হয়েছে॥

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

(আলিবাবা, ফতিমা ও সাকিনার প্রবেশ)

আলি। মর্জিনা! কি করেছিস মা?

সাকিনা। কি করেছিস্ মা?

ফতিমা। কি করেছিস মা?

মর্। আমি ত নয় হুজুর, খোদা করেছে। আমি অবলা, গাছের পাতার শব্দে কেঁপে উঠি। —আমার কি সাধ্য, বিনা অস্ত্রে অতগুলো দস্যুর প্রাণসংহার করি?

আল। তুই কোন্ পরীর রাজ্য থেকে এসেছিস মা

মর্। আলি সাহেব! ঈশ্বর করেছেন। আমি উপলক্ষমাত্র। ঈশ্বরই আমাকে প্রভাতে তুলিয়ে খড়ির চিহ্ন দেখিয়েছেন! ঈশ্বরই আমাকে তেলের জন্য সওদাগরের জিনিস চুরি করতে পাঠিয়েছেন। আলি সাহেব, এর পূর্ব্বে যে আমি চুরি কারে বলে জানতেম না!

আলি। মর্জিনা! যেদিন থেকে তোরে ঘরে এনেছি, সেই দিন থেকেই তোকে মেয়ের মত দেখে আসছি। তুমি আমার বাঁদী, এক্ দিন, এক লহমার জন্যও মনে আসেনি। তাই তোমাকে ফুরসৎ দিই নাই মর্জিনা! হুসেনের কাছে শুনলেম, তুমি বাঁদী বলে দুঃখ করেছ।

মর্। হুসেন মিথ্যা কথা বলেছে; আমি অমন কথা কখন বলিনি।

আলি। আজ আমি তোমায় ফুরসৎ দিলাম। আজ হতে আমিও যে, তুমিও সে।

মর্। কখনই নয়। আমি বাঁদী যা নিয়ে জন্মেছি; যা সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে প্রাণের সঙ্গে বেঁধে আমি এত বড় হয়েছি, সে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গেঁথে গেছে, টানলে মর্ম্ম ছিঁড়ে যাবে—মরে যাব।

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন সাহেব!

হুসেন। কি?

মর্। আমায় বাঁদী বলে ডাকত।

সাকিনা। না হুসেন।

ফতিমা। না হুসেন।

হুসেন। ওগো হুসেন বোঝে গো—হুসেন সব বোঝে।

মর্। বলবে না?

হুসেন। না।

মর্। তা হ'লে আমি যেখানে দু' চোক যায়, চলে যাই।

হুসেন। যা, দূর্ হয়ে যা। চক্ষুঃশূল! তোকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে যায়।

মর্। বটে! রোস তবে আমার কেরামৎটা দেখাচ্ছি। আবদালা!

(আবদালার প্রবেশ)

আব। বেগম সাহেব, মর্জিনা খানুম, হুকুম জনাব।

মর্। চোপ্ বান্দা—বাঁদী বল।

আব। ওগো আমি অত কথা কইতে পারি না যে গো!

আলি। আর আবদালা! আমার সম্পদ বিপদে একমাত্র সহায় আবদালা! তোমারও আজ ফুরসৎ?

আব! বেশ, তা হলে আজ আমি খোস-মেজাজে মার খেতে পারি। (জনান্তিকে) তা হ'লে কোড়াটা কিসের করবে বেগম সাহেব?

মর্। ওঃ সেই কোড়া—তবে রও খাড়া।

(গীত)

আব। আব খাড়া হ্যায় হুজুর আব খাড়া হ্যায় হুজুর।
চড়বড় চড়বড় চালাইয়ে কোড়া জায়গীর করিয়ে চুর।
মর্। তেরা পিঠ মেরা জায়গীর,
আব। মেরা পিঠ তেরা জায়গীর,
বাঁদীসে আব বেগম বনেগা জমিন মেরা-শির্।
তেরা দখল লেও জায়গীর।
মর্। এয়সা দখল নেই লেগা হাম—দূর্ কামিনা দূর।
টিক্‌টীকি পর চড়াকে কোড়া পিটেগা ভরপুর।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

(নিদ্রিত আলিবাবা ও বাঁদিগণ)

গীত।

বাঁদী। সুবে হুয়া ছোড়ো পালঙ্ সাহাব।
আশ্ মান্‌সে নিকলা হ্যায় সুরুখ আফ্ তাব

গুল্‌কি খোসবু মিঠি হাওয়া,
সারা গুজারি রাত দেতে গাওয়া,
বুলবুল বোলাতে মিঞা পিও সরাব ;
উঠ পিও সরাব, উঠ পিও সরাব ;
পিও সরাব !—মিঞা সমঝো সরাব।

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

আলি। তাই ত বেলা হ'য়ে গেছে দেখছি যে! পয়সা পেয়ে অবধি আর ভোর দেখা যে বরাতে ঘটল না দেখতে পাচ্ছি। কাল আমি যেমন ক'রে পারি ভোরে উঠব, বাঁদীরে ওঠাতে এসে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে। হুসেন-মরজিনার সাদী দিতে পারলেই সব লেঠা চুকে যায়। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে সমস্ত দিন-রাতই ঘুম মারবো।

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। বাবা, একজন দরবেশ যেচে আমার সঙ্গে দোস্তি পাতিয়েছে, মর্‌জিনার গলার কথা আমার কাছে শুনে, তার গান শুনতে চেয়েছে। বাবা, আমি তাকে আজ আনবো?

আলি। বেশ ত আননা। তা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিস কি? যা, আন্‌গে যা। তবে মর্‌জিনাকে বলে যা, সে খানার বন্দোবস্ত করে রাখবে।

হুসেন। তাকে বলেছি।

আলি। বেশ, আমি তবে গোসলখানায় চল্লুম, এলে আমায় খবর দিস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া মর্‌জিনা ও আবদালার প্রবেশ)

মর্। দেখিস ভাই! কাকেও বলিসনি।

আব। উঁহু—

মর্। এ কথা যেন কেউ না জানতে পারে।

আব। উঁহু—

মর্। টের পেলে বড় লজ্জার কথা।

আব। বড় লজ্জার কথা।

মর্। তামাসা করছিস নাকি?

আব। বিলক্ষণ!

মর্। আগে থাকতে গোল করলে, বুঝেছিস?

আব। খুব—

মর্। মর, কথা না ফুরুতে জবাব দিলি—কি বুঝেছিস?

আব। তা হ'লে (মর্‌জিনার কর্ণ ধরিয়া) এমনি করে আমার কাণ ধরে ঘোড়দৌড়—

মর্। উ—হু—হু—হু—ছাই বুঝেছিস। তা হ'লে (আবদালার নাসিকা ধরিয়া) এমনি করে নাকে বঁড়সি দিয়ে হড় হড়—

আব। উঃ উঃ উঃ—বুঝেছি বিবি সাহেব।

মর্। কাঁটা বন দিয়ে—

আব। বুঝেছি বুঝেছি—পট পট ফুঠছে—

মর্। আর অমনি করে পটাপট পয়জার—

আব। হাঁ হাঁ পিলে চমকে উঠেছে—

মর্। বুঝেছিস?

আব। বেমালুম বুঝেছি।

মর্। তবে যা বল্লুম তাই করিস।

আব। আচ্ছা।

মর্। সে কখন দরবেশ নয়, ডাকত।

আব। নিশ্চয়।

মর্। তারে মেরে ফেলতেই হবে।

আব। একেবারে।

মর্। খবরদার।

আব। খুব।

মর্। হুসিয়ার—

আব। কুছ পরোয়া নেই। (প্রস্থান)

মর্। সেকি দরবেশ? বিশ্বাস হয় না। নইলে নেমক খায় না কেন? কি করি—একটা

ভালমানুষকে কি শেষকালে হত্যা করে বসবো? ভাল মানুষ কখনই নয়। ডাকাত, সেই ডাকাত; ভোল বদলেছে—নইলে নেমক খায় না কেন? প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আলির জান না নিয়ে নেমক খাব না। তাই এসেছে, তাই হুসেনের সঙ্গে যেচে আলাপ করেছে;—উপযাচক হয়ে দোস্তি পাতিয়েছে। উপযাচক হয়ে বিনা স্বার্থে কেউ কি কারও সঙ্গে ভাব করে? কই ত দেখি নি। ডাকাত—আলবৎ ডাকাত। কি করি? ডাকাত তাতে আর সন্দেহ নেই—তবে কেমন করে আলির প্রাণ-রক্ষা করি? ঈশ্বর আর একবার সহায় হও—যদি নিরপরাধ হয়, আমার হাত নিষ্পন্দ কর; যদি দস্যু হয়—হাতে বজ্রের বল দাও!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বৈঠকখানা।

হুসেন ও সর্দ্দার।

সর্দ্দার। যতক্ষণ না ছুরি আলির বুকের রক্তপান করছে, ততক্ষণ আমি সুস্থির হতে পাচ্ছি না। আমার দুঃখে সুখ—শোকে শান্তি—ব্যাধির ঔষধ—সম্পদে বিপদে সঙ্গী—শক্তিমান উনচল্লিশ ভাই—সেই শয়তানের জন্য কবরে গেছে। তাদের দেখতে পেলাম না, যন্ত্রণায় সেবাশুশ্রূষা কর্ত্তে পাল্লেম না, তৃষ্ণায় জল দিতে পাল্লেম না! উঃ—অসহ্য! অসহ্য! কখন্ তাকে হাতে পাব—কখন্ তাকে দুনিয়া ছাড়া করবো? আমার প্রতিজ্ঞা কি পূর্ণ হবে না? তাকে যে একবারও কাছে পাচ্ছি না। ও হুসেন সাহেব, তোমার বাপকে যে দেখতে পাচ্ছি না?

হুসেন। তিনি আপনার খানার বন্দোবস্তে আছেন।

(আলির প্রবেশ)

সর্দ্দার। আইয়ে আলি সাহেব। বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে।

আলি। বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি খাবার দাবারের যোগাড়ের বন্দোবস্তে আছি, বসতে পারছি না, মিঞা সাহেব। তুমি নেমক খাও না, তরকারিতে ত সুবিধা হবে না, কাজেই মিষ্টির ব্যবস্থাটা কর্‌তে হচ্ছে।

সর্দ্দার। অত হাঙ্গাম কেন আলি সাহেব?

আলি। হাঃ হাঃ হাঃ। হাঙ্গাম আর কি, নূতন আর কিছু করতে হচ্ছে না। তুমি হুসে-নের দোস্ত—ঘরের লোক—মান অপমানের ভয় নেই, ঘরে যা আছে, তাইতেই এক রকম করে গুছিয়ে গাছিয়ে—হাঃ হাঃ হাঃ।

(নর্ত্তক নর্ত্তকীবেশে আবদালা ও মর্জ্জিনার প্রবেশ)

আলি। মিঞা সাহেব তোর গান শুনতে চেয়েছে না? দে, একটা ভাল গান শুনিয়ে দে।

সর্দ্দার। তুমি বস, আলি সাহেব।

আলি। হাঃ হাঃ হাঃ—বসছি। কাজটা শেষ করে একেবারেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসছি। নে নে, ততক্ষণ মিঞা সাহেবকে খুসি কর।

[প্রস্থান।

(আবদালা ও মর্জ্জিনার গীত)

কেয়া বড়িয়া এলেম তেরা।
মজাসে ঘুমাও, ফুর্ত্তিসে হেলাও,
সাঁচ্চা বিচুয়া সেরা।
দুষমন্ কোই হ্যায় ওসিকো জান ফয়মায়,
দক্ষিকো বহুত পিয়ারা।
জোরসে পাকড়াও হুসিয়ারিসে লাগাও
কভি মৎ ঘাবড়াও জানি মেরা।

(অস্ত্র লইয়া অভিনয়, সর্দ্দারের বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও সর্দ্দারের বিকট চীৎকার)

আব। হাঁ হাঁ হাঁ—

হুসেন। কি করলি, কি করলি ?

(বেগে আলির প্রবেশ)

আলি। কি হ'ল ? কি হ'ল ? হায় হায়! কি করলি ?

মর্। সর্দ্দার! আমায় মাফ কর। তুমি যেমন আলির জান নেবার জন্য নেমক ছেড়েছ, আমিও আজ তাকে রক্ষা করবার জন্য নেমক রেখেছি। আমি অবলা—বল কি উপায়ে আমি, শক্তিমান তোমার হাত থেকে আমার মনিবকে রক্ষা করি ?

সর্দ্দার। তুমি ঠিক করেছ। নেমকের কাজ করেছ—তুমি ধন্য! আমি তোমায় কায়-মনোবাক্যে ক্ষমা কল্লুম; তুমি আমার কন্যা, তুমি পিতৃনাশিনী নও—তার জীবনদায়িনী। তোমার হাতে মরে আজ আমার পাপের অবসান হ'ল। আলি সাহেব! আমার মতন দুষমন তোমার ঘরে আর কেহ কখন পদার্পণ করেনি। আমি দস্যুসর্দ্দার, আজ তোমাকে খুন করবো বলে তোমার ঘরে এসেছিলুম (ছুরিকা প্রদর্শন) এই দেখ। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারিত না।—জোর বরাত তুমি এ বেটীকে ঘরে পেয়েছ। হুসেন ভাই, কাছে এস, ভয় নেই, তোমার বাপ (ছুরিকা নিক্ষেপ) আমার দুষমন, কিন্তু তুমি আমার দোস্ত; কাছে এস, এই লও, আমার কন্যাকে তোমায় দিয়ে গেলুম। আর শুন আলি সাহেব, তুমি যেই হও, তবু ত চোর—চোর ডাকাতে যে সম্বন্ধ, তোমাতে আমাতে তাই। সেই সম্বন্ধ দৃঢ় করবার জন্য আমার যা কিছু সম্পত্তি—সেই গুহার ভিতরে রাশিকৃত ধন,—আমার এই বেটীকে সমর্পণ করলেম।

মর্। আর আমার ধনে কাজ কি ? আমি তোমার নামে সেই ধন খোদার কাছে গচ্ছিত রাখবো। মরুভূমিতে পথিকের জন্য কূপ খনন করবো, ক্ষুধার্ত্তের জন্য দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করবো, আর জলহীন দেশে দীঘি সরোবর খনন করে দেব। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, সমস্ত ধর্ম্মের জন্য রেখে দেব।

আলি। সে কি. তুমি মরবে কি ? আমি এখনই হাকিম ডাকিয়ে তোমায় বাঁচাব।

[আলির প্রস্থান।

সর্দ্দার। হুসেন ভাই, তোরা দু'জনে একবার সেজে আয়—শীগ্‌গির সেজে আয়। আমার আসন্নকাল, তবু আমি তোদের মিলন না দেখে মরছি না।

[হুসেন ও মর্জিনার প্রস্থান।

আব। সব ত দিলে, তোমার তোষাখানায় ঢোকবার ফন্দীটে বলে দিলেনা ?

সর্দ্দার। (উচ্চৈস্বরে) চিচিঙ. ফাঁক্।

(মৃত্যু)

আব। যা বাবা! একেবারে ফাঁক্!—ওগো কি হ'ল, তোমরা দেখে যাও গো!

[আবদালার প্রস্থান।

(বেগে আলি ও হাকিমের প্রবেশ)

আলি। কি হ'ল, কি হ'ল—হাকিম ডাকতে দেরি সইল না ?

হাকিম। ভয় নেই, ভয় নেই—এখনি বাঁচবে!—দাও, এই উট পাখীর আস্ত ডিমটা খাইয়ে দাও।

আলি। মরে গেছে আবার বাঁচবে কি ?

হাকিম। বাঁচবে—বাঁচবে; আলবৎ বাঁচবে। ওর বাবা বাঁচবে। সাত দিনের বাসি

মড়াকে দাওয়াই খাইয়ে বাঁচিয়েছি, আর এ বাঁচবে না? আলবৎ বাঁচবে। নাও চাঁদ, আপাততঃ টুক করে এই দাওয়াইটা খেয়ে ফেল।—আরে এ শালা গিলতেই পারে না, তবে আর বাঁচবে কি করে?

আলি। হয়েছে, হয়েছে। বুঝেছি।—এই নেও তোমার সেলামি।

হাকিম। ভাল, এখন যাই। তার পর ওষুধ খেতে চায়ত আমাকে আর একবার খবর দিও।

(বান্দাগণের প্রবেশ ও গীত)

লে চল মুদ্দর।
দেখো ভাই, মান লেও ধরম কি কদর॥
সাহাব মান্‌তা ইমান উসিসে মিলা ইমান্।
খুসিসে এসিকো দেও কবর।
ঝট্ আনে হোগা উম্‌দা সন্দ লাগা,
খোদা মিলায় দেগা বহুৎ ইনাম জবর॥

[সকলের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

সিংহাসনে হুসেন ও মর্জিনা।
সিংহাসন তলে আবদালা,
উভয় পার্শ্বে সাকিনা ও ফতিমা।

(বাঁদিগণের গীত)

চাঁদ চকোরে অধরে অধরে
পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে।
প্রেম সোহাগে প্রেম-অনুরাগে
আদরে মনচোরে॥
আবেশে বিভোরা আপন হারা,
প্রেমিক-প্রাণ প্রেমে মাতুয়ারা,
যাও দেখে যাও ছবি এঁকে নাও—
রেখো এমনি করে সোহাগ ভরে
মনচোরে বেঁধে প্রেমডোরে॥

যবনিকা।

MAHARAJA'S LIBRARY
25 NOV 1918
COOCH BEHAR

ফুল-শয্যা।

(বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

উপহার।

এই পুস্তক গয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী মিত্রের কর কমলে সাদরে অর্পিত হইল।

মহাত্মন্ !

সময় বহিয়া যায়, শুদ্ধ তব করুণায়
সময় পড়িয়াছিল ধরা ;
ডুবিতে অতল জলে, শুদ্ধ তব কৃপাবলে
আবার দেখিয়াছিনু ধরা !
বসিতে পাইলে লোক শু'তে করে আশা,
করুণা ভিখারী শেষে চায় ভালবাসা।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শূরতানসিংহ	নির্ব্বাসিত ভূদাপতি।
গুরুদেব	শূরতানের গুরু।
পৃথ্বীরাজ	চিতোরের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার।
সঙ্গরাজ (রাণা সঙ্গ)	চিতোরের মধ্যম রাজকুমার।
সূর্য্যমল	চিতোররাজের পিতৃব্যপুত্র।
অজয়সিংহ	শূরতানের আত্মীয়।
সারণ	পৃথ্বীরাজের অনুচর।

সৈন্যগণ।

স্ত্রী।

লক্ষ্মীদেবী	শূরতানের স্ত্রী।
তারা, বীণা	ঐ কন্যাদ্বয়।
কমলা	অজয়ের স্ত্রী।
সিন্দূরা	যোগিনী (পরে সূর্য্যমলের স্ত্রী।

ফুল-শয্যা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

শিবমন্দির-প্রাঙ্গণ।

সিন্দুরা।

সিন্দুরা। ঘুচাব ঘুচাব বাঘছাল, ভস্মরাশি
না মাখিব আর; কাল বসি রাজাসনে
হব রাজরাণী। যার প্রেমপিপাসায়
সর্ব্বত্যাগে হয়েছি যোগিনী, গৃহত্যাগে
বনবিচারিণী, সেই গুণমণি সেধে
প্রাণ দিয়েছে আমায়। যৌবন জোয়ারে
ভেসে গেল—ভেসে গেল হিতাহিত জ্ঞান।
ভোলানাথ! ভুলে যাও মোরে; ক্ষুদ্র নারী—
কোথায় কি করি,—কোন্ সূত্রে তারে ধরি,
দেখ'না দেখ'না আর। মহালোভে ছেড়ে
আজ চলি—মহালোভে ধর্ম্মকর্ম্মে দিব
জলাঞ্জলি। এত আশা ছাড়িতে কি পারি?
এত নবীন বয়সে, যোগীনীর বেশে,
রুক্ষ অঙ্গে রুক্ষ কেশে, রব চিরকাল?
এস' এস' সূর্য্যমল! তোমার মোহন
রূপে আজ সিন্দুরা সকলি দিবে ডালি।
আশা মোরে চারি ধারে, ঘিরে চারিদিকে
দেয় বাধা—দেখিতে সে দেয়না'ক ফিরে।
যা বলাবে বলিব তখনি, যা করাবে
করিব তখনি—যদি হয় প্রয়োজন,
তোমারে বসাতে এই হৃদিসিংহাসনে
শোণিতে করিব তার ভিত্তি সংস্থাপন।

(সূর্য্যমলের প্রবেশ)

এখনি কি হয়েছে সময়?

সূর্য্য। একি প্রিয়ে!
এখন' দাঁড়ায়ে আছ? যাও—যাও ত্বরা;
ধর ধর চারণীর বেশ; বিছাইয়া
রাখ বাঘছাল; মাখ ভস্ম গায়। প্রিয়ে!

অদ্যই করিতে হবে চিতোরের শেষ ;
অদ্যই ঘুচাতে হবে আশার জঞ্জাল।
সিন্দুরা। দাসী ব'লে রাখিবে ত মনে ?
দেখ' নাথ !
তোমারি কারণে আজ দারুণ আঘাত
দিব চিতোরের প্রাণে ; দেখ', দেখ' যেন
সে আশায় নাহি পড়ে ছাই।
সূর্য্য। অবিশ্বাস ?
এখনও অবিশ্বাস ? শিবের সম্মুখে
করি' পণ, করিয়াছি ও কর গ্রহণ ;
গান্ধর্ব্ব বিবাহে তুমি অদৃষ্ট ঈশ্বরী।
এখনও সন্দেহ তোমার ? ভয় নাই,
প্রিয়তমে ! ভয় নাই। যদি রাজ্য পাই,
তোমায় কি ফেলে যাব প্রাণ ? স্থির জেনো,
তুমি সে আসনে পাবে স্থান। যাও যাও,
ত্বরা পর সাজ।
[সিন্দুরার প্রস্থান।
কি আনন্দ আজ ! আজি !
এক বাণে দুটী পাখী করিব সংহার !
(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।)
সৈনিক। এই কি সে মহেশের স্থান ? হে রাজন্ !
হেথায় কি যাবে দুটী কুমারের প্রাণ ?
সূর্য্য। এই সে মন্দির সনাতন ! বল দেখি
এখনও কত দূরে কুমার দুজন ?
কারা সঙ্গে ফিরিছে দোঁহার ?
সৈনিক। বাজী'পরে
মত্ত মনে সুখে দোঁহে ফিরিছে রাজন্ !
সঙ্গে সঙ্গে আছে চারি বীর ; নিয়তির
মত তা'রা পাছু পাছু ফিরে দেব ! যদি
আজ্ঞা পাই, ছুটে যাই ; ভুলাইয়ে আনি
দুজনায় ; ত্বরা ক'রে আপদ মিটাই।
সূর্য্য। আন আন—বিলম্বে কি কাজ ?
[প্রস্থান।
সৈনিক। মহেশ্বর !
চিরকাল ফল মূল খাও, এক দিন
উত্তপ্ত শোণিতে দেব ! উদর পূরাও।
যেই হ'ক যাবে একজন। মল্লরণে
যাহার পতন, মোরা যেন সে জনার
জন ; বাঁচাইতে যেন যাব ছুটে, আর
সবে মিলি বিজয়ীর প্রাণ লব লুটে।
[প্রস্থান।
(সিন্দুরার পুনঃপ্রবেশ।)
সিন্দুরা। আজ চারণীর করে, চিতোরের দুটী
তারা খসে পড়ে যাবে ভূমিতলে। আজ
যোগীনীর রণে, যাবে দুটী মহাবীর
শমন সদনে। বসে রব যোগাসনে,
না ধরিব, না ছুঁইব বাণ ; কালস্রোতে
আজ দুটী ভেসে যাবে প্রাণ।
(পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গরাজের প্রবেশ।)
সঙ্গ। ভাই ! আগে
বলেছি তোমায়, আজ যাব না যাব না
মৃগয়ায় ; সিংহমুখে সপিব না প্রাণ।
পৃথ্বী। রাণাবংশধর তুমি—ছি ছি ! প্রাণ লয়ে
এতই কাতর ?
সঙ্গ। আসিয়াছি খুল্লতাত
সনে, হেথা অদৃষ্ট গণনা তরে—তার
এসেছে সময় ; সে কারণে নাহি যাব
মৃগয়ায় ; প্রাণ তরে কাতরতা নয়
পৃথ্বীরাজ !
পৃথ্বী। কি পরীক্ষা ? পাবে কোন্ জন
চিতোরের সিংহাসন ? কপাল গণিতে
আমি জানি ; তোমার এ প্রশস্ত ললাটে
আছে লেখা রাজত্বের ছবি। হাসি এলো—
বীর তুমি, তব মুখে এই কথা শুনে
হাসি এলো। বাপ্পারাওবংশধর—যদি
অদৃষ্ট-পরীক্ষা তার হয় প্রয়োজন,

সিংহসনে করে মল্লরণ—ঝাঁপ দেয়
সমর সাগরে। যদি বাঁচে—যদি কূলে
ফেরে—তবে অদৃষ্টপরীক্ষা হয় তার।
একি ভাই! এ কোথায় এনু? পথভ্রমে
এলেম কোথায়?

সঙ্গ। দেখ, দেখ পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বী। একি সঙ্গরাজ! ধরি যোগিনীর সাজ,
এলোকেশে এ কোন্ রূপসি?

সঙ্গ। আহা!
কি রূপ মাধুরি! সর্ব্ব অঙ্গে ছাই, কিন্তু
কই ভাই! এরূপের তুলনা ত নাই!

পৃথ্বী। কে তুমি রমণি! হেন বিজনবাসিনী!
কে তুমি গো নারীশিরোমণি?

সঙ্গ। বল শুভে!
কে তুমিগো ছাড়িয়া সংসার, এ বয়সে
এ কঠোর শৈবব্রতে হয়েছ দীক্ষিত?
কোন্ সুখে বিজনে আগার?

সিন্দুরা। একি হ'ল?
ধ্যান কে ভাঙিল? এত হৃদয়ের বল
কে ধরে—কে ধরে ধরাতলে! একি! একি!
কোথা হ'তে এল' এই পাপ? জলে গেল—
চক্ষু জ্বলে গেল। পাপ হেরে জ্বলে যায়
প্রাণ।

সঙ্গ। দেবি! কে পাপী? কে পাপী?

পৃথ্বী। দেবি! দেবি!
কি পাপে সে পাপী?

সিন্দুরা। রে কপটী! ভ্রাতৃঘাতী!
নরকও দেবে না যে রে স্থান!

সঙ্গ। কারে বল?
কে বধিবে সোদরের প্রাণ? পৃথ্বীরাজ?

সিন্দুরা। যাও—যাও দুরাশয়! এখনই যাবে
একজন। সঙ্গে আছে অনুচরগণ,
প্রাণ লয়ে পলাও কুমার!—সব গেল—
নরহত্যা হ'ল আজ শিবের মন্দিরে।
পলাই—পলাই। ক্ষমা কর দয়াময়!
আরাধিকা সুকোমলা নারী—কোন মতে
পারিব না দেখিতে সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর।

[প্রস্থান।

সঙ্গ। বলে যাও, কে? কে? দেবী!
কে পাপী? কে পাপী?

(অনুসরণ ও পুনঃপ্রবেশ।)

দুরাত্মন! তাই বুঝি পথ ভুলে এলে?

পৃথ্বী। কাপুরুষ! ধর অসি; বাক্যে কাজ নাই।

(অসিযুদ্ধ ও সঙ্গরাজের পতন।)

সৈনিক চতুষ্টয়ের প্রবেশ ও পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধ, সঙ্গরাজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সঙ্গ। (উঠিয়া)
পাষণ্ড! ভেবেছ স্থির, ভ্রাতৃহিংসানলে
আহুতি পড়েছে এই প্রাণ। নিদ্রা যাও;—
সঙ্গরাজ হত ভেবে সুখে নিদ্রা যাও।
আজিকে যেমন ক'রে বিশ্বাসের ডোর
আকর্ষণ করিলে দুরাত্মা সহোদর!
সরল হৃদয়ে অসিঘাত, বাঁচি যদি
প্রতিশোধ লব—বাঁচি যদি, এই মত
তোমার নিদ্রিত বক্ষে বিঁধিয়ে কৃপাণ
বিশ্বাসঘাতক-প্রাণ লব উপাড়িয়া।

(পৃথ্বীরাজের পুনঃপ্রবেশ।)

আবার এসেছ ফিরে? এখনও আছে
কিছু বাকী—লও পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বী। শেষ ছিল
উচিত আমার। ভ্রাতৃহন্তা! পৃথ্বীরাজে
যাদের সহায়ে তুমি হয়ে বলবান
ভ্রাতৃনাশে হইলে উদ্যত, কোথা তা'রা?
নরকের কীট, তা'রা গিয়াছে নরকে।

সঙ্গ। একি? একি? পৃথ্বীরাজ ভ্রাতৃঘাতী নয়?
নয় এরা তোমার সহায়?

পৃথ্বী। হতভাগা!
এখন' ছলনা!—যাও, রাজা হও; তা'র
তরে এ হত্যার কেন আয়োজন? কিন্তু
জেন' স্থির, এই প্রাণে হও যদি রাজা,
রাজ্য তব দিল্লীর জঠরে।
সঙ্গ। ভাই! ভাই!
যে দোষে ভাবিছ দোষী—
পৃথ্বী। বিশ্বাসঘাতক
সহোদর! ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হবে না
আর চিতোরে ফিরিয়া যাও—খুল্লতাত
আছে প্রতীক্ষায়, যাও তার সনে; কিন্তু
মনে রেখ' চিতোর ঈশ্বর! যত দিন
না ভাঙ্গিবে দিল্লী-কারাগার, যেথা রও—
লক্ষ পারিষদেরা সোণার আসনে,
অমরার কোলে কিংবা মহেশ্বর সনে,
দাসত্বশৃঙ্খল সঙ্গে যাবে—ঈশ্বরের
আঁখিদীপ্তহুতাশন গলা'তে নারিবে
তায়। রাজা পৃথ্বীরাজ পড়ি সরস্বতী
তীরে ভাসে তার নীরে; প্রতি অণু তার
সলিল কল্লোল সনে প্রতিহিংসা গায়।
ভীরু! ভীরু! তোমা হ'তে হবে কি সাধন
কার্য্য তার?—চিতোরে ফিরিয়া যাও—আমি
চলিলাম মৃগয়ায়। [প্রস্থান।
সঙ্গ। যাও পৃথ্বীরাজ।
যদি আসে দিন তবে বুঝাব তোমায়
সঙ্গরাজ ভ্রাতৃদ্রোহী নয়। নিদারুণ
অপমানে কোন মুখে ফিরিব চিতোরে?
চলিলাম যেথা আঁখি চলে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কানন।

গুরুদেবের প্রবেশ।

গুরু। কে করিল এ কার্য্য সাধন?
এত বড় সিংহের জীবন কে হরিল?
সিংহ প'ড়ে, তুমি কোথা বীর?
[অন্তরালে গমন।

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।)

পৃথ্বী। কই হেথাও ত নাই!
কোথায় করিল পলায়ন! আর কত
করি অন্বেষণ? আর পাও ত চলে না!
আশা ভঙ্গে প্রাণে যেন ভুবনের ভার।
প্রভুভক্ত ভৃত্য কথা শুনে, যাব নাকি
ফিরিয়া ভবনে? এ বিশাল বনমাঝে
কোথায় সে আছে, হায়! কেমনে এমনে
খুঁজিয়া সন্ধান করি তার!
গুরু। এই বীর!
এই সুকুমার শিশু কেশরীর সনে
যুঝিয়াছে ভীষণ সংগ্রামে! আহা! আহা!
কি দেখিনু আজ! কি সুন্দর সাজ! মরি!
ভুবনে চাঁদের গায় রুধিরের ধার!
পৃথ্বী। প্রভুভক্ত ভৃত্য কথা শুনে যাব নাকি
ফিরিয়া ভবনে? কই আর সিংহের ত
হ'ল না সন্ধান।
গুরু। (স্বগত) কেন ঘোরে অকারণ!
সিংহ কোথা প'ড়ে, তবে উদাস নয়নে
কার অন্বেষণে আছ রত হে যুবক?
পৃথ্বী। বল্ দেখি কালি! পর্ব্ব হেথা কেলি, আজ
রিক্ত হস্তে পণভঙ্গে যাব কি চিতোরে?
গুরু। যেও না যেও না যুবরাজ! পণভঙ্গে
বীরসাজ সাজিবে না আর। পণভঙ্গে
যেও না যেও না বীর অঙ্গনা গঞ্জনা।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন
এক কথা বীরের কুমার!

পৃথ্বী। একি শুনি!
দেববাণী! বুঝি' মোর অন্তরের ভাব
কহিলা কি সম্বোধিয়া অমর-জননী
তিরস্কার ছলে? কিংবা আত্ম তিরস্কার?
অন্তরের অন্তস্থলে আত্মার আসনে
কাপুরুষ প্রিয় বাক্য নাহি পেলে স্থান।
আবার করিব অন্বেষণ। দেখি দেখি
কোথায় লুকায়ে সিংহ রক্ষা করে প্রাণ।

(প্রস্থান।)

গুরু। কি দেখি ভবানি! এই কন্দর্পলাঞ্ছিত
তনু খানি নর-কেশরীর বল ধরে!
কেশরি সংহার করে! তুদা-রাজ্যেশ্বর।
অদৃষ্ট-গগনে তব, চৌদ্দ বর্ষ পরে,
ফুটে বুঝি প্রভাতি-তারকা-আলো। হের
নীলিমা সাগরপারে, আঁধারের কোলে
লুকায়িত ছিল যেই আশা, সেই বুঝি
মূর্ত্তি ধ'রে বনে বনে করে বিচরণ।
(প্রকাশ্যে) কেহে?

(সারণের প্রবেশ।)

সারণ। প্রভো! দেখেছেন একটী কুমার?

গুরু। কে সেই বালক, ধীর?

সারণ। চিতোরের প্রাণ,—
মহারাণা জয়মল জ্যেষ্ঠ বংশধর।

গুরু। সে যে পাগলের মত ঘুরে—আপনার
মনে কোথা যায়, কোথা কি দেখিতে পায়,
কার সনে কথা কয়।

সারণ। ক্ষিপ্ত সে ব্রাহ্মণ!
সে যে চিতোরের শত শতাব্দীর মহা-
জীবনের জাগ্রত মিলন-ছবি।—ঘুরে
বনমাঝে সিংহের সন্ধানে।

গুরু। ভয় নাই,
সে আমার করে শমনের সাধ্য নাই
এসে তারে ধরে; সিংহ কোন ছার। যাও,
অদূরে মন্দির আছে, সেথা গিয়া কর
অবস্থান।

সারণ। ফেলে যাব তারে!

গুরু। প্রতিবাদ
ক'র না কথায়।

সারণ। প্রভো!

গুরু। উপবীতধারী
হেরে, দুর্ব্বল বুঝিয়ে তারে প্রতিবাদ
ক'র না কথায়। শ্রান্ত ভবানীমন্দিরে
যাও, সেথা দেখা হবে কুমারের সনে।

(সারণের প্রস্থান।)

ফের হে উদ্ধত বীর! সিংহ দেখিবারে
যদি চাও, এস এই ধারে।

(পৃথ্বীরাজের পুনঃপ্রবেশ।)

পৃথ্বী। কই? কই?
কোথা দেব? কোথা সেই অস্ত্রাহত প্রাণী?

গুরু। এস মম সনে! কিন্তু আগে কর পণ,
মৃগেন্দ্র হেরিবে যবে, আমারে করিবে
তুমি আত্মসমর্পণ?

পৃথ্বি। সে কি দ্বিজবর?
একি এ অযোগ্য কথা। চিরদাস কবে
প্রভুপদে আত্মসমর্পণে করে পণ?

গুরু। তবে এস সাথে। (উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

উপবন।

কমলা ও গুরুদেব।

কমলা। এ কথা সখী জানলে কেমন করে?

গুরু। দেখ কমলে! মহারাজকে দিবারাত্র উপদেশ দিয়েছি,—পূর্ব্ব কথা বিস্মরণের জন্য সহস্র প্রলোভন সম্মুখে ধরেছি। এই নৈমিষারণ্যতুল্য কানন, ওই অচ্ছোদতুল্য কমল কহ্লারের চিরলীলাস্থল সরোবর, মাধবীলতার কুঞ্জ, অশোকের শ্যামল পল্লবের চির শান্তিকর ছায়া,—সব দিয়েছি। কল্পবৃক্ষের ফল দিয়েছি; তারা, বীণা, কমলা—ভবানীচরণার্পণ জন্য তিন তিনটী জীবন্ত ফুল দিয়েছি।—কি না দিয়েছি? বাণপ্রস্থের অমরলাঞ্ছন গৃহ তার চারিধারে—তার তুলনায় রাজপ্রাসাদ কত তুচ্ছ? ভবানীর অমরবাঞ্ছিত শ্রীচরণ তার শিরোপরে—তার তুলনায় ধরণীশ্বরের ঐশ্বর্য্য কোন আবর্জ্জনাময় পথের পুরীষবিজড়িত ধুলা? এততেও তাঁর মন উঠল না!—কমলে! কমলে! আর আমি রাখতে পার্‌লেম না—সেই ঐশ্বর্য্যের জন্য এখনও বিষণ্ণ!

কমলা। কেন প্রভু আমিত কখনও তাঁকে পূর্ব্ব কথা তুল্‌তে দেখি নাই!

গুরু। জাগ্রতে মহারাজা অতি স্থির। কথাবার্ত্তায় মহারাজ মহাত্যাগী, কিন্তু সেই অচল হিমাচল সদৃশ স্থবিরের নিভৃত হৃদয়কন্দরে প্রজ্বলিত হুতাশন আজিও পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হয় নাই, আর যে কখনও হবে—এ বিশ্বাসও আমার আর নাই। পিতার মঙ্গল কামনায় দিবানিশি জাগরিতা বালিকা সুষুপ্ত মহারাজের হৃদয়ের আবেগ-কথা সমস্তই শুনেছে। আগ্নেয় পর্ব্বতের সেই ভীম অনল উদগীরণে পার্শ্বস্থিত শস্য শ্যামলা বসুন্ধরাও আজ প্রজ্জলিত—সেই কথা শুনে তারা আজ পাগলিনী।—সে কথা যাক, এখন দেশোদ্ধার সম্বন্ধে কি করব বল্‌তে পারিস্?

কমলা। তাইত বাবা! দেশটার কি উদ্ধার হবে না? মহারাজার কি অদৃষ্ট ফিরবে না? তারা বীণা কি চিরকালই বনে বনে ঘুরবে,—আলোকের মুখদর্শন কি তাদের অদৃষ্টে নাই?

গুরু। এগার বার বিফল মনোরথ হয়েছি, এক এক করে এগার বারে সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। সে রাজ্য উদ্ধারের আশা আর কেমন ক'রে করি কমলা? মা—মা! তোর সঙ্গে আমিও বলি; দেশটার কি উদ্ধার হবে না?

কমলা। আর একবার চেষ্টা করবার কি উপায় নাই? বাবা! ভবানীর নাম ক'রে আর একবার কেন দেখুন না।

গুরু। কি দিয়ে দেখি? এখনও মহারাজার নাম ক'রে ডাক দিলে সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ করতে পারি; কিন্তু তাতে হবে কি? সৈন্য সামন্ত অস্ত্র শস্ত্র সকলই আছে, কেবল প্রাণ নাই। ফল হবে না—মিছামিছি আবার কতকগুলি জীবন নষ্ট করব? এগার বার করেছি মা! আর যে সাহসে কুলায় না। একটী মহাপ্রাণ না দেখতে পেলে এত জীবন আর অনল মুখে সমর্পণ করতে পারি না।

কমলা। যার কৃপায় তাওত তোমার লাভ হয়েছে।

গুরু। ঠিক বল্‌তে পারি না। যার কাছে অনেক কেঁদেছি হতভাগ্য মহারাজের জন্য অনেক আবেদন করেছি!—কমলে! কমলে! একি মহাপ্রাণ? তুইওত দেখেছিস্ তারে; তোর কি বোধ হয়?

কমলা। (সলাজে) আমি আবার কি বুঝব?

গুরু। (কমলার চিবুক ধরিয়া) তোকেই বুঝতে হবে। তোর এই কমল পলাশ ছুটীর এত ধার, তুই যদি না বুঝতে পারিস্, অর্দ্ধনিমীলিত

নেত্র অশীতিপর বৃদ্ধ—বুঝতে যাব কি আমি? তোর এই ধার আমায় যদি এখন পেতে হয়, তাহ'লে বিশ্বকর্ম্মাকে দশ বৎসর ধ'রে আবার আমার চোক দুটোকে চাঁচ্‌তে হবে।

কমলা। তারার জন্য এখন কি করি বলুন দেখি? সে জেনে অবধি কেমন এক রকম হয়ে গেছে।

গুরু। তুমি একটু পেছুনে থেক। কি আর করবে?

কমলা। বীণাকে যেন আর জানতে না দেন।

গুরু। জানে ত কি করব? আমি ত আর ব'লে ব'লে বেড়াচ্ছি না। ভাল কথা, তারা বীণাকে আজ মন্দিরে আস্‌তে বারণ ক'র। আমি এখন চল্লেম; ফুলগাছের গোড়ায় জল দিয়া আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'র।

(প্রস্থান।)

কমলা। পৃথ্বীরাজকে দেখে তত বুঝতে পারি আর না পারি, তারাকে দেখে কেমন কেমন বোধ হয়। বাবা বুঝতে পাচ্চেন না, কিন্তু আমার বোধ হচ্চে ও যেন বাপের জন্য কি একটা করবে। তারার জন্যই আমার যত ভয়, এত আর কারও জন্য নয়। ওঃ! বিলুপ্ত সুখের স্মরণেও কি যন্ত্রণা! বাপের পূর্ব্বাবস্থার কথা শুনে অবধি তারা যেন পাগলিনীর মত বেড়াচ্চে।

গীত

বল্ মা বল্ মা ত্রিনয়নে!
আর কত আছে তোর মনে?
রাজার নন্দিনী জনম দুঃখিনী,
ভিখারিণী বেশে ভ্রমে বনে বনে!
দয়াময়ি! গেছে কি মা দয়া,
ভুলেছ কি মায়া মহামায়া
জ্যোতি কি মা নাই সে নয়নে,
করিয়ে আকুল প্রাণ, যে গায় মা তোর গান
তারে তুই ভুলিলি কেমনে।

(বীণার প্রবেশ।)

বীণা। বলি ওগো গায়িকা ঠাকরুণ। সুধু সুধু গান গাচ্ছ,—বলি বীণা চাই?

কমলা। এত দেরি ক'রে আস্‌তে হয়?

বীণা। এই লও তোমার কলসী—কি গান গাচ্ছিলে ভাই? শোন্‌বার জন্য ছুটে আসছিলেম, কিন্তু যেই আমি এলেম, অমনি বন্ধ হয়ে গেল। গানটী আবার গাও না ভাই!

কমলা। গান গাচ্ছিলেম আমি? কৈ আমার ত মনে হয় না।

বীণা। কেন মনে তোমার কি হয়েছে? কথায় কথায় ভুল। কেন দাদা এখানে নাই ব'লে?

কমলা। তোর দাদার সঙ্গে আমার মন গিয়ে কি কর্‌বে ভাই? তারই মন আমার ঘরে গড়াগড়ি খাচ্চে। সে দিন আর একটু হ'লেই মাড়িয়ে ফেলেছিল!

বীণা। তবে এত ভুল হয় কেন?

কমলা। তোর মুখ দেখলে সব ভুলে যাই। তোর মুখে কি মাখান আছে বল্‌তে পারিস্?

বীণা। ছাই।—

কমলা। বালাই! তবে আমি চলে যাই।

বীণা। না ভাই। আমি একলা গাছে জল দিতে পারুব না—না ভাই!

কমলা। বল্ তবে আর অমন কথা বল্‌ব না।

বীণা। হাঁ ভাই। দিদি আজ কাল অমন বিমর্ষ হয়ে থাকে কেন বল্‌তে পার?

কমলা। তোর দিদিই জানে; আর আমিও কতক কতক জানি।

বীণা। কি ভাই? আমি দিদিকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি। দিদি কেবল হাসে, কোনও উত্তর করে না। আমার সব কথাই দিদি হেসে উড়িয়ে দেয়। জান ত বলনা ভাই!

কমলা। (হাস্য।)

বীণা। ওকি তুমিও যে হাসতে লাগলে!

কমলা। আমিও তোর কথাটা উড়িয়ে দিলুম। ওলো! একটা মজার কথা শুনবি?

বীণা। কি—কি—কি কথা ভাই?

কমলা। এগিয়ে আয় না—দেখ কেউ কোথা আছে কিনা?

বীণা। কেন?

কমলা। যার তার কাছে সে কথা বলা হবে না।

বীণা। কৈ কেউ নাই।

কমলা। বে করবি?

বীণা। দূর—দূর। বল না ভাই! দিদি এত বিমর্ষ হয়ে থাকে কেন?

কমলা। আগে আমার কথার উত্তর দে, তবে তোর কথার দিব।

বীণা। বেলা হয়ে গেল চল ভাই গাছের গোড়ায় জল দিইগে।

কমলা। বেলাই হ'ক, আর সন্ধ্যাই হ'ক, আর দুপুর রাত্রিই হ'ক; গাছের ফুল ফুটুক, আর নাই ফুটুক—যতক্ষণ না জবাব দিচ্ছ, আমি একটী পাও নড়ছি না।

বীণা। না ভাই! তোমার পায়ে পড়ি।

কমলা। পায়ে পড়ি কি বল্—চলে যাব?

বীণা। আমি তবে চলে যাই।

কমলা। না ভাই! আমি থাক্‌ছি। তাই বল্ না কেন কর্‌ব।

বীণা। দিদিরই আগে হ'ক।

কমলা। সেই আপত্তি—তোর দিদি যদি বে না করে?

বীণা। কেন ভাই? সত্যি—দিদি বে কর্‌ব না বলেছে? দিদি তাই বিমর্ষ?

কমলা। সে যদি না করে, তা হ'লে তুই কি করবি?

বীণা। তোমার পায়ে পড়ি ভাই! আমায় বল্‌তে হবে। দিদি কি বে কত্তে চায় না ভাই? তবে কি ভাই! দিদি বেের নামেই বিমর্ষ? দিদির বে কোথায় হবার কথা ভাই? দিদি বে কেন করবে না ভাই?

কমলা। আমি বাসুকী নই ত ভাই! যে সব কথার একেবারে উত্তর দেব ভাই! আমি বলতে পারব না ভাই! এখন তুই করবি কি না করবি বল ভাই!

বীণা। তোর পায়ে পড়ি আমাকে বল্‌তে হবে।

(কমলার গমন উদ্যোগ।)

না ব'লে যেতে পাচ্চ না। (হস্তধারণ।)

কমলা। কি ঝগড়া করবি না কি?

বীণা। না বল্লে ছেড়ে দিব না।

কমলা। উঃ! ইচ্ছে করে এমনি ক'রে হাজার পোনের ষোল চুমো খেয়ে একেবারে তোরে নাস্তানাবুদ করে ফেলি। (মুখচুম্বন।)

বীণা। দেখ দিকিন সকাল বেলা মুখটো এঁটো করে দিলে।

কমলা। কেন তোর মুখ কি পূজার পঞ্চপত্র নাকি? আর কাজ চল্‌বে না? নে নে চল্, সকাল সকাল কাজ সেরে বাড়ী চলে যাই আয়।

(লক্ষ্মীদেবীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। ওগো! তোরা শীগ্‌গির আয়, দেখে যা, দেখে যা—চারজন লোকে কত বড় একটা সিংহ বয়ে নিয়ে যাচ্চে।

বীণা। কোথায়—কোথায় ?

লক্ষ্মী। এই যে আমাদের বাড়ীর দ্বারের কাছে রক্ষা করেছে। তা'রা নিয়ে যাচ্ছিলো, আমি তোদের দেখা'ব ব'লে একটু রাখ্‌তে বলেছি। তারা কোথা গেল ?

কমলা। তুমি যাও, আমি তাকে খুঁজে নিয়ে এখনি যাচ্চি।

(লক্ষ্মীর প্রস্থান।)

হ্যাঁ বীণা! তোকে যা প্রশ্ন কর্‌লেম তার জবাব দিলিনি। ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ঠিক জবাব দিবি—তামাসা কচ্চি না।

বীণা। কি বল ?

কমলা। যে এই সিংহ শীকার ক'রেছে, সে যদি পরম সুন্দর রাজপুত্র হয়, আর তোকে দেখে সে যদি বে করতে চায়, তা হ'লে তুই কি তাকে বে করিস ?

বীণা। শুদ্ধ আমোদ অনুভবের জন্য যে প্রাণীহিংসা করে, সে দেবতা হ'লেও তাকে বিবাহ করি না।

কমলা। আমি তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম। (স্বগত) একি এক উপাদান ? দুই ভগ্নীই কি এক ছাঁচে ঢালা! তার কাছে প্রস্তাব কল্লেম, সে বল্লে "যে আমার পিতৃরাজ্য উদ্ধার কর্‌বে, তাকে বিবাহ করব। আমি রূপ বুঝি না, আমি গুণ বুঝি না, আমি পুরুষ বুঝি না, আমি কাপুরুষ বুঝি না"। এর আবার একি উত্তর! তবে কি গুরুদেবের সকল চেষ্টা বিফল হবে ?

বীণা। চল্‌ না ভাই! দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

কমলা। চল্‌ যাই।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

ভবানী মন্দির।

গুরুদেব ও পৃথ্বীরাজ।

গুরু। আমার কথার মর্ম্ম বুঝেছ কুমার ?

পৃথ্বী। গুরুদেব! কর্ণে মন্ত্র দিলেন যখন.
তবে কেন প্রশ্ন আর দাসে ? আজ্ঞাবহ
চিরদাস ; আদেশ পালনে চিরকাল
যাপিবে জীবন। দুটী কথা নাই আর
তার।

গুরু। শুন শুনহে কুমার! বলিয়াছি
আগে, তব অনুরাগে, মহাকালী মন্ত্রে
দীক্ষিত করিনু তোমা আজ। বলিয়াছি
সন্দেহের দায় যেন ধরে না তোমায়।
পুত্র সম তুমি যুবরাজ! তোমা হেরে
অপুত্র নরক দায় করেছি সংহার।

পৃথ্বী। বাধা কিসে তবে মৃগয়ায় ? বাধা কিসে
সিংহসনে রণ ? কি এমন দোষ মম
ভ্রমিতে দোষিলা বনে সিংহ অন্বেষণে।

গুরু। বনে বনে অনশনে, আহত কেশরী
অন্বেষণ, মোর মতে নির্ব্বোধের কাজ।
বড়ই অন্যায় আচরণ।

পৃথ্বী। কেন গুরো ?

গুরু। একে ঘন তরুদল ; নয়নের বল
প্রতি পদে যেথা বাধা পায়, যুবরাজ!
সেথা তুমি কি খুঁজিতে ছিলে ? বাধা, বাধা
প্রতি পথময়, হস্ত পদ নিজ বশে
নয়, বল এ হেন সময় কি শীকার
করিতে কুমার ? রক্তক্ষয়ে বলহীন,
শ্রান্ত মহাশ্রমে, তাহে দারুণ পিপাসা
পীড়ন করেছে তোমা শোণিত পতনে,
বল বলহে কুমার! সে ঘোর বিপদে

সে বনে কে রাখিত তোমায়? বল বল
কে জাগা'ত চিতোরের রবি?

পৃথ্বী। গুরুদেব!
প্রাণভয়ে ক্ষত্রসুত ভাঙিবে কি পণ?

গুরু। প্রতিজ্ঞা পালন কিংবা শরীর পতন
এইত বীরের কথা।

পৃথ্বী। এই যদি মত আপনার,
দাস তবে কোন্ অপরাধে অপরাধী?

গুরু। অপরাধ সমস্ত তোমার।
যে করে প্রতিজ্ঞা অগ্রে কর্ত্তব্য ভাবিয়া,
কর্ত্তব্য বুঝিয়া করে প্রতিজ্ঞা পালন,
সেইত আমার মতে বীর-শিরোমণি।
কে তোমা শিখা'ল হেন প্রতিজ্ঞা পালন।
পরাণ শিহরে অঙ্গ কাঁপে ডরে, যবে
ভাবিহে কুমার! সেথা কি হ'ত—কি হ'ত
হে তোমার! বল দেখি, সেকি প্রাণদান
সমরে শক্রর করে মহামূল্য যশ-
লালসায়? পশুগ্রাসে আপনার প্রাণ
ইচ্ছায় যে জন করে দান, অত্মঘাতী
সেইজন;—আত্মঘাতী সেত নরাধম।—
যাবে ব'লে সেত সুধু এসেছে সংসারে।
সংসারে যাহার নাই স্থান—বুঝে দেখ,
এসংসারে তার আসা অকারণ। বাপ্!
কার্য্য যদি উদ্দেশ্য তোমার—কেন তবে
মরণে আগ্রহ এত!

পৃথ্বী। কি করিব তবে?

গুরু। শুদ্ধমাত্র পর উপকার। এজগতে
কার্য্য যদি থাকে—আছে পর উপকার।
এজগতে সুখ যদি থাকে—আছে পর
উপকারে। অস্তিত্ব যদ্যপি চাও—কর
পর উপকার। হৃদয়ের শান্তি যদি
চাও—কর পর উপকার।

পৃথ্বী। উপকার
কে করে প্রত্যাশা?—হের চারিধারে পিতৃ
অধিকার—আনন্দ আগার—প্রজাগণ
সবে সুখী রাজার শাসনে—নিত্য পায়
অন্ন জল।

গুরু। একদিকে দেখো না কুমার!
চাও, চারিধারে চাও; দেখ মমতার
পাত্রে পূর্ণ ধরা।—(চিত্র আনয়ন করিয়া
প্রদর্শন) যেই রাজ্যে আছ আজ—
আজি যে তোমায় বক্ষে করেছে ধারণ,—
এ জননী কার পদ সেবে যুবরাজ?
এই হের—হের এই স্থানে,—কার পাপ-
চরণ দলনে নিপীড়িতা মা আমার?
হের হেথা,—অমরার মূর্ত্তি ছিল যার,
সে বঙ্গের শ্মশান আকার। কই কোথা
চিতোর নগর? হের বীরবর! ক্ষুদ্র
সরিষার নাই স্থান—তা'র তরে এত
অহঙ্কার?

পৃথ্বী। (স্বগত) গুরু গুরু! হত্যা কর মোরে,
উপহাস সহিতে না পারি।

গুরু। পৃথ্বীরাজ!
জনম লভেছ শুদ্ধ দেশের কারণ।
বল দেখি সিংহবধে দেশের কি কাজ?

পৃথ্বী। দেবতুল্য রাজর্ষি মণ্ডল—আখণ্ডল-
সমবীর, এ ভারত শিরে এককালে
ফুটেছিল প্রভাকর প্রায়,—পদানত
করেছিল কত রাজ-শিরে। গুরুদেব!
মৃগয়া তাঁদের ছিল প্রধান কৌতুক।
গুরুদেব! যেবা বীর, মৃগয়া ত তা'র
প্রিয় খেলা।

গুরু। দেবতুল্য রাজর্ষিমণ্ডল,
আগে করি ভূমণ্ডল হিন্দু পদানত
খেলেছিল এবীরের খেলা। বলি বীর!

কতরাজ্য করিয়াছ জয়? বলি কত
রাজশির লুটায়েছ পিতার চরণে?—
রাজশির বহুদূর কথা—বল দেখি
হয় কি স্মরণ, যবে মাতৃ-অঙ্কে করি
আরোহণ, ক্ষুদ্র শিশু, ক্ষুদ্র দেহ বলে
মায়েরে জ্বালায় তার, ঘুমাতে না চায়,—
কোন্ শোক-মন্ত্র উচ্চারণে, স্তব্ধ করে
অঙ্কশায়ী উৎপীড়ক ক্ষুদ্র মহাবীরে?—
হয় কি স্মরণ?

পৃথ্বী। কোন্ কথা-মহাভাগ!

গুরু। প্রসিদ্ধ জহরব্রতে বাঁধিয়া কোমর
সহস্র সহস্র ক্ষত্রবালা, যেই দিন
ডুবাইয়াছিল সবে জনমের সাধ
একদণ্ডে অনল সাগরে,—এক চক্ষে
ঝরে লোর, অন্যে খেলে হাসির সুষমা,—
কল্পনায় আসে কি তোমার?

পৃথ্বী। গুরুদেব!
তবেত করিতেছিনু বড় সর্ব্বনাশ!
কি অন্যায় করেছিনু পণ!

গুরু। এই হেথা
ভীষণা ভবানী—মাতা অসুর নাশিনী—
ভুবনের শান্তি প্রদায়িনী। মা আমার
শূন্য-গর্ভ যশোলাভে নয় অবতার;—
শূন্য-গর্ভ যশ আমি চাহি না তোমার।

পৃথ্বী। অনুতাপে জ্বলি বল কি আছে উপায়?

গুরু। সিংহবধে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছ কুমার,—
কর যদি সে প্রতিজ্ঞা যবন দলনে,
কর যদি সে প্রতিজ্ঞা, দিল্লীর প্রাসাদে—
হিন্দুরাজ পৃথ্বীরাজ রত্ন সিংহাসনে
বসাইতে ভারত সন্তানে;—পার যদি
পুনর্ব্বার দিতে তার ইন্দ্রপ্রস্থ নাম,—
তবে বলি প্রতিজ্ঞা পালন। সহোদরে
বাঁচাইয়া যবন দংশনে, পার যদি
রাখিতে হে রাজপুতে রাজপুতানায়,
তবে বলি প্রতিজ্ঞাপালন! যুবরাজ!
যাও ঘরে, কর প্রণিধান, শত শত
আশা তব স্থান; যেন সে আশা আমার
মুকুলে বিনাশ নাহি পায়।

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

(সরোবর সোপানে তারা আসীনা।)

তারা। যার দর্পে আজমীর ছিল কম্পবান,
ঐশ্বর্য্যে যে নরপতি ছিল একদিন
রাজস্থানে উপমার স্থল, সেই রাজা—
প্রতাপের অবতার জনক আমার—
এই কি দুর্দ্দশা আজ তাঁর! হত বিধে!
মহাতেজা মহারাজা ক্ষত্রকুল চূড়া
শেষে কি ভিখারী বেশে কাননপ্রবাসী?
মেয়ে আমি, কোমলতা ল'য়ে আসিয়াছি
ধরণীর কোলে। কোন্ বলে তাঁর আসি
উপকারে—কিসে হয় পিতার উদ্ধার?
বাবা! বাবা! হবে না কি উপায় তোমার?
মা আমার রাজার নন্দিনী! ভিখারীর
সহবাসে ভিখারিণী রবি চিরকাল?—
দিন নাই, ক্ষণ নাই, প্রাণে যায় নাই
সুখ লেশ, জীবন প্রচণ্ড ব্যাধি তার।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। হেথা তুই! সারা হ'নু তোরে
খুঁজে তারা!
একি রীতি তোর প্রাণ সই? দেখ্ ভাই!
রবি ওই পূরব গগণ ছেড়ে যায়।
খেতে কি হবে না আজ তোরে? উঠেছিস্
ভোরে, পুজা সাঙ্গ ক'রে মুখে দিবি জল,
কোথা বসে সরোবর তীরে? চল্ চল্—

চিন্তাকুলা মাতা। একি তারা? ছল্ ছল্
কেন দুনয়ন।

তারা। এস যাই।

কমলা। সত্য বল
ছল্ ছল্ কেন দুনয়ন?

তারা। অবিদিত
কি আছে তোমার, তবে কেন আর মিছা
প্রশ্ন কর প্রাণ সই?

কমলা। একি সর্ব্বনাশ!
চিন্তার কারণ তুই ছাড়িয়া ভবন
এসেছিস্ সরোবর তীরে! এতদিন
বলি নাই, আজ তবে সত্য কহি তারা!
বল্ দেখি মিছামিছি ভাবিলে কি হবে?
পুরুষের কার্য্য কভু হয় কি সাধন
সুকুমারী নারীর চিন্তায়?

তারা। বৃদ্ধ পিতা
তবে কি লো চিরকাল বনবাসী রবে?

কমলা। বিধাতা দারুণ বিধি কে লঙ্ঘিবে তারা?
নৃপমণি বীর-শিরোমণি, রাজ্য তাঁর
অমনি কি যবনে দেছেন প্রাণ সই?
বল আশা কই? কত শত মহাবীর
ত্যজিল এ বসুন্ধরা জনমের মত
যে রাজ্যের উদ্ধার সাধনে, শুন সখি!
অবিরাম ফেলি জল এদুটী কমল
কেবল দেখিবে সেথা ঘোর দুরাশায়।
দিওনা কোমল প্রাণে জ্বালা। কেন আর
অসাধ্য সাধনে কাঁদ তুমি লো অবলা?
এ নব বয়সে সই! ইচ্ছা কি তোমার
ধরিতে বৃদ্ধার বেশ? অকলঙ্ক চাঁদে
কলঙ্ক মাখাতে এত সাধ?

তারা। মনে করি
মিছামিছি ভাবিব না আর। কিন্তু যেই
মহারাজ মহারাণী পড়েলো নয়নে
অমনি অন্তর উঠে জ্ব'লে। ইচ্ছা হয়
বুক ছিঁড়ে ফেলি; কি বলিব আর সই!
ইচ্ছা হয় উপাড়িয়া নারী-কোমলতা
নরের কঠিন প্রাণ করিলো রোপন।
ঢাকিয়া অপূর্ব্ব বল কোমল আচ্ছদে
দুরাত্মা যবন শির পিতার চরণে
দিই লুটাইয়া। পিতা নাই, পুত্র নাই,
ভাই নাই, বন্ধু নাই ব'লে, বনবাসে:
চিরকাল র'বে কি সে জনক আমার!
মহারাণী অশ্রুজল শুকা'য়ে আগুনে
চিরকাল র'বেকি লো কুটীরের কোণে!

কমলা। ওকি ভাই! কাঁদিস্নে, মাথা খাস্
মোর।
উপায় কি আছে সখি! কে আছে সহায়?
চক্ষুজল সহায় ত নয় পাগলিনী!

তারা। কমলে—কমলে! কাঁদিব না আর—যার
জনম এ ভূমণ্ডলে কাঁদিবার তরে?

কমলা। তবে সত্য কথা বলি তারা! তুই প্রাণ
মোর, বড় ভালবাসি তোরে; তোর তরে
মাঝে মাঝে স্বামী ভুলে যাই—চক্ষু' পরে
তবু তারে মাঝে মাঝে দেখিতে না পাই।
তবে বলি শোন;—খঞ্জে গিরি উল্লঙ্ঘন,
অন্ধ—তার তারকা দর্শন, যে বধির—
তার শোনা আকাশের গান, মূক যেই—
তাহার কবিত্ব কথা, আর বালিকার
বীরগাথা, চম্পকের কলির প্রহারে
গজতুণ্ড মুণ্ড বিদারণ,—এক কথা।
এ ত সব উন্মাদ লক্ষণ।—ঘরে চল্!

তারা। প্রতিজ্ঞা করিতে নারি সই! বালিকার
প্রতিজ্ঞা পালন ভাই সম্ভব ত নয়—
পিতৃদুঃখ ঘুচাইতে পারি কি না পারি
পরীক্ষা করিব একবার—একবার
সমরে যুঝিব পোড়া বিধাতার সনে।

কমলা। (স্বগত)
একি এ প্রলাপ বালিকার ? শিশুমতি
সুকোমলা বালা, স'য়ে নিদারুণ জ্বালা,
পিতৃদুঃখে পিতৃপরায়ণা, কহিল কি
কথা ক'টী পাগলের প্রায় !

তারা। দেখ'—দেখ'
কাঁদিব না আর ! দেখ'—দেখ', আজি হ'তে
নয়ন না ভিজিবে তারার। আজি হ'তে
বুক বেঁধে দেখিব—দেখিব প্রাণসই !
কি আছে লো ! মনে বিধাতার।

কমলা। না—না—কথা
প্রলাপ ত নয়। শোক ঢাকা ও বদন-
চাঁদ, আজি মুহূর্ত্তেই ঘুচায়ে বিষাদ,
কি যেন—কি যেন এক অপূর্ব্ব প্রভায়
হ'ল বিকসিত ! চাঁদমুখে একি কথা
শুনি ? না—না শুনিবার কথাই কমলে !
তারকা যে ক্ষত্রিয়নন্দিনী !

তারা। প্রাণ সই !
প্রতিজ্ঞাই করিনু এবার,—পিতৃদুঃখ
না ঘুচায়ে বিশ্রাম না লবে আর তারা।

কমলা। আর কিসে রাখিবি পিতায় ? যালো তারা
ধর ধনুর্ব্বাণ, বিঁধে আন্ যবনের
প্রাণ। এবে চারু করে অসি, ধর—ধর
ধরলো রূপসি ! গুরু নিতম্বের ভারে
নাচিতে সমরে, ওলো মরতের তারা !
কাঁপাইয়া দেলো বসুন্ধরা।

তারা। পরিহাস
নয় সখি ! পরিহাস নয়। রণরঙ্গে
যথার্থ ভাসিবে তারা সমর তরঙ্গে।
হৃদয়ের কথা শুনি' যাব—হৃদয়ের
কথা শুনি প্রয়োজনে প্রাণ বলি দিব।
মায়ের মন্দিরে কায়া পূজিবার ফুল।

কমলা। (স্বগত) তারারে ! সখীরে এ ত
পরিহাস নয়
হৃদয় যা বলিতেছে বলিলাম তাই !
সম্বরিতে নারি সই ! হৃদয় উচ্ছ্বাসে।
(পটক্ষেপ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ভবানী মন্দির।

গুরুদেব আসীন।

গুরু। ছাড়িতে নারিনু কামনায়। ওমা তারা !
প্রাণ ভ'রে পূজেছি মা তোরে। দেমা—দেমা !
তার ফল। প্রাণ বড় হয়েছে চঞ্চল।

(তারার প্রবেশ)

তারা। বাবা ! এই দেখ চেয়ে তোমার তনয়া
কেমন অপূর্ব্ব সাজে সেজেছে এখন।

গুরু। কেমা—তারা !—কোথায় ছিলি মা
এতক্ষণ ?
আহা ! আহা কি সুন্দর সেজেছ জননী !

তারা। এই দেখ তোমার প্রদত্ত তরবার
নারীর কোমল করে লয়েছে আশ্রয়।
এই দেখ ধনুর্ব্বাণ, এই দেখ তূণ,
বর্ম্মে ঢাকা অঙ্গ দেখ মোর। দেখ—দেখ
কামিনী কোমল হিয়া লৌহ আচ্ছাদনে
কেমন—কেমন তারে করেছি কঠিন !
করিয়াছি বরাহ শীকার, মাংসে তার
তৃপ্ত করি' জনক জননী, চরিতার্থ
করি এ জীবন।

গুরু। কি—কি ? কি বলিলি তারা ?
একাকিনী গিয়েছিলি বনে ?

তারা। একা বই
কারে সেথা যাব সঙ্গে ল'য়ে ?

গুরু। একাকিনী
গমন সে বনে, ঘুণাক্ষরে আন যদি
মনে, কেড়ে ল'ব যা দিয়াছি তোরে। খুলে
ল'ব বর্ম্ম চর্ম্ম সাজ, কেড়ে ল'ব অসি
তূণ বান, পলা'ব এমন দেশে আর
পাবি না সন্ধান।

তারা। এই লও, কি দেখাও
ভয়? খুলে দিব সমুদয়।

গুরু। রাখ,—রাখ
কিছুক্ষণ, দেমা তারা! জুড়াতে নয়ন।

তারা। আমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, অস্ত্র যদি চাই,
যে যা পাবে এনে দিবে, ঘর যাবে ছেয়ে।
ব্রাহ্মণ নন্দিনী আমি, ভূস্বামীর স্বামী
তুমি বাবা—পিতৃপদে তব অধিকার।
অস্ত্রের ভাবনা আমি ভাবি? কোন স্থানে
অস্ত্র যদি নাহি মিলে, কেড়ে ল'ব অসি
ভবানীর।

গুরু। রহস্যের কথা নয় তারা!
একাকিনী ফের যদি বনে যাও, কথা
স্থির জেন, কেড়ে ল'ব যা দিয়াছি তোরে।

তারা। কেন বাবা? কি ভীষণ কার্য্য করিয়াছি?
একাকিনী মৃগয়া কারণে গিয়েছিনু
বনে—তাই ক্রোধ এদাসীর প্রতি? এত
যদি প্রাণে ভয়, তবে কেন বলেছিলে,
মহত্ত্ব রাখিতে, নরে না রাখিতে পারে
প্রাণে ভালবাসা? মাছ ধরি অভিলাষ,—
যা'ব না সরসী-পাশ, জল না করিব
পরশন,—এই যদি পিতঃ তব মন,
তবে মোরে সাজাইয়ে ভাল কর নাই।

গুরু। থাকিবি সিংহের পেটে, বল্ দেখি তারা!
এ মহত্ত্ব রাখিবারে কে শিখা'ল তোরে?
বনফুল ফুটিয়াছ বনে। কোথা তারে
বসা'ব কাননে, কোথা মনোহর বাসে
মাতাইয়ে দিবে ধরাতল? কোথা হবে
বিপিনে বিলীন! বল্ দেখি পাগলিনি!
অরণ্যে রাখিবি প্রাণ তাই এত ক'রে
বিদ্যা তোরে করিলাম দান?

তারা। আজ হ'তে
অনুমতি বিনা আর যাব না কাননে।
কিন্তু গুরো! এক কথা চরণে সুধাই,—
জীবনে মমতা যদি রাখাই আদেশ
তবে কেন দাসী করে অসি দিয়েছিলে?

গুরু। ক্ষুদ্র বালিকা যে তুই কি বুঝাব তোরে?
গুরুভার শিরে, রাখ, দেখি ভূমিতলে
ধীরে; পরে যেও বাছা বরাহ শিকারে!
পিতা মাতা কাঁদে নিশি দিন, যদি বিধি
দিয়াছে সে দিন,—যদি ব্রত লয়েছিস্
তারা! মহাব্রত কয় আগে উৎযাপন।
প্রাণ নয় তাচ্ছল্যের ধন, প্রাণ নয়
খেলার পুতলি। মনে কখন ভেব না
প্রাণে যার মায়া নাই মহৎ সে জন।
সাধ যা পরের কার্য্য, সাধ বা আপন,
পালিতে বিধির আজ্ঞা প্রাণ চাই আগে।

তারা। যে কুকর্ম্ম করিয়াছি, আছে বহির্দ্বারে
ফল তার, বাবা! হবে না কি অনুমতি
আনিতে হেথায়? বাবা! ক্ষুদ্র সে আকার,
কিন্তু এত ভার তার, তার উত্তোলনে
বাহুদ্বয় অসাড় আমার। বোধ হয়
ভগ্ন মধ্য তুরঙ্গ তোমার।

গুরু। তারা! তোর
উপার্জ্জন, লক্ষ নৃপতির ধন। আমি
দেখিব না? কে দেখিবে জননী আমার?
চল্ চল্ দেখে আসি বরাহ আইলে
কোথা ফেলে। অশ্ব মোর রেখেছ কোথায়?

তারা। বাঁধা আছে মন্দির দুয়ারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বীণার প্রবেশ)

গীত।

বড় সাধে সুখের ফাঁদে প'ড়ে মনত চলেনা।
এই কত কই, এই ভুলে রই, মনে আসে আসে না।
মনে করি কত করি,
সকল সুখে হৃদি ধরি,
এ ধরিতে ও যায় চলে ডাকলে তারে ফেরে না।
একেবারে সব সাধের সাধ
কেবল এসে দেয় বিষাদ ;
দুখের সনে সুখের বাদ
সুখেও সুখ মেলে না।

বীণা। গুরুদেব যে গানটী আমাকে কাল শিখিয়েছেন, সে গানটীর সত্যতার সঙ্গে যেন সুর বাঁধা। গেলেম আলবালে জল সেচন করতে, সেখানে নবজাত তরুলতার সুশ্যামল উর্ণাগুচ্ছের মত পাতাগুলি দেখে মনে পড়ল আমার শ্যামা পাখিটী। শ্যামার কাছে যেতে, পথে ধরলে শারীর মার শারী। তারে কি ছাড়াতে পারি? তার বাঁ দিকের শিঙ্গে দুটো ডাল বেরিয়েছে, তাই দেখাবার জন্য মাথা নেড়ে আমার কাছে ছুটোছুটী করতে লাগল। আহা! শারীর আমার কি চোখ! সে যখন এক একবার ফেল্ ফেল্ করে আমার দিকে চাইতে লাগল, তখন ইচ্ছা হ'ল একবার ধ'রে শারীর মুখের চুমো খাই। আমাকে ধরা দিলে না, কাজেই আমার রাগ হ'ল—ছুটে গেলেম সরোবর তীরে। শারীকে ডেকে বল্লেম, তোর চোখের মতন জিনিষ আমার কি আর নাই! শারী লজ্জায় আমার কাছে আসতে লাগল। আমি রাগে আর ধরা দিলেম না। শারীর জন্য শ্যামাকে ভুললেম, রাগের জন্য শারীকে ভুললেম। সরোবর তীরে গিয়ে দেখি না, কমলমণি আমার এখনও মুখ খোলেন নি। সকলকে ফেলে এইবারে মা! তোর কাছে এসেছি। বল্ দেখি শ্যামা! সকাল বেলায় আমার কেন এমন হ'ল? বল্ দেখি মা! কেহই কেন আজ আমারে আদর ক'ল্লে না? হাসিস্‌নে মা! সত্যি সত্যিই আমার প্রাণে আজ বড় দুঃখই হয়েছে। ভবানি! তোর আশ্বাসেই মা। আমি সব দুঃখ ভুলে যাই। আশ্বাস দে মা জননি! আশ্বাস দে তারিণি!

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। কি দুঃখ হ'ল লো বীণে? তোর আবার কি দুঃখ হ'ল? তোর দুঃখ, তোর দিদির দুঃখ, তোদের হ'ল কি? দাও মা! জগদম্বে! বীণার একটী রাঙা বর জুটিয়ে দাও। দাও মা! ব্যগ্রতা করে বলি। দুই বোনের দুঃখ আরত দেখতে পারি না। (অজয় সিংহের প্রবেশ) ওগো, ওগো! তুমি নাকে সরষে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছ—এদিকে দেখ কাণ্ড কারখানা কি।

অজয়। কি—কি—কি হয়েছে?

কমলা। (বীণার মুখ ফিরাইয়া) এই দেখ তোমার সাধের পদ্মপত্রে আর জল ধরে না।

অজয়। কাঁদচো? কেন দিদি কাঁদচো? কে তোমায় ব'কেচে? কমলা! চুপ করে রইলি কেন? বল্ না কি হয়েচে?

বীণা। আমার দুঃখ হয়েছে।

কমলা। ওই শোন।—তা তোমরাত কেউ দেখবে না।

অজয়। (চোখ মুছাইয়া) ছি দিদি! সকাল বেলাই কি কাঁদতে আছে?

কমলা। দুঃখটা যে কি কারণে হ'ল, একবার ভেঙে বল।

বীণা। (পলায়ন)

কমলা। যাস্‌নি—যাস্‌নি! আমি আর তোকে জিজ্ঞাসা করব না! ফের যায়—তবে রস্ত! (প্রস্থান।)

অজয়। শিরে আজ অতি গুরুভার। কমলায়
ছাড়িতে আমার,—চক্ষু অন্তরালে তারে
কিছুকাল রাখিবার তরে,—কেবা জানে
কতকাল তার পরিমাণ—গুরুদেব
করেছেন আদেশ আমায়। হ'তে হবে
পৃথ্বীরাজ সনে অনুচর। যা'ব রাজস্থানে;
পৃথ্বীরাজ সনে,—যেথা যাবে যুবরাজ—
যাইতে হইবে মোরে। দ্বিধা নাই মনে,—
যাহার কারণ হবে কাতর অন্তর.
পরদুঃখে বিগলিত-প্রাণা, সেই মোর
হৃদয়ের বল, মোর প্রাণের কমল
হাসিয়া দিয়াছে অনুমতি। বিন্দুমাত্র
মলিনতা ছিল নাক' মুখে—বড় সুখে
প্রাণেশ্বরী দিয়াছে বিদায়। হবে আজ
আর কেবা পায় মোরে? ক্ষত্রিয় সন্তান;
ক্ষত্রিয়ের কার্য্যে, আজ করিব প্রয়াণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গণ।

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। নচিবার সাধ বড় আজ। দিদি পরি
রণসাজ, গুরুসনে চলেছে কোথায়।
এ আনন্দ রাখিব কোথায়? মহেশ্বরি!
এ আনন্দ দেখাইব কারে? ওমা তারা!
তারার দেখেছি আজি প্রফুল্ল বদন।
যে বদনে মলিনতা হেরে; কত কথা
বলেছি মা! তোরে মাগো! সেই তারা যায়
চলে হাসিমাখা মুখে!—ওমা! তারা আজ
হাস্যমুখে গুরুসনে বন-বিচারিণী।
দুঃখিনী সে ভগিনী আমার—দিবানিশি
মলিন থাকিত মাগো! মুখখানি তার।
কেন সে ভাবিত সদা, কেন সে বয়ান
দিবানিশি মা ম্লান, কত দিন
হাত দুটী ধ'রে, কেন কাঁদ বলেছি মা!
তারে; শুনি নিরজনে করিত রোদন।
সে তারার সহাস্য বদন, আজ বীণা
করি দরশন, কি করিবে, কি ভাবিবে
পায় নাক' ভেবে। ইচ্ছা হয়, গাই
দুটো গান—ইচ্ছা হয় প্রাণ খুলে নাচি!
ওমা! আজ আনন্দ দেখাতে বড় সাধ।
বল্ দেখি তারা! বল দেখি কেমনে সে
আনন্দ দেখাই?

গীত।

মাকি তোর সকলি ভাল!
তোর হাসির বদন— সজল নয়ন,
আঁধার গগণ—রবির আলো।
তোর চরণ দলন— অঙ্কে ধারণ—
মোর হিংসা মায়ায় একই ফল।
তোর মাথার মণি মহামায়া!—
চরণ তলে মহাকাল।

অসি করে রণবেশে দিদি গেল' বনে
দেখে তারে মনে হ'ল যে বুঝি মা তুই!
তুমি ত মা জগতের প্রাণ; কে জানে মা
মহেশ্বরি! আছ কি না আছ তার স্থান।
যাই আমি,—ফের যাই,—ফের গিয়া দেখি
কেমন সেজেছে প্রাণ-সোদরা আমার।
(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

ভবানী মন্দির।

গুরুদেব ও সারণ।

গুরু। আমার কাছে আসবার আগে—না পরে?

সারণ। চারণীর কাছে আগে যান ; তার পর মৃগয়ায় আসেন।

গুরু। একথা ঘুণাক্ষরেও ত আমার কাছে প্রকাশ করনি।

সারণ। আজ্ঞে প্রভু! আমি কি তার কিছু জানি? আমি জানলে কি আর এ সর্ব্বনাশ হ'ত? খুড়ো রাজা সূর্য্যমল আমাকে সঙ্গে ক'রে বনমধ্যস্থ এক সরোবর দেখাতে নিয়ে গিছিলেন। ইতোমধ্যে এক দেবালয়ে দুজনকার বিবাদ বাধে।

গুরু। সঙ্গরাজ হত হয়েছে, একথা শুনলে কোথা থেকে?

সারণ। তাঁরই জন কয়েক অনুচর দেখেচে। তা'রা মধ্যম কুমারকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে গিছিল'। তাদের মধ্যেও চারজনকে পৃথ্বীরাজ নিহত করেছেন।

গুরু। ভ্রাতৃহন্তা!—ভ্রাতৃহন্তাকে মন্ত্রদান করলেম?

সারণ। আমার কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না!

গুরু। সেই সহাস্যবদনে পাপ-কালিমার একটা চিহ্নওত খুঁজে পাইনি সারণ!—

সারণ। গুরুদেব! এখনও বল্‌চি আমার বিশ্বাস হয় না—আমার খুড়োরাজার উপর সন্দেহ হয়।

গুরু। আমারও সন্দেহ হয়!—যাই হ'ক সূর্য্যমলের কৌশলই হ'ক, কি নাই হোক, সঙ্গরাজ প্রাণে বেঁচে থাকুক আর নাই থাকুক, এ ভ্রাতৃবিরোধের পরিণাম ফল আমি ভাল বুঝছি না। পৃথ্বীরাজের কোনও সন্ধান পেলে না?

সারণ। আজ্ঞে না। নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা শোনবার পর মুহূর্ত্তেই তিনি চিতোর পরিত্যাগ করেন।—

গুরু। কমলে!—কোন্ দিকে গিয়েছে শুনেছ?

সারণ। শুনেছি তিনি এই দিকেই এসেছেন।

(কমলার প্রবেশ)

গুরু। তোমার স্বামীকে আর তারা বীণাকে ডেকে নিয়ে এস।—এই যে অজয় আসছে। তবে যাও তারা বীণাকে নিয়ে এস। (কমলার প্রস্থান)—হত্যা সম্বন্ধে আমার খুবই সন্দেহ। আমি বুঝতে পেরেছি সঙ্গরাজ পরাস্ত হয়েছে ; সুতরাং তা'রই স্কন্ধে সমুদায় দোষ পড়েছে। নির্দ্দোষ রাজকুমার, ক্ষোভে, অপমানে আর দেশে ফির্‌তে সাহস করেনি।—(অজয়ের প্রবেশ) অজয়! অজয়! পৃথ্বীরাজ ও সাঙ্গরাজ দুই ভ্রাতায় বিরোধ ক'রে দুজনেই নিরুদ্দেশ। তোমাকে তাদের সন্ধানে যেতে হবে। তোমাকে চিতোরে পাঠাচ্ছিলেম, সেখানে যাবার আর প্রয়োজন নাই।

অজয়। যে আজ্ঞে।

(তারা বীণা সহ কমলার পুনঃ প্রবেশ।)

গুরু। দেখ সারণ! তোমাকে আর অন্য কোনও স্থানে যেতে হবে না। তোমাকে আমার এই কন্যাত্রয়ের ভার সমর্পণ করলেম ; তুমি সর্ব্বদা এদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তোমার আর অন্য কাজ নাই।

সারণ। যে আজ্ঞে।

গুরু। তারা! তোমরা দুই ভগিনীতে একে আপনার ন্যায় দেখবে। একে বাড়ী নিয়ে যাও। তোমার পিতা পরিচয় জান্‌তে চাইলে ব'ল, আমি গিয়ে সব বলবো। যাও—আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই। (সারণ ও তারা বীণার প্রস্থান) কমলে! তুমি একবার এস দেখি—তোমার স্বামীকে যদি কিছু বলবার থাকে ত ব'লে নাও। আমি অজয়ের যাবার আয়োজন করিগে।

কমলা। বাবার এক কথা! আমি আবার
কি বলবো?

(গুরু ও কমলার প্রস্থান)

অজয়। স্বার্থত্যাগ ক্ষত্রিয়ের কাজ। পতিপ্রাণা
কমলা যখন আজ হৃদয়ের ধনে
মৃণাল-বন্ধন হ'তে দিয়াছে খুলিয়া,
কি আশঙ্কা ছেড়ে যেতে কমলে আমার?
কি যাতনা তার অদর্শন?

(কমলার পুনঃ প্রবেশ)

কমল। এই লও;
গুরুদেব দিয়াছেন পথের সম্বল।

অজয়। পর্য্যটন করি নানা স্থান, পৃথ্বীরাজে
করিব সন্ধান। সঙ্গরাজে যেথা পাব
সেইখানে ধরিব গিয়া তারে। চিতোরের
অদৃষ্ট বন্ধন প্রিয়ে! সমগ্র ভারত
সনে; তাই যাব অন্বেষণে, কোথা আছে
কুমার যুগল। জাঠবংশে জনমিয়া—
মহামাত পিতৃগণ যার, দয়া, ধর্ম্ম,
পর উপকার, সুদ্ধমাত্র করে'ছিল
জীবনের ব্রত, সেই পুণ্য বংশে আমি
লভেছি জনম। কুললক্ষ্মী সে বংশের
তুমি প্রাণেশ্বরি! মাত্র আহার বিহারে—
সাগর প্রমাণ এ জীবন—সে জীবন
সুদ্ধ কি দম্পতী-সুখে যাবে মিলাইয়া?

কমলা। সাজা'য়ে রেখেছি তুরঙ্গমে;-দেখ' যেন
বিপদসঙ্কুল পথে ক'র না গমন।
করিও না নিশা-পর্য্যটন। শ্রান্ত যেই
হবে পরিশ্রমে, ভাল গৃহস্থের ঘরে,—
অভ্যস্ত যে সমাদরে, যাইয়া সেথায়
লভিও বিশ্রাম সুখ। লোকালয়ে ক'র
পর্য্যটন। নর নাই যে যে স্থানে,—দেখ'—
ভুলেও সে স্থানে যেন দিওনা চরণ।
তবে যদি প্রয়োজন বশে, যেতে হয়
জনহীন দেশে,—দেখ'—রবি নাহি যেতে
অস্তাচলে আবার ফিরিও লোকালয়।
কার্য্য যেই করিবে সাধন,—যেই দণ্ডে
পাইবে সন্ধান, সাথে এন' দুইজনে,—
অবিলম্বে গুরুকরে ক'র সমর্পণ।—
মায়ের চরণ ধৌত জলে, সিক্ত করি
মায়ের চরণে দত্ত জবাবিল্বদলে
অক্ষয় কবচ এই গঠেছি তোমার।
কর সখে! বাহুতে ধারণ।

(বাহুতে ফুল বন্ধন)

প্রণমিয়া
মায়ের চরণে লও আশীর্ব্বাদ।

অজয়। মা!—মা
বিশ্বমাতা! ঈশ্বরি! শঙ্করি! এই ভিক্ষা!
তোর রাঙা মাগো! সুস্থকায় রেখ'
কমলায়।

কমলা। স্বার্থপর! একি ভালবাসা?

(প্রণাম করণ)

নাথ! এমিনতি দুটী পায়, দণ্ড তরে
মনে যেন ক'র না আমায়। দেখ' যেন
প্রবাসেও কার্য্যবিঘ্ন না করে কমলা।
প্রাণেশ্বর! হে বীরকুঞ্জর! নানা শত্রু
আছে চারিধারে;—মহারাজ উপকারে
যে ছুটিবে আত্মসমর্পণে, সে দেবতা
সংহার কারণে, চতুর্দ্দিকে আছে কত
দৈত্য অগণন; তাই সকাতরে দাসী
সাবধান করিল তোমায়। স্বাস্থ্য মোর
বৃথা আকিঞ্চন। প্রভো! হৃদয় দেবতা!
যে দিবসে পেয়েছি তোমায়, মহেশ্বরী
সেদিন হইতে স্বাস্থ্য দেছেন আমায়;
প্রাপ্তধন পুনঃলাভে কেন আকিঞ্চন?
নাথ! এ'ত নয় ক্ষত্রিয়ের কাজ?

অজয়। প্রিয়ে!
আমিত ক্ষত্রিয় নই। তোর পাশে থাকি
যতক্ষণ—আমি যে লো ভিখারী ব্রাহ্মণ।
কমলা। বিলম্ব উচিত নয় আর। গুরুদেব
গিয়াছেন স্নানে,—যদি আসেন এক্ষণে—
অজয়। না কমলে! বিলম্ব কি আর—এই আমি
করিনু প্রস্থান।
[অজয়ের প্রস্থান।
কমলা। আর আমি যাইব না
সনে—বড় ভয়! পাছে বিচলিত হয়
স্বামীর অন্তর।—বহুদূর যাবে—একা—
জনশূন্য জলায়, জঙ্গলে, গিরি-পথে,
পথগ্রাসী নদী উপকূলে,—ধারা জলে,
তারকা ছাদের তলে, উত্তপ্ত বালুকা
বুকে, প্রচণ্ড পবনমুখে—আজ হেথা—
কাল সেথা ক'রে, স্বামী মোর কোথা হ'তে
কোথায় ফিরিবে।—মা—মা!—
ঈশ্বরি! শঙ্করি!
বল্ না মা! কিবা ভিক্ষা মাগিব চরণে?
কি তোর অজ্ঞাত আছে অন্তর-যামিনি।
কিন্তু মাগো সন্দেহ আমার—প্রাণেশ্বর,
যার গুণে মুগ্ধ কোটী নর,—অকাতরে
মর্ত্ত্যের ঐশ্বর্য্য ছাড়ি রাজশ্রী সম্পদ,
যেই স্বামী মহারাজ সনে স্বইচ্ছায়
জীবনপ্রবাসী, যেই স্বামী এ
নিস্ফল উদ্যমে মহারাজে রাজ্য তাঁর
ছুটেছিল করিতে অর্পণ,—বল দেখি,
জীবন বৃথাই কি মা তার? একা—মাগো!
একমাত্র সহায় রাজার—আর কেহ
নাহি ছিল—তাইত মা উদ্যম নিস্ফল।
প্রতি দণ্ড পল যার মহত্তায় ভরা—
বলে দাও—কে আছে?—এমন শক্তি কার?
করুক সে বিশ্লেষণ,—করুক সে জন
ব্রহ্মাণ্ডের পটে সেই মুহূর্ত্ত বিস্তার;
দেখিবে তখন প্রতি দণ্ড প্রতি পল তার
অনন্ত সীমায় না কুলায়। প্রভো! প্রভো!
হে স্বামিন্! হৃদয় ঈশ্বর! যত তুমি
আপনায় কর হীন জ্ঞান—আমি যেন
তোমারি হীনত্ব নাথ! যুগে যুগে পাই।
[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

লতান্তরালে সারণ।

সারণ। দুই ভাই ছিল একঠাঁই, কে দিলরে
দুজনের সেই সুখস্থান ঘুচাইয়ে!
চিতোরের অন্ধকার না ঘুচিবে আর—
চিতোরের ভাগ্যরবি জনমের তরে
গেছে রে গেছে রে অস্তাচলে।
কোথা—কোথা
পৃথ্বীরাজ—তুমিই বা কোথা সঙ্গরাজ!
(কমলার প্রবেশ)
(স্বগত) একি! একি! কমলে!—
কেন মা নিরজনে?
কাঁদিব মনের সাধে বসিয়ে বিজনে,
তাহাতেও সাধিলি মা বাদ? মুখ দেখে
সব ভুলে যাই যে জননি!
কমলা। গুরুদেব!
কি করেছ আজ? অবশেষে এই সাজে
সাজিল কি সহচরী? বাবা! সুকোমলা
সুকুমারী মেয়ে, দিলে কিনা তার শেষে
অসি সনে বিয়ে! সাজে না কি অলঙ্কার
গায়, তাই এ হেন কঠিন সাঁজোয়ায়
সাজিতে দেখিলে ভাল তারে? কটী তটে
চারুচন্দ্রহার, পেয়ে সে গুরু নিতম্বে
অবস্থান, কোথা বিশ্বরূপে দেখিবে সে

ছার ; কোথা দিলে সেথা অসির বন্ধন ?
ক্ষীণমাঝা চন্দ্রহাসে শোভিল কি ভাল ?
হেলিতে দুলিতে যেথা বিমোহিনী বেণী
অস্থির ছুঁইতে যেত' রাতুল চরণ,
বেঁধে সেথা দিলে শরাধার ? যে মোহন
হাসি, ঢল ঢল সে বদনে ভাসি, আগে
শশী সনে যুঝিত গো রণে—বল বল
কি মাথায়ে দিয়াছ সেথায় ?

সারণ। (স্বগত) কার কথা ?
কি বলিলে জননী আমার ?

কমলা। রণবেশে
সাজিবে যখন,—যবে ক্ষুদ্র বালিকার
মহান প্রতাপে—সে কোমল পদভরে
থর থরে ধরণী কম্পনে, হইবে গো!
শত বীর কেশরীর শির বিঘূর্ণন,—
বলে দাও—হে জ্ঞানী! হে মহাত্মা ব্রাহ্মণ!
বালিকার সে চাঁদবদন, ধরিবে কি
মেঘবিজড়িত সেই কৌমুদীপ্রভায় ?

সারণ। (অগ্রসর হইয়া) উন্মাদ হইনু আমি,
বল মা কমলে! কার কথা ?

কমলা। যেথা ছিলে সেথা ফিরে যাও ;
এখনি শুনিবে বাছা!—আসিতেছে তারা।
[সারণের অন্তরালে গমন।

(তারার প্রবেশ)

কোথা হ'তে এলি সখি! আমারে না ব'লে
নিতি নিতি কোথা যাস্ চ'লে ?

তারা। এতদিন
যাই, রোজ দেখা পাই, তবে আজ কেন
সুধাও কমলে ? কেন সই আজ এত
ইচ্ছা জানিবার ?

কমলা। ভাই! ব'ল না ব'ল না
আর সই ; কমলায় কর জলসই—
বাঁচিবার সাধ নাই আর। তারা! তারা!
যার কাছে খুলিয়াছি হৃদয়ের দ্বার;
সে জন আমার কাছে, করেছে চাতুরি।

তারা। দুঃখিনী সঙ্গিনী সই!—কাঁদাইতে তারে
এত কি প্রমোদ পায় অন্তরে তোমার?
থাকে থাকে, বাহিরায় এ হেন দারুণ
বচন লো শশীমুখি ও চারু বদনে,
মরমে বিঁধিয়া সই পশেলো হিয়ায়,
আকুল করিয়া দেয় প্রাণ। সই—সই!
তীব্র যদি কমল নিশ্বাস,—কোকিলের
কলকণ্ঠে বসে জলধর,—অঙ্গ যদি
বিঁধে যায় শিরীষের ফুলে—চাঁদে যদি
পোড়ায় শরীর, বল্ দেখি কার কাছে
যাই—বল্, কোথা গিয়ে জীবন জুড়াই ?

কমলা। লতায় শৃঙ্খল বল, কমলের দল
অসি সনে যদি ভাই যোঝে মল্লরণে,
কোমলা কুমারী যদি কোমল নিশ্বাসে
তুলে ভাই সিন্ধুনীরে তরঙ্গের মালা
কেন লো হবে না তীব্র কোকিল-কাকলি ?
কেন লো হবে না উষ্ণ চাঁদের কিরণ ?

সারণ। একি—প্রহেলিকা! এযে অজ্ঞান করিল
মোরে! একি ছদ্মবেশী বনবিহারিণী ?

তারা। কার মুখে শুনিলি কমলে ? বল্ বল্
প্রাণ সহচরি—দুটী করে ধরি, কার
মুখে শুনেছিস্ ভাই ? লুকাইয়ে নিতি
আসি যাই ; পিতা মাতা প্রতিবেশী জন
তারার গুণের কথা কেহই না জানে।
চুপি চুপি রণশিক্ষা করি,—বল্ বল্,
কার কাছে শুনেছিস্ প্রাণসহচরি ?
ক্ষমা ভিক্ষা চাই। প্রাণ যেথা সব কথা
প্রাণ খুলে বলে, আজি সরমের দায়ে
সেথায় প্রাণের কথা লুকাই কমলে!
লজ্জা যার অঙ্গে অঙ্গে পারিজাত ফুল,—
রমণীর হেন অলঙ্কার,—প্রাণসই!

বিধাতার কোপে প'ড়ে হ'ল ছারখার।
স্বজনি! লজ্জার মাথা খেয়ে, তারা আজ
শিখিতেছে যবনে দলিতে পদতলে—
কার মুখে শুনিলি কমলে?

সারণ। (স্বগত) তারা—তারা?
কি বলিলি সুকোমলা মেয়ে?

কমলা। সহচরি!
হাজার দুর্যোগ হ'ক, তবু কি কখন
নিশাজ্ঞান হয় দিনমানে? বল্ দেখি,
বিজনবাসিনী ব'লে তোর যশোধারা
আবদ্ধ কি রয়ে যাবে অরণ্যপ্রাচীরে?
বিপন্নে তস্কর করে করিয়ে রক্ষণ
লুকাতে বাসনা ছিল গুণগরিমায়;
এ কথা কি থাকে চাপা? তোর আগে ভাগে
এসেছে লো কীর্ত্তি তোর সমীপে আমার।
বাঁচায়েছ যায়, পথে পথে সেই নর
গেয়ে গেয়ে যায়;—যারে পায়, তারে ডাকি
অমনি শুনায়। শুনি যশোগান, ভাই!
দুরু দুরু কেঁপে গেল প্রাণ। সুধাইনু
সে কেমন নারী? প্রাণভ'রে গাহিল সে
রূপের মাধুরী। পিতা মাতা বুঝিল না
তোর। ভাই! আমি কিন্তু আনন্দে নেশায়
হ'য়ে ভোর, ছুটে এনু তোর অন্বেষণে—
ভবানীমন্দিরে গেনু, গুরুদেব ঠাঁই,
অজয়ের তীরে গেনু, আমার কুটীরে;
খুঁজে খুঁজে অবশেষে এসেছি হেথায়।

সারণ। আর প্রাণ থাকে না যে স্থির, যাব নাকি
ছুটে? ভূমি লুটি লোটাব কি শির?—তারা!
না—না—নয়নের ভ্রম। এত' জাগ্রত-স্বপন।

তারা। আমি তুই বুঝিলি কেমনে?

কমলা। শুনিলাম,
নারীকরে বাঁচিয়াছে পথিকের প্রাণ,
ভাবিলাম সে রমণী তারা। শুনিলাম
সে রমণী ঢাকা সাঁজোয়ায়, বুঝিলাম
সে রমণী তারা। শুনি উমার বদন
তার মুখে, তারকার প্রভা তার চ'খে।
নিশ্চয় বুঝিনু,—মনশ্চক্ষে ফুটে তুই
পাগল করিলি সই মোরে।—ভুলি নাই
সখি!—সরসীর তীরে, কমলার হাত
দুটী ধ'রে, ভাসিতে ভাসিতে চক্ষুজলে,
যে প্রতিজ্ঞা করেছিল ক্ষত্রিয়নন্দিনী,
ভুলি নাই সখি! এখন' সে লেগে আছে
কাণে;—যত দিন প্রাণ রবে, তত দিন
বালিকার সে গম্ভীর স্বর হৃদয়ের
প্রতি তারে তুলিবে ঝঙ্কার। ক্ষমা কর্
প্রাণ সই! কত কথা বলিয়াছি তোরে।

তারা। ওকি কথা!—(জানু পাতিয়া)
মূলমন্ত্রদাত্রী গুরু তুমি।
যা' কিছু আমার আজ দেখিছ স্বজনি!
তোমারি ত সুনীতি শিক্ষায়। অকল্যাণ
কেন তবে কর তার? কর আশীর্ব্বাদ,
যে কারণে এ দশা আমার—ফল যেন
পাই,—যেন পিতারে আমার সুখী দেখি।
সখিরে সে দিন ফিরে আসিবে কি আর?

কমলা। নিশ্চয়,—নিশ্চয়। সখি! দিনেকের তরে
একমনে পূজে থাকি যদি কাত্যায়নী,
তবে স্থির জানি, একদিন ত্রিতলের
শিরে, আবার বসিবে মহারাজা—ওঠ্।

তারা। ভবানীর পূজা ছাড়ি, তিন দিন কোথা
ছিল গুরুদেব? জানিস্ কি সহচরি?

কমলা। এই ত শরীর তোর, এই ত বয়স,
শশীমুখে মাথা তায় ভীতি কোমলতা—
বল্ দেখি তারা! তুই কোথা পেলি বল,
যে সাহসে আগুলিলি তস্করের গতি?

তারা। বল্ ভাই দাদা কোথা গেছে—বল্ ভাই?

কমলা। কি জান কেমন মেয়ে তুইলো স্বজনি!
যে অঙ্গে উঠিয়ে ফুল ফুল্লমুখে চায়,
স্বগৌরবে হ'য়ে গরবিনী, কেমনে লো!
সে অঙ্গে পরালি সাধে লৌহ আবরণ?

তারা। চল্ ভাই ঘরে যাই। লজ্জায় মরিব
সই কেহ যদি শুনে।

সারণ। (অগ্রসর হইয়া) দে দেখি জননি!
চরণের ধূলি আজ লইয়ে মাথায়
জয় ক'রে আসি ভূমণ্ডল।—কেহ পাছে
শুনে, তাই আকুল পরাণে এ মায়েরে
ভুলাইতে চাও, কচি মেয়ে তুমি যে মা!
জাননা ত যশের যে সহস্র বদন।
কোন্ মুখে বাধা দিবি তারা? যেথা যাব
খুলে দিব প্রাণ—যেথা যাব, করিব মা
তোর গুণগান। মুক্তকণ্ঠে রাজস্থল,
দরিদ্র কুটীর, নগেন্দ্রের তুঙ্গশির,
সন্ন্যাসীর গুহা, সে মধুর গীতিরবে
দিবে প্রতিধ্বনি।—দেখ কে আসে আবার।

(বীণার প্রবেশ।)

বীণা। আছি বনে চিরকাল, বন মোর ঘর,
কে জানিত মহারাজ পিতা—কে জানিত
তারা বীণা রাজার দুহিতা! যবনের
করে রাজলক্ষ্মী ক'রে সমর্পণ, পিতা
মনোভঙ্গে এসেছে কানন। দিবানিশি
মলিন বদনে কেন থাকিত ভগিনী,
আমি কি তা জানি? আমি এত কি বুঝিব
তার? দুই মেয়ে থাকি' তা'র দুইধারে
ভাবিতাম বাবা মার সুখের সংসার,
কে জানিত সে জীবনে ঘোর অন্ধকার?
কে জানিত রাজা যেই জন, কভু নহে—
তার তরে সুখের কানন। কে জানিত
সে রাজার রাণী বনে দুঃখিনী বন্দিনী?
রাজ্য—রাজ্য—রাজ্য কথা শুনি, নামে তার
কি এমন শক্তি-বিমোহিনী, মেয়ে যার
তরে, ধরে অসি বাণ করে? বাবা—বাবা!
হারায়েছ কি বস্তু এমন, যার তরে
সুখ নাই তোমার সংসারে?—বুঝিবার
শক্তি মোর নাই।

তারা। কোথা হ'তে আসিতেছ
দিদি?

বীণা। গুরুদেব পাশে ছিনু—সেথা হ'তে
ল'য়ে যেতে এসেছি হেথায়।—বেলা যায়,
শীঘ্র চল ভবানী মন্দিরে।

কমলা। নিজে নিজে
চুপি চুপি কি বলিলি বীণে?

বীণা। কই, কই?

কমলা। এই যে নড়িল ওষ্ঠদ্বয়।

বীণা। বল দেখি
এত দিন কেন গুরু শিখাইত গান?

কমলা। কেন—কেন ভাই?

বীণা। বল দেখি এত দিন
কেন ছিল গান তার প্রাণ?

তারা। কেন দিদি?

সারণ। কেন—কেন মা আমার?

বীণা। জান কি কমলে!
এত দিন কেন ছিল গান তার প্রাণ?
ক্ষত্রিয়নন্দিনী যবে অসি ধরি করে'
খণ্ড খণ্ড করিবে যবনে—পাছে তার
হাত ভেরে যায়—পাছে কোমল হৃদয়ে
ব্যথা পায়, এই বীণা বীণা লয়ে করে
গীত সুধা ঢেলে দিবে হৃদয়ের ঘরে;
রণমত্ত তারা শিরোপর গুলে দিবে
নব জলধর। জেনে শুনে রণশিক্ষা
করিয়াছে তারা, জেনে শুনে বীণা আজ
সোদরা-সঙ্গিনী।

সারণ। জেনে শুনে আজি দাস
দাস-খত দিল জনমের। ছায়ামত
রব সহচর। ও মহত্ত্ব-সিন্ধুনীরে
সারণ অস্তিত্ব তার দিল বিসর্জ্জন।
(নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা রব !)
তারা। আরতির হইল সময়।
কমলা। এস বাছা !
এস সবে যাই।—ওমা জননি ! সর্ব্বাণি !
এই ভিক্ষা মাগি তোর পায়, মাগো যেন
অকালে অকূলে, মানবের অগোচরে
এ দুটি জীবন্ত তারা নিবায়ে না যায়।
(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুটীর।

(শূরতান সিংহ ও লক্ষ্মীদেবী আসীন।)

শূর। প্রেয়সি ! দুশ্চিন্তানলে হৃদয়ের সার
হয়ে গেছে ছারখার,—বুঝাইতে আর
এস না এস না প্রাণেশ্বরি !
লক্ষ্মী। ভেবে ভেবে
না জানি কি সর্ব্বনাশ করিবে আমার !
শূর। অন্য চিন্তা নাই—ভাবিতেছি শিয়রেতে
কাল ;—যত প্রিয়ে যাইতেছে কাল, ভাবি
কোথা যাবে দারা, কোথা যাবে তারা, কোথা
যাবে জীবনের বীণা। চারিধারে ঘোর
অন্ধকার। রাত্রি—রাত্রি। কি দেখিছ আর ?
অকূল দুরাশা-সিন্ধু জলে, সুমহান
তরঙ্গের বলে শতধায় ভেঙে গেছে তরী।
লক্ষ্মী। বলি, ভগ্নাংশ নরেশ-বংশধর !
অংশ ধ'রে প্রাণে কত আশা অংশীদার
বিনা কে বুঝিবে ? আছ তুমি, আছি আমি
রাজার রমণী। আছ ব'লে, তারা বীণা
রাজার নন্দিনী। কে বলিতে পারে নাথ
কি আছে কপালে ? রাজা ছিলে, রাজ্যনাশে
হয়েছ ভিখারী। কেবা জানে কোন্ ক্ষণে
সে ভিখারী পুনঃ হবে রাজা।
শূর। অসম্ভব।
আত্মীয় স্বজন নাই, বন্ধু বিপদের,
লোক নাই, অস্ত্র নাই, নাই ভুজবল
কোথা হ'তে হ'বে প্রিয়ে রাজ্যের উদ্ধার ?
সুখোচিতা প্রেয়সীর—বিপদব্যথিতা—
অনাহারে, অনিদ্রায়, আত্মীয় বিচ্ছেদে
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর মহতী নারীর
চিরফুল্ল মুগ্ধ মুখ কালিমায় ভরা।
রাজার নন্দিনী তুমি ছিলে রাজরাণী ;
তোমার এ দশা হেরি ভগ্ন চিত যার,
তা হ'তে হয় কি প্রিয়ে রাজ্যের উদ্ধার ?
লক্ষ্মী। স্বামী যার আঁখি প'রে, কন্যা যার কোলে
বল নাথ এ জগতে দুঃখ কোথা তার ?
শূর। বৃদ্ধকালে বনবাসে ক্ষত্র নরপতি
সেবিবে শ্রীহরিপদ শাস্ত্রের আদেশ ;
তারা বীণা যদি প্রিয়ে না হ'ত নন্দিনী—
যুবরাজ সম্বোধনে যদি দুজনায়
সমর্পিয়ে রাজ্যভার আসিতাম বনে,
জগতের সর্ব্ব সুখ একত্র মিলনে
মোদের সন্ন্যাস সুখে হ'ত না তুলনা।
এখন এ বনবাসে যবনের ভয়ে
যেন গো তস্কর-দণ্ডে হয়েছি দণ্ডিত।
স্বাধীনতা গেছে চলে—স্বাধীনতা সনে
সুচিন্তা ডুবেছে রাশি জলধির জলে।
লক্ষ্মী। ছেলেই যখন নাই, কেন অঙ্গ কালী
কর নাথ ? দুই দিন পরে দোঁহে চলে
যাবে পর ঘরে—র'বে দুই বোন, দুটী

রাজপুত্রবধূ। তাই বলি নরনাথ!
তারা, বীণা না হ'ল বা ছেলে। ছেলে যদি
থাকিত আমার, তবে ছিল বটে কথা
ভাবনার। ধন্যবাদ কর বিধাতার,
এ অরণ্যবাসে তব পুত্রের বদন
করে নাই নিপীড়ন আমাদের মন।

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। কে বলে জননি!
কন্যা দিদিমণি? কে বলেছে ছেলে নাই
তোর? মা।—মা! শৈবালে কমল ফোটে;
কেবা স্বচ্ছ সরোবরে ফুটিতে দেখেছে তারে?
এ আশ্রম পারিজাত বনে ফুটেছে মা
ত্রিদিববাঞ্ছিত ফুল-কলি—গর্ভে তব
জন্মিয়াছে রাজপুত বীর। অন্তরালে
করি অবস্থান, বহুক্ষণ ধ'রে রাজা
দুঃখ কথা করেছি শ্রবণ। মুছ রাণি!
নয়নের জল—ভাবনার কথা দেখা
দিয়াছে রমণী রূপে। চিন্তা পরিহর
মহারাজ! নিশ্চিন্ত থাক মা রাণি!
তারা যেতে শিখিতেছে রণে—ওমা! তারা
তোর মহেশ্বরী তারা।

লক্ষ্মী। ওকি কথা বীণে?
কই কোথা মহারাজ মহারাণী?

শূর। বীণা
আর শিশু মেয়ে নয়। জ্ঞানোদয় সনে
বুঝেছে আঁধার ধরা। ব'ল না, ব'ল না
কিছু তায়। ভাসি আঁখিজলে, শুন
কি সে বলে—দিওনা হে বাধা বালিকায়।

বীণা। কেন—কেন মা আমার? তুমি মহারাণী,
নরেশ্বর বাবা যে আমার।

লক্ষ্মী। বুনো মেয়ে!
কে বলেছে তোরে?

শূর। মিথ্যা কেন আর রাণি!
কেন আর নন্দিনীরে ভুলাইতে যাও?
ওমা বীণে! যে অরণ্যে লভেছ জনম,
সে অরণ্য মোর কারাগার। পশু, পাখী
তোমা হেরে, চারিধারে ঘিরে, মত্ত মনে
নেচে যেথা তোমারে নাচায়, মা আমার!
সেথা মোরা আবদ্ধ শৃঙ্খলে।

বীণা। তাই বাবা!
তোমারে জানাই, আর চিন্তা নাই, মেয়ে
হ'তে রাজ্য পাবে ফিরে। গুরুদেব তারে
হাতে হাতে ধ'রে, নিত্য দেন শিক্ষাদান;—
কেমনে ধরিতে হয় বাণ। কেমনে সে
অসি সঞ্চালনে সহস্রধা হবে খণ্ড
যবনের শির, গুরুদেব সেই শিক্ষা
দেন তারকায়। বাবা কি আর বলিব
হে তোমায়?—একদিন আসিবে এমন,
যে দিনে বীরের নাম করিতে স্মরণ
আগে লবে প্রতি গৃহী তারকার নাম।
মাগো! শুনিয়াছি গুরুপাশে, গুরুদেব
রণে না রাখিবে কারে তারার সমান।
ওই দেখ আসে ধর্ম্মবীর। এক মাত্র
কামনা তাহার—বাবা! ভবানী পূজার
এক মাত্র আকিঞ্চন তার, রাজ্য তুমি
পাও মহারাজ।

(গুরুদেবের প্রবেশ।)

প্রণিপাত করি গুরো পদে।

দাও—প্রভো! রাজারে আশ্রয়।

(লক্ষ্মীদেবী ও শূরতান সিংহের প্রণাম)

লক্ষ্মী। গুরুদেব! এ পাগ্‌লী বলে কি?

গুরু। ভেঙেছো? সহস্রবার তোরে বারণ
করেছি না রে বেটি!

বীণা। বলে দিয়েছি—বাবা ও মার দুঃখের
কথা শুনে ব'লে দিয়েছি।

গুরু। তোমায় এ উপকার করতে কে বলেছে? বৃদ্ধ বয়সে আমার কাছে প্রহার খাবে এইটেই কি তোমার আকিঞ্চন?

বীণা। বলে দিয়েছি। গুরুদেব! আরও কিছু বলতে পারি তার উপায় করে দাও। স্বুদ্ধ গানে আর আমি সন্তুষ্ট নই। আমাকে দিদির সঙ্গিনী কর।

গুরু। আচ্ছা তা দেখা যাবে এখন।—এখন যা দেখি, ঘর থেকে একটা হরীতকী নিয়ে আয়।

বীণা। চোক টিপলে হচ্চে না। আমায় যদি দিদির সঙ্গে না যেতে দাও, ত সকলকে ব'লে দেব।

গুরু। এখন যা বললেম তা কর্;—যা—যা—আমার গা কেমন কচ্চে—তবু দেখ দাঁড়িয়ে রইল।

বীণা। আমি যাব না।

লক্ষ্মী। তারা কি যুদ্ধ বিদ্যা শিখছে?

গুরু। তুমিও যেমন পাগল, ওর কথা শোন। ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, সকল রকম বিদ্যার অন্ততঃ কিছু কিছুও জেনে রাখা আবশ্যক; তাই কা'কে কি বলে, কোন্ অস্ত্র কি রকম ক'রে ব্যবহার করতে হয়, তাই একদিন আধদিন, একটু আধটু শিখিয়ে দি।

শূর। উচিত ত। আমি যে অপদার্থ, তা না হ'লে ও সব কাজ আমারই ত করা উচিত ছিল।

বীণা। ওমা! গুরু হ'য়ে মিথ্যা কয় দেখ! একদিন আধদিন? রোজ তারে শেখাও না? শেখবার জন্য শেখাও, না যুদ্ধ করবার জন্য শেখাও? আর ক্ষত্রিয়ের মেয়ে ব'লেই যদি অস্ত্র-বিদ্যা শেখাও, তবে আমিও ত ক্ষত্রিয়ের মেয়ে—আমাকেও শিক্ষা দাও না কেন?

শূর। গুরুদেব! আর বৃথা চেষ্টা। আপনি আর মুখ পাচ্চেন না।

বীণা। দেখ বাবা! দিদিকে আবার মৃগয়া করতে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে যান তোমার আদরের সারণ। দিদির সাজ দেখনি? এদিকে ঢাল, এখানে তরোয়াল, এখানে তূণ—এ হাতে বরশা—আর এ হাতে ধনুক। আর গায়ের চার-ধারে কত কি। ব'লে দাও না বাবা! আমাকেও অমনি ক'রে সাজিয়ে দিতে।

গুরু। তুইও মৃগয়া করবি নাকি?

বীণা। কেন, মৃগয়া না করলে কি আর অস্ত্রবিদ্যা শিখতে নেই?

গুরু। মৃগয়া করতে চাসতো শেখাই। তা না হ'লে স্বুধু স্বুধু শেখাতে আমার দায় প'ড়ে গেছে।

বীণা। তাই করব।—আচ্ছা বাবা! জন্তু-গুলো কি অপরাধ করেছে? তারা ফলমূল পাতালতা খেয়ে বেড়ায়, তাদের সুখের রাজত্বে এ উৎপাতের প্রয়োজন কি? স্বুধু খাবার জন্য?—আমি পারব' না।—আমার মৃগয়াকৌশল শিখবার প্রয়োজন নেই। আমায় যুদ্ধবিদ্যা শেখাও! আমি বাবার শত্রুসংহার করি।

গুরু। তোর বাবার শত্রু কে তা জানিস্?

বীণা। কে আবার—যবন।

গুরু। যবন কি তা জানিস্?

বীণা। যবন আবার কি? আমি তোমার কথা বুঝতে পারি না বাপু।

গুরু। যবন—মানুষ। তার তোর বাপের মতন বাপ্ আছে; তোর মায়ের মতন মা আছে; তোর মতন, তোর দিদির মতন মেয়ে আছে;—তার বুকে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারবি?—তার সংসারে শোকানল প্রজ্বলিত করতে পারবি?—মুখ শুকিয়ে গেল কেন?

পারিস্ ত বল্—তোকেও যুদ্ধবিদ্যা শিখাই!

বীণা। গুরুদেব! তবে কি পিতার রাজ্য উদ্ধার হবে না?

গুরু। হ'বে কি না হ'বে ভবানী জানে। তোর পিতৃরাজ্য উদ্ধার করা প্রয়োজন—তাতে নরহিংসার প্রয়োজন। কত বৃদ্ধ পিতার বক্ষে ছুরিকাঘাত করতে হবে; কত জননীর কোমল-কণ্ঠনিঃসৃত হা পুত্র হা পুত্র রবে কত নরঘাতী নির্ম্মম দস্যুর চক্ষেও জল আন্‌তে হবে; কত যবন-রমণীর—স্বামীবিয়োগবিধুরা কত সতী যবনীর—নবনীত বক্ষে চির চিতানল প্রজ্বলিত করতে হবে; কত লক্ষপতির পিতৃহারা সন্তানকে অনাথ আশ্রয়হীন—পথের ভিখারী করতে হবে। বীণা! তুই পারবি? মৃগয়ায় পশুবধদর্শনে যার চক্ষে শ্রাবণের বারিধারা বয়, সে কি নরশরীরে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে?

বীণা। গুরুদেব!—আমায় অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দাও। আমি ভগিনীর শরীর রক্ষা করব। গুরুদেব! আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করবেন না।—আর কেন পারব না?—বাবার যে এই দুর্দ্দশা করেছে, মায়ের যে এই দুর্দ্দশা করেছে, তার বুকে অস্ত্র মারতে কেন পারব না? আমি হৃদয় কঠিন করব—প্রয়োজন হ'লে আমি আদরের শারীর গায়েও আঘাত করতে কুণ্ঠিত হ'ব না। মা—মা! গুরুদেবকে ব'লে দাও, আমাকে দিদির সঙ্গিনী করুন।

গুরু। আচ্ছা, তাই হবে মা! এখন একটী হরীতকী নিয়ে এস।

লক্ষ্মী। যা—ও ঘরের কোণের হাঁড়িতে আছে নিয়ে আয়। মা! তুই ওর কথা শুনিস্ কেন? মেয়ে—সে কোথায় যাবে? আর তারে পাঠাবেই বা কে? যুদ্ধ করবার জন্য নারীর সৃষ্টি হয় নি; নারীর মহত্ব দেখাবার যুদ্ধ ছাড়া অনেক কাজ আছে। হাজার হাজার বীরসন্তান যেখানে স্থান পায়নি; সেখানে মেয়ে তুই কি করবি মা বীণা?—যা—গুরুদেব অনেকক্ষণ থেকে হরতকী চাচ্চেন। (বীণার প্রস্থান) কি কথা শুনি ঠাকুর! আমি কি তবে দুটী পুত্র গর্ভে ধারণ করেছি?

গুরু। যথার্থই মহারাণি! তুমি বীর-জননী।

শূর। সেই তারা!—বলেন কি প্রভো! আমি যে অবাক্ হয়েছি।

গুরু। যথার্থ মহারাজ! তুমি বনবাসে লক্ষ নৃপতির ঐশ্বর্য্য ভোগ কর্‌চ।—রাণি! দেখতে ইচ্ছা কর তোমার তারার কেমন অস্ত্র-চালন কৌশল? এস—আমার সঙ্গে এস।

লক্ষ্মী। চল মহারাজ দেখে আসি।

শূর। হরীতকী চাইলেন যে?

গুরু। সে আনুক না, চল দেখে আসি।

(সকলের প্রস্থান ও বীণার পুনঃপ্রবেশ।)

বীণা। প্রাণ যদি নর হতে চায়, কি ক্ষতি মা
হ'ক না সে নারী? পুরাতে সে অভিলাষ
যদি ছুটে মন, সে ত করে না দর্শন
সে বাধা কেমন, তারে রাখিবে যে ধ'রে।
আত্মজ্ঞান থাকে না যে আর—অবলার
সে কোমল বুকে হয়গো মা শত শত
মাতঙ্গের বল; তাই বলি তারা তোর
ছেলে। ওমা! সে ছেলের বলে রণস্থলে
চূর্ণ হবে যবনের শির। দেখ, দেখ,
রাজস্থান ভ'রে যাবে তারকার নামে।

গুরুদেব হরীতকী চেয়ে গেলেন কোথায়? একি! বাবা মাও ত নেই।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীরস্থ বন।

তরুতলে সঙ্গরাজ আসীন।

সঙ্গ। জানাইতে নারিলাম আর, কিবা ছিল,
কিবা আছে মানসে আমার। কি কুক্ষণে
এসেছিনু বনে—কি কুক্ষণে দেখা হ'ল
কুহকিনী সনে!—কি দারুণ অপমান!
ভ্রাতৃদ্রোহিজ্ঞানে চ'লে গেল পৃথ্বীরাজ
ঘৃণায় সে ফিরা'য়ে বদন। চ'লে গেল
পৃথ্বীরাজ ফিরিল না আর—পাপী জ্ঞানে
এমুখ সে দেখিল না আর—পাপী জ্ঞানে
এ মুখ সে দেখিবে না আর। অসিঘাতে
যাইল না প্রাণ! পৃথ্বীরাজ বাঁচাইল
মোরে—বাঁচাইল কথাগুলি বলিবার
তরে। সেত কথা নয়;—সে যে মোর কাণে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে পশেছিল অশনি নিস্বনে।
কি বলিব বাঁচি না যে আর—কি বলিব
অনাহারে কণ্ঠাগত প্রাণ—কি বলিব
পিপাসায় মরি—নহে, এখনও বুকে
এত বল, খুঁজিতাম তন্ন তন্ন করি
দেখে তারে দেখাতাম প্রাণ,—বুক চিরে
দেখাতাম কি আছে সে বুকে। পৃথ্বীরাজ!—
বিশ্বাসঘাতক সহোদর? না—না উঠি;
দেখি কোথা আছে লোকালয়। মরিব না—
প্রাণ ধ'রে রাখিব সবলে, পৃথ্বীরাজে
ব'লে, শেষে ঝাঁপ দিব অজয়ের জলে।

(উত্থানোদ্যত)

উঠিবার শক্তি আর নাই, কিসে বাঁচি—
করি কি উপায়? অন্ধকার দেখি সব
ঠাঁই—বুঝি চির অন্ধকারে, চারিধারে—
দশধারে করিল বেষ্টন!—এ বিজনে
কেহই কি নাই, যারে ব'লে যাই, ভাই,
মোর হ'য়ে দুটো কথা ব'ল পৃথ্বীরাজে?
তরুলতা কয় নাকি কথা? সমীরণ
বয় নাকি দুঃখের বারতা?—যদি কেহ
থাক এই বনে, দেখা হ'লে পৃথ্বীরাজ
সনে, ব'ল, দোষী নয় তার সহোদর—
বিশ্বাসঘাতক নয় রাণার কুমার।—
রক্ষা কর কানন-ঈশ্বরি! পিপাসায়
মরি, অন্ন বিনা ওষ্ঠাগত প্রাণ মোর।—
এইদিকে—এইদিকে—রক্ষা কর—এসে
রক্ষা কর অভাগায়।

(মূর্চ্ছা।)

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। কে আছ কোথায়?
অনাহারে কে আছ কোথায়? তৃষ্ণাতুর
কে আছ এ বনে? এস—এস মম সনে।
দ্বিপ্রহর গেল—বল ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
কোথা তুমি কাতর পথিক?—কথা কও,
এস—এস লয়ে যাই—ভবানীমন্দিরে।
একি হল? বিপন্নের স্বর সমীরণ ভরে
এই যে পশিল মোর কাণে! বল—বল
কে কহিলে কথা? বল, কার তার স্বর?
কে কাঁপালে বীণার অন্তর?—একি হ'ল?
শ্রবণবিভ্রম?—কথা শুনি আসিলাম
ছুটে, কিন্তু কে কোথায়!—একি! সর্ব্বনাশ!
ধূলায় কে প'ড়ে তুমি নর? তরুতলে—
এত স্থান চারিধারে—তরুতলে কেন
হে পথিক?—শ্রান্ত?—উঠ তবে। এস মোর
সনে—এস সুখাসনে করিবে শয়ন।
পথিক—পথিক! একি—একি? শূন্যজ্ঞানে
ধূলায় ধূসর কলেবর।—চেয়ে দেখ—
পথিক—পথিক! কিবা করি—কোথা যাই,
কারে বা জানাই; কিসে বাঁচে পথিকের
প্রাণ!

নদীতীরাবরোহণ।

(সারণের প্রবেশ।)

সারণ। বীণা এল পথিক সন্ধানে, কোথা
পাই বীণার সন্ধান। শ্রান্ত নর! যদি
কেহ এসে থাক বনে, এস মোর সনে—
ক্ষুধা তৃষ্ণা করিবে হে দূর। কই, আর
কেহ নাই। গুরুপাশে দিই সমাচার।
[প্রস্থান।

(বীণার পুনঃপ্রবেশ।)

বীণা। (অঞ্চলাগ্রভাগ হইতে জল সেচন)
পথিক!—পথিক! উঠ—উঠ মহাভাগ।
আর থেক না হে ধরাতলে।—এস—এস
মম সনে; শোয়াইয়ে অতি সুকোমল
তৃণাসনে, সযতনে সেবিব সেথায়।
হায়, হায়, প্রাণ বুঝি নাই, তাই বুঝি
নিমীলিত নয়নযুগল?—(হৃদয়ে হস্তদান)
আছে—আছে
প্রাণ। একি হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত
কিংবা কর কাঁপে মোর? সুবর্ণ পিঞ্জর!
ব'লে দে, ব'লে দে মোরে কোথা তোর পাখী।
এত ডাকি, সকলি নিষ্ফল হ'ল?—কথা
কবে নাকি—কথা কবে নাকি পান্থবর?—
মা—মা! মহেশ্বরী! অপরাধ কি এমন
করেছি মা তোমার চরণে, নিদারুণ
এ দৃশ্য দেখাতে আজ আনিলি আমারে!
বাঁচিবে না জানিস্ যখন, কেন তবে
মহেশ্বরী আনিলি বীণায়?—উঠ—উঠ—
পথিক—পথিক!

সঙ্গ। কে তুলিল বেণুরব
কাণে? কে রাখিল অভাগার প্রাণ?—আহা।
কে বুকে ফেলেরে উষ্ণজল?—কোথা আমি?

বীণা। মেল আঁখি কর দরশন' নরবর!
যোগ্য তব নয় এ আসন!

সঙ্গ। কোথা আমি?

বীণা। ধূলার উপরে—উঠ।

সঙ্গ। (উঠিয়া) কে তুমি সুন্দরি
বাঁচাইলে অকাল মরণে? যদি হও
বন অধীশ্বরী, বল—বল দয়া করি
কোন্ পাপে এ দশা আমার?

বীণা। নরবর!
সামান্যা মানবী আমি, নহি বনদেবী।
অনশনে যদ্যপি কাতর, সন্নিকটে
আছে লোকালয়, সেথা চল মহাশয়!
জীবন সার্থক করি অতিথি সেবায়।

সঙ্গ। লোকালয়ে যাব না সুন্দরী। প্রাণ যদি
দিলে অভাগায়, এই ভিক্ষা রাঙাপদে
জীবনদায়িনি! উঠে যেতে নাহি চাই,
উঠিতে ক'র না আকিঞ্চন।

বীণা। উঠিবার
শক্তি বুঝি নাই? কর তবে অবস্থান,
সত্বর ফিরিয়া আসি আমি। আর কোথা'
ক'র না গমন। দে'থ—অমূল্য জীবন
বিপদে ফেল, না যেন আর।—আসি আসি
[প্রস্থান

সঙ্গ। ছয় দিন আছি অনশনে, ক্ষুধানলে
জ্ব'লে গেছে জ্ঞান, পিপাসায় এ সংসার
দেখেছি আঁধার—আহা! এ আঁধার ভেদে
অন্ধকার স্থানে, হেন বিজন কাননে
এ আলোক ফুটিল কেমনে? কি দেখিলি
আজ? কার কাছে ছিলি সঙ্গরাজ?

(পাত্র হস্তে বীণার প্রবেশ।)

এস'
এস' কাননের রাণি! তোমা দরশনে
আবার বাঁচিতে ইচ্ছা হয়েছে আমার।

(সারণের পুনঃ প্রবেশ)

সারণ। কোথা মা, কোথা মা বীণে। ব্যাকুলার মত
কোথা যাস্ জননী আমার?

বীণা। দেখ—দেখ—
অনশনে যায় বুঝি পথিকের প্রাণ!

সারণ। কই—কই মা আমার? কই—কই বীণা!

বীণা। ওই হের তরুতলে।

সঙ্গ। সারণ! সারণ!

বীণা। একি?—একি হে সারণ?
কি হ'ল তোমার?
একি যে বিবর্ণ হয়ে গেলে! বাছা—বাছা!
তুমি কেন হ'লে হে এমন?

সারণ। মিবারের
আশা! একি তোমার এ দশা! নৃপকুল-
শিরোমণি বাপ্পা বংশধর! তুমি আজ
এ দশায় প'ড়ে?

বীণা। ইনি চিতোর কুমার?
কি কথা শুনিনু বাছা! অনশনে প'ড়ে
চিতোরের প্রাণ!—ধর—ধর হে কুমার!
ক্ষুধা তৃষ্ণা কর দূর!

সঙ্গ। ধন্যবাদে শক্তি
নাই,—দাও জীবনদায়িনী!

সারণ। ভুবনের
পূর্ণ শশধর! বলি যা দেখি এখন
এই কিহে বরণ তোমার?—বীণে! বীণে!
কারে প্রাণ দিলি দয়াময়ি? বুঝেছ কি
কি করেছ আজি? চিতোরের অন্ধকার
না ঘুচিবে আর। নিত্য নিত্য যার দ্বারে
কত লক্ষ লক্ষ নরে সুভোজন পায়,
সেই কিনা প'ড়েরে ধরায়!—সেই কি না
নির্ম্মম অরণ্য বক্ষে জীবন্ত কঙ্কাল!
ওহো! চিতোরের রবি জনমের মত
গেলরে গেলরে অস্তাচলে।

বীণা। যাও বাছা!
গুরুদেবে দাও সমাচার। বল গিয়া
রাজপুত্র দারুণ বিপন্ন এ কাননে।—
কর আগে উষ্ণ দুগ্ধ পান—সিক্ত করি
গলদেশ অভিমত করহে ভোজন।

সঙ্গ। এই ভিক্ষা দয়াময়ি! যদি ফিরে দেছ'
এ জীবন, সে জীবনে ক'রনা প্রকাশ।
দিয়ে প্রাণ কর' না হরণ তায়। ল'য়ে
শিরে কলঙ্কের ভার আমি লোকালয়ে
ফিরিব না আর।

সারণ। ভুলে যাও যুবরাজ!
ভুলে যাও সে দিনের কথা।

সঙ্গ। ভুলিবনা—
এ হৃদয়ে পেয়েছি যে দারুণ আঘাত,
সে আঘাত ভুলিব না।

সারণ। ভোল,—ভুলে যাও,
চিতোরের সর্ব্বনাশ করিও না আর।

সঙ্গ। প্রিয় মিত্র তুমি তার, এই কথা রাখি
তোমা ব'লে; বিনাপাপে পাপী সঙ্গরাজ।

সারণ। ফের সেই কথা? হাতে ধরি, ক্ষমা কর
সে কথা তুল' না আর।

সঙ্গ। (স্বগত) বিশ্বাস হ'ল না?
ভাল, আর আমি বলিব না।

বীণা। অভিমত
করুন ভোজন। যুবরাজ! কি এমন
আছে, খাদ্য হবে আপনার কাছে? মোরা
অরণ্যবাসিনী—মোরা বন্যভিখারিণী;
ভিক্ষা মাগি তরু লতা ঠাঁই, বন্য ফলে
বন্য মূলে উদর পুরাই। তব যোগ্য
খাদ্য কোথা পাব যুবরাজ? তাই বলি
অভিমত করুন ভোজন; কোন মতে
থাকে যেন প্রাণ।

সঙ্গ। কোথা ছিলে দয়াময়ি?
এ অরণ্যে অভাগায় প্রাণে বাঁচাইতে
কোথা ছিলে কাননের রাণি?
সারণ। আর কেন?
উঠে চল বীণে। যুবরাজে সঙ্গে লয়ে
যাই।—উদ্ধত কুমার! হের একবার
কি আছে শরীরে তব। বিশাল সে বক্ষ
কোথা গেল?—আকুঞ্চিত—আবদ্ধ সে
পঞ্জর পিঞ্জরে। সেই বিলোল নয়ন—
যাহা করি দরশন, উদ্যানবিহারী
শিশু আপনার ভাবি, হরিণ-ললনা
এসে চুমিত তোমায়—সেই পদ্মপত্র-
যুগল নয়ন কোথা গেল? মর্ম্ম-পীড়া
দারুণ আঘাতে, নিদারুণ অনশন-
আকর্ষণে, পশেছে কোটরে।—স্কন্ধে লয়ে
পাছু যাই, চল তুমি আগে।
সঙ্গ। লোকালয়ে
যাব না সারণ!
সারণ। আবার কি যুবরাজ
এ দশায় পড়িবার সাধ?
সঙ্গ। না সারণ!
মরিবার সাধ নাই আর। ভিক্ষু বেশে
ভ্রমি দেশে দেশে, ঘুচাব উদর জ্বালা।
বীণা। বিশ্রামের যদি ইচ্ছা হয়, অনুমতি
কর দেব। শুষ্ক পর্ণ করি আহরণ।
গৃহ হ'তে বস্ত্র আনি, রচি উপাধান
সুকোমল পাদপ পল্লবে।
সঙ্গ। যা' করেছ'
বীণে! যা' করেছ দান, বলে দাও মোরে
কোথা আছে প্রতিমূল্য তার। দেবি! দেবি!
এত ধন্যবাদ হৃদে লয়েছে আশ্রয়
এক মুখে এ জীবনে শূন্য করা দায়।
তবে কেন আর হৃদয়ের ভার বৃদ্ধি
কর নারী-শিরোমণি? তব দত্ত ফলে
দিয়াছে শরীরে শত মাতঙ্গের বল;
অবাধে উঠিতে পারি হিমাচল শিরে।—
বিদায় কামনা;—অনুমতি দাও, উঠে
চলে যাই। দুঃখ যদি না ঘুচে আমার—
মনোদুঃখে নাহি যদি পাই প্রতিকার,
লোক মাঝে মুখ দেখাব না।—বিচলিত
হইবে অন্তর? বীণা! বীণা!—প্রতিজ্ঞা কি
টলিবে আমার? (উত্থান)
বীণা। সে কি কথা যুবরাজ?
—সারণ নিবৃত্ত হও!
সঙ্গ। আসি আমি দেবি!
আসি হে সারণ!
সারণ। একান্তই যাবে? তবে
যাও হে কুমার! ক'র চেষ্টা শুধিবার
বালিকার ধার। কভু রাণা বংশধর
অকৃতজ্ঞ আসেনি ধরায়।
বীণা। যাবে যদি
যাও হে কুমার! এই ভিক্ষা পদে, যেন
ও অমূল্য প্রাণ আর পড়ে না বিপদে।
যদি কভু এস এ কাননে, খাদ্য আশে
অন্য কোথা যেও নাক আর; প্রতিদিন
আসিব এ ঠাঁই, নিত্য আসি দেখে যাব
এ পবিত্র পাদপের মূল।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুটীর।

অজয়সিংহ ও কমলা।

কমলা। বলেছিলেম, ছেলে মানুষ থাকতে থাকতে বে দাও; তা তখন দিলে না, এখন এসে আমায় পীড়াপীড়ি কেন বল দেখি?

অজয়। সে কারও কথা শুনবে না? গুরুর কথাও রাখবে না?

কমলা। কারও না—স্বয়ং ভগবান এসে বল্‌লেও না।

অজয়। তোমার আজগুবী কথা রাখ; তুমি একবার ব'লে দেখ। বহু জন্মের সঞ্চিত পুণ্য না হ'লে পৃথ্বীরাজের মত স্বামী লাভ ঘটে না। কমলে! তুমি না জেনে আমার সঙ্গে অযথা তর্ক করচ।

কমলা। আমি তাহার চরিত্র বিশেষ জানি।

অজয়। গুরুদেব আমাকে বলতে ব'লে দিলেন, উনি তার চরিত্র বিশেষ জানেন। গুরুদেব সূতিকাগৃহ থেকে তাকে মানুষ ক'রে এত বড়টা করলেন, তিনি তার চরিত্র বুঝতে পাল্লেন না, উনি বিশেষ বুঝলেন!

কমলা। গুরুদেব ত পরের কথা, যিনি তার সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি যা না জানেন, তা আমি জানি।

অজয় পরাৎপর গুরু ঠাকরুণ মহাশয়! এখন শিষ্যের অনুরোধটা রক্ষা করবেন কি? বাপ, মা, অমন মহাজ্ঞানী গুরু, তাদের আজ্ঞা লঙ্ঘনটা বড় ভাল কাজ নয়।

কমলা। গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অন্যায় সত্য, কিন্তু গুরুজনের আদেশটা আজ কাল দেখতে পাই কিছু হিরণ্যকশিপুর ধরণের। হিতাহিত বিবেচনা এখন গুরুজনের একচেটে। আমরা যদি তাতে ভাগ বসাতে যাই—ভাগ বসান পরের কথা, যদি সময় অসময়ে একটু আধটু বিবেচনা ব্যবহার করি, তাহ'লে গুরু-ম'শায়দের তীব্র দৃষ্টির দংশনে এই হতভাগিনী-দের কোমল প্রাণটুকু ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

অজয়। স্ত্রীলোকের আবার বিবেচনা।

কমলা। তা থাকবে কেন? যে রমণী পিতা মাতার দুঃখ দূর করবার জন্য কুসুম-কোমল শরীরে লৌহ বর্ম্মের নিপীড়ন সহাস্য বদনে সহ্য করতে পার্‌লে, পরোপকারার্থ আত্মহারা যে বালিকা ভয়ঙ্কর দস্যু সম্মুখে কোমল বক্ষ প্রসারণে কিছু মাত্র শঙ্কিত হ'ল না, তার বিবেচনা নাই; আর উনি যুদ্ধ করবার ভয়ে একটা উদ্ভট অছিলা নিয়ে বনে পালিয়ে এসে গৃহিণীর আঁচল ধল্লেন, ওঁর হ'ল বিবেচনা। তোমাদের পুরুষ মানুষের গুণ জানতে আমার ত আর বাকী নেই। তোমরা যে কাজ মন্দ বলবে, স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য জ্ঞানে সে কাজ উৎকৃষ্ট হ'লেও সে কাজ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, সমাজ-নিষিদ্ধ; আর নরকের যত কিছু শাস্তি আছে, সেগুলি যেন সে কাজের সঙ্গে এক সূতোয় বাঁধা। তার জন্যই ত বল্‌ছিলেম, যথেচ্ছাচার আদেশ প্রতিপালন দর্শনই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহ'লে ছেলে বেলায় বে দিলেই সব চুকে যেত।—আমার যদি ছেলে বেলায় বে না হ'ত, তাহ'লে তোমার মত বোকা পুরুষকে বে করতেম না।

অজয়। ছেলে বেলায় বে ক'রেছ ব'লে তবু একটা বোকা জুটেছে, আজকাল হ'লে একটা গাধা জুটত।

কমলা। বোকার চেয়ে গাধা ভাল। গাধা তবু পুঁটলিটে আসটা বয়; বোকা আদৌ চলে না—একেবারে অচল।—(গা ঠেলিয়া) যাও, যাও, আমায় রাগিও না। ভাল আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? তোমরা আপনারাই বল না কেন?

অজয়। রাণীমা এ কথা তারার কাছে তুলেছিলেন, সে শুনে মুখ ভার ক'রে সে স্থান থেকে চলে গেল।

কমলা। রাণীমা তবু প্রতিজ্ঞার কথা জানেন না। আমি জেনে শুনে একথা তাকে কি করে

বলি বল ? একবার না জেনে জিজ্ঞাসা ক'রে অপ্রস্তুত হয়েছিলেম, এখন জেনে সে কথা আবার তুললে, হয়ত আমার মুখও দেখবে না।

অজয়। একেবারে কেন ? দিন দুই ধরে পৃথ্বীরাজের বীরত্বের গল্পগুলো শোনাও না। তার পরে মনটা নরম করে, গোটা আষ্টেক দশ ঢোঁক গিলে কথাটা পাড়।

কমলা। তুমি কি ঠাওরাও নীরস বীরত্বে সকলেই মুগ্ধ হয়। যে দিন পৃথ্বীরাজকে আমরা প্রথম দেখি, যে দিন তার বাহুবল সন্দর্শন ক'রে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলে, সেই দিন কৌতুহল-চ্ছলে সিংহের কথা উত্থাপন ক'রে বীণাকে—যার দ্বিতীয় তুমি দেখতে পাও না,—সেই বীণাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, 'বীণে। তুই এই সিংহহন্তা বীরকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করিস ?" সেই ক্ষুদ্র বালিকা আমার মুখের দিকে চেয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে ব'লেছিল, 'কমলে। যে শুদ্ধ আমোদ অনুভবের জন্য জীব সংহার করে, সে দেবতা হ'লেও তাকে বিবাহ করি না।'

অজয়। সত্যি ?

কমলা। সত্যি না ত কি ? তুমি স্বামী, তোমার কাছে মিছে কথা কচ্চি ?

অজয়। তবে ত সকল আশায় জলাঞ্জলি। মনে করেছিলেম, একান্তই তারা যদি না হয়, তাহ'লে বীণাকেও নিদেন সমর্পণ করব।—কমলে! রক্ষা কর—আমাদের মানস পূর্ণ কর। মহামূল্য রত্নদান না করতে পারলে কেমন ক'রে পৃথ্বীরাজের কাছে প্রতিদানের আশা করি ? কেমন ক'রে মহারাজের রাজ্যোদ্ধার হয় ? কমলে! যে রাহু বিশ্বব্যাপী বদন ব্যাদান ক'রে মহাসূর্য্য গ্রাসে উদ্যত, চাঁদ সেখানে গিয়ে কি করবে ? হতাশপ্রাণে গুরুদেব তারাকে রণসাজে সজ্জিত করেছিলেন। তা নাহ'লে যবনের গতিরোধ করা কি বালিকার কাজ ? সমগ্র জগতের আবালবৃদ্ধবণিতা শুনে হাসবে। বীর ত পরের কথা।—মহাকলঙ্ক—গুরুদেবের বৃদ্ধ বয়সের মহাকলঙ্ক—তারার যুদ্ধে গমন। মহারথীগণ একাদশ বার যে রাজ্য উদ্ধারের উদ্যোগ ক'রে বিফল মনোরথ হয়েছে, শেষে সেই রাজ্য উদ্ধার করতে একটা মেয়ে যাবে ? কমলে! রক্ষা কর—এ কলঙ্কের হাত হ'তে রক্ষা কর। তারা সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লে জগতে বুঝবে যে রাজস্থানে আর পুরুষ নাই। তারার বিবাহ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এস পৃথ্বীরাজের হস্তে রাজ্যোদ্ধারের ভার ন্যস্ত করে নিশ্চিন্তে অবস্থান করি।

কমলা। তারা পারবে না, পৃথ্বীরাজ পারবে, এ তোমাদের মস্ত ভুল। বাহুবলেই যদি রাজ্যোদ্ধার হ'ত, তাহলে ভারতকে মুষ্টিমেয় যবনের পদানত হয়ে থাকতে হ'ত না।

অজয়। সে তর্ক আমি করতে ইচ্ছা করি না। এখন যা বললেম তা কর।

কমলা। তোমার আজ্ঞা, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব—ইতোমধ্যে পৃথ্বীরাজকে আনতে পারলে ভাল হয়।

অজয়। তাকে আনতে না পাঠিয়ে কি বসে আছি ?—ওই তারা আসছে। আমি চল্লেম। তুতিয়ে পাতিয়ে, বুঝিয়ে, ভুলিয়ে, ধমকে ধামকে বাগে আনতে পার। [প্রস্থান।

(তারার প্রবেশ)

তারা। মোর হিয়া কাঁপে কেন নামে ? ছি
ছি ছি ছি !
সরমের কথা।—পরি বর্ম্ম চর্ম্ম সাজ,
কটীতটে বাঁধি চন্দ্রহাস, বুকে বাঁধি
সাহসের ডোরে—ছি ছি ছি ছি ! সরমের
কথা। কিন্তু, কি মধুর নাম! নামে যেন

বুঝাইতে চায়, রত্নরাশি ভুবনের
কত তুচ্ছ তার তুলনায়—নামে যেন
বুঝাইতে চায়, মোহিনীর রূপ ধরি
বসুধা সুন্দরী তার চরণে লুটায়।
আবার হইনু আত্মহারা? কি করিস্—
কি করিস্ তারা? কায়া আছে চেয়ে তো'র
পানে? জ্ঞানশূন্য কেন তবে অভাগিনি?
মনে নাই কেন অস্ত্র রমণীর করে?
কি প্রতিজ্ঞাপাশে তোর জীবন বন্ধন?

কমলা। মাথা গুঁজে কি ভাবতে ভাবতে আসচিস্?

তারা। হাঁ ভাই! পৃথ্বীরাজের সঙ্গে গুরুদেবের সম্বন্ধ কি?

কমলা। গুরুদেবের কি? গুরুদেবের তিনিইত সব। ধর্ম্ম, কর্ম্ম; আশা, ভরসা; মান, সম্ভ্রম;—গুরুদেবের যা' কিছু আছে, তা তিনিই। তিনি গুরুদেবের মন্ত্রশিষ্য—গুরুদেবের কাছে দিগ্বিজয় মন্ত্রে দীক্ষিত। আমার স্বামী তাঁর সহচর।

তারা। তিনিই যদি গুরুদেবের সব, তবে আমরা কেন তাঁকে একদিনও দেখিনি?

কমলা। গুরুদেব যখন গার্হস্থ্য প্রেমিক, তখন তুমি, আমি, বীণা তাঁর সহচর। গুরুদেব যখন স্বদেশপ্রেমিক, যখন স্বদেশের উন্নতিকল্পে কার্য্যের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্বন্ধ, তখন পৃথ্বীরাজই তাঁর একমাত্র সঙ্গী; তবে আমরা তাঁকে কেমন ক'রে দেখব ভাই!

তারা। গুরুর মুখে একদিনও তাঁর নাম শুনতে কি দোষ ছিল?

কমলা। সাধক, যতদিন না সঙ্কল্পসিদ্ধ হয়, ততদিন কোনও কথা কাউকে প্রকাশ করেন না। তুমিত পরের কথা, আমার স্বামী এতদিন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াচ্চেন, কোথায় যান, কেন যান, আমিই জানতে পারিনি। এই বারে তাঁদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েছে; এইবারে পৃথ্বীরাজকে দেখতে পাবে। তিনি শীঘ্রই গুরু দর্শনে আসবেন।

তারা। সব দেশ জয় হয়েছে?

কমলা। রাজপুতনার শত্রুহস্তগত প্রায় সব দেশ। কেবল একটা বুঝি বাকী আছে, তা সেটাও এইবারে জয় করা হবে।

তারা। সেটা কোন্ রাজ্য ভাই?

কমলা। সে রাজ্য জয় না হ'লে কি জানবার যো আছে? তোকে ত এই বল্লেম তা'রা আগে কিছু প্রকাশ করে না। ও লো তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। চল্ পুকুরের ধারে বসে বলিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

(সরোবর সোপানে তারা ও কমলা আসীন)

তারা। বৃথা তর্ক করিতে না চাই। সই—সই!
মিনতি চরণে তোর, বৃথা বাক্যব্যয়ে
জ্ঞানশূন্য ক'র না আমায়।

কমলা! জ্ঞান নাই
যার, যাবে তার কি আবার তারা?—কথা
শোন্,—আমি সখী—মহা সুখে সুখী তোরে
দেখি, এক মোর আকিঞ্চন নিরন্তর।
প্রভাতে, মধ্যাহ্নকালে, সন্ধ্যা সমাগমে,
দ্বিপ্রহর নিশামানে, ঘোর ত্রিযামায়,
উষায়, রঙ্গিলালোকে—চেতনা যখন
থাকে মোর, মায়ের চরণ বন্দি' তোরে
সমর্পণ করি ফল তার। হাতে ধরি,
বুঝে দেখ—একদিকে মহাত্মা ব্রাহ্মণ

চির প্রিয়কারী তোর রাজকুল গুরু;
স্বামী মোর—বিনি দুই ভগিনীর তরে
মঙ্গল চিন্তায় আত্মহারা। অন্যদিকে
শোকে তাপে জর্জরিত জনক তোমার,
আর, কন্যাপ্রেম-পাগলিনী মহারাণী।
কার সর্ব্বনাশ উন্মাদিনি? ফের বলি
স্থিরচিত্তে কর্ অবধান। গুরুদেব
তোহ'তে অনেক ধরে জ্ঞান। অবহেলা
কর'নালো জ্ঞান প্রণোদনে।

তারা। (স্বগত) হে ঈশ্বর!
রক্ষা কর অবলায়। কমলে—কমলে!
তোর ভালবাসা নিপীড়নে সর্ব্বনাশ
ঘটিল আমার।—(প্রকাশ্যে) বলিবার শক্তি
নাই—
খুলিবার জানি না উপায়—বল্ সই!
কেমনে দেখাই মনে?

কমলা। নর ঈশ্বরের
ছবি, কার্য্য মূর্ত্তি তাঁর! মন কে দেখিতে
পায়, মন কে দেখিতে চায় তারা? আজি
পিতার কল্যাণ তরে, উন্মত্তের মনে
কার' কথা নাহি শুনে, যে বিহঙ্গ শিশু
প্রাণারাম স্বর্গস্থান—মাতৃ-অঙ্কে করি
অপমান, ছুটে প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন
সমর-অনল মুখে—অবাধ্য হেরিয়া
তারে—ঋষি যারে দেবী আখ্যা দিবে—বল্—
নরে কে বলিবে তারে পিতৃপরায়ণা?

তারা। নরে যে বুঝাতে চায় সখি! কার্য্যে নরে
বুঝাক সে জন—নরে বুঝাইতে মোর
নাহি প্রয়োজন। আত্মসুখ চাই—ভাই!
তুদা রাজ্যোদ্ধার মোর জীবনের ব্রত।
নিজে অস্ত্র ধরি কিংবা অন্যে দিয়া পারি।
যাহে হ'ক পিতৃরাজ্য করিব উদ্ধার।

কমলা। শূদ্র যদি আসি করে রাজ্যের উদ্ধার
ক্ষত্রিয় নন্দিনী তুই হবি কিলো তার?

তারা। প্রতিজ্ঞা পালন সার। লক্ষ্মীস্বরূপিণী
পঞ্চালনন্দিনী—বিষ্ণু ভোগ-যোগ্যা নারী—
বল, কার আশা ছিল লভিতে সে ধন?
পরাস্ত রাজন্যবর্গ হেঁটমুণ্ডে ব'সে—
হেরি' ক্ষোভে পঞ্চালনন্দন, ক্ষত্রিয়ের
পণ রাখিবারে বলেছিল উচ্চৈঃস্বরে
'দ্বিজ হ'ক, ক্ষত্র হ'ক, বৈশ্য শূদ্র আদি—
যে বিঁধিবে লক্ষ্য বাণে, লভিবে দ্রৌপদী'।
ক্ষত্রিয়ের আশা গিয়াছিল ফুরাইয়া।
বল্ দেখি সখি যদি উঠিত চণ্ডাল,
লক্ষ্য যদি বিঁধিত সে জন—কে করিত
নিবারণ?—ক্ষত্রিয়ের পণ ভঙ্গ করি
চণ্ডালে কি ফিরাইত ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর?
করিয়াছি মতি স্থির—কলঙ্কে ডুবিয়া
মরি, গুরু আজ্ঞা-লঙ্ঘনের ফলে—যদি
অনন্ত নরকে স্থান, চণ্ডালের
নারী হই, জীবন কুমারী রই—আমি
পণভঙ্গ করিব না আর। নিজে যদি
করি রাজ্যজয়—প্রাণ দিব মহাত্মায়—আগে
পায়ে ধরি করিও না আমারে পীড়ন।
(প্রস্থানোদ্যত)

কমলা। যাস্ কোথা? (হস্তধারণ)

তারা। ছাড় সই! বড়ই যাতনা
প্রাণে। হয়ে অচেতন প্রতিজ্ঞাপালন-
হলাহল ক'রেছি সেবন। ফল তার
অন্তরে অন্তরে জ্বালা। কমলে!—কমলে!
কখন' কি ভেবেছিলি মনে, তারা হ'তে
হবে গুরুজন অপমান?—সই—সই!
গুরুদেব কখন কি ভেবেছিল মনে
তারা হবে অকৃতজ্ঞ পিশাচী রাক্ষসী?

কমলা। ওকি কথা সহচরি? ঘুণাক্ষরে মনে
হেন পাপ কথা কেহ নাহি দেয় স্থান।

তারা। কাল পূর্ণ হয়েছে আমার—নহে কেন,
মতিচ্ছন্ন হইল এমন? পিশাচিনী
জ্ঞানে মোর মুখপানে চেয়ে গুরুদেব—

কমলা। সত্য তুই পাগলিনী।—চল্, ঘরে চল্
পিশাচিনী আমি তোর সখী—পরকথা
শুনে, তোর এ কোমল প্রাণে করিয়াছি
দারুণ আঘাত। আর তোরে বলিব না—
তোর কার্য্য—আর রোধিব না তারা!

পঞ্চম দৃশ্য।

নদীতীরস্থ কানন।

গুরুদেব ও রণসাজে তারা।

গুরু। যাও, বেলা হয়েছে—ওগুল সব খুলে বাড়ী যাও।—ভাল কথা, এই পত্রখানা অজয়কে দাওগে।—আর তাকে আমার কাছে আস্‌তে ব'ল।

তারা। এ কার পত্র? এতে ত আপনার নাম দেখছি।

গুরু। আমারই নামে পৃথ্বীরাজ পাঠিয়েছে। অজয়কে এই পত্র দেখাবার বিশেষ প্রয়োজন।

তারা। এ পত্র কি আমি দেখতে পাই না?

গুরু। আপত্তি নেই—কিন্তু না দেখলেই ভাল হয়।—রাজা সূর্য্যমল্ল পৃথ্বীরাজের জীবনের উপর আবার আক্রমণ করে, সেই বিষয়ের সংবাদ দিয়েছে।—আর দু একটা গোপন কথা আছে।

তারা। রাজা সূর্য্যমলের কবার আক্রমণ হ'ল? একবার ত দাদা রক্ষা করেন।

গুরু। সেত কিছুতেই স্বভাব ছাড়বে না। সে যে কি কর্‌বে, সেই ভাবনাতেই আমি আকুল হয়েছি।—তাকে বন্দী ক'রে আমার কাছে পাঠান উচিত। তা—সে কিছু করবে না—আর আমিও বল্‌তে পারি না।—যাও মা! তুমি আর বিলম্ব ক'র না।

[প্রস্থান।

তারা। একবার না দেখলে কিছুতেই চলচে না।

(পত্র পাঠ) ... ... একদিন কোন পিতৃশত্রুর অনুসরণ করতে করতে আজমীর রাজ্যে গিয়ে শুনলেম, তুদার রাজা শূরতান সিংহ যবন কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হ'য়ে আমাদের রাজ্যের সন্নিকটস্থ কোন একস্থানে বাস করচেন। গুরুদেব! এখন আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই।—অজয়সিংহকে একটী শুভদিন স্থির ক'রে পাঠালে ভাল হয়। সেই দিনে, আপনার আশীর্ব্বাদ, রাজস্থান হ'তে যবন রাজের শেষ ভিত্তি উৎপাটন করব।

রাখ দেখি পৃথ্বীরাজ! ধর্ম্ম অবতার!
বসি দূরে পায়ে ধরি সাধিহে তোমায়।
খুলে রেখে দিনু হৃদি-দ্বার, আঁখি পূরে
রাখিলাম জল, এস এস রণজয়ী
ধর্ম্মবীর! ধোয়াইব চরণ যুগল।
রাখ দেখি তুদা অধীশ্বরে।—কিবা জানি:
কি ভাগ্য আমার—নিয়তির খরস্রোতে
কোন্ দিকে ভেসে যাবে ক্ষুদ্র বিহঙ্গিনী—
কে জানে ভবানি! কোন্ কূলে পাব স্থান?
সেথা কি তুবিতে প্রাণ সত্যের সোনালা
পথে, শুক তারা অঙ্ক হ'তে ঝরিবে কি
তোর সে আশ্বাস-বাণী জননী আমার?
কিংবা কালি! কাল কারাগারে নিয়তির:
উত্তাল তরঙ্গ বলে প্রক্ষিপ্ত হইয়ে
দেখিব কি প্রাণভয়ে—বিমুক্ত করিয়া
এই বাতায়ন-দ্বার—মা—? দেখিব কি
এ প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্য কেবলি আঁধার?

দুর্গে! দুর্গে! এত চিন্তা বালিকার বুকে?—
আর কি ছিল না স্থান?—তাই কি আমারে
ক'রে দান নিশ্চিন্ত হইয়া আছ তারা?
বলিতে এখানে শুদ্ধ তুমি; ব'লে রাখি
তোমায় জননি! যেই শুষ্ক লতা ধ'রে
ভাসিয়াছি আমি—সেই শুষ্ক লতা সনে
নিয়তি আমার। তারে আমি ছাড়িব না
আর। যদি ভেসে যাই, কোথাও না স্থান
পাই, অভাগীরে দিওগো মা পদতরী।
—যাই মা ভবানি! আজি পূজি তোর পায়
একেবারে চিন্তাশূন্য করিব অন্তর!

[দ্রুত প্রস্থান।

(সঙ্গরাজের প্রবেশ।)

সঙ্গ। মিলা'ল কোথায়? আঁখি মুছে
দেখি; দেখি
ফের যদি দেখা পাই।—কই আর নাই।
সমীরে লভিয়া জন্ম বালা, মিশে গেল
সমীরণ সনে!—একি হল? কোথা গেল?
কেন বা এমন হ'ল? একি শুদ্ধ মায়া?
মায়ার কানন? মায়া-ভরা সমীরণ?
মায়ার কথা কি আজি পশিল শ্রবণে?
ধীর-স্থির-গম্ভীর সুস্বনে মায়াদেবী
সমীরণে ঢেলে গেল কার নাম? কেবা
সেই জন? কোথায় সে? কোথায় বা নারী?
মায়া করে বাঁচিয়াছে প্রাণ; সঙ্গরাজ!
সে প্রাণ তোমার নাই,—মায়ার কবলে।

(বীণার প্রবেশ)

অন্য বেশে আনে মায়ারাণী। রণবেশ
পরিহরি, চাঁদমুখে হাসি ভরি' বনে
ছড়াইতে শশাঙ্ক সুধায়, আসিতেছে
জীবন্তে বধিতে মোর জীবনদায়িনী।
লুকাই লুকাই অন্তরালে; দেখি দিখি
বীণা কোথা যায়।

বীণা। একবার দেখিয়াছি
তারে—শুদ্ধ একটী দিনের তরে বীণা!
হয়েছিল তোর ভাগ্যে দেব দরশন!
কোথা তুমি গিয়াছ কুমার? বোধ হয়
আর দেখা হবে না আমার। নাই হ'ক—
যেথা থাক সুখে থাক। এ বিজন স্থলে
কে তোমা আসিতে বলে দেব? ছিল এব
আকিঞ্চন—পাগলের প্রলাপ বচন
শুনাইতে, অভিলাষ আপনা আপনি
জাগিয়া উঠিয়াছিল মনে। গুরুদেব
তাড়নায়, মনে ক'রেছিনু একবার
দুটী পাদপদ্ম জড়াইয়া বলিব হে
তোমায় কুমার!—যাক্; চিত্তের বিকার
সেধে কেন আনি আর?—গেছে মিলাইয়া
শুষ্ক মরু মধ্যে প'ড়ে অঙ্কুরিত লতা
গেছে মিলাইয়া। মনে হ'লে হাসি পায়—
সাবধান না রই যখন, স্বার্থ ভাব
আপনা আপনি জেগে উঠে সে কেমন!
যাব পিতৃরাজ্য সমুদ্ধারে—তার তরে
সঙ্গরাজে বিপদে ফেলিতে চাই!

(পরিক্রমণ।)

সঙ্গ। যাব?
কি কথা বলিব? কেমনে বা মুখ পানে
চা'ব? ভিক্ষা যার প্রাণের কামনা—ভিক্ষা
বিনা দণ্ডেক বাঁচে না, লক্ষপতি হেরে
হায়, সেই কি জড়ায় পায় পায়!—

বীণা। কিন্তু
কিবা করি? দিদি ত লবে না সঙ্গে, গুরু
আছে চক্ষু রাঙাইয়া; কমলা আমার,
ভুলাইতে পাঁচ কথা তুলে, পাছু পাছু
ঘুরে দিবানিশি। মা আমার মুখ পানে
চায়, আর অমনি ফিরায়; মহারাজা
মেয়ের নাম তার আনে নাক মুখে।

সঙ্গ। বহুদূরে—যা'ব বা কেমনে? যদি মুখ
পানে চায় চলিব কেমনে? যদি হেরে
ফিরায় বদন—লজ্জায় যে মরে যাব।
—আসিতে আসিতে দাঁড়াইল—যদি ফিরে
যায়—যাবে কোথা বীণা; যাবে না—যাবে না।

বীণা। যেই যত পার কর—শক্তি যত যার
সেই বলে বাঁধ গো আমারে, আমি কিন্তু
থাকিব না আর। আমি যাব রণস্থলে—
বিজয় সঙ্গীত গানে দিদিরে মাতা'ব,
নিদ্রিত অমর-বৃন্দ সুযুপ্ত শ্রবণে
অক্ষরে অক্ষরে ঢেলে দিব।—যে বিজনে
জন্ম মোর, সে অরণ্য পিতৃ-কারাগার!
কারাগারে জনম আমার!—বীণা! তুই
জনমবন্দিনী! যে মুহূর্ত্তে শুনি, পিতা
নৃপমণি বন্দী ভাবে আছেন কাননে,
অমনি কাঁপিয়া গেছে হিয়া। আর ভাল
লাগে না এ বন—তরু লতা ঠাঁই, আর
কই সে সুখ না পাই—যেই কাছে যাই,
অমনি সবাই বলে, "যাও, যাও
বীণে! যদি নিজে ফেলিয়াছ চিনে, দেখ'
ভাই! আর হেন ভ্রমক্রমে এস' না হেথায়"।
আর আমি র'বনা এ স্থানে—যায় যাবে
প্রাণ, তবু যাব তারকার সনে। বাবা!
নাই বা শিখেছি রণ—নাই বা শিখেছি,
কেমনে ধরিতে হয় অসি শরাসন—
না হয় মরেই যাব।—খুঁজিতে বাপের
খ যদি মরে যাই—ভগিনীর সনে
যুঝিতে সংগ্রামে, রণস্থলে ভূমিতলে
যদিই লোটাই, হেন, সুখের মরণ
বল বাবা! এ মরতে কোথা পার'ব আর?

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। রণশিক্ষা কথার সে কথা। বীণে! বীণে!
মারিতে যদ্যপি শিখ ভাই। কার সাধ্য
বধে তোরে প্রাণে?

সঙ্গ। (অগ্রসর হইয়া) কার সাধ্য ও কোমল
প্রাণ অসময়ে লয় কেড়ে বীণে? সাধ্য
কার, হাত তুলে গায়? মরিবার তরে—
খণ্ডে খণ্ডে ধরণীচুম্বনে, কে আসিবে
তব কেশ পরশিতে নগেন্দ্রনন্দিনী?

কমলা। নীরব—নিশ্চল কেন বীণে? প্রাণ সই!
নিথর পবন গায় কথা যে মিলা'য়ে
যায়, বল্ বল্ কি বলিলি আগে? ভাই!
আসি ছুটে মধুর কথায় অনুরাগে।
সহসা কেন লো বল্ নামা'লি নয়ন?

বীণা। ইনি সেই চিতোর কুমার।

কমলা। সেই ইনি বুঝেছি সজনী!

সঙ্গ। দেবি! দেবি! আমি সেই ভিখারী কুমার!

কমলা। যুবরাজ! নিত্য—নিত্য
এসে, অশ্রুজলে ভাসে, না হেরে তোমায়
প্রাণ সই—তুমি কেন না আস কুমার?
নরেন্দ্রনন্দন! বল—বল কি কারণ
ভিক্ষা ভাল লেগেছে তোমায়? সখী মুখে
তোমার বিপদ কথা শুনি, নিত্য দোঁহে
আসি নরমণি! নিত্য নিত্য কত আনি
সুমধুর ফল। বীণা স্তরে স্তরে পাত্র
ভ'রে, সাজাইয়া রাখে তরুতল। বল,
কোথা তুমি থাক মহাভাগ?

সঙ্গ। কি বলিব
আর, দেবী! পণ ভঙ্গ হয়েছে আমার।
অভিলাষ ছিল না সুন্দরি! লোকালয়ে
ফিরি। সে প্রতিজ্ঞা টলিয়াছে। সকাতরে
অতিথি আশ্রয় চায়, স্থান কর দান।
সুধু হাতে আজ কেন বীণে? সুভোজন
নিত্য এনে যদি ডাক মোরে, সুধু হাতে
কেন তবে দেখিনু তোমায়?

কমলা। ওক কথা ?—
মিছা নিন্দা ক'র না বীণায়। দ্বিপ্রহর
এখন'ত আসেনি কুমার!—দেখ'—দেখ'—
দ্বিপ্রহরে, খাদ্য পাত্র হাতে ধ'রে বীণা
মুক্তকণ্ঠে করিবে তোমারে সম্বোধন।
অবলা সরলা বালা, সে কভু কি জানে
কিসে গড়া পুরুষের মন? দেখা দিয়ে
যুবরাজ আর না ফিরিলে!—ছিছি!—ছিছি!
পুরুষ তোমরা দেব! কে জানে কেমন।
বীণা। ও'র দোষ নাই; ভাই, বলেছি তোমায়
লোক মাঝে যুবরাজ দিবে না দর্শন।
কমলা। কঙ্কাল শরীর লয়ে যে গেল লো চ'লে—
তার তরে সকালে বিকালে এই যে লো
আসি প্রতি দিন, সে যদি না ফিরে চায়—
না দেখেলো কে কাঁদে তাহার তরে, বল
বীণা—বল কি বলিব তারে?

সঙ্গ। আজ হ'তে
আর কোথা' যাব না সুন্দরি!—আন, আন
দয়াময়ি! এস অন্ন লয়ে; ইচ্ছামত
হাতে তুলে দাও; কাছে বসে ভিখারীর
উদর পূরাও।
কমলা। বালো!—বালো! বীণে! আন
ত্বরা আন। কাছে ব'সে আজ কর ভাই
মনোমত অতিথি সৎকার।
[বীণার প্রস্থান।]
যুবরাজ।
সত্য সত্য আজ বীণা মোর ছুটী করে
ধরিয়াছে চাঁদে। বড় সাধ দেখাইবে
মোরে। মহাপ্রাণে বাচাইয়া গরবিণী;
সে গরব দেখাবে আমারে, তাই নিত্য
সঙ্গে আনে—দেখা'তে না পায়; অমনি হে
অভিমানে গণ্ড ভেসে যায়। গুপ্ত ভাবে
আছ ব'লে, কাহারেও না পারে বলিতে।
তোমার এ বনে আগমন, জানে মাত্র
তিন জন। দুই জনে করি অন্বেষণ।
সঙ্গ। আর লজ্জা দিও না আমায়। এত বুঝি
নাই, আছে এ অভাগ্যে খুঁজিবার জন।
মোর অদর্শনে দুঃখে যেরিবে অপরে।
কমলা। সব দুঃখ গেছে ভেসে সুখের তরঙ্গে;
চল দেব যাই তরুমূলে।
সঙ্গ। আর এক
কথা। দেবী! আশ্চর্য্য দেখেছি আজ;
কমলা। বল
কি দেখেছ দেব!
সঙ্গ। বলিব কি এখনও
বিস্ময়ে পূর্ণিত হিয়া। সন্দেহ আমার
ছিল মনে; তোমা দোঁহে দরশনে, পাছে
পড়ি ঘুমাইয়া। সত্য বল দেবি!—করি
জোড় হাত—তোমরা কি মায়ার নন্দিনী?
কমলা। বল দেব কি দেখেছো আজ?
সঙ্গ। দেখিলাম—
অঙ্গ ঢাকি সাঁজোয়ায়, চপলার প্রায়
উধাও উধাও গেল বীণা। দেখিলাম—
সমীরে লহরী তুলি, কাঁপাইয়ে বন,
কাঁপাইয়ে সঙ্গরাজে, উধাও উধাও
গেল বীণা। দেখিলাম পরক্ষণে তায়—
বন্য সাজে আসিতে সে বন্য ললনায়।
কার কথা তুলে বীণা কি কহিল কথা
শুনিতে দিল না কুঞ্জবন। শুদ্ধ মাত্র
শুনিয়াছি এক কথা—অশনির মত
বেজেছে আমার কাণে; সে কোমল প্রাণে
কে যেন করেছে দেখি দারুণ আঘাত।
দেবি!—দেবি! মন্দাকিনী অমিয় হিল্লোলে
অঞ্জলি পূরিয়ে তুলে, যে করিল মোরে
প্রাণ দান, সে করিল মরণ কামনা।
দেখি' শুনি' আমি আর নাই; কথা শুনি

কেঁপে গেছে প্রাণ।—একি হেরি! কেন দেখি
স্মিত চন্দ্রানন?

কমলা। এক নয় দুই জনে
দেখেছ কুমার! রণসাজে নারী, আর
বীণা সহচরী, এক নয়;—এক রূপে
দুইটী ভগিনী।

সঙ্গ। একি কথা শুনি—দেখি?
রণসাজে বীণার ভগিনী?

কমলা। বহু কথা
বলিব তোমারে। বলিবারে হে কুমার
নিত্য আসি বীণা সনে এ কাননে। এবে
চল যাই তরুমূলে; এখনি আসিবে
তব বীণা।

সঙ্গ। মোর বীণা!—দেবি! মোর বীণা—
আছি সে আশায়।

কমলা। আছ? থাক যুবরাজ!—
জীবন ফুলের তোড়া—স্তবকে স্তবকে
আশা ফুল ফুটে তার শিরে—শুকাইয়া
যায়, কিন্তু পড়ে নাত ঝ'রে।

সঙ্গ। আর এক
কথা। যবে অনাহারে উদ্ধত অন্তরে
মাথা দিয়ে প'ড়েছিনু মরণের দ্বারে,
দয়াবতী অমিয় বচন সনে, নব
প্রাণ দিয়ে, জীবন রাজত্বে এনেছিল।
যাই চলে উচ্চৈঃস্বরে বলিল সারণ
"শুন—শুন রাণাবংশধর! ক'র চেষ্টা
শুধিবার বালিকার ধার।"

কমলা। চল সাথে—
সকলি শুনিবে দেব!

সঙ্গ। বালিকার ধার!
ঋণবদ্ধ বীণার জীবন! দগ্ধ বক্ষে
সুরধুনী করিয়া ধারণ, নয়নের
অভাব মোচনে,—দেবি! আমার বীণায়
করি কোলে—মহাঋণ শুধেছে ধরণী।

কমলা। চল দেব! বসি গিয়া তরুতলে। বীণা
গেছে বহুক্ষণ।

সঙ্গ। দেবি! জানি না কি ধন
দিয়ে কেনা; কিন্তু জানি আমি ক্রীতদাস।

কমলা। কথা রাখ—চল যুবরাজ!

সঙ্গ। ক্রীতদাস—
শুদ্ধ তার নয়; বীণা যার—মোর বীণা
আমার বলিয়ে যারে করে সম্বোধন,
তার' ক্রীতদাস আমি—সে যে ধন করে
উপার্জ্জন, প্রভু যে সকলি পায়; তবে
কি দিয়া শুধিব তার ধার?—বীণা কেন,
আজ্ঞা কর দাসে দেবি!—মরণে করিব
সখা—প্রাণ ভ'রে দিব তারে আলিঙ্গন।

কমলা। অজ্ঞান যুবক! তবে দেহপাতে কেন
ছুটে ছিলে? (হস্তধারণ)
আদরের ধন তুমি
ক্রীতদাস! যতনে যাতনা বাড়ে—ভাবি
যতন হ'ল না বুঝি মনের মতন।
ঋণ শোধ কেন দেব! বিশ্বরাজ্য দিতে
পার তারে। এ হৃদয় মন্দারের শীত-
ছায়াতলে ক্ষুদ্র বালিকায় দিও স্থান।
মহাবাহুপাশে বেড়ি, বিপুল উরস-
বর্ম্মে দিয়ে আচ্ছাদন, ক্ষুদ্র বালিকার
রেখ' প্রাণ। কহেছে প্রাণের কথা—দেব!
মিথ্যা কথা কহেনি সারণ। সেই ক্ষুদ্র
বালিকার বুকে সহস্র বাণের লেখা—
সেই ক্ষুদ্র বালিকার চ'খে আছে ভরা
সাগরের জল। যদি সে লেখা মুছা'তে
পার, সে জল শুখা'তে পার, তবে, চির
ঋণ পাশে দেব বাঁধ বালিকায়।
চল সাথে—বড়ই অধীরা বালা—যদি
দেখা নাহি পায়, ছুটে আসিবে হেথায়।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ।

তারা

তারা। কি সুন্দর!—কি—সুন্দর!—বীরবর গুণ
অনুসরি কি মোহন রূপ কলেবরে!
সুন্দর চরণ। ভবানীর গৃহে যবে
করিনু দর্শন, দশ হিমাংশুর করে
বিগলিত ধারে, ধীরে লোচন করিল
আচ্ছাদন। সেথা কি নিবৃত্তি তার—বলে
ভাঙ্গি দ্বার—বিভেদিয়া তারকা যুগলে
মস্তিষ্ক করিল আলোড়ন।—মুখ তবু
দেখি নাই—সাহস হ'ল না প্রাণে, করি
কল্পনা বিকাশ নিরীক্ষণ। কেমনে সে
বিশ্ব-কারিকর, বসি একমন, কিবা
জানি কি মাহেন্দ্র ক্ষণে, প্রকৃতি ললাম
উপাদানে গঠেছেন বদন তোমার,
ভয়ে দেখি নাই পৃথ্বীরাজ!—কে বলেরে
মৃত্যু একবার? জীবন্তে যে নর মরে
কতবার, সংখ্যা কেবা তার করে? আজ
মরণ সম্মুখে মোর। প্রতিজ্ঞা পালন
তরে কত আশা ধরে আছি; আশা মোর
রেখেছে জীবন। কমলার সে লাঞ্ছনা,
গুরুদেব নীরব গঞ্জনা, পিতা মাতা
তীব্র তিরস্কার, পারে নাই হরিতে সে
জীবন আমার। আজ যাবে? এত ঘোর
সাধনায় পিতৃগুরু অপমান জলে
আবদ্ধ করিনু যার মূল, সেই তরু
একদণ্ডে উড়ে যাবে রূপের ফুৎকারে?
মরে যাব!—কেন বা মরিব—কার তরে?
হে গুণিন্ বিশ্বজয়ী বীর! প্রণিপাত
চরণে তোমার। হে সুন্দর!—বিম্বাধর
মায়ার ছলনা! যেন নিকটে এ সনা।
দূর হ'তে দেখিবার ধন! দূরে কর
অবস্থান। সুধাকর! রহ চন্দ্রলোকে;
চন্দ্রলোক যোগ্য তব স্থানে। দেব! দেব!
ভাসাক জগত প্রাণ কিরণ তোমার,
আমিও ভাসিব তার সনে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উপবন।

গুরুদেব।

গুরু। তারারে! হৃদয় তোর করিতে দর্শন
তোর করে সঁপিয়াছি বিচারের ভার।
সুধু কি গায়ের বলে বলী হয় নরে?
দেখাগো মা! সেই বল যেই বলে আজি
আমার প্রাণের পৃথ্বী বীরচূড়ামণি।
কেন, দেশে দেশে তার নাম গায়,——কেন
আবাল বনিতা বৃদ্ধ সে নামে উন্মাদ!—
যতই আকুল হও,—যাইতে না পেয়ে
যতই এবৃদ্ধে হের সরোষ নয়নে,
যাইতে দিব না তোরে।—যদি সে হৃদয়
না-হয় দর্শন, যদি এই প্রলোভন
মনে তোর আধিপত্য করেগো বিস্তার,
যাইতে দিব না তোরে। চলচ্চিত্ত যেই
রাজ্যজয় তার না সম্ভবে। মুখ চেয়ে
আছি;—মাগো! বাঁচি কি না বাঁচি, শীঘ্র দেখা
হতভাগ্য স্থবির ব্রাহ্মণে।—আরে! আরে!
কে তুমি অশ্বত্থ মূলে?
(নেপথ্যে) দাস মহাত্মন্!
সারণ!—বাপুহে! পৃথ্বীরাজ আগমনে

এযে দেখি সর্ব্বজনে তেজে করিয়াছে
ভূতাশ্রয়! এস দেখি দুটো কথা কই।
(সারণের প্রবেশ)
পৃথ্বীরাজ কোথা? আপনার মনে বাপ্‌,
কারে কি বলিতে ছিলে?

সারণ। অজয় সিংহের
সনে, কোথা নাকি ভগ্ন দুর্গ আছে বনে,
সেথা নাকি আছে গুপ্তধন, তাই বুঝি
দেখিবারে গেছেন কুমার।

গুরু। ভগ্ন দুর্গ
তুদারাজ্যেশ্বর। সত্য আছে হে সারণ!
দুটী গুপ্তধন সে দুর্গের অভ্যন্তরে।
সেই কোষাগার দ্বারে, বুক দিয়ে প'ড়ে
আছে একজন ; হের—হেররে সারণ!
সে রত্ন রক্ষার তরে প্রহরে প্রহরে,
প্রজ্বলিত শার্দ্দূল নয়নে, আছে জেগে
সজাগ প্রহরী।

সারণ। তারে বলি চোর, যেবা
হেন প্রহরীর চক্ষে ধূলি ক'রে দান
সেই রত্ন করিবে হরণ। এক চক্ষে
পড়েছে ব্রাহ্মণ। বড় অন্য মনে ছিলে ;
পাগলিনী ব'লে মুখ পানে চাহ নাই
তার! উপায়ের পথে কাঁটা। হে ব্রাহ্মণ!
পুঁথি লও, বিদ্যা লও ; বিদ্যাগর্ব্ব যত,
বহুদর্শিতার অহঙ্কার, পুঁথি সনে
মাথাইয়া ঢালহে অজয় জলে। বীণা
কোথা?—সে যে দুর্গ ভেঙ্গে আপনার মনে
আপনি দিয়েছে ধরা।—মলয় সমীর
যায়, পাছে ভূমিতে লোটায়—এই ভয়ে
যে লতায় গৃহমধ্যে দিয়েছিলে স্থান,
সেই লতা' মহা অন্ধকূপ হ'তে, মহা—
সাগরের তল হ'তে, দিবা দ্বিপ্রহরে
তুলিয়াছে জলমগ্ন গিরিবর চূড়া।

গুরু। তৃণ হ'তে স্রোত ফিরে যায়। উন্মাদিনী
স্রোতস্বিনী কূলে যেই ইন্দুর বিবর
অগোচরে করে অবস্থান—কালবশে
স্রোতে পরিণত করে নিথর সাগরে।
যে ভীষণ মনোবেগে আপন জীবন
নাশে হয়েছিল সমুদ্যত, বীণা তারে
ফিরাইয়াছে।—সারণ!—সারণ! দেখাইয়া
দাও, কে সুখী আমার মত। বালিকার
অঞ্চলাগ্র একবিন্দু জলে মরুভূমি
শ্যামল প্রান্তর। মনোবেগ ফিরিয়াছে—
প্রমত্ত বারণ, মৃণালের জালে জালে—
নাগপাশে বন্দ হইয়াছে। জড়ায়েছে
পায়, ধীরে ধীরে খুলে বেঁধে দিব গায়।
বাহুতে কবচ হবে, বর্ম্ম হবে বুকে—
মাথায় সে হবে শিরস্ত্রাণ। বল দেখি
বিজ্ঞ যোধবর! হবে নাকি দুই বলে—
বীণা সঙ্গরাজে অঘটন সংঘটন?—
হবে নাকি পাপিষ্ঠ সে যবন দলন?
ভবানি! ভবানি! আমি ভাবিতে না পারি—
মনে স্থান দিতে বক্ষ কাঁপে থরে থরে,
দুরাশা কি পূরে না জননি?

সারণ। আত্মহারা
কেন দ্বিজবর? তুদারাজ্য তব শিরে।
মানবের অগোচরে, বসি অন্ধকারে
ভূষিত সহস্র গুণে, শেষ নাগ সম
দশ শত শিরে তুমি ধরেছ ধরণী।
মাথা যদি টলে তব কোথা র'বে ধরা?
হিমালয় ডুবে যাবে সাগরের জলে,
সিন্ধুজলে জলিবে অনল।

গুরু। আত্মহারা
না হয়ে কি করি?

সারণ। প্রভো! শুধু যদি হ'ত
তব তুদারাজ্য জয়, নাহি সাধিতাম।

ভুজঙ্গম ধরিয়াছে ভেকের অঙ্গুলী
হয় হবে আত্মনাশ, না হয় করিবে
গ্রাস, তবু মধ্য পথে না রহিবে স্থির।
রাজপুতানার তরে, সমগ্র দেশের
তরে, ম্লেচ্ছগ্রাস হ'তে রাখিতে ভারতে,
মহামতে স্থির কর মতি।

গুরু। আছি স্থির ;—
কিন্তু বাপ্ প্রকৃতির স্থিরতাই ভয়।
নিবাত, নিষ্কম্প, স্তব্ধ প্রকৃতি সুন্দরী
ঝটিকার দৌত্য কার্য্য করে। স্থির প্রাণে
বালিকা কোমল অঙ্গে লোহার কবচ
দিয়েছি পরা'য়ে। স্থির প্রাণে, জায়াগত
প্রাণ, কুমার সমান অজয় সিংহেরে
পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী ভুজপাশ হ'তে
লয়েছি ছিনা'য়ে। বড় স্থির প্রাণে—অতি
মহাবলে—হিমালয় যে বলে দাঁড়ায়—
যে বলে রয় সে স্থির শত ভূকম্পনে,
সেই বলে ধরিয়াছি এ হৃদয়, যবে
শুনিনু সারণ, বীণা মোর চ'লে যায়।
কোথা যায়, কেন যায়, জানত সারণ!
মায়ের মমতা ভুলি', পিতার আদর,
কমলা সোহাগ ভুলি', আমার যতন,
সলিলের ঝারী ফেলি', নীবার আধার,
তৃষিতের ঘট ফেলি, ক্ষুধার্ত্তের থালা,
বীণা চ'লে যায়—

সারণ। তারে ধ'রে রাখা দায়।
পিতৃ মাতৃ প্রবল নিশ্বাসে বিকম্পিত
বক্ষ প্রেমিকার ; বন্যা-স্রোত আলিঙ্গন
ঝটিকার সনে ; বাঁধে তারে বাঁধিতে কি
পারে ?

গুরু। সে যে কূল ভেঙে যায়—রে সারণ!
সে যে সবারে ডুবায়। ষোল বরষের
শ্রমে, ধৈর্য্য তুলিকায় অরণ্যে এঁকেছি
এই সোণার সংসার। নন্দন কানন
মর্ত্ত্যে কোথা ?—সে যে কবিকল্পনার শিরে;
জাগ্রত সংসারে সে যে স্বপনের কথা।
সে যে মত্ততার বারিরাশি—আছি আছি
ব'লে নরে স্বপনে জাগায় ; শিরে পশি'
জাগ্রতে পাগল করে। একি তাই ?—বল—
বল্‌রে সারণ! একি তাই ? পাগলিনী
নাচিতে নাচিতে যবে কথায় কথায়
এসে ছুটে ধরে তোর কর, বল্ দেখি
সত্যতার সংঘর্ষণে, কি হয় কি হয়
তোর প্রাণে ? বীণার সে বীণাস্বর পশে
যার কাণে, স্বরগ কি মনে আসে তার ?

সারণ। তারা, বীণা, কমলায় পেয়ে, স্বর্গনাম
ভুলেছি যে মহাত্মন!

গুরু। আমার রচিত
এ কাননে পশিয়াছে যেই মহাজন,
বৈকুণ্ঠ তাহার এই ভগ্নদেবালয়।
ভবানীচরণ-স্রুত সুধা সরোবরে
সচল কমল তিন, রূপের ছটায়,
তরুলতা শ্যামল পাতায়, ঝরাইছে
অবিশ্রাম আলোকের ধারা। বল্ দেখি
কারা তারা ? সে ত নারী নয়, কিংবা দেবী
গন্ধর্ব্বকুমারী বিদ্যাধরী। যবে হেরি
সে চাঁদ বদন, জ্ঞান হয় রে সারণ!
ভাসে যেন সরোজলে, হিল্লোলে হিল্লোলে
দুলে তারিণীর সচঞ্চল ত্রিলোচন।
তা'রা তরুলতা সনে কথা কয়, বুঝে
কিবা পাখীর হৃদয়, হরিণী কখন
কাঁদে হাসে ; কোন বনে একাকী শয়নে
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প'ড়ে আছেরে পথিক ;
ত্রিকাল তাহারা জানে, হৃদয়ের কোন্
স্থানে, গুপ্তভাবে লেখা আছে যাতনার
কথা, সে লোচন বলে ভাঙি হৃদি দ্বার

নরচক্ষে আ'লোকে ফুটায় ;—যাতনার
প্রতিকার করে। কে না সুখী তারা, বীণা;
কমলায়।

সারণ। গুরুদেব! স্থিরতা টলিবে—

গুরু। আছি স্থির ;—ভয় পরিণাম স্থিরতার।
ক্ষুদ্র তুদারাজ্যতরে মহামূল্য ধন
দিতাম না বিসর্জ্জন। গুরু আশা জাগে
মনে ; শুদ্ধ সে কারণে তারার মৃণাল
ভুজে দি'ছি শরাসন ভার, হাতে ধ'রে
শিখায়েছি ধনুর টঙ্কার। চল যাই—
সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। তারা কার্য্য নাহি
ভুলে—এখনি আসিবে—এখনি তুলিবে
শঙ্খরব ধূপ ধূনা এখনি জ্বালিবে—
ভবানী মন্দির ঘরে ঘরে শত দীপে
এখনি হইবে আলোকিত।

সারণ। তবে চল
গুরো!

গুরু। একি!—একি! হৃদয়ের অন্তস্থল
ভেদি' কে গাহিল এই গান! বীণে—বীণে!
সর্ব্বনাশ করিবি আমার?

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। গীত।

আপন কথা শুনতে ছোটে সে—
আমার প্রাণকে ধ'রে রাখে কে?
কারে তোমরা রাখ ধরে,
সেকি আর আছে গো ঘরে—
সেযে উধাও হয়ে চ'লে গিয়েছে।
বুঝাও বুঝাও কারে আর,
সেকি নিজে আছে তার ;
আর ব'লনা আর ব'লনা—
কথা শুনবেনা তোমার।
নদীর বাঁধন মিছে এখন
কূল যখন সে ভেঙেছে।

কই এখানেও নাই?—তবে কোথা গেল?
এই যে সারণ হেথা ;—পিতাও যে হেরি।
বাবা! বাবা! দিদি কোথা?—গৃহে অতিথির
আগমন, তার সম্বর্দ্ধনা প্রয়োজন ;
রাজার আদেশ মত এসেছি সন্ধানে
তার!—পিতা!
কোন স্থানে দেখিতে না পাই
তারে!—জানকি সারণ! দিদি কোথা?

সারণ। সন্ধ্যা
সমাগতা ; কোথা যাবে? এখনি আসিবে।

গুরু। উন্মত্ত মনের বেগে, যখন তখন
অসম্বদ্ধ কথা স্রোতে করিবি সংযোগ
তান লয়—বীণা! একি ভাল?—বীণা! ছাড়
এ কুমতি।

বীণা। গুরো! গুরো! সপ্ত সম্বৎসর
তব পাশে শিক্ষা লভিয়াছি—পঞ্চ বর্ষ
শিখিয়াছি গঠিতে এ বালিকা হৃদয়।
নন্দিনীর প্রেম আকর্ষণে, ও হৃদয়
শৈল শৃঙ্গ হ'তে, ছুটে ছিল যত তব
উপদেশধারা, পিতা! অক্ষরে অক্ষরে
ধরিয়াছি ; পূরিয়াছি হৃদয় ভাণ্ডারে।
হৃদয় ধরিতে জানি—একি এ কুমতি?
কেন পিতা! কিসের কুমতি?

গুরু। মতিহীনে!
কি তর্ক করিব তোর সনে? এক কথা
ব'লে রাখি—বাস্ যদি অবাধ্য বালিকা
যাবি ; উন্মত্তা কুমারী—কথা নাহি শুনে
প্রাণের দংশনে, ছুটে যাবি রণানলে
প্রাণ ঢেলে দিতে। বীণা! পতঙ্গে অনল
ভালবাসে—যায় ছুটে—ফেরে কি কখন?
অনুমতি নাহি দিব।

বীণা। দেবে না?—দেবে না?
আগে অনুমতি ল'ব, পরে রণে যাব।

যুদ্ধে যাব স্থির—তবে বুঝ গুরুদেব !
অনুমতি পাবে নাকি বীণা ? মুখ চেয়ে
কি দেখ সারণ ? যতদিন রবে প্রাণ,
স্থির নাহি র'ব,—নিত্য উপায় দেখিব,
কেমনে ভাঙ্গিব এই পিতৃ-কারাগার।

সারণ। আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী—আমি কিজানি জননি !

গুরু। (স্বগত) একি সেই বীণা !

বীণা। পিতা ! সৌভাগ্য তাহা'র—
অনলে পতঙ্গ পড়ে। নহে, সমীরণে
বুক দিয়া, নেচে নেচে ফিরে সে যখন,
শত পাপ-বিহঙ্গের দ্বিশতলোচন
তীব্র তেজে পড়ে তার পরে। সেত নাহি
বাঁচে, সেত রক্ষা নাহি পায়। নিদারুণ
কালের প্রহারে যবে ধরণী ছাড়িবে
পিতা মাতা, শতেক চিৎকারে যে সময়
তুমিও না ফিরে চাবে ; পিতা-গুরুদেব !
সে সময় কোথা যাব ? দাও—ব'লে দাও
কোথায় দাঁড়াব।—অমরার প্রলোভনে
ছাড়িব না স্বাধীন জীবন। (পদধরিয়া)
পিতা। পিতা !
ভগিনীত অবলা আমার মত, তবে
সে কেন পাইল অনুমতি ?

গুরু। বীণা !—বীণা !
সে যে রণসুপণ্ডিতা জননী আমার !

বীণা। (উঠিয়া) ম্লেচ্ছনাশ যদি হয় প্রয়োজন—
বল,
কি শক্তি করিব আয়োজন ? তিষ্ঠ ক্ষণ
কাল—আমি ফিরে আসি—পায়ে ধরি পিতা !
যেওনা কোথাও—হাতে ধরি হে সারণ !
যেওনা কোথাও। (প্রস্থান)

সারণ। একি হেরি গুরুদেব ?

গুরু। আমিও অজ্ঞান—শুনেছ কি রণবিদ্যা
শিখিতেছে ?

সারণ। বনে বনে ঘুরে তার সনে—
কি বা করে, কি না করে কেমনে জানিব ?—
গুরুদেব ! দেখ—দেখ !

গুরু। কক্ষে ঝোলে অসি—
এলোকেশী চারুকরে ধরে শরাসন,
চপলালাঞ্ছিত গতি—তুই কি আমার
বীণা—বীণে ! তুই কি আমার সেই কুল-
সোহাগিনী?—আয় মা—আয় মা কাছে আয়।

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। রণাঙ্গনে কেমন সে প্রাণে—কেমন সে
শক্তি প্রদর্শনে—বল পিতা ? কেমন সে
সমর কৌশলে, পিতৃ শত্রু দলে দলে
যায় যমালয় ?—হের দূরে অশ্বত্থের
ফল—হের বহুদূরে আমি—হের এই
শরের সন্ধান (শরসন্ধান) হের, মধ্য-বিদ্ধফল
পড়ে ভূমিতলে—বল, দুরাত্মা যবন
আকারে কি অশ্বত্থের ফলের সমান,
কিংবা আর' ক্ষুদ্র গুরুদেব ?—তবু হের
আলোকে আঁধার ছায়া। র'বে কত
দূরে ?—যদি ধরণী সীমায় রয়,—তব
আশীর্ব্বাদে, ভবানী কৃপায়, মহাত্মার
মহতী শিক্ষায় সেথা যাবে শর—সেথা
পাপাত্মার হৃদয়ের শোণিত চুম্বনে
শান্তি করিবে সে পিপাসার। বাহুবল
দেখিবারে অভিলাষ ? হের গুরুদেব !
(শাখাচ্ছেদন)
পাদপের বাহু হ'তে বাহুকি কঠিন
যবনের ? আদেশ কে রাখে ধ'রে পিতা !
তোমার দুহিতা—ক্ষত্ররাজ কেশরীর
মন্ত্রদাতা প্রতিষ্ঠিত করেছে এ প্রাণ—
বাধা দিবে তুমি ?—অসম্পূর্ণ শিক্ষা আছে
তাই আসি নাই।—যাই, আসিল সময় ;
আরতির করি গিয়া আয়োজন। (প্রস্থান)

ারণ। ভেবে
আর কিবা হবে ? চল গুরো ! সন্ধ্যা বয়ে
যায়।
রু। চিন্তা ?—রে সারণ ! চিন্তা করিবারে
যাই, চিন্তা নাহি আসে।

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীতীরস্থ কানন।

তারা।

তারা। বিস্তীর্ণ মরুভূমাঝে সুরম্য কানন
মত, শান্তি ! দুঃখের রাজত্বকেন্দ্রে তব
অবস্থান। যে তোমা খুঁজিতে চায়, আগে
মরে সে তৃষ্ণায়। আর তোমা খুঁজিব না—
ভবানীর কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে, আর
শান্তি ভিক্ষা করিব না। এই কি আমার
পরিণাম ? এত ক'রে প্রাণ ধ'রে ধ'রে,
এত ক'রে বেঁধে তারে সাধনা শৃঙ্খলে
শেষে ছিঁড়ে গেল' ?—শেষে সব গেনু ভুলে ?
পিতা মোর কর দুটী ধ'রে, যে সময়
সঁপে দিল পৃথ্বীরাজ করে, হেন শক্তি
নাহি ছিল কথা কই—কর আকর্ষণে
বলি পিতা ! কারে দাও ? তারায় লইবে
পিতা সেই মহাজন, দেবতার বলে
দুরাত্মা যবনকুল করিয়া নির্ম্মূল
যে তোমারে দিবে সিংহাসন।—কথা নাহি
এল' মুখে ! এখন' কাঁপিছে হৃদি স্থল—
তবে কি হৃদয় তারে চায় ? ভালবাসি !
ছি ছি ছি ছি ! মৃত্যু কেন হ'লনা তখন ?
মাটী খেয়ে কেন দেখেছিনু সে বদন—
এমন রমণী কোন্ জন, সেবদন
ক'রে নিরীক্ষণ, ছবি তার হৃদয়ের
নিভৃত গুহায় নাহি রাখে লুকাইয়া।—
ছি ছি ছি ছি ! মৃত্যু কেন হ'লনা আমার ?
মহত্ত্বের অবতার জনক আমার,
মা আমার মূর্ত্তিমতী দয়া, মূর্ত্তিমতী
সরলতা প্রাণের ভগিনী। এ সকলে
ভাসাইয়ে অকূল পাথারে, রাণী হ'তে
যাব ? যদি নারী পক্ষে বেদের বচন
স্বামী আজ্ঞা হয় মোর পরে—'তারা—তারা !
থাক ঘরে ; যেতে নাহি দিব রণাঙ্গনে" ?
প্রার্থনা যদ্যপি নাহি পূরে—যদি পেয়ে
মোরে তুদাজয়ে নাহি রয় অভিলাষ ?
আত্মসুখে পিতৃসুখ দিব জলাঞ্জলি ?
হবে না—হবে না কভু। কি হবে—কি হবে ?
কর দিছি, কর লব ফিরাইয়া—তা'তে
কি হবে ? নরক ? সেও ভাল—হই হব
নিরয়গামিনী—তবু ছাড়িব না পিতা,
ছাড়িব না মাতা, ছাড়িব না—ছাড়িব না
প্রাণের ভগিনী।

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

একি—একি !—যুবরাজ !
হৃদয়। হৃদয় !—কি করিস্, কি করিস্
দুর্ব্বল হৃদয় ?—যাই, অন্তরালে যাই।

(অন্তরালে গমন)

পৃথি। স্বপনে দর্শন মোর, স্বপনে স্পর্শন।
নিশ্চয়—নিশ্চয় তাই। স্বপন সুধার
জলে কল্পনা মন্থনে, ক্ষুদ্র এক বিম্ব
ভেসেছিল ; স্বর্গছবি ছিল তার পরে—
সে বিম্ব কোথায় ? দেখা মাত্র গিয়াছে সে
মিলাইয়া।—স্থির হও, স্থির হও প্রাণ !
শত শত রণে, শত শত মহাবীর
সনে যুঝিয়াছ, কাঁপি নাই ডরে ; এবে
কেনহে কেনহে এত ঘাত প্রতিঘাত ?
ছায়া হেরে কেনহে অস্থির ?—কি সুন্দর !—
ক্ষুদ্র সেই বপু খানি ঢাকা কি সুন্দর

আবরণে। কি সুন্দর বাহুলতা! আর
সেই দুটী জলদ-তোরণ তলে তলে
অপূর্ব্ব কমলমাঝে স্থির—অতিস্থির
ভ্রমর যুগল! বিশ্বচিত্রে কোন্ স্থানে
তুলনা খুঁজিব তার?—কল্পনা গঠিতে
নাহি জানে। তারা—তারা!
কথা কও—দেবি!
সে দুটী বিম্বোষ্ঠে ঢাকা অমিয় ভাণ্ডার
খুলে দাও। জড়াইয়া প্রাণে প্রাণে, বল
স্বপ্ন নয়—ফণিনীর পাকে জড়াইয়া
সজীব করলো তারে প্রত্যেক পীড়নে।
তারা। আরত লুকাতে নারি—এযে ধরা
পড়ি (অগ্রসর হইয়া)
কোথা হ'তে যুবরাজ?
পৃথ্বী। তারা! তারা! তারা!
তারা। কি আদেশ যুবরাজ?
পৃথ্বী। দেবি! আসিয়াছি
তব অন্বেষণে।
তারা। দেব! দাসী বিদ্যমান,
আদেশ করুন তারে।
পৃথ্বী। দাসী তুমি তারা?
তারা। অতিথি যে নারায়ণ; দাসী হব তার
এত সৌভাগ্য আমার।
পৃথ্বী। দেবি! বিজন কাননে
আতিথ্য গ্রহণে যাহা লভিয়াছি আজ,
স্বপ্নে ভাবি নাই তাহা স্বর্ণ ভবন
বুকে ধরে। সমরে বিজয়ী হয়ে দেবী,
একেলা যখন ফুল্লমনে বসি ফুল্ল
তারকার তলে, ওই শশধরে, ওই
তারাদলে হেরিতাম সতৃষ্ণ নয়নে।
একা পেয়ে মোরে, সুখ ভাগ ল'তে তা'রা
আসিত সুন্দরি! (করধারণ) হিংসা
হ'ত—মনে হ'ত
ছুটে যাই; রাজ্যে রাজ্যে ঘুরি', বনে বনে
ফিরি', খুঁজে দেখি কোথা আছে সে আমার—
কাতরা সে বিরহিণী মম অদর্শনে;—
সজল নয়নে তার নিজ আঁখি ক'রে
সমর্পণ, হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া,
বিরহ মলিন মুখ চুম্বনের ছলে
যুদ্ধজয়ে সুখ যত ঢেলে দিয়ে আসি।
অজয় শুনায় কমলায়।—ভাবিতাম
হে বিধাতঃ! আমার কমলা কবে হবে?—
একি শূরতান-সুতে! চক্ষে কেন জল?
তারা। যুবরাজ! ছেড়ে দাও তারকার কর;
এ পাপিনী বেচিবে প্রণয়।
পৃথ্বী। (হাত ছাড়িয়া) তারা! তারা!
তবে কি অপাত্রে দান করেছেন রাজা?
তবে তুমি আমার কি নও?
তারা। যুবরাজ।
পিতার এ কষ্ট দেখে করেছিনু পণ,
পিতারে রাখিবে যেই জন, প্রাণ দিব
তারে। পিতার সে রম্য হর্ম্ম্যশিরে পাপ
যবনের অধিষ্ঠান—পিতা মনস্তাপে,
অনাহারে প্রপীড়িত যৌবজরাভারে।
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী রাজরাণী অর্দ্ধমৃতা—
সতী নয়নের সেই এক ধ্রুব তারা—
হৃদিদেবতার সে বদন, অল্পে অল্পে
অন্ধকারে ঘেরিতেছে হেরি অর্দ্ধমৃতা!
অন্তরাল অশ্রুজলে কমল পলাশ
দুটী বিবর্ণ তাহার!—বিশ্বজয়ী বীর!
প্রতিজ্ঞার পথচারী চিতোরের রবি!
হীন বুদ্ধি নারী আমি, যাচি উপদেশ—
ব'লে দাও কি আছে উপায়?
পৃথ্বী। (স্বগত) হতভাগা!
কোথা এলি? মরুভূমে প্রচণ্ড তৃষ্ণায়
কি দেখে উন্মত্ত হয়ে কোথা এলি? একি

প্রতপ্ত বালুকা তাপে ক্ষিপ্ত সমীরণে
সরসী লহরী লীলা? একি মরীচিকা?
নিশ্বাসে হৃদয় পুড়ে—মায়া সরসীর
তরঙ্গের জলন্ত সীকরে দেহ পুড়ে
হ'ল ভস্মরাশি।—তারা—তারা!

তারা। কি আদেশ
যুবরাজ?

পৃথ্বী। সেই—সেই স্থির দুনয়ন।
শশীকরে প্রতিভাত তারকাযুগলে
মর্ম্ম পরশিয়া বলে ভ্রান্ত? মত্ততায়
আমারে না পায়—কেন কার্য্য শেষ রেখে
মতিচ্ছন্ন হইল আমার—যবনের
গ্রাস হ'তে তুদারাজ্য না ক'রে উদ্ধার
বনে কেন আসিলাম?—যাই চলে যাই।

তারা। যুবরাজ!

পৃথ্বী। (স্বগত) উন্মত্ত হৃদয় হও স্থির।—
(প্রকাশ্যে) আসি আমি ক্ষত্রিয়-নন্দিনি!—
বহুদূর
হয়েছিনু আগুয়ান—মহান্ রাজার
দানে শশীকলা কর পরশনে,—দেবি!
বহুদূর হয়েছিনু আগুয়ান। স্বপ্নে
ভাবি নাই, হস্তমাত্র ব্যবধানে আছে
যেই কামনার ফল, তাহারে ধরিতে
শতক্রোশ যাব পিছাইয়া। সুখে থাক—
কামনা পূরণে হও সুখী বরাননে।

তারা। (কর ধরিয়া) যুবরাজ! পণ ভঙ্গ
হবে? বল
বীরশিরোমণি!—ক্ষত্রিয় দুহিতা আমি—বল
পণ ভঙ্গে হইব কি নিরয়গামিনী?

পৃথ্বী। বড়ই সুন্দর তুমি!—নিঠুরে নিঠুরে!
কারে বেচিবারে চাও? দাও—ব'লে দাও,
কত তুদারাজ্য হয় তুলনা তোমার?
একবার বল—তারা! এক বার বল
ভালবাসি। সমগ্র ধরায় যাই—তারা
সমগ্র ভুবনে তব চরণে লোটাই।—
অমর করিবে মোরে—দেবি! ও নয়নে
একবার কৃপাবিলোকন, বজ্রসম
করিবে কঠিন কায়।

তারা। (করজোড়ে) ক্ষম যুবরাজ!—
ভালবাসা রেখেছি যতনে—দিব সেই
মহাজনে, পিতৃরাজ্য যে দিবে উদ্ধারি।

পৃথ্বী। (স্বগত) মৃত্যুবাণ বনে ছিলি! সহস্র ব্রহ্মাস্ত্র-
মুখে বুক দিয়া, কোথা দিতে এনু প্রাণ?
বিংশতি যোজন পথে শান্তি তপোবনে
নবনীত স্তম্ভ মধ্যে মোর তরে ছিলি
তুই!—আয় প্রমত্ততা! আকাশ ভাঙিয়ে
পড়্ শিরে।

[প্রস্থান]

তারা। যাবে?—তবে যাও যুবরাজ!—
মা—শঙ্করি! সঙ্গে যাও—মাগো রক্ষাকালি!
অক্ষয় কবচ হও—দৈত্যনিসূদিনি!
মহিষ-মর্দ্দন বল দাও বাহুযুগে।—
শশধর! যেই করে নলিনী পুড়িয়া
মরে—বৃন্তচ্যুতা হয় সূর্য্যমণি, বেছে
হান সেই কর বুকে—হৃদয় পুড়িয়া
হ'ক ক্ষার।

(কমলার প্রবেশ।)

কমলা। সর্ব্বনাশি! করিলি কি?

তারা। সখি!
তীব্র বাক্যে অতিথি করেছি দূর।—সখি!
এপাপ হৃদয় ভিক্ষা চায়—পাইল না—
উন্মত্ত চলিয়া গেল—ফিরে দেখিল না—
(কর ধরিয়া) কমলে!—কমলে!
বল মোরে—অনুমতি
এখনি পালিব—বল মোরে—
ফিরা'ব কি তারে?

কমলা। কেন ? কথা শুনে যদি চ'লে যায়,
হ'ক না সে বিশ্বরাজ্যেশ্বর—পণ যদি
নাহি রয়, কেন তারে দিবিলো হৃদয় ?
আমি হৃদয়ের রাজা, ছার বিশ্ব তার
তুলনায়—হৃদয় যাহার নিজ করে—
ছার ধরণীর কথা—রবি শশী তার
সেবা করে।

তারা। বল্ সখি !—বল্ ; গুরুবাক্য
কর্ণে আমি দিই নাই স্থান, করিয়াছি
তোর অপমান, ভাই—যার করুণায়
এ জীবন-স্থিতি মোর—নয়ন মুছিয়া
গেছে ফিরে।—প্রতিজ্ঞার দাসী আমি—পণ
রাখিবে যে জন, তার ক্রীতদাসী আমি—
আগে ভাগে আত্মদানে হব দ্বিচারিণী ?

কমলা। বৈকুণ্ঠ দানেও নয়—

তারা। কমলা আসন
দানে নয়।—কি বলিব ? আপনি ঈশ্বর
যদি আসে, তারে দিব খেদাইয়ে।—সখি !
অনলে দিয়েছি ঝাঁপ—ভস্মরাশি হ'ব—
কেন—কেন পূর্ব্বে উঠে হব অর্দ্ধদগ্ধা
বিকৃতা রাক্ষসী ?—সখি ! আমি একা যাব—
পিতৃরাজ্য নিজে আমি করিব উদ্ধার

কমলা। (স্বগত) বুঝিয়াছি—যেরূপ
নেহারি নারি মত্ত
তুই।—চল্ ঘরে চল্।—

তারা। আপনার হব
অধীশ্বরী—তারপর ? সখি ! তারপর ?—
বড় সাধে এসেছিল ;—আশায় উন্মত্ত
হয়ে কত কথা বলেছিল। অপমানে—
বড় অভিমানে গেছে—আর কি আসিবে ?

কমলা। পাগলিনি। একা কেন এলি ?—
চল্ চল্—
এখন উপায় ভগবান্। [প্রস্থান।

(বীণা ও সঙ্গরাজের প্রবেশ)

বীণা। ওই যায়
তোমার সোদর। হের, দূরে—বহুদূরে
আঁধারে পশিল পৃথ্বীরাজ।

সঙ্গ। দেখ—দেখ
বীণে। চিবুক ধারণে, হোথা কে কি বলে
কারে!

বীণা। কোথা ?

সঙ্গ। ওইযে অজয় তীরে।

বীণা। ওই ?—
ওযে সখী—প্রাণের ভগিনী সনে কথা
কয়।

সঙ্গ। আহা ! কি সুন্দর মুরতি যুগল !

বীণা। চাঁদের কিরণমাখা, আধেক আঁধারে
ঢাকা, যুগ্মরূপ এমন কি আর কোথা
দেখেছ কুমার ? সত্য বল—এমন কি
আর কোথা' পড়েছে নয়নে ?

সঙ্গ। আমার কি
চক্ষু আছে বীণা ? যতক্ষণ থাক কাছে
সকলি সুন্দর লাগে। তব অদর্শনে
শশাঙ্কে কালিমা হেরি। সৌন্দর্য্যের রাণি !
তুমি যেথা সে রাজত্বে সকলি সুন্দর।
সেথা, প্রস্তরে অমৃত ঝরে—সেথা, নিম্বে
ফলে সহকার ফল ; মন্দার কুসুম
সেথা শিমুলের শিরে।—

বীণা। তারা চলে যাবে—
উপদেশ লয়ে তারা যাবে রণস্থলে।

সঙ্গ। তূণ, বাণ, শরাসন, অসি, বর্ম্মসাজ—
তোমার'ত সব আছে বীণে ! যেই হবে
প্রয়োজন, মুহূর্ত্ত ভিতরে মনোমত
সাজা'ব তোমায়।—কিন্তু এক কথা—

বীণা। কি কি—
কি কথা সে যুবরাজ ?

সঙ্গ। এলাইয়ে রেখে
দেছ বেণী—কেন বীণে?
বীণা। ভুলে যাই।
সঙ্গ। কবে নিত্য ভুলে যাবে বীণা?
বীণা। এক কথা—
কি কথা সে যুবরাজ?
সঙ্গ। না—না—বলিব না।
বীণা। বলিবে না—তবে চলে যাই!—
সঙ্গ। বলি তবে?
যেই তুমি পিতৃরাজ্য করিবে উদ্ধার,
হবে তুমি কার?—মুকুতার পাঁতি সুধু
দেখিতে না চাই—বল, হবে তুমি কার?
বীণা। এই কথা?—এই কথা? নিত্য নিত্য ওই
কথা কও; নিত্য আমি বলিতে না চাই!
সঙ্গ। আজ শুনি, আর কভু সুধাব না বীণে!
বীণা। অসি, বর্ম্ম, বাণ যার—অস্ত্রশিক্ষা যার,
বীণা হবে তার।
সঙ্গ। যদি সে ভিখারী হয়?
বীণা। বীণা হবে ভিখারিণী।
সঙ্গ। সে যদি রাজত্ব পায়?
বীণা। বীণা হবে রাণী।
সঙ্গ। সে যদি দুর্ব্বল,
ভীরু, হয় কাপুরুষ?
বীণা। বীণা মরে যাবে!
সঙ্গ। না বীণা! না বীণা! মাতঙ্গের মুখে যাব,
অনলে পশিব, সৈন্য সিন্ধুনীরে দিব
ঝাঁপ। রাজা হব, রাজরাণি! ভিক্ষা মেগে
খাব ভিখারিণি!—সে সাহসে করিলাম
চিবুক ধারণ—সে সাহসে করিলাম
বদন চুম্বন।—বড় সাধ মনে, (কেশস্পর্শ) এই
স্থির কাদম্বিনী কোলে, হাসিতে দেখিতে
(চিবুক ধারণ) এই স্থির চপলায়!—চল
ফিরে যাই।
বীণা। তুমি যাও নিজস্থান—আমি যাই—দেখি
কোথা গেল ভগিনী আমার।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

(সারণ আসীন)

সারণ। ভাবিতাম এ তারকা কার কপালের
ধ্রুবতারা—ভাবিতাম জননী আমার
কার ঘর করিবেন আলো।—ভাবিতাম—
ভাবিয়ে শুকা'য়ে যেতো দেহ দিনে দিনে।
প্রভু বিনা এসংসার শূন্য অন্ধকার;
তারা মোর সে আঁধারে তারকার আলো—
পথভ্রান্তে পথ সে দেখায়। এ তারকা
লোভে তারে ছেড়ে যাই, কিংবা তারে ধ'রে
তারকা হারাই—কি করিব কোথা যাব—
ভেবে ভেবে কত কথা বলেছি তোমায়
বিধে! কেঁদে কত নিশি গিয়াছে আমার?
ভিক্ষা মোর করেছ পুরণ!—কি আনন্দ
প্রজাপতে!—অঘটন সংঘটন!—কত
রাজা কুমারীরতন করে, কৃতাঞ্জলি
আসিবে করিতে দান যেই মহাত্মায়,
সে আজ আবদ্ধ বনবিহঙ্গী মায়ায়!
বাপ্পারাও কুললক্ষ্মী আরণ্য ললনা!—
যেদিন দেখেছি আমি বীণা সঙ্গরাজে
একঠাঁই, সেইদিন বুঝিয়াছি, যেথা
বীণা, সেথা সঙ্গরাজ—সুখ নাহি হ'ত—
দেখে দ্বিগুণ জ্বলিয়া যেত প্রাণ—তারা!
তোর তরে।—এত সুখ ছিলরে আমার!
তোরে কি দেখিব তারা চিতোরের রাণী?
(কমলার প্রবেশ)
কমলা। একা ব'সে কি ভাবিছ বাছা?

সারণ। চিতোরের
ভালে, কবে মা উদিবে তারা?
কমলা। সে সময়
আসেনি সারণ!
সারণ। কেন—কেন মা আমার?
কমলা। সখী মোর ক'রেছিল পণ, বাহুবলে
লীলার্থ'য় জিনিবে যে জন, তার গলে
দিবে বরমালা। সখী মোর নিজে যার
ধন—বাছা! তিনি তায় কুমারের করে
পাত্র হেরে করেন অর্পণ; কিন্তু বাছা
তারার নিজের যে রতন—মহাপ্রাণ
রমণীর মহোচ্চ হৃদয়, তার পণ
না রাখিলে কেন দিবে পৃথ্বীরাজ করে?
পণে যেবা না জিনিবে তায়, তারে তারা
করিবে না আত্মসমর্পণ।
সারণ। বল নাই
কেন যুবরাজে?
কমলা। শুনেছেন যুবরাজ—
তারা নিজে বলিয়াছে তায়।
সারণ। তারপর?
কমলা। তারপর নিশিযোগে অদৃশ্য কুমার।
সারণ। (উঠিয়া) অদৃশ্য কুমার? অনুচরে লুকাইয়ে
অদৃশ্য কুমার?—কুমারীর পণ কথা
শুনি আজ প্রাণভয়ে অদৃশ্য কুমার?
কমলে!—বল মা! মিছে কথা।
কমলা। মিথ্যা নয়—
কুমার গেছেন চ'লে একথা নিশ্চয়—
কিন্তু কেন গিয়াছেন চ'লে, কাহারেও
নাহি ব'লে—গুপ্তভাবে গভীর নিশায়
সহসা যে তার হ'ল অন্তর্দ্ধান,
কিছু তার না জানি সারণ! তারা তব
কিছু নাহি জানে, গুরু তব কিছু নাহি
জানে।

সারণ। ওমা! কথামাত্র আসে তব তারা—
ভাল ক'রে সুধাও জননি!—কাপুরুষ
পৃথ্বীরাজ?—কমলে—মা! এ কি কথা শুনি?
বিপন্নে সঙ্কট হ'তে তারিবার ভয়ে
পলাইল বীরশিরোমণি!

(তারার প্রবেশ)

তারা। বাছা—বাছা!
আছে মম ভিক্ষা তব পাশ।
সারণ। একি কথা
মা আমার?—কি কুক্ষণে পোহাল রজনী?
ভিক্ষু পাশে ভিক্ষা চায় সর্ব্বেশ্বরী রাণী!
একি কথা মা আমার?
তারা। ভিক্ষা—ভিক্ষা বাছা!
ভিক্ষা চাই তোমার সদনে—গুরুপাশে
যাও, পায়ে ধ'রে অস্ত্র ভিক্ষা চাও—যাও,
শীঘ্র যাও—ভিখারিণী ভিক্ষালব্ধ ধন
ভিক্ষা চায়। যাও—শীঘ্র যাও—এনে দাও।
কমলা। ওকি কথা তারা—পাগলিনী মত
কি কথা বলিলি সহচরি?
সারণ। সত্য তারা!
কেন মা ব্যাকুলা?
তারা। যদি মোর ভাল চাও,
শীঘ্র যাও—যদি সাধ থাকে পুনরায়
দেখিতে তারাকে—শীঘ্র যাও।

[সারণের প্রস্থান।

কমলা। বল্ বল্
ব্যাপার কি সই! মাথা খাস্ বল্ বল্
কি হয়েছে তারা?—সই! এই যে দেখিনু
এনু তোরে সাজি হাতে কুসুম তুলিতে।—
এরি মাঝে কি বিপদে পড়িলি স্বজনি?
কেন লো কেন লো বল্ এ কর-কমল
ফুল ফেলে ল'তে চায় তীক্ষ্ণ তরবার?
পূজ্যপাদ সুরতান ভগ্ন পর্ণশালে

পড়েছে কি পাপিষ্ঠ তস্কর? প্রতিবেশী
বিপন্ন কি প্রাণ সহচরি? কুমার কি
বিপদের করে? বল্ ভাই কি হয়েছে
তোর।

তারা। কি বলিব সখি! এই পত্র কর পাঠ।

কমলা। পত্র? কার পত্র? তুই কোথা পেলি?

তারা। যেথা পাই—যার—হ'ক, পাঠ কর সখি।

কমলা। (পত্র পাঠ) অজয়! নিয়তির আকর্ষণে সকলের অজ্ঞাতে চলিয়া আসিয়াছি। শুভদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ লইয়া যত শীঘ্র পার চলিয়া আইস। তোমার অপেক্ষায় রহিলাম। বিলম্বে হইলে তোমার সাহায্যও প্রয়োজন হইবে না, স্থির জানিও। মহরমের দিনই আমার মন্ত্রোদ্ধারের দিন। যে দিন ধর্ম্মোন্মাদ মুসলমান কেশরীবিক্রমে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করে, সেই দিনে তুদারাজ্য আক্রমণ করিব মনস্থ করিয়াছি। অপেক্ষায় রহিলাম—আরাবলীর সেই গুহামধ্যে অনাহারে তোমার অপেক্ষায় রহিলাম। তুমি না আসিলে উপবাস ঘুচিবে না। একবার তোমার অনুরোধে তুদারাজ্যজয়ে বিরত হইয়াছিলাম—এবারেও যেন তোমার জন্য কার্য্যহানি না হয়।—কাহাকেও পত্র দেখাইও না। নররূপে তুমি নারায়ণ পৃথ্বীরাজ!

ভিন্নপথে যাবে ভেবেছিনু;—ও মহত্ত্বে
করেছি সংশয়;—হৃদিবিদারক কথা
শুনি', অপমানে আর না রাখিবে মনে
অভাগা রাজায়—ভেবেছিনু। বুঝিয়াছি
রাহুগ্রাসভয়ে শশী পথ নাহি ছাড়ে,
তাই মাঝে মাঝে রাহুগ্রাসে পড়ে। জয়
হ'ক কুমার তোমার—ভুবনের পতি
হও—ভাস্করপ্রতাপে শাস' ধরা!—সখি!
তবে তুমি যাবে?

তারা। কি করিব বল সই?

কমলা। যাও সখি!—অনিচ্ছায় হৃদয় তরঙ্গে
রোধি', রও যদি ঘরে, মরমে বিঁধিবে
শতবাণ।

তারা। কমলে তোমার গুণে যে না
মুগ্ধ হয়, বিধি তার সৃজনের কালে
হৃদয় গঠিতে ভুলে গেছে।—প্রাণসখি!—
শৈশব সহচরী কমলা আমার!—
অভাগিনী তারকার আঁধার জীবনে
সুখ সঙ্গে তমোহরা দীপ-স্বরূপিনি!
তোমায় কাঁদায়ে যেতে নারি—অনুমতি
দাও প্রাণসই।

কমলা। প্রাণসনে ভাসাইবি
প্রাণ—সই! যে শুনিবে ধন্যবাদ দিবে;—
গুরুপাশে ভিক্ষা কেন তারা? পরে কেন
দিলি পাঠাইয়ে?

তারা। যখনই তাঁর কাছে
যাই, শুনি উপযুক্ত নয় এ সময়।
তাঁর মতে যদি ভাই না আসে সময়?

(সারণ ও গুরুদেবের প্রবেশ।)

গুরু। ওমা তারা একি তোর রীতি? তো' সবায়
করি' কোলে, মায়াত্যাগী মায়ার কবলে।
শূন্য গৃহে গৃহী আমি তোদের লইয়ে—
মাগো! শেষে তোদের কি এই আচরণ?

কমলা। পাছে তুমি বল অসময়—পাছে তুমি
রাখ তারে ধ'রে, এই ভয়ে যায় নাই
তারা। বাবা! এমন সময় কবে হ'বে,
যবে সখী তোমার শিক্ষার মহাফল
জগতে দেখা'বে?

তারা। শ্রীচরণে ভিক্ষা মাগি,
অপরাধ ক্ষম তনয়ার। দাও তাত
অনুমতি, যাই রণস্থলে।

কমলা। পায়ে ধরি
দাও বাবা অনুমতি তোমার তারায়।
সারণ। আমিও চরণে ধরি—আমিও মিনতি
করি, গুরো! অনুমতি দাও তারকার।
কল্লোলিনী চলে এক মনে, মিলিবারে
জলধির সনে—মহাপ্রেমে মহাপ্রাণে
হয় সম্মিলন—দেব! বাধা দিতে গেলে
চলে যাবে মহা বাধা মহা বলে ঠেলে।
গুরু। দিলাম অনুমতি। যা মা তারা
রণে। রাখিবার আর শক্তি নাই।—শিব-
শক্তি কর্ সমন্বয়—পৃথ্বীরাজ সনে
সম্মিলনে ভারতে মা দিগে যা অভয়।
কমলা। যাও, যাও—লীলার্থীর দর্প খর্ব্ব করি
অক্ষত শরীরে এস ফিরে;—এস ফিরে
বীর সহচরী;—স্বামীসনে মহারণে
আন ধ'রে রণকমলায়। যাও সখি!—
হও সখি মর্ত্তের ঈশানী; পূর্ণশশীকলা!
চিরদিন রাখ তুমি রবিকরে ধ'রে।
সারণ। আনন্দ ধরে না প্রাণে—গড়াইল
পায়' সর্ব্ব অঙ্গে, হাতে মুখে, চোখে ছুটে
যায়। আজি প্রাণ খুলে নাচিবে সারণ।
দেখিবে সে রণসাজে কুসুমকুমারী;
পুড়িতে যবনকুল তারকার তেজে,
আকুলিত হ'তে সিন্ধু সুধাংশু কিরণে।
গুরু। নিজ হাতে সাজাইব তারকার তনু—
নিজ হাতে খুলে লব ফুল অলঙ্কার;
সাজাইব, যেখানে যা শোভা পায়
সেই প্রহরণে।
সারণ। বিলম্ব কিসের আর তারা?
তারা। দেখ' বাবা! পিতা মাতা রহিল আমার—
আশীর্ব্বাদ লয়ে আসি—কিন্তু অদর্শনে,
দেখ' যেন আঘাত না পায় দুটি প্রাণ।
গুরু। সে ভাবনা নাই মা তোমার!
তারা। প্রাণ সই!
বৃদ্ধরাজা রাণী দিনু করে—তব শিরে
সান্ত্বনার ভার।
কমলা। (স্বগত) যদি বিচ্ছেদ তোমার
না করে দংশন হৃদি কাল-ফণী সম—
যদি সখি রয় জ্ঞান, না যায় পরাণ—
তারা। নিরুত্তর কেন সই?
কমলা। যতনে সেবিব—
র'ব পাশে সদা সর্ব্বক্ষণ;—কিন্তু ভাই।
হ্রদনদী সুশোভিত ধরণীর কোলে
চাতকে কি সুখ পায়—যদি ভাগ্যে তার
না ঘটেলো জলদের জল?
গুরু। আর কেন—
ভবানী মন্দিরে যাও, যাত্রা ক'রে ব'সে
রও—আমি লয়ে আসি রাজা ও রাণীরে।
তারা। দেখ' তাত! দেখ' সই! ভুলেও জানে না
যেন বীণা—ভুলাইয়ে রেখ' বালিকায়।
গুরু। তাই হবে। (গুরুদেব ব্যতীত
সকলের প্রস্থান)
ভুলাইতে কারে যাব তারা!—
এক ঝটিকার বেগ না হ'তে দমন
আবার ঝটিকা আসে।—একবেগে
বুক দিতে এই ভাঙ্গা ঘরে কত স্তম্ভ
করেছি যোজনা—কিন্তু স্তম্ভের নড়েছে
মূল; বীণা! তোর বেগ সহিব কেমনে?—
আরে—আরে! কোথা ছিলি?
(বীণার প্রবেশ)
বীণা। অনুমতি দাও—
আমারেও অনুমতি দাও।
গুরু। তুই ছিলি কোথায়?—কিছু
দেখিছিস্ নাকি?
বীণা। সে যেখানেই থাকি না কেন—এখন
যা চাইলেম তাই দাও।

গুরু। কি চাইলি?

বীণা। সে যা চাই—এখন দেবে কি না দেবে তাই বল?

গুরু। আমি দেব্‌'না।

বীণা। তবে দিদিকে দিলে কেন?

গুরু। সে আমার ইচ্ছা।

বীণা। তবে আমাকে দাও।

গুরু। আমি দেব'না।

বীণা। আমি যদি নিতে পারি?

গুরু। কি করে—জোর?

বীণা। হাঁ জোর;—তোমার পথ রুদ্ধ কর্‌'ব, তোমার ব্রত ভঙ্গ কর্‌'ব—তোমার ঈশ্বর আরাধনার সময় উত্তীর্ণ ক'রে দেব—যতক্ষণ না অনুমতি পাব, ততক্ষণ এক পাও নড়তে দেব না।

গুরু। বলিস্‌ কি পাগ্‌লি!—তোর এত জোর হয়েচে?

বীণা। নাহ'লে কি গুরুর কাছে মিছে কথা কইছি?

গুরু। এত জোর কোত্থেকে হ'ল?

বীণা। তা সে যেখান থেকে হ'ক না কেন—সে কথায় তোমার কাজ কি?

গুরু। কেউ তোর সহায় আছে বুঝি?

বীণা। আমার ভগবান সহায় আছে।

গুরু। ডাক তোর ভগবানকে।

বীণা। ডাক্‌ব, ডাক্‌ব?

গুরু। ডাক্‌—তোর ভগবানকে না দেখলে আমি অনুমতি দিচ্চি না।

বীণা। ডাক্‌ব—ডাক্‌ব?

গুরু। ডাক্‌ না—কোথায় আছে?

বীণা। এই খানেই আছে।

গুরু। শীগ্‌গির ডাক্‌।

বীণা। সত্য বল্‌চ বাবা!—রহস্য কর্‌চ না? ডাক্‌ব?

গুরু। তুই কি আমার রহস্য করবার পাত্রী নাকি?

বীণা। বাবা! তারে দেখ্‌লে মন্ত্র ভুলে যাবে।—তার কথা শুনলে সঙ্গীত আর শুনতে চাইবে না। বাবা! সে তোমার কাছে এলে ভবানীর কাছও আর তোমার ভাল লাগবে না।—তারে ডাক্‌ব?

গুরু। শিগ্‌গির ডাক্‌।

বীণা। পিতার নিষ্ঠুর করে যায় তনয়ার প্রাণ।
—এস ভগবান্‌!

গুরু। আরে! করিস্‌ কি পাগলি? লোকে শুনলে সত্যি মনে ক'রে এখনই আমার মাথা ফাটিয়ে ফেল্‌বে।

বীণা। তবে আর এক রকমে বলি—
কে আছ কোথায়? এস ছুটে—পিতৃকরে
রাখ তনয়ায়।—

গুরু। আবার?

বীণা। আচ্ছা আর এক রকমে ডাকি—
আবদ্ধ হয়েছি আমি—এস ত্রিলোকের
স্বামী, কর বন্ধন মোচন বালিকার।
বাঁধি হাতে পায়ে গলে, বক্ষে দিয়ে শীলে,
অজয়ের জলে দিবে ডুবা'য়ে আমায়—
এস এস, রাখ তারে ধ'রে।

(সঙ্গরাজের প্রবেশ।)

সঙ্গ। কে তোমারে
দেয় বাধা ক্ষত্রিয়নন্দিনি?—দেখাইয়া
দাও; তাহারে ধরিব বলে—কুলকুল
রঙ্গস্থলে নিশিগন্ধা, মাধবী, পারুল,
চামেলী, গোলাপ, বেলা, যূথিকা, বকুল—
সবে মিলি হাসিমুখে দেখিবে লাঞ্ছনা
তার। কোথা যাও দয়াময়? আগে দোঁহে

অনুমতি দাও—তারপর ইচ্ছা যদি
যাও পলাইয়া। (প্রণাম করণ)

গুরু। (স্বগত) সহোদরে দেখাইয়া
কোথায় লুকায়ে ছিলি অশ্বিনীকুমার ?
যুগ্মরূপে দেরে দেখা—প্রাণের যাতনা
রেখা—দেরে বচন সুধায় মুছে দেব-
কবিরাজ !

বীণা। আমার'ত আছে পৃথ্বীরাজ—
তবে কেন আমিও যাব না বাবা ?

গুরু। বাবা !
বৃদ্ধে কেন ছিলে লুকাইয়া ?—ওমা বীণে!
তোদের কারণে সব তেয়াগিনু—মাগো !
যোগধর্ম্মে দিনু জলাঞ্জলি—তুই কি না
চাতুরি খেলিলি মোর সনে ? দেখালি না
একদিন(ও) তোর ভগবানে।

বীণা। দাস দাসী
নিত্য অপরাধ করে, প্রভু কি সকল
দোষ ধরে ?

গুরু। একান্তই যাবি ? ভেবে দেখ,
সমর প্রাঙ্গণ নয় কুসুম কানন,
তাতারী করক্ষিপ্ত শরবরষণ
কদম্বফুলের নয় কেশর নির্ঝর।

বীণা। একান্তই যাব পিতা—প্রাণের যাতনা
যার, সেকি অস্ত্রে ডরে ? শরবরষণ
তার কুসুম প্রহার। দিদি রণাঙ্গণে
বিঁধিবে শক্ররে বাণে, বক্ষরক্ত দানে
পিতৃরাজ্য লবে সংশোধিয়া, আর আমি
ঘরে রব ? অশ্রুজলে ধুয়ে ধুয়ে রাঙ্গা
পা দুখানি, ব'সে ব'সে মায়েরে জ্বালাব ?
তা' ত পারিব না—মরে যাব সেও ভাল,
তা' ত পারিব না। গুরুদেব ! রণবিদ্যা
শিখেছি যখন, চক্ষুজল অবলার
বল—এ কলঙ্ক রাখিব না।

গুরু। আয় তবে
কাছে আয়—ধর ধর ধর মহাভাগ !
ধরহে প্রাণের প্রাণ করে; হাতে হাতে
করিনু অর্পণ। অশ্রুজলে সিক্ত করি
বনবাসী ভিখারী রাজায়—অতি কষ্টে
তুলেছিল যে দুটী লতায়;—ভিখারীর
সেই দুটী সরবস ধন—তোমাদের
করিনু অর্পণ। কাছে রেখ, সুখে রেখ,
ভুলাইয়া রেখ বালিকায়।—সংগোপনে
আছহে যেমন—সংগোপনে সাজ দোঁহে
দিনু অনুমতি।

পঞ্চম দৃশ্য।

নদীতীরস্থ কানন।

অসিহস্তে কমলা।

কমলা। সকলকে দেখলেম—তোমাকে দেখলেম না কেন প্রভু ? আজ যে তোমাকে দেখবার জন্য প্রাণে আমার বড়ই আবেগ হয়েছে।—কেন তা জানি না—আজ যে তোমায় একবার দেখা চাই—পরচিন্তায় বিভোল অন্তরের সেই কি দেখিতে-কি-দেখা নয়ন একবার না দেখলে যে দাসীর চোখের ঘোর ঘুচে না—সেই কি-বলিতে-কি-বলা বচন না শুনলে যে হৃদয়ের এ জ্বালা নিবারণ হবে না। হৃদয়েশ্বর ! একবার তোমাকে দেখব।—স্বামী আমার সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যস্ত—মহারাজের জন্য উদ্বিগ্নচিত্ত হৃদয়-দেবতা ঘরে থেকেও প্রবাসী; পৃথ্বীরাজের নিকট হ'তে আসা অবধি এক দিনের—একদণ্ডের জন্যও স্থির ন'ন।—একদিনের জন্যও তাঁর পদসেবা করতে পারলেম না—নিরাহার, বিগতনিদ্র স্বামীর আমার চরণ ধুইয়ে দেবারও

অবকাশ পেলেম না। মহারাজ! সিংহাসনে যদি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হও, তবে আমার এ আক্ষেপ ঘুচবে—নাহ'লে এ আক্ষেপ ম'লেও যাবে না।—কার্য্যের অনুরোধে পৃথ্বীরাজ প্রেরিত পত্র আমাকে দেখান নাই—কার্য্যের অনুরোধে আমাকে না ব'লে কি তিনি চলে গেলেন!—যাও প্রভু! যাও—আমি ক্ষুদ্র নারী—আমি তোমার মহাপ্রেমের অন্তরায় হ'তে চাই না। যাও প্রভু! যাও—আমাকে না ব'লে—একবারও না দেখা দিয়ে—কি? কি? একবার মাত্র চরণ দর্শনের অভিলাষিণী, তাতেও বঞ্চিত ক'রে?—মরে যাব—একথা মনে আনলেও মরে যাব। (সহসা চক্ষু মুছিয়া) ছি ছ! এত দেরী ক'রে আসতে হয়? (বীণা ও সঙ্গরাজের প্রবেশ) কর্‌বি যুদ্ধসজ্জা, তা ওগুলো প'রে এসেছিস কেন? ওগুলো গায়ে থাকতে দেখলে আমার গা জ্বালা করে। দাও যুবরাজ! একটী একটী ক'রে ফুল অলঙ্কারগুলি সব খুলে দাও। এক এক দিন বীণাকে ফুল-সাজ পরাতে পরাতে শিউরে উঠতেম। মনে হ'ত, সাজাতে অজ্ঞান হয়ে অধিক ফুলভারে বুঝি বীণাকে প্রপীড়িত করেছি—বুঝি বীণার গায় ব্যথা লেগেছে। বৃন্ত কঠিন ব'লে ফুলকুল-রাণী গোলাপকেই ও গায়ে তুলতে সাহস করিনি। সেদিন কোথায়? বল দেখি যুবরাজ সেদিন কি—আর এদিন কি?

বীণা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেল' না কমলে!

কমলা। শিগ্‌গির সেরে নাও; তা'রা অনেকক্ষণ গেছে।

(সঙ্গরাজ কর্ত্তৃক বীণার সজ্জা)

বীণা। আশীর্ব্বাদ কর ভাই! যেন কামনা সিদ্ধ হয়।

কমলা। তা আর মুখে কি বল্‌ব বীণা?

সঙ্গ। কটীবন্ধ আর একটু এঁটে দেব?

বীণা। দাও।

সঙ্গ। দেখ, লাগলে ব'ল।

বীণা। লাগবে না, তুমি এঁটে দাও।

কমলা। ওটা আর একটু ছোট হ'লে ভাল হ'ত।

সঙ্গ। আর কত ছোট করব?—তবু অর্দ্ধেকের ওপর কেটে ফেলেছি। তোমার সইয়ের যে মাঝা সরু, তা'তে সব না কাটলে আর মানানসই হচ্চে না।

বীণা। এই বারে ঠিক হয়েছে।

সঙ্গ। তরোয়াল দাও। উৎসর্গ করা হয়েচে?

কমলা। না হ'লে কি আর হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছি?

সঙ্গ। তবে যাবার আর বিলম্ব কি?

বীণা। সই তবে আমরা আসি?—ওকি সই!—ওকি ভাই? তুমি কাঁদচ?

কমলা। যুবরাজ! রাজপুত কুলরবি বাপ্পা রাওয়ের বংশে তোমার জন্ম; বীরত্বের লীলাভূমি চিতোর প্রান্তরে তোমার স্ফুরণ। বালিকা জানে না যে সে কি প্রতিজ্ঞা করেছে—পাগলিনী জানে না যে কেমন স্থানে, কি প্রকার জনসমাগমে তারে কি করতে হবে। যুবরাজ! হৃদয়ের এ দারুণ উদ্বেগ (বীণার কর ধরিয়া) তোমার হস্তে নির্ভর করলেম—দে'খ যুবরাজ!—

বীণা। সখি!—জীবন মরণের কথা ছেড়ে দাও।

সঙ্গ। কমলে। বীণার অঙ্গে—

বীণা। (সঙ্গরাজের মুখে হস্ত দিয়া) জীবন মরণের কথা কও ত যাব না। আমার শরীর-রক্ষী হ'তে চাও ত তোমার সঙ্গে যাব না। আমাকেই দেখতে যাবে যদি, তবে

আমার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা কেন করেছিলে কাপুরুষ ?

সঙ্গ। কই, সে কথাত কইনি বীণা !

বীণা। না সেকথা কয়ো না। সখি ! আশীর্ব্বাদ কর, যেন পিতৃরাজ্যের উদ্ধার হয়।

কমলা। তা হবে বীণা !—এ প্রাণেও যদি রাজ্যোদ্ধার না হয়, তা হ'লে জন্মভূমি ! আর মহাপ্রাণ গর্ভে ধ'র না।

বীণা। সখি তুমি বীরপত্নী। তুমি স্বধু আমাকে ছাড়চ না, দিদিকে ছাড়চ না—আমাদের হ'তে কত মূল্যবান আর এক বস্তুকে ছাড়চ। তোমায় আর কি বলব সখি ! ফিরি না ফিরি পদধূলি প্রদান কর ;—এক বার সেই আদরে, যে আদরে আমি বিশ্বপ্রেমকে তুচ্ছ জ্ঞান করি—সেই আদরে আমার মুখচুম্বন কর !

কমলা। আয় দিদি আয় (মুখচুম্বন)—এই আশীর্ব্বাদ-ফুল লও যুবরাজ !—সাবধানে রেখ।

বীণা। আসি তবে—চল যুবরাজ।

(বীণা ও সঙ্গরাজের প্রস্থান।)

কমলা। সত্যসত্যই কি আমি কাঁদচি—সত্যসত্যই কি বক্ষের এই দশ ধারা আমার লোচন-বারি ?

ছি ছি ছি ছি ! ছি লো কমলে ! শঙ্করীর
পদতলে, আত্মহারা হৃদয়ের বলে
তুই না লো করেছিলি পণ, মনসাধে
পরাণ ঢালিয়ে দিবি রাজার কারণ ?
পিঞ্জর ছাড়িয়ে গেল দুটী বিহঙ্গিনী
কম কণ্ঠে মাতাতে ধরায় ;—শুনি নেচে
গায় সমীরণ "দেখ বিশ্ববাসীজন !
পিতৃপ্রেমে বুকে কত বল ; ফুল্ল মনে
নলিনী হয়েছে আজ প্রমত্ত বারণ।"
আমি সাধে সাজায়েছি তায়। হতভাগি।
তুই যদি কাঁদিবি কে হাসিবে ধরায় ?
আছে বনে মহারাজ তুদা-অধীশ্বর,
ভিখারী কাঙাল লক্ষপতি ; আছে বনে
কাঙালিনী রাণী ;—সপ্ত নৃপতির মণি
যে দুটী নন্দিনী ছিল পাশে, গেছে চ'লে
আঁধারিয়া অন্ধকার পুরী, আশা ধরি
বৃদ্ধ বাপে বাঁচাবে এবার। কেঁদে কিনা
অকল্যাণ করি দুজনার ?—রাখ রাখ
মহেশ্বরি ! বিপদে তার মা নিস্তারিণি !
শক্তিরূপা ! দে মা শক্তি কিশোরীর করে,—
ডরে যেন কাঁপে মা তাতারী। ফুল্লমনে
দুখিনীর প্রাণ, ফিরে যেন আসে মাগো
দুখিনীর স্থান।—দে মা ফিরে কমলার
আঁখি ; তবে দেখাইব তোরে ভবরাণি !
কেমন কাঁদিতে জানে দাসী।—খুলে দিব
হৃদি-দ্বার, সুখে অশ্রু ঢেলে দিব পায়।—
একি ? একি ? এখনও এখানে ? ক্ষুদ্র তৃণ—
তুচ্ছ আকর্ষণে, সুমেরুর হ'ল নাকি
স্বস্থান-পতন ?

(অজয় সিংহের প্রবেশ)

অজয়। সেত নয় ক্ষুদ্র রণ—
বহুসৈন্য প্রয়োজন, তাই আমি আছি
প্রাণেশ্বরি !

কমলা। সৈন্য কি আমারে চাও ! ছি ছি !
সে না আছে তব তরে উপবাসী ?

অজয়। সেকি ?
এ সংবাদ তুমি কোথা পেলে ?

কমলা। স্বধু আমি
নয়—তারা বীণা গেছে চ'লে।

অজয়। তারা বীণা
গেছে চলে ? গুরুদেব কোথা ?

কমলা। রুদ্ধদ্বারে
ভবানী মন্দিরে।—তাই বলি শীঘ্র যাও।

এই ফুল লও। প'ড়ে গেল—প'ড়ে গেল ?
যায় যাক্—ক্ষত্রিয়ের সমরে পতন
বিয়োগ ত নয় নাথ, বিয়োগ ত নয় ;—
সহধর্ম্মিণীর সনে, কুসুম শয়নে
অনন্তের কোলে সে যে অনন্ত কালের
লীলা। যাও—শীঘ্র যাও।

(প্রস্থানোদ্যত।)

অজয়। কমলে! কমলে!

কমলা। ফিরে চাহিব না, ফিরে চাহিতে
দিব না—
কথা কহিব না, কথা কহিতে দিব না।
সে যে উপবাসী তব তরে।

(প্রস্থান।)

অজয়। উপবাসী ?
উপবাসে ব্রত উযাপন ;—বনবাসী
ভিখারী লক্ষ্মণ চৌদ্দ বর্ষ উপবাসী
ছিল, তাই মহালক্ষ্মী পেয়েছিল।—যাই—
ফিরাতে নারিব আর তোরে তেজস্বিনি!

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

পৃথ্বীরাজ ও অজয়সিংহ।

অজয়। (পরিক্রমণ) পূর্ব্বেই বলেছি সখে!
এ বিপুল ধরা
কূটনীতি অস্ত্র যার, তার করগত।
বদনে ধর্ম্মের ভান, গরল অন্তরে—
এই দুই মহা অস্ত্র প্রসূত পাবকে
সমস্ত কণ্টক পুড়ে হয় ভস্মরাশি।
শত্রুর উদ্যম ভেঙ্গে যাবে—সুকৌশল
সত্বর অভীষ্ট আনি ধরিবে সম্মুখে।
এই অস্ত্র বলে আজি ভারতে তাতারী
হিন্দু শিরে তুলিয়াছে সগর্ব্বে চরণ ;
এই অস্ত্রশূন্য আজি রাজপুত বীর
সে ঘৃণ্য কীটের করে চরণ লেহন।
কে জানিত—কে বুঝিত ইন্দ্রপ্রস্থ-পতি
অক্ষৌহিণী সেনা লয়ে ত্রিয়োরীর রণে
জন্ম মত ডুবে যাবে সরস্বতী জলে ?
কে মারিল তারে সখে ? দুরন্ত পাঠান ?
দুরন্ত পাঠান নয়—কোটী তাতারের
কোটী অস্ত্রের ঝলক ক্ষত্রিয়ের তেজে—
মহারাজ পৃথ্বীরাজ বীরত্ব আলোকে,
দণ্ড মধ্যে নিভে গিয়েছিল।—সরস্বতী
পার হ'তে দেখেছিল তাতার ঈশ্বর,
ধর্ম্ম যুদ্ধে রণস্থলে ক্ষত্র যোধগণ
অচল অটল বাধা হিমাদ্রি সমান।
সে বাধা হইল চূর্ণ কোন্ অস্ত্র-বলে
যুবরাজ ? আতিথ্য গ্রহণ কথা মুখে,
সহস্র সহস্র তীব্র শলা বাঁধি বুকে
নিদ্রিত গৃহস্থ বক্ষে আলিঙ্গন দান
মহারাজ্য জয়ের কৌশল। ধর্ম্মকথা
ছেড়ে দাও—গৃহানল করিতে নির্ব্বাণ
স্বচ্ছজলে কিবা প্রয়োজন ?—চল যাই—
তৃতীয় প্রহর গত—অলসে আবেশে,
জাগ্রতে ঘুমায়ে আছে যতেক প্রহরী ;—
এস, নিশিযোগে ভাঙ্গি দুর্গদ্বার—এস,
নিশিযোগে বধ করি দুরাত্মা তাতারী।

পৃথ্বী। (পরিক্রমণ) সখে! সখে! অধর্ম্মে
করিব রাজ্যজয় ?

অজয়। অধর্ম্মেই হয় রাজ্য জয় ;—ভ্রাতৃভাবে
সম্মিলিত প্রেমের সংসারে যেবা দেয়
ছারে খারে, কি ধর্ম্মে সে আসে পৃথ্বীরাজ ?
অধর্ম্মেই হয় রাজ্য জয়—ধর্ম্ম যেথা

সেথা জয় শাস্ত্রে কয় ; কার্য্য চিত্রপটে
সে ত সলিলের রেখা !—তা' না যদি হ'ত
সথে, তাহ'লে কি কভু, মহেশের শির
গুঁড়াইয়া, অগণ্য হিন্দুর তনু করি
ধরাশায়ী, সদর্পে ফিরিয়া চ'লে যায়—
মহাদম্ভে মরুবক্ষ চরণে দলিয়া—
প্রকৃতির শক্তি উপেক্ষিয়া—চলে যায়
গিজনীর পতি ? বল, তাহ'লে কখন
শোকে তাপে শীর্ণতনু বৃদ্ধ বঙ্গপতি
হারাইয়ে আত্মমান, হারায়ে সম্পদ,
শোকে, তাপে পথে ত্যজে পথিকের প্রাণ ?
দুর্দ্ধর্ষ খিলিজী এল, বঙ্গবুকে ব'সে
র'ল—কে নাড়িবে তারে ? বঙ্গের হৃদয়ে,
অচলের মূর্ত্তি ধ'রে সে যে নেছে স্থান।
অধর্ম্মেই রাজ্য জয়—তা নাহ'লে কভু
বাপ্পাবংশজাত বীর মহাত্মা লক্ষ্মণ
বীরপুত্রগণ সহ চিতোরের দ্বারে
ধর্ম্মযুদ্ধে দেয় প্রাণ ধর্ম্মের রক্ষণে ?
সুভীষণ চিতানল ধুম উদ্গীরণে
বহন করিয়া শিরে সতী আবেদন,
যবে চলি গেল বেগে অনন্তের কোলে
অনন্তের পতিপাশে—বল পৃথ্বীরাজ
কত বজ্র এসেছিল স্বরগ হইতে
চূর্ণিবারে বিধর্ম্মীর শির ? দিল্লীপতি
হাসিয়া হাসিয়া এল, হেসে চ'লে গেল—
কেহ না করিল তার কেশ পরশন।

পৃথ্বী। কিন্তু সথে লোকেত ঘুষিবে অপযশ ?

অজয়। সে নিন্দিয়ে সত্য বটে সর্ব্বনাশ যার ;
বিধি পাশে জানাইবে হৃদয়ের ব্যথা ;
জানাইবে পার্শ্বচরে, প্রতিবেশী জনে,
গাহিবে শোকের গাথা ঘুষিবে অযশ।
কিন্তু যবে জয়মদে মত্ত অরি-রাজ
ভীষণ হুঙ্কার রবে ছায় হে গগন,
প্রচণ্ড তাণ্ডব নাচে ফাটায় মেদিনী,
কাঁপায় কানন বক্ষ, দোলায় সঘনে
মহীধর স্থির শির, যক্ষ রক্ষ নর
দেবগণ—ছায়া কায়া সকলে মিলিয়া
সে হুঙ্কারে করে যোগদান। কেহ নাহি
কাণ দেয় অভাগার শোক-উচ্চারণে।
কীর্ত্তি তার পদসেবা করে ; ইতিহাস
প্রতিপত্রে ছত্রে ছত্রে জলন্ত অক্ষরে
অভিধান দেয় তার দিগ্বিজয়ী বীর।
মর্ত্তের যে তিলোত্তমা রূপের ছটায়
দশদিক ছিল উজলিয়া—কিবা তার
পরিণাম ? কেন হে সে অনলে স'পিল
আত্ম প্রাণ ? কোথায় পদ্মিনী—কোথায় সে
সরোজিনী ? চিতোর সাম্রাজ্য-জয় আছে
ইতিহাসে ; চিতোর নারীর শোক গান
দেহ সনে ডুবেছে অনলে।—চল বীর !
ছাড় পাপ ধর্ম্ম অভিমান—নিশিযোগে
এস ভাঙ্গি দুর্গদ্বার, এস নিশিযোগে
বধ করি দুরাত্মা তাতারী।

পৃথ্বী। সথে ! সথে !
গৃহস্থের স্বধর্ম্ম পালনে—যে বংশের
রাজা, জায়া, বধু, পুত্র, কন্যাধন—সব
দিয়াছিল বিসর্জ্জন—সেই বাপ্পাবংশে
জনমিয়া অধর্ম্মে করিব রাজ্য জয় ?

অজয়। ক্ষত্রগণ, যোধগণ, প্রিয় বন্ধুগণ ?
ভারতের প্রিয় পুত্র, রাজপুতানার
চির গৌরবের ধন ! অদ্য সুর্য্যোদয়ে
অসংখ্য যবন সেনা ভীম আক্রমণ-
ভীষণ তরঙ্গে বুক দিতে হবে—সবে
সসজ্জিত রও ! সাধুগণ বলদাতা,
দুষ্কৃতনাশন বিশ্বপতি—প্রাণভ'রে
শেষার্দ্ধ নিশায় ডাক তাঁরে।—চল যাই—
যে বাঁচিলে বাঁচে ভাই লক্ষ লক্ষ প্রাণী,

অধর্ম্ম কি পৃথ্বীরাজ তারে বাঁচাইতে ?
ত্রিসহস্র ক্ষত্র রক্তে ডুবিবে মেদিনী,
একদিনে নিভে যাবে চিতোরের প্রাণ।
তবু কার্য্য হবে না সাধন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গিরিগুহা।

সিন্দুরা ও সুর্য্যমল।

সিন্দুরা। এমন রাজত্বে তুমি করিলে আমায়
রাণী, গৈরিকবসন ঘুচিল না—পোড়া
ছাই মুখে মুছিল না ;—ছিনু মাত্র একা—
কেবল পেয়েছি সাথী অথর্ব্ব সন্ন্যাসী।—
আর কেন হাসাইবে মিছে শত্রুগণে ;
ছিঁড়ে ফেল মায়ার বন্ধন। যে কৌশলে
শত খণ্ডে ছিন্ন করি সৌহার্দ্দের মালা,
দিলে রাজা উপহার, তার শুষ্ক ফুলে,
চির শত্রুতার পদতলে ; মনোরঙ্গে
হে চক্রী যে চক্রবলে হানিলে সবলে
রাজবক্ষে মহাশূল তনয়-বিচ্ছেদ ;
যে অভেদ্য চক্রান্তের জঠরে পড়িয়ে
চিতোর আকাশ হ'তে হল অন্তর্দ্ধান
সুবিমল তারকা যুগল, কোন্ প্রাণে
হেন মহান অস্ত্র অশনি-লাঞ্ছন
ডুবাইতে চাও রাজা সততা সলিলে ?
সূর্য্য। উপায় কি আছে আর ?
সিন্দুরা। উপায় কি আছে আর ?
উপায় কি ছিল রাজা ?
সূর্য্য। মহাবংশে
জাত আমি, চিতোরের রাণা পরিবার ;
আমি যবনের হ'ব না সহায়। কভু
রাজ্যলোভে বিধর্ম্মীরে আত্মা নাহি দিব।
দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব—তবু
জাতিশত্রুতার পথে, ভারতের রিপু
তারে নাহি দিব স্থান—শুদ্ধ একা আমি
সে পথে করিব বিচরণ।
সিন্দুরা। তবে ধর
ধনুঃশর, কর বলে কোদণ্ড টঙ্কার,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিবারের তোল প্রতিধ্বনি।
সূর্য্য। সপ্ত বার তুলিয়াছি ;—তিন বার দেখে
যে কার্য্যে নিরস্ত হয় লোকে, সেই কার্য্যে
সপ্তবার হইয়াছি আগুয়ান ;—আর
ইচ্ছা নাই !
সিন্দুরা। জান যদি ইচ্ছা যাবে মরি,
অবলারে মজাইতে কেন এলে বীর ?
ছিনু বাঁদী তোমার সংসারে ; ছলনার
চক্ষু হেরে—উপরে বীরত্বাভাস, তলে
ভীরুতার গোপন বিকাশ—তাই হেরে
না বুঝিয়া করেছিনু আত্মদান। রাজা !
তুমিত লবে না জানি নিজ সঙ্গে লয়ে
অভিমান, হয়েছিনু সংসার-ত্যাগিনী।
সে সুখ ঘুচালে মোর কেন স্বার্থপর ?
সূর্য্য। শত্রুজয় মহাকার্য্যে তার কত বাধা
করেছি প্রদান, কার্য্য অযতার বীর
ফিরে দেখে নাই ! পৃথ্বীরাজ তিনবার
প্রাণ ভিক্ষা দিয়াছে আমার। তার শত্রু
আবার সিন্দুরা ?
সিন্দুরা। রাজস্থানে মহস্থান
বিশাল সাগর, এক মাত্র লক্ষ্য তার ;
নগেন্দ্র সম্মুখে যদি পড়ে, চূর্ণ করে
তারে—ক্ষুদ্র বাধা ফিরে নাহি চায় ; যদি
বারংবার পথ রোধ করে, ধ'রে তারে,
তরঙ্গ ফুৎকারে খেলাভুমি পরে করে
বিনিক্ষেপ ;—বাধা কবে হ'লে প্রাণেশ্বর ?
সূর্য্য। নারী তুমি বুঝ না কার্য্যের গতি।
সিন্দুরা। কি—কি ?
নারী আমি ? নারী কি আমার পরিচয় ?

তারকার এক আবর্ত্তনে, অঙ্গুলির
পার্শ্ব-সঞ্চালনে, চারি বীর যে মারিতে
পারে, এক নখাঘাতে দুই সোদরের
মাঝে, দিতে পারে সাগরের ব্যবধান—
(মুখ ফিরাইয়া স্বগত) অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ তুমি
দুর্ব্বলের প্রেম,
তার লোভে স্বর্গরাজ্য পথে, নিজ হাতে
কণ্টক রোপণ করে—(প্রকাশ্যে) নারী কি
তাহার পরিচয় ?—অতি অগ্রসর রাজা !
পাছু নিরীক্ষণ অধর্ম্ম এখন !

সূর্য্য। পাপকার্য্যে
অগ্রগতি ধর্ম্ম কি সিন্দুরা ?

সিন্দুরা। এক বর্ণে
বিজড়িত মানব জীবন ! এক দিকে
কর নিরীক্ষণ, ধর্ম্ম ব'লে হবে জ্ঞান ;
হের অন্য ধারে, জীবনের প্রতিকার্য্য
বলিবে তোমায় নর—নর ! এ সংসারে
অধর্ম্ম সকলি।—শত্রুতা, মমতা, প্রেম,
হিংসা, ঘৃণা, দয়া, উপকার—আসুরিক
দেবকার্য্য—অধর্ম্ম সকলি। মধ্যভাগে
একবার মেল হে নয়ন,—হের ধীর
ধর্ম্মাধর্ম্মবিরহিত বিশাল সংসার।
মনে যে বুঝিতে পারে, কোটী প্রাণনাশ
পুণ্য তার। মহাদর্পী রাজা দুর্য্যোধন
আজীবন যুঝিয়াছে নারায়ণ সনে।
ভুবন ঈশ্বর তার ছিল নাকি জ্ঞান,
ধর্ম্মসনে রণে হয় নিরয় গমন ?
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণে যেই বেঁধে রেখেছিল
প্রেম ডোরে, কভু ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান রাজা
ছিল নাকি তার ? দ্বাদশ আদিত্যকরে
আলোকিত সমগ্র সংসারে, দেখেছিল
ভুবনের নর, তার অন্তিম সময়ে
পায়ে স্থান দিল তারে নারায়ণ।—আর
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুল যদি কথা, আমি বলি
পণরক্ষা ধর্ম্ম মানবের।—প্রতিজ্ঞার
পথে চল, ধর্ম্ম নাশ হবে না তোমার।

সূর্য্য। কি কি ? কি শুনি সিন্দুরা ? রমণীর মুখে
একি কথা ? সুকোমল পল্লব মর্ম্মরে
বজ্রধ্বনি হয় কি স্ফুরণ ? নারি ! নারি !

সিন্দুরা। রাক্ষসী, পিশাচী বল, নর বল, রাজা !
নারী মোর নহে পরিচয় !

সূর্য্য। তাই তুমি
রাক্ষসি ! পিশাচি ! স্কন্ধে কর ভর ; দাও—
দেখাইয়া দাও—কোন্ পথে যাব।

সিন্দুরা। ধর
ধৈর্য্য, বুঝে দেখ নাথ ! ধর্ম্মতঃ তোমার
রাজ্য ; পিতৃরাজ্যে সন্তানের অধিকার।

সূর্য্য। পিতৃহন্তা ছিল পিতা।

সিন্দুরা। পত্নীহন্তা তুমি।

সূর্য্য। ধর্ম্মতঃ আসন প্রাপ্য যার, পড়িয়াছে
রাজ্য তার করে। প্রিয়ে ! দয়া করে বুঝ
একবার, কুমতির উত্তেজনাবশে
তোমার করেছি সর্ব্বনাশ।

সিন্দুরা। সর্ব্বনাশ ?
করেছ স্বামীর কার্য্য ; অপ্রেমিক যেই
রমণীকে সুধু সে সুখের ভাগী করে।—
উঠে চল—ভাবিবার গিয়াছে সময়।
সময় যখন ছিল লৌহ পিঞ্জরের
বজ্রবেড়া, তখন উন্মত্ত হয়ে, রাজ্য
কোথা, রাজ্য কোথা, ব'লে ছুটেছিলে ; কিন্তু
সময় যখন চারিধারে বজ্র বর্ম্মে
ঘেরিল তোমায়—নিজে রাজ্য এসে পায়ে
লুটাইল, সে সময় মারিয়ে কুঠার
দুটী পায়, পঙ্গু হয়ে বসেছ হেথায়।

সূর্য্য। তাতারী সাধ্য নাই তাহারে পরাস্ত

করে। আছে সাথে সে অজয়—সেই ভীম-
পরাক্রম দেহরক্ষী বীর। প্রাণেশ্বরি!
দেখেছ ত তারে?

সিন্দুরা। সিংহে সিংহে হয় রণ,
এক কেশরীর তায় অবশ্য পতন;
বাঁচে যেই, শশকে বধিতে পারে তারে।
তর্কের সময় গেছে; রাজ্যে যদি থাকে
অভিলাষ, এস সাথে।—(আকর্ষণ)

সূর্য্য। প্রিয়ে! আজ কর
ক্ষমা। তব অঙ্গ পরশিয়া করিলাম
পণ, মিবারে অনল দিব। পিতৃরাজ্যে
না পাইনু স্থান; ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বলি
প্রাণেশ্বরি! পিতৃরাজ্য করিব শ্মশান।

সিন্দুরা। বাক্যবাণে কাঁপে সমীরণ; সিংহাসন
তাহে নাহি টলে।—এস সাথে—ওই শুন
অগণ্য তুরঙ্গ মত্ত ভীম পদধ্বনি
গুহা মাঝে হানিল অশনি। হেন ঘোর
আহব যদ্যপি রাজা না কর সহায়,
জীবনের শেষ এ গুহায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দুর্গের মধ্যভাগ।

(নেপথ্যে) সৈন্যকোলাহল ও বাদ্যধ্বনি।

সৈন্যগণ। ভয় নাই, ভয় নাই, পলাসনে আর,
নিরস্ত্রে না করি মোরা অস্ত্রের প্রহার।

(সঙ্গরাজের প্রবেশ)

সঙ্গ। কে তুমি সমরে এলে?—নারী? কিংবা
নারীমূর্ত্তি ধরি, দৈত্যের সংগ্রাম হেরে, ফিরে
এলে দৈত্যনিসূদনি?—একি রমণীর
রণ? কিংবা অসুরের হরিতে জীবন,
দেবগণে দান দিতে অমরত্ব ধন,
আশাসুধাভাণ্ড করে, মোহিনী মূরতি
ধরে, তুই ভাগে এলে নারায়ণ? নারী!
প্রণমামি নরের জননি! বিশ্বরাজ্য
তোমাতে সম্ভব মাতঃ! বিশ্বরাজ্য তুমি
প্রণাশিনী। বীণার সঙ্গীতে মৃত সৈন্য
উঠিল জাগিয়া; তারকার প্রহরণে
মহীধর পড়িল ঢলিয়া!—কিন্তু হায়
আসিলাম যাহার কারণ, সে মহাত্মা
কোথায় এখন? অন্বেষিনু তন্ন তন্ন
করি তাঁরে সমর প্রাঙ্গণে, তবুও ত
সন্ধান না পাই তাঁর! তবে কি এলে না
পৃথ্বীরাজ? রমণীর বাক্যবাণে ছিন্ন-
ভিন্ন হিয়া, আপনা ভুলিয়া—মহামতে!
হ'লে নাকি মতিহীন? শুনে কথা তুচ্ছ
বালিকার, হিয়া কি কম্পিত তার?—শিশু-
পদভরে, কম্পিত ধরণী পরে, ভিত্তি-
চ্যুত মহাদুর্গ লুটাল কি ভূমিতলে?
হে বিধাতঃ! পাপমনে হেন চিন্তা যদি
স্থান দাও, নিশ্বাস কাড়িয়া লও; যেন
দেহের না চিহ্ন রয়—যেন ছুটে আসি
আহারের তরে, দেহজ মৃত্তিকাগন্ধে
শকুনি, শৃগাল যায় ফিরে। পৃথ্বীরাজ!
দেখা দাও;—ভাই যদি জীবনে না রও
প্রেত মূর্ত্তে দেখা দাও।—একি!

(বীণার প্রবেশ) একাকিনী
আবার আসিলি উন্মাদিনি?

বীণা। হতে এনু
তোমার সঙ্গিনী।—বীরবর! কোথা তব
সহোদর? হল না সন্ধান?

সঙ্গ। খুঁজিয়াছি
সর্ব্বস্থান—আশঙ্কা হতেছে মনে বীণে!
বালিকার পরে ক্রোধে, ভাই কি আমার
পুরুষত্ব দিল বিসর্জ্জন?

বীণা। ছি ছি ছি ছি !
রসনার করহে ছেদন ! শিশোদীয়
তুমি না কুমার ! বীণার স্বামী না তুমি ?
হেন কথা কেমনে হে মনে দিলে স্থান ?
সন্ধান পাইলে ভাল, না হলে জানিও স্থির,
আজি ভগিনীর শেষ অভিনয় ।
সঙ্গ। আর কোথা দেখি বীণা ?
বীণা। সে কথা জানি না ;
সন্ধান করহ তার ।
সঙ্গ। এত কি বিশ্বাস
বীণে ! পৃথ্বীরাজ আসিয়াছে রণাঙ্গনে ?
বীণা। দিবস রজনী হবে, তবু পৃথ্বীরাজ
না টলিবে, এ বিশ্বাস আছে প্রাণেশ্বর !
ভাই আছে তার সনে ; অন্বেষণ কর
দুইজনে।—উঠ দুর্গের প্রাচীরে, দেখ
প্রাচীর বাহিরে কেহ আছে কি না আছে—
ভাল কথা, কাপুরুষে পিতৃরাজ্য ক'রে
অধিকার, ছিল কি ক্ষত্রিয়-স্থান-বক্ষে
এতকাল ?—ষোড়শ বৎসর স্থিতি তার !—
তা নয়—তা নয় সখা ! ভীরু কি পাঠান ?
প্রাণ কি এতই প্রিয় তার, ফেলে পুত্র
পরিবার, কৌমুদী বিকাশ—বালিকার
রণ দরশিয়া, সৌদামিনী হাসি ভ্রমে,
দুর্গ ফেলে গেল কি সে বজ্রপাত ভয়ে ?
তা নয়—তা নয় প্রাণেশ্বর !—দেখ কোথা
দুর্দ্দান্ত পাঠান, দেখ তার সনে কোথা
কমলা জীবন, কোথা ক্ষত্রিয় গর্ব্বের
সিন্ধু রাণা পৃথ্বীরাজ। প্রাচীর উপরে
উঠি' চারিধারে কর সখা নিরীক্ষণ ।
(সঙ্গরাজের প্রাচীরারোহণ)
সঙ্গ। বীণে ! বীণে !
বীণা। কি দেখ—কি দেখ প্রাণেশ্বর ?
সঙ্গ। নিথর—তরঙ্গশূন্য মানব সাগর ।
বীণা। বিশ্বাস অটল রাখ রাণা বংশধর !
বিশ্বাসে বিশ্বের স্থিতি, বিশ্বাসে জীবনে
প্রীতি। নহে, অবিশ্বাসে জীবন নাটকে
প্রত্যেক অক্ষর চক্ষু দিবে ঝলসিয়া !
পাগলিনী-আবেদনে অভিমানে ভুলে
যদি তব সহোদর অন্যপথে যায়,
বিশ্বাস কি তোমার কথায় ? তুলে লও
মোরে—আমারে দেখাও প্রাণেশ্বর !
সঙ্গ। এ
প্রাণেশ্বরি ! চারি চক্ষে হেরি ; দুই চোখে
সাধ নাহি মিটে।—বীণে। বীণে !
সংখ্যাতীত
তাতারী সেনা ছিন্নশির পড়ে রণ-
স্থলে—(বীণাকে তুলিয়া)
কে আসিল ? কে আসিল মহাবীর ?
কে করিল তাতারীর এমন দুর্দ্দশা ?—
এই যে এদিকে পুনঃ করি দরশন
অরিকোলে নিদ্রাগত রাজপুত বীর !—
এই যে স্বদেশ লাগি করেছে শয়ন
বসুন্ধরা প্রিয়পুত্র বসুন্ধরা কোলে !
বীণা। প্রান্তর জীবনশূন্য ।
সঙ্গ। কোথা বীণা মোর
সহোদর ? বক্ষ মোর খুলে যে দেখাব
তারে !
বীণা। ওই পথে, দূর দূরান্তরে যদি
পাও দরশন, যাও—বীরদ্বয়ে কর
অন্বেষণ। এ শবসাগর আমি করি
আলোড়ন খুঁজে দেখি আত্মীয় স্বজন ।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণক্ষেত্র

বীণা।

বীণা। মানবের বক্ষ রক্ত অঙ্গে মাখাইয়া
কি ভীষণ মূর্ত্তি আজ ধরেছ প্রকৃতি!
কি ভীষণ মূর্ত্তি আজ তব সন্ধ্যাসতি!
কি ভীষণ মূর্ত্তি তব অস্তগামী রবি!
জননীর কোলে থাকি রক্তিম সৌন্দর্য্য
দেখি, বাড়াইয়া দুটী কর, দিবাকর!
অভিলাষে ধরিতে গিয়াছি কতবার।
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে বসি সিন্ধুর নর্ত্তন;
ব্যোমযানে করি আরোহণ, ভুকম্পনে
ধরা বিদারণ, পিঞ্জরে সিংহের খেলা,—
দেখিয়া বিমূঢ়া বালা, সে দৃশ্য সুন্দর
ভেবে কত হেসেছিনু।—ভীষণ সুন্দর
হয় কি ভ্রম ধারণা! কি ভীষণ মূর্ত্তি
তব, নিজেও জান না তুমি অস্তগামী
রবি। যাও দেব!—এস না, এস না আর।
আলোকে আঁধার নাশে, আলোকে বিস্মৃতি
আসে—বিস্মৃতি চাহি না আর। চারিধারে
কাতারে কাতার মানবের শবরাশি;—
প্রশান্ত প্রান্তর বক্ষে স্থির ঊর্ম্মিমালা,
সকলের ধরি গলা, আত্মীয় স্বজন-
রূপে, তারস্বরে করিব ক্রন্দন। দেব!
চিন্তারে দেখাব আমি হৃদি সিংহাসন;—
বসাইয়া তারে থরে থরে সাজাইয়া
দিব গলে হতাশার মালা। যাও যদি,
মিনতি আমার কিছু রশ্মি রেখে যাও;
কত কুলের প্রদীপ চারিধারে, কত
অবলা সংসারে কত কেশরীর বল,
কত পিতা, কত পুত্র, কত সহোদর,
অভাগিনী ভাগ্য কত আছে এ প্রান্তরে
সে সবার তরে—কে অভাগ্য মানবের
প্রভাতের সুখের সংসারে, কিছু রশ্মি
রেখে দিয়ে যাও—দেব! আলোক ছলায়
বিস্মৃতি ঢালিয়া দাও—যেন পুত্রহারা
মাতা নাহি কাঁদে, যেন দারুণ বিষাদে
বক্ষে না আঘাত করে অনাথিনী সতী।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। আলোকে পড়িল আবরণ, আর
যে মা—চলে না দর্শন।
বীণা। কোন্ দিকে ছিলে রত অন্বেষণে?
সৈনিক। যে দিকে প্রাচীর বিভেদিয়া,
দুর্গমধ্যে পশেছিল মহাত্মা সারণ,
যবনের বুক চিরে বাঁধি সেথা ঘর,
তিনশত বীরসনে শুয়েছে জনম
তরে; তাহার উত্তরে, প্রাচীর বাহির
প্রান্তে করেছি সন্ধান।
বীণা। হেথা বীরবর
অন্বেষণ—দেবদ্বয়ে করহ সন্ধান;
যদি দেখিতে না পাও, আলোক লইয়া
এস। দেখ সাবধান, একটীও প্রাণী,
জীবন থাকিতে যদি মাঠে পড়ে রয়,
বৃথা রাজ্য অধিকার। (সৈনিকের প্রস্থান)
করিয়া সমর
জয়, কোথা গেলে মহাশয়? বীরের সে
নিভৃত কানন, যেথা রবি শশী পশে
ডরে; যেথা বিশ্বমাঝে সমবেত ধ্বনি,—
গর্জ্জিত অশনি, কমলের দলে দলে
ভ্রমর ঝঙ্কার; কোকিলের কুহুস্বর,
বায়সের রব, কুরঙ্গের আর্ত্তনাদ,
শার্দ্দুলের জিঘাংসু হুঙ্কার—দূরে দূরে
ঢলিয়া ঢলিয়া, বদ্ধ আলিঙ্গনে মিলি'
ওঙ্কারে হয়েছে পরিণত, সেথায় কি
বীরদ্বয় বিশ্রাম নিরত? যেথা হত—

হন্তারকে খেলা, বিষাদে আনন্দে মেলা।
ক্ষত্রিয়ে যবনে যেথা এক সিংহাসনে
সেথায় কি আলিঙ্গন দিতেছ পাঠানে ?—
যেথা শিশিরে নলিনী তোলে মাথা, যেথা
কুমুদিনী রবি সনে হেসে কয় কথা—
কমলাজীবন ! তারকার হৃদয়ের
ধন ! সেথায় কি আছ কার প্রতিক্ষায় ?
(নেপথ্যে) দেবি—দেবি ! দেখে যাও।
(বীণার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

বীণা। পাঠান—পাঠান !
স্বর্গে তব স্থান। রাখিতে বীরের মান—
ক্ষত্র অস্ত্রে জর্জ্জরিত পলায়িত সেনা
ফিরাইতে, শত্রু সেনা মুখে বীর আগে
দেছ প্রাণ। পৃষ্ঠ রজত প্রাস্তর, বক্ষে
সহস্র স্বর্ণ ধারা। পাঠান—পাঠান !
স্বর্গে তব স্থান।—আর তুমি ?—মুখে বাক্য
নাহি আসে, নামে জিহ্বা জড়ায় পিয়াসে—
আর তুমি ? রাজস্তের শিখরে বসিয়া
অভাগ্য রাজায় নিরখিয়া, এক লম্ফে
শতেক সোপান নেমে এলে—রাজা সনে
বনবাসী—আপনি হইলে চিরদাস
জায়ারে করিলে দাসী। কে তুমি ?—
তুমি কে
স্বরগ রতন ? স্বর্গে ছিলে মর্ত্তে এলে—
সাধিয়া মর্ত্তের কাজ স্বর্গে ফিরে গেলে।—
অজয় ! অজয় ! কমলার সঙ্গ হ'তে
স্বর্গ সুখ এত কি মধুর ? আর তুমি
নরে নারায়ণ। প্রেয়সীর তিরস্কারে
লুকায়েছ কার ঘরে—এতেক সন্ধানে
তবু খুঁজিয়া না পাই ? শ্রান্ত নিরখিয়া,
ছাড়িতে কাতরা প্রাণী, ধরা কি লুকায়ে
বুকে রাখিল পৃথ্বীরাজ ?
(তারার প্রবেশ)

তারা। তোরে
খুঁজে খুঁজে শ্রান্ত আমি ; রবি যে আসিল,
ক্লান্তি তার, ক্লান্তি-বোধ নাই কি তোমার ?

বীণা। কেও—দিদিমণি ? আগ বাড়াইয়া এস
দিদি ! যদি তোমার পরশে শ্রান্তি পাই !
লোচন রহস্য কথা শুনো নাক আর ;—
অথবা আঁধার আবরণে বিড়ম্বিত
লোচন তোমার। ক্লান্ত আমি ভ্রমিতে সংসারে।
দিদি—দিদি সংসারে মরণ ভাল, তাই
মৃত্যু বিধির বিধান। পিশাচ পুড়িয়া
যাক্, দানব বিলয় পাক্—দিদিমণি !
দেব কেন মরে তার সনে ?

তারা। রণজয়ে
আক্ষেপ সাজে না বীণা। পিতারে আনিতে
লোক করেছি প্রেরণ, পাতিয়া রেখেছি
সিংহাসন ; যাও ত্বরা ভগিনী আমার !
বসাইয়ে তাঁরে, সাধহ কন্যার কাজ।
যুগে যুগে গ্রহ-উপগ্রহ-সম, দেব
ধর্ম্ম চলে ; পিতার আসন নাহি টলে।—
সূর্য্যমত জীবন উত্তাপে সংসারের
জীবন রাখিয়া, পিতা অগণ্য জীবন
ঘুরাইয়া, আছ স্থির। তাঁহার পূজায়
মরণ বিলায় পায়। কায়ার বর্ত্তনে
যে মরণ ; সেত জীবনে বিশ্রাম দান।
সেত পুনঃ জননীর কোলে, আধা ফোটা
নয়ন যুগলে, সংসারের দূর হ'তে,
রবি করে সুধা দরশন। মরণ ত
আত্মার বিকার, বিষম দংশন তার
অমরে পাগল করে। জীবনে মরণ
বড় জ্বালা। ভগিনী ! ভগিনী ! রণজয়
অবসরে তুলো নাক মরণের কথা।
দূর হতে সকলি সুন্দর,—পর্ব্বতের
গাত্র যে ধূসর, দূর হতে জলধর

শোভা ধরে, বিশ্রী অজগর দূরে
রজ্জু রূপে ভুলায় দর্শকে। আমি নারী
ধরিত্রী জননী, কোথায় অগণ্যে আমি
দিব প্রাণদান, কোথায় অগণ্যে আমি
করেছি সংহার। ক্ষুদ্র দীপ-শিখা সম
যে হৃদয়, আগে কেঁপে যেত মক্ষিকার
পক্ষ সঞ্চালনে, এবে তার সংঘর্ষণে
অশনি গুঁড়িয়া যায়। আবার মরণ
কারে বলে? দিদি—দিদি—যাও চলে, দেখ
কত দূরে এসেছেন মহারাজা। তব
কার্য্যভার মোরে দাও—বুঝেছি কথার
ভাবে, এখনি আমায় যেতে হবে। তুমি
পিতারে করিয়া রাজা, মায়ে রাজরাণী
আপনি ইন্দ্রাণী হও; দ্বিতীয় বাসবে
হৃদয় রাজত্ব দাও। যাও, সুখী হও
প্রেমময়ী।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণক্ষেত্র (অপরাংশ)

বীণা।

বীণা। এত ভাল যুদ্ধজয়! প্রতি পলে পলে
উৎকণ্ঠায় যায় প্রাণ।—ওমা মহেশ্বরি!
তোর তারা বীণা জিনি রণ, বন্দিনীর
মত আজি ফেলে অশ্রুজল।—যারা গেছে—
তারা গেছে,—চীৎকারে, রোদনে,
শোকে আর
আসিবে না। যে আছে সে গেল কোথা?

(সঙ্গরাজের প্রবেশ)

সঙ্গ। বীণা!
বীণা। আঁধার করিয়া মোর হৃদয় অম্বর
কোথা ছিলে দিবাকর? গেছ বহুক্ষণ;
যদি না পেলে দর্শন তার, ফিরে কেন
এলে না কুমার?
সঙ্গ। অদর্শন নয় বীণা!
বীণা। অদর্শণ নয় সত্য কথা প্রাণেশ্বর!
তবে কি কুমার বেঁচে আছে?
সঙ্গ। হিমালয়
সম হক পরমায়ু তার।
বীণা। কি সংবাদ
দিলে প্রাণেশ্বর! শীঘ্র যাও, এই পথে
পাগলিনী মত গেছে ভগিনী আমার।
ছুটে গেলে ধরিতে পারিবে তারে।
সঙ্গ। তাই
যাব বীণা! কিন্তু তব ভগিনীরে দিয়ে
সমাচার আমি ফিরিব না আর।
বীণা। কেন?
সঙ্গ। ফিরিব না নরেশকুমারি!—করে ধরি,
কর না জিজ্ঞাসা 'কেন'।
বীণা। দাসী বলে যদি
দেখ মোরে, তবে 'কেন' বলে যাও।
সঙ্গ। বীণা!
নরেন্দ্রনন্দিনী কভু হয় না ভিখারী—
দাসী।
বীণা। ভালবাসি বলে ছিলে—ক্ষত্রবীর।
সত্য যদি হয় সেই কথা, তবে, কেন
চলে যাও?
সঙ্গ কেন? তোমারে কি বুঝাইব?
প্রকৃতির আদরিণি। তুমি কি বুঝিবে
তার?—কেন চলে যাব আর আসিব না।
মন যদি আসিবারে চায়, তাহারেও
আসিতে দিব না। কেন? আর ইচ্ছা নাই
গেঁথে দিতে প্রাণ তব অভাগ্যের সনে।
ফুল্ল প্রাণে, সংসারে ঢালিয়া প্রাণ, তুমি
আপনার মনে সেথা কর বিচরণ।
ধরণী তোমায় পেয়ে ধনী, তুমি রাণী
ধরণীর শিরে; রাজ্য সুখে দিব না লো

বাধা—ধরণীর শিরোমণি হবে, বীণে,
মরুভূমি করিব না তারে।—কেন ? আমি
অযোগ্য তোমার।

বীণা। বুঝিয়াছি হতভাগ্য
রাজার রোদনে, বিগলিত প্রাণে, তারে
আবার ধরায় দিতে স্থান, এসেছিলে
দেবতা যুগল! করুণার অবতার!
কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে এখন, তাই চলে
যেতে মন। ধরে রাখিব না ;—স্বামি, স্বামি,
অন্য তুমি যাহা বুঝ মনে, হের মোরে
যে নয়নে, আমি কিন্তু তোমা ভিন্ন অন্যে
নাহি জানি।—স্বামী যেতে চাও—যাও—বাধা
নাহি দিব, মুখ না দেখিতে চাও
মুখ না দেখাব। কিন্তু একবার দাসী বলে
শ্রীচরণে দিয়েছিলে স্থান—দেবতায়
মিথ্যা নাহি কয়—আমার এ অধিকার
তোমারও সাধ্য নাই ঘুচাও কুমার।
চরণে সুধায় দাসী, চলে যাবে কেন
বলে যাও ; দাসী কি করেছে অপরাধ ?

সঙ্গ। রৌদ্রদগ্ধ পথিকের শ্রান্তি তপোবন!
তোমাহতে একপদ যেই দিকে যাই
সহস্র কণ্টক বিঁধে পায়, সহোদরে
নিরখিয়ে আকুল অন্তরে যেই কাছে
গেনু তার, সাদরে কৃপাণ দিল করে—
যাচকের স্বরে ভাই মরণ যাচিল
মোর কাছে। বহুদূরে ফেলিয়া কৃপাণ
সাগ্রহে ধরিনু কর,—বলিলাম ক্ষত্র-
ধুরন্ধর! তারা মোরে করেছে প্রেরণ—
তব অদর্শনে অভাগিনী, রণজয়ে,
যবনের গৃহ হ'তে বিবাদ লুণ্ঠন
করে, পুরিয়াছে ঘরে। আর কেন ভাই ?
কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে তোমার, এস লবে
মনোমত পুরস্কার। বলে "পুরস্কার ?
মৃত্যু মোর পুরস্কার ; তাই যদি দাও
এস কাছে, নহে দূর হতে দূরে চলে
যাও।" আমি বলিলাম 'সেকি কথা ভাই।
জীবন রাখিতে আমি এসেছি তোমার'।
হাসিয়া ঘৃণায় মোরে দিল সে উত্তর
অনুতাপে এসেছ বাঁচাতে ? "চলে যাও
ভ্রাতৃদ্রোহী সহোদর। প্রাণ প্রিয় ছিল
যে সময়, প্রাণনাশে হয়েছ উদ্যত ;
জীবনে যন্ত্রণা হেরে, জীবন রাখিতে—
তুমি এসেছ আমার!" বলে চলে গেল,—
দেখিতে দেখিতে ভাই অন্ধকারে গেল
মিশাইয়া।—

বীণা। চিতোর কি ক্ষিপ্তের আশ্রম ?
ভাল ; আমার কি অপরাধ শ্রীচরণে ?
আমারে ছাড়িতে চায় মন ?

সঙ্গ। ভাগ্যবতি ?
অভাগ্যের সনে তোর জীবন সংযোগে
অভাগিনী করিব না তোরে। গতপ্রাণ
দরশিয়ে প্রাণ দিয়েছিলে, নিরাশ্রয়
দরশিয়ে স্থান দিয়েছিলে। করুণার
সকলি রেখেছ মোর, অধুনা বিদায়
ভিক্ষা করি, ভিক্ষা দাও নরেশকুমারি।

বীণা। ভাল, তাই হবে।

সঙ্গ। রাজ্যজয়ী পৃথ্বীরাজ
তারারে বসায়ে বামে লক্ষ্মী নারায়ণ
রূপে সাজিবে যখন, আমি পার্শ্বে তার
বিশ্বাসঘাতক রূপে রব দাঁড়াইয়া ?
সখী সখা, আত্মীয় স্বজন, তোর মুখ
করে নিরীক্ষণ, মলিন বদনে কবে,
'বীণা—বীণা। বিশ্বাসঘাতকে দিলি প্রাণ ?
হতভাগ্য সহিতে নারিবে ; তুষানলে
জ্বালা না জুড়াবে।

বীণা। ভাল, তারারে সংবাদ

দাও, তার পর সঙ্গিনী করহ মোরে।
তুমিই ত বলেছিলে, ভিখারী যদ্যপি
হও, আমারে করিবে ভিখারিণী।

সঙ্গ। ক্ষমা কর বীণা।

বীণা। মিথ্যাবাদী! তবে চলে যাও।

(সঙ্গরাজের প্রস্থানোদ্যোগ, বীণার হস্ত ধারণ)

গীত।

জীবন আশ্রয় তুমি, তুমি সে কাতর প্রাণ!
কি লয়ে জীবনে আমি রহিব।
জীবনে মরণে সখা, সাধ চোখে চোখে রাখা,
কি সাধে সে সাধে বাদ সাধিব।
ছেড়ে দিব না,—পরাণ থাকিতে ছেড়ে দিব না।
সাগরে তরঙ্গ মেলে, তবু যদি সেথা চলে,
জীবন থাকিতে চলা ছাড়ে না।
কোথায় লুকাবে প্রাণ, গিরি হ'লে ব্যবধান
তারেও লঙ্ঘিয়া গিয়া যেথা পাব ধরিব।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। কে তুমি সঙ্গীত মত্ত?

বীণা। তুমি কে—তুমি কে—
নরবর?

সৈনিক। নারী তুমি, তুমি কি শুনিবে?

সঙ্গ। নর আছে, তাহারে বলিতে যদি চাও,
বলে যাও।

সৈনিক। যদি মিত্র হও শুন তবে;—
পৃথ্বীরাজ দারুণ বিপদে; কোথা হ'তে
শত্রু এসে ঘেরেছে তাহারে; একে ঘোর
অন্ধকার; তাহে রণক্লান্ত পৃথ্বীরাজ—
অজ্ঞাত শত্রুর বল, মাগি সহায়তা।

[সৈনিকের প্রস্থান।

(সঙ্গরাজের গমনোদ্যোগ বীণার ধারণ)

বীণা। কোথা যাও?

সঙ্গ। ছেড়ে দাও প্রাণেশ্বরী! যদি
ফিরি, তোমা ছাড়া রহিব না আর।

বীণা। আমি
যাব; তুমি তারারে সংবাদ দাও। যদি
ফিরি, তোমা সনে ভ্রমিব সংসার।

সঙ্গ। এত
রহস্য সময় নয়।

বীণা। রহস্যের কথা নয়;
তুমি তারারে সংবাদ দাও। সৈন্য
আনি শত্রু কর পরাজয়।

সঙ্গ। হাত ছাড়
পাগলিনি।

বীণা। ছাড়িব না—জীবন থাকিতে
ছাড়িব না। যেতে পার যাও—তব সনে
আছে অসি শর শরাসন; মোর সনে
কর রণ, কর পরাজয়—লও আগে
বীণার জীবন, পরে ভ্রাতৃ-শত্রু সনে
ক'র রণ। পথ আগুলিয়া রব, আমি
না মরিলে পথ না ছাড়িব। বলে যদি
যাও পিছাইয়া। অনুমতি দাও।

সঙ্গ। ছাড়্—
হাত ছাড়্ পাগলিনি!

বীণা। নারী' পরে বল!
ভাল বীরত্ব লক্ষণ বীরবর!

সঙ্গ। রক্ষা কর বীণা! বিলম্বে ঘটিবে সর্ব্বনাশ।

বীণা। ছাড়িব না—স্থির শুন; যেতে নাহি দিব—
বিশ্বাসঘাতকরূপে যেতে নাহি দিব।
কুমারের দেহরক্ষী হব। যদি পারি
বিপদে রাখিব তার প্রাণ। পুরস্কার
কলঙ্ক মোচন ভিক্ষা লইব তোমার।—
দেহ অনুমতি প্রাণেশ্বর।

সঙ্গ। না—না বীণা।
কলঙ্ক আমার ভাল।

বীণা। কলঙ্ক—তোমার
ভাল ? তবে সত্য কথা শুন শিরোমণি।
ভ্রাতৃ-ঘাতকের আমি হব না রমণী।

সঙ্গ! সে যে মরণের মুখ বীণা। নিজ হতে
করিলাম একি সর্ব্বনাশ ? কেন তোরে
বলিলাম ? মত্ততায় হারানু কি তোরে ?
কোথা যাবি, সে যে মরণের মুখ বীণা!

বীণা। বলেছ বাঁচিয়া আছি তায়। না বলিলে
হ'ত মৃত্যুফল। শীঘ্র যাও ভগিনীরে
সত্বর সংবাদ দাও!—দেহ অনুমতি প্রাণেশ্বর।

সঙ্গ। যাও—যাও—আমারে রাখিতে
তুমি এসেছ ধরায়—জীবাত্মা আমার।
আমারে রাখিতে যাও, স্বামীর কলঙ্ক
ঘুচাইয়ে এসংসারে স্থান দাও তারে।
বীণে আর কি দেখিতে পাব তোরে ?

বীণা নাথ!
যতনে ধরিব প্রাণ, যদি নাহি পারি,
যতকাল থাকিবে সংসারে ; অপেক্ষায়
বসে রব পর পারে। পদধূলী দাও। দেখ
আত্মহত্যা ক'র না কুমার ; শোকানলে
হয়ো না অঙ্গার।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শিবির সম্মুখস্থ প্রান্তর।
কৃপাণ হস্তে সিন্দুরা।

সিন্দুরা। ওই দূরে—বহু দূরে—শান্তি তপোবন।
মলয় নিস্বন, তরুপত্র মরমর,
ঝর্ ঝর্ কোমল নির্ঝর, বিহঙ্গের
কলস্বর, বলে এই ছিলি, কোথা গেলি
সিন্দুরা সিন্দুরা ? ওই ঢুলু ঢুলু আঁখি
মহেশ্বর, ক্ষুধায় আকুল কলেবর—
অনাহারে পাথর শুকাল—ক্ষীণস্বরে
বলিতেছে, সিন্দুরা কোথায় ? আয়, আয়,
জল বিনা লতিকা মারল, বৃন্তহতে—
অকালে ঝরিল ফল, আমি মৃত্যুঞ্জয়,
আমার হ'লরে বুঝি অকাল বিলয়।
সিন্দুরা। সিন্দুরা। দর বিগলিত ধারা
নীলকণ্ঠে করেছে নীলাম্বুনিধি। বিধি!
কোন্ লোভে ছাড়িলাম তারে ? আবার যে
যেতে চাই ভোলানাথ। কোন্ পথে যাই ?
আবার কেমনে তোমা পাই ? পুরোভাগে
উন্মত্ত সাগর, তরঙ্গে তরঙ্গে তার
প্রলয় অশনি ধ্বনি, বলে মোর জলে
অঙ্গুলি স্পর্শনে, দণ্ডে লক্ষ নিপীড়নে
গুড়াইয়া দিব তোরে রাক্ষসি রাক্ষসি।
কার লোভে ছাড়িনু তোমারে ? লোভ—
লোভ—
বিষম ছলনা তার। এই মাত্র আগে
পাগলের মত প্রাণেশ্বর, ধরি কর
কাতরে বলিল মোরে, ক্ষমা দে সিন্দুরা।
প্রলয় ঝটিকা মাঝে বিদ্যুল্লতাপ্রায়
কে যেন অন্তর হতে বলিল আমায়,
অট্টালিকা ভাঙে—ভাঙে, শোন্ স্বামী কথা,
ক্ষমা দে সিন্দুরা! লোভ—লোভ—বাতায়ন-
পথে প্রলয়ের সমীরণ, গৃহমাঝে
বংশীধ্বনি তুলেরে যেমন, পুনঃ আসি
কুহক তুলিল কাণে, বলে, বজ্রে গড়া
ভিত্তি তার, ভয় কি তোমার ? ওই শুনি
বহির্ভাগে প্রজা কলরব, সমস্বরে
সবে বলে 'জয় জয় রাণী সিন্দুরার'।
দ্বারে প্রচণ্ড প্রহরী, ভীম অস্ত্র ধরি,
অস্ত্র ঝনঝনা সনে ভেদিয়া গগনে,
বলে 'জয় জয় রাণী সিন্দুরার'। ভৃত্য
সৈন্য অমাত্য ভূপাল, রাজসভাস্থলে,
সিংহাসনতলে দাঁড়াইয়া, বলে 'জয়
জয় রাণী সিন্দুরার'। কুহক ঘুচিল,

পবনে ভাঙ্গিয়া গেল ঘর, রাজ্য গেল
রসাতল। প্রাণেশ মরিল, কোথা হতে—
রমণী আসিয়া দিল প্রাণ, বিষদিগ্ধ
অস্ত্রক্ষতে কাতর কুমার—এতক্ষণ
আছে কিনা আছে। মহেশ্বর—মহেশ্বর!
আর কি লবে না? সাগর কি শুকাবে না?

নেপথ্যে। কে আছ শিবিরে? আন জল।

সিন্দুরা। জল—জল?
একি পৃথ্বীরাজ? মরণের তৃষা বুঝি
ঘেরিল কুমারে।

(বীণাস্কন্ধে পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বী। কে আছ শিবিরে এস
ত্বরা। হায়, কে রহিবে আর? মত্ততার
হোমানলে করিয়াছি আহুতি সবায়
কে তুমি গো?

সিন্দুরা। আমি—আমি? উন্মত্তা আয়—
জীবন রাখিব তোর শীতল দুয়ারে।—
আমি স্বামীবিঘাতিনী, দেবতাদলনী,
তোমাসম পুত্র-হন্ত্রী রাক্ষসী রমণী।
বল, আমাতে কি আছে প্রয়োজন?

পৃথ্বী। মা—মা।
তৃষ্ণায় বালিকা মরে—জল ভিক্ষা চাই—
জল বীনা জীবনের স্রোত রুদ্ধ তার।—
বীণা!—বীণা!

বীণা। আর না—আর না যুবরাজ!
মরি আমি, দেখা হ'লে ব'ল তাঁরে, যেন
মোর তরে না পড়ে লোচন জল তাঁর?—
শঙ্করি চরণে দাও স্থান।

পৃথ্বী। জল—জল।

সিন্দুরা। মোর কোলে দাও—তুমি নিজে দেখ,
কোথা আছে জল।

(বীণাকে অঙ্কে ধারণ)

[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।

মাগো—ওমা তুমি কেন এলে রণাঙ্গনে?

বীণা। স্বামিন্! আদেশ দাও—আমি
নিজে রণে যাব, পৃথ্বীরাজে বাঁচাইব,
কলঙ্ক মোচন তব লব পুরস্কার।

সিন্দুরা। কিসের কলঙ্ক বীণা?

বীণা। (হাস্য) কিসের কলঙ্ক?
ভুলে গেলে প্রাণেশ্বর? যার তরে গৃহ
তেয়াগিয়া, অনশনে অরণ্যে ত্যজিতে
ছিলে প্রাণ—রাক্ষসী চারণী যে কলঙ্ক
দেছে তব শিরে, নাথ বিনা রক্তপাতে—
সে কলঙ্ক ঘুচিবে না—

সিন্দুরা। বীণা!

বীণা। কে গা তুমি?
মা—মা জল আছে তব পাশে?

সিন্দুরা। পৃথ্বীরাজ!

(পৃথ্বীরাজের পুনঃ প্রবেশ)

পৃথ্বী। কেন মা—কেন মা?

সিন্দুরা। মিলিল না?

পৃথ্বী। মিলিল না!
অবশ হইল অঙ্গ—কোথা যাই—কোথা
জল পাই—দর্শন বিফল চারিধারে,
যেন জল—ধরি ধরি ধরিতে না পারি।
হোথা বিশ্বজয়ী অন্ধকার—কোথা হতে
কি যেন আবেশ এসে ঘেরিল আমায়।
কি উপায় জননী আমার?

সিন্দুরা। কোথা পাবে?
মরুভূমি এখন সংসার—আছে শুধু
অম্বরে জলের ছায়া। বালিকার—
পিপাসা দূরিতে যদি চাও, এক দ্রব্য
আছে মোর, তাই পানে বালিকা বাঁচিবে।
আমিও কাতর তার ভারে। হীনবলা
নারী, বহিতে না পারি আর। বল—বল
যদি হয় প্রয়োজন—এখনি তোমারে—

করি দান। বালিকার জীবন রাখিতে
যদি চাও, ত্বরা লও।

পৃথ্বী। জল নয়—তবে
কি দ্রব্য সে জননী আমার ?

সিন্দুরা। বৃথা তর্কে
বালিকা মরিবে। যদি হয় প্রয়োজন,
শীঘ্র লও ; নহে চলে যাই, ব'সে ব'সে
শিলার সমীপে কর সলিল কামনা।

পৃথ্বী। দাও—তবে শীঘ্র দাও

সিন্দুরা। এই লও (বক্ষে অস্ত্রাঘাত)

পৃথ্বী। (সিন্দুরাকে ধারণ) একি ?
কি করিলি উন্মাদিনি ?

সিন্দুরা। আমারে ছাড়িয়া
দাও, লও, এই রক্ত করাইয়া পান
বালিকা বাঁচাও।

পৃথ্বী। কি এমন মনস্তাপে—
হেন স্বর্ণ অট্টালিকা মুহূর্ত্তে চূর্ণিয়া
দিলি নারি ?

সিন্দুরা। সন্তান—সন্তান! প্রশ্ন ত্যজি—
রক্ষা কর বালিকার প্রাণ—এই রক্তে
রক্ষা কর বালিকার প্রাণ! ভ্রাতৃ-প্রেম
চরণে দলিয়া, শিব দেহ বিচূর্ণিয়া—
এ সৌধের করেছিনু ভিত্তি সংস্থাপন ;
স্বামী সুকোমল দেহে গঠেছি প্রাচীর
তার ; এই নবনীত তনু বালিকার
আপনি করেছে তার ছাদের নির্ম্মাণ ;
তুমি হবে সে সৌধের চূড়া—পৃথ্বীরাজ!
তোমার জীবন শেস—বিষদিগ্ধ অস্ত্রে
ক্ষত শরীর তোমার। নীরব বালিকা—
হের, সব নষ্ট হ'ল—আলোক নিবিল।

পৃথ্বী। মা—মা—জীবনদায়িনি! বৃথা প্রাণ দিলি,
স্বামীর কলঙ্ক ঘুচাতে, এ জগতে
স্থান তার ঘচাইলি ?

(সঙ্গরাজের ও তারার প্রবেশ)

সঙ্গ। বীণা! বীণা!
কোথা গেলি ? আমারে ত্যজিলি ? এতই কি
গুরু অপরাধ ? বীণা! জীবনদায়িনী!

পৃথ্বী। এস প্রাণ সহোদর!—দয়া করে দেহ
আলিঙ্গন—বীণারে ছাড়িয়া ভাই দেহ
আলিঙ্গন—বিশ্বাসঘাতক সহোদরে
দয়া করে দেহ হৃদে স্থান। সর্ব্বনাশ
করিয়ে তোমার, এই চাহি পুরস্কার।—
তারা! তারা!—

তারা। (স্বগত) আঁখি—আঁখি ?
আজ যদি হও,
নখরে ফেলিব উপাড়িয়া। বীণা!—তোর
তরে কাঁদিব না। নারী আমি চক্ষুজল
ফেলিব না! না—না ; মর্ম্মাহত প্রাণেশ্বর
এখনি ত্যজিবে প্রাণ।

পৃথ্বী। নিরুত্তর ? ভাল
কথা কহিও না—হন্তারক সনে কথা
কহিও না—মত্ততায় মজানু সবারে—
মত্ত নর সনে কথা সাগরে মাণিক্য
বিসর্জ্জন—করিও না তারা। আর কথা
কহিও না তারা।

সিন্দুরা। পুত্র! হন্তারক তুমি ?

তারা! মা আমার! প্রাণ যদি সমর্পণে
সাধ থাকে মনে, বিলম্ব ক'র না আর।
কাল পূর্ণ বাছার আমার—পৃথ্বীরাজে
হৃদয় যে দিবে, ক্ষণেকে অনন্ত পাবে।

তারা। কে তুমি মা ? কে তুমি মা ?
ঈশ্বরীর মত
অমিয় জড়িত কথা তুলিলে শ্রবণে ?
(জানু পাতিয়া)
নাথ! ভগিনীর তরে নয় বিগলিত
অন্তর আমার। বীণার কারণে নয়

উদ্বেলিত লোচনের বারি। অভাগিনী
নারী, মরিতে জনম তার; মরিবে সে
যে সময়, মরুক সে বীণার মতন।
অঞ্চলে অঞ্চলে বাঁধা ধন, দিক নারী
তোমা হেন দেবতার বিনিময় তরে।
নাহি কাঁদি সঙ্গরাজ লাগি; ভগিনীর
এ মরণে যদি সে ক্রন্দন করে, তবে
রমণীর জন্মে সে ত এসেছে ধরায়।
জীবনে চরণে ছায়া, পেয়েছি প্রাণেশ
তাই আনন্দে ঝরিছে অশ্রুজল। আশা
ছিল না আমার, জীবন্তে দেখিতে পাব,
জীবন্তে প্রাণেশ কব, জীবন্তে লুটাব
পদতলে। প্রাণেশ্বর ছিল না সে আশা।
প্রাণেশ্বর! মিটেছে পিয়াসা। আর কেন?
শ্রান্ত! এস হে বিশ্রাম লহ হৃদে।
(পৃথ্বীরাজকে বক্ষে ধারণ)
(সঙ্গরাজের প্রতি)
ভাই!

কর না রোদন, এ ক্ষুদ্র জীবন দ্বীপে
কতক্ষণ? অনন্ত ক্ষীরোদ সিন্ধু প'ড়ে।
জীবনের কার্য্য আগে করিয়া সাধন
আমাদের সনে সুখে দিও সন্তরণ।

সিন্দুরা। সতি! সতি! তাই বুঝি বিষেও বাঁচিয়া
ছিল প্রাণ! তোর কোলে পাবে ব'লে স্থান,
গরল হইল বুঝি অমৃত সমান।

পৃথ্বী। মা—মা! অধম সন্তানে কর ক্ষমা।

সিন্দুরা। বাবা!
চিনেছ কি মোরে?

পৃথ্বী। মাতঃ খুল্লতাত বধে
স্বামী হত্যা করেছি তোমার।—আর সেই
শিবের মন্দিরে কথা—মুখ নাহি ফুটে—
ক্ষমা—ক্ষমা—তারা—চলি—জননীর দাও
পদধূলি।

সিন্দুরা। চিরশক্র আমি সে চারণী;
কি আর বলিব যাদুমণি! মহারাজ্য
কর জয়—গুণবতী সতী সনে রহ
অনন্ত সময়।—সঙ্গ! সম্বরি রোদন
শুন জননীর আবেদন।

সঙ্গ। কি আজ্ঞা জননি?

সিন্দুরা। যে কার্য্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলে দুই ভাই,
তার উযাপন ভার তব শিরে।—

সঙ্গ। আজ্ঞা
শিরোধার্য্য জননী আমার।

সিন্দুরা। পৃথ্বীরাজ!
কই পৃথ্বীরাজ?

তারা। প্রাণেশ্বর!

সিন্দুরা। চিতানলে—
স্বামী চিতানলে দিও স্থান

(মৃত্যু)

(কমলার প্রবেশ)

শোক সঙ্গীত।

কমলা।

অকূলে আকুল কেন মন?
যে ফেলে গিয়াছে চ'লে, সে যে স্থির গেছে চ'লে,
সে যে তার ভুলেছে আপন।
যায় কর অন্বেষণ, ছিল সে পাশে যখন,
কই ভাল লাগেনি তেমন,
এবে গেছে বলে চলে কোথা চ'লে গেল ব'লে,
আঁখি জলে ভাসে লো নয়ন।

তারা।

এসলো এসলো সখি, আঁখি জল চোখে রাখি,
ফুল শয্যা কর আয়োজন।
চিতা ঘেরি চারি ধার, অনলে গাঁথিয়া হার,
অনলের রচিয়া শয়ন।
অঙ্গে অঙ্গ পরশিয়া, পরাণে পরাণ দিয়া,
চির তরে মুদি লো নয়ন॥

যবনিকা পতন।

বৃন্দাবন-বিলাস।

(গীতি-নাট্য)

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

উৎসর্গ।

যাঁহাদের চির-মধুর পদাবলী এই গীতিনাট্যের মেরুদণ্ড,

যাঁহাদের আরাধ্য ধন ইহার প্রাণ,

সেই মহাজনদিগের

পদপ্রান্তে

ইহা ভক্তিসহকারে

রক্ষিত হইল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামতারণ সান্যাস ও প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মোহিতলাল গোস্বামী মহোদয়দ্বয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থসন্নিবিষ্ট গীতগুলিতে সুর সংযোগ করিয়াছেন।

পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ।

নারদ, নন্দ, আয়ান, সুবল, বলরাম, রাখালবালকগণ,

ও টহলদারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

শ্রীরাধিকা।

যশোদা, জটিলা, কুটিলা, বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা,

সখীগণ ও প্রতিবেশিনীগণ ইত্যাদি।

বৃন্দাবন-বিলাস।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নারদ।

গীত।

আরে সে মোহন যমুনার কূল,
আরে সে কেলি কদম্ব-মূল, আরে সে ফুটল বিবিধ ফুল,
আরে সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রাব, পিক কুহু কুহু করত গাব,
সঙ্গিনী-রঙ্গিনী মধুর বোলনী
বিবিধ রাগ গায়নী॥
বয়সে কিশোর মোহন ঠাম, নিরখি মুরছি পড়ত কাম,
সজল-জলদ শ্যাম ধাম,
পিঙল বসন দামিনী।
ধবল শ্যামল কালিম গোরী বিবিধ বসন বনি কিশোরী,
নাচত গায়ত রস বিভোরি,
সবহুঁ বরজ কামিনী॥

নারদ। কই, কোথায় তুমি প্রেমময়? পীতধড়া মোহনচূড়া, হাতে মুরলী নিয়ে তুমি যে মধুর বৃন্দাবনের বনে বনে বিচরণ ক'রতে এসেছ! কই কোথায় তুমি? জগতে প্রেম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, ভাগ্যবান মানবের ঘরে ঘরে প্রেমভাব প্রকাশের জন্য তুমি যে বালক-মূর্ত্তিতে গোকুলে বিহার ক'র্‌ছ, লীলাময়! তাহ'লে কোথায় তুমি? এত অনুসন্ধান ক'রছি, তথাপি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কি অপরাধে দেখ্‌তে পাচ্ছি না? বৃন্দাবন! রাধারমণ-পদরজ-স্পর্শে মর্ত্তের বৈকুণ্ঠধাম বৃন্দাবন! কোকিল কুহরিত, কেলিকদম্ব-শোভিত, আবেগময়ী গোপাঙ্গনার অঙ্গতাড়িত হিল্লোলে আবেগময়ী যমুনার তরঙ্গ-বিলসিত বৃন্দাবন! তুমি কত দূরে?

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। ঠাকুর প্রণাম হই।

নারদ। এই যে—এই যে বৃন্দা! আমি তোমাকেই অনুসন্ধান ক'র্‌ছিলুম্!

বৃন্দা। দাসীর ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন কেন হ'ল জান্‌তে পারি কি?

নারদ। অবশ্য জানবে। তোমাকে জানাবার জন্যই এসেছি। শুধু তোমার ভাগ্য নয় বৃন্দারাণী! এতে আমার ভাগ্যও বিজড়িত আছে। আমি জগতের সমস্ত তীর্থদর্শন কর্‌বার সঙ্কল্প ক'রে ভ্রমণে বহির্গত হ'য়েছিলুম্। কিন্তু দুঃখের কথা ব'লব কি বৃন্দারাণী, বুঝি আমাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হ'তে হ'ল।

বৃন্দা। এ যে নূতন কথা শুনলুম্ ঠাকুর! —আপনাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হ'তে হ'ল?

নারদ। আর নূতন কথা! মিথ্যা নয় বৃন্দা। সব তীর্থ দেখে এলুম, কেবল একটী তীর্থ দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বৃন্দা। সে তীর্থ কি এত দূরে?

নারদ। দূরে কি নিকটে, সম্মুখে কি অন্তরালে, তাতো কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। যতই অগ্রসর হ'চ্ছি, ততই বোধ হ'চ্ছে যেন আর একটু হ'লেই পাই। চ'লতেও ছাড়ছি না, কিন্তু পেয়েও পাচ্ছি না।

বৃন্দা। এই ব্রজধামে এসেও আপনার তীর্থভ্রমণ শেষ হ'ল না?

নারদ। প্রথমে মনে ক'রলুম, বুঝি শেষ হ'ল। কিন্তু প্রবেশ ক'রে আকাঙ্ক্ষা মিট্‌ল না। মনটা ব'ল্‌ছে আরও যেন একটু এগুতে হবে। কিন্তু সে একটু যে কোন্ দিকে তা ঠাওর ক'রতে পার্‌ছি না। তাই তোমার অনুসন্ধান ক'র্‌ছিলুম।

বৃন্দা। আমি পথ ব'লে দেব, তবে আপনি যাবেন?

নারদ। নিরুপায়—করি কি? বুড়ো—ভীমরতি হ'য়েছি। চক্ষেও বড় ঠাওর হয় না। তার ওপর একটু জ্ঞানাভিমান কেমন ক'রে যে চক্ষের উপর একটু কালিমা মাখিয়ে দিয়েছে যে, স্পষ্ট দেখ্‌তে গেলেও ঝাপ্‌সা ঠেকে। আর জানই ত চাল্‌শে ধরা চোক—দূর থেকে বরং একটু নজর হয়, কিন্তু কাছে এসে হাত-ড়াতে হয়, অক্ষর ঠাওর হয় না।

বৃন্দা। বেশ, তাহ'লে খানিকটে এই দিকে যান। ব্রজদুলালের ঘর দেখ্‌তে পাবেন।

নারদ। না বৃন্দা, ওদিকে আমার সুবিধা হবে না। ও ননীচুরি ভাঁড় ভাঙ্গাভাঙ্গি আমি দেখ্‌তে চাই না।

বৃন্দা। বেশ, তবে এদিকে।

নারদ। এদিকে কি?

বৃন্দা। কেন, গোচারণের মাঠ।

নারদ। বাপ! ওদিকে কি ভদ্রলোকে যায়। দুঁদে রাখালে ছোঁড়ারা, আর যত গাকুলের ষাঁড়। শেষকালটায় কি অপঘাতে ম'রব?

বৃন্দা। বেশ, তাহ'লে গোবর্দ্ধন দেখে আসুন।

নারদ। না বৃন্দা. সে দিকেও নয়। গোবর্দ্ধন গিরির এখন গোড়া আল্‌গা। যে দিন থেকে তোমার ব্রজদুলাল গোবর্দ্ধন ধারণ ক'রেছেন, সেই দিন থেকেই গিরিবর টলমল ক'র্‌ছেন। কাছে গেলেই চাপা প'ড়্‌ব।

বৃন্দা। তবেই ত গোল বাধালেন ঠাকুর। আপনার বাদবাকী তীর্থটি পাই কোথা?

নারদ। দেখ বৃন্দারাণী খুঁজে দেখ!

বৃন্দা। ভাল, যমুনা-তীর।

নারদ। যমুনা ত তোমার এখন "এক-টানা। যমুনায় পা ফস্‌কে প'ড়ে শেষকালে কি আঘাটায় গিয়ে ম'র্‌ব?

বৃন্দা। ভাল, যমু[illegible] উজ[illegible] বয়?

নারদ। তাহ'লে এখান [illegible] যমু-নায় ঝাঁপ দিই। দেখাও বৃন্দা সেই তটভূমি —সেই তমালতালী-বনরাজি-শোভিত অরণ্য।

যে অরণ্যের প্রান্তবাহিনী যমুনা থেকে থেকে আনন্দহিল্লোলে উর্দ্ধমুখে ছুটে আসে, সেই তীর্থটী দেখিয়ে আমার তীর্থভ্রমণ সফল কর। বৃন্দারাণী আমায় বৃন্দাবন দেখাও।—

"যেই বৃন্দাবনে সকলি নূতন সকলি আনন্দময়।
যেই বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে মিলিত হইয়া রয়॥
যেই বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে তরুলতা
চারিপাশে।
যেই বৃন্দাবনে কিশোর কিশোরী শ্রীরূপমঞ্জরী
সাথে॥
যেই বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায়।
যেই বৃন্দাবনে বিকচ কমল ভ্রমরা পশিছে তায়॥"

বৃন্দারাণী! আমাকে সেই বৃন্দাবন দেখাও।

বৃন্দা। তবে ত গোল বাধালেন ঠাকুর! সে বনের পথে এখন বড়ই কাঁটা।

নারদ। সে কি?

বৃন্দা। শ্রীমতী যে এখন পরহস্তগত। আপনার ব্রজদুলালের হাতছাড়া। দুঃখে মা নন্দরাণীর কাছে তিনি নাড়ুগোপাল হ'য়ে আছেন। আর মনের দুঃখে ব্রজগোপীদের ঘরে ঢুকে ভাঁড় ভাঙ্গছেন, আর ননী চুরি ক'র্‌ছেন! সে তীর্থদর্শন বড়ই কঠিন কথা। অম্লরস চান ত ভাঙ্গা দধিভাণ্ডের অন্বেষণ করুন। কটুরস চান ত গোচারণের মাঠে যান। রাখাল বালকেরা পাচন বাড়ীর সাহায্যে আপনাকে পিট ভরে খাইয়ে দেবে। মধুর রস —সেটী আর হ'চ্ছে না। সে গুড়ে বালি। রসের কুম্ভটী আয়ান ঘোষ দখল ক'রে ব'সেছেন। ওদিক পানে চাইলে আয়ানের লাঠি।

নারদ। বটে!

বৃন্দা। হাঁ প্রভু! কিশোরী এখন মাধবের স্বকীয়া কিশোরী নেই। রাধারাণী এখন পরকীয়া। সংসারের পাকে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

নারদ। তাতে আর কি হ'য়েছে? বৃন্দা তুমি রাধামাধবের মিলন সংঘটন কর। সংসারে নব-বৃন্দাবনের সৃষ্টি কর।

বৃন্দা। আপনি ত ব'ল্লেন ঠাকুর, কিন্তু ব্যাপার কি সহজ?

নারদ। শক্তটা যে কি তাতো আমি বুঝতে পার্‌ছি না।

বৃন্দা। শক্ত কি সহজ, তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাব প্রভু? আপনার অবস্থা আর শ্রীমতীর অবস্থা এ দুই অবস্থার কি তুলনা হয়? সংসারে আপনি আপনাকে মাত্র সঙ্গী ক'রে হরি ভজন ক'রেছেন। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, মায়া মমতায় জড়াবার একটীও প্রাণী নেই। কাজেই ভগবান ভিন্ন আপনার কে আছে? নাম ক'র্‌তে ভগবান, চিন্তা ক'র্‌তে ভগবান। কাঁদতে ভগবানের নাম, হাস্‌তে ভগবানের নাম। সুখ দুঃখের দুটো কথা ক'ইতে ভগবান হ'লেন সঙ্গী, দুটো গাল দিতে প্রয়োজন হ'লে ভগবান হ'লেন শ্রোতা। কেউ বাধা দিতে নেই, কেউ টান্‌তে নেই, কেউ ভাবাতে নেই, কেউ কাঁদাতে নাই। সংসারী জীবের কৃষ্ণভজন যে কত কঠিন, তা আপনি বুঝবেন কি? দুষ্টা শ্বাশুড়ী, মুখরা ননদী, দুরন্ত স্বামী—লোকলাজ, ভয়, মান, কলঙ্ক, গুরুগঞ্জনা। কিশোরীর এখন যা অবস্থা, এ অবস্থায় প'ড়ে কখন যদি কৃষ্ণ ভজতে চেষ্টা ক'রতেন, তা'হলে বুঝতেন ব্যাপারটা কি!

নারদ। তা বটে! সেটা যে কি ব্যাপার, তা বুঝবার ত আমার ক্ষমতা নাই। তাহ'লে কি হবে বৃন্দা? আমার তীর্থভ্রমণ কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে? শ্রীরাধামাধবের মিলন কি দেখতে পাব না?

বৃন্দা। তবে দিন একবার পদধূলি। দেখি কতদূর কি ক'রে উঠ্‌তে পারি।

নারদ। আশীর্ব্বাদ করি বৃন্দা, তুমি সফল-কামা হও। তোমার রচিত উদ্যানের পুষ্পগন্ধে ধরণী ভরে যাক্‌। দেখে শুনে আঘ্রাণ অনুভবে আমি জীবন সার্থক করি।

বৃন্দা। আপনিও তাহ'লে এক কাজ করুন। ব্রজদুলালকে ঘরের বার করুন।

নারদ। আমি এখনি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। গীত।

রতিরণরঙ্গভূমি বৃন্দাবন ;
রণ-বাজন পিক-তান।
চ'ড়ল মনোরথে, দোসর মনোমথে,
পরিমলে অলিক প্রয়াণ।
দেখ রাধামাধব মেলি।
দুহুঁক চপল চকিত নাহি সমুঝিয়ে,
কিহে কলহ কিয়ে কেলি॥
জর জর চন্দন কর কুচ কঞ্চুক,
বিপুল পুলক ফুলবাণ।
দুঁহু নূপুর ধ্বনি দুঁহু মণি কিঙ্কিনী,
কঙ্কণ বলয় নিশান।
দুঁহু ভুজপাশ জড়ি দুঁহু 'জন বন্ধন,
অধর সুধা করু পান।
আকুল বসন চিকুর শিখীচন্দ্রক গোবিন্দ দাস রসপান॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নেপথ্যে দেবদেবীগণ— গীত।

চাঁচর চিকুর, চূড়োপরি চন্দ্রক,
গুঞ্জা মঞ্জুমালা।
পরিমল-মিলিত, ভ্রমরী-কুল আকুল,
সুন্দর বকুল গুলাল॥
বনমে আওয়ে হো নন্দলাল।
মনমথ-মথন, ভাঙ যুগ ভঙ্গিম,
কুবলয় নয়ন বিশাল॥
বিম্বাধর'পরি, মোহন-মুরলী ধর,
পঞ্চম বমই রসাল।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর,
শ্যামল তরুণ তমাল॥

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মা! মা! কই মা, কোথা মা

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। একি গোপাল? একি বাপ? ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে এলি কেন? কেঁদে উঠলি কেন? এখনও ত সকাল হ'তে দেরি আছে।

কৃষ্ণ। মা! মা! ওরা কারা মা?

যশোদা। কই কারা, বাপ গোপাল?

কৃষ্ণ। ওইযে এসেছিল, ওইযে আমাকে কি ব'লে গেল।

যশোদা। সেকি বাপ? কেউত আসেনি, কেউত যায়নি, কেউত কিছু বলেনি!

কৃষ্ণ। এই যে এলো মা,—এই যে ব'লে মা!

যশোদা। ওকি গোপাল? ওকি ব'লছিস্‌ বাপ?

কৃষ্ণ। মা! মা! দেখেছিস, দেখেছিস?

যশোদা। কি—কি?

কৃষ্ণ। ওই যে দেখ না। ওই ধীরসমীরে যমুনাতীরে—একা আকাশ পানে চেয়ে নতুন মেঘে চোক রেখে ও কে মা?

যশোদা। গোপাল, গোপাল!

কৃষ্ণ। মা, দেখ—দেখ—আবার দেখ—

যশোদা। ওমা মঙ্গলচণ্ডী কি ক'র্‌লে মা! গোপাল আমার এমন করে কেন মা? গোপাল! গোপাল!

কৃষ্ণ। কেন মা?

যশোদা। ওকি ব'লছিস বাপ!

কৃষ্ণ। কই!—আমি?—কি ব'ল্‌ছি!

যশোদা। কিছু বলিস্‌নি ত? তা'হলে চল্‌ বাপ—এখনও সূর্য্য ওঠেনি, ঘুমুবি চল্‌।

কৃষ্ণ। আমি ত ঘুমুচ্ছিলুম, তুই আমায় ডাক্‌লি কেন?

যশোদা। ভুলে ডেকে ফেলিছি বাবা!

কৃষ্ণ। এমন ধারা ভুল্‌বি কেন?

যশোদা। আর ভুল্‌বো না বাবা! এবার থেকে আর ভুল্‌বো না। তুমি ঘুমুলে আর ডেকে তুল্‌বো না।

কৃষ্ণ। হাঁ মা, সুবল এখনও এলো না কেন?

যশোদা। এখনও সকাল হয়নি ত বাবা, সকাল হ'লেই আস্‌বে।

কৃষ্ণ। তা হাঁ মা, ওরা গরু চরাতে যায়, তা আমি যাই না কেন?

যশোদা। কই, কারা যায়?

কৃষ্ণ। কেন, দাদা যায়, শ্রীদাম যায়, সুদাম যায়।

যশোদা। ওরা বড় হ'য়েছে, তাই যায়। তুমি যে এখনও দুধের ছেলে নীলমণি! কই, সুবল কি যায়? যখন বড় হবে, তখন যাবে।

কৃষ্ণ। আমি কবে বড় হব মা?

যশোদা। সে পুরুত ঠাকুর পাজি দেখে শুণে গেঁথে ব'লে দেবে। ধন আমার, যাদু আমার, নীলমণি আমার, কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে উঠেছ, অসুখ ক'র্‌বে। এখন একটু ঘুমুবে চল।—ওমা মঙ্গলচণ্ডী! ছেলে আমার ঘুম থেকে উঠে অমন ক'রে উঠল কেন মা? মা! বাছার সব আপদ বালাই দূর ক'রে দাও। তোমার ষোড়শোপচারে পূজা দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। একজন একজন ক'রে গোপালের সকল সঙ্গীই গোচারণ কার্য্যে নিযুক্ত হ'ল। গোপালকে ত আর না পাঠালে কিছুতেই চলে না। আর না পাঠালে যে লোকে নিন্দা ক'রবে। কিন্তু কেমন ক'রে পাঠাই? যশোমতী কি এরূপ কার্য্যে সহজে সম্মতি দেবে? আমিই বা গোপালকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো? বড়ই বিপদ!—যশোমতী!

(যশোমতীর প্রবেশ)

যশো। কেও গোপরাজ! আস্তে কথা কও। গোপাল আমার সবে চক্ষু বুজেছে। কিছু দরকার আছে কি?

নন্দ। দরকার অন্য কিছু নয়। ব'ল্‌তে এসেছিলুম কি—পুরোহিত মহাশয় আজ প্রভাতে এসেছেন। এসে ব'ল্‌ছেন যে আজ বড়ই শুভদিন। গোপালের গোচারণযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হয়, এই সময় একটু স্বস্তেন শান্তি ক'রে গোপালের হাতে পাঁচন বাড়ী দিলে ভাল হয় না?

যশো। দিতে হয় দাও না। আমি কি গোপালকে ধ'রে রেখেছি?

নন্দ। আহা রাগো কেন? কথার কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি বইত নয়। পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়।

যশো। আমি ত আর পাঁচজনের ধার ক'রে খাইনে যে, পাঁচ কথা ক'ইবে।

নন্দ। পুরুত ঠাকুর ব'ল্‌ছিলেন, যে সময়ের যা, সেটা না ক'র্‌লে ছেলের অকল্যাণ হয়।

যশো। ছেলের যদি অকল্যাণ হয়, তবে পুরুত ঠাকুর র'য়েছেন কি ক'র্‌তে? তবে তাঁর স্বস্তেন শান্তির জোর কি?

নন্দ। বটেই ত!

যশো। কচি দুধের ছেলে, এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেঁদে ওঠে।

নন্দ। ছেড়ে দাও; ছেড়ে দাও—ও কথা একেবারেই ছেড়ে দাও।

যশো। একদণ্ড যাকে না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে—সেই ছেলেকে তুমি গোঠে পাঠাতে চাও ?

(বলাই, শ্রীকৃষ্ণ ও রাখালবালকগণ।)

গীত।

ওমা নন্দরাণী !
কানাইরে দিয়ে দাও সাথে।
পরাইয়ে দেহ ধড়া, চরণে নূপুর বেড়া,
মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া মাথে ॥
অলকা তিলকা ভালে, বনমালা দেহ গলে,
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবলাদি বলরাম
আমরা দাঁড়ায়ে রাজপথে ॥

(নারদের প্রবেশ)

গীত।

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপন তনয়া তীরে কেলি
ধবলী শাঙলি আওরি আওরি
ফুকরি চলত কান রি ॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্র গুঞ্জা হার
বদনে মদনভান রি ॥
আগম নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠ বিহার
সবহু ভকত করত আশ
চরণে শরণ দান রি ॥

যশো। ঠাকুর ! মায়ের প্রাণ ত বুঝ্‌লেন না। তাই আমাকে কঠিন শাস্তিটে দিলেন।

নারদ। কি করি মা নন্দরাণী ! তোমাদের মঙ্গলকামনা আমি চিরদিন ক'রে আস্‌ছি। এমন গোচরণযোগ্য শুভদিন আর বহুকালের মধ্যে পাওয়া যাবে না দেখলুম, তাই গোপালকে আজকের দিনে পাঠাইবার জন্যই গোপরাজকে অনুরোধ ক'রলুম।

নন্দ। এমন শুভদিন যখন পাওয়া গেছে, তখন সেটা ছাড়া আর কোনক্রমেই উচিত নয়। আর ত বেশী দিন ঘরে ধ'রে রাখতে পা'রব না।

যশো। বলাই বাপ কাছে এস—এই নাও তোমার হাতে আমার কানাইকে সঁপে দিলুম।—

"দধি মন্থনকালে, সম্মুখে বসিয়া খেলে,
আঙ্গিনার বাহির না করি।
আঙ্গিনার বাহিরে, যদি গোপাল খেলা করে,
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥"

নারদ। নন্দরাণী ! এখন কাঁদবার সময় নয়, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর।

যশো। "যাদু মোর নয়নের তারা।
কোলে থাকিতে কত, চমকি চমকি উঠি,
নয়ন নিমিখে হই হারা ॥
তারে তুমি বনে নিয়ে যাও।
যারে পীড়াপীড়ি করি, দুগ্ধ পিয়াইতে নারি,
তারে তুমি গোঠেতে সাজাও ॥
বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে,
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের ছেলে, বনে বিদায় দিয়ে,
দৈবে মারিবে বুঝি মায়।"

নারদ। আর বিলম্ব ক'রছ কেন নন্দরাণী !

যশো। গোপাল একবার কাছে এস ত।

(কৃষ্ণের মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা দান)

"এ দুখানি রাঙ্গা পায়, ব্রহ্মা রাখিবেন তায়,
জানু রক্ষা কর দেবগণ।
কটিতট সুজঠর, রক্ষা কর যজ্ঞেশ্বর,

হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলি, রক্ষা করুন বনমালী,
কণ্ঠমুখ রাখ দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব, পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব,
অধঃ উর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি ॥
জলে স্থলে গিরি বনে, রাখিবেন জনার্দ্দনে,
দশদিকে দশ দিকপাল।
যত শত্রু হোক মিত্র, রক্ষা ক'রুক সর্ব্বত্র,
নহে তুমি হও তার কাল ॥"

নারদ। তা হ'লে ভাই বলাই, কানাই ভাইটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে, আস্তে আস্তে পাইচারি ক'র্‌তে ক'র্‌তে এগিয়ে যাও।

যশো। "আমার শপথ লাগে, না ছুটো ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু, পূরিও মোহন বেণু,
ঘরে ব'সে আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে যেও, সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপুভয় আছে ॥
ক্ষুধা হ'লে চেয়ে খেয়ো, পথপানে চেয়ে যেয়ো,
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে!
কারো বোলে বড় ধেনু, ফিরাতে না যেয়ো কাণু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥"

এই বাবটের পথ ধ'রে আয়ানের বাড়ীর ধার দিয়ে যাও। যমুনার ধারে ধারে গরু চরাও।

বল। গীত।

ভয় ক'রো না মা নন্দরাণী।
বেলি অবসান কালে, এনে দিব গোপালে
তোর আগে শুন গো জননী ॥
সঁপি দেহ মোর হাতে, আমি লয়ে যাব সাথে,
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
মোদের জীবন হ'তে, অধিক জানি যে গো,
জীবনের জীবন নীলমণি ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্রীরাধা ও কুটিলা।

কুটিলা। বলি হাঁ বউ! তোর আজ হ'ল কি?

রাধা। কিছুই হয়নি—হবে আবার কি?

কুটিলা। বিছানা ছেড়ে উঠে অবধি মুখ ভার ক'রে ব'সে র'য়েছিস্। সাত ডাকে রা পাওয়া যায় না। কথায় কথায় অন্যমনস্ক, তবু ব'ল্‌ছিস্ কিছু হয় নি? কেন, আমি কি কিছুই বুঝতে পারিনি? আমায় এতই হ্যাকা ঠাওরালি?

রাধা। কি বুঝ্‌লে?

কুটিলা। আমি ত আর জান্ নই যে, তোমার পেটের ভেতর কি আছে জান্‌তে হবে। তুমি লীলাময়ী ধনী, তোমার দণ্ডে দণ্ডে লীলা। কে বাপু অত লীলা বুঝে বেড়ায়!

রাধা। তুমি ব'ল্লে ব'লে ব'ল্লুম।

কুটিলা। তা ব'লব না ত কি? তোমার ভয়ে চুপ ক'রে থাক্‌তে হবে? তা বুঝি আর নাই বুঝি, কিছু বলি আর নাই বলি—বউ ঠাকরুণ! একটু কম ক'রে কর।

রাধা। ক'রলুম কি?

কুটিলা। তা যাই কর, একটু কম করে কর। যে টুকু সয়, সেই টুকু কল্লেই ভাল হয়।

রাধা। ভ্যালা বিপদ—ক'র্‌লুম কি?

কুটিলা। এ বয়সে অতটা বাড়াবাড়ী ভাল নয়। আমাদেরও অমন এককাল ছিলো। আমরাও এককালে স্বামী নিয়ে ঘর ক'রেছি। কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ী ক'রিনি।

রাধা। আমারই বা বাড়াবাড়ীটা কি দেখলে?

কুটিলা। আমাদেরও স্বামী মাঝে মাঝে বিদেশে যেত। আমরাও অমন কত শ্রাবণের বাদ্‌লার রাত একলা কাটিয়েছি। কিন্তু সারাটা রাত বিছনায় প'ড়ে কখন অমন ছট্‌ফট্ করিনি। জাগবার সময় জেগেছি, বস্‌বার সময় ব'সেছি, ওঠ্‌বার সময় উঠেছি, আবার ঘুমুবার সময় ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে ঘুমিয়েছি। স্বামি কি চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ী থাকবে? বিদেশ যাবে না? তা তার জন্য অত বাড়াবাড়ী কেন? সারারাত ঘুম নেই—চোক করঞ্চা! এ কিরে বাপু! দাদা কাল্‌কে মথুরা গেছে। বৃষ্টির জন্য আসতে পারেনি। আজ যেখানে থাক্ আস্‌বেই। তার জন্য অত কেন?

রাধা। তুমি কি মনে ক'রেছ, তোমার দাদার জন্য আমি সারারাত বিছানায় প'ড়ে ছট্‌ফট্ ক'রেছি?

কুটিলা। তা যার জন্যই কর, কিন্তু অতটা ক'রো না। এরপর অতটা কেন—ওর কিছুই থাকবে না।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কিগো সই, ব'সে ব'সে হ'চ্ছে কি? আরে কেও কুটিলা ঠাকরুণ! তুমিও যে। ননদ ভাজে মুখোমুখি ক'রে সকাল বেলায় কি এত গোপনীয় কথা হ'চ্ছে? আমরা বাইরের লোক কি শুনতে পাই না?

কুটিলা। এই ব'সে ব'সে তুমিই না হয় সমস্ত শোনাটা একচেটে ক'রে নাও। দুঃখ কেন? আমি কেবল দুটো একটা ছুটক ফাউ কথা শুনে গেলুম বইত নয়। তুমি হ'চ্ছ তোমার সইয়ের অন্তরঙ্গ—সব কথা ত তোমারই শোন্‌বার অধিকার।

বৃন্দা। বেশ, তুমিও ত আমার পর নও। শুনতে পাই ত তোমাকেও কিছু ভাগ দেওয়া যাবে। ব্যাপার কি সই?—ওমা! তাতো দেখিনি। একি সই! তোমার আজ এমন মূর্ত্তি কেন? মুখ এমন মলিন—চোখ দুটী লাল—যেন অন্যমনস্ক ভাব—কেন সই?

কুটিলা। কেন আর কি—এ বয়েসের রোগই ওই। আমরা আছি সংসারধর্ম্ম দেখতে—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেটে ম'র্‌তে—আর ওঁরা আছেন, কেবল অন্যমনস্ক হ'তে, আর চক্ষু দুটী লাল ক'রে ব'সে থাক্‌তে। কেমন গো ঠাকরুণ! এখন বিশ্বাস হ'ল? আমিই না হয় মন্দ,—পোড়া পাড়ার লোকে আমায় কেবল তোমাকে গঞ্জনা দিতেই দেখে। এবার ত আমি ব'লিনি।—বলি এখন উঠবে, না এম্‌নি ক'রে অভিমানে অঙ্গ ঢেলে দিন কাটিয়ে দেবে?

বৃন্দা। অভিমান? তাহ'লে সইয়ের আমার অভিমান আছে!

কুটিলা। অভিমান নেই? অঙ্গটুকু সুধু অভিমানেই গড়া। দাদা কাল্‌কে মথুরা গিয়েছে, বৃষ্টির জন্য আস্‌তে পারে নি। তাই সইয়ের তোমার অভিমান। দাদা কাল রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ওঁর কাছে আসেন নি কেন, তাই মানময়ী মানসাগরে অঙ্গ ঢেলে ব'সে আছেন। বৃন্দা! বড় দুঃখু, ভালবাসাটা কেবল আমরাই দেখাতে পার্‌লুম না—মান করাটা আমরাই শিখলুম না।—কেবল দেখতে এসেছি, দেখেই গেলুম।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। বেশ, তুমি যাও, আমি সইকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। আ? ষাঁড়ী গেল না ত, যেন গায়ে বাতাস লাগ্‌ল।—যাক্—তারপর ব্যাপার কি বল দেখি সখি! আজ তোমার একি ভাব বৃষভানুনন্দিনী?

রাধা। আগে দেখ, পাপ ননদী গেল কি না।

বৃন্দা। সে চ'লে গেছে।

রাধা। সই! আমি কি দেখলুম!

বৃন্দা। (স্বগত) এরই মধ্যে সখী কি দেখলে? কই দেখবার ত এখনও সময় হয় নি। তা হ'লে সখী আমার দেখলে কি? (প্রকাশ্যে) কি দেখলে সখি?

রাধা। সই, প্রাণের সই, কাছে এস—চারিদিক দেখ। তুমি ছাড়া আর কেউ যেন না শোনে।

বৃন্দা। কেউ নেই—তুমি নিঃসঙ্কোচে বল।

রাধা। কাল রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।

বৃন্দা। স্বপ্ন?

রাধা। অদ্ভুত স্বপ্ন!— (সুরে)

"রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন,
ঝিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্ক শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিদ্রা যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরী বোল,
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঞ্জা ঝি ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে,
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥"

বৃন্দা। তার আর বিচিত্র কি? শ্রাবণের ধারায় জলবর্ষণ হ'য়েছে। দুরু দুরু মেঘ-গর্জ্জন। গভীর রাত্রি। স্বামী দূরদেশে। এমন সময় রসময়ী তুমি গৃহের মধ্যে কোমল শয্যায় একা। তুমি যে বেছে বেছে মনের মতন স্বপ্ন দেখবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য স্বামীর স্বপ্নই দেখেছ?

রাধা। স্বামী?—কে স্বামী—কোথা আমার স্বামী? আমিই বা কার?

(সুরে)

"মনের মরম কথা, তোমারে কহি যে হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যেন, শ্যামল বরণ দেহ,
তাহা বিনু আর কারও নই॥

বৃন্দা। বল কি?—এমন স্বপ্ন দেখেছ?

(সুরে)

রাধা। "মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥

গীত।

রূপে গুণে রসসিন্ধু,
মুখছটা যেন ইন্দু,
মালতীর মালা দোলে গলে।
বসি মোর পদতলে,
পায়ে হাত দেয় ছলে,
"আমা কিন, বিকাইনু" বলে॥

বৃন্দা। তারপর?

রাধা। আমি জিজ্ঞাসা করলুম তুমি কে? অমনি আমার কাণের কাছে কোথা থেকে কে এসে যেন বলে গেল শ্যামসুন্দর।

বৃন্দা। ঠিক হ'য়েছে—আমিই যুগল মিলনের উপলক্ষ হব, এই অহঙ্কারে টলতে টলতে যেমন রাইয়ের কাছে আসছিলুম, দর্পহারী তেমনই আমার দর্প চূর্ণ করেছেন। রাইয়ের স্বপ্নাবস্থায় তার কাছে এসে, তার পায়ে আপনার সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেছেন। যুগযুগান্তরের এ মিলন। আমি তুচ্ছ রমণী—আমার এ অহঙ্কার কি সাজে?—তা বেশ করেছ। স্বপ্নে অমন কত দেখাদেখি, বকাবকি, দান প্রতিদান হয়ে থাকে। তাতে কি সকাল বেলায় মলিন মুখে নিষ্কর্ম্মা হয়ে, গালে হাত

দিয়ে ভাবতে হয়? নাও—ওঠ। সকাল সকাল যমুনাস্নান সেরে আসি এস। আর কেন ভাই এমন করে বসে আছ?

রাধা। আমি আছি? আমি আর আছি কই সই?

বৃন্দা। তুমি কি বলছ?

রাধা। বৃন্দা—বৃন্দা—আমার সব গেছে।

"কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণ ভূষিত অঙ্গ,
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দিনু কোল, মুখে না সরিল বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল,
বল সই কি আর রহিল॥"

সজনি! আমি তোমার শরণাগত। আমার সর্ব্বস্ব গেছে।

এখন এ সঙ্কট সময়ে তুমিই আমার সব! দয়া করে বল আমি কি করি?

বৃন্দা। কি করবে—আমি ব ব?

রাধা। তুমি ভিন্ন আর কে বলবে বৃন্দা? আমায় কর্ত্তব্য শিক্ষা তুমি ছাড়া আর কে দিতে পারে? তুমিই আমার সহায়, তুমিই আমার জ্ঞান বুদ্ধি। আমাকে সৎপথে নিয়ে যাবার জন্য তুমিই আমার পথপ্রদর্শিকা।

বৃন্দা। গীত।

তবে শুন সুবদনী রাই।
সুধালে যদি হে ব'লে যাই॥
তুঁহু সুন্দরী রসের দে, তোঁহারি নয়নে লেগেছে সে,
রসে রসে বুঝি মিলে গেছে,
উথলি সিন্ধু আকুল তাই॥
স্বপনে পেয়েছ গোপনে রাখ, মুদিত নয়নে হিয়াতে দেখ,
পিরীতি মুরতি করিয়ে আরতি,
আমরা জীবনে সাধ পুরাই॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আয়ান।

আয়ান। কালী বল মন, কালী বল। মা যার সহায়, ত্রিভুবনে তার কাকে ভয়? মথুরার সহর ছেড়ে, কালী বলে যেই মাঠে পাটি দিয়েছি, অমনি চারিদিক থেকে হু হু করে ঝড়। বাপ্! কি ঝড়ের তেজ! মাঠের মাঝখানে পড়লেই প্রাণটা গিয়েছিল আর কি? কিন্তু রাখে কালী ত মারে কে? মারে কালী ত রাখে কে? কালী আমাকে রক্ষা করছেন, আমি মাঠে পড়ব কেন? ঝড়ও আসা, আর আমিও অমনি মাথা গোঁজ করে কালী বলে দে ছুট। ছুটতে ছুটতে পড়বি ত পড় একেবারে একজনের ঘাড়ে। কালী বলে মাথা তুলে দেখি যে কালনিমে মামা। তারপর কালী বলে মামার বাড়ী উপস্থিত। তারপর কালী বলে কণ্ঠায় কণ্ঠায় চর্ব্ব্যচোষ্য ঠাসা। তার পর কালী বলে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমিয়ে, আবার সকালে কালী বলে নিজের ডেরাতে এসে উপস্থিত। কালী বল মন, কালী বল। হাতে পায়ে কাদা—তা হোক এই অবস্থাতেই মন আর একবার কালী বল।

গীত।

যা অনায়াসে হয় তাই কররে।
কাজ কি আমার কোশাকুশী আয় মন বিরলে বসি,
ভাব শ্যামা এলোকেশী, বারাণসী পাবিরে।
ভস্মমাখা ত্রিলোচন, শিবের কোন্ পুরুষে ছিল ধন,
শ্যামা নিধ'নের ধন, তাই সদা জপরে॥

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। এই যে, এই যে, এসেছিস্ বাপ?

আয়ান। আস্‌ব না ত কি, ঝড়ে মাঠের মাঝখানে ঠ্যাং খোঁড়া হ'য়ে প'ড়ে ম'রে থাক্‌ব?

জটিলা। বলাই শত্রু ম'রুক। তুমি আমার অখণ্ড প্রমাই নিয়ে বেঁচে থাক। ও কুটিলে! শিগ্‌গির তোর দাদার জন্য পা ধোবার জল নিয়ে আয়।

আয়ান।' সবাইকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু কাউকেও দেখ্‌তে পাচ্চি না কেন?

জটিলা। সে কি রে বাবা, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না কি? অমন চোক, বন্‌বন্‌ ক'রে তারা ঘুরছে, তবুও দেখ্‌তে পাচ্ছিস না?

আয়ান। না—দেখ্‌তে পাচ্ছি না?

জটিলা। ওমা মঙ্গলচণ্ডী কি ক'র্‌লে?

আয়ান। মঙ্গলচণ্ডী আমার মুণ্ড ক'র্‌লে।—বলি তোকেও দেখ্‌লুম, কুটিলাকেও দেখ্‌লুম—তবু কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন?

গীত।

তারা কে পারে তোমারে চিন্‌তে।
তুমি গো মা উমা, ব্রহ্মময়ী শ্যামা,
কটাক্ষে পার মা, ত্রিলোক জিন্‌তে।
আমি দুরাচার কি জানি বল না,
ভবে এসে সাধন হ'ল না হ'ল না,
কর না ছলনা দনুজদলনা,
রাখ মা রাখ মা অধীনে অন্তে।

জটিলা। মনে করি কথা কব না, কিন্তু না ক'য়েও থাকৃতে পারি না। অমনিতেই পোড়া লোকে বলে বউ-কাঁট্‌কি। কিন্তু এক চোকো পোড়া লোক ত দেখ্‌বে না যে গেরস্তর বউ—বেলা এক প্রহর হ'ল, এখনও পর্য্যন্ত ঘর থেকে বেরুল না। ডেকে ডেকে মায়ে ঝিয়ের গ। ভেঙ্গে গেল, তবু বউয়ের সাড় হ'ল না। এতে কি বল্‌তে ইচ্ছা করে বল্ দেখি বাপ আয়ান?

আয়ান। কি! সাড় হ'ল না? এমন অসুখ হাতে থাকৃতে সাড় হ'ল না (ভূমিতে যষ্টি প্রহার)।

জটিলা। থাম্‌—থাম্‌—বউমা আসছে।

(রাধার প্রবেশ)

আয়ান। বা। বা! তাইত। তাইত।
"তারা কে পারে তোমারে চিন্‌তে।"

জটিলা। ওকিরে—ওকিরে?

আয়ান। থাম্‌—থাম্‌।

জটিলা। ওকিরে আয়ান, পাগল হ'লি নাকি? কারে কি ব'লিস্‌।

আয়ান। হুঁ—হুঁ, চোখ রাঙাচ্ছ—চোক রাঙাচ্ছ।

গীত।

আমি কি অটাশে ছেলে।

জটিলা। আরে ও হতভাগা! ক্ষেপে গেলি নাকি? কারে কি ব'ল্‌ছিস্‌? লোকে দেখ্‌লে মনে ক'র্‌বে কি?

গীত।

আয়ান। মায়ে পেয়ে মোকদ্দমা ডিক্রী লব এক সওয়ালে।
আমি শান্ত হব, যখন আমায়,
শান্ত ক'রে লবে কোলে।

জটিলা। ও আয়ান ক'র্‌সি কি? ক'র্‌স কি? নেশা ক'রে এলি নাকি?

আয়ান। দূর বেটী—নেশাটা ভেঙ্গে দিলি। কেও বৃষভানুনন্দিনী! কোথায় যাচ্ছ?

রাধা। আজ গোপূজার প্রশস্ত দিন। স্বামীর মঙ্গলার্থে গোমাতার পূজা ক'র্‌ব ইচ্ছা ক'রেছি। তাই একটু সকাল সকাল যমুনা-স্নানে চ'লেছি।

আয়ান। বেশ ক'রেছো। দেখ্‌দেখি মা। এতে বউকে ভক্তি ক'রতে ইচ্ছা করে কি না করে। স্বামীর মঙ্গলার্থে উনি না ক'রেছেন কি? এই সকাল থেকে এখন পর্য্যন্ত উনি কতটা ভাবনা ভেবেছেন দেখ

দেখি।—স্বামী ভেবেছেন, তার মঙ্গল ভেবেছেন, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থও ভেবেছেন। বাকী ছিল যমুনা আর স্নান, অবশেষে সেটাও শেষ ক'র্‌তে চ'লেছেন। বেশ, বেশ, বৃষভানু-নন্দিনী—বেশ। ভাল, স্নান ক'রে এসে যখন গোপূজা ক'র্‌বে, তখন করজোড়ে গোমাতার কাছে এই বর প্রার্থনা ক'রো যে, হে গোলোক-বিহারী হরি! আমার গরীব স্বামীর প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি কর। যেন সজ্ঞানে আমি মায়ের চরণে শরণ পাই।

রাধা। বেশ তাই ব'ল্‌ব।

[প্রস্থান।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওমা—মা!

জটিলা। কেন?

কুটিলা। বৌ কোথা?

জটিলা। যমুনায় গেছে।

কুটিলা। ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন্।

উভয়ে। কেন?

কুটিলা। আরে ছাই আগে আন না।

আয়ান। আরে ছাই আগে বল্ না।

কুটিলা। বউয়ের আজ ঘর থেকে বেরিয়ে কাজ নেই। গোকুলের যত ডাংপিটে ছোঁড়া-গুলো আজ এই দিকেই গোচারণে আস্‌ছে।

আয়ান। আসুক না, তাতে আর কি হ'য়েছে?

কুটিলা। তার সঙ্গে নন্দঘোষের ছেলে কানায়েটাও আছে।

আয়ান। ও! তারে ত ভারী ভয়।

কুটিলা। তারে ভয় নয়, তার রীতকে ভয়। ও পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ভাঁড় ভেঙে ক্ষীরননী চুরী ক'রে খায়। এখন তোমার ঘরের ক্ষীর-ভাণ্ডটী যদি চুরি যায়?

আয়ান। কেমন ক'রে যায়, একবার দেখ্‌ই যাক্ না।

কুটিলা। চুরিই যদি যায় ত দেখে ক'র্‌বে কি?

জটিলা। কাজ কি বাপ! আজকের দিনটে বউকে বাড়ী থেকে বেরুতে বারণ ক'রেই দে না।

আয়ান। আর বারণ ক'র্‌তে হবে না। তোমার কানাইই বল, আর বলাইই বল, ও সব তুম তাড়াকি আর বেশী দিন চ'ল্‌ছে না। মথুরা গিয়ে যা শুনে এলুম, তাতে দুদিন পরেই গোকুল থেকে একেবারে ছোঁড়ার পাট লোপাট।

জটিলা। কি শুনে এলি বাপ?

আয়ান। শুনে এলুম কংস রাজা স্বপ্নে দেখেছে যে, যে তাকে মারবে, সে গোকুলে বাড়ছে। তাইতে কংস রাজা হুকুম দিয়েছে যে, গোকুলে যে ছোঁড়া বাড়ছে, তাকেই মেরে ফেল।

কুটিলা। তাহ'লে তোমাকেও ত মেরে ফেল্‌বে?

আয়ান। ভয় নেই—ভয় নেই—আমার জন্য কিছু ভয় নেই। আমি সে কথা জেনে একেবারে ঠিক হ'য়ে এসেছি। যারা বাড়ছে, তাদেরই ভয়। আমি কি বাড়ছি—যত দিন যা'চ্ছে, ততই আমি ছোট হ'য়ে যাচ্ছি। ভয় নেই—ভয় নেই—আমার জন্য কিছু ভয় নেই, চল্।

কুটিলা। তবু একবার বউএর সঙ্গে যাই। দাদার বুদ্ধিতে চ'ল্লে চ'ল্‌বে না।

[প্রস্থান।

আয়ান। কালী বল মন—কালী বল। দেখ মা! এক সন্ন্যাসী ঠাকুর এসে ব'লে

গেল—তোমার ঘরে হাত-পা-ওয়ালা আনন্দময়ী মা আসবেন।

জটিলা। সন্ন্যাসী ঠাকুর?—কোথায় রে?

আয়ান। চ'লে গেছে।

জটিলা। আ বোকা! ছেড়ে দিলি, বৌমাকে দেখাতে পারলিনি!

আয়ান। আর বউ দেখিয়ে কি হবে? এবারে যখন আসবে একেবারে আনন্দময়ীকে দেখিয়ে দেব। কালী বল মন—কালী বল।

জটিলা। নে, তবে হাত পা ধুয়ে ঘরে চল্।

[প্রস্থান।

আয়ান। কি ব'লব—ছোঁড়াটা যদি কাল না হ'ত, তা হ'লে একদিনেই তার তুম্ তাড়াকী বা'র ক'রে দিতুম্। ছোঁড়াটা কালো হ'য়েই আমাকে কহিল ক'রে ফেলেছে। কালী বল মন—কালী বল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুবল ও শ্রীকৃষ্ণ।

গীত।

(সখে) কি যেন কি মনে আসে।
দেখি আভাসে কতদুর কতদুর দেশে॥
উপরে নীল জলদ ভার,
কণ্ঠে জড়িত বিজলি হার,
ক্ষীরোদ সিন্ধু সুধার ধার,
আমি প্রেমের পাথারে যাই ভেসে॥
চলে ঢলে রাই পড়িছে বক্ষে,
শত সুরধনী ঝরিছে চক্ষে,
মৃদুল পবন, কম্পিত ঘন, চন্দ্রকিরণে বিবশে
কনক লতিকা পরশে॥

সুবল। এই যে—এই যে কানাই! এ তুই আমার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেল্‌ছিস? আমি তোরে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে খুঁজে পাই না কেন? এই এখানে—এই সেখানে। এই কাছে—আবার চক্ষের পলক না ফে'ল্‌তে ফে'ল্‌তে তুই অতি দূরে। এ তুই আমায় সঙ্গে কি লুকোচুরি খেল্‌ছিস ভাই? (স্বগত) একি? একি? কানাইয়ের একি মূর্ত্তি?—কানাই!

কৃষ্ণ। কি ভাই।

সুবল। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব?

কৃষ্ণ। কর।

সুবল। ঠিক উত্তর দেবে?

কৃষ্ণ। তোমায় আমার গোপন কি আছে ভাই?

সুবল। আজ তোমার কিছু ভাবান্তর দেখ্‌ছি।

কৃষ্ণ। তোমার এ প্রেমচক্ষু যে ভাই। এ চক্ষু ভাবরাশি দেখ্‌বার জন্যই ত সৃষ্টি হ'য়েছে।

সুবল। তা হ'লে, এ কি দেখ্‌লুম সখা? তোমায় আজ এমন দেখ্‌লুম কেন?

কৃষ্ণ। কি দেখ্‌লে?

সুবল। গীত।

নীরদ নয়নে নবঘন সিঞ্চনে
আকুলি বিকুলি কেন হও হে॥
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
কি নব ভাবে ডুবে রওহে॥
চলিতে চরণ টলে কত ভাব উথলে,
(যেন) আসিতে আসিতে কোথা ধাওহে॥
যমুনার তীরে যেন কি ফেলে এসেছ সখা
ঘন ঘন কূল পানে চাওহে॥

কৃষ্ণ। সুবল। আমি কোথায় এসেছি ব'ল্‌তে পার?

সুবল। এ কি রকম প্রশ্ন কানাই? কোথায় এসেছো তুমি কি জান না?

কৃষ্ণ। এটা কার রাজ্য সুবল?

সুবল। কানাই—কানাই। এ তুমি কি

ব'লছ? চল :কানাই, তোমার সহচরেরা তোমার জন্য গোঠে অপেক্ষা ক'রছে।

কৃষ্ণ। তবে আমি কি দেখলুম?

সুবল। কি দেখলে?

কৃষ্ণ। গীত।

অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল,
হরিণী হীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দো অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোরি বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিত
গিম গজমতি হারা।
কাম কম্বুভরি কণয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনী ধারা।

সুবল। সত্যি? কোথায় দেখ্‌লে—কোথায় দেখ্‌লে?

কৃষ্ণ। সুবল! ব'ল্‌তে পারিস্ ভাই—এ রাজ্য কার? এ রাজ্যের রাজা কে?

সুবল। সুবল ব'ল্‌তে পার্‌বো না কেন? এ রাজ্যের সংবাদ জান্‌তে চাও?

কৃষ্ণ। বল সুবল! বল সখা—ব'লে আমার প্রাণ রক্ষা কর।

গীত

বেলি অসকালে যমুনা কুলে,
নাহিতে দেখিনু সে॥
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে।
শুনহে পরাণ সুবল সাঙাতি
কে ধনি মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা।
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হ'তে মোর চিত নহে থির
মনোরথ জ্বরে ভোর॥

তৃতীয় দৃশ্য।

টহলদারগণ।

(গীত)

এই ত গোকুলবাসী, কেহ কিছু জানসি,
তাঁহার চরণে কর সেবা।
তোমরা আসিয়ে দেখ, রাইয়ের বেয়াধি লখ,
রাইয়েরে পেয়েছে কোন দেবা।
সব দেব হাঁকারিয়া কহে শ্রুতিপুটে।
কালিয় কুমারের নামে ঝেঁকে ঝেঁকে ওঠে॥
বলে ওঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি ওঠে এই বৃষভানুসুতা॥
রক্ষা রক্ষামন্ত্র প'ড়ে ধরি ধনীর চুলে।
কেহ বলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে॥
চেতনা পাইয়ে তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা।

১ম ভি। জয় রাধে কৃষ্ণ—ভিক্ষে দাও মা।

(আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান। এ তুমি? কি ব'লছ হে বাপু?

১ম ভি। আজ্ঞে ভিক্ষে ক'র্‌ছি।

আয়ান। সুধু ভিক্ষে ক'র্‌ছ কই বাপু—কি ব'লছ যে!

১ম ভি। ব'লছি দাতা মা ভিক্ষে দাও।

আয়ান। সুধু এই কথা ব'লছ?

১ম ভি। আজ্ঞে।

আয়ান। বেশ, ভিক্ষা গ্রহণ কর।

১ম ভি। দাও বাবা—দাতা বাবা—ভিক্ষে দাও।

আয়ান। নাও বাবা—ভিখিরি বাবা—

ভিক্ষে নাও! হাত নয়, ঝুলি নয়। মাথা পাতো বাপধন—মাথা পাতো।

১ম ভি। মাথায় কি হবে প্রভু?

আয়ান। ভিক্ষে নেবে।

১ম ভি। ভিক্ষে কই?

আয়ান। এই যে।

১ম ভি। ও ত লাঠি।

আয়ান। তুমিও যেমন ভিখিরি, আমারও সেই রকম ভিক্ষে। নইলে বল্ কি ব'ল্‌ছিলি? —রাধেকৃষ্ণ কি ব'ল্‌ছিলি?

১ম ভি। রাধে কৃষ্ণ আমার ইষ্ট দেবতা।

আয়ান। তোমার ইষ্টদেবতা? তা হ'লে রোজ তুমি ইষ্টি দেবতার পূজো কর?

১ম ভি। আজ্ঞে সেটা আর পাপ মুখে কেমন ক'রে ব'ল্‌ব?

আয়ান। তবে রে বেটা।

১ম ভি। ওকি—ভিক্ষে দাও আর না দাও—মার কেন কর্ত্তা?

আয়ান। মার্‌বো না? তুমি আমার বউয়ের নাম পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে ভিক্ষে ক'র্‌বে, আমি তোমায় অমনি ছেড়ে দেব?

১ম ভি। আমার ইষ্টদেবতা—তোমার বউ কেমন ক'রে হবে কর্ত্তা? তোমার বউ কি আমাদের মন্ত্রের সঙ্গে মেলে?

আয়ান। কই মন্তর বল দেখি?

১ম ভি। এই ত গোকুলবাসী ইত্যাদি।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ও দাদা—দাদা! বউ কি ক'র্‌ছে গো!

আয়ান। কি ক'র্‌ছে—কি ক'র্‌ছে?

কুটিলা। ভূতে পেয়েছে গো—ভূতে পেয়েছে।—কালিয়া কুঁয়ার ব'লে একটা ভূত বহুকাল ধ'রে কদম গাছের ডালে ছিলো। বউ তার তলা দিয়ে আমার সঙ্গে আস্‌ছিল, এর ভেতরে কেমন ক'রে ঝপাঙ ক'রে বউএর ঘাড়ে প'ড়েছে। কালিয়া কুঁয়ারের নাম ক'র্‌তেই ঝাঁক্‌রে ঝাঁক্‌রে উঠছে।—ই—ই—

আয়ান। তবেরে বেটারা—এই তোমাদের ইষ্টিদেবতা—এই তোমাদের মন্তর!

(ভিক্ষুকগণের পলায়ন ও আয়ানের অনুসরণ)

চতুর্থ দৃশ্য।

বৃন্দা ও ললিতা।

ললিতা। এমন ত কখন দেখিনি। যমুনা থেকে ফিরে এসে রাই আমাদের কি এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হ'য়ে প'ড়েছে।

বৃন্দা। সেকি?

ললিতা। কি হ'ল বৃন্দা! আমাদের রাই এমন হ'ল কেন?

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায়॥

বৃন্দা। কই এরূপ কথা ত কখন শুনিনি।

ললিতা। আর শুনিনি—শোননি, দেখ্‌বে এসো।

বৃন্দা। বলি রাইকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছো?

ললিতা। আর জিজ্ঞাসা! কাকে জিজ্ঞাসা? আর কি সেই রাই আছে যে, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে উত্তর দেবে?

সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসায়ে পরে॥

বৃন্দা। তো হ'লে ত বড়ই বিপদের কথা ললিতা! গুরুজন শুন্‌লে গঞ্জনার একশেষ, সমবয়সী পাঁচজনে শুন্‌লে কলঙ্ক। কত লোকে কত কথা কইবে তার কি ঠিক আছে? ললিতা! রাই যে আমাদের আদরের সামগ্রী—রাই যে আমাদের প্রাণ।

(বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। এই যে—এই যে বৃন্দা। ললিতার কাছে শুন্‌লে কি?

বৃন্দা। শুন্‌লুম বই কি।

ললিতা। এখনও কি সেই ভাবে আছে?

বিশাখা। সেই ভাবে কি?—আরও বৃদ্ধি।—বিরলে একলা ব'সে কখন বা মাথার বেণী এলিয়ে ফুলের গাঁথনি দেখ্‌ছে। কখন বা চক্ষু মুদ্রিত ক'রে কার যেন ধ্যানে নিযুক্ত হ'চ্ছে। কখন বা স্থির নেত্রে মেঘের পানে চাচ্ছে। আবার কখন বা রাঙ্গা বাস প'রে যোগিনী বেশ ধ'রে আপনার মনে কত কি ব'লছে! বাহ্যজ্ঞান শূন্য—চক্ষে দৃষ্টি শক্তির অভাব—আমরা যে তার কাছে আছি, এ সে দেখেও দেখতে পাচ্ছে না। এত ডাকছি—রাধা-রাধা ব'লে কাণের কাছে এত চীৎকার ক'চ্ছি, কথা তার কাণে পৌঁচচ্ছে না। চল সখি দেখবে চল—দেখ যদি কোন প্রতীকার ক'র্‌তে পার।

বৃন্দা। শাশুড়ী ননদ টের পেয়েছে?

বিশাখা। না বৃন্দা, এখনও কেউ টের পায়নি। জান্‌লে সর্ব্বনাশ হবে। না জান্‌তে জান্‌তে বৃন্দা, যেমন ক'রে পার, রাইয়ের এ দশার প্রতীকার কর।

বৃন্দা। ভাল, তোমরা এগোও। আমি একবার দেখি, কতদূর কি ক'রে উঠতে পারি।

বিশাখা। এস সখি, শীঘ্র এসো।

বৃন্দা। এই যে আমিও সঙ্গে সঙ্গে চ'লেছি।

[ললিতা ও বিশাখার প্রস্থান।

বৃন্দা। আর প্রতীকার! যার নামে ভূত প্রেত, দৈত্য দানব, সকল রোগ বিভীষিকা পালায়,সেই তোমাদের রাইকে গ্রাস ক'রেছে! আর কি রাইকে খুঁজে পাবে? যাই, একবার দেখে আসি। মদনমোহনের মুরতির আভাসে বৃন্দাবনেশ্বরীর কিরূপ শ্রী হ'য়েছে, একবার দেখে আসি। না দেখেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি—চোক বুজেই দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণদর্শনে আত্মহারা মদালসা প্রেমময়ী ব্রজেশ্বরী আমার চোখের ওপরে জ্বল্ জ্বল্ ক'র্‌ছেন।

(রাধিকার প্রবেশ)

গীত।

মদন লালস বিভোরা।
দেখ দেখ রাধা রূপ অপারা।
অপরূপ কো বিধি আনি মিলায়ল
ভূমিতলে লাবণি সারা।
মদন মোহন, ক্ষণ দরশন
প্রেম অমিয়া রস ধারা।
নয়নক লোর থির নাহি বাঁধই
হৃদি বেড়ত উজিয়ারা।
কিয়ে মনোহর সুমেরু শিখর
বেড়ি সুরধুনি ধারা॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্রীরাধা, বৃন্দা ও সখীগণ।

বৃন্দা। ওমা! একি?—একি তোমার ভাব? একি তোমার মূর্ত্তি? একদণ্ডে এ পরিবর্ত্তন তোমার কে ক'রে দিলে?

গীত।

কহ কহ সুবদনী রাধে।
কি তোর হইল বেয়াধে॥
হেম কান্তি ঝামর হইল
রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল
যেন ডুবিলি যমুনা অগাধে॥
কেন তোয়ে আনমনা দেখি
কাঁহে নখে ক্ষিতি তলে লিখি
কার নাম লিখ মনোসাধে।
যেন ডুবিলি যমুনা অগাধে॥

যা চ'লে—যা ভয় ক'রেছি তাই। দেখছো—তাকে দেখছো—সর্ব্বনাশ ক'রেছো রাই!

রাধা। বিস্তারি পাষাণে কেবা,
রতন বসা'ল গো,
এমতি লাগায়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা,
সুষমা ক'রেছে গো,
এমতি তনুর দেখি আভা॥

বৃন্দা। চুপ কর—চুপ কর—কর কি রাই। শাশুড়ী ননদ স্বামী—সবাই ঘরে। জানতে পারলে লাঞ্ছনার একশেষ—চুপ কর।

রাধা। মল্লিকা চম্পক দামে,
চূড়ায় টাননি বামে,
তাহে শোভা ময়ুরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে
সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে॥

বৃন্দা। চুপ কর রাই—চুপ কর।

রাধা। গীত।

গুণ গুণ রবে কত কিযে বলে গো।
কাণের নিকটে এসে বলে।
বলে রাধে ও শ্রীরাধে জয় রাধে॥
পায়ের উপরে থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
মালতীর মালা দোলে গলে॥
মালতীর মধু এনে, ভ্রমরা ঢালিয়া কাণে
কি যেন কি পরিচয় বলে॥

হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই সে অঙ্গ হইতে মুই
ফিরায়ে আনিতে নারি আঁখি॥
বিনা মেঘ ঘন আভা পীত বসন শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া দোস্থতি মুকুতা বেড়া
কত ময়ুর পুচ্ছ তায়॥
অঙ্গে নানা আভরণ কালিন্দী তরঙ্গে যেন
চাঁদ ঝুলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে ডুবিলাম রস কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী॥

সখী আমায় রক্ষা কর। এই দেখ্‌লুম্—এই বাঁশীর কি যেন কি নামগান শুন্‌লুম, এই পরশ আশে হাত বাড়ালুম, আর তাঁকে দেখতে পেলুম না। সখী আমার কি হবে? আবার তাঁকে কেমন ক'রে দেখবো? তাঁকে আবার না দেখলে যে সখী আমি বাঁচবো না।

বৃন্দা। বল কি?

রাধা। এখনি দেখাও—তিলেক বিলম্ব ক'রলে আর আমায় দেখতে পাবে না।

বৃন্দা। 'চুপ্—চুপ্—তোমার সোয়ামী আসছে।

রাধা! এখনি দেখাও—নইলে স্থির ব'লছি সখী, আমি এখনি গিয়ে যমুনায় ঝাঁপ দেবো!

বৃন্দা। চুপ্—চুপ্—প্রতিশ্রুত হচ্ছি, যথাশক্তি এর বিধান করবো। এখন চুপ কর।

গীত।

তখনি বলেছি তোরে যাস্‌নে যমুনা জলে
চাসনে সে কদম্বের তলে।
এখন কেন বা বল শুন না বুঝন রাই
কেন ভাস নয়নের জলে॥

রাঙ্গা হাত রাঙা পা, মেঘের বরণ গা,
রাঙা দীঘল দুটী আঁখি।
কাহার শকতি তায় দিঠিতে পড়িলে গো
ঘরে আসে আপনারে রাখি।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

আয়ান। কই কোথায় শালার কালিয়া কুঁয়ার? আমার বউএর ঘাড়ে এসে বাসা! কই কুটিলে, দেখিয়ে দে—বউএর ঘাড়ের কোন খানটায় সে শালা বেহ্মদত্যি বাসা ক'রেছে। বউ একবার ঘাড়টা পাত তো? (ভূমিতে যষ্টি আঘাত)

বৃন্দা। ও কি ক'রছ সখা?

আয়ান। এই যে বৃন্দে সখী!—বউএর ঘাড়টা একবার নুইয়ে ধর ত।

বৃন্দা। কেন?

আয়ান। বলবার সময় নেই—দেরি ক'রলে বউএর গলা একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে ফেল্‌বে। কালিয়া কোঁয়ার বাসা ক'রছে। বউ কদমতলাতে আসছিল, এলোচুল ক'রে এমন সময় কোথায় কদমের ডালে কালিয়া কোঁয়ার ব'লে এক ভূত ছিল,—সে ঝপাঙ্‌ ক'রে বউএর ঘাড়ে প'ড়েছে। সে কোঁয়ার বড় সাধারণ ভূত নয়—কোঁয়ার গোঁয়ার ভূত। না লাঠি খেলে নড়বে না। এক ঘা কালী ব'লে কসিয়ে দি, শালা বাপ্‌ বাপ্‌ ব'লতে ব'ল্‌তে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাক্‌।

বৃন্দা। কালিয়া কোঁয়ার ত পালাবে, আর লাঠির ঘায়ে বউ সুধু যে অক্কা পাবে,—তার কি?

আয়ান। তাইত! সে কথাটা যে মনে ছিল না। ও কুটিলে, হ'ল না। তা হ'লে বউও আমাদের পেত্নী হয়ে কালিয়া কোঁয়ারের সঙ্গে লম্বা দিক?

কুটিলা। হাঁ বউ!

রাধা। কেন?

কুটিলা। তোর কি হয়েছে?

রাধা। কি আর আমার হবে?

কুটিলা। এই যে মেঘের পানে চাইছিলি—আপনার মনে কত কি ব'লছিলি। কখন হাত জোড় ক'রছিলি, কখন উঠছিলি, কখন ব'সছিলি।

রাধা। দেবতার পূজো কচ্ছিলুম। সেই জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করছিলুম, কখন বা হাত জোর করছিলুম্‌।—সেই জন্য কি ভাই বোনে একজোট হয়ে আমাকে মেরে ফেল্‌তে এসেছো?

আয়ান। ও কুটিলে?

কুটিলা। ও কুটিলে!—কেন?—আমি কি তোমাকে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতে ব'লেছিলুম?

আয়ান। তুই যে বল্লি কালিয়া কোঁয়ার বাসা ক'রেছে।

কুটিলা। ক'রেছে কি না ক'রেছে আগে দেখ। দেখা নেই, শোনা নেই, একেবারে লাঠি ঠুকৃতে লেগে গেলে।—আর তোমাকেও বলি বউ তোমার সব বিপরীত। পূজো কি আর কেউ করে না। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না, এ কি রকম পূজোরে বাপু?

বৃন্দা। তোমার ভাইয়ের মঙ্গলের জন্যই ত সখী পূজো ক'রছিলেন। ব্রতের পূজো—কথা ক'য়ে নষ্ট করে ফেল্‌বে? (আয়ানের প্রতি) কেন সয়া—তুমি কি জান না?

আয়ান। কেন জানবো না?

বৃন্দা। আর তন্ময় হয়ে যদি পূজো না হ'ল, তাহ'লে সে কি রকম পূজো?

রাধা। তুমিই ত করজোড়ে গোমাতার কাছে প্রার্থনা ক'র্‌তে ব'লেছিলে।

আয়ান। তা ত ব'লেই ছিলুম।—ও কুটিলে!—

কুটিলা। (মুখভঙ্গী করিয়া) এ কথা কি আমায় আগে ব'লেছিলে? এখন—ও কুটিলে!

বৃন্দা। কালিয়া কুঁয়ার সইএর ঘাড়ে বাসা করেনি। এ দেখছি সয়া, তোমার বোনের ঘাড়ে বাসা ক'রেছে।

আয়ান। ওরে শালা কালিয়া কোঁয়ার জোচ্চোর! [প্রহার।

কুটিলা। ওমা মেরে ফেল্‌লে গো! ওমা! [প্রস্থান।

আয়ান। ওরে শালা কালিয়া কোঁয়ার!

[প্রস্থান।

বৃন্দা। চল সই! দেখিগে মা যোগেশ্বরী কি করেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও সুবল।

সুবল। কি সখা! দেখ্‌তে পেলে?

কৃষ্ণ। কই সখা?

সুবল। কই কি? এই যে চক্ষের সামনে দিয়ে চ'লে গেল!

কৃষ্ণ। কই দেখ্‌তে ত পেলুম না সখা?

সুবল। এ তুমি কি ব'লছ কানাই! দেখ্‌তে পেলে না কি?

কৃষ্ণ। গীত।

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমাল সঙে, তড়িত লতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি,
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি,
তদবধি দগধে অনঙ্গ।
একে তনু গোরা, কনক কটোরা,
অতনু কাঁচলা উপাম।
হরি হরি লব মন, জনু বুঝি ঐছন,
ফাঁস পসারল কাম॥

ক'ই সুবল! কিছুই যে আমার দেখা হ'ল না!

সুবল। তবে একটু অপেক্ষা কর। যমুনা স্নান ক'রে এখনি বৃষভানুনন্দিনী ফিরে আস্‌বে। সেই সময় তাকে পুনর্দ্দর্শন ক'রো। কিন্তু সাবধান কানাই! শ্রীরাধিকা কুলবধূ। সঙ্গে ননদী আছে, সখীরা আছে। যেন ইঙ্গিত ক'রে ব'সো না।

কৃষ্ণ। না সখা—তুমি কি পাগল হ'য়েছ? আমি কি এতই উন্মাদ! আমি সুধু দেখ্‌ব—একবার দেখে সাধ মেটেনি, আর একবার দেখ্‌ব। ভাল দেখা হ'ল না সুবল! বিদ্যুৎলতা চোখের উপর একবার মাত্র ভেসে, চোখের পলকে মিলিয়ে গেছে। সুধু বুকে শেল বিঁধছে, পাঁজর খ'সে যাচ্ছে। কোথা যাই সুবল,—কি করি সুবল?

সুবল। উতলা হ'য়ো না। ফিরে এল ব'লে। তখন আবার দেখ।

কৃষ্ণ। সুবল, প্রাণ যায়, আর একটীবার আমাকে দেখাও।

গীত।

আমি দেখার প্রয়াসী।
শ্রীমুখ কমল, দেখব কেবল,
বারেক সুবল দেখাও হে—
কাল কালান্ত গেছে ব'য়ে, আমি দেখার আশায়
আছি চেয়ে,
জীবন গেছে কেঁদে কেঁদে, আমি তবু আছি পরাণ বেঁধে
আকুল উদাসী॥

সুবল। সখা সখা, অন্তরালে যাও—অন্তরালে যাও। শ্রীরাধা আস্‌ছে।

কৃষ্ণ। কই সখা? কতদূরে সখা?

সুবল। ব্যস্ত হ'য়ো না। থাম, থাম। সঙ্গে কুটিলা আছে। নামেও যা, কাজেও তাই। কুটিলা পথের মাঝে আমাদের দেখ্‌লে কত কি কু-ভাববে। শ্রীরাধার লাঞ্ছনার শেষ থাক্‌বে না।—এস সখা অন্তরালে যাই।

(শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা। কই আর ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। বৃন্দা ব'ল্লে শ্যামসুন্দর আমাকে দেখ্‌বার জন্য পথের মাঝে আমার আশাপথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।—আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে! অভাগিনী রাধার প্রতি বিধাতা কি এতই সুপ্রসন্ন?

দাঁড়াইয়া তরুমূলে, আকুল করিল মোরে,
ঈষৎ বঙ্কিম দিঠে চেয়ে।
ঘরে যেতে না লয় মন, যা'ক জাতি কুল ধন,
চিকণ শ্যামের বালাই লয়ে॥
অঙ্গ ভঙ্গিমা দেখি, প্রেম পূরিত আঁখি,
মোর মনে আন নাহি ভায়।
চিত নিবারিতে যদি, বিরলে বসিতে চাই,
মন কেন শ্যাম পানে ধায়॥

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। বলি ঠাকরুণ, পথ দেখে চল।

রাধা। পথ দেখেই ত চ'লেছি ঠাকুরঝী!

কুটিলা। একে কি পথ দেখে চলা বলে? পথ দেখে চ'ল্লে কি চোখ চারধারে ঘোরে? উহুঁহুঁ পোড়া পথও কি এত এব্‌ড়ো থেব্‌ড়ো!

রাধা। কই,—আর কেন দেখ্‌তে পাচ্ছি না? না না, ওই যে, ওই যে—কেলি-কদম্বের অন্তরালে, প্রিয় সখা সুবলের হাত ধ'রে—ওই যে আমার,—ওই যে আমার প্রাণময় হৃদয়-সর্ব্বস্ব মুরলীধর—ওই যে আমার—

চিকণ কালা, গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ায় ফুলে, ভ্রমর বুলে,
তেরছ নয়নে চায়॥

কুটিলা। চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে আবার থম্‌কে দাঁড়ান হ'ল কেন? দেখ বউ, স্পষ্ট কথা বলি। বলি তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি? তোমার ভাবগতিক ত ভাল বুঝ্‌ছি না।

রাধা। কেন? কি ব্যাপার দেখ্‌লে ঠাকুরঝী?

কুটিলা। এর চেয়ে আবার কি ব্যাপার দেখ্‌তে হয় তাতো জানি না। যমুনার জলে প'ড়লে ত একেবারে গা এলিয়ে দিয়ে ব'স্‌লে, উঠ্‌তে আর চাও না। যদিও বা ডেকে ডেকে তুল্‌লুম, ত তীরে উঠে কাপড় নেঙ্‌ড়াতে আর পা ঘ'সতে সুরু ক'র্‌লে। রাঙা—থুড়ী—ও পোড়া পা যেন আর ফরসা হ'তে চায় না:—তারপর এখন পথ চ'ল্‌ছ না ত, যেন সব মাটী মাড়িয়ে চ'লছ। তুমি রাজার মেয়ে, ব'সে তোমার দিন চ'লে যাবে। আমাদের ত আর নিজে ক'রে ক'র্ম্মে না খেলে চ'ল্‌বে না। তা এমন ক'রে চ'ল্লে এবছরে ত আর বাড়ী পৌছনা হয় না দেখতে পাই। বলি, বাড়ী যাবার মতলব আছে ত?

রাধা। এইত বাড়ীতেই চ'লেছি ঠাকুরঝী! তোমাদের আশ্রয় ছাড়া আমার আর স্থান কোথায়? ঠাকুরঝী! ঠাকুরঝী! সর্ব্বনাশ ক'রেছি।

কুটিলা। কি হ'ল' আবার কি হ'ল?

রাধা। হার ছিঁড়ে ফেলেছি!

কুটিলা। ছিঁড়্‌লে—অমন মতির হার! এই সবে দুদিন প'রেছ, এরই মধ্যে ছিঁড়ে ফেল্লে! বেশ, যেমন কাজ, তার ফল ভোগ কর। নিজেই ব'সে ব'সে ছড়ান মুক্ত কুড়োও। আমি যে তোমার জন্য সব কাজ ফেলে মুক্ত

কুড়ুতে ব'সি, আমার এত দায় কাঁদেনি। আমি চল্লুম।

রাধা। ও ঠাকুরঝী, তাহ'লে কি হবে?

কুটিলা। কি হবে, তা আমি কি জানি? তোমার বাপের ধন, তোমার যা খুসি তাই কর—ফেল্‌তে হয় ফেলে এস, কুড়িয়ে নিতে হয়, নিজে কুড়োও, আমি চ'ল্লুম। [প্রস্থান।

রাধা।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়া ত কোটি কাম
বদন জিতল কোটী শশী।
ভাঙ ধনু ভঙ্গী ঠাম, নয়ন কোণে পুরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সে মূরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি,
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান!
অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে, মালা বিরাজিত,
কি দিব উপমা তার।
মাধব!—মাধব!—
তুয়া অনুরূপ, রূপ হেরি দূর সঙে,
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরবশ লাগি, জাগি, জাগি তনু অন্তর,
জীবন র'হ কিয়ে যাব।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কিগো শ্রীমতী! হার আপনা আপনি ছিঁড়ল, না সাধ ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লে? পাপ ননদীর হাত এড়িয়ে, কৃষ্ণদর্শনের ছলায় গজমতির হার ছিঁড়ে খেলাটা খেলছ মন্দ নয়।

রাধা। সখি আমার কি হ'বে? আমার যে বুক কাঁপছে।

বৃন্দা। বলি আছ, না শ্যাম-অরণ্যে প'ড়ে পথ হারিয়ে ব'সেছ?

রাধা। পথই হারিয়েছি! সখি ব'লে দাও, কোন্ পথে যাই।—এদিকে শ্যাম, এদিকে কুল, মধ্যে আমি পথহারা, জ্ঞানহারা, গতি-বিহীনা রমণী। সখি, দয়া ক'রে আমাকে পথ ব'লে দাও।—শ্যাম যে এই দিকেই আসছেন।

বৃন্দা। আসছেন ভালই ত। দুটো কথা কও। শ্যামের মতলবটা কি বোঝ। এমন ক'রে লুকোচুরি খেলে চোরাই দেখাদেখির দরকার কি? শ্যাম আসুন—যে যা'র মনের ভাব সুমুখে স্পষ্ট ক'রে বল। সকল লেঠা চুকে যাক্।

রাধা। তা কেমন ক'রে হয় সখি? আমি যে কুলবধু। পাপ ননদী যে সমস্তই দেখে গেল সই।

বৃন্দা। আ হরি! পাপ ননদী কি দেখতে জানে, না তার চোখ আছে? ভয় নেই, সে কিছু দেখ্‌তে পায়নি। কিছু দেখতে পাবেও না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। নাও, চেয়ে দেখ। ঐ কেলিকদম্বের মূলে মুরলী হাতে তোমার শ্যামসুন্দর—আস্‌তে আস্‌তে দাঁড়াল। লজ্জায় বুঝি শ্যামচাঁদ তোমার সমীপস্থ হ'তে পাচ্ছেন না। কিন্তু কি শোভা! রাধে—রাধে—তোমার দর্শনজনিত আনন্দে, তোমার অঙ্গ স্পর্শসুখাভিলাষে আগ্রহ-পূরিত অন্তরে—ব্রজেশ্বরের আজ কি অপূর্ব্ব শোভা!—ও! এতক্ষণে বুঝ্‌তে পেরেছি, নাগর-রাজ আস্‌তে আস্‌তে নিবৃত্ত হ'লেন কেন। এতক্ষণে বুঝেছি—আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি দেখে শ্যামচাঁদ আস্‌তে পারছেন না। তাহ'লে তোমাদের প্রেম-আলাপনে ব্যাঘাত-স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াব কেন? আমাদের কি রাগ অভিমান নেই? তাহ'লে সখি, আমি চ'ল্লুম।

রাধা। না সখি! তুমি যেয়ো না—যেয়ো না—সখি, আমায় একলা ফেলে যেয়ো না।

আমার বড় ভয় ক'রছে—দোহাই বৃন্দা! অপেক্ষা কর—দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে যাই।

(সুবলের প্রবেশ)

সুবল। শুনলো রাজার ঝী,
তোরে কহিতে আসিয়াছি,
কানু হেন ধন পরাণে বিধিলি,
একাজ করিলি কি!
বেলি অবসান কালে,
গিয়েছিলি নাকি জলে,
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখীর গলে।
দেখায়ে বদনচাঁদে,
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে,
তুহুঁ ত্বরিতে আওল, লাখতে নারিল,
ওই ওই করি কাঁদে।

বৃষভানুনন্দিনী! আমি তোমার কাছে কানুর প্রাণ ভিক্ষা ক'রতে এসেছি। আর মুহূর্ত্ত দেখা দিতে বিলম্ব ক'রলে সে বাঁচবে না। করুণাময়ী! করুণা করে কানুর প্রাণরক্ষা কর।

রাধা। সন্ধ্যা হয় সুবল! পথ ছাড়। বিলম্ব দেখ্‌লে এখনি ননদী ফিরে আস্‌বে। আমার পথরোধ ক'রো না। ও সখি! কোথায় গেলে! ঘনঘোর মেঘের অম্বরে বিদ্যুৎ লীলা ক'রছে। চারিদিক থেকে অন্ধকার দ্রুতবেগে আমাকে বেষ্টন ক'রতে আসছে। সখী শীঘ্র এসো, আমাকে রক্ষা কর।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ভয় কি? কারে ভয় বৃষভানুনন্দিনী?

গীত

কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে।
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বরভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাসে॥
সুন্দরি! কাহে মোহে, সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল,
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি॥
কুচ ভয়ে কমল, কোরক জলে মুদি রহুঁ,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল, গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥

এখন অনুমতি কর ব্রজেশ্বরী, শ্রীপাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হই।

(বৃন্দা ও সখীগণের প্রবেশ)

গীত

ধনি ধনি রমণী জনম ধনী তো'র।
জগজন কানু, কানু করি ঝুরত,
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি, তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহুঁ চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন-কারী (ধনী)
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥

গীত।

দেখ সখি নাগররাজ বিরাজে।
সুধই সুধাময় হাস বিকসিত চাঁদ মলিন ভেল লাজে।
ইন্দীবর-বর গরব বিমোচন
লোচন মনমথ ফাঁদে।
ভাঙ ভুজগ পাশে, বন্ধল কুলবতী,
কুল দেবতা মন কাঁদে॥
ভ্রমর করম্বিত, জানু লম্বিত,
কেলিকদম্বকি মাল।
রাইক কোমল চিতে, নিতি নিতি বিহরই,
এহেন মুরতি রসাল॥

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সখীগণ, বৃন্দা ও সুবল।

সুবল। এযে বড়ই বিপদ হ'ল বৃন্দা! রাই কানাই দূরে দূরে ছিল, সেত ছিল ভাল। এবে কাছে দাঁড় করিয়ে কথা কইয়ে সর্ব্বনাশ হ'ল।

বৃন্দা। তা আমি কি ক'র্ব্ব? আর আমায় ব'লো না। আর আমি পার্‌বো না। একি সহজ কথা? কুলের বউকে কথায় কথায় পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করান কি সহজ কথা? একবার দেখা করিয়ে দিয়েছি, এই যথেষ্ট। দেখা করিয়ে দিয়েছি, তোমাদের কানু কথা ক'য়েছে—আবার কি? এইবারে তাকে নিজের পথ নিজে দেখ্‌তে বল।

সুবল। সে সময়ের পর থেকে আর ত শ্রীরাধার দর্শন মিল্‌ছে না। বিপরীত ফল বৃন্দা—বিপরীত ফল! রাই বিরহে আমাদের কানাই বুঝি আর বাঁচে না।

বৃন্দা। বল কি?

সুবল। গীত।

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে রাধারই নাম॥
না বাঁধে চিকুর, না পীন্দে চীর,
না খায় আহার, না পীয়ে নীর,
সোঙরি সোঙরি, তাহারই নাম,
সোণার বরণ হইল শ্যাম॥

বৃন্দা। এতটা হ'য়েছে? ভাল, কই কানাইকে তোমাদের একবার দেখাবে চল দেখি। কোথায় তোমাদের কানাই?

সুবল। আর কানাই!—চল দেখবে চল, যমুনাকূলে তৃণকুঞ্জে গা ঢেলে আমাদের জীবন-কৃষ্ণ মুখখানি লুকিয়ে প'ড়ে আছে। চক্ষু দিয়ে অবিরাম জলধারা ব'য়ে যাচ্ছে।

বৃন্দা। তা হ'লে যমুনায় বাণ ডেকেছে বল।

সুবল। রহস্য ক'রোনা বৃন্দারাণী—একবার দেখবে চল। দেখ্‌লে তোমারও চক্ষে জল আস্‌বে।

বৃন্দা। তাইত, বড়ই বিপদে ফেল্‌লে। কুঞ্জমিলন কেমন ক'রে করি? অমনিই ত পাপ ননদী সন্দেহ ক'রে ব'সেছে। রাইকে আমাদের চক্ষে চক্ষে রেখেছে।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

সুবল। ও কি ভাই কানাই! উঠে এলি যে? দেখ বৃন্দা দেখ, কানাই আমাদের রাই বিরহে কি হ'য়েছে একবার দেখ।

কৃষ্ণ। কোথা রাই—কোথা রাই—

(সুরে কথা)

কনক বরণ, কিয়ে দরপণ,
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে লম্বিত, চাঁদ শোভিত,
সিন্দুর অরুণ আর॥
কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর, পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহল পশি॥
গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ,
হেরি যে সুন্দর ভার।
চরণের ফুল, হেরিয়া দুকূল,
জলদ শোভিত হার॥

কোথা রাই—কোথা রাই?

বৃন্দা। রাই কি আর চাই ব'ল্লেই পাওয়া যায় ব্রজেশ্বর! তাতে একটু আরাধনা চাই।

গীত।

বৃন্দা—
সামান্তে কি রাধারে পায়, বিনা আরাধনে কি পায়।
ভক্তিভাবে ডাকলে পায়, মুক্তি আছে যার পায়॥
কৃষ্ণ।—
রাধা আকাঙ্ক্ষিত হয়ে, ত্যজিলাম গোলোক অধিকার।
গোকুলে গোপবাদ নিলাম, পরিচয় কি দিব অধিক আর॥
বৃন্দা।—ত্যজ বিষয় বাসনা, নাশ ক'রে সে বাসনা,
করিলে তার উপাসনা, হৃদি পদ্মাসনে পায়॥
কৃষ্ণ।—কাননে করি গোচারণ, করে কৈলাম শৈলধারণ,
রাধার শ্রীপদের কারণ, বাঁধা গেলাম নন্দের পায়॥

বৃন্দা। এই কি সুবল! তোমাদের শ্যামচাঁদের বিরহ? মানুষ চিন্তে পারে?

কৃষ্ণ। তোমরা কি মানুষ বৃন্দা! যারা আমার রাইয়ের কাছে থাকে—রাইধনে যারা ধনী—তারা কি মানুষ? তারা কি মানুষ? বৃন্দা! দয়া ক'রে আমাকে রাইকে দেখাও, রাইকে আমায় এনে দাও।

বৃন্দা। বেশ, আর একটু এগুবে? যোগিনী বেশ ধ'র্‌তে পার্‌বে?

কৃষ্ণ। যোগিনী?

বৃন্দা। হাঁ যোগিনী—দেয়াশিনী। নইলে রাধার কাছে তোমাকে উপস্থিতই ক'র্‌তে পার্‌ব না। পুরুষ দেখ্‌লে যদি পাপ ননদী রাইয়ের কাছে না যেতে দেয়!

সুবল। বেশ, বেশ,—যোগিনীই সেজে ফেল।

কৃষ্ণ। কেমন ক'রে সাজ্‌বো?

বৃন্দা। চল, কেমন ক'রে সাজ্‌তে পার একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শয্যায়—শ্রীরাধা ও কুটিলা।

রাধা। (স্বপ্নাবেশে কুটিলাকে ধরিয়া) আমায় ভুলো না—আমায় ছেড় না—আমি শরণাগতা—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি॥

কুটিলা। (উঠিয়া) কি ব'ল্লি বউ—কি ব'ল্লি?—

রাধা। য়্যাঁ—য়্যাঁ—কি ব'ল্লুম?

কুটিলা। এইযে হাত ধ'রে ব'ল্লি।

রাধা। কই কি ব'ল্লুম?

কুটিলা। কি ব'ল্লুম!—
বলি এ ঘরের ভেতরে—বঁধুয়া পাইলি কারে?
এত টীটপনা, জানে কোন্ জনা,
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হ'য়ে, পরপতি লয়ে,
এমতি করহ নিতি?

রাধা। ওমা! এসব কি কথা—একি ব'লছ ঠাকুরঝী? পরপতি কি?

কুটিলা। কি এই দাদা আসুক না, বুঝিয়ে দিচ্ছি।—
যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়নে দেখনু তাই!
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর,
ক্ষণেক বিরাজ রাই!

(ললিতার প্রবেশ)

রাধা। ওমা একি কথা?—কি শুন্‌লে?

ললিতা। কি—ব্যাপারখানা কি?

কুটিলা। কি শুন্‌লুম? তবে শোন—এই এদের শ্রীমুখেই বল্লি।—
শোন তবে, শ্যাম সোহাগিনী!

রাধা বিনোদিনী! তোমারে বলিতে কি?
চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি।
তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,
গিয়াছিলে নাকি একা?
শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,
হয়েছিল নাকি দেখা?
সেই দিন হ'তে, সেইত পথেতে,
করে নাকি আনাগোনা?
রাধা রাধা বলি, বাজায় মুরলী,
তাহে হৈল জানা শোনা?

রাধা। কোথা থেকে কি কথা গ'ড়ে গ'ড়ে ব'ল্‌ছ ঠাকুরঝী? আমাকে যে, একেবারে অবাক ক'রে দিলে।

কুটিলা। তাতো হবেই—অবাক হবারই ত কথা!—

যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
তা সনে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥

[প্রস্থান।

রাধা। একি পরমাদ, দেয় পরিবাদ,
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর চরচায়, যে থাকে সদাই,
সাপে থাক তার বুকে॥

ননদিনী আমাকে শ্যামসোহাগিনী ব'লে কত তিরস্কার ক'রে গেল দেখলে?

ললিতা। ওমা! তাইত—এসব কি কথা? শ্যাম কে?

গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এতদিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু,
শ্যাম কাল কি গোরা॥

রাধা। সই! একি সহে পরাণে?
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
কেহ না শুনেছে কাণে?

ললিতা। বলুক না সই—
চিত দড় করি, থাকলো সুন্দরী,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
কত লোকে কত বলে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

আয়ান।

গীত।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তল জাল।
বিমল বিধুবর শ্রীমুখ সুন্দর
তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল॥
যোগিনী সকল ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল,
রুদ্ধ মানস উর্দ্ধে শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল।
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামাসুন্দরী,
রক্ষ মম পরকাল,
দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ;
বরাহ কাল করাল॥

কালী বল মন—কালী বল।

(যোগিনী বেশে কৃষ্ণের প্রবেশ)

আয়ান। বা! বা! কালী বল—তুমি কেগো? সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন—কালী বল—তুমি কেগো? কুণ্ডল কাণেতে প'রে, সাজী বাম করে ধ'রে—কালী বল—তুমি কেগো? বিভূতি প'রেছ, দিব্যিটি সেজেছো—হাতে রুদ্রাক্ষ মালা—চোকদুটো কেমন ঢুলঢুলু—কালী বল—তুমি কেগো?

কৃষ্ণ। আমি দেয়াশিনী।

আয়ান। তা হ'তে পারে! কিন্তু কি জান দেয়াশিনী—বুঝেছো দেয়াশিনী—তোমাকে দেখে—বুঝ্‌তে পেরেছ দেয়াশিনী—

কৃষ্ণ। আমাকে দেখে কি তোমার রাগ হ'চ্ছে?

আয়ান। বেজায়—সুধু রাগ—তোমায় দেখে আমার অনুরাগ পর্য্যন্ত জেগে উঠ্‌ছে।

কৃষ্ণ। তা হ'লেত বড় বিপদের কথা!

আয়ান। তাতো বুঝ্‌তেই পাচ্ছি—কিন্তু কি ক'র্‌ব দেয়াশিনী—অনুরাগটা আমি কিছুতেই সাম্‌লাতে পাচ্ছি না। তোমাকে দেখে মনটা এমনি ক'র্‌ছে—কি বল্‌ব দেয়াশিনী—ইচ্ছে ক'র্‌ছে তোমাকে একেবারে খেয়ে ফেলি।

কৃষ্ণ। (কৃত্রিম ভীতি প্রদর্শন) খাবে কি?—ও বাবা! খাবে কি?—

আয়ান। আর বাবা! বাবার চোদ্দপুরুষ ব'ল্‌লেও তোমায় আর ছাড়ছি না।

গীত।

"এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার—
গণ্ডযোগে জন্ম নিলে, সে হয় মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা;
ছুটোর একটা করে যাব।
ডাকিনী যোগিনী ছুটো, তরকারী বানায়ে খাব,
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্বরা দেব॥

(গোপীগণের প্রবেশ)

গোপীগণ। ওমা! একি? ক'রিস্‌ কি আয়ান? সরে যাও—সরে যাও—ও জটিলে, ও কুটিলে!—

আয়ান। যাক—দেয়াশিনী! এবারে বড় বেঁচে গেলে। কিন্তু বারান্তরে এলে—বুঝেছো?

কৃষ্ণ। বুঝেছি—বেশ বারান্তরে দেখা হবে।

আয়ান। বস্—তাহ'লে এবারটা তোমাকে আর খেলুম না—এবার—কালী বল মন—কালী বল। [প্রস্থান।

১ম গোপী। ওমা! একি কপাল গো? দেয়াশিনী ঠাকুরাণী—কোথায় ভক্তি ক'র্‌বে, না তাকে কিনা পথের মাঝে হাত দুটো উঁচু ক'রে—দাঁতপাটী বার ক'রে—

কৃষ্ণ। খেয়ে ফেল্‌ছিল আর কি!—

সকলে। ওমা! একি পাগলগো?

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

উভয়ে। কি! কি! ব্যাপার কি?

সকলে। ব্যাপার আবার কি! সর্ব্বনাশ হ'য়েছিল—

১ম, গোপী। এমন ছেলে গর্ভে ধ'রেছিলে—গোকুল গিছ্‌লো।

উভয়ে। (প্রণাম) দয়াময়ী—দেয়াশিনী মা! কিছু মনে ক'রো না মা।

কৃষ্ণ। না—না—মনে ক'র্‌ব কেন? আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কি রাগ আছে?

জটিলা। না মা! তোমার রাগ হ'য়েছে মা!

৩য়, গোপী। রাগ হ'বে না? বল কি—একি সহজ কথা? ছেলের এমন ক্ষিধে যে, তেড়ে এসে মানুষ খায়। দেয়াশিনী মা! তোমার মাথায় হাত দিয়ে দেখ—কোন জায়গায় দাঁত বসেনিত?

সকলে। ওরে বাবা—কি হাঁ (ইত্যাদি কলরব।)

জটিলা। ওমা, তোমার রাগ হ'য়েছে মা?

কৃষ্ণ। না, না—রাগ কেন হ'বে—রাগ কেন হ'বে?

সকলে। পায়ে ধর, পায়ে ধর—মায়ে ঝিয়ে পায়ে ধর।

জটিলা। না মা! ঠিক্ রাগ হ'য়েছে মা! ঠিক রাগ হ'য়েছে—ও কুটিলে মায়ের পায়ে ধর, পায়ে ধর।

কুটিলা। এসময় বউ কোথায় গেল?—মা! দাদা আমার পাগল-ছাগল মানুষ—কিছু মনে ক'রো না মা! মনে ক'রো না!

কৃষ্ণ। আঃ—ছাড়, পা ছাড়।

সকলে। ছেড় না, ঘরে নিয়ে যাও—গিয়ে বউকে ডেকে মায়ের সেবা শুশ্রূষা কর।

কুটিলা। (প্রণাম করিয়া) এদিকে ত চব্বিশ ঘণ্টাই বাইরে বাইরে বেড়াচ্ছেন—আর আজ কোথায় গেলেন—এসে দেয়াশিনী মাকে সান্ত্বনা করুক। বলি ও বউ—বউ (নেপথ্যে—কেন গা)।

(রাধার প্রবেশ)

কুটিলা। পায়ে ধর বউ—পায়ে ধর।

রাধা। কার?

কুটিলা। কার? কেন কি চোক নাই? সুমুখে মা দেয়াশিনী দেখ্‌তে পাচ্ছ না? পায়ে ধর বউ, পায়ে ধর,—কিছু মনে ক'রো না মা!

কৃষ্ণ। আহা! আহা! বেশ বধূটী ত তোমার গা!

কুটিলা। ওমা! ওর সোয়ামী মা—কিছু মনে ক'রো না—কিছু মনে ক'রো না।

সকলে। প্রণাম কর—প্রণাম কর।

কুটিলা। বল—মা! অপরাধ নিয়ো না। —পাগল ছাগল—

রাধা। পাগল ছাগল হ'তে যাব কেন?

সকলে। আহা। না হয় হ'লেই বা—হ'লেই বা—অপরাধ হ'য়ে গেছে—

রাধা। কি অপরাধ ক'রেছি—

সকলে। আহা! নাইবা ক'র্‌লে—নাইবা ক'র্‌লে—

কুটিলা। (রাধাকে ধরিয়া) নাও—ধর—পায়ে ধর—

সকলে। ধর—ধর, তোমার সোয়ামী মাকে খেতে গিয়েছিল—ধর ধর—

রাধা। আমার সোয়ামী খেতে গিয়েছিল! আহাহা! কি চরণ—আহাহা! কি কেশের শোভা—

কুটিলা। আশীর্ব্বাদ কর মা—ওর সোয়ামীকে আশীর্ব্বাদ কর।

কৃষ্ণ। ভাল, বউ, একবার মুখখানি তোলত, তোমার কপালটী একবার দেখি—ওঃ গুরুজন কাছে আছে, তাই মুখ তুল্‌তে লজ্জা ক'র্‌ছ?

সকলে। ওগো গুরুজন! স'রে এসো—স'রে এসো।

কৃষ্ণ। সাজিটী খুলিয়া, ফুলটী তুলিয়া,
বাঁধিয়া দিলাম চুলে।
আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥

আহাহা! কি রূপ—কি মুখখানি—কি চোক্—কি অঙ্গের গঠন! বড় লক্ষণযুক্তা বউ—

রাধা। দেয়াশিনী!
এ কথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার, ব্যথাটী ঘুচয়ে,
তবে সে জানি যে তোয়॥

কৃষ্ণ। একটী শপথি, রাধহ যুবতী,
কহিতে বাসি যে ভয়।
পরপতি সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়॥

রাধা। দেয়াশিনী! তোমার ঘর কোথা?

কৃষ্ণ। আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরলে কথা।

দেখগা! তোমাদের এই বউটীর অনেক লক্ষণ! তা পথে দাঁড়িয়ে ত সব দেখা যায় না। —একটু বিরল—

সকলে। বিরলে নিয়ে যাও—

কুটিলা। বউ, তা হ'লে তুমি দেয়াশিনী মার হাত ধ'রে নিয়ে এস—আমি দোর আগলে ব'সে থাক্‌বো—কাউকে ঘরে ঢুকতে দেব না।

চতুর্থ দৃশ্য।

আয়ান।

আয়ান। গীত।

তাই শ্যামারূপ ভালবাসি।
কালী জগমনমোহিনী এলোকেশী।
তোমায় সবাই বলে কালো কালী,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥

কালী বল মন—কালী বল। কুটিলে আমাকে ঘাটী আগ্‌লাতে ব'লে গেছে।—বলে কালা ছোঁড়াটা রোজ রোজ এম্‌নি সময়ে এই পথ দিয়ে যায়। ঘন ঘন আমার ঘরের পানে চায় —বাঁশরী বাজায়। একবার কালামাণিককে ধ'র্‌তে পারি, তাহ'লে তার কাণটী পাক্‌ড়ে আঁকারে এক মোচড় দিয়ে দীর্ঘ ঈকার না ক'রে একেবারে কালী বানিয়ে ফেলি। কালী বল মন—কালী বল।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওমা! কি ঘেন্না—কি লজ্জা! দেয়াশিনী সেজে কালা ছোঁড়াটা আমার চোকে ধুলো দিয়ে গেল! আমাকে পায়ে ধরালে—মাকে পায়ে ধরালে—শেষে কিনা আমাকে দোর আগলে ব'সিয়ে রেখে—দাদারই ঘরে ব'সে বউয়ের সঙ্গে আমোদ ক'রে গেল। কিছু বুঝ্‌তে পারলুম না—ভ্যাবা গঙ্গারাম হ'য়ে দোর আগ্‌লে ব'সে রইলুম। কি লজ্জা—কি ঘেন্না! সুবল এসে দূর থেকে বাঁশী বাজালে—আমি কেষ্ট মনে ক'রে ছুট্‌লুম—আর কেষ্ট কিনা আমার পেচুন দে ড্যাং ডেঙিয়ে বগল বাজাতে বাজাতে চ'লে গেল! ঠাট্টা ক'রে গেল! বলে,—কিগো কুটিলে ঠাকরুণ! —সারাদিন দোর আগ্‌লে ব'সে র'ইলে— দেয়াশিনীর কাছে বক্‌সিস পেলে কি?—ওমা! কি লজ্জা!—ছোঁড়াটা এতদিন লীলা ক'র্‌ছে— একদিনও ধ'র্‌তে পারলুম না! আচ্ছা, আমিও দেখ্‌ছি—বাছাধন ক'দিন আমার সঙ্গে লুকো-চুরি খেলে পালিয়ে যান।—আজ আমাবস্তের রাত—কালাচাঁদ এমন সুযোগ কি ছাড়্‌বে!— নিশ্চয় আস্‌বে। ভাই বোনে আজ ঘাটী আগ্‌লে আছি, আজ্‌কে ধ'র্‌বই ধ'র্‌ব।— ও দাদা!—দাদা!—

আয়ান। কি? কি?—

কুটিলা। ওই কালমাণিক আস্‌ছে না? আস্‌ছে—ঠিক আস্‌ছে—

আয়ান। (ইঙ্গিতে প্রস্থানের আদেশ)

[প্রস্থান।

কুটিলা। ঠিক হ'য়েছে—এইবার দেখি দেখি যাদু—তুমি কোথায় যাও—

বারে বারে পাখী তুমি খেয়ে যাও ধান।
এই বারে পাখী তোমার বধিব পরাণ।

[প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ)

গীত।

জয় জয় বৃষভানু কিশোরী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী—
কত প্রেমের আগরী সাগরী॥
নব গোরোচন, জিনিয়া বরণ,
তপত কাঞ্চন গোরী।

ইন্দীবর-বর, প্রবর অম্বর,
শোভিত নব কিশোরী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী॥
আঁখি যুগ চারু, চকোরী সঘন,
কাজর তাহে উজোরি।
তিল-ফুল-জিত, নাসাগ্র শোভিত,
মুকুতা উজোর কারী।
নাগরী, নাগরী নাগরী॥
জয় রাধে—জয় রাধে।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

আয়ান। আর এই পাঁচন বাড়ী কাঁধে।

কুটিলা। আর এই প্রেম দড়া দিয়ে হাতে পায়ে বাঁধে।

নারদ। এই—এই কর কি—কর কি? কে তোমরা?

আয়ান। বলি তুমি কে হে?

কুটিলা। তাইত তুমি কে?

আয়ান। ভদ্রলোকের বাড়ীর কাণাচে—

কুটিলা। অন্ধকারে গা ঢেকে—রাধে—রাধে, বলি তুমি কে? নাও—দাদা—ধর, ধ'রে একেবারে ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাও। ওর মা বলে—ছেলের আমার সন্ধ্যে হ'লেই পাখীর চক্ষু বুজে আসে।

আয়ান। ছেলেটিবে পেচকপক্ষী তাতো মা জানে না।

কুটিলা। ওমা—ওমা! কোথায় গেলি শিগ্‌গির আয়।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ধরা প'ড়েছে?

কুটিলা। এসে দেখ্‌না—যাদু একেবারে হতভম্ব হ'য়ে চুপ। কালমাণিক মনে ক'রেছেন—অন্ধকারে আমরা ঠাওর ক'রতে পারবো না।

জটিলা। কি গো ভাল মানুষের ছেলে?—ওমা!—এ:কে?

নারদ। আমি নারদ।

কুটিলা ও আয়ান। য্যাঁ!—

জটিলা। দূর আবাগী! দূর—যমুনায় ডুবে ম'রগে যা।—দোহাই বাবাঠাকুর, কিছু মনে ক'রো না, পাগল—পাগলী—তোমার দাস।

কুটিলা। একি হ'ল দাদা?

আয়ান। তাইত—কি হ'ল দিদি?

নারদ। আমিও ত বিস্মিত হ'চ্ছিলুম, তোমরা এসে আমাকে ধরপাকড় ক'র্‌ছ কেন? বলি ব্যাপারখানা কি? তোমরা কাকে ধরবার জন্য এসেছ?

জটিলা। আবাগী! কালা কালা ক'রে ঈর্ষেয় এমন অন্ধ হ'য়েছ যে, বাবাঠাকুরকে পর্য্যন্ত চিন্‌তে পার্‌লে না!

কুটিলা। চিন্‌তে পারি, না পারি, তোর কি—আমার খুসী চিনব, আমার খুসী না চিনব।

জটিলা। যমুনায় ডুবে ম'রগে যা—বাড়ীর কলঙ্ক টী টী ক'রলি, দেবতারা পর্য্যন্ত জান্‌তে পার্‌লে!—দূর, দূর, শুধু দড়ী এনেছিস্ কেন? একটা কলসী ওই সঙ্গে আনতে পারিস্‌নি—নিয়ে একেবারে যমুনায় যেতিস!—

কুটিলা। তাই চ'ল্লুম—

জটিলা। এখনি যা—এখনি যা, নে—আয় বোকা পাগল, চ'লে আয়।

[কুটিলা ও জটিলার প্রস্থান।

নারদ। ব্যাপারখানা কি আয়ান?

আয়ান। তুমি কি ঠাকুর নারদ?

নারদ। তোমার কি বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

আয়ান। না—তুমি কচ্ছপ—

নারদ। কচ্ছপ!

আয়ান। তা নয়ত কি—স্বয়ং কূর্ম্ম অবতার। এই দেখ্‌লুম কাল কুচকুচে—

হাত পা গুটিয়ে—মাথা গুঁজে—যেন পাত-খোলাটী সুড়্ সুড়্ ক'রে সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিলে—আর যেই ধর্‌লুম, অমনি পাকাদাড়ী গজালো—কমণ্ডলু বেরিয়ে প'ড়ল। আরে ছ্যা—তুমি বড় বেরসিক। না হয় একটু কালাচাঁদ হ'য়ে থাক্‌তে—না হয় একটু নন্দরাণীর কাছে ধ'রেই নিয়ে যেতুম। আরে ছ্যা—

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। আয়ান—ও বাপ শীগ্‌গির আয় শীগ্‌গির আয়, হতভাগা মেয়ে বুঝি যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেল—

আয়ান। দেখ দেখি ঠাকুর, মেয়েটা লজ্জায় যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেল। বড় বেরসিক—না হয় একটু কালাচাঁদ হ'তেই বা—আরে ছ্যা—

[জটিলা ও আয়ানের প্রস্থান।

নারদ। এরাই আছে ভাল। আর, সকলের চেয়ে আছে ভাল কুটিলা। কৃষ্ণের উপর ঈর্ষায় সে যেমন দিন নেই ক্ষণ নেই সর্ব্বকাল সমস্ত বস্তু কৃষ্ণময় দেখ্‌ছে, কই আমরা ত এতকাল জপতপ ক'রেও তা পার্‌লুম না।—হা হরি! আপনাকে ধরা দিতে তুমি যে কত প্রকার সাধনার ডোর রচনা ক'রেছ, তা কে ব'ল্‌তে পারে? ব্রজেশ্বরীর কৃষ্ণকলঙ্ক দেখ্‌তে আমি বিফল প্রয়াসে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর কুটিলা ঈর্ষা-পরবশা—আগে হ'তেই সে কলঙ্কের ঔজ্জ্বল্য নিরীক্ষণ ক'র্‌ছে।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। আপনারও কি ঈর্ষা করবার বড় অভিলাষ জন্মেছে?

নারদ। এই যে বৃন্দাও আছ দেখ্‌ছি।

বৃন্দা। না থেকে আর কোথায় যাব ঠাকুর? যে দুরূহ কাজে দাসীকে নিযুক্ত ক'রেছেন—আমার কি একদণ্ডও ঠাঁই ছেড়ে যাবার যো আছে। আপনার কৃষ্ণচন্দ্রের এখন আর দিন রাত্রি জ্ঞান নেই, মান অপমানের ভয় নেই। কাজেই আমাকে পথঘাট সাম্‌লে চ'ল্‌তে হচ্ছে।

নারদ। তা এখন কি ক'র্‌ছ?

বৃন্দা। ব্রজেশ্বর কুঞ্জে প্রবেশ ক'রে—ব্রজেশ্বরীর অদর্শনে ছট্‌ফট্ ক'র্‌ছেন। তাই শ্রীমতীকে সঙ্কেত ক'র্‌তে এসেছি। ঠাকুর—আপনিও একটু একার্য্যে যোগ দিন না।

নারদ। এখনি প্রস্তুত। কিন্তু এই দেখ্‌লুম ওরা সকলেই জেগে আছে। বিশেষতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের উপর সন্দেহে সকলেই সতর্ক হ'য়েছে। এরূপ সময় শ্রীরাধিকার আগমন কেমন ক'রে হবে বৃন্দা?

বৃন্দা। এইত উপযুক্ত সময়। রাক্ষসী ননদী অভিমানে যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেছে। তার অর্থ আর অন্য কিছু নয়, কিছুক্ষণ ভাইকে মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্ধকারে বনের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াবে—ধরা দেবে না। ধরা প'ড়তে প'ড়তে আমরাও ফিরে আসব। আপনি যান, আমি শ্রীমতীকে সঙ্কেত ক'রে নিয়ে যাচ্চি— (নারদের প্রস্থান)

গীত।

রতিসুখসারে, গতমভিসারে,
মদনমনোহরবেশং।
মা কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশং॥
ধীরসমীরে, যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী॥
নামসমেতং, কৃতসঙ্কেতং,
বাদয়তে মৃদু বেণুং।
বহু মনুতে, ননু তে তনুসঙ্গত-
পবনচলিতমপি রেণুং॥

পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে,
শঙ্কিতভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং,
পশ্যতি তবপন্থানং॥
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং,
শীলয় নীলনিচোলং॥

(ললিতা ও শ্রীরাধার প্রবেশ)

ললিতা। একি রাই! এমন সময় কোথা যাও? সর্ব্বনাশ ক'রো না, এমন সময় ঘর থেকে বেরিও না। লোকে দেখ্‌লে মান যাবে। ফেরো রাই—ফিরে এস।

রাধা। কি করি ললিতা। এমন সময় কেমন ক'রে যাই ললিতা?

ললিতা। কোথায় যাবে রাই?

রাধা। কোথা যাবো? বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না কোথা যাব? শুন্‌তে পেলি নাকি বৃন্দা গীত-চ্ছলে দূর থেকে কি সঙ্কেত ক'রে গেল?

ললিতা। শুনেছি—কিন্তু তাতে কি? কেমন ক'রে যাবে? রায়বাঘিনীর মতন পাপ ননদী পথ আগ্‌লে ব'সে আছে। ঘুটঘুটে আঁধার, স্বামী শাশুড়ী—তারাও জেগে। তোমার ওপর সন্দেহ ক'রে সকলেই সতর্ক। ঘরে আছ কি না আছ জান্‌বার জন্য প্রতি-মুহূর্ত্তে তারা এসে তোমার খোঁজ নিচ্ছে—তুমি ঘরে আছ কি না আছ দেখে যাচ্ছে, এমন সময়ে কেমন ক'রে ঘরের বাইরে পা দিয়েছ রাই?

রাধা। তা হ'লে কি হবে ললিতা? আমার শ্যাম যে আমার জন্য সঙ্কেতকুঞ্জে প্রতীক্ষা ক'রছেন।—ও ললিতা, কি হবে? কেমন ক'রে শ্যামকে দেখ্‌ব? ওই দেখ্‌তে পাচ্ছি—শ্যামসুন্দর কদম্ব-কানন-কুঞ্জে আমার আশাপথ চেয়ে ব'সে আছেন। আমাকে দেখ-বার জন্য উদ্‌গ্রীব, আমার কথা শোনবার জন্য তিনি আকুল! আমাকে স্পর্শ ক'র্‌বার জন্য প্রতি অঙ্গ তাঁর চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। কি হবে ললিতা? কেমন ক'রে শ্যামকে সুখী করি?

ললিতা। কেমন ক'রে যাবে, আমি যে কিছুই উপায় ঠাওরাতে পাচ্ছি না রাই!—(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা। কি হ'ল! একি হ'ল ললিতা!
কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলি,
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখিরে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
কোথা কুলাঙ্গনা মন, গ্রহিবারে ধৈর্য্যপণ,
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥

ললিতা। রাই হে শুনিলে যাহে, অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হইলে তুমি বিমোহনে,
রহ নিজে চিতে ধরি স্নেহ॥

রাধা। বল সখী কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু, কাঁপাইছে সব তনু,
প্রতি অঙ্গ শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পারি যে ওর॥

আর আমি অপেক্ষা ক'র্‌তে পারি না। সখী আমার রক্ষা কর। রাধা নাম নিয়ে মুরলী বাজছে—আমায় শ্যামের কাছে যেতে দাও। বাধা দিও না—দোহাই আমার পথরোধ ক'রো না।

ললিতা। উন্মাদিনী। সর্ব্বনাশ ক'রো না। তুমি বড়র বউ—বড়র ঝি, বড় কুল—বড় মানসম্ভ্রম—নষ্ট ক'রোনা রাই—নষ্ট ক'রো না। ফের—আজিকার মতন ফেরো—আজ রাত্রি প্রভাতে মিলনের উপায় স্থির ক'র্‌ব।—তোমার স্বামী ননদী শাশুড়ী—সবাই শ্যামকে ধর্‌বার জন্য ছলা পেতে দাঁড়িয়ে আছে। দোহাই রাই—ঘরে ফিরে চল।

রাধা। তাইত—তাইত! সে কথাত মনে ছিল না! রাধানাথকে ধরবার জন্য পাপ ননদী যে, সহস্র চেষ্টা ক'র্‌ছে—চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—

ললিতা। তাই বলি, রাধানাথের মর্য্যাদা রাখ্‌তে—নিজের মর্য্যাদা রাখ্‌তে আজকের মতন ঘরে ফেরো। (নেপথ্যে কলরব) ওই শোন শাশুড়ীর তিরস্কার। ফিরে চল—ফিরে চল, দেখ্‌লে বিপত্তি ঘট্‌বে—লাঞ্ছনা গঞ্জনায় এ কোমল প্রাণ জর্জ্জরিত হ'য়ে প'ড়্‌বে, ফেরো—রাই ফেরো।

রাধা। হ্যাঁ—ফির্‌বো।—ঘরে ফিরবো।—তবে কি শ্যামকে দেখ্‌তে পাব না?

ললিতা। দেখ্‌তে পাবে না কেন? তবে আজ নয়। শ্যামের মঙ্গলের জন্য—তোমার মঙ্গলের জন্য ব'ল্‌ছি—আজ আর কোন মতেই নয়। ভবিষ্যতে মিলনের যদি প্রত্যাশা রাখ রাই, তাহ'লে আজ ফিরে চল।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা। আবার—আবার। ওই বাজে ললিতা—ওই শোন—আবার বাজে। কি মধুর—কি প্রাণোন্মাদকর বাঁশীর স্বর! স্বরের তরঙ্গে তরঙ্গে, জীবনের সমস্ত সাধ আমার নৃত্য ক'র্‌ছে। ডুবিয়ে দিয়ো না। দোহাই ললিতা—ডুবিয়ে দিয়ো না। কিন্তু আমি কূলে। আমার সাধের সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছুতেই গা ভাসান দিতে পাচ্ছিনি। (দীর্ঘশ্বাস) ললিতা! কি কাল-যমুনায় স্নান ক'র্‌তে গিছলেম!

এক কাল হৈল মোর নয়ালি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
(পুনঃ মুরলী ধ্বনি) আবার মুরলী!

ললিতা। হা যোগমায়া! কি ক'র্‌লে? কৃষ্ণবিরহে রাই যে আমাদের উন্মাদিনী হ'লো! রক্ষা ক'র মা—রাইকে আমাদের রক্ষা কর। যদি রাইকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দিয়েছো—তখন তাকে মিলনসুখে বঞ্চিত ক'রছ কেন? রাই—রাই—উন্মাদিনী রাই! এই কি কুলবতীর কাজ?

রাধা। সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীবন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। এই যে—এই যে—বৃন্দাবনবিলাসিনী! তুমি এখানে—এখনও এখানে? এস—শীঘ্র দেখে এস—শ্যামের অবস্থাটা একবার স্বচক্ষে দেখে এস।

গীত।

(সখি) ঐ যে বাজে বাঁশী গোকুলে।
শুনিয়া হই আকুল, গেল গো কুল,
বুঝি রইতে না দিলে কূলে॥
একেত গোপেরি বালা, নাজানি বাঁশীর ছলা,
কি জানি কি অবলা মজালে॥
শুনিয়া বাঁশীর গান, গৃহে নাহি রহে প্রাণ,
কুল মান অপমান সব যাই ভুলে॥

কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, যদি পাই সে বনমালী,
হয় হবে কলঙ্ক হবে কি করে কুলে ॥

[প্রস্থান।

(আয়ান ও জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। কি হ'ল রে—কুটিলাকে পেলিনি ?

আয়ান। কুটিলাকে ত পেলুম—কিন্তু বউকে পাচ্ছি না যে!

জটিলা। সে কি? এই যে বউ ঘরে ছিল!—

আয়ান। আর ঘরে ছিল—বউকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না যে—

জটিলা। সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে—বউ কোথা গেল ?

আয়ান। বউ আমার—অভিমানে ডুবে গেল নাত ?

(কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ও কুটিলা! বউ কোথায় গেল ?

কুটিলা। দাদা! দাদা!—এবারে নির্ঘাত—যমুনার তীরে তমালকুঞ্জে ডুবতে গিয়ে সন্ধান এনেছি, শীগ্‌গির—শীগ্‌গির, একেবারে হাতে নাতে—আমোদের লহর চ'লেছে, শীগ্‌গির—শীগ্‌গির!

আয়ান। সত্য!—সত্যি!

কুটিলা। চ'লে এস—চ'লে এস।

আয়ান। চল্—চল।

জটিলা। দেখিস্—আবার যেন কেলেঙ্কার ক'রিস্ নি।

কুটিলা। নে—তুই থাম—ন্যাকা মাগী!

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্রীরাধা, কৃষ্ণ ও সখীগণ।

রাধা। শ্যামসুন্দর, শরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণ ধন,
শ্যাম সে গলার হার॥

শ্যাম? এ অভাগিনীর যে তুমি ভিন্ন গতি নাই।

কৃষ্ণ। আমারই বা কই রাই?
উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী নয়ন তারা॥

রাধা। শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন পূজন,
শ্যাম দাসী হ'লো রাধা॥

কৃষ্ণ। গৃহ মাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হলো আঁখি॥

রাধা। শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥

কৃষ্ণ। স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে॥

মধুরং মধুরং মধুরং আহা! মধুতোঽপিচ মধুরং মধুরং মধুরং॥

(নেপথ্যে—কঠোরং কঠোরং কঠোরং—
কালী বল মন—কালী বল)

রাধা। য়্যাঁ—য়্যাঁ!—কে আসছে?

বৃন্দা। সর্ব্বনাশ! কি হবে শ্যাম? রাইকে কি ক'রে রক্ষে করি শ্যাম? ক্রুদ্ধ আয়ান উন্মত্তের মত ছুটে আসছে, এখনি প্রাণময়ী রাইয়ের লাঞ্ছনা হবে। কি হবে শ্যাম?

সকলে। কি ক'রে রাইয়ের প্রাণ বাঁচ্‌বে শ্যাম?—

কৃষ্ণ। তাইত বৃন্দে! কি করি? কি ক'রে রাইকে রক্ষা করি?

বৃন্দা। বিপদবারণ! তুমি কি ক'রে রক্ষা ক'রবে আমি ব'লব?

কৃষ্ণ। ভয় নেই রাই—আশ্বস্তা হও—আমি তোমার জন্য আজ আয়ানের ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি ধারণ করি।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওই যে গো দাদা কালাচাঁদ—আর ওই যে রাধাবিনোদিনী!

আয়ান। কই কুটিলে আমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না?

কুটিলা। ছি ছি ছি—কি ঘেন্না! কুলবতীর এই কাজ? নির্লজ্জা! কি ক'র্‌লি—নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী দিলি?

আয়ান। কালী—কই কুটিলে কোথায় সে!—য়্যাঁ য়্যাঁ একি একি—মা!—আনন্দময়ী—তুমি? বৃষভানুনন্দিনী তোমার পূজা করে? আমাকে গোপন ক'রে, মায়ের সাধিকা আমার স্বকীয়া শক্তি নিত্য নিত্য তোমার চরণসুধা পান করে?—মা! মা! শঙ্করী! কালভয়বারিণি! দনুজদলনি! কালী!

কৃষ্ণকালী মূর্ত্তি।

আয়ান। তবেরে সর্ব্বনাশী! নিত্য নিত্য মিথ্যা ক'য়ে—বৃষভানুনন্দিনীর উপর আমার ঘৃণা জন্মাবার চেষ্টা ক'রেছ?—তবেরে সর্ব্বনাশী!—(যষ্টি লইয়া তাড়ন)

কুটিলা। ওগো! মাগো! মেরে ফেল্‌লে গো!—

আয়ান। মা! মা! বিশালাক্ষী মুক্তকেশী! শুম্ভনিশুম্ভমথনে দুরন্ত অসুর ধ্বংস ক'রে একদিন তুমি সমস্ত দেবতাকে অভয় দিয়েছো।—আজ আমি সন্দেহে অন্ধ হ'য়ে তোমার শরণাপন্ন। অভয়ে! অধম সন্তানকে অভয় দাও।

সখীগণের (গীত)

(ওলো সই ঐ দেখ্‌লো কুঞ্জে যুগল কিশোর কিশোরী।
কি মাধুরী কি মাধুরী আ মরি মরি॥

(১ম সখী) ঐ দেখ্‌ একটী কাল একটী গোর,
মেঘের কোলে চাঁদের আলো,
(২য় সখী) হেথা যত ময়ূর প্রেমে গরগর
কোকিল পঞ্চম গায়—
(৩য় সখী) যত ফুল রাজি পবনহিল্লোলে
উড়ে পড়ে দুঁহু গায়—
সকলে { দোলে যুগল গলে মোহন মালা,
কটাক্ষে মন মোহে কালা
১ম সখী। কিবা হাস্য সুধারাশি, করে মোহন বঁশী,
সকলে { ঐ হাসিতে পরায় ফাঁসি
ঐ বাঁশীতে পরায় ফাঁসি
(রাই সনে) (রাই অঙ্গে) ঢ'লে ঢ'লে শ্যাম করিছে কেলী॥

যবনিকা পতন।

প্রেমাঞ্জলি।

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।		স্ত্রী।	
নারদ।		সুকুমারী	... সৃঞ্জয় রাজার কন্যা।
পর্ব্বত।	... নারদের ভাগিনেয়।	রমা।	... সুকুমারীর মাতুল কন্যা।
জনার্দ্দন।	... সৃঞ্জয় রাজপালিত বালক।	ক্ষেমঙ্করী।	... রাজধাত্রী।
		ললিতা।	... সৃঞ্জয় রাজপালিতা বালিকা।
			সখীগণ।

---*---

উৎসর্গ।

মহামহিম,

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু,

সমীপেষু—

বাল্যকাল হইতে আপনি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। আর কোথাও আদর না পাইলে, আপনি যে ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। শান্তিপর্ব্বের একস্থানে নারদের দুর্দ্দশার কথা লেখা আছে। সেই মূল সূত্র ধরিয়া, মনের সাধে যথেচ্ছ লিখিয়া নারদকে বানর নাচাইয়াছি। কাজটা গর্হিত হইয়াছে, কিন্তু কি করি, বাঙ্গালা নাটকে নাচ না থাকিলে নাটকত্ব হয় না। আমারও ত বাঙ্গালা নাটক।

আশীর্ব্বাদক,

শ্রীক্ষীরোদ—

প্রেমাঞ্জলি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অধিত্যকা পথ।

নারদ ও পর্ব্বত।

নারদ। (গীত)

এবার চিন্‌ব মাধব তোমারে।
তুমি কাছেই থাক, কাছেই রাখ,
তবু লুকাও ছল ক'রে।
তোমার বৃন্দাবনে রাধার হাসি,
চুরি করা ব্রজের বাঁশি,
কেমন ক'রে গোপীকুলের শ্রবণ মূলে ঝঙ্কারে।
দেখ্‌ব মনে সাধ করেছি,
সেই আশাতে বুক বেঁধেছি,
দেখ্‌ব কেমন মানের টানে, নয়নকোণে জল ঝরে।

পর্ব্বত। আটপ্রহরই একটা ভাঙা বীণা নিয়ে ঘ্যান্‌-ঘ্যানানি কি ভাল লাগে মামা? যেমন তুমি, তেম্‌নি তোমার মাধব, আর তেম্‌নি তোমাদের চেনাচিনি। চব্বিশ ঘণ্টাই মুখো-মুখি ব'সে ঠোঁট মুখ নেড়ে অস্থির কর্‌চ, তবু তোমাদের আজও পরিচয়ের মীমাংসা হ'ল না। ঘ্যান্‌, ঘ্যান, ঘ্যান্‌। ঠাকুর, তোমায় চিন্‌তে পার্‌লেম না, ঠাকুর তোমার কৃপা হ'ল না, ঠাকুর তুমি কি কর্‌লে,—সেখানে দিবারাত্রি ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌; আবার পথে বেরিয়েছি, এখানেও কি পরিত্রাণ নেই? দেখ মামা তুমি এক কাজ কর, হয় তোমার এই বংশদণ্ডটীকে শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু কর, না হয়, তোমার গোপালের সাধের গোকুলের গোপীকুলের গোটাকতক শ্রবণমূল কেটে এনে তোমার এই হতভাগ্য ভাগ্‌নের কর্ণকুহরে জুড়ে দাও। তোমার ঐ গান-বাণের হুলফোটা হ'তে নিষ্কৃতি পাই, আর ঝঙ্কারের ভাবটাও ভাল ক'রে বুঝে নিই। আচ্ছা মামা, তোমার ঐ যে গোপীকুল—ওটা ব্যাপার খানা কি আমাকে বল্‌তে পার?

নারদ। পারি বইকি বাবা। তবে দিন কতক শালি তণ্ডুলটা পেটে না পড়্‌লে ওটা বুঝতে পারবে না।

পর্ব্বত। তোমার ঘ্যান্‌ঘ্যানানিতে আসল কথাটা ভুলে গেছি। আচ্ছা মামা, শালি তণ্ডুলের পায়েস খেতে এই যে মর্ত্তে এলে, তা সে বস্তুটা কি তোমার সুধার চেয়েও ভাল জিনিস ?

নারদ। সে যে কি জিনিস তা তোমাকে না খাওয়ালে কি ক'রে বুঝিয়ে বল্‌ব বাবা ? এই যে তুমি আত্মানন্দ অনুভব কর, তুমি কি কাউকে বুঝাতে পার। আগে খাও, তারপর আপনিই বুঝ্‌বে।

পর্ব্বত। ভাল মামা আমাকে একবার তাই বুঝিয়ে দাও। দেখ মামা! আমার বহুকালের সাধ একবার মর্ত্ত্যে আসি। দেখ্‌তে বড়ই ইচ্ছা ছিল, যার জন্য বৃত্রাসুর বধ—যার জন্য রাক্ষসকুল নির্ম্মূল—যে বসুন্ধরার পীড়নে অস্থির হয়ে ভগবান একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া ক'রেছিলেন,—কংস ধ্বংস ক'রেছিলেন ;—জরাসন্ধ বধের কারণ হয়েছিলেন, কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্বলিত ক'রেছিলেন, এমন কি মীন-বরাহাদি নিকৃষ্ট জীবমূর্ত্তি ধ'রেছিলেন,—মনে মনে বড় সাধ ছিল মামা সেই বসুন্ধরাকে একবার দেখি। তা তোমার আশীর্ব্বাদে আর তোমার মাধবের কৃপায়, পায়েস খাওয়া উপলক্ষে আমার সে সাধ এত দিনের পর পূর্ণ হ'ল। কিন্তু মামা! আমার মনে বড় একটা ধোঁকা রইল।

নারদ। কি ধোঁকা বাবা ?

পর্ব্বত। ধোঁকাটা কি জান, এই পুরাণে বলে তণ্ডুলটা "জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা ;" তাই যদি হ'ল, তবে দেবলোকে ধানটা জন্মায় না কেন ?

নারদ। মাটী না হ'লে যে উনি গজান না বাবাজী ! দেবলোকে মাটী কোথা ?

পর্ব্বত। হুঁ !—এই যে কথাটা কয়েছ মামা, কথাটা বড় ঠিক। মাটী নেই ত ধান গজাবে কোথা ?—তাই ত ভাবি, ব্রহ্মা কি তেমনি কাঁচা ছেলে, উপায় থাক্‌লে কি আর ধান গাছটা দেবলোকে রোপণ কর্‌তে ছাড়্‌ত ? —মামা ! আর একটী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব ?

নারদ। কর, একটা কেন তোমার যখন যা মনের ধোঁকা উঠ্‌বে, আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে।

পর্ব্বত। বলি, শালি তণ্ডুলের মতন আর কি অদ্ভুত জিনিস এখানে আছে ?

নারদ। এখানকার সকলই অদ্ভুত, তোমাকে কত বল্‌ব ?

পর্ব্বত। তোমার পায়ে পড়ি মামা একটার নাম কর।

নারদ। একটার নাম কর্‌ব ?—এই নারিকেল ফল। স্বর্গের দোরগোড়ায়, কিন্তু মানুষেই খায়। বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশল, উপরে কাঠের চোক্‌লা, ভিতরে জল। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা বলি, সূর্য্যের তাতে ভাজা ভাজা, কিন্তু গুণ তার ঠাণ্ডা।

পর্ব্বত। বল কি মামা ? আমি নারিকেল খাব।

নারদ। খেয়গো খেয়, কত খাবে খেয়।

পর্ব্বত। আর একটার নাম কর।

নারদ। আর একটার নাম কর্‌ব—এই নারী। দেখ্‌তে এতটুকু, কিন্তু বিশ্বম্ভর ভারী।

পর্ব্বত। বা ! বা ! এমন ধারা ? নারী এমন মজার জিনিস !—মামা, আমি নারী খাব।

নারদ। তার চেয়ে আমার মাথাটা খাওনা বাবাজ'! না বাবা! তোমার শালি তণ্ডুল খেয়ে কাজ নেই, চল তোমায় নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করি।

পর্ব্বত। কেন মামা? কি হ'ল মামা?

নারদ। নারী খাবি কি রে পাগল?

পর্ব্বত। ভয় কি মামা? এক দিনে না পারি পাঁচ দিনে খাব। একবারে না পারি একটু একটু করে খাব। টাট্‌কা না পারি বাসি করে খাব। সুধু সুধু না পারি নুন দিয়ে খাব!

নারদ। আরে হতভাগা, সে তোরে না খেয়ে ফেলে, এই আমার ভাবনা। নারী খাবি কি? নারিকেল যত পার খেয়ো, নারীর কাছে ঘেঁসোনা।

পর্ব্বত। তবে কি নারী ফল নয় মামা?

নারদ। ফল নয় কেমন করে বল্‌ব বাবা? মর্ত্ত্য-ভোগের প্রধান ফল হচ্ছে নারী। তবে এমন ফল পাছে প'চে যায়, এই জন্য ভগবান তার ভেতর একটু প্রাণ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু হ'লে কি হবে বাবা! নারী-ফল খাওয়াও দায়, আর না খেতে পারাও দায়। খেলে ত গায়ের জ্বালায় হাত পা আছড়াতে লাগ্‌লে। আর না পার্‌লে ত সে তোমায় উল্টে গিলে ফেল্লে।

পর্ব্বত। না, মামা তুমি রহস্য কর্‌চ।

নারদ। এখন ঐ রকম রহস্য ব'লেই বোধ হবে রে বাবা! ওসব কথা ছাড়ান্ দাও। শালি তণ্ডুলের কি কি ক'রে খাবে বল দেখি? পায়েস খাবে না পিটে খাবে?

পর্ব্বত। ও—সব মামা! শালি তণ্ডুলের যত রকম প্রক্রিয়া আছে—সহূর্দ্ধেঃ থেকে ওঁ তৎসৎ পর্য্যন্ত। আচ্ছা বল দেখি শালি তণ্ডুলটা দেখ্‌তে কেমন।

নারদ। এই আমার হাতের কমণ্ডলুর মতন।

পর্ব্বত। ও বাবা। তবে বিশপঁচিশটে একেবারে উদরস্থ হবে কি করে?

নারদ। সে যখন হবে তখন কি আর মামাকে চিন্‌তে পার্‌বে!

পর্ব্বত। তবে একটু পা চালিয়ে চল মামা? শালি তণ্ডুল দেখ্‌বার জন্য আমার প্রাণ বড় কাতর হয়ে পড়েছে। সৃঞ্জয় রাজার বাড়ী তোমার চন্দ্রসূর্য্য নাকি মামা? যতই এগিয়ে যাচ্চি, ততই যে পেছিয়ে যাচ্চে! মর্ত্ত্যলোকের সব ভাল, এই পথ চলাটাই বড় কষ্টকর।

[না]রদ। স্বর্গ মর্ত্তের প্রভেদ এই পথ চলাতেই বুঝে নাও। মাটীর পথে গুটিকার শক্তি খাটে না। এ যে মেঘের উপর দাঁড়িয়ে চক্ষু মুদিত ক'রে বল্লেম, বৎসে গুটিকে, "শত-যোজন মতিক্রম্য কুবেরলোকমানয়"। অমনি চোখ চেয়ে দেখি, না একবারে কুবেরের দর-দালানে উপস্থিত। এই ব্রহ্মলোক, ক্ষণপরেই বিষ্ণুলোক, প্রাতঃকালে কৈলাস, মধ্যাহ্নে বলিরাজার বৈঠকখানা—যখন যেখানে মন যায় কথায় কথায় চলে যাচ্চি। আহার কল্লেম ইন্দ্রের দেবালয়ে, হরিতকি খেলেম যমের বাড়ী, বাবাজী এখানে সেটী হবার যো নেই। বাছা গুটিকা মর্ত্ত্যে এসে আমাদের চেয়েও গুটি-গুটি চলেন। পা ভেরে এলে যে একটী উইটিপি পার ক'রে দেবেন, সে শক্তিটিও বাছার আমার থাকে না।

পর্ব্বত। যেমন করে হ'ক চল মামা! না হয় একটু এস এই শিলাতলে উপবেশন করি।

নারদ। কষ্ট হচ্চে, তা হলে একটু বস।

পর্ব্বত। (উপবেশন করিয়া) আহা মামা! পার্ব্বত্য প্রদেশের কি অপূর্ব্ব মহিমা! এই জন্যই বুঝি মা ভবানী বেছে বেছে গিরি-রাজের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আহা দেখ

মামা। তুষার প্রতিফলিত সূর্য্য-কিরণের সঙ্গে শ্যামল শোভার কি মাখামাখি!

নারদ। বাবা মর্ত্তের প্রলোভন ভয়ানক প্রলোভন। তাই বলি একান্তই যখন যাচ্ছ, তখন যাবার আগে একটী কথা ব'লে রাখি। চিরকাল যোগাভ্যাস করে কাল কাটিয়েছ, জন্মাবধি দেবলোকে অবস্থান কর্‌চ! দে'খ যেন মর্ত্ত্যে এসে শালি তণ্ডুলের পায়স খেতে আপনাকে খেয়ে ব'স না।

পর্ব্বত। সে কি রকম মামা?

নারদ। ক্ষুধাটুকুকে মানে মানে যাতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার, সেই কথা বল্‌ছিলেম।

পর্ব্বত। কেন, ক্ষুধা মরে যায় না কি?

নারদ। বাবাজীর ক্ষুধানলে বুদ্ধিটীও যে আহুতি পড়েছে, তা জান্‌তেম না।

পর্ব্বত। দেখ মামা! সময় নেই অসময় নেই তুমি টিটকারী দাও। ক্ষুধার সময় পরিহাস রসিকতা ভাল লাগে না।

নারদ। এই আরম্ভ হ'ল। দেখ বাবাজী! পায়েস খেতে চাওত খিট্‌খিটে স্বভাবটী পরিত্যাগ কর।

পর্ব্বত। না আমি চল্লেম। তোমার সঙ্গে যে পথে চলে, সে অর্ব্বাচীন।

নারদ। অরে পাগল তুচ্ছ কথায় এত ক্রোধ কেন? বেশ আসছিলে—দেখে মনে করলেম, বাবাজী বুঝি মাটীতে পা দিয়ে মানুষ হ'ল।—অতি তুচ্ছ কথা। শুনচ এটা মর্ত্ত্যলোক, এখানে মরার কথা আর কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়? এখানকার জীব জন্তু মরে, তাত বাবাজীর জানাই আছে। তা ছাড়া ক্ষুধা মরে, রাগ মরে, রোগ মরে। অমর এলেও মরণের হাত থেকে নিস্তার পান না।

পর্ব্বত। তোমার এক কথা। অমর আবার কখন ম'রে থাকে। কোন্ দেবতা মরেছিল?

নারদ। সে কি এক জন,—কত জনের নাম কর্‌ব? ইন্দ্র মরেছেন, চন্দ্র মরেছেন; বরুণ কুবেরাদিও এক একবার পটল তুলেছেন। হুতাশনের কথাত ছেড়েই দাও। তাঁর চড়াই পাখীর প্রাণ, মর্ত্তের একটু জল ছুঁলেই মরেন। স্বয়ং ভগবানই কাৎ হয়ে মর্ত্তের মানটা রেখে গেছেন।

পর্ব্বত। বল কি মামা? এঁরা মরেছিলেন? কে কোথায় মরেছিলেন?

নারদ। ইন্দ্র অহল্যার উঠানে, চন্দ্র তারার ফুলবাগানে আর ভগবান এক কুঁজীর চোর কুঠুরীতে।

পর্ব্বত। বুঝ্‌তে পেরেছি মামা! এতক্ষণ তোমার কথার ভাব বুঝ্‌তে পেরেছি। আর তোমার নারীফলের মর্ম্মও বুঝেছি। এ সব গল্পত অনেক দিনই শুনেছি। শুনে, আমার একবার সেই ঘাতক সম্প্রদায়কে দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়েছিল। সেই ঘাতক সম্প্রদায় এইখানেই থাকেন নাকি? মামা, আমি তাঁদের দেখতে পাই না?

নারদ। দেখ্‌তে পাবে না কেন; কিন্তু তোমাকে দেখাতে সাহস হয় না।

পর্ব্বত। না মামা! তোমার পায়ে পড়ি মামা! আমার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়েছে

নারদ। মাটীতে পা পড়লেই ঐ ইচ্ছা রোগটা আগে ধরে, তারপর শালি তণ্ডুল দুটো পেটে পড়লেই রোগটা মাথায় চড়ে, তারপর মলয় পর্ব্বতের একটু হাওয়া গায়ে লাগ্‌লেই নাড়ী ছাড়ে।

পর্ব্বত। দেখ মামা! মামা আছ, মামার মতন থাক, বেশী বাড়াবাড়ি ক'র না। জানত

ভগবান আমার পর্ব্বত অভিধান কেন দিয়েছেন? অনেক দুঃখে দিয়েছেন। অনেক রম্ভা তিলোত্তমা তোমার এই হতভাগ্য ভাগিনেয়কে আক্রমণ করেছিল; কিন্তু ফল ত তার জান?

নারদ। বাবা! কথায় কথায় উগ্রমূর্ত্তি কেন? ভাল আগে যাওয়াই যাক্। শালি তণ্ডুলও খেতে পাবে, তাদের দেখতে পাবে। একি তোমার স্বর্গরাজ্য—দিবারাত্রি চাঁদের কিরণ খেয়ে খেয়ে শরীরটাকে তক্তা করে ফেলেছ! রম্ভা কেন, স্বয়ং বিশ্বম্ভর সুরসুন্দরীর ঝাঁক সমেত ঘাড়ে চাপলেও সাড় হবে না। শালিতণ্ডুল তোমার চাঁদের কিরণ নয়, আর মর্ত্ত্যের সুন্দরীও তোমার রম্ভা তিলোত্তমা নয়। সাগর প্রমাণ কিরণ পেটে পূরলেও যার একটু উদ্গার উঠে না, তার সঙ্গে শালি তণ্ডুলের তুলনা। যার এক একটা বিচি গলা জানান না দিয়ে উদরে প্রবেশ করে না, যার উদর প্রবেশের সঙ্গেই উদ্গার, তার সঙ্গে চাঁদের কিরণের তুলনা।— আর মর্ত্ত্যের সুন্দরীর সঙ্গে সুরসুন্দরীর তুলনা। "রম্ভে আগচ্ছ" যেমনি বলা, অমনি বাছা চক্ষের পলক না ফেলতে ফেলতে নিঃশব্দপদসঞ্চারে সুমুখে এসে পড়েন। কোথায় ছিলেন, কখন্ এলেন, কেমন ক'রে এলেন, ভাববারও সাবকাশ দেন না। এলেন কি না এলেন, বোঝাই যায় না; বোধ হয় যেন বাছা চোখের পলকেই বিরাজ করছিলেন, পলক নড়তেই ঝরে পড়লেন। এ যেমন বল্লেম 'পাঁচী আগচ্ছ' —ছিলেন পাঁচী পাঁচ হাত দূরে, পেছ কাটিয়ে পালিয়ে গেলেন পঁচিশ হাত। তাই কি বাছাদের যেমন তেমন চলন? বাছাদের এক একবার পাদবিক্ষেপে সাগর সাত সাত বার উথলে ওঠে, পৃথিবী সপ্তদশ বা পাতালগামিনী হন। বাছাদের এক এক নয়ন ঘূর্ণনে সহস্র নাগপাশের সৃষ্টি হয়।

পর্ব্বত। তবে তুমি কোন্ সাহসে এখানে এলে?

নারদ। আমি আর তুমি—দুই কি এক বস্তু রে বাবা? আমি হচ্চি পলিতকেশ বৃদ্ধ, আর তুমি হচ্চ সংসারস্বাদানভিজ্ঞ বালক। আমি সহস্রবার এখানে এসেছি, আর তোমার এই প্রথম পদার্পণ। আমি কুরূপ, তুমি রূপবান।

পর্ব্বত। তবে যে ভগবান বল্লেন, প্রেমের কাছে বালক বৃদ্ধ নেই, সুরূপ কুরূপ নেই, একবার সহস্রবার নেই। যতক্ষণ না উপযুক্ত তাপ পায়, ঝুরো বালি ঝুরোই থাকে; উপযুক্ত তাপ পেলে বালিও জমাট বেঁধে যায়।

নারদ। কাল সন্ধ্যাকালে ভগবানের সঙ্গে সেই তর্কইত হচ্ছিল। তাইত ভগবানের বৃন্দাবন লীলা লয়ে আমি রহস্য করছিলেম। সেই তিন জায়গায় ভাঙা কাল কুচকুচে মূর্ত্তি দেখে সুবর্ণ-প্রতিমা গোপাঙ্গনাগণ কেমন ক'রে ভুলেছিল, সেই তর্কইত হচ্চিল। অমন মূর্ত্তিতে অমন ভোলা কেমন খাপছাড়া ঠেকে না?

পর্ব্বত। আমি তোমার বৃন্দাবন গোপাঙ্গনার ধার ধারি না, আর তোমাদের প্রেমেরও ধার ধারি না। কাজেই ওসব কথা আমার ভালই লাগে না। আমি যা বলি তা শোন। আমরা যখন চলেছি, তখন চলেইছি; ক্ষণপরেই সৃঞ্জয় রাজার বাড়ী পৌঁছিব। কিন্তু তার বাড়ী যাবার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর। প্রতিজ্ঞা কর, যে কয়দিন মর্ত্ত্যলোকে থাকব, সেই কয়দিন এখানকার ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দর্শনে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প'ড়ে, তোমার আমার মনে যে ভাবের উদয় হবে, অকপটে পরস্পরের

কাছে প্রকাশ করব। আমি যদি তোমাকে লুকুই, তুমি শাপ দেবে, আর তুমি যদি আমাকে লুকোও, তবে আমি শাপ দেব। আর এখানে গুরু লঘু ভেদ থাকবে না।

নারদ। এত বাঁধাবাঁধি কেন বাবাজী? মামাকে কি অবিশ্বাস হচ্চে?

পর্ব্বত। অবিশ্বাস বিশ্বাস বুঝি না—প্রতিজ্ঞা কর।

নারদ। বাবাজী! ক্রোধটাকে ক্ষান্ত কর। সংসারের নিয়মই হচ্চে এই যে, গুরু লঘুকে অসময়ে দুএকটা উপদেশ দেয়। তাতে রাগ করলে কি আর কাজ চলে?

পর্ব্বত। রাগ নয়, আমি স্থির ভাবেই বলছি। তুমি প্রতিজ্ঞা কর না কেন, এ ত আর এমন কিছু দোষের কথা নয়।

নারদ। আচ্ছা তাই তাই, প্রতিজ্ঞাই কল্লেম। এখন ওঠ।

পর্ব্বত। ওঠ। (স্বগতঃ) খুব সাবধানেই চলব, নারী যে দেশে থাকবে, সে দিক মাড়াব না—নারীর মুখ দেখব না—দেখলে পালিয়ে আসব। যদিও খুব সাহস আছে, কিন্তু কি জানি কি দেখলে কি হয়! আর বুড়োকেও বিশেষ করে চিনে নেব।

নারদ। কি বাবাজী! মনের কথা কি?

পর্ব্বত। এখনি মামা? এখনি মামা? এখন জিজ্ঞাসাটা না করলেই ভাল হয় মামা। তবে যখন জিজ্ঞাসা করলে তখন কাজেই বলতে হ'ল—বলছিলেম কি আমি একটু নারী থেকে দূরে থাকব, আর তোমাকেও চিনে নে'ব।

নারদ। আমাকে চেন তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু বাবা! তোমার ভয় জন্মেছে ত?

পর্ব্বত। ভয় কি? ভাল পালাব না—খুব মিশব, আমোদ করব, কথা কব। তা হলে ত আর তোমার আপত্তি থাকবে না? সঞ্জয় রাজার বাড়ী এখন কতদূর?

নারদ। আর বেশী দূর নেই! এই বাঁকটা পার হ'লেই রাজার বাড়ী দেখতে পাওয়া যাবে।

পর্ব্বত। (কিয়দ্দূর উর্দ্ধে উঠিয়া) ও মামা?

নারদ। কি হ'ল—কি হ'ল বাবাজী?

পর্ব্বত। পথ কই? এ যে পাতালের বলিরাজার বাড়ী দেখা যাচ্চে।

নারদ। সে কি কথা—পথ নেই কি? অতি উত্তম পথ আছে। কিছু না হ'ক, দশবার আমি এই পথে যাতায়াত করেছি।

পর্ব্বত। তবে তুমি এই পথে খানিকটে এগিয়ে যাও, আমি দেখি। তারপর তোমার অবস্থা দেখে যাওয়া না যাওয়া বিবেচনা করব এখন।

নারদ। (অগ্রসর হইয়া) সত্যিই ত, একি—এখানটা এমন ধারা হ'ল কেন? তবে নেমে এই বাঁ দিকের পথটা দেখ দেখি। (পর্ব্বতের অবরোহণ)।

পর্ব্বত। (অগ্রসর হইয়া) বেশ পথ, মামা! বেশ পথ; নেমে এস। (কয়েক পদ গমনান্তে) ও মামা! ও মামা! (পলাইয়া নারদের পশ্চাতে গমন)।

নারদ। কি হ'ল কি হ'ল—কি দেখলে?

পর্ব্বত। আসচে মামা?

নারদ। কে আসচে? কে আসচে?

পর্ব্বত। কে আসচে তাকি বুঝতে পেরেছি ছাই?

নারদ। রাক্ষস, না দৈত্যদানব, না কবন্ধ?

পর্ব্বত। না তা নয়।

নারদ। তবে কি মানব?

পর্ব্বত। তা কেমন ক'রে বুঝ্‌ব ?

নারদ। দেখ্‌তে কেমন ?

পর্ব্বত। কেমন এক রকম।

নারদ। তোমার আমার মতন ?

পর্ব্বত। কতকটা।

নারদ। রম্ভা-তিলোত্তমার মতন ?

পর্ব্বত। হুঁ মামা! সেই রকম, সেই রকম! কিন্তু এ যেন আর এক রকম কেমন ধারা কেমন কেমন।

নারদ। দূর মূর্খ।

পর্ব্বত। ওই গো মামা! মামা গো ওই।

নারদ। আহা! কি কমনীয় কান্তি! এ যে সতীমূর্ত্তি!

(সুকুমারী ও রমার প্রবেশ।)

(গীত।)

১। সাধে সাধ মিশে পরশে পরশে উধাও হয়ে কোথায় যায়।
২। ধরি ধরি ধরি ধরিতে না পারি মিলায় বুঝি গগন গায়।
১। সমীর সনে করি অলি আকুল,
কেমনে সজনি তুলিনু ফুল
কুসুম রহিল, সুবাস উড়িল, প্রাণ গেল সুধু রহিল কায়।
২। সযতনে বাঁধা সাধের প্রাণ
গগনবিহারী পাখীর গান—
জলদে ভেসে ক্ষণিক হেসে আপনা হারায় চপলা প্রায়।

পর্ব্বত। মামা! আমার কাণে কি ঢুকল ?

নারদ। চুপ্ চুপ্।

পর্ব্বত। আর চুপ্ মামা! উঠোন, বাগান, চোর কুঠুরিতে পৌঁছিতে বুঝি আর দেরী সয় না—বুঝি এই খানেই আমাকে থেকে যেতে হয়।

রমা। ঠাকুর করেন কি, করেন কি—আত্মহত্যা করেন কেন ?

পর্ব্বত। ও বাবা! আমার মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল যে!

সুকু। অমন ভীষণ স্থানে আরোহণ করেছেন কেন প্রভু ?

রমা। উনি ছেলে মানুষ—ওঁর বৈরাগ্য জন্মাতে পারে। আপনার বৈরাগ্য হ'ল কিসে ? তাই এত প্রাতঃকালে লোকের অগোচরে পাহাড় থেকে ঝাঁপ খাচ্চেন ?

নারদ। ওগো আমরা পথ হারিয়েছি।

রমা। ওঁর নয় এখন দৃষ্টি শক্তি কম হয়েছে, আপনিও কি ওঁর সঙ্গে পথ হারালেন ?

পর্ব্বত। আমি পথ হারাইনি, পথ আমাকে হারিয়েছে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ও মামা! আর কিছু দেখ্‌তে পাই না যে!

সুকু। নেমে আসুন আমরা পথ দেখিয়ে দিচ্চি। কোথায় যাবার মানস করেছেন ? (পর্ব্বত ও নারদের অবরোহণ) (সুকুমারী ও রমার প্রণাম)

নারদ। আহা কি নম্রতা! কি ধীরতা! কি লজ্জাশীলতা!

পর্ব্বত। মামা আমার ব্যাসদেব হয়ে পড়লে যে! যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বর্ণনার মহড়া মারচ,—'ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ'—মামা! আমি একটা কথা বলব ?

নারদ। বল না। যা বলবার বল না। এঁদের সঙ্গে কথা কইবে তাতে আর আপত্তি কি ? দেখ সুন্দরি! এই যে এঁকে দেখছ—ইনি আমার ভাগিনেয়—নাম পর্ব্বত ঋষি। ইনি কখন মর্ত্ত্যলোক দেখেন নি, তাই এঁকে মর্ত্ত্যলোক দেখাতে নিয়ে এসেছি। ইনি শালিতণ্ডুলের পায়েস খাবার অভিলাষ করাতে

এঁকে সৃঞ্জয় রাজার বাটীতে লয়ে যাচ্চি। ইনি তোমাদের সঙ্গে দুটী একটী কথা কইতে ইচ্ছা করেন।

রমা। কি কথা বলবেন বলুন।—মুখের দিকে অমন ক'রে চেয়ে রইলেন কেন?

পর্ব্বত। বলব?—বলব? হাঁগা তোম্‌রা উড়তে পার?

রমা। পারি বই কি। উপযুক্ত বাহন পেলেই পারি।

নারদ। দুর মুর্খ!—ওগো তোমরা ক্রোধ ক'র না। আমার ভাগনে্‌ ভাল কথা কইতে জানে না।

রমা। কেন, ঠাকুর এই যে বেশ কথা কইলেন। ঠাকুরের কথার জবাব দিতে আমার মাথা ঘুরে গিছলো।

নারদ। ও সব কথা এখন থাক, বলি, তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

সুকু। আমি প্রভু! সৃঞ্জয়রাজদুহিতা। এটি আমার মাতুলকন্যা—আশৈশব সহচরী। আমার নাম সুকুমারী, এঁর নাম রমা।

পর্ব্বত। শালিতণ্ডুল রাঁধে কে?

নারদ। তুমি থাম, আমি জিজ্ঞাসা করচি। রাজার মেয়েই যদি, তবে তোমাদের গৈরিক বসন কেন?

পর্ব্বত। রাজার মেয়ের আবার কি রকম কাপড় মামা?

রমা। রাজার মেয়ে শালিতণ্ডুলের পায়েসের কাপড় পরে।

পর্ব্বত। ও মামা! আমার একমুখ জল হয়ে গেল যে।

সুকু। আমরা সন্ন্যাস-ব্রতচারিণী, আশ্রম-বাসিনী।

নারদ। তবে তোমাদের আশ্রমেই যাই চল।

সুকু। আজ্ঞে ক্ষমা করুন প্রভু! পিতার নাম ক'রে এসেছেন—অগ্রে তাঁর গৃহ পবিত্র করুন। আমার ভাগ্যে থাকে, আবার আপনাদের চরণ দর্শন করব।

পর্ব্বত। সেই ভাল, তবে এস মামা।

নারদ। আঃ! থাম না। তা হ'লে কালকে—

পর্ব্বত। আর থামা কেন? তবে আমরা আসি গো!

নারদ। আরে থাম্‌ না।

পর্ব্বত। না মামা মাটী কর্‌লে?

নারদ। তবে আমরা আসি। তা হ'লে এই পথটা দিয়েই যাই?

সুকু। এই দিক দিয়েই যান। আয় রমা আমরাও যাই।

[রমা ও সুকুমারীর প্রস্থান।

নারদ। কথা জানিস না কথা ক'স কেন?

পর্ব্বত। আমার মাথা ঘুরচে যে।

নারদ। মাথা আছে কি তা ঘুরবে। (নেপথ্যে।—আর বিলম্ব কর্‌বেন না। বিলম্ব কর্‌লে যেতে পারবেন না)

পর্ব্বত। গেরুয়া পরেছ তাই বেঁচে গেল, তা না হ'লে কেমন কাপড় পরতে দেখা যেত।

নারদ। কেন বস্ত্রহরণ কর্‌তে না কি?

পর্ব্বত। মামা! আমার জন্ম অবধি পেট খালি। এমন পায়েস খেতেম, ওরা পরবার জন্য কি রাখত দেখতুম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান পথ।

জনার্দ্দন।

জনার্দ্দন। নলতে যদি শিবঠাকুর হ'ত, তা হ'লে যত পারতুম তাকে নৈবিদ্যি উচ্ছুগ্গু করে দিতুম। তা হলে আমার পুণ্যিও হ'ত, অথচ জিনিসপত্র এক তিলও বাজে খরচ হ'ত না! আমারই ধন আবার আমারই কাছে ফিরে আস্ত। চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, আতা-সন্দেশ, ক্ষীরমোহন যা রাক্ষসী নলতেকে খেতে বল্ব, রাক্ষসী সব খাবে—একটুও রাখ্বে না। ক্রমে ক্রমে সে আমাকে না খাইয়ে মার্‌বে দেখ্তে পাচ্চি। আজকের কাঁঠালটা কারে দিই? শিব ঠাকুরকে আগে দিলে পোড়ারমুখী নেবে না। বল্বে তোর উচ্ছুগ্গু জিনিস আমি কেন নেব! উচ্ছুগ্গু কর্‌তে হয় আমি করব। ভাঙব, পোড়ারমুখীর তেজটা একবার ভাঙব,—আজ কাঁঠালটা তার মাথায় ভেঙে কুয়াটা আমি খাব? নলতে—বলি ও নলতে! নলতে এখানে আছিস্?

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেমঙ্করী। বলি ওরে জনা—জনা! ওরে হতভাগা জ—না?

জনা। কে—ন।

ক্ষেম। কোথায় তুই?

জনা। কি জানি, তুই খুঁজে দেখ না।

ক্ষেম। তবে তুই কোথা থেকে কথা কচ্চিস্‌রে ডাকরা?

জনা। তোর পেছন থেকে, বুঝতে পাচ্চিস্ না।

ক্ষেম। কি—আমার সঙ্গে ঠাট্টা?

জনা। তবে নাকি তুই চোখের মাথা খেয়েছিস্,—তবে নাকি তুই দেখতে পাস না?

ক্ষেম। কেন পাবনারে হতভাগা? চোখের মাথা খেতে হয় তুই খেগে যা।

জনা। আচ্ছা সে বিবেচনা করব এখন; এখন কি বল্‌তে এসেছিস্ বল্।

ক্ষেম। একটা কথা শোন্!

জনা। বলে ফেল্।

ক্ষেম। দিদিমণি আমাকে তোর কাছে পাঠিয়ে দিলে।

জনা। বেশ, তারপর?

ক্ষেম। বল্লে, জনা কোথা আছে দেখ্।

জনা। এই দেখ্, দেখেছিস্ ত! তারপর?

ক্ষেম। তারপর আমার পিণ্ডি।

জনা। বেশ, বেশ—তারপর।

ক্ষেম। দূর ছাই, আসতে আসতে সব ভুলে গেছি। দিদিমণিরে তোকে কি করতে বলে দিলে।

জনা। আচ্ছা ক'রে রাখব এখন।

ক্ষেম। কারা এখানে আস্‌বে, দিদিমনিরে তাই তোকে কোথায় থাক্‌তে ব'লে দিলে।

জনা। বল্‌গে যা, সে সেখানে আছে।

ক্ষেম। দূর ছাই, সব গুলিয়ে গেল। তুই একটু র'স, আমি আবার জিজ্ঞেস করে আসি। দেখিস্ যেন কোথাও যাস্‌নি।

জনা। ক্ষেমা দিদি নল্‌তে কোথা গেল তাকে দেখতে পাচ্চিনা।

ক্ষেম। দেখতে পাচ্চিস না কি রে?—কোথা গেল, সকাল বেলা মেয়েটা কোথা গেল?

জনা। ওরা বল্লে তারে নিশিতে নিয়ে গেছে।

ক্ষেম। ওরে কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে? অমন মেয়েটাকে নিশিতে নিয়ে গেল?

জনা। তুই ডাইনি সব খেয়েচিস্, আর নিশিটাকে খেয়ে ফেলতে পারলিনি? তা হ'লে ত এ সর্ব্বনাশ হ'ত না!

ক্ষেম। ও নলতে—নলতে? ওরে কি বললি রে!

[প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া ললিতার প্রবেশ।)

ললিতা। হ্যাঁ জনা তুই আমাকে ডাক্‌ছিস্? ঘাড় নাড়লি যে! তুই আমাকে ডাকিসনি?

জনা। তোকে আমি মনেও করিনি।

ললিতা। মিথ্যে কথা,—তবে আমি ঠোঁট কামড়ালুম কেন?

জনা। ও তোর দাঁত সড় সড় করছিল। দেখ্ আমি একটা কাঁঠাল আজ শিব ঠাকুরকে দেব।

ললিতা। কাঁঠাল, কাঁঠাল! কোথায় পেলি? কোন্ গাছ থেকে পেলি? সেই আমার গাছটা থেকে বুঝি?

জনা। দেখ্ সেটা আমি উচ্ছুগ্গু করে বামুনকে দেব।

ললিতা। বেশত, তা আমাকে ভয় দেখাচ্চিস কি? আমি চল্লুম।

জনা। হ্যাঁ ভাই নলতে, আমার একটা কাজ করবি?

ললিতা। না ভাই! আমায় বড় দিদি এক চুবড়ী তুল্সী তুল্তে বলেছে।

জনা। ছোট দিদিরাণী আমাকে এক ঝুড়ী বিল্বিপত্র তুল্তে বলেছে, তবু দেখ্ আমি কেমন মজা করে বেড়িয়ে বেড়াচ্চি।

ললিতা। তোর ত ভারী কাজ, গাছে উঠবি আর কাঁড়িখানেক বিল্বিপত্র পাড়বি। আমাকে কত খাটিতে হবে বল্‌দিকি?

জনা। তাই ত, তবে তুই চলে যা। আমি টপ করে গাছে উঠ্‌ব, খপ্ করে গাছের ডাল ধরব, সরসর ক'রে গাছের ডাল নাড়া দেব, আর ঝর ঝর করে বিল্বিপত্র পড়বে। আর তুই একজায়গায় মাটিতে বসে—একটী একটী করে তুলসী তুলবি! তোর কত কষ্টই না হবে! তোর হাতের নড়া কতই না ব্যথা করবে! দেখ্ ভাই! আমার প্রাণে বড় দুঃখু, নলতে! গাছে ওঠার মজাটা বুঝ্‌লিনি!

ললিতা। তুই আমায় ডাক্‌ছিলি কেন ভাই বল্‌না?

জনা। দেখ্ আজকে রোদ্দুর না উঠতে উঠতে তোকে এক দুঃখের কথা বলব।

ললিতা। না ভাই, তোর দুঃখের কথা শুনতে পারব না। আবার আমার ফুল তোলবার সময় হ'ল, তোর কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে দিদিরাণীরে বকবে।

জনা। মনে বড়ই খেদ রইল, আমার দুঃখু কেউ দেখলে না।

ললিতা। তবে শিগ্‌গির শিগ্‌গির বলে ফেল্ শুনি।

জনা। শোন্, এক সন্ধে খাও, ঠাকুরের গুণ গাও, আর প্রাণভরে খাট—এমন সোণার চাকরী নিয়ে রাজনন্দিনীদের সঙ্গে পাঁচ পাঁচ বৎসর বনে বনে ঘুরলুম, না খেয়ে না দেয়ে মজা করে খাটলুম;—কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল পাড়লুম, কলসী কলসী শিবের মাথায় জল ঢাললুম, এমন সোণার চাকরী বুঝি আর রয় না! রাজনন্দিনীদের শিবের মাথার ফুল পড়েছে, জোড়া জোড়া বর মিলেছে, তাই দেখে ক্ষেমা বুড়ীর চোখ ফুটেছে—বকুনী খেতে খেতে জনার্দ্দন ভায়ার পেট ফুলেছে, এত সুখ বুঝি আর আমার সয় না।

এখন রাজার বাড়ী ফিরে যাব, অন্দর-মহলে স্থান নেব। আর আপন খোসে চেটায় বসে এক টাকার মুড়ি একলা বসে খাব—কাউকেও ভাগ দেব না। এই কুলবতীর লাজ, দেওরের ভাজ, আর জনার্দ্দনের কাজ এক সময় না এক সময় থাকবেই থাকবে। কাজেই আমি কাজ পাব। মজা ক'রে বকুল তলায়, যত্ন ক'রে পরতে গলায়, রকম রকম [illegible] সাধে ফুলমালা; এমন সময় ছুটে এসে, রাগের চোটে, হেঁচে কেসে, চোখ রাঙিয়ে ক্ষেমা দিদি বলবে, জল আন্ বিশ জালা। কাজেই আমি খেঁকি হয়ে, বুড়ী বেটীকে চড়িয়ে দিয়ে কলসী ভেঙে কাঁদব। সইতে পারে রইলুম—না হয় সরব। কাজেই আমার কাজ গেল, কাজ গেলত করব কি?—তবেই আমি গিয়েছি—আর দাঁড়াতে পারচি না, গা ঝিম্ ঝিম্ করচে—শুয়ে পড়ি! দে নলতে আমার পা টিপে।

ললিতা। সত্যি সত্যিই কি তোমার গা ঝিম্ ঝিম্ করেছে?

জনা। আমি আর কথা কইতে পাচ্চি না—আমার প্রাণ কেমন করচে। পা টেপ, পা টেপ।

ললিতা। আমায় দিদিরাণীরা বকবে যে ভাই!

জনা। বকে তার কিনারা আমি করব। তুই এখন হাতের সাজী ফেল্।

ললিতা। তুই কি কিনারা করবি?

জনা। আমি তোকে রক্ষা করব।

ললিতা। কি করে রক্ষা করবি বল্?

জনা। তোর বকুনির অর্দ্ধেক আমি নেব,—তোর সঙ্গে কাঁদব।

ললিতা। তোর গা ঝিম্ ঝিম্ করচে,—কথা কইতে পারচিস না, তবে এত কথা কইলি কি ক'রে?

জনা। এখনও কথা কাটাচ্ছিস! তবে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

ললিতা। কেন যাব?—একি তোর একলার যায়গা নাকি? দিদিরাণী আমাকে এখানকার রাণী ক'রে দেবে বলেচে।

জনা। বেশ, যখন এখানকার রাণী হবি, তখন এইখানে আসিস্।—এখন আমার ঘর থেকে বের।

ললিতা। কেন বেরুব—আমি এই খানেই বসলুম।

জনা। আচ্ছা বসলি বসলি কিন্তু পায় যদি হাত দিস ত মেরেই ফেলব।

ললিতা। এই পায়ে হাত দিলুম,—এই তোর পা টিপলুম। কই মার্ দেখি?

জনা। বটে, তোর বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে—না?

ললিতা। কেন হবে না?

জনা। দেখ ভাই নলতে!

ললিতা। কি ভাই জনা!

জনা। দেখ্, যে তোরে আদর করে, 'আমার নলতে, আমার নলতে রাণী', বলতে বলতে, হিহি করে হাসতে হাসতে কাছটি ঘেঁসে আসবে; সেটী জানবি একটী কুণো-বেরাল। হয় সে তোর হাতের ঠোঙার খাবার গুলি সব পেটে পুরবে, না হয় ঠোঙাটী সুদ্ধ নিয়ে পিটটান দেবে।

ললিতা। সেত ক্ষেমা দিদি।

জনা। এই—বুঝেচিস্ ত? ও বুড়ীকে বিশ্বাস করিসনি! ও বুড়ী তোর সব খাবে, তবে ছাড়বে। আবার শোন্—যে তোকে দেখলেই মারতে আসে, তোর নাম শুনলে জলে যায়, তখন জানবি তুই তার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করেচিস।

ললিতা। তুই ত আমাকে দেখলে জ্বলে যাস্! আমি তোর কি চুরি করেছি?

জনা। সর্ব্বনাশি! পাকা চোর যে হয়, সে কি চুরির কথা কখন মানে?

ললিতা। তুই আমাকে চোর বললি, আমি দিদিরাণীকে বলে দিইগে।

জনা। যা, এখনি বল্‌গে যা—আমি তোর দিদিরাণীকে ভয় করি নাকি?—যা বলগে যা—এখনি যা, বস্‌তে পাবি না।

ললিতা। আমি যাব না।

জনা। তবে আর এক কথা বলি শোন্। তোর দিদিরাণীরাও চোর। আমি আর ক্ষেমাদিদি ছাড়া এ আশ্রমের সবাই চোর। তবে ক্ষেমা দিদি আগে অনেক চুরি করেছে, এখন বুড়ী হয়ে কেবল বুচকি নাড়ে—আমি কিন্তু নিরেট খাঁটী।

ললিতা। তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা তুই দিদি রাণীদের চোর বল্‌লি?

জনা। বল্‌ব না? খুব বল্‌ব। দুশোবার বলব। এই যে পাঁচ বৎসর সবাই মিলে শিব-ঠাকুরের সেবা করলুম্, তার ফল চুরি কর্‌লে কে? বলি তুই আমি কি তার ভাগ পেয়েচি? দুই দিদিরাণীতে চুরি ক'রে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। বুঝতে পেরেচিস্?

ললিতা। হ্যাঁ ভাই!—সত্যি?

জনা। এই বারে পথে আয়। এই যে দিদিরাণীদের বর মিল্‌ল,—তোর কি হল?

ললিতা। আমার আবার কি হবে?—আমি বর চাই না।

জনা। তুই চাস্‌না, বরত তোকে চায়! তোরে আতা গাছ থেকে আতা পেড়ে দেবে,—পেয়ারা গাছে উঠলে গাছের ডাল নাড়া দেবে,—বাদাম গাছের দোল্‌নায় দোলাবে।

ললিতা। কেন তুই দোলাবি!

জনা। কেন আমি কি তোর চাকর নাকি—যে চিরকাল তোকে দোলাব?—আমি আর তোর সঙ্গে কথাও কবনা।

ললিতা। কেন ভাই? তুই আমার ওপর রাগ কর্‌লি? আমি তোর ভাল ক'রে পা টিপে দিচ্চি।

জনা। আমি ত দোলাব, তুই কি এর পরে আর ভুলবি?

ললিতা। তুই যদি দোলাস ত ভুলব, না হ'লে ভুলব না।

জনা। তবে আমি যা বল্‌ব তা শুনবি?

ললিতা। শুনব।

জনা। যা কর্‌তে বলব, তাই কর্‌বি?

ললিতা। করব।

জনা। দেখিস ভুলবিনি ত?

ললিতা। দেখিস তুই ভুলবিনি ত?

জনা। তবে গান কর।

ললিতা। তবে তুই ওঠ্!

(হাত ধরাধরি করিয়া গীত)

ললি। আমি তুলব ফুল গাঁথব মালা, হাত
দিতে দিব না কারে।

জনা। না ফুটতে ফুল, ছিঁড়ে মুকুল ছড়িয়ে
দেব চারি ধারে।

ললি। ছড়া মুকুল কুড়িয়ে নেব।
ফুটিয়ে ফুল হার গাঁথিব।

জনা। আমি চুরি করে গলায় পরে পলাব
যমুনা পারে।

ললি। দেখব দেখি তুই আমাকে ফেলে কেমন ক'রে পালাস?

জনা। আমায় যদি থাকতেই হয়, তবে এক কাজ কর্—ক্ষেমা বুড়ীর নাক কেটে নিয়ে আয়।

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ।)

ক্ষেম। কার নাক কাটবি রে জনা?

জনা। এই নলতের ক্ষেমা দিদি! বলছিলেম কি, এই ক্ষেমা দিদির নাকের মতন ক'রে কেটে' নাকটাকে মানান সই ক'রে নিয়ে আয়। তা ও বেতে চাচ্চে না। বলে ক্ষেমা দিদির দাঁত নেই; মাড়ীদে চেপে ধর্‌বে, কাটবে না—লাভের মধ্যে নাকটা থেঁতলে যাবে।

ক্ষেম। বলি হ্যাঁ লা! তোকে এই না খেয়ে না দেয়ে দুধকলা দিয়ে পুষলুম কি ছোবল খাবার জন্যে?

ললিতা। তুই ওর কথা শুনিস কেন দিদি! ওর গা ঝিম্ ঝিম্ করচে, তাই কি বলতে কি বলচে।

ক্ষেম। তা এতক্ষণ আমায় বলিসনি রে হতভাগা! যা নলতে একটু চোনা, আর গোবর নিয়ে আয়। তাতে একটু ঘি, মধু আর দুচার আদার কুচি দিয়ে বেশ করে বেটে খাইয়ে দে,—এখনি সেরে যাবে এখন।

জনা। ও ক্ষেমা দিদি! তোর ওষুধের কি গুণ! নাম করতেই রোগ যে পালাবার জন্য কণ্ঠায় এসে ঠেলা মার্‌চে!—ক্ষেমা দিদি হাত পাত—হাত পাত—তোর হাতে বেটার রোগকে উগরে দিই। দু হাত দে ধ'রে চেপে মেরে ফেল্। রোগের জড় ম'রে যাক্।

(সুকুমারীর প্রবেশ।)

ক্ষেম। ওরে পোড়ারমুখো করিস কি—করিস কি? হাতে ব্যাথা—হাতে ব্যাথা!

সুকু। বলি হ্যাঁ ক্ষেমা দিদি, এইকি তোর যেমন যাওয়া তেমনি আসা?

ক্ষেম। এসেইত জনাকে ডাকচি,—ও নড়বে না তা আমি কি করব?—ওরে জনা! আমাদের এখানে অতিথ আসবে, তুই ভাল ক'রে পাহারা দিবি। যেন দিদিমণিদের কিছু চুরি না যায়, বুঝলি?

সুকু। মরণ আর কি? যা জনা বাইরে বসে থাক্‌গে। যদি কেউ আসে আমাকে খবর দিবি। আর তুই এখনও ফুল তুল্‌তে যাস্‌নি! এতক্ষণ করছিলি কি?

ললিতা। তাই ত আমি যাচ্চি!

ক্ষেম। শিগ্‌গির ফুল তুলে আন্। তুই শিগ্‌গির দোরে বস্‌গে—আমি শিগ্‌গির ঠাকুরদের নামটা জপ করে নিইগে। কে—এখানে আসবে দিদিমণি?

জনা। সে শিগ্‌গির জান্‌তে পারবি। এখন শিগ্‌গির দোর্‌টা দেখিয়ে দিবি আয়।

[সুকুমারী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(রমার প্রবেশ।)

সুকু। দেখ্ রমা! পিতা আদেশ ক'রে পাঠিয়েছেন যে, ঋষিগণ যত দিন মর্ত্ত্যে থাকবেন, তত দিন আমাদের তাঁদের সেবা করতে হবে। আজ তাঁরা আমাদের আশ্রমে পদার্পণ করবেন।

রমা। আসুন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু ভাই গতিক বড় ভাল ব'লে বোধ হচ্চে না। বড় ঠাকুরটী তোর দিকে হাঁ ক'রে চেয়েছিল।

সুকু। ওঁদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট চিন্‌লি কেমন করে?

রমা। ঐ যেটীর, হাতে কমণ্ডলু, কোঁক্‌ড়ান কোঁকড়ান চুল, টানাভুরু, পাগলাটে ধরণ, ওইটী বড়। আর যাঁর মাথায় শোণের নড়ী, পেট পর্য্যন্ত দাড়ী, গায়ে মাংসের ঝুড়ী, ঐটী ছোট। বলি ঠাকুরকে দেখে তোর চোখ ঝল্‌সে গেল নাকি?

সুকু। যথার্থই রমা আমার চোখ ঝল্‌সে গেছে। জীবনীশক্তি নিয়ে বয়স নির্ণয়। যার

জীবনীশক্তিতে সহস্র সহস্র প্রাণ অনুপ্রাণিত সে যুবা, না যে নিজের প্রাণ নিজে রক্ষা করতে পারে না, সে যুবা?

রমা। বেশত, তবে ঠাকুরটীর ভোজন দক্ষিণার জন্য প্রাণ টুকু রেখে দাও।

সুকু। ঈশ্বরী হ'তে কার অসাধ ভাই? কিন্তু এমন ভাগ্য কি করেছি যে, ঈশ্বর আমাকে পায়ে রাখবেন?

রমা। তুমি যদি একটু ইঙ্গিত কর, তা হ'লে ঈশ্বর এসে তোমার পায়ে পড়বেন। আমি তোমার ঈশ্বরকে দেখেই চিনেছি। দেখ দিদি, এই বড় বড় ফোঁটা কপালে—বড় বড় বচন বলে—বড় বড় দাড়ী, এই রকমের ঠাকুর সব প্রচঞ্চকের ধাড়ী। কথায় কথায় নাড়ী টেপে, কথায় কথায় ওষুধ দেয়—ঠিক জানবি সে কবিরাজ মানুষ খায়। ঐ যে ছোট ঠাকুরটী এসেছে, উটী সংসার জানে না, ভাল মন্দ কিছুই বোঝে না, তুমি তার দিকে চেয়ে রইলে কি না রইলে খোঁজ করে না—আপনার ভাবেই আছে। ঐ ঠাকুরটীই খাঁটী। দেখলে বোধ হয় একটু রাগী রাগী—তা দিদি সূর্য্য হ'লেই উত্তাপ থাকে।

সুকু। বেশ, ছোট ঠাকুরটীকে ভাল লেগেছে তবে তারে না হয় বিয়ে করে ফেল্।

রমা। না ভাই। অমন ঠাকুরটীকে মেঘে ঢেকে, শেষে কি দিনকে রাত ক'রে ফেলব।

(জনৈক সখীর প্রবেশ)

সখী। দিদিরাণী তোমাদের পূজার উদ্যোগ হয়েছে। তোমাদের অপেক্ষায় সবাই বসে রয়েছে।

সুকু। আয় ভাই এখন যাই। পরের কথা পরে হবে এখন।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গণ।

জনার্দ্দন, ললিতা ও ক্ষেমঙ্করী।

জনা। যা বলবি, এই শিবের সম্মুখে এসে বল। একেবারে সকল গোলমাল চুকে যাক্।

ললিতা। যা বলবি, সব একেবারে বলে ফেল্—আধাআধি করিস্নি। জনা ন্যায় শাস্তর পড়েছে, সব কথার খাঁটী জবাব দেবে এখন।

ক্ষেম। বলব কি জনা! আমার হাত পা আসচে না।

জনা। আমর, আমরাত তোর হাত ধ'রে রেখেছি! তাতে পা আসবে না কেন?

ক্ষেম। দুই দুই যোগী ঠাকুর এখানে কি করতে আসচে?

ললিতা। তোর মাথার পাকা চুল তুলতে।

ক্ষেম। তুই থাম; তোকে আমি জিজ্ঞেস করিনি।—ওরা যে রাজভোগ ফেলে, আমাদের এখানে আড্ডা নিচ্চে, তা এখানে এলে খাবে কি?—রাজার বাড়ী ছেড়ে এ বনে ঠাকুররো কি করতে আসচে?

ললিতা। ওরা দেবলোক থেকে আসচে কি না—আসতে আসতে পথে দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দাদা অনেক কাঁদা কাটী ক'রে ঠাকুর দুজনকে বলেছে যে, ফিরে আসবার সময় ক্ষেমা দিদিকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। তাই ঠাকুররো তোকে নিতে আসচে। হাঁ দিদি! দাদাকে ছেড়ে আর কত কাল এখানে থাকবি?

ক্ষেম। কি করব দিদি! যম যে আমাকে একেবারে ভুলে রয়েছে।

ললিতা। তা যমের আর অপরাধ কি! কতকাল তোর যমের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি বল দিকি?

জনা। ও হরি! তা জানিস্‌নি বুঝি! যম যে ঠাকুরদের দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছে, তিনি তোকে নেবেন না। যম রাজার নাকি একটী ছেলে হয়েছে; সে ছেলে নাকি দুধ খেলে কাঁদে। তাইতে কে বলেছে যে, ছেলেকে ডাইনীতে খেয়েছে। তাইতে যম রাজা, পৃথিবীতে যত ডাইনি আছে, সকলকে জ্যান্ত মাটীতে পুঁততে হুকুম দিয়েছে!

ললিতা। তাই শুনে ঠাকুরদাদা কেঁদে আর বাঁচে না। বলে ক্ষেমা দিদিকে না দেখে আর কতকাল বাঁচব? তার কান্না শুনে ঠাকুর-দের দয়া হয়েছে। তাই তোরে মাটীতে না পুঁতে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছে।

ক্ষেম। (ক্রন্দনের সুরে) তা তোর দাদা এমনি ভালই বাসত দিদি, এক দণ্ডও চোখের আড়াল হ'তে দিত না। আমি পোড়া কপালীর বড় কঠিন প্রাণ, তাই তারে হারিয়ে এখনও বেঁচে আছি।—হাঁরে জনা, নলতে যা বলচে তা কি সত্যি?

জনা। আমারত মনে হয় নলতে তোরে দমবাজী দিচ্চে। এমন সোণার জায়গা কে, দমবাজী দিয়ে তোরে কোথাও ত ...বার চেষ্টা করচে।

ললিতা। সত্যি ক্ষেমা দিদি সব মিছে।

ক্ষেম। না না, মিছে হবে কেন? তুই কি আমায় তেমন মেয়ে! আর তোর দাদা যদি স্বর্গে না যায়, তা হ'লে স্বর্গ নরক মিছে কথা। আহা নাতনী! তোরে আর কি বলব—তোর দাদার গুণ তা তোরে আর কি বলব? তার মতন মানুষ একালে কি আর দেখতে পাওয়া যায়! রাজার বাড়ী চাকরী ক'রে যা কিছু উপরি পেত, সব আমার হাতে এনে দিত—এক পয়সার তঞ্চক করত না। সে থাকলে আজ তোদের খাবার ভাবনা! সুকু-মারী রমার কাছে কি তোদের হাত পাততে হয়। সে বাজার করত, আর ভাল ভাল অর্দ্ধেক জিনিষ চুরি করত। আর সেই সব জিনিষ তোদের লুকিয়ে খাওয়াত।

জনা। না ক্ষেমা দিদি। না খেয়েছি বেশ হয়েছে। আহা বুড়োর উপরি-রোজগারে ভাগ বসালে কি আর রক্ষা থাকত? তা হ'লে স্বর্গ আমরা একচেটে ক'রে ফেলতুম। ঠাকুর দাদাকে ত অনেক কালই খেয়েছিস্, তা হ'লে আমাকে আর নলতেকে কোন কালে মুখশুদ্ধি করে ফেলতিস্।

ক্ষেম। এক জন এক জন ক'রেই না হ'ক আসুক—এ একেবারে দু দুজন যোগী! এখানে কি করতে আসচে?

ললিতা। আ মর্! এই যে তোকে বললুম ভিমরতি বুড়ী!

ক্ষেম। কই—কি বললি?

জনা। ও বল্‌তে পারেনি আমি বলচি, শোন্।

বল্‌ত।

জনা। ঠাকুরদাদার সকল অঙ্গ স্বর্গে গেছে, কেবল মাথাটা এখানে প'ড়ে আছে। ঠাকুর দাদা স্বর্গের রাস্তায় যারে দেখচে, তারেই বল্‌চে, আমার পতিব্রতা ক্ষেমা দিদি আমার মাথা খেয়েছে। পথে আসতে আসতে তাই না শুনে, ঠাকুররো তোর পেটের গহ্বর মাপতে এসেছে।

ললিতা। গহ্বর মেপে, জাল ফেলে দাদার মাথাটা বার ক'রে যার ধন তারে ফিরে দেবে। হাঁ দিদি! সেটা তোর পেটে নৈকাট হয়ে আছে, না?

ক্ষেম। তবেরে পোড়ারমুখো মেয়ে! তোর যদ্দুর মুখ তদ্দুর কথা! (প্রহারোদ্যত)

জনা। হাঁ—হাঁ! করিস্ কি—করিস্ কি —তোর হাতে লাগবে!

(নেপথ্যে) এ আশ্রমে কে আছ? দ্বার উন্মোচন কর। আমরা দুইজন অতিথি।

ক্ষেম। ওরে হতভাগা! দোর দিয়ে এসেছ!—দিদিরাণীরে শুনলে মেরেই ফেলবে এখন। দোর খুলে দিয়ে আয়!

জনা। যা ললতে দোর খুলে দিয়ে আয়।

ললিতা। আমি পারব না—আমার ভয় কচ্চে।

ক্ষেম। আমর্ তুই যা না।—না।— আমর্ দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

জনা। দাঁড়িয়ে থাকি কি সাধে? শুয়ে ব'সে সুখ পাচ্চি না। আমার প্রাণ কেমন কচ্চে!—যা না ভাই ললতে!

ললিতা। ওরে বাবারে! আমি পার্‌ব না।

(নেপথ্যে) দ্বার খুলবে ত সত্বর খোল। না হ'লে মামাকে আমি তোমাদের এদেশে আসতে দেব না।

ক্ষেম। ওরে মুখপোড়া যানা।—ওরে মুখপোড়া দোর খুলে দেনা।

জনা। চুপ কর্ বুড়ী!—কার দোর আমি খুলব?

ক্ষেম। ওরে শুনচিস্‌নি। এখনি রেগে চ'লে যাবে যে রে!

জনা। তা যাক্—তাতে তোর আমার কি?

(রমার প্রবেশ।)

সুকু। ওরে জনা! শুন্‌তে পাচ্চিসনি।

জনা। কি দিদিরাণী?

রমা। 'কি' রে হতভাগা! আমরা এক রাজ্যির তফাৎ থেকে শুন্‌তে পেলেম, আর তোমার 'কি' হ'ল? যা!—শিগগির যা।

ক্ষেম। আমি সেই অবধি বল্‌চি বাছা! তা ও কিছুতেই নড়বে না।

সুকু। যা ভাই! তা না হ'লে ঠাকুররা রেগে চ'লে যাবে।

[জনার প্রস্থান।

রমা। ক্ষেমাদিদি! তুইও আর দাঁড়াসনি, আসন টাসন পেতে ঠিক করে রাখ।

ক্ষেম। তাত রাখতে হবেই দিদি!

[প্রস্থান।

ললিতা। ঠাকুররো চ'লে গেলে উপায় কি হবে দিদিরাণী?

রমা। উপায় আর কি হবে? তা হ'লে সব ভস্ম হবে যাবে। তুইও যা, তুই না গেলে হয় ত জনা পথ থেকে ফিরে আস্‌বে।

ললিতা। ও বা'বা! বল কি গো! শুনে আমার গা টা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।

রমা। তবে শিগ্‌গির যা।

ললিতা। ও বাবা! তাহ'লে ত যেতেই হবে।

[ললিতার প্রস্থান।

সুকু! কি করা যায় বল্ দেখি রমা? কি রাঁধি বল্?

রমা। আগে ত ঠাকুররো আসুক! তার পর বিবেচনা করা যাবে। আর ঠাকুররো ত সুধু পায়স খেতে মর্ত্ত্যে এসেছে।

সুকু। সুধু পায়স কি আর দেওয়া যায়?

(জনা ও ললিতার পুনঃপ্রবেশ।)

জনা। দিদিরাণী! সর্ব্বনাশ!

সুকু। সর্ব্বনাশ কি রে?

জনা। আজ্ঞে সর্ব্বনাশ!

ললিতা। হাঁ গো! সর্ব্বনাশ!

সুকু। সর্ব্বনাশটা কি হ'ল ভেঙেই বল না?

জনা। সর্ব্বনাশ আবার কি হয় ?

সুকু। কি হয়েছে রে নল্‌তে ?

ললিতা। তা ত কিছুই বুঝতে পারচি না, দিদিরাণী !

জনা। না বোঝবারই যোগাড় করেছে। কাউকে কিছু বুঝ্‌তে দিচ্ছে না।

ললিতা। জনা যা বল্‌চে ঠিক গো ! কাউকে কিছু বুঝতে দিচ্চে না।

রমা। ঠাকুররো কি ফিরে গেছে ?

জনা। ওগো ! আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা কর না। সর্ব্বনাশ—পীতবাস, সর্ব্ব অঙ্গে শোণের চাষ, একটা বাঁশঝাড় হাতে ক'রে আস্‌চে। আর পেছনে পাহাড়, রুদ্রাক্ষের ঝাড় বনেদ সমেত আসচে।

সুকু। তার মানে কি !

জনা। মানে কি কিছুই বুঝ্‌তে পারচি না ! কেবল বল্‌চে খাব—খাব—সব খাব।

ললিতা। এত বড় হাঁ গো তার এত বড় হাঁ !—

রমা। ওরে জনা ! লুকো লুকো—নলতেকে নিয়ে লুকো, তা না হ'লে তোর নলতেকে দেখ্‌লেই গিলে ফেল্‌বে।

সুকু। বুঝ্‌লি কিছু রমা ?

রমা। তুমি কি বুঝতে পারনি ! ঠাকুররা আস্‌চেন। আমি এগিয়ে আনি। তুমি একটু অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান।

সুকু। কি রকম দেখলি বল্ দেখি ?

জনা। জঙ্গল আর পাহাড়। আগে জঙ্গল, পেছনে পাহাড়।

ললিতা। হাঁ গো ! ঠিক গো ! বিরোধ পাহাড়—এত বড় চুড়ো গো দিদিরাণী—এত বড় চুড়ো।

সুকু। দূর বাঁদর মেয়ে।

[প্রস্থান।

(নারদ, পর্ব্বতকে লইয়া সুকুমারী ও রমার পুনঃপ্রবেশ।)

(গীত।)

নারদ। বিভূতি-ভূষণ অঙ্গে কি রঙ্গে ধরেছ হর,
কি রঙ্গে শ্মশানে দিবানিশি হে।
সংসার বিভব ভব, কেন হে এ বেশ তব,
পরের কৃপার অভিলাষী হে।
রজত গিরির শিরে, রজত অমিয়াধার—
বাঁধিয়া রেখেছ যদি শশী হে।
তবে কেন হে অনল ভালে, কেন হাড় মাল গলে,
জাহ্নবী বাঁধন জটারাশি হে।
কাতর সে কার তরে, যাহার করুণা ধ'রে,
জীবনে জাগিয়া বিশ্ববাসী হে।
জীবনে ভিখারী হবে, কে কোথা শুনেছে কবে,
ভুবন ঈশ্বরী যাঁর দাসী হে।

পর্ব্বত। অত প্রেম প্রেম ক'রে হেদিয়ে ম'লে কি আর ইহজন্মে যোগীশ্বরের রঙ্গ বুঝ্‌তে পার্‌বে ? তোমাদের হা হুতাশ আর দীর্ঘশ্বাসের লট লোটে দীপক মল্লারের পদ সাধা যায় না। সাধনা কর্‌তে ত শ্মশান বিভূতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে ! মামা ! যোগীর মনস্তুষ্টির জন্য গোলকের সকল সুখ ভয়ে ভয়ে শ্মশানের আশ্রয় লয়। বিভূতি চন্দনের শীতলতা পায়। বিষে অমৃতের গুণ ধরে। সে কথা যাক্, এখন বল দেখি মামা ! জায়গাটা কেমন ? প্রেমিকবর ! গোলোকধাম থেকে নেমে এসে জায়গাটা কেমন ঠেক্‌চে বল দেখি !

রমা। প্রভু ! অনুমতি করেন ত আমি একটা কথা কই।

পর্ব্বত। এঁ্যা ! তুমি ? তুমি কথা কইবে, তার আবার অনুমতি কি ? তবে তুমি অনুমতি কর, আমি শুনি।

রমা। উনিত প্রেমিকবর, আপনি কি?

পর্ব্বত। সে দিন পর্ব্বতের অধিত্যকাপথে কথা কয়েছিলে তুমি?

রমা। পর্ব্বত ত আপনি, আপনার ভেতরে আবার অধিত্যকা উপত্যকা আছে না কি?

পর্ব্বত। সে দিন পর্ব্বতের অধিত্যকাপথে কথা কয়েছিলে তুমি?

রমা। সেকি প্রভু! অন্যায় বলেন কেন? এমন লোকবিগর্হিত কাজ কি আমি করতে পারি?

পর্ব্বত। সে দিন পর্ব্বতের অধিত্যকা পথে কথা কয়েছিলে নিশ্চয় তুমি।

রমা। ভাল, আপনি এতই যদি নিশ্চয়, তা'হ'লে না হয় আমি দুটো কথাই কয়েছিলেম। তা হ'লে সুধু অধিত্যকা পথে কেন—সে দিন আমি কোথায় না কথা কয়েছি?

সুকু। তা কয়েছিস্ইত, তার আবার রহস্য কর্‌চিস্ কি? সত্য প্রভু! সে দিন রমা উন্মত্তা হয়েছিল। সুধু অধিক্যতা পথে কেন,— প্রান্তরে, নদীজলে, ঘরে, তরুতলে, এই শিব-মন্দিরে—নেচেছে, গেয়েছে আর রাশি রাশি কত রকমের কথা ঢেলেছে। পায়েসে কথার ফোড়ন দিয়েছে?

রমা। প্রভুর শাস্ত্র দেখা আছে কি?— দেখা থাকে যদি, বলুনত প্রভু! এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে

পর্ব্বত। রঙ্গ-বিলাসিনি! তুমি কথা কও।

রমা। আমি যা জিজ্ঞাসা করলেম, কই, তার উত্তর ত দিলেন না!

পর্ব্বত। তুমি কি জিজ্ঞাসা করলে?

রমা। বলি, উনিত প্রেমিকপ্রবর— আপনি কি?

পর্ব্বত। ও মামা! এ আবার কি কথা? আমি আবার কি?

নারদ। তুমি কি বলতে পার না? আমায় বলতে হবে?—দেখ সুকুমারি! ইনি আকুমার ব্রহ্মচারী, কঠোর তাপস। শুন রমা! যার সম্মুখে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আপনাদের কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করচি, ইনি সেই দেবাদিদেবের প্রিয় শিষ্য। এঁতে আর ওঁতে কোনও প্রভেদ নাই।

রমা। দেবাদিদেব ত পাথর—প্রভুও কি তাই? দেবাদিদেব ত নীলকণ্ঠ—প্রভুর কণ্ঠেও কি ক্ষীরোদ মন্থনে সবার শেষে যা ভেসে উঠেছিল, তাই আছে?

পর্ব্বত। কেন সে জিনিষটে কি মন্দ?— মামা! তোমরাই বিষের দোষ গাও। কিন্তু সংসার যদি বিষময় হ'ত, তা হ'লে বোঝা যেত সংসারের গতি কোন্ পথে। মহেশ্বর গরলটা নিজের গলায় পূরেই যে মাটী করে ফেলেছে— তা না হ'লে, সেই বিষ সমস্ত সংসারে ব্যাপ্ত হ'ত। সৃষ্টিরক্ষার জন্য সচেষ্ট ভগবান বিষে আর অমৃতে প্রভেদ রাখতে পারত না। তা হ'লে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব হ'ত না। ভগবানকে মাঝে মাঝে বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি জন্তুগুলোর মূর্ত্তি ধরতে হ'ত না। রঘুরাজকে সীতাশোকে পথে পথে কাঁদতে হ'ত না।

নারদ। আর?

পর্ব্বত। আর!—আর পায়সের লোভে মর্ত্ত্যে এসে, এখানকার কাঁকরপথে আমার পা দুটোকে ক্ষতবিক্ষত করতে হ'ত না। বাবা! মর্ত্ত্যের কি পথের মহিমা!

নারদ। রমা! তা হ'লে বাবাজীকে পায়েসটা ভাল ক'রে খাইয়ে দাও। বাবাজীকে এক গণ্ডুষ জল দিলে শত অশ্বমেধের ফল হয়।

রমা। বলেন কি? তা হ'লে আর কে হাত পুড়িয়ে পায়েস রাঁধে? আসুন ঠাকুর তা, হ'লে আপনাকে এক পুকুর জল খাইয়ে দিইগে।

পর্ব্বত। ও মামা! সত্যি সত্যিই তাই করবে নাকি?

সুকু। ভয় কি ঠাকুর। ও না দেয়, আমি আপনাকে রেঁধে খাওয়াব।

পর্ব্বত। আর এক পুকুর জল খাওয়াতে হয় না।—এক গণ্ডুষ জল মুখের কাছে নিয়ে না যেতে যেতে, ইন্দির ঠাকুর অমনি লপ্ ক'রে তোমায় তুলে নিয়ে যাবে। শত অশ্বমেধ সে কি আর কাউকে করতে দেবে মনে করেছ? একটার ওপর আর একটা যজ্ঞ করলেই তার গা চিড়বিড় করে—পাছে তার শতক্রতু নামটা লোপাট হয়ে যায়।—নাও, বল কোথায় পায়েস হয়। সেই ঘরটা কোথায় দেখাবে চল। তা হ'লে কাশী যাওয়ার দায় হ'তে নিষ্কৃতি পাই। বাবা এইটুকু আসতেই মর্ত্ত্যের রাস্তার মর্ম্ম বুঝেছি। রমে! আমাকে পেট ভ'রে পায়েস খাওয়াও। আশীর্ব্বাদ করি, সুমেরু হ'তেও উচ্চতর পুণ্য-শৈলে আরোহণ কর।

রমা। শৈলে আরোহণ ক'রে কি করব ঠাকুর?

পর্ব্বত। শৈলে আরোহণ ক'রে কি করবে, তাও কি ব'লে দিতে হবে? সেখানে মেঘে সাঁতার কাটবে।

রমা। মনের কথা বুঝেছি ঠাকুর! আমরা মেঘ থেকে ঝ'রে প'ড়ে যাই, আর আপনি মজা ক'রে পায়সের হাঁড়ীটে দখল ক'রে নেন। ও দিদি! ঠাকুরকে পায়েস দিস্‌নি, ঠাকুরের মতলব ভাল নয়।

নারদ। আর বাবাজীকে নিয়ে রহস্য করবার প্রয়োজন নেই। চল বাবাজীকে হাতে হাতে কাশীবাসের ফলটা সমর্পণ করে আসি। দেখ সুকুমারি, তোমার পিতার আলয়ে যাবার পূর্ব্বেই আমরা কাল সঙ্কল্প করেছিলেম, একদিন মাত্র তোমার পিতৃ-গৃহে অবস্থান ক'রে এই স্থানে আতিথ্য-গ্রহণ করব। তাতে বাবাজীর বিশেষ আগ্রহ, তোমাদের হাতের পায়েসটা কেমন একবার পরীক্ষা করে।

পর্ব্বত। হাঁ সুকুমারি, মামার যা কিছু করা সব আমার জন্য। মামার খাওয়া দাওয়া কিছু নেই। মামার এখানে আগমন সুধু আঘ্রাণের জন্য—খাব কেবল আমি।

সুকু। আপনাদের সুহবাস সুখে বঞ্চিত হয়ে পিতা ত আমার মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না?

নারদ। তিনি শুনে পরমানন্দিত হয়েছেন। দেখ সুকুমারী তাঁর মুখে তোমার পিতৃ-ভক্তির কথা শুন্‌লেম। শুনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি তা আর কি বলব! পিতৃপরায়ণা! তুমিই নারীকুলে ধন্যা। পিতৃদেবের সাধিকা গাণপত্যই বল, শৈবই বল, শাক্তই বল, আর বৈষ্ণবই বল—কি ব্রাহ্মই বল, এজগতে তোমার স্থান কেহ অধিকার করতে পারবে না।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

এই যে কৈলাসগিরির মত তুষারশুভ্র দেহে, শ্যামল তরুরাজি ভেদ ক'রে, তোমার তপোবনের শিব-মন্দির দণ্ডায়মান রয়েছে, এখানে সুধু একা মহেশ্বরের অধিষ্ঠান নয়, এই মন্দির দ্বারে সকল দেবতাই বাঁধা পড়ে আছে।

পর্ব্বত। আমরা বাকী ছিলেম, আমরাও পড়লেম। এখন শালিতণ্ডুলের পায়স রূপ দৃঢ় রজ্জু দিয়ে মামাকে একবার বেঁধে ফেলতে পারলেই লেঠা চুকে যায়।

রমা। ঠাকুর অলঙ্কার শাস্ত্রটা একেবারে

হাপরে চড়িয়েছেন যে! আমরা যে এক আধ খানা গায়ে দেব, তারও উপায় রাখ্‌লেন না!

সুকু। দেখবেন প্রভু! পিতাকে যেন, আপনাদের সঙ্গ ছাড়া হয়ে, মর্ম্ম-পীড়া না পেতে হয়! তা যদি হয়! প্রভু! তা হ'লে আপনাদের মত অতিথি পেয়েও আমরা সুখী হব না।

নারদ। ওগো না গা না, কোন ভয় নেই। তিনি অতি আনন্দিত হয়েই অনুমতি দিয়েছেন।

সুকু। দেখবেন প্রভু! আমাকে যেন পিতৃ-অসন্তোষের কারণ ক'রে পাপ-ভাগিনী না করেন।

পর্ব্বত। আর আমাদের মতন বিশ্বদিগ্‌গজ অতিথি প্রত্যাখান ক'রে পুণ্যের ছালা ঘাড়ে করবে না কি?

নারদ। আহাহা! তুমি কথা কচ্চ কেন বাপু?

পর্ব্বত। কথা কইব না. তা বলে অতিথি প্রত্যাখ্যান করবে? ও বালিকা, অতিথি প্রত্যাখ্যানের ফল ত বোঝে না!

নারদ। ওরা কি প্রত্যাখ্যান করছে রে পাগলা? ওরা দুটো ভক্তি-সুত্রের কথা কচ্চে! —চল চল—যাই চল।

[ক্ষেমঙ্করীকে বেষ্টন করিয়া সখীগণের প্রবেশ]

ক্ষেম। কই কই কইরে—কে এসেছে রে!

জনা। কে আবার আসবে? যে আসবার সেই এসেছে।

গীত।

এসেছে প্রেমিক রতন সজল নয়ন উঠে প'ড়ে।
চল যাই দিদিমণি আমিয়ে আনি হাওয়ায় চ'ড়ে
হেরে তার বদনখানি, প্রাণে প্রাণে টানাটানি;
কেমনে প্রাণ সজনি হিয়ার মাঝার গেছে ছ'ড়ে।
প্রবোধে মন মানে না. সেটানে প্রাণ বাঁচে না।
ভেবেছি সবাই মিলে দেব সে বঁধুর গলে
বেলের গ'ড়ে।

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

মন্দিরসংলগ্ন উদ্যান।

পর্ব্বত ও নারদ।

পর্ব্বত। মামা!—কি আশ্চর্য্যের কথা মামা!

নারদ। কি কথা বাবা!

পর্ব্বত। দেখ মামা! তোমার আর সুবিধা দেখছি না। তোমাকে দেখচি, আর আমার হাসি পাচ্চে।—আচ্ছা মামা! তোমার গলাটা ভেঙে গেল কি ক'রে বল দেখি? আমি এত চেষ্টা করচি গলা ভাঙতে—কিন্তু মামা! পায়েস খেয়ে দেখচি গলাটা আমার ছেড়ে গেল।

নারদ। গলায় একটু সর্দ্দি জমেছে।

পর্ব্বত। জমবার আর অপরাধ কি? পায়েস খেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা সপ্তমে চীৎকার করলে সুধু সর্দ্দি কেন,—সন্নিপাত, অপচী, গলগণ্ড, গণ্ড-মালা সমেত কোন্ দিন স্বয়ং শ্রীনিদান এসেই না উপস্থিত হন!

নারদ। এখন কি বলছিলে বল না। আশ্চর্য্যটা দেখলে কি?

পর্ব্বত। তোমার আর কোন দিকেই যুত নেই মামা! পায়েস খাওয়া অবধি তুমি কেমন ঢ্যাপ্ ঢেপে মেরে গেলে। আগে টুসকি মারলে টুং করতে, এখন গদা মারলেও সাড় হয় না। ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

নারদ। এখন কি বলছিলে বল না।

পর্ব্বত। বলছিলেম কি, এখানে ত সকলেই সাকার; কিন্তু নামগুলো এমন নিরাকার হ'ল কেন?

নারদ। নামের আবার আকার দেখছ কোথায় বাবাজী?

পর্ব্বত। আকার কি আর হাঁড়ি কলসী হ'বে? নামটা সর্ব্বত্রই আকারের অর্থবোধক হয় না! ত্রিনয়না—কি না, তিন হয়েছে নয়ন যার। নামটা মনে হ'লেই ভবানীর তিনটা চোখ যেন জল্ জল্ ক'রে চোখের উপর এসে পড়ে। কমলাসনা—কি না, কমল হয়েছে আসন যার। নামে সুধু কি গোলকেশ্বরীর মধুর মূর্ত্তি মনে পড়ে মামা?—মনে পড়ে কত কি—মনে পড়ে ঢল ঢল সুধা-সরসী-জল, মনে পড়ে সহস্র শ্যামল-সৌন্দর্য্যে ঘেরা সেই সহস্রদল শ্বেতকমল। এক একটা নামে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছবি জেগে ওঠে মামা!

নারদ। কেন সুকুমারী, রমা—এ সকল নামের কি সার্থকতা নাই? এ সকল নামে কি আকারের আভাস পাওয়া যায় না?

পর্ব্বত। দুটো চারটে অমন নাম ছেড়ে দাও।—আর আভাসটা যে বেশী কিছু—তাও নয়! এই যে সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে এত নামের সঙ্গে আলাপ করলে, তার আকার দেখলে কটার? মলিনমালা, কুসুমবালা, জ্যোতিঃকণা, প্রতিভা!—কি মজার মজার নাম মামা! হাঁ মামা! জ্যোতিঃকণা প্রতিভার চেহারাটা কি রকম?

নারদ। দেখেইত এলে বাবা! পটলচেরা চোখ, মুক্তোর মতন দাঁত, মৃণালের মতন হাত, তিলফুলের মতন নাসা, ভ্রমর গুঞ্জন ভাষা—দেখেইত এলে বাবা!

পর্ব্বত। তোমায় দেখে দেবতারা বলে তুমি বড় বিনয়ী। ও বাবা, মর্ত্ত্যে এসে দেখি, মামার বিনয়ের একটা কুমারী হয়েছে! সেই যে ধান ক্ষেতের কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েটা গরু ঠ্যাঙাচ্ছিল! তার নাম বললে বিনয়কুমারী। কি মজার নাম মামা! মর্ত্ত্যলোক কি চমৎকার স্থান মামা! তা যা হ'ক, এমন ধারা হ'ল কেন? সকলকারই দেখচি একটা বাঁধা চেহারা আছে, কিন্তু নামগুলো নিরাকার!

নারদ। ও হয়েছি কি জান বাবা!—মদন যখন হর কোপানলে ভস্ম হয়ে গেল, তখন তার অঙ্গই গেল কিনা। আমরা মহাদেবের হাতে পায়ে ধ'রে বললেম—'ঠাকুর করলে কি! ওর যে অঙ্গটী পুড়িয়ে দিলে, তা ও যায় কোথা? প্রাণটী নিয়ে থাকে কোথা?' মহেশ্বর অনেক ভেবে চিন্তে মদনকে বললেন,—'কই ত্রিলোকে ত তোমার স্থান দেখি না; তবে এক স্থান আছে এই মর্ত্তের রমণীকুলের নামে। হে স্মর! হে মার! হে বিরহ-জ্বরে-মরমর প্রাণধরসন্তাপিন্! যাও, মর্ত্তে যাও—সেই রমণীকুলের নাম তোমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করলেম'। সেই অবধি অনঙ্গদেব এই নামের ভেতর অবস্থান করচেন। বুঝতেই ত পেরেছ বাবা, ওই নামেই যা চটক—কাজে ভুষি। যিনি সুশীলা, তিনি শাশুড়ী ঠেঙান। যিনি শরৎশশী, তিনি রূপের ছটায় দিনকে করেন অমানিশি। তা যা হ'ক, এখন দেখ্‌ছ কেমন বল দেখি?

পর্ব্বত। দেখা কাজ তোমারেই সাজে মামা! আমি খেতে এসেছি খেয়ে যাই। দেখাদেখি আমার কর্ম্ম নয়।

নারদ। সুকুমারি আর রমা—এ দুজনকে দেখে কেমন বোধ হয়?

পর্ব্বত। আচ্ছা, তুমি আমাকে একটা জবাব দাও দেখি।

নারদ। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ। মনের কথা জিজ্ঞাসা করবে নাকি?

পর্ব্বত। প্রশ্নের নাম শুনেই যে মুখ

শুকাল মামা? ভয় নেই অতি সহজ প্রশ্ন। বল দেখি রমাটা মেয়ে কি পুরুষ?

নারদ। দূর মূর্খ!

পর্ব্বত। না মামা! যথার্থই আমার সন্দেহ হয়েছে।

নারদ। দূর মূর্খ! এখন বল দেখি সুকুমারী রমা—এ দুজনকে দেখলে কেমন?

পর্ব্বত। হাত আর পাত, এই দুই নিয়েই ত চব্বিশ ঘণ্টা বসে আছি। তা হ'লে তোমার রমা সুকুমারীকে দেখা হ'ল কখন মামা?

নারদ। এত দিনের ভেতর এক দিনের জন্যও কি দুজনকে দেখনি?

পর্ব্বত। তুমি যা মনে করছ, সে রকম দেখা ত রোজ দেখছি।

নারদ। বেশ! তা হ'লেও ত একটা অনুমান হয়েছে!

পর্ব্বত। কিন্তু মামা! যখন যারে দেখতে চাই, তখনই অন্নের একটা পাহাড় সুমুখে প'ড়ে আমার দৃষ্টিপথ অবরোধ করে। আহা মামা! আতপ চাল যখন উত্তপ্ত-সলিলসাগরে পরোপকারের জন্য, কষ্টকে কষ্টজ্ঞান না ক'রে, মনের আনন্দে সাঁতার কাটে, তখন বোধ হয় যেন দিগঙ্গনা সকল মন্দাকিনী জলে আলুথালু বেশে কেলি করচে?—তখন কি রমা সুকুমারীর কথা আর মনে আসে মামা! তবে যখন একশ' বারই আমাকে জিজ্ঞাসা করচ, তখন একটা কথা বলি—এই রমার কথাগুলা আমার বড় মিষ্টি লেগেছে। যে দেশে শালি তণ্ডুল নেই, সে দেশে রমার কথা অনেকটা কাজ করতে পারে। কিন্তু মামা, রমাটা যে কি, আজও তা ঠাওর করতে পারিনি। আমার বোধ হয় রমাটা শালি তণ্ডুলের জলীয় ভাগ।

নারদ। আর সুকুমারী?

পর্ব্বত। আরে রাম রাম—ওটার কথা কয়োনা। ওটা রাজার বেটী—কাজেই আ-শৈশব জেটী। ওটার কথা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেছে। বলে কি না—পিতার নাম ক'রে এসেছেন যখন, তখন সেইস্থানেই যান। ওটার ইচ্ছা কি জান, ওটা আপনি পায়স রাঁধে, আর আপনি ব'সে খায়। আরে রাম রাম, ওটার দিকেও আবার মানুষে চায়?

নারদ। দূর মূর্খ। সুকুমারীর মতন মেয়ে কি আর ত্রিভুবনে মেলে?

পর্ব্বত। বল কি মামা! সুকুমারী তোমার এমন মেয়ে! ভাল, এইবার থেকে আমি দেখাটা অভ্যাস করচি।

নারদ। আহা! পিতৃপরায়ণার কি ধীরতা, কি মধুরতা, কি কোমলতা!

পর্ব্বত। যেন মহীলতা। কিন্তু মামা, মহীলতাসুতাসঙ্গাৎ ভেকেন গিলিতঃ ফণী! দেখ মামা, জগতের শমনভয় দূর ক'রে, নিজে যেন গুপ্ত-ঠাকুরের খাতায় উঠ না!

নারদ। মূর্খ, লোকের গুণবর্ণনা করতে, রহস্যের বিষয় কি আছে?

পর্ব্বত। এই যে মামারও একটু একটু রাগ দেখা দিচ্চে। আচ্ছা মামা, মনের কথাটা কি বল দেখি?

নারদ। (স্বগতঃ) খেয়েছে—এইবারে মাথা খেয়েছে।

পর্ব্বত। তোমার রাগ দেখে আমার ক্রোধ বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছে হচ্চে। বল, মনের কথা কি?

নারদ। (স্বগতঃ) তা আর বলতে দোষ কি? সুকুমারীকে দেখলে আমি তৃপ্তি পাই। তাতে আর দোষ কি আছে?

পর্ব্বত। কি মামা, চুপ করে রইলে যে?

নারদ। (স্বগতঃ) তা থাক্—থাক্—দোষের কথা ত নয়! বল্‌লেও হয়—না বল্‌লেও হয়। বলতে ইচ্ছা করলে এখনি বলতে পারি। না করলে, নাও পারি।

পর্ব্বত। কি মামা, বলবার আগে গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজচ নাকি?

নারদ। (স্বগতঃ) তা থাক্—এর পরেই বল্‌ব।

পর্ব্বত। কি মামা, বলতে কুণ্ঠিত হচ্চ? তবে বল জল হাতে করি।

নারদ। আচ্ছা বাবা, তুমি যে আমার মনের কথা শুনতে চাচ্চ—তোমার মনে আগে একটা কিছু না উঠলে আর তুমি এ প্রশ্ন করনি। তুমিই আগে বল দেখি তোমার মনের কথাটা কি?

পর্ব্বত। আমাকে আগে জিজ্ঞাসা করলে মামা? বলব—বলব?—বড় লজ্জা করচে।

নারদ। লজ্জা কি, লজ্জা কি—মামার কাছে বলতে লজ্জা কি?

পর্ব্বত। না মামা, ঠোঁটের কাছে এসে আট্‌কে যাচ্চে।

নারদ। (স্বগতঃ) ধরেছে—আমার মতন রোগে ধরেছে।—আহাহা! লজ্জা কি হে? ব'লেই ফেল না।

পর্ব্বত। মামা, ইচ্ছা করচে একবার সংসারী হই।

নারদ। আহা বাবা! এর চেয়ে আর আনন্দের কথা কি আছে!

পর্ব্বত। তা মামা, সংসারী হ'লে পতন হবে না ত?

নারদ। আরে রাম রাম—পতন হবে কেন? সংসারী-যোগীর তুল্য শ্রেষ্ঠ যোগী কি আর জগতে আছে?

পর্ব্বত। বল কি মামা—তুমি যে আশ্চর্য্য করে দিলে!

নারদ। আমরা সকলেই ত প্রভুর আরাধনা করচি, কিন্তু জনক-রাজর্ষির তুল্য শ্রেষ্ঠ স্থান কে লাভ করেছে?

পর্ব্বত। তবে সংসারী হই?

নারদ। এখনই—কালবিলম্ব নয়।

পর্ব্বত। তা হ'লে আমাকে একটী মামী এনে দাও।

নারদ। দূর মূর্খ, মামী নিয়েই বুঝি তোমার সংসার?

পর্ব্বত। তবে আর কারে নিয়ে সংসার মামা? যথার্থ কথা বলতে কি, পায়েস খেয়ে আর আমার স্বর্গে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্চে না। কে মামা, সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, সংবৎসর আমাদের এই বিশ্বোদর পূর্ণ করবে? মামা, আমায় একটী মামী এনে দাও। আমি পেট ভ'রে পায়েস খাই, আর উদ্গার তুলতে তুলতে মহোল্লাসে মামীর আমার গুণ গাই।

নারদ। তার চেয়ে আর এক কাজ কর না। মামার একটী ভাগিনেয় বধূ ঘরে আন না কেন?—মা আমাকে পিতার আদরে পরিতোষ ক'রে খাওয়ান।

পর্ব্বত। কি মামা, আমার কথা বলচ? আমি যে ক'রে কি করব মামা?

নারদ। কি করবে, বৌমাই আমার শিখিয়ে দেবেন।—দেবগুরু সেবা করবে, অতিথি সৎকার করবে। সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তানের পিতা হবে, পিতৃমাতৃকুল জলগণ্ডুষ পাবে, বংশের নাম থাক্‌বে—তুমিই বে কর। তুমি রূপবান গুণবান যুবক—তোমার বে করা সাজে। আমি যৌবনগৌরবহীন—আমাকে কন্যা কে দেবে বাবাজী? তুমি বল ত এখনি

শুকাল মামা? ভয় নেই অতি সহজ প্রশ্ন। বল দেখি রমাটা মেয়ে কি পুরুষ?

নারদ। দূর মূর্খ!

পর্ব্বত। না মামা! যথার্থই আমার সন্দেহ হয়েছে।

নারদ। দূর মূর্খ! এখন বল দেখি সুকুমারী রমা—এ দুজনকে দেখলে কেমন?

পর্ব্বত। হাত আর পাত, এই দুই নিয়েই ত চব্বিশ ঘণ্টা বসে আছি। তা হ'লে তোমার রমা সুকুমারীকে দেখা হ'ল কখন মামা?

নারদ। এত দিনের ভেতর এক দিনের জন্যও কি দুজনকে দেখনি?

পর্ব্বত। তুমি যা মনে করছ, সে রকম দেখা ত রোজ দেখছি।

নারদ। বেশ! তা হ'লেও ত একটা অনুমান হয়েছে!

পর্ব্বত। কিন্তু মামা! যখন যারে দেখতে চাই, তখনই অন্নের একটা পাহাড় সুমুখে প'ড়ে আমার দৃষ্টিপথ অবরোধ করে। আহা মামা! আতপ চাল যখন উত্তপ্ত-সলিলসাগরে পরোপকারের জন্য, কষ্টকে কষ্টজ্ঞান না ক'রে, মনের আনন্দে সাঁতার কাটে, তখন বোধ হয় যেন দিগঙ্গনা সকল মন্দাকিনী জলে আলুথালু বেশে কেলি করচে?—তখন কি রমা সুকুমারীর কথা আর মনে আসে মামা! তবে যখন একশ' বারই আমাকে জিজ্ঞাসা করচ, তখন একটা কথা বলি—এই রমার কথাগুলা আমার বড় মিষ্টি লেগেছে। যে দেশে শালি তণ্ডুল নেই, সে দেশে রমার কথা অনেকটা কাজ করতে পারে। কিন্তু মামা, রমাটা যে কি, আজও তা ঠাওর করতে পারিনি। আমার বোধ হয় রমাটা শালি তণ্ডুলের জলীয় ভাগ।

নারদ। আর সুকুমারী?

পর্ব্বত। আরে রাম রাম—ওটার কথা কয়োনা। ওটা রাজার বেটী—কাজেই আ-শৈশব জেটী। ওটার কথা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেছে। বলে কি না—পিতার নাম ক'রে এসেছেন যখন, তখন সেইস্থানেই যান। ওটার ইচ্ছা কি জান, ওটা আপনি পায়স রাঁধে, আর আপনি ব'সে খায়। আরে রাম রাম, ওটার দিকেও আবার মানুষে চায়?

নারদ। দূর মূর্খ! সুকুমারীর মতন মেয়ে কি আর ত্রিভুবনে মেলে?

পর্ব্বত। বল কি মামা! সুকুমারী তোমার এমন মেয়ে! ভাল, এইবার থেকে আমি দেখাটা অভ্যাস করচি।

নারদ। আহা! পিতৃপরায়ণার কি ধীরতা, কি মধুরতা, কি কোমলতা!

পর্ব্বত। যেন মহীলতা। কিন্তু মামা, মহীলতাসুতাসঙ্গাৎ ভেকেন গিলিতঃ ফণীঃ! দেখ মামা, জগতের শমনভয় দূর ক'রে, নিজে যেন গুপ্ত-ঠাকুরের খাতায় উঠ না!

নারদ। মূর্খ, লোকের গুণবর্ণনা করতে, রহস্যের বিষয় কি আছে?

পর্ব্বত। এই যে মামারও একটু একটু রাগ দেখা দিচ্চে। আচ্ছা মামা, মনের কথাটী কি বল দেখি?

নারদ। (স্বগতঃ) খেয়েছে—এইবারে মাথা খেয়েছে।

পর্ব্বত। তোমার রাগ দেখে আমার ক্রোধ বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছে হচ্চে। বল, মনের কথা কি?

নারদ। (স্বগতঃ) তা আর বলতে দোষ কি? সুকুমারীকে দেখলে আমি তৃপ্তি পাই। তাতে আর দোষ কি আছে?

পর্ব্বত। কি মামা, চুপ করে রইলে যে?

নারদ। (স্বগতঃ) তা থাক্—থাক্—দোষের কথা ত নয়। বল্‌লেও হয়—না বল্‌লেও হয়। বলতে ইচ্ছা করলে এখনি বলতে পারি। না করলে, নাও পারি।

পর্ব্বত। কি মামা, বলবার আগে গৌর-চন্দ্রিকা ভাঁজচ নাকি?

নারদ। (স্বগতঃ) তা থাক্—এর পরেই বল্‌ব।

পর্ব্বত। কি মামা, বলতে কুণ্ঠিত হচ্চ? তবে বল জল হাতে করি।

নারদ। আচ্ছা বাবা, তুমি যে আমার মনের কথা শুনতে চাচ্চ—তোমার মনে আগে একটা কিছু না উঠলে আর তুমি এ প্রশ্ন করনি। তুমিই আগে বল দেখি তোমার মনের কথাটা কি?

পর্ব্বত। আমাকে আগে জিজ্ঞাসা করলে মামা? বলব—বলব?—বড় লজ্জা করচে।

নারদ। লজ্জা কি, লজ্জা কি—মামার কাছে বলতে লজ্জা কি?

পর্ব্বত। না মামা, ঠোঁটের কাছে এসে আট্‌কে যাচ্চে।

নারদ। (স্বগতঃ) ধরেছে—আমার মতন রোগে ধরেছে।—আহাহা! লজ্জা কি হে? ব'লেই ফেল না।

পর্ব্বত। মামা, ইচ্ছা করচে একবার সংসারী হই।

নারদ। আহা বাবা! এর চেয়ে আর আনন্দের কথা কি আছে!

পর্ব্বত। তা মামা, সংসারী হ'লে পতন হবে না ত?

নারদ। আরে রাম রাম—পতন হবে কেন? সংসারী-যোগীর তুল্য শ্রেষ্ঠ যোগী কি আর জগতে আছে?

পর্ব্বত। বল কি মামা—তুমি যে আশ্চর্য্য করে দিলে!

নারদ। আমরা সকলেই ত প্রভুর আরাধনা করচি, কিন্তু জনক-রাজর্ষির তুল্য শ্রেষ্ঠ স্থান কে লাভ করেছে?

পর্ব্বত। তবে সংসারী হই?

নারদ। এখনই—কালবিলম্ব নয়।

পর্ব্বত। তা হ'লে আমাকে একটী মামী এনে দাও।

নারদ। দূর মুর্খ, মামী নিয়েই বুঝি তোমার সংসার?

পর্ব্বত। তবে আর কারে নিয়ে সংসার মামা? যথার্থ কথা বলতে কি, পায়েস খেয়ে আর আমার স্বর্গে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্চে না। কে মামা, সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, সংবৎসর আমাদের এই বিশ্বোদর পূর্ণ করবে? মামা, আমায় একটী মামী এনে দাও। আমি পেট ভ'রে পায়েস খাই, আর উদ্গার তুলতে তুলতে মহোল্লাসে মামীর আমার গুণ গাই।

নারদ। তার চেয়ে আর এক কাজ কর না। মামার একটী ভাগিনেয় বধূ ঘরে আন না কেন?—মা আমাকে পিতার আদরে পরিতোষ ক'রে খাওয়ান।

পর্ব্বত। কি মামা, আমার কথা বলচ? আমি যে ক'রে কি করব মামা?

নারদ। কি করবে, বৌমাই আমার শিখিয়ে দেবেন।—দেবগুরু সেবা করবে, অতিথি সৎকার করবে। সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তানের পিতা হবে, পিতৃমাতৃকুল জলগণ্ডুষ পাবে, বংশের নাম থাক্‌বে—তুমিই বে কর। তুমি রূপবান গুণবান যুবক—তোমার বে করা সাজে। আমি যৌবনগৌরবহীন—আমাকে কন্যা কে দেবে বাবাজী? তুমি বল ত এখনি

তোমার জন্য কন্যা সংগ্রহ করি। চুপ ক'রে রইলে যে?

পর্ব্বত। বে কেমন ক'রে করব মামা? না মামা! ও আমার সুবিধে হবে না।

নারদ। এখন আর 'না' বললে চলবে না বাবাজী! আজই আমি তোমাকে সংসারী ক'রে দিচ্চি।

পর্ব্বত। না মামা! তোমার পায়ে পড়ি রক্ষা কর মামা! আমার বড় ভয় করচে।

নারদ। এ কি রে পাগল! কাঁপতে লেগে গেলি যে! ভয় কি, ভয় কি? বিবাহ বাঘ সিঙ্গি নাকি?

পর্ব্বত। সে কি তুমি বোঝগে। আমায় ছেড়ে দাও। আমি পালাই মামা! আমায় রক্ষা কর।

নারদ। ভয় নেই, ভয় নেই! আমি আর তোকে বে করতে বলব না। কাঁপনি কেন—কাঁপিস কেন?

পর্ব্বত। ও আমার সইবে না মামা! প্রেমটা আমার কখন পোষায় নি, কখন পোষাবেও না।

নারদ। তুমি একটু রাগটাকে যদি খাট কর, তা হ'লেই পোষাবে।

পর্ব্বত। শুধু ভুট খাবার জন্য এতটা করব? তুমি প্রেমিক যোগী—তুমি যা হ'ক একটা ক'রে ফেল। দাও মামা আমাকে একটী মামী এনে, আমি মামীকে নিয়ে সংসারী হই। আচ্ছা মামা তোমার মনের কথাটী কি বল?

নারদ। আমার মনের কথা কতক ওই রকমেরই বাবাজী! তুমি আমার প্রিয় হ'তেও প্রিয়। আমার ইচ্ছা তোমাকে কিছু কাল ধ'রে মর্ত্ত্যের ভোগটা খাওয়াই। সেই জন্যই তোমাকে কোন রকমে সংসারী দেখতে আমার বড় ইচ্ছা।

পর্ব্বত। তবে ত ঠিকই হয়েছে—দুই মন এক হয়ে গেছে। তবে মামা! মামীর চেষ্টায় লেগে যাও।

নারদ। বৃদ্ধ বয়সে নাকানি খাব, সেটা কি দেখ্‌তে ভাল হবে?

পর্ব্বত। ওটা ত তোমার অভ্যাস আছে মামা! তা ভগবানকে নিয়েই খাও, কিংবা ভগবান যারে নিয়ে খেয়েছেন, তারে নিয়েই খাও। মামা! যে পায়স খেয়েছ, তার অনুরোধে আমি চুরি পর্য্যন্ত করতে পারি—বিবাহ ত তুচ্ছ কথা! তবে কি না, তোমাকে দিয়ে যদি কার্য্যটা সমাধা করতে পারি, তা হলে আমি নিষ্কৃতি পাই। জান ত মামা! মাতৃগর্ভ হ'তে প'ড়ে অবধি এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিনি। আর তোমার প্রেম করতে হ'লে, শুনেছি, কখন বাতাস খেয়ে থাকতে হয়, কখন হা হুতাশ করতে হয়, কখন আগুনে পড়তে হয় কখন বা জলে ঝাঁপ দিতে হয়। আর চোখের জল ফেল্‌তে ফেলতে "আদ্যন্তে চ মধ্যে চ বাবা সর্ব্বত্র গীয়তে।" আগুন টাগুনে না হয় চোক কাণ বুজে পড়তে পারি, কিন্তু চোখের জলও ফেল্‌তে পার্‌ব না, আর 'বাবা গো, বাবা গো' ক'রে জীবন্ত পিতার তর্পণও করতে পারব না।

নারদ। বাবাজী! এক উপায় আছে; তা যদি করতে পার, তা হ'লে হা হুতাশটাও আসে, আর চোখ দুটোও জলে ভাসে।

পর্ব্বত। কি বল দেখি মামা?

নারদ। তুমি কিছু দিন রমাকে সহচরী করতে পার?

পর্ব্বত। তা হ'লে তোমার পায়েস খাবে কে?

নারদ। কেন বাবাজী?

পর্ব্বত। তা হ'লে মন্দর পর্ব্বত সমেত ক্ষীরোদসাগর যদি খাইয়ে দাও, তবুও তোমার ভাগ্‌নেকে বাঁচাতে পারবে না।

নারদ। কেন বল দেখি?

পর্ব্বত। দেখ মামা! রমার কথা যখন আমার কাণে ঢোকে, তখন কাণটা যেন কটাস্ কটাস ক'রে ওঠে, পেটের ভিতর পায়েস যেন বেরুবার জন্য আঁচড় পাঁচড় করতে থাকে। প্লীহাটা যকৃতের গায়ে ঢ'লে পড়ে; যকৃৎটে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঢুঁ মারে। তবু রমাকে ভাল ক'রে দেখিনি মামা! রমাকে সঙ্গিনী করলে কি আর বাঁচব?

নারদ। প্রথম দিন যে হাঁ ক'রে চেয়েছিলে?

পর্ব্বত। তখনকার দেখা আর এখনকার দেখা কি সমান? তখন যে ধানের বিচি পেটে পড়ে নি মামা!

নারদ। তবে রমাকে ভাল ক'রে দেখতে আরম্ভ কর, দেখবে প্রাণে অপূর্ব্ব তৃপ্তি পাবে—ক্রোধের উপশম হ'বে। অমন অনিন্দিতাঙ্গী সাধ্বী, সুশীলা বালিকা দেখে যদি মরতেও হয়, ত সে মরণেও সুখ আছে। সে মরণ অমরেরও বাঞ্ছনীয়।

পর্ব্বত। তবে দেখতে আরম্ভ করব? যদি মামা বিপদে পড়ি?

নারদ। তবে মামা সঙ্গে রয়েছে কি করতে বাবা? (স্বগতঃ) তোমাকে না পড়াতে পারলে আমার আর নিস্তার নাই।

পর্ব্বত। তবে আজ থেকে রমাকে দেখতে আরম্ভ করি?

নারদ। কাল বিলম্ব নয়।

পর্ব্বত। তোমা হ'তে কোনও সুবিধে হবে না?

নারদ। চুপ কর। কারা আসচে।

(রমা ও সুকুমারীর প্রবেশ।)

সুকু। এই যে প্রভুদের আগমন হয়েছে! (উভয়ের প্রণাম করণ) কতক্ষণ এলেন? আমাদের স্নান করতে বিলম্ব হয়ে গেছে—অপরাধ নেবেন না।

নারদ। আরে না না। স্নান করতে একটু বিলম্ব হওয়াই উচিত।

রমা। তা, আমাদের প্রভু বড় অপরাধ নেই। পাঁচ বৎসরের রুক্ষ গায়ে তেল পড়েছে, সে কি উঠতে চায়! গায়ের তেল তুলতে এত দেরী হয়ে গেল।

পর্ব্বত। এই বারে রমার কথা! তর তর ক'রে সমীরণ অঙ্গে তরঙ্গ তুলে, সে কথামালা কোথা গেল?

নারদ। আজ তোমাদের এমন বিভিন্ন বেশ কেন?

সুকু। রমাকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন তার এবেশ পরিবর্ত্তন। যোগিনীবেশ, কি অপরাধ করেছে প্রভু?

রমা। আচ্ছা প্রভু! রুক্ষ খসখসে, নেড়ানেড়া যোগিনীর বেশ ভাল, কি তেল-চুকচুকে, রঙে টুকটুকে, গন্ধে ভুরভুরে অলঙ্কারে অঙ্গ ঢাকা গৃহিণীর বেশ ভাল?

সুকু। তোর কি এমন ক'রে প্রভুদের সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা বোধ করে না? তুই কেমন ধারা মেয়ে?

পর্ব্বত। সমীর সাগরে সাঁতার কেটে কথার সঙ্গে ছুটব? না—ওই যে, সুক্ষ্ম হ'তে সুক্ষ্মতর হয়ে রমার কথা কোথা গেল!

রমা। দেখুন প্রভু!

সুকু। তুই চুপ কর্, আমি বলচি।

পর্ব্বত। আহা কথা কচ্চে, কথা কইতেই দাও না ছাই!

সুকু। কেন, আমার কথা কি আপনার ভাল লাগে না প্রভু ?

পর্ব্বত। না—মোটেই না।

সুকু। তবে রমা! তুই কথা ক'। আমি চলে যাই ?

পর্ব্বত। তা যাও।

নারদ। মূর্খ! ভদ্রতা কারে বলে আজও শিখলে না ?

পর্ব্বত। না, শিখলুম না! কেন ভদ্রতায় কি মানুষের একটা অঙ্গ বাড়ে না কি ?

নারদ। দেখ রমা! যার ভাল তার সব ভাল।

রমা। ও কি তোটকচ্ছন্দে জবাব দিলেন, ও আমার ভাল লাগল না।

সুকু। থাম্, আর বেহায়াপনা করতে হবে না।

পর্ব্বত। আহা! কথাটা কইতেই দাও না ছাই।

রমা। কেন, থামব কেন? এই কথা নিয়ে, দেখুন ঠাকুর, দিদির সঙ্গে আমার ভারী তর্ক হয়েছে। ও বলে,—আর তেল মাখব না, বেশ করব না—যোগিনী সেজেছি—যোগিনীই থাকব। আমি বলি যখন ব্রত উদযাপন হয়েছে, তখন রাজকুমারী আবার রাজকুমারী হব। তেল মেখে স্নান করব, গন্ধচন্দন গায়ে দেব, উত্তম উত্তম কাপড় পরব, অলঙ্কারে অঙ্গ সাজাব। বল ত ঠাকুর! কোন্টা ভাল? এই দেখুন, দিদি চুল ঝাড়েনি, গা মাজেনি, টৌপর কেশে যোগিনীর বেশে চ'লে এল। আমি বেশ আভাং ক'রে তেল মাখলেম, গা মাজলেম,—তারপর গন্ধচন্দন গায়ে মেখে, চুল বেঁধে, টিপ্ প'রে,—নানাপ্রকারের বেশবিন্যাস করে শ্রীচরণ দর্শন করতে এলেম। বলুন ত ঠাকুর কারে বেশী ভাল দেখাচ্চে ?

নারদ। তোমাদের দুজনকেই ভাল দেখাচ্চে।

রমা। না ঠাকুর! এ আপনার মন রাখা কথা।

নারদ। তবে ওই বাবাজীকে জিজ্ঞাসা কর। বলত বাবা পর্ব্বত! তুমিই বলত, কারে দেখাচ্চে ভাল ?

পর্ব্বত। রমা! এইবারে আমি তোমায় দেখব। বলত মামা! এর ভেতর কোন্টী রমা ?

রমা। ওই যেটীর দাড়ী, গায়ে নামাবলী।

নারদ। বাবা পর্ব্বত! রমা যাকে নির্দ্দেশ ক'রে বল্‌চে, সেই রমা।

পর্ব্বত। কথাবিলাসিনি! তুমি কথা কও।

রমা। আমি আর কথা কইব না। ঠাকুর! এত যত্ন ক'রে পায়েস খাওয়ালেম, আমায় চিন্তে পারলেন না? আমি আর কথা কইব না।

পর্ব্বত। না রমা। তুমি কথা কও। আমি এইবার তোমাকে দেখব। আমি এত দিন কেবল তোমার পায়েস দেখেছি।—এইবার দেখব—তুমি, তোমার পায়েস আর তোমার কথা—এ তিনের ভিতরে কোন্‌টা বেশী মিষ্টি।

সুকু। ঠাকুর! রমার পায়েস খেয়ে আপনার মুখে সুখ্যাতি ধরে না—আর আমি যে এত যত্ন ক'রে আপনার সেবা করলেম—পেটটী ভরিয়ে পায়েস খাওয়ালেম—আমার সম্বন্ধে ত একটী কথাও কইলেন না!

পর্ব্বত। তোমার পায়েস টক।—তোমার পায়েস খেয়ে আমার গাল ছড়ে গেছে।

সুকু। ছিছি! তুমি ঠাকুর খোসামুদে!

পর্ব্বত। কি—কি—কি বললে ?

রমা। বলবে আর কি—যথার্থই ত তুমি খোসামুদে। আমি পায়েসে এক কাঁড়ি

তেঁতুল গুলে দিলেম—আমার পায়েস হ'ল মিষ্টি, আর দিদি এক বস্তা চিনি দিলে তার পায়েস হ'ল টক!

পর্ব্বত। দেখ মামা, তুমি থাক্‌তে হয় থাক। আমি যদি আর এখনে একদণ্ড থাকি—

নারদ। আরে গেল! চট কেন?

পর্ব্বত। আমায় অপমান?

নারদ। আরে মূর্খ! অপমানটা হ'ল কিসে? তামাসাও বোঝ না?

পর্ব্বত। তামাসা বুঝতে হয়, তুমি বোঝ।—তুমি আমার চেয়ে কিসে বড়? বয়সে আর সম্পর্কে—এই ত তোমার অহঙ্কার! তা না হ'লে তুমি কিসে বড়? তুমি করযোড়ে কেঁদে কেঁদে, ছন্দোবন্ধে গান বেঁধে, হরি হরি ব'লে, যেন কচি-ছেলে আবদার ক'রে ভগবানের কাছে গিয়েছ। আর আমি আপনার জোরে, সাধনার ডোরে হরিকে বন্ধন ক'রে কাছে এনেছি। তুমি আমার চেয়ে কিসে বড়?

নারদ। আরে মূর্খ! তুমিই না হয় বড় হ'লে, তাতে হ'ল কি—অপমানটা কিসে হ'ল?

পর্ব্বত। তোমায় আপনি আপনি ক'রে কথা কইব, আর আমাকে বলবে তুমি!

নারদ। আ পাগল! তাই তোর রাগ! আমি মনে কর্‌লেম, হঠাৎ নাজানি বাবাজীর ঘাড়ের কোন্ শিরটে ছিঁড়ে গেল।

রমা। আমি মনে কর্‌লেম, ঠাকুর বুঝি ষট্‌চক্র ভেদ কর্‌লে।

পর্ব্বত। ওই শোননা—আমি কখন থাক্‌ব না।

স্বকু। প্রভু! মার্জনা করুন। আমরা জ্ঞানহীনা নারী—আমরা কি আপনার মহত্ত্বের মর্ম্ম বুঝতে পারি? রহস্য কর্‌তে গিয়ে কি বল্‌তে কি বলেছি। ঠাকুর আমাদের ওপর ক্রোধ কর্‌লে আমরা যাই কোথায়? বলুন প্রভু! আপনার রাগ গিয়েছে।

পর্ব্বত। আমি কি রেগেছি স্বকুমারি? তোমরা আমার অন্নদাত্রী—ক্ষুধানল সাগরের নিস্তারকর্ত্রী—তোমাদের উপর কি রাগ কর্‌তে পারি? ও আমি রহস্য কর্‌ছিলেম—মামাকে ভয় দেখাচ্ছিলেম।

স্বকু। চল্ রমা! ঠাকুরকে আজ পেট ভ'রে পায়েস খাইয়ে দিবি চল্।

রমা। এস ঠাকুর! আমার রান্নাঘরের দোর আগ্‌লে বসবে এস। সেখানে ব'সে কেমন পায়েস রাঁধি দেখ্‌বে এস।

পর্ব্বত। আমি কিছুতেই যেতেম না, স্বধু মামার খাতিরে যেতে হ'ল।

নারদ। ভাগ্‌নের ত কর্ত্তব্য কাজই তাই।

রমা। কই আবার তুমি বললুম, রাগ কর্‌লে না যে! দেখ ঠাকুর! তোমায় যে যেমন বলে বলুক, যে যেমন দেখে দেখুক, আমি কিন্তু তুমি রাগলে, দেখি ভাল।

পর্ব্বত। বটে!—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! মামা! এই তবে তোমার মর্ত্তভোগের ইতি।

[বেগে প্রস্থান।

স্বকু। কি করলি হতভাগা মেয়ে?

নারদ। ওহে পর্ব্বত! রাগ ক'রনা—ফের, ফের। ওহে বাবাজী! ফের,—

রমা। ভয় কি—ঠাকুর যাবে কোথা? আমার হাতের নিমঝোলকেই যখন ঠাকুর পায়েস মনে ক'রে খেয়েছে, তখন আর ঠাকুর যায় কোথা?

স্বকু। চলে গেল—আর যাবে কি?

রমা। দেখবেন—ফেরাব?—(উচ্চৈঃস্বরে) ও ঠাকুর যাচ্ছে যাক্। আপনি কোথায় যান?

আজ আমি ক্ষীরপুলি দিয়ে পায়েস রাঁধব, ছানার ডালনা, পোস্তোর ঝালবড়া! দুজনেই চ'লে গেলে খাবে কে?—দেখছ চাল কমে এল।

সুকু। সত্যিই ত লো!

নারদ। রমা! তুমি ভুবনেশ্বরী হও।

রমা। আলু দিয়ে, বেগুন দিয়ে, বরবটী দিয়ে, পাঁচফোঁড়ন দিয়ে চড়চড়ি! আম্‌সীর গুড়অম্বল!

নারদ। ফিরেছে—ফিরেছে।

রমা। না ফিরে যাবে কোথা?

(পর্ব্বতের পুনঃপ্রবেশ।)

সুকু। দেখিস্—আর যেন কিছু বলিস্‌নি।

নারদ। না রমা—আর কিছু ব'লনা।

পর্ব্বত। আমার কমণ্ডলুটো কোথায় রেখেছ দাও।

রমা। সে, ক্রোধানলে পুড়ে গেছে।

নারদ। বাবাজী! তোমার হাতে ওটা কার কমণ্ডলু?

পর্ব্বত। (হস্ত নিরীক্ষণ করিয়া) তবে আমি আবার চল্লেম।

সুকু। না ঠাকুর! আর যেতে হবে না। এত আয়োজন করেছি কার জন্য?

রমা। তোমার জন্য আমি হাত পুড়িয়ে মর্‌চি—তোমায় না খাইয়ে ছেড়ে দেব মনে করেছ না কি? নাও, চল।

পর্ব্বত। না—আমি যাব না।

নারদ। আবার যাব না কেন?—চল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

জনার্দ্দন ও ক্ষেমঙ্করী।

ক্ষেম। যোগী ঋষি, যোগী ঋষিই আছে,—তোকে তারা ধম্‌কাবার কে? তুই আমার ভাঙা ঘরে জ্যোছনার আলো—তুই আমার মন্দের ভালো। হ'লেই বা তারা স্বগ্‌গের মানুষ! তারা তোকে বক্‌বার কে?

জনা। দেখ্, ক্ষেমা দিদি! রাজা যদি করে খুন, ত সেটাও একটা গুণ। তুমি আমি তাই দেখে যদি কাঁদি, তা হ'লেই বিধি বাদী—মা লক্ষ্মী অমনি শাঁক কড়ি, কুণকে, ধানের হাঁড়ী, পদ্মাসন সমেত পেঁচার পিটে চাপিয়ে, সর্ব্বাঙ্গে তেল মাখিয়ে খিড়কীর দোর দিয়ে সরেন। রাজার গুণ দেখে যদি হাসি, তা হ'লেই কোটালরূপসী প্রেমের রশী দিয়ে হাত বেঁধে, গাধার কাঁধে চাপিয়ে, "চল শালা, হেট শালা" বল্‌তে বল্‌তে ঘানিগাছে জুতে দেন। ক্ষেমা দিদি! যোগী ঋষির প্রেমের কথায় থাকিস্‌নে।

ক্ষেম। তাই ত! প্রেমের কথায় থাকা ত বড় দায় হ'ল!—হাঁরে ভাই! তাদের লক্ষণটা কি দেখলি বল্ দেখি!

জনা। সব অলক্ষণ—কাঁড়ি কাঁড়ি খাচ্চে, আর গাঁ গাঁ ক'রে চেঁচাচ্চে। আর যে কাছে আস্‌চে, তারেই মা ভৈঃ মা ভৈঃ ক'রে তেড়ে যাচ্চে। চল্ দিদি আমরা দেশ ছেড়ে যাই।

ক্ষেম। তাই ত দাদা! তাই ত দাদা! কেমন করে যাই বল্? মন গেছে রসাতল—গিয়ে বল্ করব কি, খিদে পেলে খাব কি?

জনা। তাই ব'লে যে কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল তুলে, ছুট উচ্ছে ছুট কলমীশাক, আর তলায় মুট খানেক ধরা ভাত খেয়ে মরব, তা আর পারচি না। এবারে বেরুলে আর ফিরচি না। রাজা মেয়েদের দিল বুড়ো বর, তাদের না আছে পয়সা না আছে ঘর—কেবল ঝুড়ী প্রমাণ রাগ আছে। ধরাই হ'ক পোড়াই হ'ক, আজ তবু দুমুট খাচ্চি, কাল আর পাচ্চি না। পায়েস হাঁড়া হাঁড়া, গুড় অম্বল ঘড়া ঘড়া, যতক্ষণ

দেখচি, ততক্ষণ বেশ আছি। হাত দিয়েছি ত মরেছি। অমনি দিদিরাণীরে "ছুঁলি—সর্ব্বনাশ করলি" বলতে বলতে মারতে আসে। শালপাতা আর তেঁতুল দিয়ে তোরে সব মাজিয়ে নেয়। ঘসতে ঘসতে তোর হাতে খিল ধরে। তাই দেখে যদি মনের কষ্টে চোখে জল ঝরে, অমনি রমাদিদি কাণে মন্তর ফুঁকতে থাকে। সে মন্তরের তাড়ায় প্রাণ ধুঁকতে থাকে। বলে ঠাকুরদের ভক্তি ক'রে সেবা কর, মুক্তি হবে।

ক্ষেম। তা তোর হবে, মুক্তি তোর ঠিক হবে।

জনা। আ মরণ! ডাইনি! তুই মরবি কবে? সকাল সকাল মুক্তি হ'লে তোর গতি করবে কে? ওরা কি আর তোরে দেখবে?—তোর অদৃষ্টে তা হ'লে ভাগাড় আছে।

ক্ষেম। কি বললি? আমাকে ভাগাড়ে যেতে হ'বে?

জনা। আরে বুড়ী! তুই যাবি কি বলচি? ভাগাড় তোর কাছে আসবে।—বল্ দেখি, ঠাকুররো এসে অবধি কদিন তোর খোঁজ নিয়েচে? তোকে কত পায়েস পিঠে দিয়েছে?

ক্ষেম। পায়েস আমি চিবুতে পারি না ব'লে, ওরা আমাকে ডেঙো কুমড়োর ডাঁটা খেতে দেয়। আম কাঁঠালের রস খেলে বিষম লাগে ব'লে, আমাকে ছাতু খাওয়ায়। দেখ জনা! তোর দিদিরাণীরে আমায় বড্ড ভালবাসে। আর তোর দাদাঠাকুররোও যে বাসে না, তা নয়। বড়ঠাকুরটী আমাকে দেখলে কাছটীতে বসিয়ে হরিনাম শোনায়, বীণায় গান গায়, আর পুরাণের গল্প করে। ছোটঠাকুরটী আমায় দেখলেই বগল বাজায়, আর বম্ বম্ বম্ বম্ ক'রে তাথেই তাথেই নৃত্য করে। বলে বুড়ী! তোরে দেখ্‌লেই আমার কৈলাসের কথা মনে পড়ে।

জনা। ও হরি! তা জানিস না বুঝি! কৈলাসে একটা ডাইনি আছে, তারে ঠাকুর বড় ভালবাসে। সে খুকুর খুকুর কাসে, মিটির মিটির চায়, আর থাকে বেলতলায়। তার মুলোর মতন দাঁত, তালগাছের মতন হাত, কুমীরের মতন হাঁ, গণ্ডারের মতন গা। তোরে ঠিক তার মতন দেখতে কি না, তাই তোরে দেখলে তাঁর কৈলাসী নেশা হয়।

ক্ষেম। তবে রে হতভাগা! (প্রহারোদ্যত)

জনা। মারতেই যদি হয়, ত আগে কথা শোন্। বল্ দেখি দিদি! পাহাড় জ্বলে কি জঙ্গল জ্বলে?

ক্ষেম। আমি এত কথা একেবারে বল্‌তে পারব?

জনা। এও কি একটা কথা! তবে আমি যখন জিজ্ঞেসা করচি, তখন চোক কাণ বুজে ব'লে ফেল্।

ক্ষেম। ও তুইই জ্বলে।

জনা। আহা দিদি! মরে যেন তুই জন্ম জন্ম জন্ম-বিধবা ক্ষেমাদিদি হ'স। তুইই জ্বলে, তবে তাতের কিছু মাত্রা প্রভেদ। আর পাহাড় জ্বললে পাঁকের কাঁড়ি, জঙ্গল জ্বললে ছাই।

ক্ষেম। তোর বালাই নিয়ে মরে যাই। তুই ঠিক বলছিস। তোর ঠাকুরদা একবার একটা পাহাড়ে মেয়ের সঙ্গে পিরীত করতে গিছল, তা সে রসিকতা ক'রে এক কাঁড়ি পাঁক তোর দাদার গায়ে ঢেলে দেয়। আমাকে বে করবার পর পর্য্যন্তও পাঁকের গন্ধ তার গায়ে ছিল।

জনা। তুই গন্ধটা কোন্ চেটে নিয়েছিলি।

ক্ষেম। মুখে আগুন তোমার।

জনা। আমর্! মুখে আগুন কেন? তা হ'লে এ বুড়ো বয়সে আর পাত চেটে মর্‌তিস না। ও দুর্জ্জয় খিদের দমন হ'ত—চিরকালের মতন মরে যেত। তাহলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে টপাস্ ক'রে আমার ঠাকুরদাদাকে গালে তুলে দিতিস না।

ক্ষেম। আমি শুনে, তোর ঠাকুরদাদাকে খ্যাঙরা মেরে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছিলেম। তার গন্ধ চেটে নেবো?

জনা। আহা! দিদি! তুই সাবিত্রী। তুই অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তি তারা মন্দোদরীস্তথা।

ক্ষেম। মিছে নয় ভাই! যে আমার রান্না খেয়েছে, সেই আমাকে দ্রৌপদী বলেছে।

জনা। দিদি। তোর পতিভক্তিটে এক-বার নল্‌তেকে শিখিয়ে দিস্ ত; যাতে শিগ্‌গির শিগ্‌গির তোর মতন ধাত পায়, দুট পাঁচটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পেটে পূরতে পারে।

(ললিতার প্রবেশ।)

ললিতা। চেপে ধর! জনার মুখটা চেপে ধর্। দেখলি দিদি! জনার আক্কেল দেখলি?

ক্ষেম। তুই মর না রে পোড়ারমুখো! নলতে আমার জন্মএয়ো হয়ে থাক।

জনা। হাঁ—হাঁ, তা হ'লেও হয়।

ললিতা। ভিমরতি বুড়ী, বল্‌লি কি? জনা যে আমার বর—আমি যে তোর নাতবউ!

ক্ষেম। ও মা! কোথায় যাব? তুই আমার নাতবউ? জনা তোর বর?

জনা। তা জানিসনে বুঝি দিদি! আমি তোর নাতজামাই।

ক্ষেম। ও মা কি নজ্জার কথা! তুই আমার নাতজামাই! আমি এতক্ষণ জামায়ের সঙ্গে কথা কইলুমরে! (ঘোমটা দেওন)

জনা। ও দিদি করলি কি?

ললিতা। ও দিদি করলি কি? ও দিদি কম্‌নে গেলি?

জনা। ও দিদি আজকের মতন কথা ক'।

ললিতা। ও দিদি ঘোমটা খোল।

জনা। ও দিদি বদন তোল্।

ক্ষেম। ওরে আমার বড় নজ্জা করচে।

জনা। শোন! বড় দিদিরাণী রাঁধবে, ছোট দিদিরাণী যোগাড় দেবে; হাঁড়ি হাঁড়ি পায়েস হবে, গাড়ি গাড়ি পিঠে হবে। কিন্তু দিদি! আমার বরাতে বুঝি খাওয়া হ'ল না।

ক্ষেম। (ঘোমটা খুলিয়া) কেন দাদা জনার্দ্দন?

ললিতা। তোর মূর্ত্তি দেখে ওর বুক ধড়-ধড় করচে।

ক্ষেম। ডুমুরের ফুল, চাঁপাকলার বিচি, জামরুলের ছাল, মাগুরের আঁশের সঙ্গে বেটে খাইয়ে দে—ঝাঁ ঝাঁ খিদে হবে এখন।

জনা। ও বাবা। কেমন করে খাব গো?

ক্ষেম। কেন সবাই যেমন করে খায়,—পাণের রস আর মধুর সঙ্গে মেড়ে খাবি। নিদে-নের চরকা ঠাকুরের দোহাই দিয়ে পাণের রস আর মধুর সঙ্গে গোবর গুলে দিলেও ওযুধ হয়।

জনা। না দিদি তা আমি কোনমতেই খেতে পারব না।

ক্ষেম। তবে ঘাড়ে পেরলেপ দিস্।

জনা। নলতে আমার হয়ে খেলে আমার এ রোগ সারবে কি বলতে পারিস?

ললিতা। তা হ'লে আমি যখন মরে যাব, তখন দিদির ওষুধ আগুনে ফেলে দিস্। বাঁচলুম ত বাঁচলুম, না বাঁচি ত পরকালেও কাজ দেখবে।

জনা। দেখলি—তোর নাতবৌয়ের আক্কেল দেখলি?

ক্ষেম। তা—হাঁ নাতজামাই! নাতবৌকে আমার পছন্দ হয়েছে? তা হয় ত বল—দুহাত এক করে দিই।

ললিতা। আহা দিদি! তুই মেয়ে প্রজাপতি। কি মিলটাই ঘটালি!

নাতজামাই নাতবৌ হলাগলা ভাব,
পুঁইমাচাতে রাঙা-আলু পল্‌তা ক্ষেতে ডাব।

জনা। কিন্তু হ'লে কি হবে দিদি! তোর নলতে আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। তাইতে আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্চে।

ললিতা। আমি একটা ওষুধ বলে দেব, খাবি? দুদিনে দেহ পুরে উঠবে।

জনা। সে ওষুধ রাজকবিরাজেও বিশ বৎসরে শিখতে পারে না। দেত নলতে! —কি বলিস্ দিদি খাব?

ক্ষেম। খা'না খা'না। আমি নলতেকে সে সব ওষুধ শিখিয়ে দিয়েছি।

ললিতা। এই ক্ষেমা দিদির ঘাড় পেঁচিয়ে রক্ত বার ক'রে যদি সর্ব্বাঙ্গে মাখাতে প্রারিস—

ক্ষেম। তবে রে ডাইনি! তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা!—দেখ দিদি এই দুটোতে প'ড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করচে!

(রমার প্রবেশ।)

রমা। হাঁ রে নলতে! তোর ও কি রকম আক্কেল? তুই কচি মেয়ে, সহবৎ শিখবি, না গুরুজনের সঙ্গে ঝগড়া করচিস্!

জনা। ঝগড়া করব কেন—ক্ষেমা দিদিকে প্রেম শিখাচ্ছি। নলতেকে বলচি এক কাঁড়ি রাঁধ। তারপর 'সব খাব, কাউকেও দেব না' ব'লে নাকে দিয়ে চোঁৎ ক'রে টেনে নে। ছোট দিদিরাণী! নলতেকে অরুচি শেখাতে পার?

রমা। আর অরুচি শেখাতে হবে না। ঠাকুরয়ো আজ কিছু খেতে পারেনি—সব ফেলে উঠে গেছে। তোরা কে কত খেতে পারিস দেখব। আয় শিগ্‌গির আয়।

জনা। আহা! ছোট দিদিরাণী! আর দুদিন আগে যদি ঠাকুরের দিকে সুনয়নে চাইতে, তা হ'লে না খেতে পেয়ে নলতের আমার কণ্ঠা বেরুত না।

ক্ষেম। সত্যি দিদি! নলতের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। মেয়েটার কি হল?

ললিতা। না দিদিরাণী! জনার কথা শুনো না। আমি আগের চেয়ে মোটা হয়েছি ব'লে, ওরা দুজনে প'ড়ে চোখে চোখে আমায় খেলে।

রমা। বটে রে মূর্খ!—তবে আমি ঠাকুরকে ভালবাসি ব'লে বুঝি, ঠাকুর আধপেটা খেয়ে উঠে গেল মনে করেছিস্? হতভাগা ছেলে, আমি ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করি দেখ্‌তে পাস না? তোর বড় দিদিরাণীর কথা বল্‌তে পারিস বটে—আমাকে বলতে পারিস না।

জনা। মুখ্‌খু না হ'লে কি সূক্ষ্ম নজর হয়? দেত নলতে শুনিয়ে। শোন্ দিদি। বল্ দিদি—কথাটা ঠিক কি না?

ললিতা। বলব দিদিরাণী?

রমা। কি বলবি বাঁদর মেয়ে?

জনা। বটে—কি বলবি?—তবে নিশ্চয় বল্ নলতে!

গীত।

প্রেমের কি সে ধার ধারে।
প্রেমের কথায় কাণ দিতে সই,
প্রাণ নিতে যেই সাধ করে।
প্রেমের বোঝা বয় লো সই যারা,
প্রেম ধরিতে ফাঁদ পেতে সই আপনি দেয় ধরা।
শেষে সব বিকায়ে, মূল হারায়ে,
দাম দিয়ে তার পায় ধরে।

রমা। হাঁ রে বাঁদর মেয়ে! তবে দেখি আজ তোদের কে খেতে দেয়।

[রমার প্রস্থান।

জনা। দেখলি ক্ষেমা দিদি, ছোট দিদিরাণীকে কেমন ঠোকরটা মারলুম—মাথাটা গোঁজ ক'র চ'লে গেল!

ক্ষেম। বেশ করেছিস দাদা—বেশ করেছিস্। আমাকেও ভাই, তোরা ওই রকম ক'রে একটা আধটা ঠোকর মারিস ত।

জনা। না দিদি তোরে ঠোকর মারতে পারব না। তুই মাথাটা গোঁজ করলেই বাকী দাঁতগুলি ঝর ঝর্ ক'রে প'ড়ে যাবে।

ললিতা। মাথা গোঁজ করলেই দিদি, কোলকুঁজো হ'য়ে যাবি। তা হ'লে রোজ তোর কুঁজের সেবা করবে কে?

জনা। তুমি পাকাবুড়ি, শালের শুঁড়ি, তোমায় মারলে বান।

ললিতা। ঠিকরে এসে, রগটি ঘেঁসে, কেড়ে লবে প্রাণ।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিব-মন্দির।

নারদ পূজায় উপবিষ্ট।

গীত।

উথলে উঠে যে প্রাণ, হে ঈশান!
এ কেমন তব ভালবাসা এ কেমন আপন দান।

(সুকুমারীর প্রবেশ।)

সুকু। প্রভু! আপনার শিবপূজা হয়েছে?

নারদ। কেও সুকুমারি?

সুকু। আজ্ঞে হাঁ—আপনার পূজা সাঙ্গ হয়েছে?

নারদ। হাঃ হাঃ—আমার আর পূজাই বা কি, আর তার সাঙ্গই বা কি?—তা দেখ সুকুমারি! পূজা ও একটা মায়িক প্রক্রিয়া; আর ক্রিয়াকলাপটা কি জান? ও যেন ভগবানের সঙ্গে আলাপটা করবার কার্য্যটা। ও যেন বেশভূষা ক'রে গিয়ে, উপঢৌকন হাতে নিয়ে, ভগবানের দ্বারের কাছটীতে গিয়ে বলাটা—"প্রভো! নারদোহং ভবৎসমীপমাগত্য ত্বামনুগ্রহং যাচয়ামি।" তারপর দয়াময় বংশের পরিচয়, আকাঙ্ক্ষা সমুদয় জেনে, ভেবেচিন্তে বুঝে, দুটো আলাপ করতে হয় করলেন, না হয় একটা আধটা ফল দরোয়ানের হাত দে দিয়ে অমনি দরোয়ানকে দিয়েই সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন।

সুকু। তবে কি প্রভু! পূজায় কোনও ফল নেই?

নারদ। ফল নেই সেকি কথা—কাজের ফল আছে বই কি! খাতায় নাম ওঠে। যদি কখন হাটে মাঠে, পথে ঘাটে, শ্মশানে মশানে বিপদাপদ ঘটে, তাতে পরিচয়টায় অনেক উপকার দেখে।

সুকু। তবে কি আমরা আর পূজা করব না?

নারদ। দরকার কি? তোমাদের পূজার যে বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে, তা ত দেখি না।

সুকু। শঙ্করের আরাধনা ক'রে আপনার ন্যায় অতিথির চরণদর্শনরূপ মহাফল লাভ করলেম—আর বলেন কি না পূজায় প্রয়োজন কি?

নারদ। একেবারে বিশেষ কিছু যে অপ্রয়োজন, তাও ত দেখি না। তা হ'লে তোমরা পূজা করলেও করতে পার।

সুকু। তবে কি আপনি আর শিবপূজা করবেন না?

নারদ। তোমায় যদি পূজা করতে হয়, তা হ'লে আমাকেও করতে হবে বৈকি!

সাকার-পূজা কেবল ফলের জন্য। আর ফল কামনা কে না করে সুকুমারি? হাঁ, তা—হাঁ সুকুমারি। আমার এখানে আগমন তোমার ফল ব'লে জ্ঞান হয়েছে?

সুকু। প্রভু! আপনি শঙ্করের আরাধনা করুন।

নারদ। এই যে কচ্চি, এই যে কচ্চি। তা হ'লে আমার হাতে কতকগুলো তুলসী দাও ত।

সুকু। শিবের পূজায় কতকগুলো তুলসী কি হবে ঠাকুর?

নারদ। হাঃ হাঃ হাঃ! এ কথাটা বলতে পার। ভাল সুকুমারি! তুলসীর ওপর তোমাদের এত রাগ কেন? মা লক্ষ্মী ত তুলসীর নাম শুনলেই জ্বলে যান।

সুকু। আপনি বড় তুলসী ভালবাসেন ব'লে। নিন্—বিল্বপত্র নিন্—নিয়ে শিগ্‌গির শিগ্‌গির পূজা সারুন। পর্ব্বত ঠাকুর আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন।

নারদ। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরি-নিভং। দেখ সুকুমারি,—

সুকু। আবার সুকুমারী কেন প্রভু?

নারদ। আবার সুকুমারী কেন? হাঃ হাঃ। 'ম'য়ে সুকুমারী 'হ'য়ে সুকুমারী, 'শ'য়ে সুকুমারি—আর রজতগিরির উপত্যকা, অধিত্যকা, গহ্বর, ঘর্ঘর, শৃঙ্গ—সব সুকুমারী। —সে কথা যাক্—বলছিলেম কি—হাঁ—দেখ সুকুমারি! ভগবৎসেবায়—অনাহারে, কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, যে তা না দেখেছে, সাধ্য কি সে সেরূপ অনুমান করে!

সুকু। পর্ব্বত ঠাকুর আপনার জন্ত আহার করতে পারছেন না।

নারদ। এই যে চল না—আমিও ত আহারের জন্ত প্রস্তুত।

সুকু। ধ্যান করতে করতে, আবার বন্ধ ক'রে উঠলেন কেন?

নারদ। বন্ধ করব কেন? তবে কোন্‌খানটা পর্য্যন্ত বলেছি বলত?

সুকু। প্রভু! আপনি কি করচেন, তাও বুঝতে পারি না—আপনি কি বলচেন, তাও বুঝতে পারচি না।

নারদ। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরি-নিভং চারুচন্দ্রাবতংশ রত্নকল্পোজ্জলাঙ্গং—দেখ, মহেশের ধ্যানের ভিতর অনেক গলদ। রজত-গিরি, চন্দ্র, রত্ন—এসকল ছাড়া, তুলনা করবার কি আর ভাল জিনিস মিল্‌লো না?

সুকু। এ সকলের চেয়ে আর কি সুন্দর আছে ঠাকুর?

নরেদ। ঠিক বলেছ—ভক্তিসুধামাখা, উপবাস-মলিন রমণীর মুখের যে সৌন্দর্য্য—সে সৌন্দর্য্য কল্পনায় আসে না। সে সৌন্দর্য্য বিধাতার তুলিতে অঙ্কিত হয় না। সুকুমারি! সে রূপের তুলনার মর্ম্ম বুঝবে কে? সে যে মুনিমনোহারী।—সুকুমারি! তোমার সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

সুকু। প্রভু! শঙ্করের আরাধনা করুন।

নারদ। সুকুমারি! তোমার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হয়েছি। তোমার এই লজ্জাবিনম্র বদনের তলদেশে কোটী স্বর্গরাজ্য অবস্থিতি করে। সুকুমারি। সুকুমারি!—

সুকু। প্রভু! পূজা করতে ইচ্ছা না থাকে ত চলে আসুন, ভোজনসময় উপস্থিত।

নারদ। আমি আর কার পূজা করব সুকুমারি? শঙ্করের ঘরে আমার এত বিল্বপত্র জমেছে যে, তার একটা কম্‌লে কি, বাড়্‌লে এখন আর হ্রাসবৃদ্ধি নাই। সুকুমারি! তুমি আমার কে?

সুকু। পিতার আদেশে আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত।

নারদ। বেশ—বেশ। দেখ সুকুমারি! পিতার আদেশে যে আপনাকে চালিত করে, তার গম্যপথের একমুষ্টি ধুলায়, শত অমরাবতী ক্রয় করা যায়।—তা—হাঁ পিতৃপরায়ণা! পিতার আদেশপালনই যদি তোমার কাজ, তা হ'লে তুমি আমার কে?

সুকু। আমি আপনার সেবিকা—দাসী।

নারদ। বেশ বেশ—আরও বেশ। সুকুমারি! তুমি জগদীশ্বরী হও। ভাল, তুমি যদি আমার দাসীই হও—তা হ'লে প্রভু যদি দাসীকে কোন আদেশ করে, তবে দাসীর কি করা উচিত?

(নেপথ্যে। মামা! মামা! বলি ও মামা!)

সুকুমারি! চলে যাও; চলে যাও। দে'খ—পর্ব্বতে ছোঁড়া যেন এদিকে আসে না।

(উপবেশন।)

(রমার প্রবেশ।)

রমা। প্রভু! ছোট ঠাকুর পাত কোলে ক'রে চোক রাঙাবার যোগাড় করেচে। (নেপথ্যে। মামা! ও মামা!)—ওই শুনুন—আপনার পূজা শেষ হয়েছে?

(পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। ও কি মামা!—হচ্চে কি? ধ্যায়েন্নিত্যং পড়তে কি এক বৎসর লাগে?

রমা। এই বারণ করে এলেম, আবার উঠে এলে যে?

পর্ব্বত। তুমি চলে এলে, কতকগুলো কথা কোন্ আমার কাছে রেখে এলে। আমি সেই কথাগুলো লয়ে পায়সসাগরে ছিনিমিনি খেলতেম।

নারদ। ধ্যায়েন্নিত্যং—

পর্ব্বত। ও কি মামা! সমস্ত দিনে রজতগিরি পর্য্যন্ত পৌছুতে পারনি? না—মামা আমার, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রেতকৃত্য সমাধা না ক'রে আর উঠচেন না।

সুকু। ছোট ঠাকুরের যদি ক্ষুধা এতই প্রবল হয়ে থাকে, তা হ'লে রমা, ঠাকুরকে আগে দিগে যা না।

নারদ। হুঁ হুঁ—হুঁ হুঁ (ইঙ্গিতে অনুমতি প্রদান:)

রমা। হাঁ দিদি! আহারযোগে যদি ভগবান মেলে, তবে যোগীরা রাজযোগ হটযোগ ক'রে, না খেয়ে না খেয়ে, শুকিয়ে মরে কেন? ছোট ঠাকুরের কাণ্ডকারখানা দেখে, শাস্ত্রে আর দেবতাতে আমার অভক্তি হয়ে গেছে।

পর্ব্বত। মামা! তোমার পূজো রাখ, রেখে আমার একটা কথা শোন।

নারদ। এই যে বাবা! কি বলবে বল না বাবা! এই যে আমি শুনচি বাবা!

পর্ব্বত। দেখ মামা! এত দিনের তপস্যায় যদি কিছু জ্ঞান জন্মে থাকে, তা হ'লে ঠিক বুঝেছি, এই মেয়েটী বড় প্রগলভা।

রমা। দেখ্ দিদি! এত দিনের শিব আরাধনায় যদি কিছু বুদ্ধি শুদ্ধি হয়ে থাকে, তা হ'লে ঠিক বুঝেছি, এই ঠাকুরটী কেবল বচনবাগীশ।

পর্ব্বত। তোমার কোনও গুণ নাই।

রমা। আর প্রভু গুণের সাগর। সে সাগরের এক গণ্ডুষ জল পেটে পড়লে, অন্নপ্রাশনের ভাতপর্য্যন্ত ঠেলে উঠে। একটু ছিটে গায়ে লাগলে বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত জ্বলে যায়।

সুকু। চলুন, চলুন। ও মুখরা—ওর সঙ্গে তর্ক করলে কেবল রাগ বাড়বে।

পর্ব্বত। দেখ মামা! তুমি আমাকে কি দেবে বলেছিলে! এই রমাটাকে আমাকে দিয়ে দিতে পার? আমি ওরে একবার জটায় বেঁধে ত্রিভুবনের জল খাইয়ে নিয়ে বেড়াই।

রমা। তাই দিন ত প্রভু! আমি ঠাকুরকে দিয়ে পায়েস রাঁধবার কলসী কলসী জল তোলাই।

সুকু। এ ত সুখের কথা। ঠাকুর রমাকে পছন্দ হয়েছে?

পর্ব্বত। পছন্দ অপছন্দ বুঝি না। আমি ওকে জব্দ করব।

রমা। আমিও পছন্দ অপছন্দ বুঝি না— আমি ঠাকুরকে রান্নাঘরের ধোঁয়া খাওয়াব।

নারদ। দেখ রমা! তুমি আমার ভাগনেকে চেন না—তাই অমন কথা বলচ। বাবাজী আমার দ্বাদশ বৎসর বায়ু আহারে কঠোর তপস্যা ক'রে, স্বর্গপথের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। ওকে প্রেমবন্ধনে বাঁধা ভগবানেরও সাধ্য নাই।

রমা। আপনার ভাগনেটী সাধনার সময় কত বায়ু উদরস্থ করেছেন? উনপঞ্চাশের সব খেয়েছেন, কি দুটো-একটা বাকী আছে?

পর্ব্বত। সে কি আছে দেখিয়ে দেব। এখন এস আমাকে আহার দেবে। এস মামা! নাও, শিবপূজা রেখে ওঠ।

নারদ। পূজা অনেকক্ষণই শেষ করেছি। ও কেবল ধ্যানের পুনরাবৃত্তি করছিলেম। এস সুকুমারী। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

ক্ষেমঙ্করী ও জনার্দ্দন।

ক্ষেম। প্রেম, প্রেম—এ সব আবার কি কথা বাপু? প্রেম, প্রেম, প্রেম—কথার মানে কি? আমাদেরও ত এককালে যৌবন ছিল! কিন্তু প্রেম ব'লে কথা ত কখন শুনিনি। বলে প্রেম কর—প্রেম কর। হাঁ'রে জনা! প্রেম কেমন ক'রে করে বল্‌তে পারিস্‌?

জনা। পারি বই কি।

ক্ষেম। তা হ'লে দে ত ভাই! আমাকে প্রেমটা শিখিয়ে। তোর দিদিরাণীদের সঙ্গে একবার ভাল ক'রে প্রেমের টক্করটা দিয়ে আসি।

জনা। তোর অম্বলের ধাত দিদি, আর প্রেমটা বড় গরম—তোর সইবে কি? তোর ঠাণ্ডাও সয় না, গরমও সয় না। তোরে প্রেম শিখিয়ে কি জ্যান্ত মেরে ফেলব!—অন্তর্জ্জলীও করতে হ'বে, মুখে আগুনও দিতে হবে। গায়ে জল লেগে যদি সর্দ্দি হয়, আর আগুন তাতে যদি অম্বল চেগে ওঠে! না দিদি! তোকে আমি প্রেম শিখাতে পারব না।

ক্ষেম। আমর্‌! শেখাতে না পারিস্‌, প্রেমটা ব্যাপারখানা কি বলতে পারিস্‌ না?

জনা। প্রেম মানে প্রণয়।

ক্ষেম। হারে মুখপোড়া! আমার সঙ্গে ঠাট্টা?

জনা। আমরণ! ভিমরতি বুড়ী! ঠাট্টা করব কেন? প্রেম কি এক কথায় বোঝান যায়! আচ্ছা দিদি! তুই বক্‌ দেখেছিস?

ক্ষেম। হাজার হাজার।

জনা। আচ্ছা, বকের রঙ্‌ কেমন বল্‌ দেখি?

ক্ষেম। দুধের মতন সাদা।

জনা। দুধ কেমন বল দেখি?

ক্ষেম। দুধ আবার কেমন?

জনা। (হাত বেঁকাইয়া) দুধ এই—এমন। এই প্রেমও তাই। প্রেম মানে প্রণয়, প্রণয় মানে অনুরাগ, অনুরাগ মানে প্রণয়, প্রণয় মানে প্রেম। বুঝ্‌লি?

ক্ষেম। কতক কতক। তোর ঠাকুরদা ভাত রাঁধতে দেরী হ'লে দুধের বাটী ফেলে, হাড়ি কলসী ভেঙে, দুপ্‌দাপ্‌ লাপিয়ে বাড়ী থেকে চলে যেত। আবার যেই রেঁধে বেড়ে ডাক্‌তুম, অমনি সুড়সুড় ক'রে চোরটীর মত এসে খেত। আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তলপী তলপা নিয়ে দেশত্যাগী হবার জন্য বাড়ী থেকে বেরুত, খানিক দূর হন্‌ হন্‌ করে গিয়েই পেছু বাগে চাইত, দেখত আমি ডাকি কি না। যেমনি ডাক্‌তুম, অমনি সেইখানে দাঁড়িয়েই দন্ত ফলান হ'ত। আর হাতটী ধরলেই ন্যাতা। কেঁদে, হেঁচে, কেশে আমানি ঝোমানি হয়ে, পোষা বাঁদরটীর মতন সঙ্গে সঙ্গে আসত। কতক কতক বুঝেছি। প্রেম হচ্চে অনুরাগ। কথায় কথায় রাগ। হুড়মূড় দূড়দুড়, একফোঁটা জল নেই।

জনা। ক্ষেমাদিদি! তুই যে বুঝেও বুঝিস না, ওইটেই তোর বাহাদুরী। তাহ'লে ত দিদি, এককালে তুই প্রেমলীলার হদ্দ করেছিলি! তাহলে তোকে প্রেম শেখাব কি? আমরা এখন ক খ, আর তুই কিল্লী আর্ক। ক্ষেমাদিদি! তুই প্রেমের ঙস্ত্র—ঙ'র নীচে দন্ত্য স, তার নীচে তয়ে রফলা স্তেরো। যখন মরবি, তখন আমাকে পাঁজরার হাড়খানা দিয়ে যাস ত। আমি কতকগুলো বৃত্রসংহার করব। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছিস, ততদিন ঠাকুরদের প্রেমের পরাকাঠ্‌টা দেখাত। ঠাকুররো দেশ ছেড়ে পালাক।

ক্ষেম। আরে পোড়ামুখো, পরাকাঠ্‌টা কি রে?

জনা। আরে পোড়ামুখী! যেদিন হ'তে তোর ভেতর থেকে রস গেছে, সেই দিন থেকে ব্যঞ্জন বর্ণ হতেও শকারের পাঠ উঠে গেছে। তাই। লি ক্ষেমাদিদি তোর প্রেমের গরাশ নিয়ে, বামুন দুটোকে তাড়া করত, আমি একটু হাত পা মেলিয়ে বাঁচি

ক্ষেম। আ পোড়া কপাল! প্রেম প্রেম ক'রে এত কাল হেদিয়ে মলেম, শেষে প্রেম বুঝি হ'ল অনুরাগ! ওরকম প্রেম ত আমি লাখো দিন করেছি। রাগটা আমার বরাবরই ছিল। তোর দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিনি এমন দিনই ছিল না। তবু আমাদের যে দেখত, সেই বলত ক্ষেমাদিদির সুখের সংসার। আ আমার পোড়া কপাল! এর নাম প্রেম?

জনা। ওরই নাম প্রেম। তবে প্রেমের দুটো পক্ষ আছে। শুক্লপক্ষে প্রেম হলেন ভগবান। কৃষ্ণপক্ষে হল কি না পিরীত।

ক্ষেম। ওমা কি ঘেন্না! প্রেম তোর পিরীত! রাম রাম! প্রেম—পিরীত!

জনা। শুনতে ঘেন্না, কইতে ঘেন্না। এই বুঝেই দেখ না কেন—এই রাজা মশায়, দিদি রাণীদের হবিষ্যি করিয়ে, উপোষ করিয়ে, খাটিয়ে খুটিয়ে. হাঁটিয়ে, ছুটিয়ে, মাটীতে লুটিয়ে, মাথা কুটিয়ে, কেমন এক রকমারি ক'রে তুলেছিল। দিদিরাণীদের দেখলে চক্ষু জুড়ুতো। আর যেই তোর আশ্রমের ভেতর প্রেম ঢুকেছে, অমনি সবাই কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে। তোর চখের কোণ বসে গেছে—দিদিরাণীরে খেঁকি হয়েছে, সখীগুলো গোকুলের ষাঁড় হয়ে হুটো পাটী দুপোদুপী করে গাছপালা ঘরদোর কিছু রাখলে না। নলতে হয়েছে রায়বাঘিনী। তার

কাছেই এখন ঘেঁসিনি। আগে ছিলেম 'ভাই জনার্দ্দন'—এখন হয়েছি 'ওরে জনা'। আগে ছিলেম 'ভাই দেখিয়ে দেনা'; এখন হয়েছি 'দূর কাণা'। আগে আমায় দেখলে দিদিরাণী-দের গা যুড়িয়ে যেত, এখন আমার গতরে আগুন লেগেছে। কাজেই তাত, খেতে কে কাছে আসবে ক্ষেমাদিদি?

ক্ষেম। তোর গতরে আগুন লেগেছে? তুই আছিস তাই সবাই নড়ে চড়ে বেড়াচ্চে। আর বলিসনি, আমি সব বুঝেছি। পিরীত!—ওমা কি ঘেন্না! রাজার মেয়ের পিরীত!

জনা। রাজার মেয়ে মানুষ ঠেঙ্গাবে, কথায় কথায় নাক তুলবে, যারে দেখবে তারেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে; তাড়ালে না নড়ে মেয়াদ দেবে, মেয়াদে না কুলোয় শূলে দেবে! রাজার মেয়ের কি পিরীত সাজে ক্ষেমাদিদি!

ক্ষেম। এখনি আমি রাণীর কাছে যাচ্চি! বলিগে হাঁ গা বাছা! তোদের মানুষ ক'রে কি শেষে আমাকে এই সব দেখতে হ'ল?

জনা। আবার শোন্। ঠাকুরো এলো, জনার্দ্দনের নাম করতে পাগল হ'ল। এই জনার্দ্দনের কল্যাণে ক্ষীর সমুদ্দুর মন্থনে, আস্ত আস্ত বাকতুলসীর বিচি, হাতের পোঁচায় উঠে, পেটে ঢুকে যেই ঠাকুরদের বেল পাতার জড় ম'ল, অমনি ঠাকুরো সপ্তমে উঠেছে। জনার্দ্দনকে দেখেছে কি মুখ বেঁকিয়েছে, দাঁত খিঁচিয়েছে, আর দুষ্ট, সরস্বতীর ঘর উজোড় ক'রে জনার্দ্দন ভায়ার কাণে ঢেলেছে। তা দিক। কিন্তু দিদি, ঠাকুরদের আধ্যাত্মিক তেস্কারে কতকগুলো কথা শেখা গেল।—বলে, জাল্ম, গুল্ম, শাল্মলী; গর্দ্দভ, বর্ব্বর, উর্ব্বরা; মর্কট, ধুর্জ্জটী, পর্কটী! এসব কি কথা বাবা? দেখ, ক্ষেমা দিদি! আমার যেখানে দুচোখ যায় সেইখানে চল্লুম। নে—আমার কাছে তোর কি কি আছে বুঝে নে। কলসী আছে, চন্দনের কুঁচি আছে, মোণ পাঁচেক তেঁতুল কাঠ আছে, আর আছে নারকেল পাতা এক কাঁড়ি, আর আট কড়া কড়ি। নে সব বুঝে নে—আমি চল্লুম।

ক্ষেম। তুই একলা যাবি কেন? রোস আগে আমি রাণীমার কাছ থেকে আসি। তার পর যাই ত এক সঙ্গে যাব। রস—আমি রাজবাড়ী যাব আর আসব—দেখিস যেন কোথাও যাসনি।

[প্রস্থান।

জনা। হাসিসনে জনার্দ্দন, হাসিসনে! বড়ই বিপদ উপস্থিত। দিদিরাণীদের ওপরে যে রকম শনির দৃষ্টি পড়েছে, তাতে কেবল তাদের মাথা উড়তে বাকী। ও দুটো যোগী কি মাথা উড়িয়েই নড়বে! হাতীর মুণ্ড জুড়ে দুটো মেয়ে গণেশ ক'রে তাদের দিয়ে রুক্মিণীহরণের পালা লিখিয়ে নেবে তবে ছাড়বে। আরে রে বর্ব্বরী ললিতা সুন্দরী! বল দেখি ভাই, মেয়ে গণেশে যদি মহাভারত লেখে, পড়বে কে?

ললিতা। হাঁ রে জনা!

জনা। কি ভাই দিনকাণা! আমায় চিনতে পারচ না?

ললিতা। না না ভুলে গেছি। হাঁ ভাই। শ্রীল শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন!

জনা। এইবারে টলাতে পারবে মুনির মন। এখন বল দেখি মিষ্টি কথার খনি! কি বলবে তা শুনি।

ললিতা। দেখ ভাই! ছোট দিদিরাণী তোকে ডেকে দিতে ব'লে দিলে।—বললে বড় দরকার—জনাকে যেখানে দেখতে পাস, সেই খান থেকে ডেকে আন।

জনা। আগে ছেল বকাবকি—এখন ডাকাডাকির পালা পড়ল। আগে চরকা ঘুরল, শেষে ঢেঁকি পড়ল! যখন বড় বাড়াবাড়ীটা ঘটবে, তখন যে সবাই বসে বলবি দে জনা! ঢেঁকির মুখে বুক দে। দেখি কেমন রক্ত বেরোয় তোর নাকদে আর মুখদে। সেটী হচ্চে না।

ললিতা। শিগ্‌গির যা না।

জনা। তবে আমি চল্লুম।

ললিতা। দেখ ভাই, আমায় গোটাকতক চাঁপাফুল পেড়ে দিবি?

জনা। পাড়ব কি ক'রে?

ললিতা। কেন, গাছে উঠে।

জনা। তবে গাছে চড়াটা শিখিয়ে দে।

ললিতা। না ভাই, তোর সঙ্গে আমি কথা কইব না! তুই আমার সঙ্গে কেবল তামাসা করিস।—আমি চল্লুম।

জনা। আরে ভাই যাসনে। যথার্থ কথা কি বলতে, দেখ ভাই নলতে! তুই এখন শিবরাত্তিরের শলতে। তুই আছিস তাই এখনও দাঁড়িয়ে আছি।—নলতে, দুটো বেদান্তের কথা শুনবি?

ললিতা। তুই যা বলিস যা করিস সবইত বেদান্ত। বেদান্ত ছাড়া ত তোর কিছু নেই। তুই গালাগাল দিস তাও বেদান্ত, মারিস তাও বেদান্ত। তোর নাচ, গান, হাসি—সব বেদান্ত। তোর চুপ ক'রে থাকাও বেদান্ত। তবে আর বেদান্তের নতুন কি শোনাবি বল?

জনা। এই মনে করনা কেন, তুই যেন কোন আকাশের কোন মেঘের কণা ছিলি। ঝ'রে নারকেল মুচিতে প'ড়ে হলি ডাবের জল।

ললিতা। পোড়া কপাল বেদান্তের!—নে চল—দিদিরাণী দেরী হ'লে যা ইচ্ছে তাই বলবে।

জনা। জল থেকে হলি ফোঁপল, ফোঁপল থেকে হলি গাছ। আবার মাথার উপর সাগর বসালি, আমি হলেম তার মাছ।—হাঁ নলতে! জলে এত বল পেলি কোথায় যে, নারিকেল মালা ফুঁড়ে, আবার আকাশ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠলি?

ললিতা। দেখ ভাই! কেমন গোলাপ ফুটেছে!

জনা। দেখ ভাই! গোলাপ গাছের কি চমৎকার শোভা!

ললিতা। চুপ রও! গাছের আবার শোভা!

জনা। আজ্ঞে হাঁ প্রভু! গাছেরই শোভা! গোলাপ সুধু শোভা দিতে এসেছে। গোলাপ শোভার কে?

ললিতা। এবার থেকে গা সাজাতে হ'লে তোকে গাছ তুলতে হবে। গোলাপের গায়ে হাত দাও ত মেরেই ফেলব।

জনা। আচ্ছা, গোলাপ তুলে যখন আমি কাণে গলায় পরি—বুকে ধরি,—তখন আমায় কেমন দেখায় বল দেখি?

ললিতা। গোলাপ তুলে তোর কাণে গুঁজে দেব?

জনা। আগে কেমন দেখায় বল না।

ললিতা। আমি বলব না।

জনা। তবে রে পোড়ামুখী! গাছের শোভা না ফুলের শোভা?—এখন বুঝেছিস?

ললিতা। (ফুল উত্তোলন) রোস, ভাল ক'রে বুঝে দেখি, তোর কথা সত্যি কি আমার কথা সত্যি।

জনা। বোকা মেয়ে! তোরে ত দম বাজী দিয়ে বুঝিয়ে দিলেম—এখন আমায় বোঝায় কে? শোভাময়ি! তুই নিজেই শোভা—নিজেই সুধা। তুই শোভার স্বাদ বুঝবি কি?

ললিতা। (ফুল আনিয়া) নে কাণ বাড়িয়ে দে!

জনা। এই নিষ্কণ্টক গোলাপ গাছে কি এই গোলাপ শোভা পায় ললিতে?

ললিতা। আবার কি রকম গোলাপ শোভা পায়? এমন বসরাই তোর পছন্দ হ'ল না?

জনা। তুই আমার কাঁধে ওঠ্।

ললিতা। আমি তোর কাণ ধরি।—উঁ। আর এমন কথা কইবি?

জনা। (হাত ধরিয়া)

(গীত)

এবার তোদের রইল না লো মান।
ও ফুল দুলিস্ কেন, হাসিস্ কেন,
শোন লো দুটো গান।
তোরাই কি লো বাগানের মেয়ে,
তোদের সনে কইতে কথা, আসি লো ধেয়ে,
তোরা ক'স না কথা, নাড়িস মাথা,
আদর কথায় দিস না কাণ।
তোরাই শুধু বাগানের মেয়ে,
কেবা আলো ক'রে হেলে দুলে ফেরে, দেখ্ দেখি চেয়ে—
এ ফুল চাঁদের সনে ফোটে লো গগণে
চাঁদের সুধায় পোড়ায় প্রাণ।

ললিতা। না ভাই—ও কি কথা বলিস্ ভাই! আমার বড় লজ্জা করে।

(নারদ ও পর্ব্বতের প্রবেশ।)

পর্ব্বত। আরে মল! এখানেও তোরা?—তোদের কি অগম্য স্থান নেই? কি জ্বালা!—দেখ মামা! এই নন্দী ভৃঙ্গী দুটোকে কোন রকমে কৈলাসে পাঠাতে পার? পারত, দুটোকে পাঠাও ত মামা? ও দুটো কৈলাসেই শোভা পায়। যেখানটা মনে করচি নির্জ্জন, সেই খানেই কি ও দুটো আছে!

জনা। ললিতে!—গতিক ভাল নয়, পালাই চল।

পর্ব্বত। ভাগ্। ফের যদি এখানে তোদের দেখি, তা হ'লে মাথা ভেঙে ফেলব।

জনা। কোকিল রয়েছে, ভ্রমর রয়েছে, বাতাস রয়েছে—তাদের বেলায় কি করবে? আমার থাকলেই বুঝি যত দোষ!

ললিতা। বাগানে এলেই আমাদের দেখতে হবে।

জনা। মরুভূমিতে যাও, জলায় যাও—তখন যদি আমাদের দেখতে পাও, তা হ'লে রাগ ক'র। এখন রাগ করলে তোমাদের কথা শুনবে কে?

নারদ। ললিতা দিদি! তবে তোরা দুটী কি বাগানের ফুল?

ললিতা। আমরা পর্ব্বত ঠাকুরের চোখের শূল। চল্ জনা আমরা চলে যাই।

পর্ব্বত। ওলো ছুঁড়ি! একটা কথা বলি শোন্।

জনা। ও শুনবে না। ওই গোলাপ আছে, মল্লিকা আছে, যুঁই আছে, বেলা আছে ওদের বল।

ললিতা। একলা থাকলে, কথা ক'বার ঢের লোক পাবে তাদের বল।

[বেগে প্রস্থান।

নারদ। আচ্ছা বাবাজী, ও দুটোর ওপর তোমার এত রাগ কেন বল দেখি!

পর্ব্বত। সে ওই দুটোই জানে, ওদের জিজ্ঞাসা কর। আমি বলতে পারি না। আর বলবই বা কি, আমি নিজেই জানি না। এখন যা বলতে এসেছি শুন।

নারদ। বল।

পর্ব্বত। বল দেখি প্রেমের পূর্ব্ব লক্ষণটা কি?

নারদ। তোমার কি কি হয়েছে?

পর্ব্বত। ক্ষুধা-মান্দ্য হয়েছে, চোক জ্বালা,

হাতের চেটোয় ঘাম, আঙ্গুলের গলিতে গলিতে ঘাম, গা চব্বিশ ঘণ্টাই আগুন— নিদ্রা নাই, শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে বেড়িয়ে সুখ নাই। কারও সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করে না।

নারদ। ও কিছু নয়। পায়সটা একটু রসাল জিনিষ। যত পেরেছ খেয়েছ, তাইতে পিত্ত বৃদ্ধি হয়েছে; পৈত্তিক জ্বর মারাত্মক নয়, তবে কিছু কষ্টদায়ক।

পর্ব্বত। কি আমার কাছে মনের কথা গোপন করচ? জ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? মনের কথা গোপন ক'র না। বল, এ আমার কি?

নারদ। এ পূর্ব্বরাগ। রমা তোমার হৃদয়াকর্ষণ করেছে।

পর্ব্বত। কি আমার 'হৃদয়' একটা মেয়ে আকর্ষণ করবে?

নারদ। পুরুষের হৃদয় মেয়েতে টানে না ত কি হাতী ঘোড়ায় টানে?

পর্ব্বত। কি—কি বল? তবে কি আমার ভিতরে আগ্নেয়গিরির অধিষ্ঠান হবে? ধাতু-নির্গমনের মত, আমার সাধের পায়স মুখদে ঢুকে কি মুখ দিয়েই বেরুবে?

নারদ। ক্রমে ক্রমে সে সব হবে বৈকি!

পর্ব্বত। কি এই সব হবে? তবে কি রমা আমাকে ডাকলে যেতে হবে?

নারদ। না না—তোমাকে কি আর এতটা করতে হবে।

পর্ব্বত। তোমার যে আর দেখা পাবার যো নেই। তুমি যে এ কয় দিন কোথায় আছ খুঁজেই পাই না। তা হ'লে কি আর এতটা হয়?

নারদ। আমি কয় দিন জপে ছিলুম।—তা যা হ'ক—এখন কি করবে বল দেখি?

পর্ব্বত। কি করব তুমিই বল না।

নারদ। তোমার কি তবে এখানে আর থাকতে ইচ্ছা নাই?

পর্ব্বত। ইচ্ছা থাকলেও কি আর এখানে এক দণ্ড থাকা উচিত? শেষে কি আমাকে রমার কথায় উঠতে বসতে হবে?

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। ছোট ঠাকুর মহাশয়!—ছোট ঠাকুর মহাশয়! আপনাকে ছোট দিদিরাণী ডাকচে।

পর্ব্বত। শুনলে মামা! আস্পর্দ্ধার কথাটা শুনলে?

ললিতা। ছোট ঠাকুর মশায়! ছোট ঠাকুর মশায়! ছোট দিদিরাণী ব'লে দিলে যে, আপনি যেমন থাকবেন তেমনি আসবেন—যেন এতটুকু দেরী না হয়।

পর্ব্বত। বেরো আমার সুমুখ থেকে ছুঁড়ি!

নারদ। ওকি? ওকি? ওকে অমন কচ্চ কেন?

পর্ব্বত। ছোট ঠাকুর মশায়—ছোট ঠাকুর মশায়!—তোরে কে পাঠিয়ে দিলে?

নারদ। আরে মূর্খ! ও ছেলে মানুষকে ধমকাচ্ছ কেন—ও কি করেছে?

পর্ব্বত। দেখ, মূর্খ মূর্খ ক'র না। তোমার দিগ গজী পাণ্ডিত্য নিয়ে তুমি থাক। আমার মূর্খত্বই ভাল। চিরকাল দাসত্ব করে, তোমার কি আর পদার্থ আছে?

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনা। ছোট ঠাকুর মহাশয়! ছোট ঠাকুর মহাশয়! ছোট দিদিরাণী বলে দিলে যে, আপনি এখনি গিয়ে তার সঙ্গে একবার দেখা করেন।

পর্ব্বত। জনার্দ্দন! বাপ আমার!—একবার কাছে এস ত।

নারদ। না হে বাপু জনার্দ্দন! তোমার এসে কাজ নেই।

পর্ব্বত। ভয় নেই, কিছু বলব না।

জনা। ভয়ই বা কিসের? ছোট ঠাকুর মহাশয়, দু এক ঘা মারবেন,—এই ভয়! আঃ! তা হলে ত ভালই হয়। পিঠটা চিরকাল প্রেত-পক্ষে পড়েছে,—একবার দেবপক্ষে প'ড়ে না হয় শুদ্ধ হয়ে যাক্।

পর্ব্বত। আয়, আয়, তুইও আয়!—নে দুজনে আমার দুটো কাণ ধর। ধ'রে হড়হড় ক'রে টান। টানতে টানতে তোদের ছোট দিদিরাণীর কাছে নিয়ে চল!—ভয় কি, ভয় কি —ধর্ না। নিয়ে গিয়ে বল্, ঠাকুর আসছিল না—আমরা কাণ ধরে এনেছি।

নারদ। হয়েছে, হয়েছে,—টানাই হয়েছে। যাও ত ভাই! তোমরা গিয়ে বলত ঠাকুরযো আসচে।

জনা। শিগ্‌গির—শিগ্‌গির।

ললিতা। দেরী হ'লে ছোট দিদিরাণী রাগ করবে। [উভয়ের প্রস্থান।

নারদ। এত রাগের কারণটা কিসে হ'ল?

পর্ব্বত। কিসে হ'ল, তুমি যদি বুঝতেই পারবে, তাহ'লে একটা ভাঙ্গা বীণায় ঝঙ্কার দিতে দিতেই জন্ম কাটাও? কিসে হ'ল? দাসত্বলোলুপ তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে হ'ল। কিন্তু আমিও বলচি, আর না। আর আমার ক্ষুধা যাবে না—হৃদয়ের কোন স্থানের কোন প্রদেশের কোন অংশে, আর কোন অস্বাভাবিক ক্রিয়া হ'তে পাবে না। আর দারুণ ক্ষুধা সত্ত্বেও, পর্ব্বত ঋষি এখানে থাকবে না। রমার সহস্রবার গললগ্নীকৃতবাসে, সুকুমারীর লক্ষ প্রয়াসে, আর তোমার কোটী আদেশে,—কিছুতেই আমাকে আর এখানে রাখতে পারবে না। ব'ল মাতুল, সেই পাপিনী রমাকে, সে যদি আমাকে দেখতে চায়, তাহ'লে —এই বেলা দেখে যাক। মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হ'লে আর আমায় দেখতে পাবে না।

নারদ। আহা! বাবাজী! অত ক্রোধ কর কেন?

পর্ব্বত। ক্রোধ কর কেন? ক্রোধ করি না কেন; তাই বল। বলে কি না তোমায় ডাকচে। যার ডাকে ভগবান আসে—সেই মহাযোগী পর্ব্বত—হিমালয় হ'তেও কঠিন আমি —আমাকে একটা মেয়ে ডাকচে। তুমি মামা দেবলোকে ফিরে যাবার পথটা বলে দাও ত।

নারদ। আহা! এত ক্রোধ কর কেন— শোনই না।

পর্ব্বত। শুনবে কি মাথা আর মুণ্ড! তুমি আমায় পথ বলে দাও। বল ত এই বাঁ দিকের পাহাড়ের ডান দিকের পথ, তার পর একটু কোণাচ বাগে বেঁকে, তারপর বারকতক ঘুরে, বারকতক ফিরে, উঠে প'ড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, তার পর সেই আগুনে গর্ত্তটা ডিঙ্গিয়ে, তার পর বরাবর—কেমন এই ত মামা! এই ত তোমার দেবলোকের পথ?

নারদ। আরে বাবাজী! তুচ্ছ কথায় এত বৈরাগ্য কেন?

পর্ব্বত। তুমি ব'লে দেবে ত দাও। না দাও ত আমি আপনি চলে যাব। ঘুরে ফিরে ম'রে ম'রেও যাব। তুমি যেতে চাও ত এই বেলা আমার সঙ্গে চল।

নারদ। আমার যাবার এত প্রয়োজন কি? আমাকে কেউ ডাকেও নি, আর আমার ভিতর আগ্নেয়গিরির মুকুলও বেরোয় নি।

পর্ব্বত। তবে তুমি থাক, আমি চল্লেম।

নারদ। আরে পাগল! রাগ করে না, শোন।

পর্ব্বত। তুমি সেই তমঃপূর্ণহৃদয়া সৃঞ্জয়-তনয়াকে ব'ল যে, পর্ব্বত আর তার কটু শুক্ত, তিক্ত ঝোল, কষায় অম্বল গালে তুলবে না। আর সেই সুস্বরগরবিনী বহুভাষিণী রমাকে ব'ল যে, তার পর্ব্বত, আর তার অমৃতোপম উচ্ছে-ভাতে চেয়ে খাবে না।

নারদ। তবে তুমি একান্তই যাবে?

পর্ব্বত। তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?

নারদ। যেতে পারি, তবে আজ কেমন ক'রে যাই? রমা আজ পরিচর্য্যা করবে, কাল করবে সুকুমারী। আমি প্রতিশ্রুত আছি। অন্ততঃ এ দুদিন ত যেতেই পারি না। তুমি যদি একান্তই যেতে চাও, যাও; ঠাকুরকে আমার প্রণাম জানিও।

পর্ব্বত। দেখ, সুকুমারীকে ব'ল, যেন সে আমার সব দোষ ভুলে যায়।

নারদ। আচ্ছা।

পর্ব্বত। আর রমাকে ব'ল, আমার সঙ্গে আর তার দেখা হবে না।

নারদ। আচ্ছা।

পর্ব্বত। আর দেখ তারে ব'ল, সে যদি কখন গোলকে যায়, তাহ'লে আমার সঙ্গে একবার দেখা হ'লেও হ'তে পারে। এত কাল ত তার খেয়েছি, কি বল মামা?

নারদ। তাত বটেই, তাত বটেই।

পর্ব্বত। ভাল একথাও তারে ব'ল, গোলোকে গিয়ে সে যদি আমায় ডাকতে পাঠায়, তা হ'লে না হয় একবার তার কাছে যেতে পারি। স্বর্গে আর মান অপমান কি, কি বল মামা?

নারদ। তাত বটেই—তাত বটেই।

পর্ব্বত। তাহ'লে তুমি আর শিগ্‌গির যাচ্চ না?

নারদ। কি করি—প্রতিশ্রুত হয়েছি।

পর্ব্বত। প্রতিশ্রুত ত রোজই হচ্চ। প্রতি-শ্রুত হ'তেও ছাড়বে না, আর ঘরেও ফিরবে না! তোমার মতলবটা কি বল দেখি! তুমি কি এখানে আর একটা গোলকধাম বসাতে চাও?

নারদ। যেখানে আত্মার তৃপ্তি, সেইখানেই গোলক। আমি এঁদের সেবায় পরম পরিতুষ্ট। সুতরাং এখানে গোলক বসানটা কিছু বিচিত্র নয়।

পর্ব্বত। একি? পেছন ফিরতে তোমার দেরি সয়না দেখচি যে!

নারদ। নাও, কি বলবে, শিগ্‌গির বলে ফেল। আমার খিদে পেয়েছে।

পর্ব্বত। আজ রমার পালা, তাই মামার ক্ষুধার মাত্রাটা কিছু বেড়েছে। কেমন না মামা? আচ্ছা বল দেখি, কার হাতের রান্না ভাল?

নারদ। সুকুমারীর রান্নাটাই কিছু মধুর লেগেছে।

পর্ব্বত। এই ত মামা, মিছে কথাটা কয়ে ফেললে!

নারদ। রমা ব্যঞ্জনে বড় ঝাল দেয়।

পর্ব্বত। রান্নার মজা যা কিছু তাত ওই ঝালেই। তুমি বুড়ো হয়েছ, তোমার কি আর স্বাদ বোধ আছে?

নারদ। আচ্ছা তাই হ'ল—এখন কি বলতেছিলে বল।

পর্ব্বত। দেখ মামা! রমা যদি আমার প্রতি ভৃত্যের মত ব্যবহার না করত, তাহ'লে আরও কিছুকাল এখানে থাকতেম।

নারদ। আহা বাবাজী! থেকেই যাও না। সে আর কি এমন অপরাধ করেছে, একবার সুধু ডেকেচে বৈ ত নয়।

পর্ব্বত। বলচ ডেকেচে, আবার বলচ কি অপরাধ?

নারদ। আমার বোধ হয়,—বোধ হয় কেন বিশ্বাস, রমা তোমায় ভালবাসে।

পর্ব্বত। আমাকে ভালবাসার তার কি অধিকার?

নারদ। না, একথা তুমি দুশোবার বলতে পার!

পর্ব্বত। এতবড় আস্পর্দ্ধা! আমাকে দেব দানব গন্ধর্ব্ব সকলে ভয় করে, আর একটা বালিকা ভালবাসবে?

নারদ। না, এটা তার গুরুতর অপরাধ।

পর্ব্বত। অপরাধ নয়?

নারদ। ভাল আজকের মত দয়া ক'রে। ক্রোধ পরিত্যাগ কর। কিংবা অনুনয় ক'রে রমাকে বল, "রমে! আমাকে ডেকো না"—তাতে আমার অপমান বোধ হয়।—আবার যাও কেন?

পর্ব্বত। কি বলব, তোমার উপর রাগ করবার যো নেই। তা না হ'লে তোমাকে দেখিয়ে দিতেম, আমি কেমন পর্ব্বত ঋষি। দেখ মামা! তুমি বুড়ো ভীমরতি—তুমি অর্ব্বাচীন—তুমি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন।

নারদ। আহা বাবাজী! শান্ত স্বভাবের আর বেশী পরিচয় দেবার প্রয়োজন নাই। এখন চল।

পর্ব্বত। যদি দুদণ্ডও থাকতেম, কিন্তু তোমার আচরণে আর এক মুহূর্ত্তও না।

[বেগে প্রস্থান।

নারদ। আহে বাবাজী! যেও না—যেও না। ওহে শোন—শোন। রমা আজ অন্নব্যঞ্জনের মেরু প্রস্তুত করেছে, আমি একা নিঃশেষ করতে পারব না। ওহে দুপুর বেলায় না খেয়ে যায় না।—ও ত হুট বলতেই পালায়! সত্যি সত্যিই এবারে ভাগলো দেখি যে! আমার উপায়! আমার যে বিষম দায় উপস্থিত। সুকুমারি! সুকুমারি! (হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া) সুকুমারী হে।—কি কল্লেম? নারায়ণ না বলে সুকুমারী বল্লেম? (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তর পথ।

পর্ব্বত।

পর্ব্বত! বড় বিপদেই পড়েছি। যেখানে যাচ্চি, সেই থানেই রমার কণ্ঠস্বর সহস্র ফণা বিস্তার ক'রে আমাকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসচে। আমার একি হ'ল! আমার সে ক্রোধ কোথায় গেল? রমার কথায় সহস্র চেষ্টায়ও ক্রোধ আনতে পারচি না! আমার একটা রহস্য আমার সহ্য হয় না; স্বয়ং ভগবানের রহস্য কথায় আমি তেলে বেগুনে জ্বলে যাই;—সেই আমি কি না, একটা তুচ্ছ নারীর কথায় হতভম্ব হয়ে যাচ্ছি! আমার ক্রোধই যদি গেল ত রইল কি! এমন ক'রে ক্রোধ উদ্দীপনের চেষ্টা করি, এমন ক'রে চোক রাঙাই, এমন ক'রে পাকাই, আর যেই রমা আসে অমনি সব গুলিয়ে যায়।—এই কি প্রেমের পূর্ব্ব লক্ষণ? প্রেম করা ত দাসত্বস্বীকার। আমার বীরত্বের বিনিময়ে এক রাশ দাসত্ব কিনব? রমার পায় সাধের কঠোরতার অঞ্জলি দিব? কে সে রমা? মাতা পিতা, ভাই, বন্ধু

আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নাই, রমা তার কে? রমা আমার কে? তার জন্য আমার রাগ যাবে, মান যাবে, হৃদয়ে অস্থিরতা আসবে? তার জন্য আজন্ম কঠোর, কোমল হবে? ব্যত্যাতাড়িত মহাসাগরের, আর্ত্তনাদে ভরা তরঙ্গমালা পর্ব্বতের গলদেশ আশ্রয় করবে?—কখনই হ'তে দেব না!—মায়া?—কিসের মায়া?—বালিকার প্রতি আমার আবার মায়া কি? আমি আর রমার মুখ দেখব না। কিন্তু রমার স্বর!—হয়েছে—হয়েছে। উপায় স্থির করেছি। আজ আমি চক্ষে অনলকুণ্ডের প্রতিষ্ঠা করব। সর্ব্বনাশী যদি আসে, অমনি ক্রোধানলে তারে দগ্ধ করব। অঙ্গের সঙ্গে রমার সব যাবে। কথার বিলোপ হবে। আর আমি অমনি আনন্দে নৃত্য করতে করতে ভবানীর কাছে গিয়ে আমার মর্ত্ত্যের লাঞ্ছনা,—দুঃখ কাহিনী সব খুলে বলব। বিপন্ন পর্ব্বত ভবানীর আশ্বাসবাণী পেয়ে আবার সুস্থ হব। কিন্তু সেই আশ্বাসবাণী! রমার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তার প্রভেদ কি? (নেপথ্যে। যেওনা—যেওনা) ওই আসচে। রায়বাঘিনীর মত গভীর গর্জন করতে করতে, ওই রমা ছুটে আসচে। আয়—নারী আয়। আয়, আজ তোকে আমার জীবন-যজ্ঞে ক্রোধানলের আহুতি ক'রে আপনাকে নিষ্কণ্টক করি। আয় নারী—আয়।

(নেপথ্যে। যেওনা—যেওনা—একটা কথা শুনে যাও।)

পর্ব্বত। না—এ বিশ্বাসঘাতক চক্ষু বিকল হয়ে গেছে। যে দিকে ঘোরাতে যাই, সে দিকে ঘোরে না। যেদিকে ফেরাতে চাই, সে দিকে ফেরে না। কি করি? কোথায় যাই? কোন দিকে চাই? (ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মান)

(রমা ও ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। ছোটঠাকুর ম'শয়—ছোটঠাকুর ম'শয়! চেয়ে দেখ কে এসেছে!

রমা। কি ঠাকুর! আকাশ পানে চেয়ে রয়েছ যে! দেবলোকে পালিয়ে যাবার পথ দেখছ না কি?

পর্ব্বত। পালিয়ে যাব কেন? দেবলোকে যাবার আমার কিছু বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে।

ললিত। ছোটঠাকুর মহাশয়—ছোটঠাকুর মহাশয়! দেবলোকে যাবার কি ওই এক পথ?

পর্ব্বত। না, একপথ থাকবে কেন? ব্রাহ্মণের অসম্মান, অতিথির অসৎকার, বাচালতা, কলহপ্রিয়তা—এসকল পথ অবলম্বন করলেও বিনা ক্লেশে স্বর্গে পৌছান যায়।

রমা। সবার চেয়ে সরল পথটা যে ভুলে গেলে ঠাকুর! কই মিথ্যা কথাটা ত কইলে না! সত্যপথে গেলে যদি সহস্র বৎসর লাগে, মিথ্যার সাহায্যে সেটা একদিনে নিষ্পন্ন হয়। আমায় জটায় বেঁধে ঘোরাবে বলেছিলে। তা করতে গেলে, এজন্মে ত আর স্বর্গরাজ্যে যেতে পারতে না। তা করতে গেলে অন্ততঃ আজ ত কোন ক্রমেই যেতে পারতে না।—ঠাকুর! তুমি ত চল্লে, আমার উপায় কি করে গেলে? তুমি দেবলোকে গেলে আমায় জটায় বেঁধে ঘোরাবে কে?

ললিতা। কেন ছোটদিদিরাণী! তুমি ছোটঠাকুর মশায়ের সঙ্গে স্বর্গে যাও না।

পর্ব্বত। তার চেয়ে, তুই আয় না।—তোকে নিয়ে পথে যেতে যেতে বৈতরণীর অনল-জলে বিসর্জন দিয়ে যাই।

রমা। বল কি ঠাকুর! আমার ওপর এত রাগ যে, তার জন্য এই নিরপরাধিনী বালিকাকে

আগুনে ফেলে দেবে? এত রাগ যে, তার জন্য নরক দর্শন করতে ছুটবে!

পর্ব্বত। না, আমার আর উদ্ধার নাই, আমার হ'য়ে এলো। ভগবন! আমাকে কি পোড়া পায়েস খেতেই মর্ত্ত্যে পাঠিয়েছ! পায়স সাগরের পাকে প'ড়ে—আমার প্রাণ যায় যায় হ'ল যে।—কি করি—মামার শরণাপন্ন হই। ভয়ে বলি মামা! "আমাকে এ বিপদ হ'তে রক্ষা কর—রমার অত্যাচার হ'তে আমাকে রক্ষা কর—আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে।"

রমা। আর ঠাকুর! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ পাণে চেয়ে ভাবতে হবে না। আমাকে ঘোরাবার দায় হ'তে তোমাকে নিস্কৃতি দিলেম।

পর্ব্বত। তোমায় যে না ঘোরাব, তা বললে কে?

রমা। তা বুঝেছি—স্বর্গ থেকে জটা এসে আমায় ঘোরাবে। তুমিই না হয় মিছে কথা কও। তোমার জটাত কইতে পারে না।

পর্ব্বত। দেখ রমা! যা খুসী তাই ব'ল না।

ললিতা। যা খুসী তাই বলতে পার্‌চি কই? বলব কি না বলব তাই ভাবচি, বলবার উদ্যোগ করচি, এমন সময় তুমি পালিয়ে যাচ্চ। তা হ'লে আর কখন বলা হ'ল ছোটঠাকুর মহাশয়?

পর্ব্বত। ফের বলচিস্ পালিয়ে যাচ্চি?

রমা। তা যাচ্চ যাও না! পালিয়েই যাও, কি আমোদ ক'রেই যাও। আমরা কি ধ'রে রাখচি?

পর্ব্বত। দেখ রমা। তুমি আমায় চেন না। তুমি আমার ক্রোধ জান না। স্বয়ং ভগবানই আমার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা কয়।

ললিতা। আমরা ত আর ভগবান নই যে, তোমাকে ভয় করব। তোমার ভগবানই আমাদের ভয়ে অস্থির। আমাদের একফোঁটা চক্ষের জলে তোমার পাথরের ঠাকুর পর্য্যন্ত গলে যায়।

পর্ব্বত। ভগবান তোদের চোখের জলে গ'লে গিয়েই ত, তোদের এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে। তা নাহ'লে আমার সম্মুখে দাঁড়াতে তোদের সাহস হয়? কিন্তু আমি রাগলে ভগবানের তোয়াক্কা রাখি না। আমি নারীটারী যারে দেখব, দো চোখো ভস্ম ক'রে ফেলব।

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)।

জনা। ব্যাধের ভাগ আর বামুণের রাগ, বরাবরই রগ ঘেঁসে যায়। লাগল ত প্রাণ গেল, ফস্‌কাল ত কাণে তালা। আমি একবার ঠাকুরকে দেখতে পেলে বলি যে—হে দিদিরাণী-ভয়াতুর কঠোর ঠাকুর! হে মমতাবিচ্ছিন্ন, স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতলে বিশেষ প্রকারে মান্য, কাজেই অনন্তঃসারশূন্য যোগীবর! তোমার প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের মত রাগে আমাদের অঙ্গ জরজর হয়েছে। তার জ্বালায় জনার্দ্দন সাধুভাষা শিখেছে। তার প্রাণে আর মমতা নাই, শ্বাস প্রশ্বাসের সমতা নই। তার বুকে এখন এত কত কি ঢুকেছে যে, তা প্রকাশ কর্‌তে ভাষায় আর কথা নাই।

পর্ব্বত। দেখ্ পাষণ্ড।

জনা। এই যে ছোটঠাকুর মশায়, অমনি অমনি চল্লে, বক্‌সিস্ দিলে না?

পর্ব্বত। আমার ক্ষুধাটা তোরে দিয়ে দিলুম।

ললিতা। আর আমাকে?

পর্ব্বত। আর আমার কাছে কি আছে তা তোকে দেব? সব গেছে রাক্ষসী! তোদের উপদ্রবে আমার সব গেছে। সুধু ছাই আছে, আর ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই কমণ্ডলুটো আছে। এই নে আমার কমণ্ডলু—যা।

জনা। ও খাবে তোমার ছাই—ও পাবে তোমার কমণ্ডলু। আর আমি তুচ্ছ পায়েস খেয়ে মরব? তা হবে না। তা হ'লে সব পড়ে থাকবে। মামা ঠাকুরে, বাঁদরে, পাখীতে, পোকাতে বাঁটোয়ারা করে নেবে।

ললিতা। জনা! আমি চল্লেম। ঠাকুর আমাকে কমণ্ডলু দিয়েছে।

জনা। তবে যা। ঠাকুরের কমণ্ডলু হাতে ক'রে ঠাকুরের ব্যবসাটা ত্রিভুবনের লোককে দেখিয়ে আয়।

ললিতা তাই ভাল ছোট ঠাকুর মহাশয়, আমি চল্লেম, তুমি যাও, জনাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

জনা। কমণ্ডলু যাক, ছাই যাক, রাগ যাক, সব যাক, জনা থাক। প্রাণের মমতা, দুঃখের চিন্তা, বিরহের নিশ্বাস, প্রবাসের স্মৃতি জনাতে সব আছে। সময়ে অবহেলা, অসময়ে অনুতাপ, ক্ষুধায় উপবাস, আহারে আহার, জনার অঙ্গে সব মাখান আছে। দেখ যেন জনাকে হাত-ছাড়া কর না।

ললিতার গীত।

সে যে অভিমান করেছে সার গো।
তাই জীবনে যাতনা রাশি, হিয়ায় ভুবন ভারগো!
করিতে কথার ছলা দ্বিগুন বাড়িবে জ্বালা,
সখিরে ডেকোনা তারে ডাকে ফিরিবে না আর গো!
মিনতি করিতে গেলে সে যে দূরে যাবে চ'লে
আদরে নয়নে ব'বে ধার গো।
তাই সখি করি মানা সেথা যেওনা যেওনা
যদি আসে পথ ভুলে গেলে না মিলিবে দেখা তার গো!

(ললিতার প্রস্থান)

জনা। যাই—আমিও যাই, ওযে যথার্থই চলে গেল। আমার কান্না পাচ্চে।

পর্ব্বত। যাও, তুমিও যাও,। সে গাইতে গাইতে গেল, ও কাঁদতে কাঁদতে গেল, তুমি একটা কিছু করতে করতে যাও। আমি ক্ষণেক এ স্থানটায় ব'সে ভগবানের নামটা জপে নিই।

রমা। আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে যাব। চলুন রাগটা দুর্ব্বাসা ঋষিকে উচ্ছুগ্গু করে দিয়ে আমার সঙ্গে আসুন

পর্ব্বত। আর নুন সুন করতে হবে না। মান তুমি আমার যথেষ্টই রেখেছ। নাও এখন স্বস্থানে যাও, আমিও আপনার পথ দেখি।

রমা। সেকি প্রভু! এই পথ আমি একা যাব, এইটে কি আপনার কথা হ'ল?

পর্ব্বত। তবে কি আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে বল নাকি?

রমা। দেখুন প্রভু, শুনেছি রাধা একবার রাসকুঞ্জে বেড়াতে বেড়াতে কৃষ্ণের কাঁধে উঠতে চেয়েছিল; তাইতে কৃষ্ণ অভিমান ভরে গভীর নিশীথে রাইকে সে বনের ভিতর একলা ফেলে অদৃশ্য হয়েছিল। প্রভু! কৃষ্ণ কি অপ্রেমিক?

পর্ব্বত। বোকা গয়লার পুষ্যিপুত্তুর, তার আর কত বুদ্ধি হবে! তা না হ'লে কাঁধে উঠার কথা শুনে চম্পট দেয়?—আমি হ'লে এক চড়ে তারে স্বর্গের চূড়ায় তুলে দিতেম।

রমা। তা হ'লে আমি আপনাকে ছাড়ব না। ঠাকুর! আমার স্বর্গ দেখবার বড় ইচ্ছা হয়েছে।

পর্ব্বত। সে আজ আর নয়, ফিরে এসে দেখা যাবে।

রমা। আমি পথ ছাড়ব না।

পর্ব্বত। দেখ আমার রাগ বাড়িয়ো না।

রমা। তা যদিই বাড়ে, বাড়ার ভাগটা রমাকে দিয়ে যান না। আমার ভাণ্ডারে সব আছে, কেবল ওইটারই অপ্রতুল। তা রমা আপনার এত সেবা করলে, সে কি একটুও পুরস্কার পাবার যোগ্য নয়?

পর্ব্বত। কি আপদ্! তোর কি ভস্ম হবার ভয় নাই?

রমা। আ! তা হ'লে ত বেঁচে যাই। তা হ'লে ত বাতাসে ভেসে ভেসে, আপনার পায়ের নখে, দুটী চোখে, মাথার জটায়, ঠোঁটের ডগায় জড়িয়ে থাকি। তা হ'লে আপনার প্রতিজ্ঞা সুধু পূর্ণ হয়-না, উপচে ওঠে।

পর্ব্বত। রমা! তোর কি নরকেরও ভয় নাই?

রমা। আমি নরকে না গেলে আমায় নিয়ে যায় কে? আপনার ভগবানের যদি বাপ থাকৃত, তা হ'লে ভগবানের বাপান্ত করে বলতেম যে, তার বাপেরও সাধ্য নাই আমাকে জোর ক'রে নরকে নিয়ে যায়।

পর্ব্বত। একি বিপদে পড়লেম গা! এমন বিপদে যে কখনও পড়িনি।

রমা। সত্য সত্যই কি প্রভু! এই মুখরা রমার উপর আপনার ঘৃণা উপস্থিত হয়েছে? ঠাকুর মুখ তুলুন, যথার্থ বলুন, আর আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। চরণে ধ'রে বলচি, আর আপনার কাছে আসব না; কাছে আসিত মুখ তুলবো না; মুখ তুলি ত কথা কব না। কদন্ন খাইয়ে আর আপনাকে অসুস্থ করব না। জ্ঞানহীনা নারী, না বুঝে দুষ্কর্ম্ম করেছি।

পর্ব্বত। ভগবান! আমাকে একি বিপদে ফেল্লে?

রমা। মার্জনা করুন, দেব-দর্শনে আত্মবিস্মৃতা রমণী, আপনার প্রশ্রয়দানে কর্কশভাষিণী ক্ষমা ভিক্ষা চায়।

পর্ব্বত। আঃ! পা ছাড়।

রমা। ক্রোধ শান্ত না হয়, আমাকে ভস্মীভূত করুন।

পর্ব্বত। ভগবান! আমাকে এ কি বিপদে ফেল্লে?

রমা। ভগবানকে ডাকবেন না। হতভাগিনীকে আর ভগবানের বিষ নয়নে ফেলবেন না।

পর্ব্বত। আঃ! পা ছাড়।

রমা। ভাল, নরকেই না হয় প্রেরণ করুন।

পর্ব্বত। আঃ। পাই ছাড় না ছাই। ভগবান! আমার একি দুর্দ্দশা করলে?

রমা। ভগবানকে ডাকবেন না।

পর্ব্বত। কি বিপদ! ভগবানকে ডাকাও ছাড়তে হবে নাকি?

রমা। বলুন, ক্রোধ শান্ত হয়েছে!

পর্ব্বত। আঃ! ছেড়েই দাও না। তোমার জন্য কি মিছে কথাও কইতে হবে?

রমা। বলুন, আপনার রাগ গিয়েছে!

পর্ব্বত। রাগ হ'লই বা কখন যে যাবে?

রমা। তবে আমি উঠি?

পর্ব্বত। তোমার যা খুসী তাই কর।

রমা। যা খুসী তাই করি?

পর্ব্বত। যা খুসী—মারতে হয় মার—রাখতে হয় রাখ। এই আমি বুক পেতে দাঁড়িয়ে রইলেম।

রমা। (উঠিয়া) তবে ঠাকুর!

পর্ব্বত। একি, এ আবার কি?

রমা। সুকুমারীর রান্না খেয়ে একটা শাকের কণা প্রসাদ রাখবে না, আর আমি রাঁধলেই মুখ ফিরুবে!

পর্ব্বত। একি করচ? হাত ধরলে কেন, ছাড় না!

(সখীগণের প্রবেশ ও পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া)

গীত।

সাধে কি বাদ সেধেছে প্রেমে কি বিষের জ্বালা।
ছল ক'রে তুলতে গো ফুল, জড়িয়ে সে ধরলে গলা।

অচলে ভাসিয়ে তুলে   নলিনী ডুবলো জলে
খুঁজিতে গলে গলে পড়ল ঝরে শশীকলা।
আকাশে ঢেউ লেগেছে   আঁধারে চাঁদ ধরেছে,
বিষাদে ঝাঁপ খেয়েছে মেঘের কোলে তারার মালা।

পর্ব্বত। তোদের মেঘ থাক, পৃথিবী ভেসে যাক। রমা তোর আমি কি অপরাধ করেছি?

রমা। অপরাধ নয়? গুরুতর অপরাধ। আমার সাধ তোমায় কাছে ব'সে খাওয়াই, তুমি কাছে বস না, তোমায় চ'খে চ'খে রাখি, তুমি দেখা দাও না। আমায় না ব'লে চ'লে যাও, আমায় না জিজ্ঞাসা ক'রে অপরের খাও।

পর্ব্বত। তা হ'লে কি করতে হবে?

রমা। খেতে পাও না পাও, আমাকে জিজ্ঞাসা করবে; ভাল লাগে না লাগে আমার কাছটীতে থাকবে।

পর্ব্বত। খিদেয় ম'রে যাও আমার সুমুখে যাবে, হাত পা আছড়াতে হয় আমার সুমুখে আছড়াবে। কেন আমি তোর চাকর নাকি?

রমা। তুমি আমার মাথার মণি।

পর্ব্বত। রমা! তুই কুহকিনী।

রমা। (জনৈক সখীকে ধরিয়া গীত)।

আমি কতই কুহক জানি সজনি!
সাধ ক'রে মজাতে পরে   ফাঁদে পড়ি আপনি।
শিলায় ঢালিতে বারি   নয়নে করেছি ঝারী,
শেষে পিপাসায় মরি দিনে হেরি রজনী।
দিয়ে লতায় ফুলের বাস   কুসুমে লতায় ফাঁস
পরায়ে প্রাণের অলি টানি।
পরিমলে বাঁধি পায়   যদি অলি রাখে পায়
তবু চলে যায় ফিরে ত না চায় গুণমণি!

১ম সখী। সেকি প্রভু! কোথায় যাবে?

২য়, স। আমি এমন চোখ তুলে আনারস ছাড়ালুম—

৩য়, স। আমি এমন কচি কচি আমড়া পাড়লুম—

৪র্থ, স। আমি এমন ক্ষীরের মতন ক'রে পোস্ত বাটলুম—

৫ম, স। আমি এমন ঝাঁভা নারকেলের ফোঁপল বার করলুম—

রমা। নাও, কি করবে বল? (হস্ত ধারণ)

পর্ব্বত। আমি খাব না।

রমা। তেঁতুল কাঁচা?

পর্ব্বত। খাব না।

১ম, স। টোকো আঁব ছেঁচা?

পর্ব্বত। আমি খাব না!

২য়, স। উচ্ছে কচি?

পর্ব্বত। আমি খাব না।

৩য়, স। পটল বিচি?

পর্ব্বত। খাব না, খাব না।

৪র্থ, স। দুধের গঙ্গা।

পর্ব্বত। এত বিষম জ্বালা। আমি কিছু খাব না।

রমা। না—খাবে না! আমার হাত নাকে ভেসে গেল, উনি কিছু খাবেন না! চল ঠাকুর! পেটটী প'ড়ে রয়েছে, মুখটী শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটী ছল্ ছল্ করচে, চল কিছু খাবে চল। এমন দিন দুপুরে গেরস্তর বাড়ী হ'তে না খেয়ে কি কেউ কম্‌নে যায়? খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে যেতে হয়, অপরাহ্নে যেও। এখন চল।

পর্ব্বত। আঃ! আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—আঃ!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

নারদ।

নারদ। কে তুমি আমার হৃদয়-মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতা? কে তুমি: শয়নে স্বপনে,

দেবার্চ্চনে, ধ্যানে, সমাধিসাধনে নারদের মানস-কাননে আপনার মনে বিচরণ করচ? কে তুমি ধরণীশিরোমণি শ্যামলা, জলদবিলাসিনী চপলা, যমুনালহরীশোভাকরী রাসেশ্বরী, হিমগিরিশিখরমাধুরী গৌরি? সুকুমারি—সুকুমারি!

গীত।

তারা! কি বলব তো'রে!
তোর ছলায় আলায় মা'য়ার খেলায় কথা না সরে।
দুর্ঘট-ঘটনা-পটীয়সী মায়া নিজোদ্ভূত শশীশেখর জায়া,
ছায়ারূপে কায়া ঢেকে মা বিচর ধরাপরে।
মোহন মদন বিলাসে জগমোহন অভিলাষে,
বেঁধেছ আপন প্রাণ পদনখরে,
আবার আদর ক'রে ধরে তারে তুলেছ শিরে।
বৃন্দাবন হৃদি নিকুঞ্জ ধামে বসি নটবর বংশীধর বামে
সংসার গলায়ে দেছ যমুনা নীরে,
আবার ফুল্ল শতদল তুমি গিরিশিখরে।

হরি দর্শন নিয়ে ত কথা! তবে কেন এত মাথা ব্যথা? কেন শঙ্করের কাছে বুক খুলি, কেন হরির কাছে কৃতাঞ্জলি? বন জঙ্গল ভেঙে হিমালয়কে বশে এনে, পাহাড়ে মেয়ের বিয়ের ঘটকালি যদি এই দিলে শঙ্কর! প্রভাসে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে, এই বৃদ্ধকে মুখরা বৃন্দার গাল খাইয়ে স্বকার্য্য সাধনের যদি এই পুরস্কার গদাধর! তোমাকে আমিও বলে রাখি, প্রতিশোধ লব। তোমার তারা আজ হ'তে সুকুমারীর চোখে আর তোমার কমলা আজ হ'তে সুকুমারীর মুখে! সুকুমারি! সুকুমারি!

(জনার্দ্দন ও ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

জনা। ওই শোন্, কেমন ঠিক বলেছি না? ওই দেখ্ ঠাকুর বিরি করচে।

ক্ষেম। ওরে ছাড় ছাড়।

জনা। আমর! শোন্ না—প্রেম একলা ব'সে কত রকমের কথা কয় শোন্ না। প্রেম, প্রেম করে হেদিয়ে মরিস, ঠাকুর যোগে বসেছে এই ফাঁকে প্রেমটা শিখে নেনা। দিদি তুই রাধা হবি?

ক্ষেম। দূর হতভাগা! বুড় হয়েছি রাধা হবার কি আর বয়েস আছে? ওরে ছাড়্।

জনা। দূর ভীমরতি বুড়ী, রাধা কি চিরকালই ছুঁড়ী ছিল? একশ বছরের বিরহ আঁচলে বেঁধে যখন রাধা প্রভাসে কৃষ্ণকুণ্ডে ঢেলে দিয়েছিল, তখন কি সে জলে তরঙ্গ উঠেনি; প্রভাসের রাধী বুড়ীর কি প্রেম ছিল না? দিদি! আমি বলছি তুই রাধা হ'। বড় দিদিরাণীর বড় অহঙ্কার। দাসত্বের অহঙ্কারে মাটীতে আর তার পা পড়ে না। দিদি! দিদি! তুই একবার রাধা হ'।

ক্ষেম। তবে নলতেকে রাধা করে দেনা কেন?

জনা। নলতে আমার কাণ মলে, আমি তারে গাল দিই। আমিও তার চাকর নই, সেও আমার দাসী নয়। সমানে সমানে হুকুম চলবে কেন দিদি? তাই বলি তুই রাধা হ'।

ক্ষেম। আমার বড় লজ্জা করে।

জনা। পিঁপড়ের পালক ওঠে মরবার তরে। তোর হয়ে এসেছে। নে আয়, আমি তোরে মরতে দেব না। তুই যে প্রেম প্রেম ক'রে হেদিয়ে মরবি, তা হবে না। আয়—ওই দেখ্ ঠাকুর বাহ্যদৃষ্টিহীন, ভেবে ভেবে খড়কের মতন ক্ষীণ; এমন দিন নেই যে কাঁদে না. এমন ক্ষণ নেই যে বীণায় বেয়াড়া সুর বাঁধে না। ও এখন থাকা না থাকা সমান। তুই ওর সুমুখে বসে ডাইনীর মন্তর ঝাড়্—বল বঁধু, কি আর বলিব আমি? জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হইও তুমি।

ক্ষেম। আহা! দাদাঠাকুরের আমার কি রোগ হ'ল?

জনা। আমর! আবার বেঁকে গেলি! ভাল, তুইত সকল অসুধ জানিস, দাদাঠাকুরের চিকিৎসাটা তুই কর্ না কেন?

ক্ষেম। তবে এক কাজ কর। চিকি-সুপুরির রস—

জনা। বস্—অষুধ বন্ধ কর বদ্যি ঠাকরুণ, সে রস ঠাকুরের কস বেয়ে মাটীতে পড়লে আশ্রমটা সুপুরি গাছে ভরে যাবে। তোর ক্ষেমা কুঞ্জে বাঘ ঢুকবে! তার চেয়ে আর এক কাজ কর্, হুঙ্কার ছেড়ে ঠাকুরকে বল্ যে সুকুমারি তোমায় ডাকচে। দিদিরাণী রাঁধতে রাঁধতে অম্বলে পলতা বেটে দিয়েছে। এখন দাদাঠাকুর চেকে যদি বলে মিষ্টি, তবেই রইল, নইলে তোকে আমাকে খেতে হবে, বুঝেছিস্? শিগ্‌গির যা, গিয়ে গা ঠেলাদে।

নারদ। সুকুমারি!

জনা। ওদিদি। ওদিদি!

ক্ষেম। ওরে ব্যথা—হাতে ব্যাথা।

নারদ। এখনও এলে না সুকুমারী?

জনা। কেমন ক'রে আসব ঠাকুর? আমার প্রাণ কই?

নারদ। কি বললে—কি বললে?

ক্ষেম। ও মুখপোড়া কি করলি? ও মুখ-পোড়া পুড়িয়ে মারলি!

জনা। তা হ'লে এখন পালানই কর্ত্তব্য বুঝলি?

ক্ষেম। উঃ উঃ, ওরে, ওরে, আস্তে টান্।

[প্রস্থান।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। আর কোথায় দেখি বাপু! দিঘীর ধারে খুঁজলেম সেখানে নেই; নদীর তীরে দেখলেম, সেখানেই;বা কই? বাকী আছে এই বাগানের কুঞ্জ। ঠাকুর! এখানে আছেন কি?

(সুকুমারীর প্রবেশ)

সুকু। ললিতা! তুই আমাকে ডাকছিলি?

ললিতা। কই কখন?

সুকু। তবে আমাকে ডাকলে কে?

ললিতা। তবে বুঝি জনা ডেকেছে।

সুকু! দূর বাঁদর মেয়ে, জনা কি আমাকে সুকুমারী বলবে?

ললিতা। ওকি আমিই বলতে পারি দিদিরাণী?

সুকু। তুই সেই অবধি খুঁজচিস?

ললিতা। তুমি বললে খুঁজে আন্ কাজেই আমি খুঁজচি।

সুকু। তাহ'লে দেখা না পেলে সমস্ত দিনই খুঁজতিস নাকি? মুখ মুচকে হাসলি যে? ওপর বাগে চেয়ে দেখ্ দেখি সুয্যি কোথায়? সর্ব্বনাশ! আমি না এলে, না খেয়ে সমস্ত দিন ঘুরতিস্; যা বাড়ী যা, আর তোকে খুঁজতে হবে না।

ললিতা। আমি কতবার বল্লেম দিদিরাণি! ঠাকুরের পেছনে একজন লোক রেখে দাও। ঠাকুর নায়না খায়না, কি করতে কি করে, কোথায় যায়। তোমায় বললে কেবল হাস। সে দিন ঠাকুর আমাকেই প্রণাম ক'রে ফেললে। ঠাকুরের পায় ধুল গায়ে মুখে না মাখলে সে দিন পুড়ে মরেছিলুম আর কি। দিদিরাণী! ঠাকুরকে বাঁধতে পারত বাঁধ। ঠাকুরকে খোঁজা আর চলে না।

সুকু। আচ্ছা সে যা করবার করা যাবে এখন। এখন যা, গিয়ে কিছু জল খেগে যা। ঠাকুরের অপেক্ষায় বসে থাকলে মারা যাবি। যা চলে যা। (ললিতার প্রস্থান) এ ত বিষম

জ্বালা হল! এবে ঠাকুরকে কথায় কথায় খুঁজতে হয়, কথায় কথায় কথায় ডাকতে হয়, এর এখন উপায় কি? ঠাকুরের দিন দিন যে প্রকার পরিবর্ত্তন দেখছি, তাতে প্রাণে ত বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত। এর প্রতিবিধানের পথ না দেখলে ত আমার নিস্তার নাই। এ যে জগতের লোক একবাক্যে আমাকে তিরস্কার করবে, আর বলবে "ত্রিসংসারের দেব যক্ষ নর কিন্নরাদি সর্ব্বজীবের কল্যাণকর মহাপ্রেমকে রাক্ষসী স্তুকুমারী গ্রাস করলে, সংসার ডোবালে, লোক মজালে—স্বার্থপরায়ণা একার জন্য সবার সর্ব্বনাশ করলে", তা আমি সহ্য করতে পারব না। বিশ্বামিত্রের মেনকা যেমন, শুন্দোপশুন্দের তিলোত্তমা যেমন, আমাকেও যে তেমনি ব্রহ্মবল-বিনাশিনী উপমা হয়ে কালের অসীম চিত্রপটে কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত হয়ে থাকতে হবে, তা আমি কখনই সহ্য করতে পারব না। দেবর্ষে! আমি না বুঝে দুষ্কর্ম্ম করেছি; না বুঝে, পিত্রাদেশে তোমার সেবায় নিযুক্ত হয়ে, কি করতে কি করে ও চরণ কমলে প্রাণ দিয়েছি—না বুঝে তোমাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়ে, দুঃখিনী সাধিকার একমাত্র সম্বল মানসোপচারে তোমার পূজা করেছি। তোমার তাতে কি প্রভু? বালিকার চিন্তা পরিত্যাগ কর, আবার বক্ষের ধন বক্ষে ধর। বিশ্বম্ভরের ভার তোমার মাথায়। সংসার তার ছায়ার ব'সে লীলাবিলাসে মাতোয়ারা। তার ভার আছে সংসার জানে না। সংসার জানে না, সে ভারে আকাশ জমিয়া যায়, ধরণী পরমাণু হয়। ভগবন্! হৃদয়ের ভার হৃদয়ে রাখ। বিশ্বপ্রেম সর্ব্বাঙ্গে মাথ। অঙ্গ-সৌরভ ভিক্ষায়, এখনও পর্য্যন্ত যেমন জগৎবাসী তোমার পানে চায়, তেমনি চাইতে দাও—বালিকায় ভুলে যাও। বল, ভালবাসার যদি আকর্ষণ থাকে, ভালবাসা ভুলে যাই; সেবার যদি নিগড় থাকে, সেবা ফেলে চলে যাই; যৌবনে যদি মোহ থাকে, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী ক'রে, মুক্তকণ্ঠে বলে যাই; ছাই রূপের যদি কিছু দাহিকা শক্তি থাকে, বল প্রভু, তোমার সুমুখে আগুন খাই। না—না প্রভু! আমার জন্য যে তুমি আত্মহারা হবে, তা হবে না। সেবা আমার ধর্ম্ম, দাসত্ব আমার সাধনা; আমায় যে রাণী ক'রে তুমি ভিখারী হবে—তা কখনই হবে না। প্রভু! এখানে আছেন কি? কই—প্রভু কই? প্রভু যদি এখানে নেই তবে আমাকে ডাকলে কে? বলি, প্রভু এখানে আছেন কি?

নারদ। সুকুমারি। সুকুমারি!

সুকু। কেন প্রভু? মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ, আহার্য্য সকলই প্রস্তুত, সকলেই আপনার আগমন প্রতীক্ষায় বসে আছে।

নারদ। সুকুমারি! তুমি কাছে এস।

সুকু। ও আজ্ঞা আর করবেন না। আপনি উঠে আসুন।

নারদ। (অগ্রসর হইয়া) তোমার স্নানাহার হয়েছে?

সুকু। আজ্ঞে, আপনি আজ আহার করলেন না দেখে—আমরা সকলে সে কাজ আগে সেরে রেখেছি! প্রভু! হলেন কি? দিন দিন হচ্চেন কি? কার্য্যের অবতার, জ্ঞানের অবতার, প্রেমের অবতার, দিন দিন আপনার একি পরিণাম? ব্রাহ্মণের নিত্য ক্রিয়ার অনাস্থা, দেব পূজায় বিস্মরণ, আহারে অপ্রবৃত্তি, লোকসঙ্গমে বিরাগ—প্রভু! আপনার হ'ল কি? আমাকে কি ডাকছিলেন?

নারদ। যথার্থই সুকুমারি তোমায় স্মরণ করেছি!

সুকু। কি আজ্ঞা প্রভু!

নারদ। মুহূর্ত্ত মাত্র সময় তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন, তোমায় ডাকা উচিত হয়নি, তবু তোমায় ডেকেছি।

সুকু। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে কি প্রভু?

নারদ। স্নানাহার যদি না হয়ে থাকে, সে সকল কার্য্য সম্পন্ন কর—তার পর বিশ্রাম লও—বিশ্রামের পর যদি ইচ্ছা যায়, তুমি আমার হয়ে একবার হরি স্মরণ ক'র।

সুকু। এসব কি কথা প্রভু!—দেখুন এত দিন বলি নাই, আজ বলি—পিত্রাদেশে আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত; আপনি আমার দেবতা; আপনার সেবাই আমার ধর্ম্ম, আপনার আদেশ পালনই আমার কর্ম্ম। কিন্তু অপরদিকে আমার রক্ষার ভার আপনার করে। আপনার ভাব দর্শনে আমার আতঙ্ক উপস্থিত। প্রভু! এ আতঙ্ক নিবারণের উপায়?

নারদ। ভয় নাই পিতৃ-পরায়ণা!—আমার জ্ঞান যাক, আমার অস্তিত্ব বিলোপ পাক্। সত্য আমাকে ত্যাগ করবে না সুকুমারি! ভয় নাই—তুমি ভয়নাশিনী—তোমার রাজত্বে ভয় বাস করতে পারে না।

সুকু। তবে দাসীকে ডাকলেন কেন?

নারদ। সমস্ত দিবসের পর দণ্ডেক সময় তোমা হ'তে অন্তর হয়ে, ভগবানকে স্মরণ করতে গিছলেম, কিন্তু সুকুমারি! ভগবানকে স্মরণ করতে তোমায় স্মরণ করেছি, হরিকে ডাকতে তোমায় ডেকেছি। হরিস্মরণ করতে হয় তুমি কর। তুমি আমার ধ্যান ধারণা সাধনা, সুকুমারি তোমার স্বর আমার বীণার ঝঙ্কার। তুমি আমার মূল মন্ত্র, তুমিই আমার মন্ত্রোদ্ধার-যন্ত্র।

সুকু। কি করলে তপোধন? একটা ক্ষুদ্র বালিকার জন্য স্বর্গপথের দ্বার রুদ্ধ করলে? কি করলে হরিপরায়ণ? কোটী কোটী মানবে, কোটী দেব দানব গন্ধর্ব্বে, স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হরিনামের বীজ বিকীর্ণ ক'রে, নিজের হৃদয়কে মরুভূমি করলে?

নারদ। সুকুমারি—

সুকু। কি করলে ঋষি? সংসারকে ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ ক'রে আজি নিজে উপবাসী—কি করলে তপোধন?

নারদ। অনুশোচনা ছাড়, আমার কথা আবার শুন; সুকুমারি আমার ভবিষ্যৎ তোমার শ্রীকরে, আমার অনন্ত জীবন তোমার হৃদয়োপরে। শুন সুকুমারী! তুমি নারদের বরাভয়করী, তুমি প্রাণেশ্বরী।

সুকু। কি হ'ল মহেশ্বর? পিতৃদেবের আদেশ পালনে, তোমার পূজনে কি হ'ল শঙ্কর? আমাকে ঘোর নরকে ডোবালে, আমাকে দিয়ে ঈশ্বরকে স্বর্গচ্যুত করালে?

নারদ। তুমি যেখানে থাক সেইখানেই স্বর্গ; তুমি ভুবনেশ্বরী, তুমি কমলা, তুমি শঙ্করী; তুমি বৃন্দাবনবিলাসিনী, তুমি নগেন্দ্রনন্দিনী; তুমি মায়া, তুমি মোহিনী। ইষ্টমন্ত্র সমেত আমার এই বিশ্বাধার হৃদয় তোমার কর-কমলে সমর্পণ করলেম। সুকুমারি প্রাণেশ্বরী! মস্তকাবনত কর না, মুখ তুলে চাও, বিশ্বে আমাকে স্থান দাও। ওকি সুকুমারি তুমি কাঁদছ?

সুকু। কি হ'ল, এ কি হ'ল প্রভু? এযে কিছুই বুঝতে পাল্লেম না! প্রভু! আমাকে বুঝিয়ে দাও, বলে দাও কেমন ক'রে কোন্ গ্রহ-দুর্দ্দৈববশে অতি তুচ্ছ, অতি হেয়, মর্ত্তের একটা ক্ষুদ্র নারী আপনার নয়ন মন আকর্ষণ করলে? না বললে, ঠিক জেনো ঠাকুর, আর এখানে থাকব না, লোকসমাজে মুখ দেখাব না।

না বললে, শুনে রাখ ঋষিরাজ, এ প্রাণ আর রাখব না। জীবনের পরিণাম ভাবব না, আত্মঘাতিনী হ'ব, তার ফলে অনন্ত নরকে প্রবেশ ক'রে অনন্তকালের মত তোমার নয়নের অন্তরাল হব। বল দেবর্ষে কেন এমন হ'ল—কামনাত্যাগী যোগিবর! নিষ্কাম ব্রত ধারণের কি এই পরিণাম ?

নারদ। এই পরিণাম—যেখানে কিছুই নাই সেথায় ভগবান আছে; যেখানে কামনা নাই সেখানে ভগবানই কামনা। সুকুমারি, রূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে নারদ তোমাকে আত্মসমর্পণ করে নাই। তোমার কোমলতা, মধুরতা, তোমার কমনীয়তায় নারদ আত্মহারা হয় নাই। এই ক্ষুদ্র কলেবরে যা আছে—এই শঙ্কাবিকম্পিত কোমল হইতেও কোমল হৃদয়াভ্যন্তরে যে ধন নিহিত আছে, সেই ধনের প্রলোভনে নারদ আজ এখানে। সেটুকু তোর ভক্তি। ক্ষুদ্র জলবিম্বেও অগণ্য তারকার আশ্রয়স্থান অনন্ত গগণের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, ক্ষুদ্র দীপশিখা বিনিঃসৃত আলোকরশ্মি পথ পাইলে চতুর্দ্দশ ভুবনে প্রসৃত হইয়া পড়ে। এই ক্ষুদ্র বদনকমলের আলোককণায় সুর্য্য চন্দ্র জ্যোতিস্নান, এই ক্ষুদ্র হৃদয় সরোবরের লহরে লহরে অনন্ত প্রাণ ভাসমান। আবদ্ধ রেখ না সুকুমারি! খুলে দাও—মায়াশৃঙ্খলে আবদ্ধ প্রাণ একবার খুলে দাও—ভুবন ভরিয়া যাক। নারদ আর একবার বীণা করে তোমার নাম ধ'রে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'ক।

সুকু। আমি দাসী প্রভু! আমায় একি কথা বলচ ?

নারদ। দাসী তুমি—(হাস্য) যথার্থই সুকুমারি তুমি দাসী, আর সেই জন্যই আমি তোমার শ্রীচরণপঙ্কজের পরিমল-প্রয়াসী। বালিকে। দাসত্বেই মহত্বের পরিমাণ। যার যত বড় দাসত্ব তার তত বড়ই মহত্ব—ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের দাস। আর কেন ছলনা, পিতৃদেবসাধিকে, কৈশোর যোগিনি, শঙ্করচিরসঙ্গিনি! আর কেন ছলনা? আত্মদর্শন কর—একবার দেখ, তোমার বিশ্বব্যাপী প্রেম-নিকেতনের একস্থানে নারদের স্থান আছে কি না। রস্ সুকুমারি, তোর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি। তোর কেশে কালী, মুখে শ্রী, হৃদে বনমালী, হর মাথায়, গায়ত্রী তোর সর্ব্ব গায়। পাথরে ঈশ্বর কল্পনা করে যদি আত্মতৃপ্তি হয়, জীবনস্বরূপিনী নারীশিরোমণি! তোতে তা ক'রে কি সে তৃপ্তি পাব না? দেখ, ভক্তিময়ি! তুই আমার কে।

সুকু। (ধ্যানমগ্ন হইয়া)

তুমি আমি এসংসারে।

নারদ। আমি সুধু জানি তোমায় তুমি জান আমারে।

সুকু। তুমি জ্ঞান আমি মায়া তুমি আলো আমি ছায়া,
প্রাণ কায়া, পতি-জায়া আছি যে যারে ধ'রে।

নারদ। তুমি মহাশক্তি যার তুমি প্রেম রাধিকার,
আলোকে আঁধার তুমি আলো তুমি আঁধারে।

জনা। এদিকেতে পাহাড় ঠাঁকুর এসে বুঝি পাট করে।—দিদি ঠাকুরুণ তুমি কোথায়? হায় হায় হায়, তুমি হেথায়! ওদিকে সব যায়, মাথার ঘায় মুনি ঋষি পর্য্যন্ত পাগল হ'ল।

নারদ। কি হয়েছে?

সুকু। আ গেল, অমন করে চেঁচিয়ে মরচ কেন?

জনা। আর মরচ কেন; বাঁচতে পারলেম না তাই মরচি—দিদিরাণী সব গেল। (কম্পন) দিদিরাণী সব গেল।

নারদ। আরে কাঁপচিস্ কেন? পাহাড় ঠাকুর কি কিছু করেছে?

জনা। পাহাড়ে ধস খেয়েছে।

সুকু। ও পাগলের কথায় কি কাণ দেয়?

জনা। যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও ত কাণ দাও—

সুকু। কি হয়েছে বলই না শুনি, অমন করতে লাগলি কেন? পাহাড় ঠাকুর কি রেগেছে?

জনা। সে সব খেয়ে বসে আছে—

নারদ। সুকুমারি, তুমি এইখানে ক্ষণেক অপেক্ষা কর—

সুকু। সে কি প্রভু! জনার কথায় বিশ্বাস করচেন?

নারদ। বিশ্বাস করবার কারণ আছে।

সুকু। কারণ আছে! তবে কি জনার কথা সত্যি?

নারদ। আমার বিশ্বাস তাই।—হাঁ জনার্দ্দন, সে কি করচে?

জনা। একবার এমনি করচে—একবার তেমনি করচে—একবার দাঁত খিঁচুচ্চে, একবার হাই তুলচে, একবার বলচে হর হর বম্ বম্, একবার মাটীতে পা ঠুকচে দম্ দম্—মন্দির করচে গম্ গম্। গাটা টলচে, হাত দুটো দুলচে, নিশ্বাসটা ঘন ঘন চলচে, পেটটা নাবচে আর ফুলচে, মুখ ছুটচে, চোক ঘুরচে—শিবঠাকুর ঠকঠক করে কাঁপচে, রমা দিদি মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে গেছে।

নারদ। এত কাণ্ড হয়েচে! সুকুমারি তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই ফিরে আসচি—

সুকু। সেকি প্রভু। রমা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে আছে—

জনা। আঃ কি জ্বালাগা—ঠাকুরকে ছেড়েই দাও না—যা হবার ওর ওপর দিয়েই হয়ে যাক্, তুমি কোথায় যাবে?

নারদ। যথার্থই সুকুমারি, তোমায় যেতে বলতে সাহস করি না।

জনা। না দিদিরাণি! (হস্তধারণ)

সুকু। চুপ কর্ মূর্খ!

জনা। ওই! ওইতেইত দুঃখ হয়। তোমার কথা শুনে আমার কাঁপুনি সেরে গেল। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, আমি তোমায় কখনই যেতে দিব না, ঠাকুর যাক্; যেই যাবে অমনি রমাদিদি ঝেড়ে ঝুড়ে উঠবে। ঠাকুরের দাড়ী দেখলে ভুত পালায় তা সেত কোথাকার এক ফোঁটা মূচ্ছো—না ঠাকুর, তুমি একা যাও। আমাদের অনেক দুঃখের দিদিরাণী। তুমি যাও, আমরা হাত পা মেলিয়ে বাঁচি। ওই দেখ ঠাকুরের নাম করতেই রমাদিদি বেঁচে উঠেচে। ওই দেখ থর থর ক'রে চলে আসচে। আমি আর থাকতে পাচ্চিনা আমি চল্লেম, আমার গা কাঁপচে, প্রাণ ধুঁকচে, মন হুহু করচে—আমি দাদাঠাকুরের নাম করতে করতে যাই। নারদ! নারদ! নারদ! (প্রস্থান)

সুকু। (ছুটিয়া রমাকে ধরিয়া) হা রমা! কি হয়েছে ভাই!—তুই নাকি মূর্চ্ছা গিছলি?

নারদ। পর্ব্বত নাকি আজ ক্রোধে আত্ম-হারা হয়েছে?

রমা। আজ ঠাকুরের ভাবগতিক দেখে আমার ভাল বোধ হচ্ছে না। ক্রোধোদ্রেক হয়েছে। আজ আর তাঁর কথায় মিষ্টতা নাই, ভাবে মধুরতা নাই। লোচন আরক্ত হয়েছে, দেহ সময়ে সময়ে বিকম্পিত হচ্চে, আর আপনার অনুসন্ধান কচ্চে; ভয়ে আমি সতর্ক করবার জন্য জনাকে পাঠিয়ে দিলেম। আহারের অনুরোধ করতে তিরস্কার খেয়েছি। চরণে ধরতে মূর্চ্ছা গিয়েছি। প্রভু! একটু সাবধানে থাকুন—আমি আবার যাই, আর একবার আহারের জন্য সাধ্য সাধনা করিগে।

নারদ। যাও, যাও—শীঘ্র যাও—কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য তারে ভুলিয়ে রাখগে।

[রমার প্রস্থান।

সুকু। এ সব কি কথা প্রভু?

নারদ। সুকুমারি, যথার্থই বিপদ উপস্থিত। পর্ব্বতের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলাম, সকল মনের কথা তার কাছে প্রকাশ করব। বুঝেছ ত সুকুমারি! আজ কয় দিন ধরে তাকে মনের কথা গোপন ক'রে আসচি; আমার আচরণে, আকারেঙ্গিতে সে বোধ হয় মনের কথা বুঝতে পেরেছে। তাই আমাকে খুঁজচে—

সুকু। বুঝতে পেরে থাকে পেরেইছে। তাতে-ভয় কি?

নারদ। ভয় বিলক্ষণ। সে যেমনই আমায় দেখতে পাবে, অমনি শাপ দেবে।

সুকু। শাপ দেবে—সেকি কথা, যেমন দেখবে অমনি শাপ দেবে! সর্ব্বনাশ! তবে উপায়?

নারদ। নিরুপায়। যোগিশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবে না। তবে উপায়ের মধ্যে এক তুমি। তোমায় দেখে দয়া ক'রে ভীষণ শাপ যদি না প্রদান করে, তবেই নিস্তার, নাহ'লে পরিত্রাণ নাই। ওই আসচে সুকুমারি! লুকোও—লুকোও। [নেপথ্যে মামা। মামা!

সুকু। আমি তাঁকে নরম করবার চেষ্টা করি, আপনি গাছের আড়ালে যান—(নেপথ্যে মামা) এলো এলো—(নারদের অন্তরালে গমন।) (পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। মামা—মামা—মামা—মামা—না মামা ঠিক মরেছে। কে তুমি—রমা না সুকুমারী?

সুকু। সেকি প্রভু! ক্রোধে এতই দৃষ্টি-শক্তি-হীন যে আমি কে চিনতে পারচেন না!

পর্ব্বত। চিনতে পারচি না—যথার্থই চিনতে পারচি না—ঘাতক সম্প্রদায়—বলে দাও আমার মামা কোথায়? ঘাতকেশ্বরি! কে তুমি—রমা কি সুকুমারী? যদি রমা হও, তা হ'লে গললগ্নীকৃতবাসে বলচি আমায় ছেড়ে দাও—যদি সুকুমারী হও, তাহ'লে হাতে ধরি, আমার মামাকে উগরে দাও। আধসিদ্ধ মামাকে গোলকে নিয়ে গোলকের হাওয়া খাইয়ে বাঁচাই। করালবদনে! মামা বিহনে মাতুল বংশ একেবারে নির্ব্বংশ—মামার একটু অংশ রাখ।—সব খাও, একটু অংশ রাখ।—আর কথায় কাজ নেই—মামা—মামা!

সুকু। আপনাকে কি এখনও খেতে দেয়নি, চলুন আপনাকে আহার করাইগে।

পর্ব্বত। আহার করবার আর বাকী কি রেখেছ, পা থেকে গলা পর্য্যন্ত গিলিয়েছ। শক্ত মাথা তাই সেইটে বেঁচে গেছে, তাই দুট কথা কয়ে বাঁচচি।—মামা—মামা!

সুকু। মামাকে একটু বাদে পাবেন এখন—

পর্ব্বত। মামা কি এখন জপে আছেন? কুহককুমারি! তবে কি এই অবকাশে একটা গান গাইতে পারি?

সুকু। গা'ন না—আপনাকে কতদিন অনুরোধ করেছি, কিন্তু একদিনও আমার কথা রাখলেন না।

পর্ব্বত। আচ্ছা আজ একবার রেখেই দেখা যাক্—তোমার কাছে বীণা আছে?

সুকু। বীণা?—এনে দেব?

পর্ব্বত। না অতদূর করতে হবে না—হাঁড়ী ভাঙ্গা আছে?

সুকু। হাঁড়ি ভাঙ্গা কোথায় পাব?

পর্ব্বত। সরা?

সুকু। না।

পকু। পাথর বাটী?

স্নকু। তাইবা কোথায়।

পর্ব্বত। তবে দুটি শুকন কাটী নিয়ে এস।

স্নকু। কাটী কি হবে?

পর্ব্বত। সুর বাঁধতে হবে।

স্নকু। সেইজন্য! রস ঠাকুর আমি খুঁজে দিচ্চি।—(কাটী আনিয়া পর্ব্বতকে প্রদান)

গীত।

ত্রেতা যুগে ছিল রাজা বিশ্বামিত্র।
চরিত্র তাহার বড়ই বিচিত্র॥
জাতিতে ছিল সে ক্ষত্র গাধি নাম রাজপুত্র;
করি কঠোর তপস্যা ঘূচা'ল সমস্যা
লভিল দ্বিজত্ব রাখিল যোগমহত্ব ইহত্র পরত্র।

(নারদের প্রবেশ)

স্নকু। ঠাকুর রক্ষে করুন।—আমার প্রাণ যায়।

পর্ব্বত। সেকি? এরই মধ্যে প্রাণ যাবে? সুধু চিত্তেনেই প্রাণ গেলে আমার পরচিতেনটা শুনবে কে? কি মামা গানের ঠেলায় বেরিয়ে পড়েছ? এস—মামা এস! এস মামা সুরটো বীণায় বেঁধে নাও, আর একটু যোগমাহাত্ম্য শুনে যাও।

নারদ। রক্ষা কর বাবাজী! নাও—কি বলবে বল?

পর্ব্বত। বলব আবার কি মামা? মুখ শুষ্ক কেন? চোখের কোণে কালিমা কেন? এমন সোণার শ্মশ্রুতে জটা কেন?

নারদ। কেন, তোমায় কি বলব?

পর্ব্বত। কি বলবে—কি বলবে মামা! কি বলতে প্রতিশ্রুত ছিলে, কি না বললে কি হবে বলেছিলে?

স্নকু। প্রভু! আমরা আপনার অনুগ্রহ-ভিখারিণী। আপনার ক্রোধানলে সাগর জলহীন, রবি প্রভাহীন হয়। প্রভু! ক্ষুদ্র নারীর উপর ক্রোধ প্রকাশ ক'রে নিজের গৌরব হানি করবেন না। আমার প্রতি দয়া করুন—দেবর্ষিকে শাপগ্রস্ত করবেন না, স্নকুমারীকে মহা-কলঙ্কে কলঙ্কিনী করবেন না।

পর্ব্বত। কিছু নিতেই হবে। এ আমার ক্রোধ নয়, এ আমার সত্য পালন। তবে তোমার অনুরোধে মাতুলকে ঘোরতর শাপগ্রস্ত করলেম না। দেখ মামা, বুঝেছি প্রেমমার্গে তুমি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ, দুইদিন পরে স্নকুমারী হবে তোমার নারী। কিন্তু যেই দিনে যেইক্ষণে তুমি স্নকুমারীর সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তন্মুহূর্ত্তেই যেন তুমি বানর ভাব পরিগ্রহ কর। দেখব কেমন প্রেম স্পর্শ-মণি—দেখব কেমন প্রেম বানর বদনে রতি-পতির মুখ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করে, দেখব কেমন প্রেম বানর অঙ্গে পূর্ণশশাঙ্ক শোভা বিজড়িত দেখে, দেখব কেমন প্রেম বানর বচনে ভ্রমর গুঞ্জন শ্রবণ করে।

নারদ। পাষণ্ড! আমি একে তোর মাতুল—তায় শিক্ষা-গুরু, নিরপরাধে যেমন আমাকে অভিশপ্ত করলি আমিও তোরে শাপ দিলেম। আমিও বলি, যে মহৎধনে ধনী হয়ে আজ তুই এত অহঙ্কৃত, এত আত্মবিস্মৃত, আমাকে পর্য্যন্ত অপমানিত লাঞ্ছিত করলি, তুই সেই মহৎধন হ'তে বঞ্চিত হ'—তোর স্বর্গ পথের দ্বার রুদ্ধ হ'ক। দেখি অপ্রেমিকের কঠোর যোগ সাধনা আবার কেমন ক'রে তোর নষ্ট ধন তোকে পুনঃ প্রদান করে।

স্নকু। আমিও বলি, প্রভু পদে পিতৃপদে যদি আমার মতি থাকে, তোমাকে যেন এই স্পর্শমণি স্পর্শ করে; তোমার কঠোর প্রাণ যেন বিগলিত হয়; তোমার নয়নের প্রস্তর

তারকা যেন জল বর্ষণ করে; তোমার করুণ ক্রন্দনে পশু পক্ষী তরুলতাও যেন নয়ন জলে ধরণী প্লাবিত করে। (রমার প্রবেশ) আয় রমা—আয় এই তোর হৃদয়দেবতা কঠোর যোগীর সম্মুখে দাঁড়া। শুন ঠাকুর! হর আরাধনে যদি কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে থাকি, তা হ'লে সেই পুণ্যবলে বলে রাখি, যেন এই বালিকা—এই ক্ষুদ্রবালিকা—শয়নে স্বপনে ধ্যানে তোমার হৃদয় সিংহাসনস্থিত নারায়ণের স্থান অধিকার করে।

পর্ব্বত। হা হা হা, দূর পাগলি,—দূর পাগলি, তাও কি কখন হয়? মামা, তবে আমি চল্লেম। সুকুমারি আত্মহারা মাতুলকে আমার যত্ন ক'র। রমে! মামাকে আমার রন্ধনের পারিপাট্য দেখাইও। বালিকে! লুতাজালে মাতঙ্গ পড়ে না। যাও, যথেচ্ছা যাও—কুহকাস্ত্র প্রয়োগ করবার যদি অভিলাষ থাকে, মাতুলের মত প্রেমিক যোগীর সন্ধান কর; তার ভগবৎ-প্রেম জ্ঞান স্বাত্মাবলম্বন করায়ত্ত ক'রে পায়সের সঙ্গে অনল মুখে সমর্পণ কর। এ সূচীমুখ জটারাশি ও কোমলাঙ্গ বেষ্টনের যোগ্য নয়। যোগী ধরা ব্যবসা ত্যাগ ক'রে ভগবান ধরবার উপায় কর। মামা চল্লেম—প্রেমবিহ্বল স্বস্থানচ্যুত যোগীবর! ক্রোধোন্মত্ত হয়ে আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করা তোমার ভাল হয় নাই। (প্রস্থান)

রমা। (স্বগত) কথা যখন কইনি—তখন কথা কব না; মন কি বলে বলব না, ধরা পথ ছাড়ব না। দেখব আমার কোথায় স্থান—কোথায় আমার ভগবান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কানন পথ।

রমা।

রমা। দেবাদিদেব! ব'লে দাও কোথায় যাই, কোথায় গেলে দেখা পাই। আমা হতে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ হ'ল, তাঁর স্বর্গ পথের দ্বার রুদ্ধ হ'ল! মহেশ্বর, তোমার পূজায় যে বল পেয়েছি, সে বলেও কি স্বর্গ-দ্বার ভাঙ্গতে পারব না? কেন পারব না—কোন্ বিশ্বকর্ম্মা কোন্ বজ্রে তার কবাট গড়েছে, যে তব দত্ত বলে তারে ভাঙ্গা না যায়? দেবাদিদেব! বলে দাও কোথায় যাই—কোথায় গেলে ব্রাহ্মণের দেখা পাই।

(জনার্দ্দন ও ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। দিদিরাণি! আমি তোমার সঙ্গে যাব।

জনা। না দিদিরাণি! আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রমা। কাউকেও যেতে হবে না, আমি একা যাব।

ললিতা। একা যাবে কি দিদিরাণি! সে বড় দুর্গম পথ।

জনা। সে বড় বিষম ঠাই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।

রমা। তোরা গেলে সে পথ সুগম হবে নাকি? আমি কাউকে সঙ্গে নেবো না। আমি একা যাব।

ললিতা। না দিদিরাণি! আমায় সঙ্গে নাও।

জনা। দিদিরাণি! আমায় নাও।

ললিতা। ও তুইও যা, আমিও তা। আমি গেলেই তোর যাওয়া হ'ল। কেমন না দিদিরাণি?

জনা। কথাটা শুনলে দিদিরাণি! ওটা তোমাকে ঠাট্টা করে বলা হ'ল।

ললিতা। কেন—ঠাট্টা কেন? ও যখন মার খায়, তখন আমি কাঁদি।

জনা। ঠাট্টার ওপর ঠাট্টা দিদিরাণি! ঠাকুর স্বর্গপথ হারিয়ে কোন্ দেশে চলে গেছে, আর তুমি স্বর্গ স্বর্গ ক'রে পাগল হ'লে।

ললিতা। দিদিরাণীর পাওয়া হ'লেই ঠাকুরের পাওয়া হ'ল। কেমন না দিদিরাণি? আচ্ছা দিদিরাণি! তুমি ঠাকুরকে ভালবাস?

জনা। ওর মতন সবাইকে দেখেন। ঠাকুরকে দিদিরাণী ভালবাসতে যাবে কেন? ঠাকুরের ভেতর ভালবাসবার কি আছে? কণ্ঠায় কণ্ঠায় রাগ, নাড়ীতে নাড়ীতে খিদে!

রমা। দেখ্ জনা ব্রাহ্মণের নিন্দে করিসনি—অধঃপাতে যাবি।

জনা। তাই পাঠিয়ে দাও ত দিদিরাণি! স্বর্গপথটা সে দিকে একবার খুঁজে দেখি।

রমা। দেখ্, যাবার সময় বাধা দিস্‌নি বলচি।

ললিতা। ওমা, দিদিরাণী দাদাঠাকুরকে ভালবাসে!

রমা। হাঁ বাসে, তাতে হয়েছে কি? নে পথ ছাড়্।

ললিতা। ছি ছি দিদিরাণি এমন কর্ম্ম ক'রতে হয়?

জনা। ছি: ছি দিদিরাণি, এমন কাজও করতে হয়? দিদিরাণি! লাঞ্ছনার শেষ, দেশ হবে বিদেশ, বিদেশ হবে দেশ। পদ্মফুলের হুল ফুটবে; কোকিল ডাকে বাজ হানবে; মলয় বাতাসে ঝলসে যাবে; চাঁদের কিরণে ছাই হবে। ছি ছি দিদিরাণি, এমন কাজও করতে হয়?

রমা। করেছি বেশ করেছি, আমায় ছেড়ে দে। আমি আপনার কাজে যাই।

জনা। এস দিদিরাণি! পৃথিবীটে একবার ঘুরে আসি।

ললিতা। না দিদি তুমি ঘরে থাক।

রমা। আচ্ছা তোরা আমাকে এমন ক'রে জ্বালাতন করচিস্ কেন বল্ দেখি? আমার হয়েছে কি?

ললিতা। তোমার যা হয়েছে তা ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝতে পারবে না। ওকি জনার কর্ম্ম? তাই বলচি ঘরের ধন তুমি ঘরে থাক।

জনা। ব্রাহ্মণ: ওর জন্য সব নষ্ট করলে, আর উনি তার সর্ব্বস্ব খেয়ে বসে থাকবেন?

ললিতা। তুই চুপ কর্। যে খায়, সেইত ঘরে থাকে দিদিরাণি! যে খেতে না পায়, সেই এর দোর তার দোর করে বেড়ায়।

জনা। হাঁ—বেড়ায়—তুই দেখেছিস্? কাঙ্গাল যে সে খেতে না পারলে, ছাঁদা বাঁধে। না দিদিরাণি, চল আমরা চ'লে যাই।

ললিতা। না, তুমি ঘরে থাক। দেখ দিদিরাণি! আমি একদিন একটী পাকা হরিতকী পেড়ে জনাকে দিতে গিছলেম। কোথায় যাব কুঞ্জবনে, না গিয়ে পড়লেম তোমার ঘরে। সেথায় গিয়ে শুনলেম জনা পুকুরে। গেলেম পুকুরে, সেখানে শুনলেম তোমার ঘরে। এই রকম বারকতক ঘর পুকুর ক'রে কুঞ্জবনে ব'সে হরিতকিটী গালে দেব দেব মনে করচি, এমন সময় মাথা তুলে দেখি যে জনা হাত পেতে সুমুখে দাঁড়িয়ে। তাই বলি দিদিরাণি, তুমি ঘরে থাক।

জনা। দেখ দিদিরাণি! একদিন আমার মনের সঙ্গে বড় ঝগড়া হয়। আমি বললেম, মন তোরে আজ শিবপূজা করতে হবে। মন বললে করব। শিবের ঘরে ব'সে আছি ফুল হাতে করে, চেয়ে দেখি না মন গেছে নলতের

মন্দিরে। বড়ই রাগ হ'ল, বললেম মন! তোরে আজ মেরেই ফেলব। মন আমার রাগ দেখে কাঁপতে লেগে গেল। তখন দয়া করে বললেম, মন! যদি কথা শুনিস্ ত থাক্, নইলে জন্মের মতন তোর বিসর্জ্জন। সেই অবধি মনকে যখন যা বলি, তাই শোনে। দেখবে একবার মনের সঙ্গে কথা কব। মন! 'কেন ভাই জনার্দ্দন!' —নলতের কাছে থাকবি?—'তুমি বললেই থাকব।' দিদিরাণীর সঙ্গে যাবি? 'তুমি বললেই যাব।' দেখ্, নলতের কাছে যাস্‌নি—'না'। তার সঙ্গে কথা কসনি 'না।'

ললিতা। কই শুনি, আর একবার শুনি। মন তোর কত বস মেনেছে!

জনা। মনকে আমি মুটোর ভেতর পুরেছি।

ললিতা। কই আর একবার বল দেখি, চোক বুজে বল।

জনা। মন!

ললিতা। কেন ভাই জনার্দ্দন!

জনা। তোরে যদি আমি ছেড়ে দি?

ললিতা। তাহ'লে পালিয়ে যাই।

জনা। যদি ধরতে যাই?

ললিতা। ধরা না দিলে ধরে কে? পাহাড়ে উঠলে তুমি, আমি উড়ি আকাশে। তুমি গেলে বৃন্দাবনে, আমি পালাই প্রভাসে।

জনা। কি তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! দেখ্, মন, নলতেকে ফেলে আমি ইন্দ্রলোকে যাব।

ললিতা। আমিও তাহলে ব্রহ্মলোকে যাব।

জনা। আমিও অমনি গোলোকে।

ললিতা। আমিও অমনি ধ্রুবলোকে।

জনা। দেখ পাপীয়সী মন! তাহ'লে আর আমি তোর মুখ চাইব না, আমি একেবারে তার এককাঠী ওপর লোকে যাব।

ললিতা। তার এক কাঠী ওপরে যে গাধালোক।

জনা। তাহ'লে আমিও ধ্রুবলোকে থাকব।

ললিতা। সেখানে যে নলতে আছে!

জনা। তবে আমি কোথাও যাব না, আমি ঘরেই থাকব।

ললিতা। এত ছুটোছুটি করে ঘরেত আবার ফিরতে হ'ল। চল দিদিরাণি! আমরা ঘরে যাই।

রমা। দেখ্ নলতে, দেখ্ জনার্দ্দন! তোরা আমাকে পাগল কর।

জনা। তাহ'লে আমার সঙ্গে এস।

ললিতা। তাহ'লে আমার সঙ্গে এস। ও নিজেই পাগল, ও আবার পাগল করবে কি?

জনা। না'ও এস।

ললিতা। না'ও এস।

রমা। অমন ক'রে টানাটানি কেন? তোরা দুজনে আমাকে ছিঁড়ে দুভাগ করে নে—আমায় মেরে ফেল্।

ললিতা। দেখ্ ভাই জনা—আয়ত ঠাকুরের ঝুলি খুঁজে দেখি ভোলা ঠাকুর ছোট ঠাকুরকে ঝুলির কোথায় পুরে রেখেছে।

জনা। সেই ভাল।

(রমার হাত ধরিয়া গীত)

নয়ন মেলি চাও না মহেশ্বর।
তোমার কৃপার কণায় ভুবন ভরায় আমরা কিহে পর।
সজল চোখে চাই,
আকুল প্রাণে কইতে কথা প্রাণের গাথা গাই।
আকুল প্রাণে সমীর সনে রোদন বিলাই।
আকুলে সকল ভুলে সব ঢেলেছি চরণ পর।
তবুত শুনলে না কাণে,
তবুত পড়ল না ফুল লাগল না প্রাণে।
তবে কি এমনি করে ঘুরে ঘুরে দিন যাবে হে দিগম্বর।
ছিছি হে অভয় বরে করে ধ'রে দেখাও কেন বিষধর।

নেপথ্যে। হর হর হর বোম্! হর হর হর বোম্।

জনা ও ললিতা। ওই গো দিদিরাণি।

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অধিত্যকা পথ।

পর্ব্বত।

পর্ব্বত। হর হর হর বোম্। হর হর হর বোম্। আরে ম'ল আবার সেই অধিত্যকা—ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আবার সেই অধিত্যকা? অনাহারে অনিদ্রায়, পঞ্চদশ দিন অবিশ্রাম পথ পর্য্যটনের পর আবার সেই অধিত্যকা? কোথা স্বর্গ কোথা স্বর্গ করে পঞ্চদশ দিবসব্যাপী উন্মত্ততার পর আবার কি সেই অধিত্যকায় ফিরে এলেম? সেই সর্ব্বনাশীর গীতময়ী এ ললিত-ভীষণা অধিত্যকার হাত হ'তে কি আর আমার নিস্তার নাই? এ অনন্ত বিস্তার গোলোকধাঁধার কোটী কোটী পথের আরম্ভ ও শেষ কি এই এক অধিত্যকা? দূর হ'ক, আর আমি হাঁটব না। হেঁটে আর সংখ্যা করতে পারব না। আর আমি হাঁটব না; আর মিছামিছি পথ চলে দেহের অবসাদ আনব না, প্রাণে আশার স্থান দেব না, পরস্পর বিরোধী কতকগুলো তর্কের প্রতিষ্ঠা করব না। আমি এই অধিত্যকাতেই থাকব। এই অধিত্যকার যে শিলাতলে বসে কুহকিনী প্রকৃতির উন্মাদনী শোভাকর্ষণে আমার মনকে প্রথম স্বাধীনতা দিয়েছি, সেই শিলায় আবার বসব। দে অধিত্যকা আমায় জল দে, দে অধিত্যকা আমায় ফল দে! আয় আয় অধিত্যকা আয়—আয় তোর কোলে মাথা রাখি—আয় তোর তুষারধবল কোমল অঙ্গে অনন্ত শয়নে শুয়ে থাকি! (শয়ন)

(নেপথ্যে গীত)।

সে যে ছড়িয়ে গেছে ফুল।
কি লয়ে আর গাঁথি মালা করি কাণের দুল,
ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেছে ফুল।

ওরে বাবারে! আবার গান যে! কি সর্ব্বনেশে স্থানে আমায় পাঠিয়েছ ভগবন্! এখানে পাথরেও গান গায়! ঠাকুর আমায় শূলে দাও, সুদর্শনে খণ্ড খণ্ড কর, যে কোপানলে মদন ভস্ম করেছিলে, তাই দিয়ে আমায় পুড়িয়ে মার। কিংবা অন্য যত রকম শাস্তি তোমার ভাণ্ডারে আছে, সব আমার মাথায় ঢাল। তাতেও আমি মনস্থির রাখব। না পারি আর আমায় তুমি নিয় না, না পারি আর আমার কথা কাণে তুলো না। তুলে লও—মর্ত্ত্য হ'তে গান তুলে লও। এক গান-বাণ প্রহারে তুমি ত্রিভুবনে ছুটেছিলে, আর আমার পেছনে সহস্র গান—লক্ষ গান—কোটী গান—কেবল গান! ভগবন্! অনাহারে দেহ জর্জরিত, আমি চলচ্ছক্তিহীন; পিপাসায় তালু শুষ্ক, আমি বাক্‌শক্তিহীন। বড় অন্তর্যাতনায় আজ তোমাকে ডাকচি। আজ পোনের দিন তোমার অর্চ্চনা হ'তে বঞ্চিত। ঈশ্বর রক্ষা কর—ঈশ্বর রক্ষা কর।

(ফল ও জল লইয়া বালকবেশে ললিতার প্রবেশ)

যে সে ছড়িয়ে গেছে ফুল।
কি লয়ে আর গাঁথি মালা করি কাণের দুল।
ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেছে ফুল।
সে যে কোথায় আছে বলে না কারে।
বেড়ায় ভুবন কিসের কারণ কোন পথ ধ'রে,
তাইত জ্বালা ডুবিয়ে গলা ভাসতে টানে পাই না কুল।

মিনি সুতোর গাঁথা মণিহার—
হৃদয় রতন মুদে নয়ন দেখে কে বাহার।
সে যে আসবে ব'লে এলোনা গো, কথায় কথায় ভুল।

পর্ব্বত। আরে ম'ল। এটা আবার কেরে? —দূর হ'ক ছাই, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকি।

ললিতা। (অগ্রসর হইয়া) ঠাকুর, কিছু জল খান।

পর্ব্বত। কে তুই?

ললিতা। ঠাকুর তুমি কাঁদছিলে।—আর কেঁদো না, এই জল খাও। ঠাকুর, মুখ তোল, এই দেখ আমি তোমার জন্য সুশীতল জল এনেছি, সুমিষ্ট ফল এনেছি।

পর্ব্বত। কে তুই আগে না বললে আমি মুখও ফিরাব না, জলও খাব না।

ললিতা। তবে জল আর ফল, তোমার পাশের কাছে রইল—আমি চল্লেম। (প্রস্থান)

পর্ব্বত। যা—দূর হয়ে যা। (চারিদিকে চাহিয়া) সত্য সত্যই গেল নাকি? (উঠিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া) সত্য সত্যই গেল নাকি?—বলি ও—ও বালক! তোর ফল ফিরিয়ে নেবা! দ্বাদশ বৎসরের কঠোর তপস্যায় যে ফল পেয়েছি, তাতে আবার ফল! ওরে—ওরে—আরে মল এ বাতাসে মিলিয়ে গেল নাকি?—ওটা আর কেউ নয়, ওটা অধিত্যকা।—বলি ওরে অধিত্যকা! আর একবার দেখা দে; আর একবার আমার কাছে এসে বল্—ঠাকুর, এই ফল খাও।—তা না হ'লে আমি কিছু খাব না, ফেলে দেব—ফেলে দেব। শুনলি নে—শুনলি নে? তবে রস্ তোর ফলের দফা রফা করি। (ফল ফেলিতে উদ্যত) (জনার্দ্দনের প্রবেশ) আরে ম'ল আবার একটা যেরে। এটার আবার চুড়ো ধড়া। এটা আর কিছু নয়, এটা অধিত্যকার শিং।

জনা। বলে তুমি কাঁদচ, তুমি কাঁদচ? সমস্ত দণ্ড কাঁদাবে, সমস্ত দিন কাঁদাবে, সম্বৎসর কাঁদাবে, যাবজ্জীবন কাঁদাবে; আবার বলবে হাঁগা তুমি কাঁদচ? দেখা দিয়ে কাঁদাবে, লুকিয়ে কাঁদাবে, হেসে কাঁদাবে, কেঁদে কাঁদাবে; আবার কথায় কথায় বলবে হ্যাঁগা তুমি কাঁদচ?

পর্ব্বত। একটা সুবিধে দেখচি—এটাতে গান নেই। তবে কথা গুলোয় ক্ষুরের ধার। ছেলেটা কথা না কইত! বলি ওরে বালক, একটা কথা শোন।

জনা। কি গা।—কে গা তুমি? কি বলচ?

পর্ব্বত। এগিয়েই আয় না—ওখান থেকেই কি বলচ বললে শুনবি কি?

জনা। না বললে আমি যাব না।

পর্ব্বত। আরে ম'ল! কাছে না এলে বলব কি? আবার পেছিয়ে যায়!

জনা। আমাকে আগে না বললে আমি যাব না।

পর্ব্বত। আরে ম'ল এ ত বিষম জ্বালা গা। মর্ত্ত্যলোকের কি সব বেয়াড়া? আরে গেল শোন্ না!

জনা। আমি শুনব না।

পর্ব্বত। দেখ চুলের ঝুঁটি ধ'রে কাছে এনে শোনাব বলচি।

জনা। কই শোনাও দেখি, এই আমি পালালুম—কেমন ক'রে শোনাবে শোনাও না। (প্রস্থান)

পর্ব্বত। ওরে যাস্‌নে যাস্‌নে, শোন্ বলচি—শোন্। মিনতি ক'রে বলচি, হাত জোড় করে বলচি, শোন্। ওরে ভাই! দয়া করে বানুনের একটা কথা (জনার্দ্দনের পুনঃ প্রবেশ) শোন্।

জনা। নাও, কি বলবে বল ; এই তোমার কাছে এসেছি কি বলবে বল। এই নাও আমার ঝুঁটি ধর, ধ'রে কি বলবে বল। আমি মিনতি সহ্য করতে পারি না ঠাকুর !

পর্ব্বত। এখানে গরমের কেউ নয় তাকি জানি! সেটাকে এমন করে মিনতি করলে বোধ হয় ফিরত!—না আর তোর ঝুঁটি ধরব না, আর তোরে কটু কথা বলব না—তোরে কেবল আদর করব।—নে ব'স্, এই খা।

জনা। সেটা সেটা করছিলে—সেটা কে গা?

পর্ব্বত। আর দুঃখের কথা বলিস্‌নি ভাই। সেটাও তোর মতন একটা নির্দ্দয়! আমাকে এসে জল দিয়েছে। কিন্তু আমিও এমনি পাষণ্ড, কটু কথায় তারে দূর ক'রে দিয়েছি।

জনা। তা এ ফল আমায় দিচ্চ কেন?

পর্ব্বত। আবার গোল করে—নে কথা ক'সনি চুপটী মেরে বসে এই ফল খা।

জনা। আগে বল—না বল্‌লে খাব না।

পর্ব্বত। দেখ্ ভাই! আমি বড় কোপন স্বভাব। আমার কথা কাটালে সহসা ক্রোধ বাড়ে। কথা ক'সনি ফল খা।

জনা। না বল্‌লে, আমি খাব না।

পর্ব্বত। তবে দূর হয়ে যা। (জনার্দ্দন প্রস্থানোদ্যত, পর্ব্বত হাত ধরিয়া) ভাল বলচি ; তাহ'লে খাবি ত?

জনা। আগে বল। না বল্‌লে কিছু লতে পারব না।

পর্ব্বত। দেখ্, এক একবার ইচ্ছে হচ্চে, তোর মুণ্ডপাত করি। কিন্তু কি বলব, আমার দর্পচূর্ণ হয়েছে। তবে শোন্ অবাধ্য বর্ব্বর বালক! শোন্ আমি পোনেরো দিন নিরাহার।

জনা। তবে এ ফল আমায় দিচ্চ কেন?

পর্ব্বত। আমি এফল ভগবানকে নিবেদন করতে পারচি না। দেখ্ ভাই, আমার কাণ দে বিষ ঢুকছে। কাজেই আমার কথা বিষমিশ্রিত। বিষের ভয়ে ভগবান আমার কাছে আসচে না।

জনা। কেন তোমার কথাত বড় মিষ্টি, এমন কথায় ভগবান এলো না? তুমি ও ভগবানকে ত্যাগ কর।

পর্ব্বত। ভগবানকে ত্যাগ করব কিরে নরাধম?

জনা। ত্যাগ ত করেই রেখেছ, তা আমার ওপর রাগলে কি হবে? যদি রাগ না কর ত একটা কথা বলি। বোধ হয় তুমি কার ভগবান ; সে তোমারে চায়, তুমি তারে ত্যাগ করেছ। নিরুপায় হয়ে সে তোমার ভগবানকে ধরেছে। হাত পা বাঁধা ভগবান আর তোমার কাছে আসতে পারচে না। এমন ক'রে কদিন রয়েছ?

পর্ব্বত। আমি কি আর আছিরে বোকা ছেলে? আমি থাক্‌লে কি আমার কাছে দাঁড়াতে পারতিস্? দেখ্ তোকে দেখে আর একবার সেটাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্চে। সেটা আমায় আজ কাঁদিয়েছে ; কাঁদিয়ে আবার বলে, হাঁগা তুমি কাঁদচ? (ললিতার প্রবেশ) আয় আয় ভাই আয়, আর তোরে তাড়াব না, আর তোরে কটু কথা বলব না।

ললিতা। কি ঠাকুর। আবার তুমি কাঁদচ?

পর্ব্বত। ওই শোন্ শুনলি?

জনা। তুই কাঁদিয়ে গেছিস্, আবার এসে বলচিস্ কাঁদচ? দেখ ঠাকুর তুমি ওর সঙ্গে কথা কয়ো না।

ললিতা। ঠাকুর আমি তোমায় কাঁদিয়ে গেছি?

পর্ব্বত। না না, তুই কেন?

জনা। তবে কে, বলত ঠাকুর, আমি তারে মেরে আসি।

ললিতা। বলত কে আমি তারে বেঁধে নিয়ে আসি। আনলে কি বকসিস্ দেবে?

পর্ব্বত। তাহ'লে তোদের ভগবানের কাছে নিয়ে যাব।

ললিতা। ভগবান! ও বাবা! সে আবার কি?

পর্ব্বত। সে যে কি তা বলবার যো নাই; সে বড় সুন্দর।

ললিতা। হাঁগা! সে এর মত সুন্দর?

জনা। সে সবার সুন্দর, সবার বড়।

ললিতা। হাঁগা সে এর গলা পর্য্যন্ত হবে?

পর্ব্বত। দূর বাঁদর ছেলে! এযে এতটুকু।

ললিতা। ও হরি! ঠাকুর কাণা! আয় ভাই! আমরা তবে চ'লে যাই। না ঠাকুর! তোমার ভগবানে আমার কাজ নেই। ভাই পালাই আয়, ঠাকুরের কাছে থাকলে ছোট হয়ে যাবি।

(জনা ও ললিতার দ্রুত প্রস্থান)

পর্ব্বত। আরে ম'ল! আবার গেল যেরে! ওরে আর একটা কথা শোন্। ওরে তোরা যথার্থই বড়, ওরে তোরা ভগবানের চেয়েও বড়, শোন্, এই ফল নিয়ে যা। আমি ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ওরে!

(বালকবেশে রমার প্রবেশ)

রমা। আর ওরে, ওরা আর আসচে না। তোমার সবার বড় ভগবানকে ওদের চেয়ে ছোট করলে, ওরা আর তোমাকে বিশ্বাস করবে কেন?

পর্ব্বত। য়্যা কে, তুমি—কে তুমি? (হস্তধারণ) রমা!

রমা। রমা কে ঠাকুর?

পর্ব্বত। কে তুই—কে তুই?

রমা। আমি বাদল।

পর্ব্বত। তুই বাদল—তুই আমার মুণ্ডু। দেখ্ তোরে আমি এক কথা বলছি, আমি দাসত্ব করব না।

রমা। ছি! দাসত্ব কি মানুষে করে? দাসত্ব যে না করে, তারে আমি বড় ভালবাসি।

পর্ব্বত। আবার সেই কথা। সত্য করে বল্ তুই কে? না না, তুই বাদল। তোর চখে জল—তুই যথার্থই বাদল!

রমা। আমি ত বাদল, তুমি কাঁদচ কেন ঠাকুর?

পর্ব্বত। আবার কথা? দেখ্ বাদল আমি পোনেরো দিন অন্নজলহীন। আবার যদি অনাহারে ঘুরি, যদি অনাহারে মরি, তা'হলে তোর ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে।

রমা। তবে এস ঠাকুর! তোমায় পায়েস রেঁধে খাওয়াই।

পর্ব্বত। পায়েস—পায়েস? দেখ্, আমি জল তুলতে পারব না।

রমা। সে তোমার ইচ্ছা।

পর্ব্বত। ইচ্ছা—ইচ্ছা? ইচ্ছায় বুঝি দাসত্ব নাই?

রমা। সে তুমি বলতে পার। একি, এ ফল পেলে কোথা?

পর্ব্বত। ফল—ফল! কই ফল, কোথা ফল? দেখ্ রমা, না না তুই বাদল।

রমা। রমাটা কে ঠাকুর!

পর্ব্বত। দেখ বাদল! এই এমন ফল, আমি ভগবানকে নিবেদন করতে পারিনি। দেখ, পোনের দিন আমার পূজা হয়নি। এখানকার জলে কীট, ফুলে কীট, এখানকার বিল্বপত্রে বড় বড় চক্র।

রমা। সত্যি! কই আমিত কখন দেখিনি ঠাকুর। আমি পূজার জন্য ফুল জল রেখেছি। তবে কি তাতে কীট আছে! দেখ দেখি ঠাকুর এ ফলেও কি কীট আছে!

পর্ব্বত। এখন আমার ঝাপসা ঠেকচে। এখন আমি বুঝতে পারব না।

রমা। তবে ঝাপসা চোখেই ভগবানের পূজা করনি কেন, তা'হলেত আত্মাকে এত কষ্ট দিতে হত না!

পর্ব্বত। কি বল্লি—কি বল্লি? কে তুই—কে তুই? দেখ্—রমা, না না বাদল, তুই আমাকে পূজা করাতে পারিস্?

রমা। রমাটা কে ঠাকুর, একশ বারই রমা রমা করচ, সে তোমার কে? তোমার রমা রমা শুনে, আমার রমা হতে ইচ্ছা যাচ্ছে।

পর্ব্বত। তাই হ' তাই হ', কিন্তু দেখ্ রমা তুই আমাকে আদেশ করিস্নি, আমি দাসত্ব করতে পারব না।

রমা। দাসত্ব করা তোমার ইচ্ছা, আদেশ করা আমার ইচ্ছা; তুমি না শুনলেই ত পার!

পর্ব্বত। তবে দে রমা, আমায় শাস্তি দে—দে রমা, আমায় স্বর্গ পথের দ্বার দেখিয়ে দে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ কুটীর সম্মুখ।

জনার্দ্দন ও ললিতার প্রবেশ।

গীত।

বল দেখি কে এসেছে।
যে আসব না আসব না ক'রে, অনেক দূরে পা দিয়েছে।
যে কইব না কইব না ক'রে
কইতে কথা দেয় না কারে,
আপন মনে যারে তারে, মনের বাঁধন খুলে দেছে।
যে দেখা দিলে যায় গো জ্বলে,
না দেখলে ভাসে নয়ন জলে,
কাছে গেলে দূর স'রে যায়, সবুলে ফেরে পাছে পাছে।
উদাস প্রাণের বেচা কেনা
পথের ধুলো মাথার সোণা,
না জেনে মন আপনা আনাগোনা সার ক'রেছে।

(কলসী মস্তকে পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। আরে মল! আবার তোরা! দেখ তোদের গেরো ঘুনিয়ে এসেছে বলে রাখছি।

জনা। হাঁগা আমায় একটু জল দেবে?

পর্ব্বত। পেটে কি মরুভূমি পূরে এসেছিস্, এগার কলসী জল খেলি ছোঁড়া, আবার জল!

ললিতা। তবু এখনও আমি চাইনি।

পর্ব্বত। তোরা দুটোতে আমাকে মেরে ফেলবার সঙ্কল্প করেছিস নাকি?

ললিতা। কার জন্য জল নিয়ে যাচ্চ বল, না বললে আমরা আবার জল চাইব।

জনা। বল না, কার হুকুমে কলসী কলসী জল তুলচ?

পর্ব্বত। হুকুম আবার কার? আমার জল তোলা খেয়াল হয়েছে।

জনা। ঠাকুর, আমার বড় পিপাসা, জল দাও।

পর্ব্বত। জল খেয়ে মরচ কেন? এই জলে পিণ্ডি বাঁধা হ'বে, তাই খেয়ো।

ললিতা। ঠাকুর আমার বড় পিপাসা জল দাও।

পর্ব্বত। দেখাদেখি তোমারও জেগে উঠল! (কলসী রাখিয়া) নে আয়, এসে এই মাথার কলসীটে ভাঙ। রক্তে জলে ঘিয়ে ফলার হয়ে গা দিয়ে গড়াবে, তোরা দুটোতে শুয়ে পড়ে খা। ওরে ভাই, সে উননে আগুন

দিয়ে বসে আছে, এই জল নিয়ে গেলে তবে রান্না হবে; তোদের পেট ভ'রে পায়েস খাওয়াব আমায় ছেড়ে দে।

ললিতা। ঠাকুর পিপাসায় আমার প্রাণ যায়।

পর্ব্বত। আমর! সুধু পিপাসা নিয়ে ধরায় এসেছ, খিদে নেই? মরণ খিদে কর না। ওরে ভাই আমার ঘাড় পিঠ ধরে গেছে; এবার জল তুলতে হ'লে ম'রে যাব। ওরে এক ক্রোশ তফাৎ থেকে জল আনচি।

জনা। তবে বল সে তোমার কে?

পর্ব্বত। আমি বলব না, মরে গেলেও বলব না।

জনা। তবে আমরাও জল চাইতে ছাড়বানা।

ললিতা। বল না, তুমি কার বাড়ী দাসত্ব করচ?

পর্ব্বত। তবেরে হতভাগা ছেলে! (প্রহারোদ্যত)

ললিতা। ঠাকুর, বড় পিপাসা জল দাও।

জনা। ঠাকুর, বড় পিপাসা জল দাও।

পর্ব্বত। ও রমা। রমা! ওরে আমায় বাঘে ধরেছেরে।

জনা। আয় ভাই। আমরা আর কোথাও যাই। ওগো! এ বনে কে আছ আমাদের জল দাও।

পর্ব্বত। শোন্ শোন্। আচ্ছা খা, ফের খা, দেখি কতবারে তোদের পিপাসা মেটে।

ললিতা। না ঠাকুর, তোমার জল আমরা খাব না। তোমার জলে আমাদের পিপাসা মিটবে না।

জনা। বলেছি ত ঠাকুর, এ আমাদের সত্যের পিপাসা। সত্য কথা বল, এক গণ্ডূষ জলে আমাদের পিপাসার শান্তি হবে।

পর্ব্বত। পাষণ্ড! তবে কি আমি মিথ্যাবাদী? জল তোলা আমার ইচ্ছা।

ললিতা। তবে চল ভাই। ও কথায় আমাদের পিপাসা মেটেনি, ও কথায় আমাদের পিপাসা মিটবে না। ওগো কে আছ জল দাও।

[জনার্দ্দন ও ললিতার প্রস্থান।

পর্ব্বত। তবে কি আমি আত্মগোপন করচি? তবে কি সেই বালকটার কথায় জল আনা আমার দাসত্ব? না না, জল আনা আমার ইচ্ছা। ভাল, না আনতে আমার ইচ্ছা হয় না কেন? আমার এ ইচ্ছাকে বশে আনলে কে? বালক?—না সে যে রমা! তারে রমা বলতেই আমার ইচ্ছা হয়, রমা ব'লেই আমি তৃপ্তি পাই। রমা! রমা! সেই রাক্ষসীই আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে। সেই রাক্ষসীর উপর অভিমানেই আমার জল তোলবার এই অদম্য বাসনা। রাক্ষসী! আমার কি করলি? নিজে পারলিনি তাই একটা বালকের বুকে বিশ্বাকর্ষিণী কথা ঢেলে আমাকে দাস করলি?

(রমার প্রবেশ)

রমা। কে জল চাইলে? জল জল ক'রে কে কাঁদলে?

পর্ব্বত। দেখ্, পাষণ্ড বালক! আর আমি তোর কাছে থাকব না।

রমা। কেও তুমি! জল চাইলে?

পর্ব্বত। দেখ্, আর আমি তোর পায়স খাব না।

রমা। কেন ঠাকুর, আমি কি অপরাধ করেছি?

পর্ব্বত। আমাকে জল তুলতে বললি কেন?

রমা। আমি পায়স রাঁধব ব'লে; কেন তাতে কি হয়েছে?

পর্ব্বত। পাষণ্ড আমাকে দাস করলি, আবার বলিস্ কি হয়েছে?

রমা। ক্ষুধা তৃষ্ণার দাসত্ব কে না করে ঠাকুর?

পর্ব্বত। তাতে তোর কথা শুনব কেন পাপিষ্ঠ নরাধম বর্ব্বর বালক! দেখ্, তুই আমাকে বড়ই তৃপ্তি দিয়েছিস—রমা হয়ে আমার স্বর্গ স্বর্গ করা প্রাণকে স্বর্গের ছবি দেখিয়েছিস। আমাকে সুন্দর ফুল ফল দিয়ে ভগবানের পূজা করিয়েছিস; আমার প্রাণ রেখেছিস, মান রেখেছিস; আবার যে স্বর্গপথের অন্বেষণ করতে পারব, তার বল দিয়েছিস। তাই তোকে কিছু বললেম না, নইলে তোকে ভস্ম ক'রে ফেলতেম। যা—আমার সুমুখ থেকে চলে যা। আমাকে আদেশ করলি, আমাকে দাসত্ব শেখালি! আর আমি তোকে রমা বলব না।

রমা। যাও—এখনও যদি তোমার জ্ঞান না জন্মাল, তাহলে আর তোমারে ধরব না। যোগীবর প্রভুত্বের তোমার গর্ব্ব কই? দাসত্ব তুমি না কর কার? ভগবানের উপর বল প্রয়োগ করতে তুমি দাসত্ব না কর কার? বৃক্ষলতা গুল্মের দাসত্ব কর, ভাল ফুল ফল না হ'লে তোমার পূজা হয় না; জলাশয়ের দাসত্ব কর, ভাল জল না হ'লে তোমার আচমন হয় না। এই অকিঞ্চিৎকর দেহের দাসত্ব কর, দেহরক্ষা না হ'লে তোমার প্রাণায়াম হয় না। দাস যে সূর্য্য—তারও তুমি দাসত্ব কর, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে তোমার কার্য্য পণ্ড হয়। তোমার আবার প্রভুত্বের অহঙ্কার? যাও ঠাকুর যাও, তুমি বুঝলে না—আর তুমি বুঝবে না। ভাল, আজ তুমি কার দাসত্ব করলে? এই তুমি ক্ষণেক আগে না আমায় বললে ত্রিভুবনে রমা কেবল আমার আপনার। আমি যদি আপনার হলেম, তাহ'লে আপনার ইচ্ছামত কার্য্য কি দাসত্ব?

পর্ব্বত। কে তুই—কে তুই—রমা, আমার রমা?

রমা। কে জল চাইলে, জল জল ক'রে কে কাঁদলে? (প্রস্থান)

পর্ব্বত। এ জগতে পিপাসা নাই কার? তবে অপরে পিপাসায় জল অন্বেষণ করে, আর আমি নদী ছেড়ে মরুপ্রান্তরে ঘুরেবেড়াই। রমা আর আমায় ফেলে যাসনি।

(জনার্দ্দন ও ললিতাকে ধরিয়া ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেম। পোড়ারমুখো ছেলে, পোড়ারমুখ মেয়ে, আমায় কাঁদিয়ে বনে এসেছ, পুরুষ সেজেছ, চূড়া ধড়া পরেছ! চল একবার ঘরে চল।

জনা। ও দিদি ব্যথা, হাতে ব্যথা, ছাড়—ছাড়।

ললিতা। লাগে—লাগে ছাড়।

ক্ষেম। ছাড়ব? আমায় অন্ধ করে চলে এসেছ তোমাদের ছাড়ব? আমার অন্ধের নড়ী, নয়নমণি, হতভাগা ছেলে হতভাগা মেয়ে তোদের ছাড়ব? এবার থেকে হাত পা বেঁধে দুটোকে ফেলে রাখব।

ললিতা। উঃ উঃ, ও দিদি আমি অমনি যাচ্ছি ছাড়।

জনা। ওগো ব্যথা ব্যথা—আমার হাত ছাড়, না ডাইনি বুড়ী।

পর্ব্বত। বালক জলপান কর্। বালক! আমি দাস, সত্য বলছি দাস। দাসত্ব করা আমার ব্যবসা। ওরে! দ্বাদশ বারের উদ্যম আমার নিস্ফল করিসনি?

ক্ষেম। কেয়্যা মিনসে, কি লোক তার ঠিক নেই, কে তোর জল খাবে ?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নদী তীরস্থ কানন।

রমা।

রমা। প্রভু। আর একবার তোমার অবাধ্য হব, আর একবার তোমায় ঘোরাব, আর একবার কাঁদাব। অপরাধ লয়ো না মহেশ্বর! এ আমার সাধ। ব্রাহ্মণ—নারায়ণ—যোগীশ্বর! তোমার লাঞ্ছনা ভিক্ষা করি। ব্রহ্মরূপী দ্বিজবর তোমায় করায়ত্ত করাই যে আমার কামনা। ভক্তাধীন! আমায় ঈশ্বরী কর, আমার দাসত্ব কর। এসে একবার বল, "রমা! আমি তোর দাস।"

(ললিতার প্রবেশ।)

ললিতা। জনার সঙ্গে আর যদি বেড়াই, তা হ'লে কি আর বলেছি। এমন কঠিন জানলে কি ওর সঙ্গে আসতুম ? দোলায় দুলিয়ে, গলায় মালা পরিয়ে, কপালে টীপ দিয়ে, পায়ে নুপুর দিয়ে আলতা দিয়ে, ফাঁকি দিয়ে আমাকে আপনার করে নিলে গো—শেষে কিনা আমাকে দিয়ে ঠাকুরের লাঞ্ছনা করালে! জনার সঙ্গে আর যদি আমি কথা কই তা হ'লে—

রমা। আরে গেল, দিব্যি গালিস কেন, হ'ল কি ? জনার ওপর এত রাগ হ'ল কিসে ?

ললিতা। দেখ দিদিরাণি, হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে আমার হাঁটু পর্য্যন্ত ক্ষয়িয়ে দিলে; বামুনকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে আমাকে কঠিন ক'রে দিলে। আহা ঠাকুরের কান্না দেখে কাঁদতে পেলেম না, চোখে এক ফোঁটা জল এলো না! এস দিদিরাণি, আমরা দুজনে এক জায়গায় বসে কাঁদি।

রমা। আর কাঁদতে হবে না, ঘরে চল।

ললিতা। না দিদিরাণি ঘরে যাব না। ইচ্ছা করচে, এই যমুনার তীরে, এই চাঁদের আলোয় দুদণ্ড ব'সে কাঁদি; আর কান্নার সঙ্গে সকল দুঃখু যমুনার হাত দিয়ে মা গঙ্গার কাছে পাঠিয়ে দিই! শুনেছি মা গঙ্গার নাকি গোলোকপতির পাদপদ্ম থেকে উদ্ভব!

রমা। কি বলচিস পাগলি ? কথার শ্রী নেই ছাঁদ নেই—পাগলের মতন বলচিস কি ?

ললিতা। বলছি কি—মা গঙ্গার কাছে যদি চোখের জল আর দুঃখের কথা পাঠাই, তাহ'লে সে কি গোলোকপতির চরণে গিয়ে ঠেকবে না। দিদিরাণি, এই যমুনার তীরে, এই পুর্ণিমার ধবধবে জ্যোছনায় রাসেশ্বরী নাকি একবার এই রকম করে ঘুরেছিল।

রমা। কি রকম করে ?

ললিতা। এই বামুনের মত কেঁদে কেঁদে। ভাল দিদিরাণি, দুঃখের কথা ভাসিয়ে দিলে কি আকাশে গিয়ে ঠেকে না ?

রমা। মা গঙ্গা যদি উজান বয়। নইলে সাগরে ভাসাতে কি করতে কাঁদবি দিদি ? কাঁদতে হবে না ঘরে চল।

ললিতা। শ্রীরাধা কেমন মেয়ে দিদিরাণি, কৃষ্ণের জন্য কেঁদে কেঁদে সারা রাতটা ঘুরলে ? আর তুমিই বা কেমন মেয়ে দিদিরাণি ছোট ঠাকুরকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে সারা রাতটা ঘোরালে ?

রমা। আমি কি মেয়েরে পাগলি—আমি কি শ্রীরাধার মতন চোখে কলসী কলসী জল রাখি, যে কথায় কথায় চালব ? নে চল আর কাঁদতে হবে না।

ললিতা। দেখ দিদিরাণি! তোমার চখে কত গুলো চাঁদ ফুটেছে।

রমা। আমি যে চাঁদের গাছ।

ললিতা। না দিদিরাণি, চাঁদ ঝরচে।—দিদিরাণি! দিদিরাণি! তুমি কাঁদচ?

রমা। কান্না আসচে—পাল'ই আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জনার্দ্দন ও ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেম। এদিকে বেনা বন, এদিকে বেত, ওদিকে কাঁটা নটে, উহু উহু পা জলে গেল! ওরে টানিসনি, হাতে ব্যথা, পথে কাঁকর, এ আমায় কোথায় আনলি?

জনা। দেখতে পাচ্ছিস না! উপরে চাঁদ, নীচে যমুনা।

ক্ষেম। তোর কাছে কি কিছু বোঝবার যো আছে ছাই? কেবল কাঁটা, তার বুঝব কি?

জনা। বুঝতে না পারলে সকল লীলাতেই কাঁটা ঠেকে, তা এত রাসলীলা। এই দেখ এই শাল, এই তাল, এই তমাল বন; ওই মাধবী আর ওই মালতি; সেই শাল তাল তমালে, মাধবী মালতি পারুলে, কাঁটানটে শেওড়ায় ভেরাণ্ডায় জড়াজড়ি ক'রে নিকুঞ্জবন। ওই সেই চিরখোকা চাঁদ, আর এই সেই চির-খুকি কুল কুল ক'রে কাঁদুনি গাওয়া নাকিসুরী যমুনা। এই ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে রমা হচ্চে তোর বনে বাস করা বনমালী। ছোট ঠাকুরটী হচ্চে রাধা। হা রমা যো রমা করে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে। নলতে হয়েছেন বৃন্দা—একবার রাধার কাছে নত নাড়চেন, আর বার কৃষ্ণের কাছে গিয়ে মানের কান্না কাঁদচেন।

ক্ষেম। এইবারে যেন কতক কতক বুঝতে পারচি, তাহ'লে তুই?

জনা। আমি হচ্চি আয়ান—লাঠি হাতে একবার করে তেড়ে যাচ্চি, আর এক হাত জিব-বার-করা রক্ষেকালীকে দেখে পালিয়ে আসচি।

ক্ষেম। রক্ষেকালীটে হ'ল কে?

জনা। রক্ষেকালী আর হবে কে—এই মামা ঠাকুর! আমাকে ঠকিয়েছে মনে ক'রে মুখ মুচকে হাসচে, আর যেই পায়ের তলায় ফুল হাতে করা কুটীলাকে দেখছে, অমনি জিব বেরিয়ে পড়চে।

ক্ষেম। কুটীলাটা কেরে?

জনা। কুটীলাটা তোমার সুকুমারী; একটা বুড়ো বাঁদরের পায়ে সর্ব্বস্ব ঢেলে তন্ময় হয়ে মরচেন।

ক্ষেম। সুকুমারী কুটীলা!—বললি কি? সুকুমারী কুটীলা? তা হ'লে মিল হ'ল কেমন ক'রেরে বোকা ছেলে?

জনা। আরে ম'ল, মিল হ'লে কি আর লীলা থাকে।—মনে কর দুট সমান সমান সাপ এ তার লেজ ধরেছে ও তার লেজ ধরেছে, এখন দুটোতেই যদি দুটোর মাথা পর্য্যন্ত গিলে ফেলে, তা হ'লে বাকি থাকে কি?

ক্ষেম। তা হ'লে আর কি থাকবে—কিছুই না।

জনা। এখন বুঝলি, মিল যতদিন না হ'ল ততদিন পূর্ব্বরাগ প্রেম-বৈচিত্র্য বিরহ-বিকার দিব্যোন্মাদ,—কত রকমেরই লীলা চলে। আর যেই মিলন, অমনি বৃন্দাবন ভোঁ ভাঁ। আর একটা বুড়ীর পর্য্যন্ত চুলের টীকিটি দেখতে পাওয়া যায় না। বুঝলি জটিলে বুড়ী?

ক্ষেম। পোড়ারমুখো! আমায় বুঝি পেলি জটিলে?

জনা। হাঁ হাঁ!—তোর রাধা কুটীলে দুইই বেগড়াল, তোর আর বেঁচে দরকার কি?

এই চাঁদ, আর এই যমুনা।—এই চাঁদকে সাক্ষী করে যমুনায় ঝাঁপ খা। যমুনা সুন্দরী যত্ন করে তোরে তার দাদার কাছে নিয়ে যাবে।

ক্ষেম। কি বললি—কি বললি ?—রসতো তোর তেজটা ঘোচাই।

জনা। বল কি—বল কি ? (পলায়নোদ্যত)

(সুকুমারী ও সখীগণের প্রবেশ)

ক্ষেম। দেখদেখি মা, জনা আমাকে কাঁদিয়ে যায়।

সুকু। জনা শোন্।

জনা। আবার যাবার সময় পিছু ডাক কেন ?

সুকু। ভাই! আমার ঠাকুর কোথা গেল ?

জনা। সেই খবর নিতেই ত ক্ষেমা দিদিকে পাঠাচ্ছিলেম; তা ক্ষেমাদিদি বলে যমুনার জল কনকনে, কোন গরম পথ দেখিয়ে দে। কি বলিস ক্ষেমাদিদি ?

ক্ষেম। হাঁ বাছা, বুড়ো হয়েছি, গরম পথ না হ'লে হাঁটতে পারব না।

জনা। তবেই ত হল পোড়াতেও পারব না, জলে ভাসাতেও পারব না। তবে আয় দিদি তোরে তমালের ডালে টাঙিয়ে রাখি। বলি ওলো সখীরে! তোরা এই বেলা দিদির গায়ে হরিনাম কটা লিখে দে, আমি ললিতাকে ডেকে আনি।

ললিতা প্রাণের সখী মন্ত্র দেবে কাণে।
মরা দেহে ঝুল যেন কৃষ্ণ নাম শুনে॥

১ম সখী। ওকে ব'লে কি হ'বে ? ও শুনে কেবল ঠাট্টা করবে, ও হতে কোন প্রতিকার হবে না। চল কুঞ্জে যাই, সেখানে ভোরের মধ্যে না আসেন, তার পর সকলে খুঁজব।

২য় সখী। হাঁ দিদিরাণি সেই ভাল। খুঁজে যে বেশী কিছু ফল হবে না, সে ত এই সারারাত ঘুরে দেখা গেল।

ক্ষেম। হাঁ বাছা, তাই কর।—যা হবার তা'ত হয়েই গেছে, এখন কেঁদে আর কি করবি দিদি ?

সুকু। হাঁ ভাই জনা তা হ'লে কি উপায় হবে ?

জনা। তবে তোমরা যাও—আমি এক-বার খুঁজে দেখি।

সুকু। তোর পায়ে পড়ি একবার দেখ ভাই! রমার কাজই কেবল করবি, আমার কি করতে নেই ?

জনা। ভাল যাও না গো!

সুকু। আয় ক্ষেমাদিদি আমরা যাই।

ক্ষেম। দেখিস যেন বেত বনে পড়িস্‌নি!

(জনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

জনা। মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
না পোড়াইও রাধাঅঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখ তমালের ডালে॥
পচে যাবে অঙ্গ কাকে চোক খুলে খাবে।
কৃষ্ণকে দেখিয়া অঙ্গ লাফিয়ে উঠিবে॥

এখন কোন্ দিকে যাই ? এদিকে রাজা, এদিকে মন্ত্রী, সখীগুলো এক একটা বড়ে, দিদি আমার এক কোণা হাতী, সুমুখে যমুনা; চাল মাত হলেম দেখছি! এ বিপদ সময় কোথায় আমার ভবপারের নৌকা—আমার ললিতা সুন্দরী!

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। জনা! মামা ঠাকুরের কেমন রূপ হয়েছে দেখবি আয় ভাই!

জনা। সে আমার দেখা আছে।

ললিতা। আরে না সে বানর মূর্ত্তি নয়, এ এক চমৎকার মুর্ত্তি! মামাঠাকুর ছোট ঠাকুরের স্বর্গ পথের দোর খুলে দিয়েছে; আর ছোট ঠাকুর মামা ঠাকুরকে কন্দর্প ক'রে দিয়েছে।

জনা। আগের চেয়ে ভাল কি মন্দ বল দেখি?

ললিতা। তা কেমন ক'রে বুঝব, সে বড় দিদিরাণী বলতে পারে। তুই একবার দেখবি আয় না।

জনা। একটা বড় ভুল হয়ে গেছে; মামা ঠাকুরের আগের চেহারাটা কাকে দিলে বল দেখি?

ললিতা। কেন—তুই সেটা নিতিস নাকি?

জনা। দিদিরাণি সেই মূর্ত্তি দেখতে না পেয়ে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে! বড় দুঃখ, সকলে সবার জন্য ঘুরলে, তুই কিন্তু আমার নামটাও একবার মুখে আনলিনি!

ললিতা। আমি কে বল্ দেখি? তুই তুই করচিস্, বল্না আমি কে?

জনা। দেখ নলতে!—

ললিতা। দুর কাণা!—আমি যে জনা। নলতেই ঘুরে মরে, জনাকি কখন ঘোরে? আর সে কার জন্য ঘুরবে, সে কি নলতেকে দেখতে পারে?

জনা। তবে চল্‌ত ভাই জনা, নলতেকে সাগরে ভাসিয়ে আসি।

ললিতা। সে যে সাগরেই ভাসচে ভাই।

জনা। তবে আয় জনা তারে ডুবিয়ে আসি—তার আর অকুল পাথারে মুহূর্ত্তের জন্য বেঁচেই বা সুখ কি? সে সকল সুখ তোরে উচ্ছুগগু করে দিয়েছে। সকল দিয়ে তুচ্ছ প্রাণ নিয়ে ভেসে থাকবার তার প্রয়োজন কি? দেখ জনা, সংসারের সকল পেয়েও তার আরও পাবার লোভ ঘুচল না। কণ্ঠায় কণ্ঠায় চিনি খেয়েও, তার আস্বাদন সাধ গেল না। এবারে তার চিনি খাবার সাধ মেটাব। তারে জলে ডুবিয়ে গলিয়ে সমস্ত সাগরটাকে চিনির পানা করব।

ললিতা। না ভাই তা করা হবে না। চিনির লোভে তোর জনা হয়ত নলতে সাগরে ঝাঁপ খাবে, সাঁতার জানে না, ডুবে যাবে। সমস্ত সংসার তারে দেখতে না পেয়ে, ফেল ফেল ক'রে চেয়ে থাকবে। এখনি ত ঠাকুর ছুট ঘুরে ঘুরে মরবে। তবে চল ভাই জনা, আগে ঠাকুরদের ঘোরা ঘোচাই।

জনা। কেও নলতে! কোথায় ছিলি? কখন এলি? আমাকে চিনতে পেরেছিস্?

ললিতা। চল্ না—চাঁদ ঢলে পড়ল যে!

জনা। আয় তবে, মিটে আলোয় ডুমুর গাছে কেমন ফুল ফুটেছে দেখবি আয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুঞ্জদ্বার।

নারদ ও জনার্দ্দন।

জনা। আর কেন, ডাকতে সুরু কর না।

নারদ। র'স্ না ভাই!—তাড়াতাড়ি করিস কেন? আর একবার চেহারাটা দেখ না; দেখ্ দেখি ভ্রুদুটো ভ্রমরকৃষ্ণ কিনা?

জনা। ভ্রমর কি, তার চেয়েও বেশী; ঠিক যেন দুখানা পাথুরে কয়লার সর!

নারদ। দুখানা কিরে? তবে কি ভ্রূ আমার জোড়া নয়? দুখানা কিরে, দুখানা বললি কি? তবেই বানর ছোঁড়া আমাকে মাটী করেছে দেখছি। রূপে যদি খুঁত রইল তা হ'লে আর হ'ল কি?

জনা। না ঠাকুর! তুমি বড়ই সুন্দর!

নারদ। আরে ভাই তুই সুন্দর বললে কি হ'বে, সুকুমারী দেখে সুন্দর বলে তবেইত!

জনা। রূপ খোঁজে না কে ঠাকুর? এমন রূপ দেখে যদি সুকুমারী মুগ্ধ না হয়, তাহ'লে তার চক্ষু নেই।

নারদ। সে পক্ষে আমার কিছু সন্দেহ আছে। আমার বানর মুখ দেখে সে যখন বলত, "আহা ঠাকুর! তোমার কি সুন্দর নাক, সুন্দর চোখ! ঠাকুর! তোমার দাঁত গুলি কি সুন্দর!" যখন বলত, তখন মরমে মরে যেতেম। মনে মনে কাঁদতেম, আর বলতেম "সুকুমারি! প্রাণেশ্বরী! যদি কখন দিন পাইত তোরে দেখাব আমার এই দেহভাণ্ডারে কত রূপ আছে। রূপভিখারিণি দুদিন অপেক্ষা কর্, আমি তোকে কন্দর্পলাঞ্ছন মদনমোহন রূপ দেখাব। দেখ্‌ত ভাই, চাঁদ সুন্দর কি আমার মুখ সুন্দর?

জনা। চাঁদের দিকে যখন চাই তখন চাঁদ সুন্দর, তোমার মুখের দিকে যখন চাই তখন তোমার মুখ সুন্দর।

নারদ। তবে আর নিখুঁত হ'ল কই?—না পর্ব্বতে ছোঁড়ার যোগবল লোপ পেয়ে গেছে—ভাল ভাই দেখ্‌ত নাকটা কেমন?

জনা। টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতন।

নারদ। চোক দুটো?

জনা। কমলপত্রের মতন।

নারদ। ভ্রমর দুটো তার ভেতরে নড়চে? দেখ্ ভাই একবার ভাল ক'রে দেখ্।

জনা। উঃ! বন বন্ ক'রে ঘুরচে।

নারদ। বলিস্ কিরে, এরই মধ্যে ভ্রমর দুটো ঘুরতে শিখেছে? সব হয়েছে এখন একবার চলনটা দেখত ভাই—কেমন ঠিক মত্ত করিবরের মত নয়?

জনা। ঠিক মরালের মতন।

নারদ। তবে ত আরও ভাল হ'লরে ভাই! তা হ'লে এইবারে আমি ডাকতে পারি—কি বলিস্?

(ললিতার প্রবেশ)

জনা। খু—ব—দেখ্‌ত ভাই ললতে, ঠাকুরকে কেমন দেখাচ্ছে।

ললিতা। ও বাবা, এত বড় নাক! ও বাবা, চোখ দুটো যেন গিলতে আসচে।

নারদ। দূর হ'—আমার সুমুখ থেকে দূর হ'। কাণা তুই, রূপের ভাল মন্দ বুঝবি কি?

জনা। ও বাবা, তা এতক্ষণ দেখিনি—হাঁটু পর্য্যন্ত হাত! ও বাবা, এযে হাউ মাউ খাউরে, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউরে।

ললিতা। ওরে বাবারে।

(ললিতা ও জনার্দ্দনের পলায়ন)

নারদ। যা'—বেরো—দূর হ'। তিল ফুলের মত নাসা, আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু, আর আজানু-লম্বিত বাহু দেখে যদি তোদের ভয় হয়, তা'হলে তোদের মরাই ভাল। দূর হ' শালারা। অয়ি! প্রাণেশ্বরি কুঞ্জবিহারিণি রসিকে! অয়ি বিহিত-বিশদ-কিসলয়-বলয়ে প্রিয়গতপ্রাণা সৃঞ্জয়নন্দিনি, দ্বার খোল।

নেপথ্যে। কেগা, ঠাকুর এলেন কি?

নারদ। আরে দ্বার খোল, খুলে দেখ কেমন নব অনুরাগী যোগী এসেছে কুঞ্জের দ্বারে।

(জনৈকা সখীর প্রবেশ)

সখী। কই কে ডাকছে—ঠাকুর? কেগা তুমি—আপনি কে—কারে খুজচেন?

নারদ। কেও প্রিয়ম্বদে। বলি চিনতে পারচ না?

সখী। না—আপনি কে? পরিচিতের মত সম্ভাষণ করচেন, কিন্তু কই আর ত কখন আপনাকে দেখিনি!

নারদ। একটা আলো আন না, তাহ'লেই দেখতে পাবে। আর আলোই বা কেন, একবারেই কুঞ্জে চল, সেইখানেই ভাল ক'রে দেখো—সুকুমারী কি করচে?

সখী। সে কথায় আপনার প্রয়োজন কি? আপনি কি ভিখারী?

নারদ। ভিখারী বই কি, তবে অন্নের নয়, স্থানের। তোমাদের সহচরীর সেই রাঙা টুকটুকে পা দুখানিতে একবিন্দু—এই এতটুকু জমির ভিখারী। ওকি দ্বার দিলে যে?

সখী। বিটল ব্রাহ্মণ! রহস্য করবার কি আর লোক পেলে না!

নারদ। ওরে আমি নারদ—নারদ। ওরে দোর খোল্। বলি ও প্রিয়ম্বদা—কি হ'ল, একি রকম হ'ল? বলি ও প্রিয়ম্বদা—ও বিরজা, বলি ও অনুরাধা—জ্যেষ্ঠা—অশ্লেষা—মঘা! আরে মল, কেউ যে আর সাড়া দেয় না! ওরে দোর খোল্, না হ'লে এই দোরে মাথা খুঁড়ে মরব বলচি।

(সুকুমারীর প্রবেশ)

তোমার প্রিয়ম্বদার ব্যাভারটা দেখলে! আমাকে দেখে দরজা বন্ধ করে গেল, সাড়া দিলে না!

সুকু। আপনি কে প্রভু?

নারদ। আমি কে? কি বলচ সুকুমারি, আমি কে? এ সুন্দর মদনমোহন পুরুষপুঙ্গবটা কি তোমার নজরে ঠেকছে না?

সুকু। আপনি কি আমার ইষ্টদেবের সংবাদ এনেছেন?

নারদ। তোমার ইষ্টদেব মরেছেন।

সুকু। ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা নষ্ট কর না।

নারদ। আরে পাগলি চিনতে পারছিস না। আমিই যে তোর ইষ্টদেব।

সুকু। আমার ইষ্টদেবের এমন বানরের মত মূর্ত্তি নয়।

নারদ। ওরে করলি কি—গেলি কেন? ও সুকুমারী—ও প্রাণেশ্বরি! এ কি হ'ল—যাঁ্যা পর্ব্বতে ছোঁড়া আমার একি সর্ব্বনাশ করলে? (ক্রন্দন)

(পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। রমা—রমা—আর কেন কাঁদাস রমা? আমার শক্তি ফিরল, কিন্তু কার্য্য কই? দৃষ্টি ফিরল, কিন্তু সেই নয়নরঞ্জন দৃশ্য কই? স্বর্গপথের দ্বার খুলল, কিন্তু ভগবান কই? রমা—রমা! দেখা দে; শক্তিমান হয়ে আমি গতিহীন, ভুবনেশ্বর হয়ে আমি কপর্দ্দকশূন্য।

নারদ। নরাধম—পাষণ্ড—গুরুদ্রোহী!

পর্ব্বত। কেও—মামা?

নারদ। তোর স্বর্গপথের দ্বার খুলে দিয়ে, আমার এই প্রতিফল?

পর্ব্বত। কেন মামা এমন কথা বললে? মামা—মামা। ওকি কাঁদ কেন? একি ধরণী ভাসিয়ে দিলে যে! মামা—মামা!

নারদ। আমায় বানর কর্, তোর দত্ত রূপে আমার সর্ব্বনাশ হ'ল, সুকুমারী আমায় দেখে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আমায় বাঁনর কর্—সেই থেবড়ো নাক দে, সেই কোটরপ্রবিষ্ট চোখ দে, সেই আকর্ণ-বিশ্রান্ত মুখ দে, সেই কঙ্কালের মত হাত দে, সেই কদাকার মূর্ত্তি দে। দিলি নি, কই দিলি নি? পাষণ্ড যাস কোথা?

পর্ব্বত। রমা—রমা! অজ্ঞান মামার কথায় আমার জ্ঞান ফিরেছে, আমায় আর একবার দেখা দে।

নারদ। বটে এমন ধারা? তাইত—এতক্ষণ আমি করেছি কি?

পর্ব্বত। তুমিও যা করেছ, আমিও তাই করেছি। মামা, এই বিষ এই অমৃত করে বিষের জ্বালায় জ্বলে মরেছি। স্বর্গ পথের সহস্র দ্বার, তবে আর কেন জটিল বন্ধুর শৈলপথে দেহের পীড়ন ক'রে খড়া বেয়ে উঠব, রমা-স্রোতস্বিনীতে ঝাঁপ খাব। সেই ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা মানময়ীর প্রেমতরঙ্গে নাচতে নাচতে স্রোতের টানে গা ভাসান দে চোখ বুজে চলে যাব। রমা—রমা!

নারদ। সুকুমারি—সুকুমারি! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

পর্ব্বত।

পর্ব্বত। কই কোথা গেল, রমা আমার কোথা গেল, ঈশ্বরী আমার কোথা গেল? আয় রমা আমি তোর দাসত্ব করি (পট পরিবর্ত্তন) আহা! এই যে, এই যে সহস্রদল-কমল-বেষ্টিত শূন্য সিংহাসন! এ সিংহাসনাধিষ্ঠাত্রী দেবী কই—রমা কই? না না হয়নি, এখনও হয়নি, এ উচ্চসিংহাসনে আরোহণ করবার পাদপীঠ কই, সিংহাসনমূলে আমার প্রাণ কই? এই নে রমা, এই প্রাণ তোর সিংহাসনের সোপান। প্রেম—প্রেম—বিশ্ববিজয়িনী প্রকৃতি! এইনে তোর চরণে আমার সকল অঞ্জলি—এই অহঙ্কারের অঞ্জলি, এই যোগফলের অঞ্জলি, এই আমার অস্তিত্বের অঞ্জলি।

(রমা ও সখীগণের প্রবেশ)

গীত।

সখীরে প্রাণের জ্বালা কে নিল তুলে,
সে বুঝি এসেছে পথ ভুলে।
সজনি আয় আয় আয়,
হাতে হাতে ধরি চারি ধারে ঘেরি
লুকোচুরি খেলে শ্যামরায়।
সে বুঝি বুঝেছে রাধা ছলা না জানে।
তার, কাছে রেগে বামে থেকে মন না মানে।
কি করিবে তাই ভেবে কত কি বলে।
কভু হৃদয়ে জড়ায় কভু আঁখিতে আঁখিতে রাখে তায়
কখন দারুণ মানে যায় সে গলে,
তাই, কাছে এলে যায় অলে চরণে ঠেলে।

রমা। দাসীকে ফেলে এতক্ষণ কোথায় ছিলে প্রভু? তোমায় কষ্ট দিয়েছি, তিরস্কার করতে এত বিলম্ব কেন?

পর্ব্বত। রমা রমা—মামা মামা! এই আমার রমা, গুরুদেব এই তোমার রমা—এই তোমার আশীর্ব্বাদী ফুল, আমার শিরঃশোভিনী প্রাণময়ী রমা।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। আশীর্ব্বাদ করি আমার এই পাগলকে নিয়ে, পরস্পরের ভাব-বন্ধনে অনন্ত সুখের অধিকারিণী হও।—এত বিলম্ব কেন সুকুমারি?

(সুকুমারীর প্রবেশ)

সুকু। ঠাকুর কি আমার ইষ্টদেবের কোন সংবাদ এনেছেন?

নারদ। হা হা! সুকুমারি তুমি যে রসিকতা শিখেছ, এ শুনেও সন্তুষ্ট হলেম। সুকুমারি বিধাতার যে দিন কঠোরতা ঘুচে প্রাণে রস প্রবিষ্ট হয়, সেই দিনেই তোদের সৃষ্টি, সেই দিন হতেই সংসার আনন্দময়, সেই দিন হতেই ঈশ্বরে রূপ কল্পনা। সেই শুভ দিন হতেই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী, সাগর নীলাম্বুরাশি, রজনী চন্দ্রমাশালিনী, বজ্রনাদিনী কাদম্বিনী চপলাপ্রসবিনী, কূলনাশিনী প্রবাহিনী, শ্রবণ-বিমোহিনী কল্লোলিনী, আর আমাদের এই রবিকরসন্তপ্তা ধরণী শ্যামল সৌন্দর্য্যে ভুবন-মোহিনী। প্রাণেশ্বরী, তোদের পাদস্পর্শে অশোক মুকুলিত, কৃপাকটাক্ষে প্রাণ প্রস্ফুটিত।

অনন্তসৌন্দর্য্যময়ী, তোরা না এলে সংসার দেখত কে, উন্মত্তবৎ চির অস্থির মানবকে ঘরে ধ'রে রাখত কে? মানব একপদ একপদ ক'রে ভগবানের পাদপদ্ম হ'তে বহু দূরে চ'লে যেত—স্থান পেত না! প্রেমময়ি! এই অঙ্গহীন কারণরূপ রসপাশে আবদ্ধ মানব, যদিও ঘোরে কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হয় না, যদিও ভ্রমাত্মক জীবনে পদস্খলিত হয়ে পর্ব্বতশিখর হ'তেও পড়ে যায়, তবুও তাদের অমিয় কোমল হৃদয়ে আশ্রয় পেয়ে চূর্ণ দেহ হয় না। বেশী আর কি বলব, তোদের জন্য উন্মত্ততাই তত্ত্বজ্ঞান, তোদের চরণপ্রান্তস্পর্শই ভাব সম্মিলন! তবে খেদ থাকে কেন? সুকুমারি! তোর পায় আমার ইষ্টদেবত্বের অঞ্জলি।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব জলধি রত্নং।
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লব মুদারং

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেম। কিগো বাছারা এত ছুটোছুটী লাফালাফি কাঁদাকাটির পর মিল হল?—যাক্ যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন গোলমাল মিটে গেছে ত?

পর্ব্বত। মিটল কই—তোর জনার্দ্দন ললিতা না এলে কি এ বৃষোৎসর্গ ব্যাপার মেটে?

ক্ষেম। বটে, বটে—তারা আসেনি! তাইতো ভাবছি সব দেখছি, তবু কাউকেও দেখছি না কেন? ললিতা জনার্দ্দন!

(জনার্দ্দন ও ললিতার প্রবেশ)

নেপথ্যে। কেগা?

ললিতা। কেও—দিদি? (চক্ষু মুছিয়া) কেন দিদি?

জনা। (চক্ষু মুছিয়া) এমন অসময়ে ঘুম ভাঙ্গালি কেন দিদি?

ক্ষেম। তোদের সম্মুখে কারা দেখতে পাচ্ছিস না?

জনা। কই কারা?

ললিতা। কই কে দিদি?

নারদ। ভাই আমায় আবার বানর কর্, তা হলেই দেখতে পাবি। ললিতাবল্লভ! আমায় পৃথক করে দে, আমি তোরে দেখি, তুই আমাকে দেখ্। মাধব, মাধব! এত কষ্টেও কি তোরে চিনেছি?

ললিত। চিনেছ—চিনেছ! কই ভাই আমিত এত কালেও কিছু চিনতে পারলেম না। কত চোখে চোখে রাখলেম, কত কথা শুনলেম, কিন্তু কই তবুও ত চিনতে পারলেম না।

গীত।

সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ল না গেলি॥

পটক্ষেপ।

চাঁদ বিবি।

(ঐতিহাসিক নাটক)

২৬ শ্রাবণ ১৩১৪, রবিবার
কোহিনুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,
প্রণীত।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

আদিল শা	... বিজাপুরের সুলতান (চাঁদ বিবির দেবর পুত্র)।
ইব্রাহিম শা	... আমেদনগরের সুলতান. (চাঁদবিবির ভ্রাতুষ্পুত্র)।
বাহাদুর	... ঐ পুত্র।
মল্লজী	... মারহাট্টা সরদার (আমেদনগরের পাঁচহাজারি মনসবদার)।
দেলওয়ার খাঁ	... ... আমেদনগরের বৃদ্ধ ওমরাহ।
এখলাস খাঁ	... ... ঐ হাবসি সর্দ্দার।
নেহাঙ খাঁ	... ... ঐ ঐ
মিয়ানমঞ্জু	... ... ইব্রাহিম শার উজীর।
হামিদ	... ... আদিলশার সেনাপতি।
রঘুজী	... ... নেহাঙখাঁর দলস্থ রেসেলদার।
মুরাদ	... ... সম্রাট আকবরের পুত্র।
মিরজা খাঁ	... ... ঐ সেনাপতি।

খোজা মল্লু, প্রহরী, চর, সৈনিক, পথিক, নাগরিকগণ, মোসাহেবগণ, আমেদনগরী সৈন্য, বিজাপুরী সৈন্য, মাওলী সৈন্য ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

চাঁদ বিবি	আমেদনগরের সুলতান কন্যা, বিজাপুর সুলতান আলি আদিলশার পত্নী।
তাজ বেগম	... ... আদিলশার পত্নী।
মরিয়ম	... ... ইব্রাহিমশার পত্নী (আদিলশার ভগিনী)।
যশোদা	... ... মল্লজীর স্ত্রী।
খতিজা	... ... দাই।
ফয়জান	... ... বাইজী।

বাঁদী ও পরিচারিকাগণ, নাগরিকাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

চাঁদ বিবি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আমেদনগর—ইব্রাহিমের মন্ত্রণাগৃহ।

এখলাস খাঁ ও মিয়ানমঞ্জু।

এখ। মোগলকে বাড়ীর দোরের কাছ দিয়ে যেতে দেওয়া আপনার ভাল কাজ হয়নি।

মিয়ান। তবে কি তাদের সঙ্গে মিছামিছি একটা বিবাদ করব?

এখ। মিছামিছি? সে বিনা বাধায় আমেদনগরের অন্ধিসন্ধি জেনে গেল?

মিয়ান। অন্ধিসন্ধি কি অমনি জানলেই হ'ল?

এখ। কেন জানতে অপরাধ কি? আপনি চোকের ওপর তাদের কেতাবের পাতা খুলে দিলেন। তাদের কি আপনার মতন কাণা বিশ্বাস করে বসে আছেন যে, তারা দয়া করে আপনার কিছু দেখলে না!

মিয়ান। আমি যা ভাল বিবেচনা করেছি, তাই করেছি।

এখ। আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন, সবাইকে যে তাই ভাল বলে নিতে হবে এমন বাধ্য বাধকতা নেই। দেশশুদ্ধ লোক আপনার বিবেচনাকে ছ্যা ছ্যা করছে।

মিয়ান। দেশের লোকের করতে দায় পড়ে গেছে। তোমার মতন হাবসীর বুদ্ধি যাদের, তারা করতে পারে।

এখ। এই হাবসী ছিল বলে আজও আমেদনগর টেঁকে আছে। তা না হলে তোমার মতন দক্ষিণী মৌলবীর কেতাব নাড়া বুদ্ধিতে রাজ্য রক্ষা হ'ত না।

মিয়ান। তাই তুমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে!

এখ। করেছিলুম তোমারি মতন উজবুকদের হাত থেকে রাজ্য নিষ্কৃতি দেবার জন্য।

মিয়ান। কেঁও গোলাম!

এখ। রাগছ কি উজীর! এই গোলামকে খোসামোদ ক'রে রাজা এনেছে, তবে সে

এসেছে। সে তোমার মতন মেনি মৌলবীর ল্যাজ ধরে আমেদনগরে আসেনি। রাজা তোমার কাছে একদিন পড়েছে, তাই খাতিরে উজীরী দিয়েছে। অন্য রাজার দেশ হ'লে কতকগুলো ল্যাওড়া নিয়ে মুর নেড়ে তোমাকে আলেফ বে পে তে করে জন্ম কাটাতে হত। আমেদনগর বলে তরে গেলে।

মিয়ান। নিরেট মূর্খ আলেফ বে পের মর্ম্ম বুঝবে কি?

এখ। আর গণ্ডমূর্খ মৌলবী রাজকার্য্যের মর্ম্ম বুঝবে কি?

মিয়ান। হুঁসিয়ার এখলাস খাঁ! দোসরা বার যদি বদ্ জবান বল, তাহলে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দেব।

এখ। কি মৌলবী সাহেব! আলেফ বে পে তে শেখাবে নাকি? আলেফ জবর আ, আর বে জবর বা—মারামারি খুনোখুনী করে হ'ল কিনা আবা—আরে ছো! কিরিগা ববকৃসায় বরহালেগা!! থেমে যাও, থেমে যাও—এ আর কচি ছেলেকে ঈশ্বরতত্ত্ব শেখান নয়! শেখাতে রীতিমত কলেজার জোর চাই—মরিয়া হয়ে কুচ শেখাতে হয়।

মিয়ান। তবেরে শুয়ার!

এখ। চোপরও বাঁদীকা বাচ্ছা।

(উভয়ের অস্ত্র বহিষ্করণ)

(বেগে মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। হাঁ হাঁ—করেন কি—করেন কি? আপনা আপনির ভেতর একি করছেন? কোথায় এ সময় পরস্পর মিলে মিশে সৎপরামর্শ করে, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করবেন, তা না ক'রে পরস্পরে বিবাদ—একি সর্ব্বনাশ!

মিয়ান। চাকামুখ হাবসীর সঙ্গে আবার পরামর্শ করতে হবে!

এখ। তা হ'লে ভোঁসলে সাহেব, এবার থেকে মেনিমুখো মৌলবীর সঙ্গেই কেবল পরামর্শই করবেন।

মল্লজী। আমি হাত জোড় কর্‌ছি—আপনারা ক্ষান্ত হ'ন। ভেতরের এ আত্মকলহ যদি বাইরে প্রকাশ পায়, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হবে। অমনি অমনি ত মোগল আমেদনগরের ওপর নেকনজর রেখে আসছে।

এখ। শোন মৌলবী সাহেব শোন—বক্‌রাই মুর নেড়ে যার সঙ্গে পরামর্শ করবে, সে কি বলে শোন। ভোঁসলে সাহেব, এঁর সঙ্গে ঝগড়া কেন তবে শুনবেন? উনি বিদেশী মোগলকে বাড়ীর খিড়কী দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন।

মিয়ান। বিদেশী নয় কে? মোগল ত তবু হিন্দুস্থানী। আর এ হাবসী এসেছে কোথা থেকে, মিসরের মরুভূমিতে চট পরে, পিণ্ডি-খেজুর খেয়ে জন্ম কাটিয়ে এখানে এসে হয়েছে ওমরাও!

মল্লজী। ওকি কথা বলছেন উজীর সাহেব?

এখ। তা হ'লে বিদেশী নয় কে? এ আমেদনগরও কিছু দক্ষিণীমিয়ানীর বাবার দেশ ছিল না। যদি পূর্ব্বপুরুষ ধ'রে কথা কইতে হয়, তাহ'লে বলতে হয়, এই মল্লজী ভোঁসলেও এখানকার বিদেশী। যে মুসলমান, যে হিন্দু, যে পাঠান, যে মারাঠী, যে হাবসী, এখানে জন্মগ্রহণ করেছে, যে এই মায়ের অন্নে মানুষ হয়েছে, মায়ের দুধ খেয়ে যে জীবনের প্রথম দিন থেকে পুষ্ট হয়েছে, তাকেই আমি বলি স্বদেশী। যে বেইমান তা বলতে না চায়, তার মাথায় আমি পয়জার মারি।

মিয়ান। তাহ'লে মোগলই বা বিদেশী হ'তে গেল কিসে?

এখ। কিসে। সেকি আর এলেমি মৌলবীর বোঝবার ক্ষমতা? এই আমার মতন মূর্খ মালোজী ভোঁসলে সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে জিজ্ঞাসা কর। এই দক্ষিণে, হিন্দু মুসলমানে বালককালে একসঙ্গে কুস্তি করেছি—খেলেছি। এক মাঠের গমের রুটি পাকিয়ে খেয়েছি। এখানে যা লীলা করেছি—বাড়ী ঘর দোর, বাগান বাগিচা, যা সাজিয়েছি—এই খানেই তার চিহ্ন থেকে যাবে। বংশ থাকে ভোগ করবে, না থাকে, দেশের ধন দেশের গায়ে ছড়িয়ে যাবে, দেশের শোভা দেশের গায়ে মিলিয়ে যাবে। এক জায়গার বাঁধা ছবি টুকরো টুকরো হয়ে হাজার জায়গা—পল্লী গ্রাম, সমাজ সহরশোভাময় করবে। এ মোগল, খোদা না করুন, যদি দক্ষিণ দেশে একবার আড্ডা গাড়তে পায়, তাহ'লে বসবে, লুটবে, চলে যাবে—আর আসবে না। দক্ষিণের ধনে কেবল দিল্লীর কদর বাড়বে—আমেদনগরের তাতে লাভ কি? সত্যি কথা বলতে কি মালোজী, আমি আমেদনগরের তুলনায় বিজাপুরকেও বিদেশ বলে মনে করি।

মল্লজী। আপনিই প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী।

এখ। পরামর্শের দরকার হ'লে আমি বিদেশীর কাছে কাণ পাতি না—বিবাদ মীমাংসায়—এমন কি আত্মকলহে বিদেশীর অস্ত্র সাহায্য জান গেলেও ভিক্ষা করি না।

মিয়ান। তোমার বিদেশী, তোমার বাড়ীর পাশের প্রতিবাসী। আমার এমন ছোট নজর নয় যে, আপনার মুলুককে এতটুকু একটু ছোট গণ্ডীর ভেতর পুরে ফেলব।

এখ। তাহ'লে আর দুঃখ কেন, প্রতিবেশী ভাইদের দিল্লী থেকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে আমেদনগরের ঘরে ঘরে মাইফেল লাগিয়ে দাও।

মল্লজী। বাস্তবিক কথা বলতে গেলে কাজ ভাল করেন নি উজীর সাহেব।

মিয়ান। কাজ ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, তার কৈফিয়ৎ ত আমি আপনাদের দেব না। দিতে হয় রাজাকে দেব।

এখ। আলবৎ দিতে হবে। কই রাজা? রাজা কি আছে? দিবা রাত্রি মদ খেয়ে যে বিভোর হয়ে আছে, তার মাথা কোথায় তা কৈফিয়ৎ নেবে? রাজার মাথা থাকলে কি আর একাজ করতে পারতে উজীর? তখনি তোমাকে গর্দ্দান দিতে হ'ত। নসীবের জোর তাই বেঁচে গেছ। কিন্তু স্থির বলে রাখছি উজীর সাহেব, বারদিগর যদি এমন কাজ হয়, তাহ'লে তোমাকে উজীরীতে সেলাম ঠুকতে হবে—

মিয়ান। ঠোকায় কেরে?

এখ। আবার কেরে, এই আমি।

মল্লজী। আবার—আবার বিবাদ আরম্ভ করলেন?—

মিয়ান। তুই—যা—যা হাবসী, পোর্টুগিজ ফিরিঙ্গির জাহাজে খালাসীর কাজ করগে যা।

মল্লজী। নীচলোকের মতন এ করছেন কি? দোহাই উজীর সাহেব ক্ষান্ত হ'ন।

এখ। যাব—কিন্তু বেইমানকে এখান থেকে সরিয়ে জাহান্নমে দিয়ে তারপর যাব।

মল্লজী। দোহাই এখ্‌লাস খাঁ—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

মিয়ান। তুই যদি না করিস্, তাহ'লে তোকে বাঁদীর বাচ্ছা বলে জানব।

এখ। তাহ'লে এইখানেই তোকে জানিয়ে দিই—

মিয়ান। আয়, তাই দেখি—

মল্লজী। সেকি! আমি কাছে থাকতে তা হ'তে দেব না। আপনাদের বিবাদ করতে

হয় বাইরে গিয়ে যে যার শক্তি প্রকাশ করুন। আমি রাজপ্রাসাদের রক্ষী—এখানে আমি এমন অন্যায় রক্তারক্তি হ'তে দিতে পারি না।

এখ। বেশ, তাহ'লে প্রস্তুত হয়ে থাক মিয়াজান।

মিয়ান। আমি প্রস্তুত হয়ে আছি—তুই হ'।

[এখলাস খাঁ ও মিয়ানমঞ্জুর প্রস্থান।

মল্লজী। এত দেখছি সর্ব্বনাশের বীজ বপন হ'ল। এই থেকে যে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি হবে, তাতে সমস্ত আমেদনগর ধ্বংস না হয়ে আর যাচ্ছে না। এখন আমি কি করি? বিজাপুররাজ কর্ত্তৃক, তাঁর ভগিনীর রক্ষক হয়ে, আমি আমেদনগরে প্রেরিত হয়েছিলুম। এখানে এসে রাজার অনুগ্রহে পাঁচহাজারী মনসবদার হয়েছি। রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাওয়ের মধ্যে আমি এখন একজন। সুধু তাই নয়, রাজার ওমরাওদের মধ্যে আমিই হচ্চি এখন সবার চেয়ে বিশ্বাসী। মুসলমান রাজার অন্দরমহলের ভার মুসলমানে পেলে না—পেলেম কিনা আমি। এমন গৌরবের পদ পেয়ে, এমন মর্য্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, আমি সহজে এ রাজ্য, দুটো অভিমানী লোকের খেয়ালের জন্য ধ্বংস হ'তে দেব? বেঁচে থাকতে এ বেইমানী ত করতে পারব না। কিন্তু কেমন ক'রে রক্ষা করি। রাজা থাকতেও নেই—দিবারাত্র মদ্যপানে বিভোর হয়ে বিলাস ভবনে পড়ে আছে। আগে যেমন ভাল ছিল, এখন তেমনি খারাপ হয়েছে? রাজ্য রইল কি গেল, তার দৃষ্টি নেই। এখনও বেইমানী কেউ করে নি, তাই রাজ্য বেঁচে আছে। কিন্তু একবার অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হ'লে, আর কি রাজ্য থাকবে? বড়ই সমস্যার সময় উপস্থিত। ওদিকে মোগল আকবর লোলুপ দৃষ্টিতে আমেদনগরে গৃহকলহের প্রতীক্ষা করছে। বাদসার পুত্র মুরাদ, শক্তিমান সেনাপতি মির্জা খাঁর সঙ্গে গুজরাটে ওৎ মেরে বসে আছে। যেমন ফাঁক পাবে অমনি আমেদনগরে লাফিয়ে পড়বে। এই শুনলুম, তাদের সৈন্য আমেদনগরের প্রান্ত দিয়ে চলে গেল। বড়ই বিপদ উপস্থিত। এদের বিবাদ মীমাংসা না করতে পারলে ত উপায় দেখছি না। কিন্তু সাধলে কি এরা মিলবে—বাইরে থেকে চাপ দিয়ে এদের মেলাতে হবে। নইলে মেলাবার আর উপায় দেখতে পাচ্ছি না। যাই আমার পরম প্রেমিক পূর্ব্বপ্রভু বিজাপুরপতি আদিল সার শরণাপন্ন হই।

(দেলওয়ার খাঁর প্রবেশ)

দেল। ভোঁসলে সাহেব!

মল্লজী। আইয়ে খাঁ সাহেব—আইয়ে।

দেল। বলি ব্যাপার কি?

মল্লজী। ব্যাপার বিষম। ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই।

দেল। তাতে ত ষাঁড়ের কিছু ক্ষতি নেই। মাঝে মারা যেতে "উলু খাগড়ায়াই" যাবে। ভোঁসলে সাহেব! আপনি মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে না দিলে যে সর্ব্বনাশ হয়!

মল্লজী। মেটাবার কি চেষ্টা করিনি। একজন উজীর, আর একজন বড় ওমরাও, দুজনে বহুকাল ধরে পরস্পরকে ঈর্ষা করে আসছে। এ বিবাদ একজন না মলে কি মিটবে!

দেল। ম'লেই কি মিটবে?

মল্লজী। তা বলতে পারিনা খাঁ সাহেব। এখানকার ওমরাওদের মতলব যে কি, তা এতকাল আপনাদের ভেতর বাস ক'রেও বুঝতে পারছি না।

দেল। জানি আমি হাবসীর সরদার যখন ফিরে এসেছে, তখন একটা না একটা কাণ্ড বাধাবেই।

মল্লজী। না খাঁ সাহেব, পরস্পরের কথায় যা বুঝলুম, তাতে এখলাস খাঁর আমি তত দোষ দেখতে পেলুম না। দোষ প্রধানতঃ আপনাদের উজীরের। উজীর কারও সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, মোগল সৈন্যকে আমেদনগরের পাশ দিয়ে যেতে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি।

দেল। এতে কি উজীরের দুরভিসন্ধি আছে মনে করেন?

মল্লজী। তা কি ক'রে বুঝব?

দেল। সেই কথা নিয়েই কি বিবাদ?

মল্লজী। তাইত দেখলুম।

দেল। তাহ'লে যেমন ক'রে পারেন, এ বিবাদ মিটিয়ে দিন। আপনার কথার ভাবে বুঝতে পারছি, উজীর যদি জেতে, তাহ'লে রাজাকে মসনদ ছাড়তে হবে।

মল্লজী। তা হ'লেই ত ভাল বললেন। যাঁর বিপদ, তিনিই যখন এসব দিকে লক্ষ্য রাখেন না, তখন আমি কেমন ক'রে এ বিবাদ মিটিয়ে দিতে পারি? আপনারা গিয়ে রাজাকে ধরুন।

দেল। রাজা থাকলে ত ধরব। রাজা একমাস ধ'রে ছত্রমঞ্জিলে আমোদ নিয়ে পড়ে আছেন। দুনিয়ার কোথায় কি হচ্ছে, তার খোঁজ খবর নেই। যখনই যাবেন, দেখবেন রাজা নেশায় বোঁদ। চোক মেলে আপনার দিকে চান, এমন ক্ষমতাও তাঁর নেই।

মল্লজী। তাহ'লে তাঁর থাকবারও আর বড় সুবিধে দেখছি না। ও দুয়ের যে জিতবে, সেই রাজ্য কেড়ে নেবে।

দেল। সেই ভয় করেইত আপনার কাছে এলুম। কিন্তু আপনি যে একেবারে নিরাশ করে দিচ্ছেন। পাঁচ হাজার মাওলী শিলেদার সৈন্য আপনার তাঁবে। আরও পাঁচ হাজার বার্‌গীর্। এতেও আপনি কোন প্রতিকার করতে পারেন না?

মল্লজী। পারি, কিন্তু যে উপায়ে পারি, তাকি আপনাদের পছন্দ হবে? অনুরোধ করেছি—বার বার করেছি—ফল হয় নি। আমি প্রকৃত পক্ষে বিজাপুরের লোক—এখানে সুধু মহল আগলাবার ভার পেয়েছি। আমার এখানে কথার মূল্য কি?

দেল। বিজাপুরের লোক ব'লেই, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, নইলে মালোজী আমি আপনার কাছে আসতুম না। আপনি বিজাপুররাজের প্রিয়পাত্র। রমণী-কুলশিরোমণি চাঁদসুলতানা আপনাকে জননীর চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। আপনার স্ত্রী যোশী বাই তাঁর ধর্ম্ম-কন্যা। সেই চাঁদসুলতানাকে আমি আবার হাতে করে মানুষ করেছি।

মল্লজী। (সসম্ভ্রমে) কই খাঁ সাহেব, একথা ত একদিনও আমাকে শোনান নি। চাঁদ সুলতানা আমার মা। আমি তাঁকে মানুষ দেখি না। তাঁকে দেখলে আমার মনে হয় মা গিরিনন্দিনী মুসলমান কুলে চাঁদবিবিরূপে অবতীর্ণা।

দেল। সেই চাঁদবিবিকে আমিই মানুষ করেছি, আমিই শিখিয়েছি।

মল্লজী। খাঁ সাহেব, আর আপনি আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করবেন না। আমি আপনার অনুগত আত্মীয়!

দেল। বেশ ভাই বেশ। এই নিরক্ষর রাজার রাজ্যে এতকাল পরে একটী আত্মীয় পেলুম।

মল্লজী। এখন কি করব অনুমতি করুন।

দেল। আর তোমাকে অনুমতি করব কেন ভাই? তুমি যা ভাল বিবেচনা হয় কর। চাঁদ সুলতানা তোমাকে রাণীর রক্ষী করে এখানে পাঠিয়েছেন। তাকে যাতে বাঁচাতে পার, তার ছেলেকে বাঁচাতে পার, তার চেষ্টা কর। বহুকাল পরে আমেদনগরে শান্তি এসেছিল, প্রজারা সুখে দুমুঠ খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল। অন্তর্বিদ্রোহে যাতে সে শান্তি না ভেঙ্গে যায়, তার উপায় কর।

মল্লজী। যথা আ।। কোই হায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। প্রভু!

মল্লজী। তোমাকে আজই বিজাপুর যেতে হবে। রাত্রের মধ্যে যেমন ক'রে হোক পৌঁছান চাইই।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা!

মল্লজী। আস্তাবল থেকে ভাল আরাবী ঘোড়া বেছে নাও। নিয়ে যত শীঘ্র পার রওনা হও। বিজাপুররাজকে এক পত্র দেব, তাই নিয়ে যেতে হবে। তুমি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা কর। বিলম্ব ক'র না। (প্রহরীর প্রস্থান) খাঁ সাহেব! তা হ'লে বিশ্রাম করবেন চলুন।

দেল। হাঁ ভাই, যদি বিশ্রাম আসে, তা হ'লে এই বেলা নেবার সময় হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আমেদনগর—উপকণ্ঠস্থ বন।

নেহাঙ খাঁ ও রঘুজী।

রঘুজী। কই সর্দ্দার, এখনও উজীরের কাছের কোনও খবর এলো না।

নেহাঙ। ব্যস্ত হচ্ছ কেন—খবর দেব বললেই কি দেওয়া হয়? কত বাধা, কত বিঘ্ন আছে! তবে উজীর যখন আমাকে আনিয়েছে, তখন সে সমস্ত ঠিক না ক'রে আনায় নি। একটু বিলম্বে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

রঘুজী। জঙ্গলের ভেতরে কতক্ষণ মাথা গুঁজে বসে থাকব? আমরা খাঁ সাহেব, গুলির বেঁধা অম্লানে সহ্য করতে পারি, কিন্তু মশার হুল, একটুও সইতে পারি না।

নেহাঙ। একটা সহর দখল করতে এসেছ, একটু জঙ্গলের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না?

রঘুজী। কষ্টের জন্য কি বলছি! এসেছি, যখন, তখন যাতে ফিরে যেতে না হয়, সেই জন্য বলছি।

নেহাঙ। ফিরে যেতে কি এসেছি পাগল? সমস্ত ষড়যন্ত্র ঠিক হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ সরদার—উজীর মিয়ানমঞ্জুর দিকে। নয় কেবল এখলাস খাঁ। তবে তারই জন্য এই বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র। এখলাস খাঁ বরাবর সুলতান ইব্রাহিমের বিপক্ষ ছিল। বুরহান সার মৃত্যুর পর, তাঁর তিন পুত্রই সিংহাসন পাবার জন্য যুদ্ধ করে। এখলাস ছিল বড় রাজপুত্র ইসমাইলের পক্ষ ও মিয়ানমঞ্জু ছিল বর্ত্তমান রাজা ইব্রাহিমের পক্ষ, আর আমি ছিলুম সাআলীর পক্ষ। তিন দলেই পরস্পরে যুদ্ধ বাধে। কিন্তু মিয়ানমঞ্জু দক্ষিণীরই জয় হয়। জয়ী হয়ে সে ইব্রাহিমকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। সেই মিয়ানমঞ্জুই বিদ্রোহী। তখন বুঝতে পারছ না, আমেদনগরের ভেতরের অবস্থাটা কি? ভয় নেই রেসেলদার! আর বারে নসীবের দোষে ফিরে গেছি—এবারে আর ফিরছি না। ফিরে যাবে বলে নেহাঙ খাঁ দেশের দুসমন মোগলের কাছে মাথা হেঁট করেনি।

রঘুজী। সেবার ফিরতে হ'ল কেন?

নেহাঙ। নসীবের দোষে। আর ইব্রাহিম সার নসীবে সুলতানী ছিল বলে। মনে ক'রে-ছিলুম, মিয়ানমঞ্জু আর এখলাস পরস্পরে বিরোধ ক'রে যেই দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, আমিও অমনি পিছন থেকে আমার সমস্ত বেরারী সেপাই নিয়ে দুই সরদারেরই ঘাড়ে চেপে পড়ব। মিয়ানমঞ্জু জেতে, তাকে ধ্বংস করব; এখলাস জেতে, তাকে শিকলে বেঁধে চিরদিন আমার সুমুখে বন্দী করে রাখব।

রঘুজী। তার ওপর এ নেকনজর হ'ত কেন?

নেহাঙ। হবার প্রধান কারণ জ্ঞাতিশক্রতা। এখলাস খাঁও হাবসী—আমিও হাবসী। আমিই তাকে রাজসরকারে প্রবেশ করিয়েছিলুম। কিন্তু কৌশলে সে সুলতান বুরহানসাকে সন্তুষ্ট করে, রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও হয়েছিল। সেই অবধি সে অহঙ্কারে আমাকেও তাচ্ছিল্য করত। যদি অবকাশ পেতুম ত তার প্রতিশোধ নিতুম। যদি এখনও পাই ত প্রতিশোধ নিই।

রঘুজী। তা হাঁ সরদার, মিয়ানমঞ্জুই যদি এখনও রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা তাহ'লে সে এরূপ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে কেন?

নেহাঙ। আমারও দশা যা হয়েছিল, উজীরেরও এখন তাই হয়েছে। এখলাস খাঁ পরাভূত হয়ে গোলকুণ্ডায় পালিয়ে যায়। রাজা কিন্তু সিংহাসনে বসেই তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে দেশে আনে—এলেই তার পূর্ব্বপদ তাকে প্রদান করে। এই হ'ল মিয়ানমঞ্জুর রাগ। এখন আর মিয়ানমঞ্জু সর্ব্বময় কর্ত্তা নেই। রাজ্যের অর্দ্ধেক অধিকার এখলাস খাঁর হাতে।

রঘুজী। যদি বলতে বলেন সরদার, তাহ'লে বলি—এ রকম কৌশলে আমেদনগরের কেল্লা দখল অসম্ভব।

নেহাঙ। কেন বল দেখি? মিয়ানমঞ্জু কি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

রঘুজী। তা বলতে পারি না, কিন্তু সে যে আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে কিছু করতে পারবে, তা বোধ হচ্ছে না। কেননা রাজাকে আমার অতি বুদ্ধিমান বলেই বোধ হচ্ছে। তিনি শত্রুকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে বিশ্বাসের কার্য্য দিয়েছেন। কেন বুঝেছেন? রাজা দু'টী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরস্পরের চোখের ওপর রেখে দিয়েছেন। এ ষড়যন্ত্র করে ত ও প্রকাশ ক'রে দেবে, ও করে ত সে প্রকাশ করে দেবে।

নেহাঙ। (হাস্য) তা যা বলেছ ঠিক। রাজা যথার্থই বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু এখন আর তা নেই। মিয়ানমঞ্জু তাকে মদ খাইয়ে আর আমোদ দিয়ে, এমনি বে-এক্তার ক'রে দিয়েছে যে, তাতে আর পদার্থ নেই। রাজা দিবারাত্রি আমোদ নিয়ে ছত্রমঞ্জিলে পড়ে আছেন—রাণীর সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করেন না! ভয় নেই রঘুজী, রাজা আর নেই।

রঘুজী। কিন্তু এখলাস খাঁ ত আছে।

(চরের প্রবেশ)

নেহাঙ। কি খবর?

চর। এখলাস খাঁ—আর উজীরে বিষম বিরোধ বেধেছে।

নেহাঙ। কেন? আমাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে?

চর। আজ্ঞে না তা এখনও পায়নি। একদল মোগল পল্টন—সহরের পশ্চিম দিকের পথ দিয়ে চলে গিয়েছে। এখলাস খাঁ তাইতে উজীরের সঙ্গে তকরার করতে গিছল—ফলে উভয়ে বিবাদ বেধেছে। দুইজনেই পরস্পরকে জব্দ করব প্রতিজ্ঞা করেছে।

নেহাঙ। খা করুক—আমাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়নি ত ?

চর। না জনাব, তা পায়নি। আমি এইমাত্র উজীরের কাছ থেকে আসছি। যদিও তার মনে এতদিন একটু আধটুও ইতস্ততঃভাব ছিল, আজ একেবারেই নেই। এখলাসকে জব্দ করতে যদি জাহান্নমে যেতে হয়, তাতেও উজীর যেতে প্রস্তুত। ঠিক যেই মিনারের ঘড়ীতে রাত দুপুরের গজল হবে, অমনি কেল্লার পূর্ব্ব দোরের ঘাটীর পাহারা রঙমশাল জ্বালিয়ে সঙ্কেত করবে। আপনাদের পৌছোনোর নিদর্শন পাবামাত্র পাহারাদার ফটক খুলে দেবে।

নেহাঙ। বহুত আচ্ছা—যাও। (চরের (প্রস্থান) বস্—আর কি রঘুজী ? তইরি হও। আর বারে নসীবের দোষে লড়াই ফতে ক'রেও ফিরে গিছলুম, এবারে আর ফিরছি না।

রঘুজী। আর বারে ফিরেছিলেন কেন জনাব ?

নেহাঙ। সে দুঃখের কথা আর তুল না। এখলাস মিয়ানমঞ্জুর কাছে হেরে, আগে থাকতেই পালিয়ে যায়—আমি অমনি পেছন থেকে মিয়ানমঞ্জুকে আক্রমণ করি। মিয়ানমঞ্জু হটাৎ পেছন থেকে আক্রান্ত হয়ে আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে, সমস্ত দল নিয়ে পেছিয়ে পড়ে। কেল্লার ভেতর ঢুকি, এমন সময় কোথা থেকে একদল বর্গী এসে আমাকে এমন তীব্র বেগে আক্রমণ করলে যে, ব্যাপার কি বুঝতে না বুঝতে সমস্ত দল আমার ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। আমি কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলুম। পরে শুনলুম, ইব্রাহিম সার সাহায্য করতে চাঁদবিবি, বিজাপুর থেকে মালোজী ভোঁসলকে একদল বর্গী দিয়ে আমেদনগরে পাঠিয়েছিলেন।

(জনৈক সৈন্যের প্রবেশ)

সৈনিক। হুজুর ! একজন আওরৎ ঘোড়ায় চড়ে বনের দিকে আসছিল। কিন্তু আসতে আসতে পথের মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক দৃষ্টে বনের দিকে লক্ষ্য করছে। বোধ হয় সে আমাদের সন্ধান পেয়েছে।

নেহাঙ। আওরৎ ?

সৈনিক। মারাঠা স্ত্রীলোক ব'লে বোধ হচ্ছে। হাতে হেতিয়ার আছে।

নেহাঙ। তাকে কৌশলে যদি গ্রেপ্তার করতে পার, তাহলে হাজার রুপেয়া বক্সিস পাবে।

সৈনিক। যো হুকুম—

নেহাঙ। ভয় দেখিয়ো না—আস্তে আস্তে কাছে যেও। ভুলিয়ে আনতে পার এন। না পার জোর করে ধরে এন। [সৈন্যের প্রস্থান।

রঘুজী। মারাঠা স্ত্রীলোক হাতে হেতিয়ার —ওকি তাকে ধরতে পারবে ?

নেহাঙ। তাহ'লে তুমিও যাও।

[[redacted]।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈ। জনাব ! আওরৎ ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে পালায়।

নেহাঙ। সহরের ভেতর ঢুকতে না ঢুকতে যে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আনতে পারবে, সে পাঁচ হাজার টাকা বক্সিস পাবে। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আমেদনগর—রাজপথ।

যশোদা বাই ও রঘুজী।

রঘুজী। এ কোথায় আমাকে আনলে বিবি সাহেব ! এ যে একেবারে জাঁহাপনার মহল !

এ সে বিদ্রোহ নয়—এ রাজ্য চুরীর বিরাট আয়োজন। আগে তার উপায় কর—কেল্লাটা আজকের রাত্রের মতন রক্ষা কর। রাখতে পার—বাহাদুরী। তারপর কিছুদিন নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও—তোলবার সময় হ'লে আমি তোমায় জাগিয়ে দেব। মহলের ভার নিয়ে যে ক্রমে জেনানা হয়ে যাচ্ছ, তাতো জানতুম না।

দেল। কি হয়েছে দিদি! ভেঙ্গে বল—আর কেন ভাইসাহেবকে আঁধারে রাখছ। যদি উদ্যোগ আয়োজন করতে হয়, তাহলেও ত এই বেলা থেকে করতে হবে।

যশোদা। আজ নিকটবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়া করতে গিয়েছিলুম—

দেল। তুমি নিজে—না খানসামা দিয়ে?

যশোদা। দোসরা খানসামা আর কোথায় পাব ভাই সাহেব? সবে মাত্র একটী ছিল, তা আপনি ত মাঝখান থেকে সেটীকে লুটে নিয়েছেন। কাজেই আমাকে একা যেতে হয়েছিল। বনের ধারে গিয়ে দেখি—বনের ভিতরে একেবারে একদল সুসজ্জিত সৈন্য। দেখেই চমকে যেমন ফিরে আসব, অমনি তাদের সেনাপতি আমাকে গ্রেপ্তার করতে হুকুম করে। কিন্তু সকলেই আমার ঘোড়ার কাছে পেছিয়ে পড়ল। কাণের কাছ দে দুচারটে গুলি চলে গেল, কিন্তু আমায় ধরতে পারলে না। ফিরে চেয়ে দেখি, কেবলমাত্র একজন সৈনিক আমার নিকটস্থ হয়েছে। আমি তখন অশ্ববল্গা সংযত ক'রে, চলতে অশক্ত এইরূপ ভান দেখিয়ে তাকে আরও নিকটস্থ হতে দিলুম। যেমন সে উল্লাস ক'রে আমার কাছে এসেছে, অমনি তাকে ঘোড়া থেকে ছিনিয়ে, একেবারে চুলের মুঠি ধ'রে আমার ঘোড়ায় তুলে বন্দী ক'রে এখানে এনেছি। তাকে আমি এনে দি। তার কাছে আপনারা সমস্ত ঘটনা শুনুন। শুনে কর্ত্তব্য স্থির করুন। [প্রস্থান।

মল্ল। কি বুঝলেন ভাই সাহেব?

দেল। কি বুঝলুম? ভাই এখন যা বুঝলুম, তাই বুঝলুম। আর এতকাল যা বুঝেছি, তা বুঝিনি। অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী জীবন-সঙ্গিনীকে অন্তঃপুরপ্রাচীরের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনে আবদ্ধ করে, আমরা জীবনের অর্দ্ধাংশ উপভোগ করতে পাইনি। তাদেরও জীবন অপূর্ণ রেখেছি—শিক্ষার প্রসারে বাধা দিয়েছি—বিপদ আপদে স্বামীর জন্য তাদের সাগ্রহ প্রসারিত বাহু বাঁধনে সঙ্কুচিত করেছি। মারাঠা বীর! রাজ্যের রক্ষণকার্য্যে প্রাণময়ী রমণীর সহায়তার যে অবকাশ পেয়েছ, তা পূর্ণ আগ্রহে গ্রহণ কর। আমি দেখতে পাচ্ছি—যদিও দূরে—তবু প্রত্যক্ষের মতন যেন দেখতে পাচ্ছি—সমস্ত দক্ষিণ—না না সুধু দক্ষিণ কেন—দক্ষিণ পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিম—কুমারিকা থেকে হিমালয়—সমস্ত ভারত মারাঠার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছে। বীরদম্পতি! তোমাদের মঙ্গল হ'ক—আমেদ-নগরের জন্য যা ভয়, তা আমার ঘুচে গেল—আমি ঘরে এখন থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাই।

মল্ল। একবার ব্যাপারটা কি জেনে যাবেন না?

দেল। তোমরা জানলেই আমার জানা হ'ল। আমি অশক্ত বৃদ্ধ, আমার জানাতে আর অধিক কি ফল আছে ভাই?

মল্ল। তবু—

দেল। আবার এর ওপর তবু! রূপে, গর্ব্বে, বীরত্বে, রসে—ছাঁকা মোগলাই পোলাও কণ্ঠায় কণ্ঠায় উদরস্থ করলুম, আবার তবু। ঘরে বসে তাকিয়ে ঠেসে গোটা দুই ঢেকুর তুলে

কোথায় হাঁপ ছাড়ব, তা না হয়ে কিনা আবার তবু। এতটা গুরুপাক খোরাক একদিনে যে সইবে না ভাই! আমি এখন চললুম।

(যশোদা ও রঘুজীর প্রবেশ)

যশোদা। সেকি ভাইসাহেব চললুম কি? আপনার সন্তানদের বিপদে ফেলে, রাণী ও রাজপুত্রকে অসহায় রেখে, আপনি চলে যাচ্ছেন কোথা? রাজ্যে সমূহ বিপদ—আপনার সৎ-পরামর্শের একান্ত প্রয়োজন।

দেল। তোমরা আনন্দময় আনন্দময়ী—আপনার ভাবেই আপনারা বিভোর—আমি আর তোমাদের কি উপদেশ দেব?

যশোদা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সরদারকে অন্ততঃ একদিনের জন্যও এক করে দিতে হবে।

দেল। আমি বৃদ্ধ—তারা রাজ্যের উচ্চ-কর্ম্মচারী—তাদের ওপর আমার কি অধিকার আছে দিদি?

যশোদা। অধিকার না থাকে, বলতে অনুরোধ করব কেন? মল্লজীর দাদাসাহেবকে কি আমি অপমানিত হতে পাঠাব? আগে এ ব্যক্তি কি বলে শুনুন।

দেল। কিরে কে তুই?

রঘু। দেখতেইত পাচ্ছেন জনাব! আমি একজন সেপাই।

দেল। থাম বেটা! সেপাই—আওরতে বেটার চুলের মুঠি ধরে নিয়ে এলো, বেটার আবার সেপাই বলে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। বেটার আবার গোঁফে চাড়া দেওয়া হচ্ছে! গোঁফ কামিয়ে ফেল্ বেটা।

রঘু। হুজুরও যদি বিবি সাহেবকে ধরতে যেতেন, হুজুরেরও আমার মতন দশা হ'ত। তবে আপনি বলতে সঙ্কুচিত হতেন, আমি গর্ব্বের সঙ্গে বলছি।

দেল। বল বাপধন, যত পার বল—কি বলব আমার নাতবউ তোর চুল ধরেছিল, তোর চুল পবিত্র হয়ে গেছে—নইলে বেটা তোমার চুল মুড়িয়ে, কাণ পাকিয়ে, গালে চড়টী মেরে, হাত থেকে হেতিয়ার কেড়ে নিতুম।

রঘু। আমার বড় কড়াজান—তাই বিবি-সাহেবের চুলের টানেও মাথা বাঁচিয়েছি। বিবিসাহেব সমস্ত পথটা আমাকে ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে এনেছেন। আপনি হ'লে গরীবকে তিরস্কার করবার বাগ পেতেন না। টানাটানি হেঁচড়া হিঁচড়িতে ধড় ছিঁড়ে গর্দ্দানটা ছটকে মাটীতে পড়ে যেত।

দেল। কে তুই?

রঘু। বেরারী।

দেল। কার দল?

রঘু। নেহাঙ খাঁর।

দেল। নেহাঙ খাঁ! তার ক্ষমতা কি?

রঘু। সঙ্গে মোগল।

দেল। ব্যাপারটা কি ভেঙ্গে বল দেখি।

রঘু। সুলতান বুরহানসার পুত্র সা আলী মোগলের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন। তাই বাদসা আকবর তাঁকে আমেদনগরের সিংহাসনে বসাবার জন্য বেরারের হাবসী সরদার নেহাঙ খাঁর অধীনে বিশ হাজার মোগল সৈন্য পাঠিয়েছেন। তারা সকলে বুরহানপুরে ছাউনি ক'রে আছে। নেহাঙ খাঁ এ দিকে তার সমস্ত শিক্ষিত হাবসী পলটন রামপুরের জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছে—আজ রাত্রে অতর্কিত ভাবে সে সহর আক্রমণ করবে। একবার সহরে ঢুকতে পারলেই, মোগলের বিশ হাজার ফৌজ পিল্ পিল্ করে এসে সমস্ত দেশ ঘেরাও করে ফেলবে!

মল্ল। মিয়ানমঞ্জু যে মোগলপলটনকে আমেদনগরের পাশ দিয়ে যেতে দিয়েছে, তারাও কি সেই ফৌজের দল ?

রঘু। আজ্ঞে হাঁ হুজুর! তারা সহরের পশ্চিম দিকটে—যে দিক সবার চেয়ে সুদৃঢ়—সেই দিকটে তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করে গেছে।

দেল। তাহ'লে মিয়ানমঞ্জুরও এর ভেতরে যোগ আছে ?

রঘু। তা কেমন করে বলব হুজুর ?

মল্ল। খাঁসাহেব! যত শীঘ্র পারেন আপনি মিয়ানমঞ্জুকে এখানে উপস্থিত করুন। চিন্তার কারণ নেই—সঙ্গে বল দিচ্ছি।

যশোদা। অনুরোধ করে দেখবেন, যদি না শোনে, তাহ'লে আদেশ করবেন। আদেশ অমান্য করে, বন্দী ক'রে এখানে উপস্থিত করবেন।

দেল। বল কি ভাই, আমার যে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে! এই অশক্ত অশীতিপর বৃদ্ধ কি এতই শক্তিমান ?

যশোদা। ইচ্ছা করেন, আজই আমরা আপনাকে আমেদনগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি—কিন্তু ভাই সাহেব আমরা রাজ-ভক্ত—বিশ্বাসঘাতক নাই।

মল্ল। আমার মাওলী সৈন্য অভিনব ধরণে শিক্ষিত—প্রান্তরে, গিরিসঙ্কটে, পাহাড়ের শিখরে শিখরে, গৃহপূর্ণ নগরে তারা সমানভাবে যুদ্ধ করতে পারদর্শী। ভাই সাহেব! প্রবল শক্তিমান বাদসার বিশাল সৈন্যকে উত্তক্ত করতে আমি এই সৈন্য দলের সৃষ্টি করেছি। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। নিশ্চিন্ত মনে বেইমান উজীরকে আদেশ করুন।

দেল। আমি এখনি যাচ্ছি। খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন। [প্রস্থান।

মল্ল। কে আছিস ? (জনৈক মারাঠী সৈনিকের প্রবেশ) খাঁসাহেবের সঙ্গে এক হাজার বারগীর পাঠিয়ে দাও।

[সৈনিকের প্রস্থান।

রঘু। হুজুর! গোলামের প্রতি কি আদেশ ?

মল্ল। বিবিসাহেব তোমাকে পুরস্কার দেবেন বলেছেন—পুরস্কার গ্রহণ কর।

রঘু। আমি অন্য পুরস্কার চাই না হুজুর, আপনার গোলামী চাই।

মল্ল। একবার বিশ্বাসঘাতকতা করলে, তোমাকে বিশ্বাস কি ভাই ? কাঁচের পিয়ালা ভাঙলে আর জোড়া লাগে না।

রঘুজী। গলিয়ে নিলেত আবার নূতন পিয়ালা হয় হুজুর! আমি কথায় আপনাকে কেমন ক'রে বিশ্বাস করাব ? তবে আপনি বিশ্বাস করে আমাকে না নেন, আমিও বিশ্বাস ক'রে আমাকে দুনিয়াতে রাখব না। (গলদেশে অস্ত্র প্রদানোদ্যোগ)

যশোদা। (হাত ধরিয়া) সরদার, অনু-রোধ করতে পারি না—তবে বাঁদীর ভিক্ষা একে তোমার সৈন্য মধ্যে গ্রহণ কর।

মল্ল। আয়—তবে আমার সঙ্গে আয়।

যশোদা। আমি এখন কি করব ?

মল্ল। রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে চাও—রন্ধন কর—আর অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করতে চাও—অস্ত্র ধর।

যশোদা। তাহ'লে রন্ধনই করি।

মল্ল। কিন্তু বৃদ্ধকে যা দেখালে, আমেদ-নগরে যার তার কাছে এ মূর্ত্তি দেখিও না। সকলে এ রণরঙ্গিণী ভৈরবীমূর্ত্তির মর্ম্ম বুঝবে না—পছন্দ করবে না।

যশোদা। যে আজ্ঞে।

[মল্লজী ও রঘুজীর প্রস্থান।

গীত।

বঁধুয়ারে ধরা দিতে এত কি লালসা তোর,
বসে দ্বারে আঁখি ধারে করিলি রজনী ভোর।
অগাধ ঘুমের ঘোরে বঁধু আছে শয্যা'পরে
বৃথায় ঢালিলি জলে যত হাহুতাস তোর ;
তবুতো না মেনে মানা তার ঘরে দিতে হানা
আসিলি নিলাজী ফিরে ধরিতে সে মনোচোর।
সে ঘুমে জাগিয়া আছে, তোর জেগে ঘুমঘোর।

চতুর্থ দৃশ্য।

এখলাস খাঁর বহির্ব্বাটী।

এখলাস ও সিপাইগণ।

এখ। ভাই সব, তোমাদেরই ওপর আমার মানমর্য্যাদা সমস্ত নির্ভর করচে। তোমরা যদি রাখ তবে আমেদনগরে থাকি, নইলে হিন্দুস্থানে আমার প্রতিপত্তি রাখবার যথেষ্ট স্থান আছে।

১ম, সি। সে কি সরদার, আপনার প্রতিপত্তি নষ্ট করে আমরা আমেদনগরে থাকব? আমাদের কি অন্নের এতই অভাব? আমাদের যা হুকুম করবেন, আমরা তাই করতে প্রস্তুত আছি।

২য়, সি। আমরা গলা বাড়িয়ে রেখেছি—বলুন সরদার আপনার কি কাজ করতে পারি—কি কাজে আমাদের গর্দ্দান দিতে পারি।

এখ। স্বধু গর্দ্দান দিলে যদি মানমর্য্যাদা থাকত, তাহ'লে ভাই সব আমিও তোমাদের সঙ্গে গর্দ্দান দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। প্রাণ দেওয়া বীরের পক্ষে কিছু বিচিত্র কথা নয়। স্বধু প্রাণ দিলে চলবে না। যা জেদ ধরে এসেছি, সেই জেদ বজায় রেখে যদি জাহান্নমে আমায় যেতে হয়, তাতেও আমার অমত নেই। তোমরা সকলে যেমন ক'রে পার আমার জেদ বজায় রাখ।

১ম, সি। কি জেদ বলুন?

এখ। আগে আমার সমস্ত কথা শোন—শুনে তার পর যা বিবেচনা হয় কর। মিয়ানমঞ্জু দুসমন মোগলকে আমেদনগরের ধার দিয়ে যেতে সম্মতি দিয়েছিল। তাতে সে আমাদের কারও মত গ্রহণ করেনি। তাই নিয়ে আমার সঙ্গে তার বচসা। তাই সে মালোজী ভোঁসলের সুমুখে আমার বড়ই অপমান করেছে। আমি ক্রোধের বশে তাকে শিক্ষা দেব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি।

১ম, সি। বেশ, শিক্ষা দিন।

এখ। স্বধু দেব বললেই হবে না। সে কিছু দুর্ব্বল ব্যক্তি নয়—রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও—উজীর। রাজা তার হাতে খেলার পুতুল—প্রকৃত পক্ষে মিয়ানমঞ্জুই এখানকার রাজা। সমস্ত দক্ষিনী পাঠান সৈন্য তার সহায়। তাকে শিক্ষা দেব বললেই শিক্ষা দেওয়া হয় না। অথচ শিক্ষা দেওয়া চাই। আমি দিতে অক্ষম বুঝে সে আমাকে বাঁদীর বাচ্ছা বলে সম্বোধন করেছে। পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মারাঠা সরদার মালোজী ভোঁসলে। ভাই সব, আমি একেবারে মরে এসেছি।

১ম, সি। আপনার সঙ্গে যে আমাদেরও মৃত্যু সরদার। এর শোধ না দিতে পারলে যথার্থই ত আমরা বাঁদীর বাচ্ছা। আমাদের প্রাণের দাম কি?

২য়, সি। সরদার আমাদের অপমান হয়ে মাথা হেঁট করে চলে এলো, আর আমরা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছি?

১ম, সি। চল্ ভাই সব—এখনি চল্। শালার উজীরকে পিঁজরেয় পূরে সরদারের পায়ের কাছে ফেলে দিই।

এখ। ব্যস্ত হয়ো না। তাঁকে পিঁজরের পোরা যতটা সহজ মনে করেছ, ততটা সহজ

নয়। এত বচসার পর উজীরও কিছু নিশ্চিন্ত নেই। সে আত্মরক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টাত করবেই, উল্টে আমাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করবে। অথচ সে দুস্‌মনকে জব্দ করা চাই।

১ম, সি। চাইই চাই।

এখ। যথার্থই যদি তাকে পিঁজরের পুরে আনতে পার, তাহ'লেই আমার মনের দুঃখ দূর হবে।

১ম, সি। কি ভাই সব, পারবি?

সকলে। খুব পারব।

১ম, সি। তাহ'লে আল্লা ব'লে তইরি হ'।

(দেলওয়ার ও মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

দেল। আমি আপনাকে আনছি—অনুরোধে আনছি। এতে আপনার মর্য্যাদা যাবে না। আপনি নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে আসুন।

মিয়ান। সরদার!

সকলে। ওরে উজীর!

১ম, সি। শালা ভয় পেয়ে খোসামোদ ক'রে মেটাতে এসেছে। জনাব! হুকুম।

এখ। গৃহে অতিথি—দুসমন হ'লেও দোস্ত—কাপুরুষের কাজ করে? ছি!—ব্যস্ত হসনি—চুপ কর!

মিয়ান। সরদার! এত সসজ্জ সেপাই কেন? আমাকে কি গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করছ?

এখ। তাই করছি, আপনার সঙ্গে কি আমার এ বিবাদ এ জন্মে মিটবে?

মিয়ান। আমি ও তা মিটতে বলছি না।

এখ। যদি মেটাবারই অভিপ্রায় নয়, তাই'লে বৃদ্ধ দেলওয়ার খাঁকে সঙ্গে করে এখানে এসেছেন কেন?

মিয়ান। বাধ্য হয়ে এসেছি—ইচ্ছায় নয়। বিশ্বাস না হয়, দেলওয়ার খাঁকে জিজ্ঞাসা কর।

দেল। সরদার!

এখ। খাঁ সাহেব! আগে অঙ্গীকার করুন, আমাদের বিবাদ মেটাবার জন্য কোনও অনুরোধ করবেন না।

দেল। যখন বাহিরে প্রবল শত্রু, তখন এ বিবাদ মেটানই আপনাদের উচিত ছিল। আপনাদের বিবেচনায় বিবাদ রাখাই যদি ভাল বোধ হয়, তা রাখুন। কিন্তু অনুরোধ—এক দিনের জন্য, এ বিবাদ মিটিয়ে ফেলুন—পরস্পরে বন্ধুভাবে সম্মিলিত হ'ন।

এখ। এক দিনের জন্য কি, যাকে একবার দুসমন বলে চলে এসেছি, তার সঙ্গে এক লহমার জন্যও আর মিলতে পারি না। আর তাকে দোস্ত বলতে পারি না।

দেল। না বললে আমেদনগর যায়।

এখ। আমেদনগরই যাক্, আর দুনিয়াই যাক—আমি আর ওর সঙ্গে মিশতে পারি না।

১ম, সি। আমরাও মিশতে বলতে পারি না।

দেল। চুপ কর বেয়াদব! ওমরাওয়ে ওমরাওয়ে কথা হচ্ছে, তুই ওপরপড়া হয়ে জবাব দেবার কে?

এখ। দোহাই খাঁ সাহেব! আমাকে গোলামী করতে বলেন, আমি তা রাজি আছি, অন্য কোন নীচ কাজ করতে আদেশ করেন, আমি তা করতেও প্রস্তুত আছি—উজির মিয়ানমঞ্জুর সঙ্গে যে চিরশত্রুতা প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, তা আমি জীবন থাকতে ভঙ্গ করতে পারব না। উনি হাবসীর সঙ্গে মিশতে ঘৃণা করেন, ওঁকে মিশতে অনুরোধ করবেন না।

মিয়ান। শুনুন দেলওয়ার খাঁ। আমি বলেছিলুম আমাকে অপমানিত করতে এই নীচ হাবসীর কাছে আনবেন না।

দেল। বেশ, এনেছি যখন উজীর সাহেব, তখন অপমান আমি নিজের ব'লে গ্রহণ করছি —দেশ রক্ষার জন্য আপনারা অন্ততঃ একদিনের জন্যও পরস্পরের বিরোধ বিস্মৃত হ'ন। মোগল আমাদের দোর অধিকার ক'রে বসেছে। আপনারা আত্মকলহে মত্ত থাকলে, এখনি দুসমন আমেদনগর অধিকার করবে।

এখ। বেশ, আমাকে অনুমতি করুন— আমি শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছি।

দেল। তা করলে ত দেশ রক্ষা হবে না।

এখ। রাজার নেমক খাচ্ছি, তার নেমক-হারামি করতে আমি ইচ্ছুক নই। আমি একা লড়াই করতে রাজি আছি। তা'তে লড়াই ফতে করতে পারি বহুত আচ্ছা—না পারি বেইমানির বদনাম থেকে ত রেহাই পাব।

দেল। বেশ, দু'জনে আলাদা আলাদা হয়ে রক্ষা করুন। বুঝতে পারছেন না সরদার —আপনারা পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ঈর্ষায় এত অন্ধ যে, নিজেদের যে কি সর্ব্বনাশ করছেন বুঝতে পারছেন না। স্বেচ্ছায় মিলতে চাচ্ছেন না, কিন্তু এখনি শত্রুর শৃঙ্খলে পরস্পর আবদ্ধ হয়ে পাশাপাশি মিলতে হবে।

এখ। এ মোগলকে ঘর দেখিয়েছে কে? কিসের জন্য আমার উজীরের সঙ্গে বিবাদ? উনি শত্রুকে ঘরের ছিদ্র দেখিয়েছেন। কি বলব রাজা জ্ঞানহীন, নইলে আমাকে একজন বিশ্বাস-ঘাতকের সুমুখে দাঁড়িয়ে এত কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত না।

মিয়ান। রাজা ভাল থাকলে হাবসীর এত আস্পর্দ্ধা বাড়ত না।

দেল। তবে কি এই বৃদ্ধ বয়সে বৃথাই পরিশ্রম করলুম?

এখ। বৃথা কেন খাঁ সাহেব, হুকুম করুন আমি একাই তা তামিল করছি। আমার সমস্ত ফৌজ নিয়ে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। বলুন কোথায় গিয়ে লড়াই দিতে হবে?

দেল। বেশ তাহলে উজীর সাহেব! আপনারা আলাদা আলাদা হয়েই বিভিন্ন দিক থেকে দেশ রক্ষা করুন।

মিয়ান। এখলাস খাঁ যোগ দিলে আমি যোগ দেব না।

দেল। তাহ'লে মাফ করুন উজীর সাহেব এ দেখছি আপনারই দুরভিসন্ধি।

মিয়ান। কোন নালায়েক—কোন অপদার্থে বলে?

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। সবাই বলে, সেই সঙ্গে আমিও বলি।

মিয়ান। তুই কে?

যশোদা। আপনিও যে, আমিও সে। উভয়েই আমরা সুলতান ইব্রাহিম সার নেমক খেয়ে থাকি। আপনি তার গোলাম, আমি বাঁদী—কোনও তফাৎ নেই। আপনি ভাগ্যক্রমে উচ্চ পদ অধিকার করেছেন, আমি পথে পথে বেড়াচ্ছি। সদাশয় বৃদ্ধ আপনাকে বারংবার অনুরোধ করছেন, আপনি রক্ষা করুন। আর যদি না করেন, তাহ'লে আপনার দুরভিসন্ধি আমি প্রকাশ করে দেব।

মিয়ান। একি করছেন দেলওয়ার খাঁ? আমার অনিচ্ছায় এখলাস খাঁর কাছে এনে ত একবার অপমান করলেন, তারপরে একটা অজ্ঞাত-কুলশীল রমণীকে এনে তার দ্বারা আমার অপমান করাচ্ছেন! জানেন আমি কে?

যশোদা। আমায় জিজ্ঞাসা করুন না— আমি বলছি আপনি কে, আপনি উজীর।

কিন্তু এই উচ্চপদের মর্য্যাদা যদি আপনি রাখতে জানতেন, তাহ'লে আমার সাধ্য কি আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা কই? দেখি আমাদের মর্য্যাদা যায়, আমাদের স্বধু কেন, রাণীর যায়। তাই কুলকামিনী সরম বিসর্জ্জন দিয়ে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি। মরিয়া হয়ে আপনার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করছি।

মিয়ান। কে তুমি?

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘু। মাকে জিজ্ঞাসা কেন? জবাব আমি দিচ্ছি উজীর সাহেব!

মিয়ান। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ যে নেহাঙ খাঁর দলের সৈনিক! তবেত দেখছি সব মতলব মাটী হ'ল। বদমাস্ বেইমানী ক'রে আমার গুপ্ত রহস্য প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।

রঘু। চিন্তায় পড়লেন উজীর সাহেব? মনে করেছেন বেইমানী ক'রে আমি আপনাদের মতলব প্রকাশ করে দিয়েছি? দোহাই উজীর সাহেব—তা নয়—চোর ধরতে গিয়ে সাধু ধরা পড়েছে। এই দেখুন মাথার ওপড়ান চুল তার সাক্ষী। এই দেখুন ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ তার সাক্ষী। দোহাই! মনে এতটুকু দুরভিসন্ধি ছিল না। ধরা পড়ে আমার এই দশা, প্রাণের দায়ে আপনার কাছে আসা, পেটের দায়ে মা অন্নপূর্ণার ঘরে বাসা। এই নিন্ আপনার চিঠি ফিরিয়ে নিন্। নেহাঙ খাঁর মতলব এবারে হাসিল হ'ল না—সঙ্গে সঙ্গে আপনারও হ'ল না। এবারে চিঠি রাখুন, অন্য বারে কাজে লাগবে। এবারে বড় সজাগ পাহারা—চুলবুল করলেই ধরা, আর বাড়াবাড়ি করলেই মরা।

যশোদা। ভাবছেন কি, আপনাকে আমি সহজে ছাড়ছি না—নেহাঙ খাঁর সঙ্গে আপনাকে লড়াই দিতে হবে।

মিয়ান! (স্বগত) তাহ'লে ত দেখছি, এখলাস খাঁর সহায়তা ভিন্ন আমার আর উদ্ধার নেই! সব রহস্যই ত প্রকাশ পেয়েছে!

যশোদা। আর এখলাস খাঁ! নেহাঙ খাঁও হাবসী, আপনার স্বজাতি। আপনিও উজীরের সঙ্গে যোগ দিয়ে, নেহাঙ খাঁকে শাস্তি দিয়ে জাতির কলঙ্ক দূর করুন।

মিয়ান। এখলাস খাঁ! তুমি বীর—আমার সমান অবস্থাপন্ন। তোমার কাছে মান অপমান আমার দুইই সমান। তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার গৌরবের কথা। জয়ে গর্ব্ব আছে, পরাজয়ে অপমান নাই। শত্রুতা করতে হয়, আজকের পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ক'র, মিয়ানমঞ্জুর সঙ্গে মিলতে তোমার প্রবৃত্তি না হয়, তার সঙ্গে মিলো না! কিন্তু অতিথি যদি আশ্রয়প্রার্থী হয়, তাকে পরিত্যাগ করাত তোমাদের জাতি ধর্ম্ম নয়! তাই আমি অতিথি হয়ে তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা করি, উজীরকে সাহায্য করতে না চাও, অতিথিকে কর। আপাততঃ তুমি এই দুটো মিথ্যাবাদী ষড়যন্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহার থেকে আমাকে রক্ষা কর।

এখ। আলবৎ করব উজীর সাহেব। আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, দুটো অজানা বান্দা বাঁদীর কাছে লাঞ্ছিত হবে! তাই আবার আমার ঘরে এসে, আমারই সুমুখে! খাঁ সাহেব! এদুটোকে এখনি এখান থেকে যেতে বলুন। সুধু আপনার খাতিরে আমি ওদের কিছু বলছি না।

দেল। আমার জন্য বলতে পারছ না! আমি কে? তোমরাও যেমন দেখছ, আমিও তেমনি দেখছি,—তবে তোমরা এদের ব্যাপার দেখে সবাক—আর আমি অবাক। তাড়াতে হয়, তোমরা তাড়াও।

এখ। এই ছুঁড়ী তোর বাড়ী কোথা?

রঘু। আমাকে জিজ্ঞাসা করুন হাবসী সাহেব! কুলবধূ কি আপনার সঙ্গে কথা কইবে?

এখ। তুই কে?

রঘু। তাহ'লে উজীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন। ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়।

এখ। আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। চলে যা—

রঘু। কেন, একটু থাকি না।

এখ। কেন বল্ দেখি?

রঘু। আজ্ঞে আমাদের তাঁরা আস্ছেন—

এখ। কারা?

রঘু। আজ্ঞে তাঁরা, ওই তাঁরা—মুখে হাসিভরা, ভেতরে ছোরা—আর মাথায় গোবর-পোরা—তাদের উজীর সাহেবের সঙ্গে দোস্তি—তারা বনের ভেতর করে কুস্তি।—

এখ। আরে ম'ল—এ জানোয়ারটা কোথা থেকে এলো!

রঘু। আজ্ঞে আপনি যে সময় আরসীতে মুখ দেখেন, সেই সময় আরসীর ভেতরে যে মুখখানা দাঁত বার করে হাসে, আমরা তাদের দেশ থেকে এসেছি—তাকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করলেই এ জানোয়ারটা কোথা থেকে এল জান্তে পারবেন।

এখ। তবেরে হারামজাদ—

রঘু। হাঁ হাঁ—আমিও কিছু জানি—অত বাড়াবাড়ি নয়—কেবল এই মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেছি—

১ম স। সেকি সরদার, আমরা থাকতে কম্‌বখতকে শাস্তি দিতে আপনি কেন?

যশোদা। ওকে শাস্তি দেবার সময় আছে মিয়া—এখন তোমরা যে গাফিলি ক'রে দুষ-মনকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দিচ্ছ, তোমাদের শাস্তি কি?

এখ। শাস্তি কে দেয়?

(চাঁদবিবির প্রবেশ।)

চাঁদ। অবশ্য লোক আছে বই কি সরদার!

মিয়ান। য়্যাঁ—য়্যাঁ—একি! একি!

দেল। য়্যাঁ—কেও মা—মা—এই সঙ্কট সময়ে বিপদবারিণী মা এলি?

যশোদা। মা না এলে কি আমরা এত সাহস করি? মা, রক্ষা কর—এই দুই মতিহীন সরদারকে প্রকৃতিস্থ ক'রে তাদের মৃত্যু হস্ত হ'তে রক্ষা কর।

চাঁদ। সেলাম খাঁন্ খানান্! অবকাশ নেই—আপনাকে আমি যোগ্য মর্য্যাদা দিতে পার্‌লুম না। এখলাস খাঁ! সর্দ্দারী কর, আর এটা বুঝতে পার না যে, এই অবলা রমণী তোমার মতন বীরকে শাস্তি দিতে চায়, পেছনে তার জোর না থাকলে সে এ কথা বল্‌তে সাহস করে? এতটুকুও বুদ্ধি নেই, তোমরা রাজ্য রক্ষা করতে চাও? তোমাদের বাড়ীর দোরে শত্রু, আর তোমরা আপনা আপনির ভেতর বিবাদ করে বৃথা সময় নষ্ট করছ। তোমাদের ধিক্কার দিতে আমার অধিকার নেই। তোমরা একবার আপনার আপনার পানে চাও—ঈশ্বর তোমাদের উপর কি পবিত্র ভার দিয়েছেন, একবার তার দিকেও নিরীক্ষণ কর—আর তোমাদের বর্ত্তমান আচরণের সঙ্গে পূর্ব্ব হৃদয়ের তুলনা ক'রে আপনি আপনি আপনাকে ধিক্কার দাও।

এখ। মাফ কর মা! আমি অপরাধ করেছি—

মিয়ান। আমাকেও মাফ করুন বেগম সাহেব!

চাঁদ। আমি মাফ করবার কে সরদার? আমি ভিখারিণী—তোমাদের কাছে প্রীতি ভিক্ষা করতে এসেছি।

(মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। মা! রণভেরী বেজে উঠল।

এখ। এই যে সরদার আমরাও প্রস্তুত হয়েছি। চলুন উজীর সাহেব আর বিলম্ব নয়।

[মিয়ান, এখলাস, মল্লজী ও সিপাইগণের প্রস্থান।।

দেল। বেঁচে আছিস মা! আমি কি অপরাধ করেছি যে, এই বৃদ্ধ তোর স্নেহের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে?

চাঁদ। খাঁন্‌খানান—আপনি ত সব জানেন, তখন নন্দিনীকে তিরস্কার করছেন কেন? আপনার কন্যা সেখানে সহস্র বন্ধনে বন্দিনী—কি ক'রে ছিঁড়ে এসেছি, শুনবেন আসুন। আয় যোশী, তোরাই বা কি—আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে আছিস্? রাজ্যে এই বিপদ, তোরা আমাকে সংবাদটা পর্য্যন্তও পাঠাতে পারিসনি! মনটা মাতৃভূমির জন্য সহসা আকুল হ'ল, তাই আমার পুত্রের সকল আগ্রহ উপেক্ষা ক'রেও চলে এসেছি। না এলে কি হ'ত বল দেখি? তোর স্বামী কি একা এই দুই বিষম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুঝে উঠতে পারত?

যশোদা। যে তোমার নিত্য খবর নেয়, সেই ঈশ্বরই তোমাকে খবর দেয়। বিপদ যেমনি জেগেছিল, বিপদবারিণী অমনি তুমি ছুটে এসেছ। এর পূর্ব্বে সংবাদ দেবার শক্তি যার আছে, আমেদনগরে তেমন ব্যক্তিকে কোথায় পাব মা! আছে উর্দ্ধে কোন অনন্তের নিভৃত নিকেতনে। তিনি তোমায় জানেন, তুমি তাঁকে জান। যদি এলে, এস মা দেশটা যাতে রক্ষা হয় তার উপায় কর।

পঞ্চম দৃশ্য।

আমেদনগর—তোরণ সমুখ।

নেহাঙ খাঁ ও সৈনিক।

নেহাঙ। তাইত—ব্যাপার কিছুইত বুঝতে পারছি না! আমরা যখন সাগঞ্জের পুলবন্দীর কাছে এসে উপস্থিত হ'ব, তখন মিয়ানমঞ্জু কেল্লার পূর্ব্ব ফটক খুলে দেবে, এই পরামর্শ আমার সঙ্গে ছিল; কিন্তু তার সহায়তার কোন চিহ্নও ত দেখতে পাচ্ছি না। তবে কি উজীর আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে?

সৈনিক। আমার ত তা বিশ্বাস হয় না হুজুর! হয়ত এখনও উজীর ফটক খোলবার সুবিধে পায় নি।

নেহাঙ। না—আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে—যে স্ত্রীলোক ঘোড়ায় চড়ে বনের ভেতর এসেছিল, সেই বোধ হয় আমাদের কথা সহরে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।

সৈনিক। তা যদি বলেন, তাহ'লে বলি—রঘুজী সেই আওরৎকে ধরতে ছুটেছিল—কিন্তু রঘুজী আর ফেরে নি।

নেহাঙ। সে কি? সে বেইমানী করলে নাকি?

সৈনিক। বেইমানি করুক আর না করুক হয়ত উজীরের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে—এক আওরতের লোভ দেখিয়ে রঘুজীকে এগিয়ে সহরের কাছে এনে তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

নেহাঙ। তা'হলে কি কর্ত্তব্য?

সৈনিক। যা হুকুম করেন।

নেহাঙ। এসেছি ফিরব না। বার বার অপদস্থ হয়ে ফেরার চেয়ে মৃত্যু ভাল। তা'হলে যাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছি, সে মোগলও আর আমাকে বিশ্বাস করবে না।

সৈনিক। সত্যি হুজুর, চোরের মতন পা টিপে টিপে এসে আবার চোরের মতন পা টিপে টিপে ফিরে যাওয়া বড় অপমান।

নেহাঙ! যাও, তুমি পলটনকে এগিয়ে আস্‌তে বল—সহরে প্রাণের চিহ্ন পর্য্যন্ত ত দেখতে পাচ্ছি না। এস সকলে এক জোট হয়ে ফটকটা আক্রমণ করি।

সৈনিক। যো হুকুম (নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

নেহাঙ। কি হ'ল?

সৈনিক। তাইত হুজুর, এইত গজল বাজল!

নেহাঙ। তা'হ'লে কি আমাদের শুনতে ভুল হয়েছিল! চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ—এখনি রংমশাল জলে উঠ্‌বে।

সৈনিক। হুজুর রংমশাল জলেছে!

নেহাঙ। নিশানা দাও, জলদি নিশানা দাও। (সৈনিকের বন্দুকের আওয়াজ)

(ফটকের উপরে প্রহরীর বেশে রঘুজী)

রঘু। কোন্ হ্যায়?

নেহাঙ। দোস্ত।

রঘু। আইয়ে খোদাবন্দ!

[রঘুজীর প্রস্থান।

নেহাঙ। জলদি বুরহানপুরে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা কর। আর সমস্ত পলটনকে এগিয়ে আসতে বল—আস্তে আস্তে যেন গোল না হয়।

(নেহাঙ খাঁর প্রবেশ; ফটক খোলা ও পটপরিবর্ত্তন)

নেহাঙ। বস্, এতদিন পরে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল। বড় অপমানিত হয়ে, এমন কি কত কাপুরুষেরও হাস্যাস্পদ হয়ে আমেদনগর ছেড়ে পালিয়েছি। এতদিন পরে তার শোধ নেব। কিন্তু দুঃখ মোগলের সাহায্য নিতে হ'ল। যাক্ যখন ঢুকেছি, তখন আর চিন্তার সময় নেই। একি, আমার পিছনে ফটক বন্ধ হল কেন? (রঘুজীর প্রবেশ) একিরে ফটক বন্ধ হ'ল কেন?

রঘু। গোস্তাকী মাপ হয় হুজুর—হুকুম।

নেহাঙ। কার হুকুম।

রঘু। আজ্ঞে হুকুমদারের হুকুম।

নেহাঙ। (স্বগত) কি করলুম! দুষ্ট উজীর কৌশল করে আমাকে গ্রেপ্তার করলে নাকি? না, এ কিছুতেই ত বিশ্বাস করতে পারি না। আমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য বেরার থেকে আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনালে! কেন, কি প্রয়োজনে? আমাকে এ রকমে আবদ্ধ ক'রে উজীরের লাভ কি? তবে কি আর কোন আমেদনগরীর কৌশলে আমি বন্দী হলুম? একি এখলাস খাঁর বুদ্ধি? এত বুদ্ধি হাবসীর? হাবসী স্বধু বীরত্ব দেখাতে পটু। এত বুদ্ধির ধারত সে ধারে না।

রঘু। হুজুর, কেদারা এনে দি বসুন। না হয় কোথায় যাবেন বলুন।

নেহাঙ। ফটক খুলে দে!

রঘু। আজ্ঞে হুজুর! হুকুম নেই।

নেহাঙ। তা বেটা দাঁত বার করে বলচ কেন?

রঘু। আজ্ঞে হুজুর দাঁত-ঢেকেই বল্‌চি।

নেহাঙ। আমি কারও হুকুম মানি না।

রঘু। আজ্ঞে আমি যে মানি হুজুর!

নেহাঙ। না ফটক খুললে, এখনি আমি তোকে কেটে ফেলব।

রঘু। গরীব বেঁচে থাকলে যদিও ফটক ওঠবার আশা থাকে, মরে গেলে যে আর কিছু থাকবে না হুজুর।

নেহাঙ। আচ্ছা সত্য ক'রে বল দেখি ব্যাপার কি?

রঘু। দোহাই হুজুর ব্যাপার কিছুই জানি না। ফটক তুলতে বলেছে তুলিছি—ফেলতে বলেছে ফেলেছি।

নেহাঙ। (সক্রোধে) কে বল্‌লে?

রঘু। আজ্ঞে হুকুমদার!

নেহাঙ। আচ্ছা হুকুমদারকে ডেকে দে।

রঘু। (গালে হাত দিয়া উচ্চকণ্ঠে) হো! হুকুমদার হো!

নেহাঙ। আরে মর্ বেটা! করিস্ কি?

রঘু। হুকুমদার হো!

নেহাঙ। চীৎকার করবি ত এখনি মেরে ফেলব।

রঘু। তবে চীৎকার করব না হুজুর! (ক্ষীণস্বরে) হুকুমদার হো!

(মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। সেলাম সরদার।

নেহাঙ। সেলাম উজীর সাহেব! কি এক জানোয়ারকে আপনি ফটকের পাহারায় রেখেছেন? আমাকে আর একটু হ'লে পাগল করে তুলেছিল। আর দোসরা জবান করলে আমি ওকে খুন করতুম।

মিয়ান। যা, এখান থেকে চলে যা।

রঘু। তাহ'লে সেলাম করি হুজুর!

নেহাঙ। তুই অমনি অমনি যা।

রঘু। আজ্ঞে তাহ'লে যে বেয়াদবী হবে হুজুর!

নেহাঙ। আচ্ছা সেলাম ক'রেই দেশত্যাগী হ'।

রঘু। আজ্ঞে দেশত্যাগী হ'লে ফটক রাখবে কে হুজুর? ওই ওপরে যাব।

নেহাঙ। ওপরে যা—নীচে যা—চুলোয় যা।

রঘু। আজ্ঞে হুজুর আমি মুসলমান—আমি ত হিঁদুর চুলোয় যাব না।

নেহাঙ। তবে গোরে যা।

রঘু। যো হুকুম হুজুর! (প্রস্থান)

নেহাঙ। এ জানোয়ারকে ফটকে রেখেছেন কেন?

মিয়ান। ওকে চিনতে পারেন নি—ও প্রহরী নয়—আপনারই রেসেলদার রঘুজী।

নেহাঙ। বেশ পরিবর্ত্তন করেছে ভাল—তা আহাম্মোক ফটক বন্ধ করে দিলে কেন? আমার সমস্ত পল্টন, এতক্ষণ হয়ত ফটকের সুমুখে এসে নগর প্রবেশের অপেক্ষা করছে। আমাকে না দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই তারা ভীত হয়েছে। ফটক তুলতে হুকুম দিন।

মিয়ান। ফটক তোলাতে আমার অধিকার নেই।

নেহাঙ। সে কি?

মিয়ান। কি আর বলব সরদার আমি বন্দী—আর সেই সঙ্গে আপনিও বন্দী।

নেহাঙ। শৃগাল বন্দী হ'তে পারে—সিংহ জীবন থাকতে কারও কাছে বন্দী হয় না।

(রঘুজীর পুনঃ প্রবেশ)

রঘু। সময়ে সময়ে হয় বই কি—সিংহ কি জালে পড়ে না? বিশেষতঃ সিংহবাহিনী যখন পিঠে শ্রীচরণের চাপ দেন, তখন সিংহ মিয়ার ল্যাজ নাড়া ভিন্ন আর গতি থাকে না।

নেহাঙ। বেইমান—সে রমণী তাহ'লে উপলক্ষ—তুমিই বেইমানী ক'রে আমাকে এই দশায় উপস্থিত করেছ?

রঘু। ফাঁক পেলুম কখন—তা বেইমানী করব সরদার? আপনার কাছ থেকে বেরিয়েই আওরংকে তাড়া করেছিলুম। তাড়া করতে করতে আপনার পাঁচ হাজার টাকার লোভে একেবারে সহরের গায়ে এসে পড়েছিলুম। সেই আসাই আমার কাল হ'ল। সহরের কাছে

যেমন আসা, অমনি কোন একটা আশ্চর্য্য রকমের উপায়ে, চুম্বুকের টানে যেমন লোহা আসে, তেমনি ক'রে ঘোড়া থেকে ছটকে আকাশে ভাসতে ভাসতে একেবারে সহরের ভেতর ঢুকে পড়েছি। ঢুকেই হক্‌চকে মেরে, কোন্ পথে যাব ঠিক না করতে পেরে, একেবারে ফটকের ওপর চেপে বসেছি। তোমার ওখানে করতুম রেসেলদারি, আর এখানে বন্দুক ঘাড়ে ফটকের ওপর করছি পায়চারি—এতে আর বেইমানিটে কি দেখলে সরদার? কুহকিনীর দেশ—এখানে ঢুকলে আর মানুষে বেরুতে পারে না।

নেহাঙ। এ সব কি উজীর সাহেব! এত কিছুই বুঝতে পারছি না—কুহকিনী কি?

(চাঁদ বিবি, এখলাস ও রক্ষিগণের প্রবেশ)

চাঁদ। নেহাঙ খাঁ চিনতে পার?

নেহাঙ। য়্যাঁ—য়্যাঁ—কই—আমি—একি? কই না—কে আপনি? না না—একি—আদিলসাহী সুলতানা!

চাঁদ। সরদার! এই কি আমার নেহাঙ খাঁর কাছে পরিচয় হ'ল? কেন আমাকে আদর বাক্যে একবার ডাকলে না,—"চাঁদ!"

নেহাঙ। আমার যে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল মা!

চাঁদ। সেটা কি আমার অপরাধ সরদার? বাল্যকালে সমস্ত বুদ্ধিটা আমার কাণে ঢালবার সময়, বার্দ্ধক্যের কথাটা স্মরণ করনি কেন? যখন সংসার-কাননে নবপ্রস্ফুটিত কুসুমের মতন এক মাতৃহারা বালিকা, আপনার দুই হাঁটুর ভেতর দাঁড়িয়ে, আপনার ভুড়িতে নৃত্য করত, তখন তার নববিকশিত কর্ণে ফুলের কথা, চাঁদের কথা, আকাশের আঁধার কক্ষে লুকুনো অনন্ত প্রবাসে প্রবাসী চিরকম্পিত তারার কথা—এ সকল না শুনিয়ে রাজ্যের কথা, রাজনীতির কথা, যুদ্ধের কথা শোনাতে কেন? তাই শুনে শুনে আমি নারীর হৃদয়টুকু পুরুষ ভাবে ডুবিয়ে দিয়েছি। তাই আমি আমেদনগরের সর্ব্বনাশের কথা শুনে অন্তঃপুরের সাজানো কারাগারে বালিসে মুখ ঢেকে সুধু না ক্রন্দন ক'রে প্রতীকারের জন্য বাইরে এসেছি। আর বহুকাল পরে তোমার আগমন-বার্ত্তা শুনে, আরও দুটো রাজনীতির উপদেশ নিতে এসেছি। তোমরা নিজামসাহরচিত এই অপূর্ব্ব প্রাসাদের এক একটী স্তম্ভ। যদি এ অট্টালিকার ভার বহন করতে অশক্ত বোধ কর, তাহ'লে এস সকলে পরামর্শ ক'রে আমেদনগরকে মোগলের হাতে ধ'রে দিই।

নেহাঙ। তুমি কি মা এ অধম বিশ্বাসঘাতককে স্থান দেবে?

চাঁদ। একি অন্যায় কথা বলছ সরদার? তোমার বাঁধা স্থান নিয়েছে কে, তা দেবে। এস, বস, গ্রহণ কর। কেবল কি করতে হয়, তোমরা সকলে মিলে আমাকে আদেশ কর?

নেহাঙ। এই নাও মা, আমার স্বাধীনতার সঙ্গে, আমার তলোয়ার তোমার পায়ের কাছে এনে উপস্থিত করলুম—নিয়ে আমাকে ধন্য কর।

চাঁদ। (অস্ত্র লইয়া নেহাঙের হাতে উঠাইয়া) যদি মোগল তোমার সঙ্গে থাকে, তাদের ঘরে ফিরে যেতে আদেশ কর। যদি তারা তোমার নিজের লোক হয়, তা'হলে তাদের আমেদনগরের ঘরে স্থান দাও। সেলাম সরদার।—তোমরা সবাই আমার সেলাম নাও।

[প্রস্থান।

এখ। এস ভাই! আমরা এক কারাগারে একই উপায়ে একই শৃঙ্খলে বন্দী। এস আমরা পরস্পরকে অবলম্বন ক'রে দিন যাপন করি।

রঘু। কি সরদার! ফটক খুলে দেব, বেরিয়ে যাবে?

নেহাঙ। যথার্থ ই বলেছ রঘুজী—এরা কুহকিনী।

রঘু। কুহকিনী সরদার, কুহকিনী—এক কুহকিনী তোমার রেসেলদারের মস্তকস্পর্শ ক'রে তার সমস্ত বুদ্ধি অপহরণ করেছে। অপর কুহকিনী তোমার মর্ম্মভেদ ক'রে তোমাকে বাহু করলে—বিরুদ্ধ শক্তি আজ স্ববশে এসে দেশের কাজে নিযুক্ত হল—সরদার, তোমরা আল্লা বল; আর আমি হর হর ব'লে, মনোরম দাসত্বে পা বেঁধে, ভরা গাঙে গা ভাসান দিয়ে, চোক বুজে কোন অনির্দ্দিষ্ট দেশে চলে যাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিজাপুর—বেগমের কক্ষ।

তাজবেগম।

তাজ। মা দেখছি আমাকে অপ্রস্তুত করলেন! রাত্রের মধ্যে ফিরে আসব ব'লে আমেদনগরে চলে গেলেন, তৃতীয় প্রহর রাত্রিও ত অতীত হ'ল! কিন্তু কই মায়ের ত এখনও দেখা নেই! মায়ের কথার খেলাপ হবে? হয়ত হোক না, তবু এক দিন মায়ের কথায় সুলতানকে তামাসা করবার জিনিষ পার্ব। সুলতানের কাছে তিনি কথা গোপন রাখতে বলে গেছেন। আমার বিনা চেষ্টা-তেই কথা গোপন হয়ে গেছে। আজকে প্রভাত থেকে রাত্রির এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরও ত দেখা নেই। এসে জিজ্ঞাসা করলে কথা গোপন রাখতে পারতুম না, আমাকে বলতেই হ'ত। বললে একটু তিরস্কারও যে খেতে না হ'ত, এমন নয়। কিন্তু গোপন রাখা ত আর কর্ত্তব্য নয়। প্রভাতেই সমস্ত রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন সুলতানকে এ খবরটা আমার দেওয়া কর্ত্তব্য। কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

(খতিজার প্রবেশ।)

খতিজা। আ আমার পোড়া কপাল, তুমি এখনও ঘুমোওনি রাণী!

তাজ। কেমন ক'রে ঘুমুব? রাজা এখনও আসেন নি।

খতিজা। আসেন নি?

তাজ। এলে কি আর দেখতে পেতিস না!

খতিজা। আসবে না সেত ধরা কথা—অত আলগা দিয়ে রাখলে কখন কি পুরুষ মানুষ বশে আসে:

তাজ। রাজা খাস কামরায় আছেন, তাঁকে একবার খবর দে দেখি!

খতিজা। তুমি তাই বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত আছ?

তাজ। আছি বই কি!

খতিজা। তাইত বলি, ঘুমুতে ঘুমুতে শিউরে উঠছিলুম কেন—তুমি আমার মানুষ করা মেয়ের মেয়ে—আঁতে আঁতে টান—প্রাণ ঠিক থাকবে কেন? ঘুমুচ্ছি আর প্রাণটা যেন বেঁউরে বেঁউরে উঠছে—তাইত ভাবি এত দিন নয় তত দিন নয়, প্রাণটা মাঝখান থেকে বিগড়ে গেল কেন? ভাবলুম এ বয়সে আবার বিরহ হ'ল নাকি? তা আমার না হয়ে যে আমার তাজের হয়েছে তা কি করে জানব?

তাজ। তোর মতন অমন আমার পানসে প্রাণ নয় যে, কথায় কথায় বিগড়ে যাবে।

খতিজা। ফলও তেমনি হচ্ছে। নিশি ভোর হ'তে চলল—মোরগ ডাকবার সময় হ'ল, প্রাণনাথ তবু এল না!

তাজ। তোর প্রাণনাথ কি কখন বাইরে রাত কাটায় নি?

খতিজা। বড়টাত কখন পারে নি, মাঝেরটাও পারেনি, তিনেরটা—না কই তারওত ছটকান রোগ দেখিনি। চেরেরটা গাঁজাটা ভাঙটা খেত, আমার পয়সার মৌতাত, কাজেই যেখানে থাক্, সন্ধ্যে বেলায় চোরটীর মতন আমার কাছে হাজির হতেই হ'ত। এই ছোটটা—দিদিমণি মাঝে মাঝে ছটকে ছাটকে বেরুত, তা এলে সাত দিনের মতন বিছান নিতে হ'ত।

তাজ। সে কি প্রেমের ভারে?

খতিজা। ঝাড়ুর মারে—প্রেমের মারে কি হাড়গোড় ভাঙ্গে—এ বিরেশি সিক্কের ঝাড়ু—কড়া মিটেকড়া খাব্বিরি ভেলসা—ঝাড়ুর আমার তোয়াজ ছিল কত। প্রেমিক বশ করতে অমন ওষুধ কি আর আছে? এ কেবল শুনে আসছি, বিরহানলে জ্বলে মলুম—কিন্তু কারওত গায়ে একটা ফোঁসকা বেরুতে দেখলুম না। ও সব জুয়াচুরি—শুনোনা রাজকুমারী—এইত আমি পাঁচটা খসম নিয়ে ঘর করলুম—একটী একটী ক'রে পাঁচটী খেলুম—লোকে একটার শোক সইতে পারে না, এ পাঁচ পাঁচটা—তাই কি খোড়া ভাঙ্গড় পাঁচটা গা—এক একটা যেন—এক একটা মাথনা হাতী—কল্‌জের ছাতি কি?

তাজ। পাঁচটী যখন গেল, তখন আর একটী নিকে ক'রে পাঁচটীর শোক নিবারণ করলিনি কেন?

খতিজা। আমি ত তাই করব মনে করেছিলুম—কিন্তু আঁটকুড়ির ব্যাটারা কেউ যে রাজী হ'ল না। তখন রূপটী থিতিয়ে ওপরে ওপরে সরটী সুধু পড়েছে—কিন্তু বেটাদের ঘোল খাওয়া অভ্যেস—সরের মর্ম্ম বুঝলে না। আমাকে দেখে, আর দুড় দুড় করে পালায়—কি করব দিদি ঠাকরুণ খসমের আসা ছেড়ে দিয়ে—এখন খোদাকে নিয়ে বসে আছি। তুমিও তাই কর—খোদার নাম নিয়ে চোক্ বুজে বসে যাও।

তাজ। বেশ, তাই ভাল, সারেঙটা এনে দে।

[খতিজার প্রস্থান।

ভাল তাই দেখি, আমার তান-লয়ের আবেদন—সেই রাজ্য নিয়ে আত্মহারা অপ্রেমিকের কাণে পৌঁছায় কি না।

(খতিজার সারেঙ লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

খতিজা। ও দিদিমণি! বাইরে কি একটা হৈচৈ পড়েছে।

তাজ। তা পড়ুক, তুই আমাকে সারঙ দে—যা বিশ্রাম করগে যা।

গীত

জাগত রহ চাতকী রোয়ে রোয়ে সুরে সুরে।
গীত শুনাওত হিয়া করি মুকত
যবহুঁ পিয়া ঢুঁড়ে দূরে—দূরে॥
দূত সমীরণ আগই ঝম্পই,—
শীহরণ তরুণীর শাখে;
কূটীল মধুকর, ছুটল গহন পর,
গীত পিয়াসে লাখে লাখে;
চমকি চপলালতা, দুরু দুরু গরজিয়ে
শোভল জলদ গলহারে।
গাহত রহ চাতকী যবহুঁ পিয়ারক
লাখ আঁখি নাহি ঝুরে॥

(আদিলসার প্রবেশ।)

আদিল। তাইত ভাবলুম, রাজনীতির কথা কইতে কইতে সহসা মন উদাস হয়ে গেল কেন?

তাজ। রাজনীতিতে রসভঙ্গ হ'ল নাকি জাঁহাপনা?

আদিল। হ'ল বইকি—একটা বিষম সমস্যায় পড়েছিলুম। সমস্যার মীমাংসা করতে

না পেরে হতগজ্জ করে কাজ সেরে এসেছি। তুমি যে এখান থেকে সম্মোহন বাণ ছাড়ছ, ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাত সারে আমার বুদ্ধিকে অবশ করছ, তা ত বুঝতে পারিনি!

তাজ। এমন কি সমস্যার কথা জাঁহাপনা যে, এতরাত্রি পর্য্যন্ত তর্ক ক'রেও তার মীমাংসা হ'ল না? বাঁদী কি তা শোনবার অধিকার রাখে?

আদিল। এই যে বললুম বিষম সমস্যা। আমেদনগর থেকে দূত এসেছিল।

তাজ। কেন জাঁহাপনা?

আদিল। সেখানে উজীর মিয়ানমঞ্জু আর এখলাস খাঁতে বিষম বিরোধ বেধেছে। ব্যাপার যা, তাতে বুঝলুম, বিনা রক্তপাতে সে বিবাদের মীমাংসা হবে না। মালোজী তাই সাহায্য চেয়ে আমাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে।

তাজ। তাদের আপনা আপনির ভেতর বিবাদ—আপনি কি সাহায্য করবেন?

আদিল। দুই রকম মেটাবার উপায় আছে—এক অনুরোধ—আর এক ভয় প্রদর্শন।

তাজ। আপনি কি উপায় অবলম্বন করতে চান?

আদিল। কি করব, স্থির না করতে পেরে আমরা হামিদ খাঁর অধীনে একদল সৈন্য পাঠিয়েছি।

তাজ। ওই কাজটাই কি ভাল বিবেচনা করলেন?

আদিল। হামিদ প্রথমে আমার এক পত্র নিয়ে তাদের অনুরোধ করবে। অনুরোধে ফল না হয়, তখন বলপ্রয়োগ!

তাজ। পত্র যাবে কার কাছে?

আদিল। অবশ্য দূত পত্র নিয়ে প্রথমে রাজার কাছেই উপস্থিত হবে। রাজার মধ্যস্থতায় মিটে যায় ভালই—নইলে পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে একেবারে আমেদনগরে গিয়ে পড়বে। সেখানে মালোজীর মাওয়ালী সৈন্য তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। রাজাকে দুর্ব্বল বুঝেই না সরদারেরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে! এই সকল সৈন্য যখন রাজার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন আর কেউ সেখানে বিদ্রোহ তুলতে সাহস করবে না।

তাজ। এত বড় বিষম ব্যাপার—মায়ের পরামর্শ একবার গ্রহণ করলেন না কেন?

আদিল। মায়ের কাছে পরামর্শ নেবার হ'লে কি এতক্ষণ চুপ ক'রে থাকতুম? এ তাঁর পিতার রাজ্যের কথা। মায়ের তাতে একটা বিশেষ স্বার্থ আছে। মা এতে কোন কথা কইতেন না। একবার অনুরোধ করেছিলুম—দুই রাজ্যের ভেতর সদ্ভাব স্থাপনের জন্য, আমার ভগিনী মরিয়মকে ইব্রাহিমকে দান করতে একবার তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমার ইচ্ছা না থাকলেও, দ্বিরুক্তি না ক'রে আমি মায়ের আজ্ঞা পালন করি। বিবাহে ভগিনী আমার সুখী হ'ল না। মরিয়ম আমার চেয়েও মায়ের প্রিয় ছিল—তুমি তাকে দেখনি—সে কি কোমল, কি মধুর!

তাজ। আমি তাকে না দেখেই বুঝতে পারছি জাঁহাপনা। এক বৃন্তের দুটী কুসুম, একটীকে আমি ভাগ্যের বশে দেখছি—অপরটী এরই প্রতিবিম্ব স্বরূপ হয়ে আমার চোখে ফুটে উঠছে।

আদিল। তাজ! সে কুসুম দুটী ফুটতে না ফুটতে তাদের বৃন্ত করাল কাল কর্ত্তৃক ছিন্ন হয়েছিল। ফুল দুটী মাটিতে পড়তে না পড়তে এক করুণাময়ী করুণাঞ্চলে তাদের ধরে ফেলে-ছিলেন। সযতনে করুণাশ্রুনিষেকে তাদের পুষ্ট করেছিলেন। আমরা মায়ের অভাব যাঁর

কৃপায় অনুভব করিনি, সেই পিতৃব্যপত্নী মহীয়সী মা চাঁদসুলতানা—মরিয়মের মঙ্গলকামনাতেই তাঁর ভ্রাতষ্পুত্রের হাতে বালিকাকে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাজ! নসীবের দোষে ফল বিপরীত হয়ে গেছে। বাল্যের শান্ত শিষ্ট বুদ্ধিমান ইব্রাহিম, জ্ঞানহীন পশুতে পরিণত হয়েছে। মা আমার তদবধি মর্ম্মাহত—আমেদনগরসম্বন্ধে আর কোনও অনুরোধ আমার কাছে করেন না। এমন কি আমেদনগর দর্শনের অভিলাষ পর্য্যন্ত তিনি ইহ জন্মের মত পরিত্যাগ করেছেন। মনের দুঃখে মা চৌদ্দ বৎসর তার পরম প্রিয় মরিয়মকে পর্য্যন্ত দেখা দেন নি।

তাজ। তাহ'লে মাকে আর এ কথা জানিয়ে কাজ নেই।

আদিল। না, এই বারে জানাবার সময় এসেছে। ভাল করলুম কি মন্দ করলুম, একবার মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

তাজ। আজ থাক্ জাঁহাপনা, কাল জিজ্ঞাসা করবেন।

আদিল। প্রাণ আমার চঞ্চল হয়ে রয়েছে। মাকে না জানালে নিদ্রা হবে না।

তাজ। এত রাত্রে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত কি না করলেই নয়?

আদিল। আমি সারারাত জেগে থাকব, আর মা ঘুমুবেন। তা হ'তে দিচ্ছি না। চল আমার সঙ্গে। (গমনোদ্যোগ)

তাজ। (হাত ধরিয়া) আজ থাক্।

আদিল। তুমি ভয় পাচ্চ কেন তাজ? ভয় পাচ্চ পাছে মা আমার কষ্ট হন? ভয় নেই, আমার তেমন মা নয়।

তাজ। তা জানি, তবু আজ থাক।

আদিল। বারংবার নিষেধ করছ কেন তাজ?

তাজ। জাঁহাপনা বাঁদী এক বিষম অপরাধ করেছে।

আদিল। অপরাধ?—তোমার অপরাধ? কি ক'রে অপরাধ করতে হয়, তুমি যে জান না তাজ!

তাজ। বলুন, বাঁদীর অপরাধ ক্ষমা করবেন!

আদিল। না তা করব না! এসে অবধি তোমার ওপর ক্রোধ করবার সুযোগ পাইনি, সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন ছাড়ব না। তা তুমি বলতে হয় বল, না বলতে হয় নেই বল।

তাজ। মা ঘরে নেই।

আদিল। ঘরে নেই?

তাজ। না—আপনাকে বলতে নিষেধ করেছেন বলে বলতে পারিনি। এই রাত্রের মধ্যেই তিনি ফিরে আসতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হয়, তথাপি তিনি ফিরে এলেন না—তাই আপনাকে জানাচ্ছি।

আদিল। কোথায় গেছেন?

তাজ। আমেদনগর।

আদিল। তাহ'লে আমেদনগর থেকে যে দূত এসেছিল, মা তার খবর পেয়েছেন?

তাজ। দূত কখন এসেছিল?

আদিল। এই রাত্রে—

তাজ। তাহ'লে পান্‌নি। তিনি তার বহুপূর্ব্বে চলে গেছেন। অপরাহ্নে মৃগয়ার ছল ক'রে, ছদ্ম বেশে তিনি নগর পরিত্যাগ করেছেন।

আদিল। সঙ্গে গেল কে?

তাজ। বোধ হয় কেউ নয়।

আদিল। হুঁ!—কোই হ্যায়?

(মল্লুর প্রবেশ)

মল্লু। হুজুরালি!

আদিল। জলদি আমার ঘোড়া তইরি করতে বলে দাও।

[মল্লুর প্রস্থান।

তাজ। রাত্রিটের শেষ পর্য্যন্ত দেখবেন না?

আদিল। আজই আমেদনগরে গিয়ে বিজাপুরে ফিরে আসা, এও কি সম্ভব তাজ? বিশেষতঃ রমণীর পক্ষে? তার ওপর সেখানে তাঁর প্রলোভন আছে। ভ্রাতুষ্পুত্র যদ্যপি তাঁর প্রলোভন না হয়, মরিয়মকে না দেখে রাণী কি ফিরতে পারবেন মনে করেছ? চৌদ্দ বৎসর তিনি মরিয়মকে দেখেন নি, তাঁর পুত্রকে কখনও দেখেন নি। এই সব প্রলোভন পরিত্যাগ, মায়াময়ী চাঁদসুলতানার পক্ষে কি সম্ভব? রাণী! দিবারাত্রিই রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকি, তোমাকেও পর্য্যন্ত চিন্তা করবার অবকাশ পাই না, সেই আমি কাজ করতে করতে এক এক সময় মরিয়মের জন্য আকুল হয়ে উঠি। তখন মনে হয়, মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে ভিখারীর বেশ ধরেও যদি ভগিনীর আমার দেখা পাই, তাহ'লে ভিখারী সেজেও তাকে একবার দেখে আসি। চির আদরে পালিত ভগিনী আমার, এক নির্ম্মম রাজার হাতে পড়ে, আরাম বাগান থেকে যেন চির দিবসের জন্য নির্ব্বাসিত। মা তার সঙ্গে দেখা না ক'রে কখনও কি ফিরতে পারেন?

তাজ। তা আপনি যাচ্ছেন কেন জাঁহাপনা?

আদিল। কিন্তু তাজ! বিজাপুর রাজের গর্ব্বিত মস্তক আজ অবনত হ'ল! অনাহুতা ভিখারিণীর ন্যায়, আমেদনগরের রাজ-গৃহে বীর আলি আদিলসার পত্নী—আমার মাতৃস্বরূপিণী চাঁদসুলতানা—ওই শোন আমেদনগরের হাটে বাজারে আমার বংশের কলঙ্কবাহী কলরব!

তাজ। তা বুঝতে পেরেছি। তবে আপনি যাচ্ছেন কেন?

আদিল। আমি মাকে বিজাপুরে ফিরতে নিষেধ করে আসব।

তাজ। সেইটেই কি কর্ত্তব্য?

আদিল। অথবা তাঁর স্বামীর প্রদত্ত রাজ্য তাঁর হাতে প্রত্যর্পণ ক'রে আমি ফকিরী গ্রহণ করব।

(মল্লুর প্রবেশ)

মল্লু। জনাবালি! ঘোড়া তৈয়ার!

আদিল। চল—আমিও তৈয়ার! (মল্লুর প্রস্থান) তাজ! রাণী ফেরেন ত আমি ফিরব না—আমি ফিরি ত রাণী ফিরবেন না। তুমি ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের জন্য প্রস্তুত হও।

তাজ। জাঁহাপনা! অধিনীর একটা নিবেদন—

আদিল। সাবধান! সঙ্কট সময়ে বাধা দিয়ে আমার বিরক্তিভাজন হয়ো না।

তাজ। কি করলুম! নিজের সুখে ঈর্ষা করে নিজেই আমার বাদী হ'লুম!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিজাপুর রংমহালের দরদালান।

মল্লু ও খতিজা।

খতিজা। ওরে খোজা?

মল্লু। কেন (বিকৃতস্বরে) বেটী যেন মৌটুসকি—

খতিজা। তা এত দিনে ঠাওর পেলি! বেটার আমার কি বেজায় সাড়! এবার থেকে ছাতু খাবার সময় আমাকে ডাকিস্—তুই চোক বুজে খাবি, আর আমি কাণ ধরে তোরে বাক্যি দেব। ন'লে কোন দিন শুকন ছাতু গলায়

আটকে দম বন্ধ হয়ে ম'রে যাবি। এমন সুখের চাকরী পাবি কোথা?

মল্লু। নাম ধরে ডাকতে পারিস না?

খতিজা। তোর আবার নাম আছে?

মল্লু। কেন থাকবে না? হাস্‌মাদাদ হোসেন বকৃস হিম্মত মল্ল ফরোখী।

খতিজা। থাম থাম বেটা, থাম—বেটার নামে যেন গৃহিনী রোগ হয়েছে—আধ ঘণ্টা ধরে জন্তু মরে না। কাল মৌলবীর কাছে গিয়ে নাম ছাঁটিয়ে চাঁচিয়ে সোজা ক'রে আনিস্। এখন যা বলি শোন্—রাজাকে ফিরিয়ে আন্।

মল্লু। হুজুরালি এতক্ষণ দশ ক্রোশ গিয়ে পড়েছে—কেমন ক'রে ফেরাব?

খতিজা। যেমন ক'রে পারবি ফেরাবি, নইলে বেটা হট্ বলতে ঘোড়া তইরি করলি কেন?

মল্লু। হুজুরালী যে হুকুম করলে!

খতিজা। হুজুরালী যদি তোকে খাবার জন্য বিষ আনতে বলে, তুই বিষ এনে দিবি?

মল্লু। তা দেব কেন?

খতিজা। এই যে এনে দিলিরে বেটা!

মল্লু। কই বিষ আনলুম!

খতিজা। হাত শুঁকে দেখেছিস্ কি? রাজাকে ঘোড়া এনে দিলি না?

মল্লু। তাতো দিলুম—

খতিজা। তবে আর বাকি রাখলি কি? রাজা যে সেই ঘোড়ায় চেপে, বিবাগী হয়ে গেল—

মল্লু। (ক্রন্দনভাবে) এঁঃ—

খতিজা। এঃ! সর্ব্বনাশ করলি! রাজা আর আসবে না বলে চলে গেছে—

মল্লু। কি বললি—আয়ীবুড়ী!

খতিজা। আর বলব কি আমার মাথা রে

(কপালে করাঘাত ও উভয়ের ক্রন্দন)

(তাজের প্রবেশ)

তাজ। করিস—কি, করিস কি আয়ী? এখনি দেশশুদ্ধ জানাজানি হবে। রাজ্যঘেরা শত্রু, এখনি সর্ব্বনাশ হবে।

খতিজা। চুপ করব বই কি মা! বুড়ো বয়সে আর কতক্ষণই বা কাঁদব—ওরে চুপ কর, আর চেঁচিয়ে লোক জানাজানি করিসনি।

মল্লু। কি হল মা?—কি করলুম মা?

তাজ। তোর অপরাধ কি? নে উঠে আয়—হুঁসিয়ার, আর একটুও গোলমাল করিস্‌নি। [প্রস্থান।

মল্লু। ও আয়ী বুড়ী—কি করলুম?

খতিজা। চুপ কর লোক আসছে—

মল্লু। ও আয়ি বুড়ী!

(পরিচারিকাগণের প্রবেশ)

খতিজা। আরে মর চুপ কর, কি করবি—অমন ঘরে ঘরে হয়ে থাকে—

সকলে। কি হয়েছে? কি হয়েছে আয়ী বুড়ি? কি হয়েছে মল্লু? কি হয়েছে মল্লু?

মল্লু! বিবি! সর্ব্বনাশ হয়েছে—

খতিজা। (মুখে হাত চাপিয়া) চুপ কর্ আঁটকুড়ির বেটা! আমি বলছি। মল্লুর বৌটি মরে গেছে মা! বেচারী একেবারে গৃহশূন্য হয়েছে—

১ম প। ওমা কি ক'রে ম'ল গো?

খতিজা। মল্লুর শোকে অধৈর্য্য হয়ে অন্য-মনস্কে একটা আস্ত ভেড়া খেয়ে ফেলেছিল—বেটা ভেড়া পেটে ঢুকেই একেবারে সিংএর গুঁতো মেরেছে—কচি পেট ফেঁসে গেছে।

২য় প। হায় হায় হায়—সেখানে কেউ কি লোক ছিল না?

খতিজা। থাকবে না কেন—থাকবে না কেন ছুঁড়ি—তুমি আমার মল্লুধনের অকল্যাণ

কর? মল্লুর শ্বশুর বাড়ী লোক গিসগিস্ করছে, আর তুমি ছুঁড়ী এসে অকল্যাণ ক'রে বলচ লোক নেই?

২য় প। তা মরুকগে যত পারে থাকুক না, আমি কি তাদের মরতে বলছি? লোক থাকলো—কেউ গলায় সাঁড়াশী দিয়ে বৌটার গলা থেকে ভেড়াটাকে বার করে নিলে না?

খতিজা। সে তখন সিং নাড়ছে, এগোয় কে?

৩য় প। তোরাও যেমন ন্যাকা ছুঁড়ী—খোজার আবার শ্বশুর বাড়ী কি?

সকলে। ওমা তাইত!

খতিজা। ওমা তাইত!

৩য়। বুড়ীর যত বয়স যাচ্ছে, ততই রস বাড়ছে—নে চলে আয়।

খতিজা। আর কেন মল্লু, সরে পড়। আবার একটা কে আসছে—

মল্লু। তাইত তাইত—আবার কে আসছে যে! (উভয়ের প্রস্থান)

(চাঁদবিবির প্রবেশ)

চাঁদ। একটুখানি অন্তরাল হয়েছি—আর অমনি বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেছে! তাজ!

(তাজের প্রবেশ)

তাজ। য়্যাঁ! সত্যি সত্যিই মা তুমি এলে?

চাঁদ। আসব না ত থাকব কোথায়? আমি কি বাপের বাড়ীর নিমন্ত্রণে গেছি মা? তবে আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে। উষার ললাটে সিন্দুর রেখা দেখা দিয়েছে। যা ভয় করে গিছলুম, তাই। মা যদি না যেতুম, আজ প্রভাতে আমেদনগরের দুর্গচূড়ায় মোগল পতাকা উড্ডীয়মান হত। বিনা রক্তপাতে মোগলকে পরাস্ত ক'রে এসেছি। আসতে কিছু বিলম্ব হয়েছে—আমার সন্তান ত কিছু বুঝতে পারেনি মা?

তাজ। মা! তুমি কি ঠিক ফিরে এলে?

চাঁদ। কেন মা সন্দেহ হচ্ছে? এসেছি—কিন্তু কি ক'রে এসেছি জান? সেই অন্ধকারময় নিস্তারকা আমেদনগরের গগনে চপলাপ্রতিভায় এক একবার আমার প্রাণের মরিয়ম মূর্ত্তি ভেসে উঠেছিল; যে আকুল আবেগে নব বিকাশিত কুসুমমালিকা মমতা-সৌরভে আমাকে মত্ত করতে শৈশবে আমার গলা জড়িয়ে ধরত, ঠিক যেন সেই আবেগ—মা ছায়ামূর্ত্তি সমস্ত জীবন অন্তরস্থ করে, আমার হৃদয়পার্শ্বে এসে আমার সেই মমতার অনুসন্ধান করেছে! খুঁজে পেলে না বলে, আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল! মরিয়ম! অভিমানগর্ব্বিত সোদর কর্ত্তৃক অবজ্ঞাতা মরিয়ম! আমিও তোর নির্জ্জন কারাগারের দ্বারে আঘাত ক'রে উত্তরের প্রতীক্ষা না করে ফিরে এলুম! উঃ! আমি এত নিষ্ঠুর তা ত জানতুম না। আয় তাজ! নির্জ্জনে বসে তোকে আর আমার সন্তানকে আমার মর্ম্মব্যথার উপহার প্রদান করি।

তাজ। মা!

চাঁদ। কি তাজ? বারংবার তুমি এমন ভাবে সম্বোধন করছ কেন? তোমার স্বামী কই?

তাজ। তিনি গৃহে নেই।

চাঁদ। তিনি কোথায়?

তাজ। তিনি তোমার অনুসন্ধানে আমেদনগরে চলে গেছেন।

চাঁদ। তাহ'লে তুমি তাকে আমার কথা বলেছ?

তাজ। প্রভাত হয় দেখে কথা গোপন রাখতে পারিনি।

চাঁদ। তা তুমি বেশ করেছ। কিন্তু সে নির্ব্বোধ গেল কেন? প্রভাত পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা করতে পারলে না? তুমি আমাকে

শৈশব থেকে দেখনি, সে ত দেখেছে—বেশ তুমিই হও আমার মর্ম্মকাহিনীর শ্রোত্রী। সে আসবে, হাত জোড় করে আমার কাছে সাধবে, তবে শুনতে পাবে—নইলে নয়।

তাজ। তিনি বুঝি আর আসবেন না।

চাঁদ। আসবেন না? গোপন রেখ না, কি হয়েছে আমাকে প্রকাশ করে বল। কাঁদছ কেন—বল?

তাজ। মা! মতিহীনা কন্যাকে রক্ষা কর। (পদধারণ)

চাঁদ। কেন মা! তোমার সঙ্গে কি কলহ করে তিনি চলে গেছেন?

তাজ। তা যদি বলতে পারতুম মা, তাহলেও আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারতুম। কত সুখী হতুম। স্বামী আপনাকে বিজাপুরে ফিরে আসতে নিষেধ করতে গেছেন।

চাঁদ। বুঝতে পেরেছি! তার বিশ্বাস হয়েছে, আমি বিজাপুরের মর্য্যাদা নষ্ট করেছি। বিজাপুরে গিয়ে মরিয়মের সঙ্গে দেখা করেছি—ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে দেখা করেছি। কিন্তু আমি যে এসে পড়েছি তাজ!

তাজ। তুমি থাকলে, তিনি আর বিজাপুরে আসবেন না!

চাঁদ। বটে! তা বেশ—তার রাজ্যের চেয়ে অভিমান বড় হ'ল? তা হক—কিন্তু মা! আমার স্বামীর অতি যত্নের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য—আমি একটা অল্পবুদ্ধি যুবকের খেয়ালে এ রাজ্য ধ্বংস হতে দিতে ত পারব না। আমার স্বামী শক্তিমান আলি আদিলসা যে সময় ঘাতকের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন, তখন আমি বালিকা। আমি তৎপূর্ব্বে তাঁরই পদপ্রান্তে বসে, রাজনীতির গূঢ় রহস্য অল্প অল্প শিক্ষা করছিলুম। মৃগয়াতেও অশ্বারোহণে আমি তাঁর সঙ্গিনী—সিংহের হৃদয় বিদ্ধ করতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন তিনি আমার কাছে পরাস্ত হতেন, তখন পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে ঊর্দ্ধে চেয়ে করযোড়ে বলতেন, "ঈশ্বর চাঁদকে আমার চেয়ে রাজনীতিতে শক্তিশালিনী কর!" সেই স্বামী মৃত্যুকালে তাঁর নয় বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে, সাত বৎসরের বালিকা মরিয়মকে আমার হস্তে সমর্পণ করে যান। মা তুমি জান না, সে কি অবস্থা! স্বামি-শোকার্ত্ত বিধবা বালিকার অঙ্কে দুটী পিতৃ-মাতৃহীন বালক—আর সম্মুখে কণ্টকময় নরারণ্য-তুল্য বিশাল রাজ্য। একদিকে তোমার পিতা ইমাদসাহী বংশের শক্তিশালী প্রতিনিধি, অন্য তিন দিকে কুতবসাহী, হুসেনসাহী, আমার পিতৃ-কুল নিজাম সাহী—চারিদিক থেকে প্রবল বন্যার বিভীষিকা! নদীগর্ভে বিদ্রোহী সরদারদের উত্তেজনার তরঙ্গ মধ্যে শিশু রাজাকে উপলক্ষ করে তরণীর কর্ণধাররূপে একমাত্র রমণী। এর মধ্যে স্বামীর আশীর্ব্বাদ মাথায় করে, ঈশ্বরের কৃপায় সমস্ত আপদ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি; শিশু রাজাকে তীরে এনে সকল শোভাময় শান্তিময় উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাকে আমি কোন্ প্রাণে ভেঙ্গে দেব তাজ? তোমার সন্তানকে এনে দাও—আমি তাকে আবার অবলম্বন করে বিজাপুর রাজ্য শাসন করি।

তাজ। ক্রোধ ক'র না মা! ক্রোধ কর না।

চাঁদ। ক্রোধ কার ওপর করব? মূর্খের ওপর ক্রোধ ক'রে—আপনাকে মিছে পীড়িত করব কেন মা? চলে এস। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আমেদনগর—রাজপথ।

ছদ্মবেশে আদিল।

আদিল। কিছুইত বুঝতে পারছি না! গাঢ় রজনীতে নিদ্রামগ্ন গৃহস্থের গৃহের ন্যায় সমস্ত নগর নিস্তব্ধ। বিদ্রোহের লক্ষণ ত এখানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মালোজীর নামে পত্র লিখে কেউ আমাকে প্রতারণা করলে না কি? চাঁদ সুলতানার আসবারও ত কোন চিহ্ন নেই। এত লোকের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হ'ল, যা এলে একজনও কি তাঁর নাম মুখে আনত না? বিজাপুরের কোহিনুর আমেদনগরে কি এতই মূল্যহীন যে, অন্যমনস্কেও একটা লোক তাঁর নাম করলে না? এ কি প্রহেলিকা?

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ। জাঁহাপনা! কি করব আদেশ করুন?

আদিল। আমি একবার রাজসভা পর্য্যন্ত না গিয়ে ফিরছি না।

হামিদ। সে কি জনাবালি! যদি কেউ জানতে পারে?

আদিল। তুমি নিত্য দেখছ, তবু তুমি কি আমাকে জানতে পেরেছিলে? এখানে আমাকে চেনবার কে আছে? যদি কেউ চিনতে পারে ত সে এক মালোজী। সে চিনলে আমার অনিষ্ট নেই। যতক্ষণ না ফিরব, ততক্ষণ সমস্ত পলটন নিয়ে তুমি ভীমানদীর তীরে আমার অপেক্ষা কর।

হামিদ। একজন রক্ষী না হয় সঙ্গে দি।

আদিল। কিছু প্রয়োজন নেই। শেষ পর্য্যন্ত খবর না নিয়ে, কিছুতেই আমি এ স্থান ত্যাগ করতে পারছি না। আমি সহরের মধ্যে প্রবেশ করতে চল্লুম।

হামিদ। তাইত, এত আশ্চর্য্য কথা! রাণী এলেন, কেউ তাঁর সন্ধান রাখেনি। (এই কতকগুলি স্ত্রীলোক আসছে, এদের কাছে খবরটা নেওয়া যাক্।

(কলসী মস্তকে নাগরিকাগণের প্রবেশ)

গীত।

পলকে চলকে জল, পা টিপে টিপে চল।
আকুল কলস ভরা অমিয়া ঢল ঢল॥
কমল নয়ন তোর, কি দেখে এত বিভোর
কোথা কে মনচোর গোপনে করে ছল॥
বিপাকে পাকে পাকে, এত কি টানে তোকে,
চলিতে পড় ঝুঁকে, দেহটি টলমল।
বেঁধে নে কটী সখি, হৃদে নে ভরি বল॥

১ম না। একটু সকাল সকাল চল্ ভাই। শুনছি মোগলদের সঙ্গে লড়াই বাধবে। সন্ধ্যে বেলায় কে কোথায় দুস্‌মন লুকিয়ে আছে বলা ত যায় না, খপ্ করে যদি হাত ধ'রে ফেলে, তাহ'লেই ইজ্জত নষ্ট।

২য় না। শুনেছি আকবর সার হারেমে আর বেগম ধরে না।

১ম না। ভাল ভাল সহর থেকে ভাল ভাল আওরৎ চুরি করেছে, আর হারেমে পুরেছে।

৩য় না। হাঁ ভাই আকবর সাকে দেখতে কেমন?

২য় না। কেন, তার হারেমে ঢোকবার ইচ্ছে হয়েছে না কি?

৩য় না। তোবা, আমরা পাঠানী, মোগলের হারেমে ঢুকতে যাব কেন?

১ম না। তবে তার চেহারা জানবার দরকার কি?

৩য় না। ভেবে দেখতুম, বেগম গুলো তার কি সুখে আছে। ভোগ ত আর কেউ করতে

পারবে না, চেহারাটা ভাল হ'লে তবু দেখে সুখ পেত।

২য় না। শুনেছি খুব খুপসুরত।

১ম না। পোড়া কপাল, খুপসুরত! অঙ্গ কুচ্ছিৎ, চোকটা টেরা, নাকটা আধখানা বসা, দাঁতগুল আড়াই হাত ঝুলে পড়েছে—বাহারন্দীর নানীকে দেখিসনি—ঠিক তার মতন ঢঙটা—

৩য় না। তুই দেখেছিস নাকি?

১ম না। ও আর দেখতে হয় না—না দেখেই বুঝে নিয়েছি। চোকের মাঁরে যে কাজ হয়, সেই কাজে চুরি—চেহারা না দেখেই বুঝেছি—ও ঠিক বাহারন্দীর নানী।

৩য় না। সে ত মেয়ে মানুষ।

১ম না। হলেই বা মেয়েমানুষ—মেয়ে মানুষের কি কথন পুরুসের চেহারা হয় না?

২য় না। তা আমি শুনেছি—খুদের চাচীর গল্প—তার বাপের বাড়ীর দেশে মধুমিয়া বলে এক মাগী ছিল, সে গোঁফে চাড়া দিয়ে রাজার দেউড়ীতে পাহারা দিত।

৩য় না। পোড়া কপাল সে রাজার, দেশে কি আর আদমি ছিল না। মেয়ে মানুষে দেউড়ী রাখে!

২য় না। কেন এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে মেয়ে মানুষে পুরুষের কাজ করে।

১ম না। এই মগের মুলুকে—মেয়েরা হাট বাজার করে, পুরুষে ঘরে ছেলে আগলায়।

২য় না। মগের মুলুক অতদুর যেতে হবে কেন—এই আমাদের দেশের পাশে অমন ধারা দৃষ্টান্ত রয়েছে যে।

৩য় না। কোথায় ভাই?

২য় না। কেন এই বিজাপুরে। রাণী লড়াই করে, আর রাজা ঘরে বসে পেস্তা খায়।

আদিল। রমণী মহলে তা হ'লে দেখছি আমার খুব পশার। হাঁগা তোমরা বিজাপুরের কথা কি বলছ?

১ম না। তুমি কে?

আদিল। আমি বুরহানপুরী।

১ম না। তা তুমি এখানে কোথায় এসেছ?

আদিল। বিজাপুরে যাব, পথে রাত্রি হয়ে যাবে—তাই এই সহরের চটীতে আজকের মতন বাসা নেব বলে চলেছি।

২য় না। হাঁগা তুমি বিজাপুরের খবর জান?

আদিল। খুব জানি—

৩য় না। হাঁগা তাদের রাণী না কি লড়াই করে?

আদিল। খুব করে।

২য় না। আর রাজা?

আদিল। অন্দরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে কেবল পেস্তা খায়।

১ম না। তুমি তাকে দেখেছ?

আদিল। দেখছি বই কি, এই কতকটা তোমাদেরই মতন।

২য় না। একটা মানুষ আমাদের সবার মতন কি রকম?

আদিল। এই মুখ খানা তোমার মতন, চোকটী এর মতন, ঠোঁট দুখানি এই বিবির মতন?

১ম না। আর গোঁফ জোড়াটা তোমার মতন।

আদিল। এই তুমি কতকটা বুঝতে পেরেছ। তবে ঠিক আমার মতন নয়—এই তোমার যদি গোঁফ বেরুত, আর এর যদি দাড়ী গজাত, তাহ'লে কতকটা মিলত বটে।

১ম না। আমার গোঁফ বেরুবে, ওর দাড়ী গজাবে, তাহ'লে তোর আঁটকুড়ী বেটা থাকবে কি?

আদিল। আমার তাহ'লে (তয়কে দেখাইয়া) এই বিবিটি থাকবে। কেমন বিবি থাকলে চলে ?

১ম না। ওরে মোগল রে—মোগল।

সকলে। ওরে ধরলে রে—ধরলে—(পলায়ন)

আদিল। কি আশ্চর্য্য! এরা খবর দেবে কি ? আমাদের রাণী যে আমেদনগরের কন্যা এরা কেউ সে খবর পর্য্যন্ত রাখে না, আর জাঁহাপনা সেই মায়ের তল্লাস করতে আমেদ-নগরে এসেছেন ? রাণী এখানে এলেন, পাখী পক্ষীতে টের পেলে না! জাঁহাপনা, আর অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়—স্ত্রীলোকগুলো চীৎকার করতে করতে চলে গেল—আপনি প্রস্থান করুন, থাকলে হয়ত রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে।

আদিল। তুমিও আর এখানে মিছে বিলম্ব কর না। [প্রস্থান।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

সকলে। কই কোথায় মোগল ? কোথায় মোগল ?

হামিদ। কি হয়েছে কি হয়েছে, ভাই সব!

১ম না। দেখ দেখি ভাই, শালা মোগ-লের আক্কেল—

হামিদ। কি করেছে—শালা মোগল কি করেছে ?

১ম না। শালা আমাদের বউদের তামাসা করেছে।

হামিদ। বটে, বটে! শালার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদের বউদের তামাসা করে!

সকলে। খুন কর, শালাকে খুন কর।

হামিদ। থাক থাক—আমি মিটিয়ে দেব এখন। আমি মিটিয়ে দেব এখন।

১ম না। মিটিয়ে দেবে কি ? শালা কি আমাদের অপদার্থ মনে করেছে ?

হামিদ। আরে ভাই সে শালা বোকা। নইলে তোমাদের তামাসা না ক'রে, তোমাদের বউদের তামাসা করে, শালার কাণ মলে ইয়াদ দিয়ে দেব এখন।

১ম না। আমাদের তামাসা ?

২য় না। আমাদের তামাসা করবে, এত বড় আদমি দুনিয়ায় আছে ? আমরা উজীর সাহেবের দল।

হামিদ। এখানে আবার দলাদলি আছে নাকি ?

১ম না। য়্যাঁ, তুমি কোথাকার লোক ?

হামিদ। এই মাটী করেছে। শালারা একটা গোল বাধায়।—এই এতক্ষণ দস্তিগিরি করলুম, তোদের হয়ে মোগলের সঙ্গে এত লড়লুম—হাত একেবারে বাড়িয়ে রয়েছি—শালার কাণ পেলে এই এমনি করে মোচড় দি। এতক্ষণ পরে হলুম কোথাকার লোক! এইটেই কি ভাই কথা হল ?

১ম না। তাহলে দলাদলি আছে কিনা জান না ?

২য় না। জানে না যখন তখন বলেই দেনা ভাই।

হামিদ। হাঁ জানাজানির কথায় দরকার কি ? জানব না কেন, তবে তোদের কাছে শুনলে জানবার কিছু রস হয়।

২য় না। শুনতে আমোদ পায় শুনিয়ে দে।

১ম না। এখলাস খাঁর সঙ্গে উজীর সাহেবের ভারী রেশারেশি চলছে।

আদিল। বটে, বটে! তারপর ?

১ম না। কালই একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে গিছল।

সকলে। ভারী রক্ষা হয়ে গেছে।

হামিদ। কি করে হল ?

১ম না। আমরাও তইরি হ'য়েছি—এখলাস খাঁও তইরি হ'য়েছে—লড়াই বাধে—এমন সময়—বলব কি রে ভাই—এক পরী এসে উপস্থিত হ'ল।

হামিদ। তারপর?

১ম না। এসেই এখলাস খাঁকে বললে—এখলাস তুমি চুপরও—এখলাস অমনি চুপ্। তারপর উজীর সাহেবের দিকে চেয়ে বললে—মিয়ানমঞ্জু—তুমি চুপরও—মিয়ানমিয়া অমনি চুপ। আমাদের উভয় পক্ষের লোককে ডেকে বল্‌লে—তোরা চুপ্ র'—আমরা অমনি ঘুপটী মেরে চুপ্।

হামিদ। তারপর?

১ম না। তারপর—ঝপর ঝপর করে বাই দুই ডানার শব্দ হ'ল আর কি—মাথা তুলে দেখি—পরীরাণী একেবারে আকাশে।

হামিদ। পরীরাণী চলে গেলেন?

১ম না। গেলেন বলে গেলেন—একেবারে দশদিক অন্ধকার ক'রে গেলেন।

২য় না। এখনও তিনি আকাশে উড়ছেন—তিনি যে কোন মুলুকে নাববেন, তা কেউ ঠিক করতে পারছে না।

হামিদ। আচ্ছা ভাই! একটা কথা শুনলুম সেটা কি সত্যি? চাঁদ সুলতানা না কি কাল এসেছিলেন?

সকলে। চুপ চুপ—

হামিদ। কেন বল্ দেখি?

১ম না। তিনিই—তিনিই—তিনি মরে পরী হয়েছেন।

হামিদ। বটে!

১ম না। নইলে আর তাঁকে কেউ দেখতে পেলে না কেন? সারারাত সমস্ত সরদারেরা তাঁর সন্ধান করেছে, কিন্তু কেউ তাঁর সন্ধান পায়নি।

হামিদ। রাণী?

১ম না। শুনেছি তিনি বিশ্বাস করেন নি?

হামিদ। তা সম্বন্ধে তাঁর কোন কথা শুনতে পাচ্ছি না কেন?

সকলে। নিষেধ—নিষেধ।

১ম না। উজীরের কড়া হুকুম, কেউ যেন তাঁর কথা উত্থাপন না করে।

হামিদ। বুঝতে পেরেছি ভাই, তোমাদের সেলাম। তোমরা আমার ওপর বড় মেহেরবাণী করেছে—আর কাউকেও একথা প্রকাশ ক'র না। তা হ'লে ভাই সব ঘরে যাও।

১ম না। তাহ'লে মোগল পালিয়েছে?

হামিদ। সে যখন তোমাদের সাড়া পেয়েছে, তখন কি সে আর থাকে—আর সে কথা তুলে কাজ নেই—ঘরের কথা—ঘরের কথা। ও চেপে যাওয়াই ভাল।

সকলে। ঠিক বলেছ মিয়া, ঘরের কথা—ঘরের কথা—চলে আয়—চলে আয়।

[প্রস্থান।

হামিদ। এইত মায়ের সন্ধান হ'ল!

(আদিল সার পুনঃ প্রবেশ)

আদিল। এই যে হামিদ! এখনও দাঁড়িয়ে আছ?

হামিদ। জাঁহাপনা যেতে যেতে মায়ের সন্ধান করছিলুম।

আদিল। আর সন্ধানে প্রয়োজন নেই—দেখা হ'ল ভালই হ'ল—সমস্ত পলটন ফিরিয়ে নিয়ে যাও। মায়ের খবর পেয়েছি।

হামিদ। আমিও খবর পেয়েছি জাঁহাপনা। পেয়ে বুঝেছি সৈন্য রাখবার আর প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ ক'রে আমরা যে কার্য্য সাধন করতে এসেছি, সুলতানার উপস্থিতিতেই সে কাজ নিষ্পন্ন হয়ে গেছে।

আদিল। আজই তুমি ছাউনি তুলে বিজাপুরে প্রস্থান কর।

হামিদ। আর আপনি?

আদিল। আমি—হামিদ? আমি আমার বিজাপুর যাবার পথে কণ্টক দিয়েছি।

হামিদ। সে কি কথা হুজুরালি?

আদিল। আমার মহিমময়ী মায়ের মহত্বে সন্দেহ করে যে অপরাধ করেছি, অতি পাপীও কখন সেরূপ অপরাধ করে না।

হামিদ। কিছু করেন নি—চলে আসুন। বুঝেছি মা রাত্রেই বিজাপুরে ফিরে গেছেন।

আদিল। তিনি সগর্ব্বে ফিরে গেছেন, কিন্তু আমিত ফিরতে পারলুম না।

হামিদ। কেন পারবেন না—রাণীত আপনার মনের অবস্থা জানেন না।

আদিল। জানেন না—কিন্তু জানতে পারবেন।

হামিদ। কে তাঁকে জানাবে জাঁহাপনা? আপনার মনের কথা সুধু গোলাম শুনেছে। গোলামকে কি আপনি বেইমান জ্ঞান করেন?

আদিল। তুমি বলবে কেন—আমি নিজে বলব।

হামিদ। প্রয়োজন?

আদিল। তবে কি আমি নিজের কাছে চোর হয়ে থাকব? তা হবে না—মায়ের সম্মুখে সমস্ত মনের পাপ জ্ঞাপন ক'রে মায়ের রাজ্য মাকে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করব।

হামিদ। বেশ ফিরেই চলুন।

আদিল। এসেছি—একবার ভগিনীকে দেখে যাই—আরত দেখা হবে না। সর্ব্ব কোমলতার আধার রমণী। আমি যে স্নেহের আকর্ষণে আত্মহারা হয়ে মর্য্যাদা নষ্ট করতে চলেছি—তুমি কেমন করে সে আকর্ষণ ছিন্ন করলে?—ধন্য তোমার প্রাণ, ধন্য তোমার শক্তি। যাও হামিদ, তুমি স্বরাজ্যে ফিরে যাও।

হামিদ। আপনি না ফিরলে ফিরব না জাঁহাপনা।

আদিল। অবাধ্য হয়ো না—আমার হুকুম তামিল কর।

হামিদ। জান নিন্।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

বিষম টানে কুঞ্জবনে বাঁধা পড়েছে সখা।
প্রাণ যায়, নাইকো উপায়, দিয়ে আয় চোখের দেখা॥
যদি লো পড়ে কেঁদে, চরণে বাহু বেঁধে,
যেয়োনা গলে লো সই, ঢ'ল না অবসাদে,
নয়ন জলে তার ছলনা মাখা।
অধীর যদি প্রাণ কাতর হেরে
ক'রলো ছুটো গান সরে সরে,
কিংবা সজনী, একটী মধুর বাণী
শুনায়ো কাণে কাণে মন-রাখা॥

আদিল। আহাহা! একি মধুর! একি করুণরসময়! হামিদ! হামিদ! এ যে আমার পরিচিত কণ্ঠ—বাল্যে এই রূপ মধুর স্বরের আধার বিজাপুরের উদ্যান-কুঞ্জে উল্লাসময়ী প্রকৃতির ন্যায় সমস্ত তরুলতাকে সুধাস্রোতে প্লাবিত করত।

হামিদ। রংমহলের ভেতর থেকেই এ মধুর ধ্বনি আসছে।

(জনৈক পথিকের প্রবেশ)

আদিল। এ সঙ্গীত কোথা থেকে উঠছে বলতে পার বাপু?

পথিক। কেন তুমি কি এ দেশের নও?

হামিদ। তাহ'লে জিজ্ঞাসা করবেন কেন?

পথিক। ওটা রাণীর মহল—রোজ সন্ধ্যায় ওখান থেকে এই রকম একটী একটী গান ওঠে। বোধ হয় রাণী গান করেন।

আদিল। এমন মধুর গান—শোনে কে?

পথিক। আর কে শুনবে—পাখী শোনে, খোদা শোনে—আর আমরা যদি কখন সন্ধ্যা-কালে এ দিক দিয়ে পথ চলি, তাহলে আমরাও শুনি। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য মিয়া—পশুপাখী যে গান শুনে বশ হয়, রাজা সে গানের মর্ম্ম বুঝলে না—কি যে বাইজীগুলোর হাতনাড়া—আর ভেড়ুয়াগুলোর কাণ মোড়া—তাঁর যে কি ভাল লেগেছে? ছি ছি ছি। [প্রস্থান।

আদিল। হামিদ! থাকতে হয় থাক—যেতে হয় যাও—আমি যাব না। [প্রস্থান।

হামিদ। দেখছি আপনি আত্মহারা, আমি কি আপনাকে ফেলে যেতে পারি?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

আমেদনগর—মরিয়মের কক্ষ

মরিয়ম ও বাহাদুর।

বাহা। হাঁ মা। এ রাজ্যে দেখছি সকলেরই সব আছে, কিন্তু তোমার ত কেউ নেই!

মরি। কার কি আছে, যা আমার নেই?

বাহা। সকলেরই আত্মীয় স্বজন আছে দেখতে পাই। দুঃখে এসে সান্ত্বনা দেয়, আর সুখের সময়ে এসে উল্লাস করে।

মরি। আমার সুখও নেই, দুঃখও নেই—কাজেই সান্ত্বনার সঙ্গীরও প্রয়োজন হয় না।

বাহা। না মা, আমার জানবার বড় কৌতুহল হয়েছে। এ রাজ্যের রাণী তুমি, কিন্তু মা তোমার মতন দুঃখী ত কেউ দেখি না। পিতা মাতা ভ্রাতায়—তোমার এক এক প্রজার কেমন উজ্জ্বল সংসার! আর তোমার আপনার বলতে কেবল কি না একজন হিন্দু রমণী! আর আছে বাঁদী। আত্মীয় কে কবে সান্ত্বনা করতে এসেছে মা?

মরি। তাতে ক্ষতি কি বাহাদুর—যে সুখে দুঃখে মর্ম্ম কথার আদান প্রদান করে—পিতা মাতা ভাই বন্ধু—তাকে যা বলতে চাও, সে সেই।

বাহা। সত্যি কথা বল না মা। তোমার আপনার জন কে আছে? আমেদনগরের রাজা কি একজন ভিখারিণীকে ধরে এনে রাণী করেছেন?

মরি। এ প্রশ্ন আর কখন কারও কাছে করেছ?

বাহা। তাহ'লে তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করব কেন? প্রজার কাছে মাথা হেঁট্ করব?

মরি। বেশ করেছ! তোমার বুদ্ধিতে আমি সন্তুষ্ট হলুম। আমার সব আছে। কিন্তু বালক! বড় দুঃখ, তোমার নেই।

বাহা। আমার তুমি ত আছ! কিন্তু তোমার মা কই মা?

মরি। আমার মা ভুবনমোহিনী—তার রূপের প্রভায় চপলা হার মানে, তার গুণের টানে পশু পাখী পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়।

বাহা। তিনি কি মানুষ, না আমাকে ভোলাবার জন্য কোন দেবতার উদ্দেশ ক'রে বলছ।

মরি। দেবতা তাতে সন্দেহ নাই—তবে আকার তাঁর নারীর মতন। আর এক বিচিত্র কথা, তিনি এই অট্টালিকার কোন এক শান্তিময় পবিত্র গৃহে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

বাহা। তুমি তাঁকে দেখেছ?

মরি। আমি দেখেছি—কিন্তু তুমি তাঁকে দেখতে পেলে না! আদর সম্ভোগ আমার

পূর্ণমাত্রায় মিটে গেছে। কেবল দুঃখ বাহাদুর, তার সামান্য অংশে তোমাকে আমি সুখী করতে পারলুম না।

বাহা। তিনি কে মা?

মরি। তিনি বিজাপুররাণী চাঁদসুলতানা। আমার সহোদর বিজাপুরের পরাক্রমশালী সুলতান আদিলসাহ।

বাহা। বুঝেছি—আর তাঁদের দেখতে পাইনি কেন তাও বুঝিছি।

মরি। আমাকে না দেখে তাঁদের যা দুঃখ, তাঁদের না দেখে আমার তার শতাংশের এক অংশও দুঃখ নেই। কেবল তোমার পিতার আচরণে মর্ম্মাহত, তাঁরা তোমাকেও দেখবার সুযোগ পেলেন না।

বাহা। মা এখন বুঝলুম তুমি দুঃখিনী বটে, কিন্তু আমার দুঃখের অন্ত নেই।

মরি। তুমি আমেদনগরের ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বর। ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবন নিয়ে তোমার দুঃখ করা শোভা পায় না। সর্ব্বসন্তাপ-হারী ঈশ্বরকে মনে প্রাণে স্মরণ কর; যদি এ অভাব পূরণ করবার হয়, তিনিই তা পূরণ করবেন।

বাহা। ঈশ্বর! তোমার কাছে কখন কিছু চাইনি—কি যে চাইতে হয় জানি না। আমার প্রথম প্রার্থনা—আর প্রভু! এই আমার শেষ—দয়া করে আমার মনের বাসনা পূর্ণ কর।

(বাঁদির প্রবেশ)

বাঁদী। বেগম সাহেব!

মরি। কি খবর বাঁদী?

বাঁদী। মা। একটা পাগলা আমাকে বলে কি, তোদের রাণীকে দেখবার কোন উপায় করতে পারিস্, তাহ'লে তোকে লাখো টাকার মেকদার জহরাৎ বকসিস দি।

মরি। তাকে কোথায় দেখতে পেলি?

বাঁদী। সে বাগানের পাঁচিলের ধারে ঘুরছিল।

মরি। পাহারায় কেউ নেই?

বাঁদী। কেউ নেই। শুনলুম উজীর সাহেব কি জন্য সমস্ত খোজা পাহারাদারদের তলব ক'রে নিয়ে গেছেন।

মরি। লোকটাকে দেখে কি রকম বোধ হল?

বাঁদী। দেখে তার এক পয়সারও মুরদ আছে বলেত বোধ হয় না।

মরি। হুঁ! মনসবদারণীকে তলব দে।

[বাঁদীর প্রস্থান।

নেপথ্যে। পাকাড়ো—পাকাড়ো—হুসিয়ার চোর না ভাগে—পাকাড়ো।

(বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ)

বাঁদী। পালান হুজরাইন—পালান—বাগানে দুস্‌মন্ ঢুকেছে।

বাহা। পালাব কেন—নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে আছি, চোরের ভয়ে পালাব?

মরি। শিগগির যোশী বাইকে ডেকে দে।

নেপথ্যে। ভয় নেই—ভয় নেই—দুসমন্ গ্রেপ্তার।

(যশোদার প্রবেশ)

মরি। হাঁ সই। আমার বাড়ীর কানাচে পুরুষ মানুষ বিচরণ করে—তোমার স্বামী কি রকম হুঁসিয়ার?

যশোদা। সে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়ে আমার স্বামীর কাছে নীত হয়েছে। সে বলে আমি বিজাপুরী। তাই সরদার তাকে শাস্তি দিতে আপনার হুকুমের অপেক্ষা করছেন।

মরি। তোমার স্বামী কি তাকে চেনেন না?

যশোদা। তিনিত বলেন, কখন তাকে সেখানে দেখিনি।

মরি। খাস কামরায় পরদা দাও—লোক-টাকে সেখানে এনে হাজির কর—তোমার স্বামীকেও হাজির থাকতে বল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আমেদনগর—বেগমমহল-সংলগ্ন উদ্যান।

হামিদ ও রঘুজী।

রঘুজী। তুই এখানে কি করতে এসেছিস্?

হামিদ। তাইত কি করতে এসেছি—ভাই ঠাওর করতে পারছি না।

রঘুজী। (হামিদের মস্তকে বাদ্য):

হামিদ। খুন করবে খুন কর—মাথায় চাঁটী মারছ কেন বাবা?

রঘুজী। (মাথা নাড়িয়া) তাইত! এটা কি পাখোয়াজ নয়?

হামিদ। সেটা কি বুঝতে পারছ না?

রঘুজী। (পুনঃ বাদ্য) কই ঠাওর করতে পারছি না।

হামিদ। ঠাওর করতে পারছ না!

রঘুজী। কি করে পারব? তুমি লম্বাচৌড়া সাজোয়ান, তুমি রাজার অন্দর মহলের দিকে কি করতে এসেছ, যদি ঠাওর না করতে পার, আমি দুগ্ধপোষ্য বালক হয়ে ঠাওর করব?

হামিদ। তাহ'লে আসল কথা বলি, পথ ভুলে এসেছি ভাই।

রঘুজী। (হামিদের পৃষ্ঠে আরোহণোদ্যোগ)

হামিদ। কি করছ?

রঘুজী। তাইত একি করছি? পথ ভুলে উঠে পড়েছি ভাই, পথ ভুলে উঠে পড়েছি।

(মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। ব্যাপার কি?

রঘুজী। হুজুর! এই লোকটা অন্দরের ভিতর প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। তাই একে পাকড়াও করে হুজুরের কাছে এনেছি।

মল্লজী। এরূপ অসমসাহসিক কাজ করছিলে কেন?

হামিদ। যখন করে ফেলেছি, তখন নিরুপায়।

মল্লজী। গর্দ্দান যাবে জান?

হামিদ। যাবেই যখন, তখন আর জানা-জানিতে দরকার কি?

মল্লজী। যদি সত্য বল ত ক্ষমা করতে পারি।

হামিদ। মিথ্যা বলবার প্রয়োজন ত কিছু দেখি না।

মল্লজী। তাহ'লে কেন এখানে প্রবেশ করেছিলে?

(আদিলের প্রবেশ)

আদিল। ও করেনি, আমি করেছি।

(যশোদা ও বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। হাঁ—হাঁ। ও নয়—এই আমাকে লাখ টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিল।

আদিল। তাহ'লে নিরপরাধকে ছেড়ে দিয়ে আমাকেই শাস্তি দিন সরদার।

মল্লজী। তাইত তোমরা কি উন্মাদ? তোমাদের ভাব ত আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

যশোদা। (স্বগতঃ) একি? তাই ত একি? এযে ছদ্মবেশে বিজাপুরের রাজা! স্বামী আমার চিনতে পারলেন না? রাণী পরদার অন্তরালে তিনিও কি চিনতে পারলেন না? কিন্তু জাঁহাপনা, এত আবরণেও আপনি যশোদার তীব্র চক্ষুকে প্রতারিত করতে পারেন নি।

মল্ল। তোমার মরণের এত আকিঞ্চন কিসের জন্য মিয়া? কি দুঃখে?

আদিল। সে বিষয় জানবার ত দরকার নেই—মৃত্যুই যদি আমার শাস্তি—তাহ'লে সে শাস্তির বিধান করুন।

যশোদা। দুঃখে কেন—রোগে! নিদানের শেষ পাতায় সেই রোগের লক্ষণ লেখা ছিল—নিদানের পাতা ছিঁড়ে গেছে। এখন খুঁজে ধরতে হয়। সরদার! আপনি একদিন যে রোগে বিজাপুররাণী-পালিতা এক ক্ষত্রিয় বালিকার লোভে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে গিছলেন, এ সেই রোগে! আমেদনগরের ঘরেও বুঝি এই লোভ লুকান আছে।

আদিল। ছিছি! কি লজ্জা, কি ঘৃণা!—কাজ নেই, আত্মপ্রকাশ করি, নইলে এরূপ তীব্র রহস্য আর আমি শুনতে পারব না।

যশোদা। কেমন ঠিক বলেছি না জাঁহাপনা?

মল্ল। সেকি যশোদা! জাঁহাপনা?

যশোদা। (নতজানু) একি লীলা-রহস্য বিজাপুররাজ?

মল্ল। তাইত—তাইত! হুজুরালি! গোস্তাকি মাফ হয়।

আদিল। কিছু নয় ভাই—কিছু নয়—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বন্ধু তুমি—তোমার গোস্তাকি?

মল্ল। আর আপনি কে? একি সরদার হামিদ খাঁ? সেলাম সরদার।

হামিদ। সেলাম ভোঁসলে সাহেব।

রঘু। বা বাবা! এসব কি গোলমাল হয়ে গেল!

মল্ল। রঘুজী! শিগ্‌গির এঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

রঘু। মিয়া সাহেব। তুমিও পথ ভুলেছ, আমিও বাজাতে ভুলিছি—কিন্তু এখন?

হামিদ। বহুত আচ্ছা কাম কিয়া ভাই!

রঘু। আপবি কিয়া—আপবি কিয়া—(বারংবার পরস্পরে সেলামকরণ ও প্রস্থান।)

মল্ল। কিন্তু হুঁসিয়ার যেন রহস্য কোনমতে প্রকাশ না পায়।

যশোদা। আসুন জাঁহাপনা—বাঁদীর গৃহ পবিত্র করুন।

আদিল। সে কার্য্য পরে—অগ্রে আমার প্রাণের মরিয়মকে দেখাবার ব্যবস্থা কর।

যশোদা। যা বাঁদী, শিগ্‌গির রাণীকে খবর দে।

(বাহাদুরের প্রবেশ)

মল্ল। এই যে—এই যে হুজুরালী, এই আপনার ভাগিনেয়।

আদিল। এই—এই—আহা! হে ঈশ্বর, আমার আদরের সামগ্রীকে দেখাবার জন্য আমাকে যে বাঁচিয়ে রেখেছ,—এইতেই তোমার ধন্যবাদ। এস প্রিয়তম! কাছে এস—(বাহাদুরের হাঁটু গাড়িয়া অভিবাদন) বুকে এস।

বাহা। জাঁহাপনা! আমার জননী নিজামসাহী সুলতানা, আপনার কাছে এক নিবেদন জানিয়েছেন!

আদিল। কি বল বাপ্!

বাহা। আপনি এ দীন ছদ্মবেশে মাকে দেখবার অভিলাষ পরিত্যাগ করুন।

আদিল। বেশ।

বাহা। মহিমময়ী চাঁদসুলতানা যে ভাবে আমেদনগরে এসে, যে ভাবে আবার পরিত্যাগ ক'রে, গৌরবময় বিজাপুর রাজ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করে গেছেন, বিজাপুর-রাজ! আপনিও তাঁর পদানুসরণ ক'রে সেই প্রকারে আপনার বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

আদিল। বেশ,—সেলাম সরদার। সেলাম সাজাদা! আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও নিজামসাহী

বংশের গৌরব রক্ষা কর। কিন্তু তোমার মাকে জানিয়ে রেখো—এর পরে যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন তোমার পিতা আমার বন্দী, তোমার মাতা আমার বন্দিনী।—সেলাম।

বাহা। যো হুকুম!

[প্রস্থান।

মল্ল। প্রভু জাঁহাপনা! বিজাপুর-রাজ! ক্রোধ শান্ত করুন—দোহাই ক্রোধ শান্ত করুন! ক্রোধ শান্ত হ'ল না? তাহ'লে হুকুম করুন, গোলাম কি করবে?

আদিল। তোমার যা অভিরুচি।

মল্ল। জাঁহাপনা, তা হলে আমি আপনার দুসমন হলুম!

আদিল। বেশ।

[মল্লজী ও আদিলের প্রস্থান।

(বেগে মরিয়মের প্রবেশ)

মরি। যোশী—যোশী ভাই! দয়া ক'রে বল, আমি কি করলুম?

যশোদা। তুমি ঠিক করেছ রাণী! চাঁদ-সুলতানা যে তোমাকে কন্যা বলে কোলে নিয়েছিলেন, এতদিনে জানলুম তা সার্থক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ছত্রমঞ্জিল-সংলগ্ন উদ্যান।

মল্লজী ও রঘুজী।

মল্ল। আ! মূর্খ রাজা! তোমার রাজ্য ধূলিসাৎ হবার উপক্রম হয়েছে—আর এখনও তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে, আমোদ প্রমোদে মত্ত রয়েছ?

রঘু। এই বাগানেই কি জাঁহাপনা বাস ক'রেন হুজুর?

মল্ল। এই সেই প্রসিদ্ধ ছত্রমঞ্জিল। তার বংশধরের মনুষ্যত্ব লোপ ক'রে রাজ্যটা ছারখারে দেবার জন্য রাজা বুরহান সা অগাধ টাকা ব্যয় ক'রে এই মনোরম প্রাসাদ ও [redacted] এই উদ্যান রচনা ক'রে গেছেন। এমন স্বর্ণ আবরণের ভেতরে কীটের বাসা হবে, তা ত তিনি বুঝতে পারেন নি:

রঘু। না, ভোগ বটে! মাফ করবেন হুজুর! এমন ভোগে আপনার মতন লোকের ঈর্ষা করা ভাল দেখায় না।

মল্ল। এ কি ঈর্ষা হ'ল রঘুজী?

রঘু। হ'ল বইকি হুজুর! বুরহান সার কি এ ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়েছিল?

মল্ল। না তাঁর হয়নি। যেদিন সমস্ত কারুকার্য্য শেষ হয়ে এই মন্দির ব্যবহারোপযোগী হ'ল, অমনি বুরহান সার মৃত্যু হ'ল। প্রথম ভোগ এই রাজার। এঁরই প্রথম ভোগ, দেখছি এঁরই শেষ।

রঘু। তবে!—ইন্দ্রের ভোগের জন্যই বিশ্বকর্ম্মা নন্দনকানন রচনা করেছিলেন—নিজের ভোগের জন্য নয়।

মল্ল। তারপর? কাল যখন বন্যার স্রোতের মতন বিজয়ী বিজাপুরীর সৈন্যস্রোত এই সোণার আবাসভূমি ভাসিয়ে দেবে, তখন এ বোকা রাজার ভোগ থাকবে কোথায়?

রঘু। তার আগে বীর মল্লজী থাকবেন কোথায়? তাঁর ভৃত্য এই রঘুজী থাকবে কোথায়? তখন কে দেখতে আসবে হুজুর, রাজার ভোগ রইল কিনা! চাকর হয়ে বারবার প্রভুর সঙ্গে তর্ক করব? প্রভু! আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি কিঞ্চিৎ বোকা! রাজার বুদ্ধি-হানির ত কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না—বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি ভোগ করছেন, ভেবে

মরছেন কেবল আপনি, আর আপনার মতন দুচারজন বোকা সরদার।

মল্ল। ঠিক বলেছ রঘুজী! আমরাই বোকা। যার যতদিন ভোগ আছে—বিধাতা নিজে ভৃত্য হয়ে তার ভোগের উপকরণ যোগান দিয়ে যায়। গেল গেল ক'রে আজও ত আমেদনগর গেল না!

রঘু। যাওয়ায় কে? মিয়ানমঞ্জু যাওয়াবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু পারলে কি হুজুর? দুসমন নেহাঙ খাঁকে দিয়ে রাজ্য ধ্বংস করবার চেষ্টা করলে—নেহাঙ খাঁ এসে রাজার প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে। এই গোলামের কথাই ধরুন না হুজুর! এলুম আমি নেহাঙ খাঁর সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে লড়াই করতে, বিধাতা এক রমণীকে দিয়ে আমার চুলের মুঠি ধরিয়ে, আমাকে রাজার অন্দরের পাহারাদার নিযুক্ত করিয়েছে। এতেও আপনি রাজার ভোগে দুঃখ করেন?

মল্ল। বুঝেছি রঘুজী! আর ও দুঃখের কাহিনী গাইব না। এখন চল দেখি, যদি কোন উপায়ে রাজার সঙ্গে দেখাটা করতে পারি।

রঘু। কেন তাঁর ভোগে ব্যাঘাত দেবেন? তার চেয়ে চলুন, বাগানটা দেখে চক্ষুর ভোগটা মিটিয়ে রাখি—আর এরূপ বাগান দেখতে পাব কিনা তার ঠিক নেইত হুজুর!

মল্ল। বেশ, চল।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। কোন্ হায়? কেও—হুজুর! এখানে এমন সময় কেন জনাব?

মল্ল। রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম!

প্র। হুজুর! (কপালে হাত দিয়া) কার সঙ্গে দেখা করবেন?—আর কি দেখ্‌তে দেখা করবেন? দেখে কেবল যাতনা পাবেন, অথচ কোন ফল হবে না।

মল্ল। বেশ, দেখা করবার প্রয়োজন নেই, তার চেয়ে এক কাজ কর দেখি—আমার এই সঙ্গীটীকে এই বাগানের ভাল ভাল জায়গা সব দেখিয়ে দাও দেখি।

প্র। আইয়ে হুজুর আইয়ে।

[সকলের প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

হুঁসিয়ার রহো হুঁসিয়ার।
নয়নামে নয়নামে খেল, উমদা খেলোয়ার॥
আভি চল সমজে সাকি নেহি কুচ কামকা ঝাঁকি;
ছোড় দিয়া জান পিয়া ইধির থির নেহি কামদার
আভি চল সমজে সাকি উখাড় যাগা জান,
পিয়াকো এহি মেলা খেলা, বহুত জহর টান,
লড়াই সমানে সমান—
হারনেসে লোকসান তেরি জিতনেসে পিয়ার।

(দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ)

২য় প্র। তাইত! কে এল! দুস্‌মন্ নাকি?

(পশ্চাৎ হইতে যশোদার প্রবেশ ও প্রহরীর পৃষ্ঠে হস্তদান—প্রহরীর ভীতির অভিনয়)

যশোদা। চুপ কর্—ভয় নেই।

২য় প্র। কেও, বা—বা—নওয়া বাইজী!

যশোদা। চোপরাও—বেয়াদব, উল্লুক!

২য় প্র। (সেলাম) বেগম সাহেব! মাফ কিজিয়ে—

যশোদা। এক কাজ কর দেখি—একজন বাইজীর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে পারিস্?

২য় প্র। কেমন ক'রে পারব বিবি?

যশোদা। (পুরস্কার হস্তে দিয়া) দেখ পারিস্ ত চেষ্টা ক'রে দেখ্।

২য় প্র। আসুন আমার সঙ্গে—

(ফয়জান বিবির প্রবেশ)

২য় প্র। এই—এইযে বিবি সাহেব। একজন বাইজী আসছে।

ফয়। একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি—আমাদের অবসাদ এল—আর এ রাজার আমোদে অবসাদ এল না গা ?

যশোদা। ঠিক হয়েছে, তুই চলে যা।

২য় প্র। তাহ'লে এই বক্‌সিস্—

যশোদা। ও নিয়ে যা।

[প্রহরীর প্রস্থান।

ফয়। তুমিও পালিয়ে এসেছ ?

যশোদা। হাঁ ভাই। বিপদে পড়ে আমিও এসেছি।

ফয়। না না, আপনি কে ?

যশোদা। সে কথা পরে বলব—এখন বল দেখি ভাই! ফয়জান বিবির সঙ্গে কি ক'রে মুলাকাৎ হয় ?

ফয়। তার কাছে কি প্রয়োজন বিবি সাহেব ?

যশোদা। দেখা না হ'লে বলতে পারব না—

ফয়। বুঝতে পেরেছি—রাজাকে বাড়ী ফেরাতে হবে ?

যশোদা। তা যদি বুঝে থাক—তাহ'লে তুমিই ফয়জান।

ফয়। আমিই ফয়জা:।

যশোদা। অন্ততঃ একদিনের জন্য—ভাই। —তারপর আজীবন—

ফয়। থাক্—অত অনুরোধ করতে হবে না বিবি সাহেব!—আমি কস্‌বী—কিন্তু রাজার আচরণে আমিও সুখী নই—আজ আমি পালাব মনে করেছিলুম, কিন্তু পালালুম না—ফিরলুম।

যশোদা। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। (ফয়জান বিবির প্রস্থান) তাইত, আবার কে আসে যে—আমার স্বামী ত এই দিকে এসেছেন—তিনি ত ন'ন। যিনিই হোন এখন একটু গা ঢাকা দিই। [অন্তরালে গমন।

(মল্লজী ও রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। হুজুর! দেখার ভোগ সার্থক হ'ল।

মল্লজী। তুমি এখন ঘরে যাও—আমি একবার উজীরের সঙ্গে দেখা করতে চললুম।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। না সরদার। সেখানে তোমার যাওয়া হবে না।

মল্লজী। একি! তুমি এখানে ?

যশোদা। আমি কি আসি, ভগবান আমার চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে এসেছেন। তুমি যেতে পাবে না—তুমি; যা বলতে হবে, আমায় বলে দাও—আমি যাব। কেন তা বলব না।

মল্লজী। এই রাত্রে ?

রঘুজী। কেন, মায়ের আমার কাকে ভয় ? —আমি সঙ্গে যাব।

যশোদা। কেউ যেতে পাবে না—

মল্লজী। বেশ চল—কি বলতে হয়, বলে দি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মিয়ানমঞ্জুর কক্ষ।

মিয়ানমঞ্জু ও চর।

মিয়ান। ঠিক দেখেছিস্ ?

চর। না দেখে কি জনাব, আমি আপনাকে খবর দিতে এসেছি ? সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত তারা মল্লজীর ঘরে ছিল।

মিয়ান। ক'জন ?

চর। প্রথমে একজনকে বাড়ী থেকে বেরুতে দেখি। তারপর দেখি, কোথা থেকে

আর একজন এসে তার সঙ্গী হ'ল। কাছে গেলে পাছে রহস্য ভেঙ্গে যায়, এইজন্য দূর থেকে তাদের ওপর নজর রেখেছিলুম।

মিয়ান। মল্লজী কি করলে?

চর। কিছুদূর পর্য্যন্ত সরদার তাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু কতদূর যে গিয়েছিলেন, তা আমি ঠিক বলতে পারি না। যখন মল্লজী ফিরল, তখন সন্ধ্যার গাঢ় ছায়ায় বাগানের ভেতর অন্ধকার ঢুকে পড়েছিল। বহুদূর দৃষ্টি চললো না—কাজেই আমি আর না অগ্রসর হয়ে, মল্লজীকে ফিরতে দেখে ফিরে এলুম।

মিয়ান। তাদের দেখে কি রকম বোধ হ'ল—ফিব্‌রু লোক না মাতব্বর?

চর। পোষাকে পরিচ্ছদে ত ফিব্‌রু—চেহারা দূর থেকে ভাল রকম ঠাওর করতে পারলুম না। কিন্তু জনাব মাতব্বর তাতে আর সন্দেহই নেই। যে আদব কায়দায় চাকর মনিবের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, কথা কয়—সেই রকমে মল্লজী সেই আগন্তুকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছিলেন।

মিয়ান। বেশ, তুমি শিগ্‌গির এখলাসখাঁকে আমার সেলাম দাও। বল গিয়ে উজীর সাহেবের কাছে বিশেষ প্রয়োজন। আসতে যেন কাল বিলম্ব না হয়। (চরের প্রস্থান) যে বিজাপুর রাজার ভৃত্য, সেত আমাদের দুস্‌মন্। এ দুস্‌মন্‌কে সহর থেকে তাড়াতে না পারলে, আমাদের ত আর মঙ্গল দেখছি না। এখন বুঝতে পারছি, মালোজীর চেষ্টাতেই আমার সমস্ত ষড়যন্ত্র পণ্ড হয়ে গেছে। সেই আমার কার্য্যকলাপ কোন রকমে জানতে পেরে, গোপনে গোপনে চাঁদবিবিকে খবর দিয়েছে। নইলে উদ্যোগ আয়োজনের শেষ মুহূর্ত্তে, চাঁদসুলতানা কেমন ক'রে এসে উপস্থিত হল। সমস্ত মতলব ঠিক। আমেদনগর সুধু মুঠোর ভেতর আসতে বাকী—এখলাস খাঁকে জহন্নমে পাঠাতে ফাঁসীর রশির শেষ টানটি সুধু অবশিষ্ট, এমন সময় সহসা মাথার উপরে যেন কেমন করে এক কক্ষচ্যুত তারা খসে পড়ল! কোথা থেকে কি হ'ল বুঝতে না বুঝতে শত্রু মিত্র সকলে আমরা এক সূত্রে বন্দী! আমেদনগরে আমার মনোমত রাজা নির্ব্বাচন ক'রে, কমবখ্‌ত্‌ ইব্রাহিমকে সিংহাসন থেকে ফেলে দিয়ে, কোথায় প্রকৃত পক্ষে আমিই রাজা হ'ব, তা না ক'রে আহত সর্পের মতন মাথা হেঁট করে, আমি আবর্জ্জনাপূর্ণ মৃত্তিকায় গড়াগড়ি খাচ্ছি। এ ঝকমারি উজীরী করার চেয়ে, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ান শত গুণে ভাল। এখন বুঝতে পারছি, মালোজীর জন্যই আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়েছে। যে রমণী সদর্পে সমস্ত ওমরাওয়ের সুমুখে আমার অপমান করেছে, অনুসন্ধানে জানলুম, সে মালোজীর স্ত্রী। রমণীর এত আস্পর্দ্ধা! আমি রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও, রাজার শিক্ষক! রাজা আজও পর্য্যন্ত যার সামনে মুখ তুলে কথা কইতে সাহস করে না, একটা আওরতে তাকে চোক রাঙ্গিয়ে চলে গেল! বিজাপুর রাজের জোরে সে সমস্ত সরদারের বুকের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। তাকে দেশ থেকে দূর করতে না পারলে, আমাদের কারও আমেদনগরে থাকায় মঙ্গল নেই। এই সুযোগ—এই সুযোগে তাকে যে কোন উপায়ে তাড়াতেই হবে।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। জনাব! ভীমানদীর তীরে, একদল সেপাই কাল রাত্রি থেকে এসে ছাউনি করে বসেছে। কাদের সৈন্য, কোথায় যাবে, কেন যাবে খবর নিয়েছেন কি?

মিয়ান। খবর ত এই তোমার কাছে প্রথম শুনলুম।

সৈ। সেকি, কেঁউ আপনাকে এ খবর দেয়নি? যদি দুসমন হয়, তাহ'লে সহরে এসে কেল্লা দখল করলে, তবে লোকে আপনাকে খবর দেবে নাকি?

মিয়ান। তোমায় কে বললে?

সৈ। আমি হরিণ শীকার করিতে গিছলুম, গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এলুম।

মিয়ান। আমাদের পলটন যে নয় তা জানলে কেমন করে?

সৈ। আমাদের পলটন ওখানে অমন অবস্থায় কি জন্য থাকবে জনাব?

মিয়ান। নেহাঙ খাঁর অবশিষ্ট পলটনের বেরার থেকে আমেদনগরে আসবার কথা আছে।

সৈ। নেহাঙ খাঁর অবশিষ্ট পলটনের অত সেপাই থাকলে, তার মোগলের সহায়তার প্রয়োজন হ'ত না। বেশ, তাই যদি হয়, তাহ'লে সহরে ঢোকবার আগে, তারা কে, কি বৃত্তান্ত খবর নিন্। ভীমানদীর তীর থেকে আরম্ভ করে, মঞ্জী পাহাড়ের তলদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান সেপাইয়ে পরিপূর্ণ।

মিয়ান। বল কি?

সৈ। পঁচিশ হাজারের কম নয়।

মিয়ান। পাদল?

সৈ। সমস্ত ঘোড়-সওয়ার, একটীও পাদল দেখলুম না।

মিয়ান। তাহ'লে আর রাজার সঙ্গে দেখা করা হ'ল না—তুমি নেহাঙ খাঁকে শিগ্গির খবর দাও।

(নেহাঙ খাঁর প্রবেশ)

সৈ। আর খবর দিতে হবে না জনাব, সরদার নিজেই আসছেন।

মিয়ান। এই দেউড়ীতে কে আছিস, দেখিস সরদার খাঁ ছাড়া যেন কোন আদমী এখানে না ঢুকতে পারে।—সরদার! ভীমা-নদীর তীরে শুনলুম বিশ পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছাউনী করেছে—সে সব সৈন্য কি আপনার?

নেহাঙ। অত সৈন্য থাকলে, মোগলের সাহায্য গ্রহণ করতে যাব কেন?

(এখলাস খাঁর প্রবেশ)

এখ। তাহ'লে, তাঁদের সঙ্গে লড়াই দিতে পারি? আমি নিজে দেখে এসেছি—লড়াই দিতে পারি?

নেহাঙ। এখনি—তুমি একা কেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে লড়াই দেব।

মিয়ান। একবার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য।

এখ। তাহ'লে এখনি, দেরি করলে চলবে না। তারা রাত্রিকালটা অপেক্ষা করছে, প্রভাত হ'তে না হ'তে একেবারে আমেদনগরের দ্বারে উপস্থিত হবে।

সৈ। একি সব মোগলের সৈন্য?

নেহাঙ। মোগল সে পথে কেমন করে আসবে?

এখ। মোগলকে আসতে হ'লে বিজাপুর রাজ্য পার হয়ে আসতে হবে ত! নইলে পথ কই?

মিয়ান। আগরা থেকে বিজাপুর—মাঝ-খানে রইল আমাদের সহর—মোগল কি আমেদনগর আক্রমণ করবে ব'লে, আমেদনগর ডিঙ্গিয়ে বিজাপুর চলে গেল? বুঝতে পারছেন না সরদার, তারা কোন মুলুকের লোক?

এখ। আমি সে বুঝেছি—মালোজীর কাছে সন্ধ্যাকালে দু'জন ছদ্মবেশী বিজাপুরী এসেছিল।

মিয়ান। আপনিও খবর পেয়েছেন?

এখ। পেয়েছি বইকি উজীর সাহেব!

মিয়ান। তাহ'লে আর দেরি কেন?

এখ। দেরি আপনিই করছেন।

মিয়ান। মালোজী সম্বন্ধে কি করব?

এখ। কর্ত্তব্য—গ্রেপ্তার। সর্ব্বাগ্রে সেটা কর্ত্তব্য, তারপর রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

নেহাঙ। না সরদার তা করবেন না। আর আপনারা যদি করেন ত আমি পারব না। বারংবার রাজার ওপর বেইমানি করতে আমি ইচ্ছুক নই। অগ্রে রাজাকে জানান যাক, তারপর তাঁর অভিরুচি জেনে অপর কাজ।

মিয়ান। ইতোমধ্যে বেইমান ভোঁসলে যদি জানতে পেরে পালিয়ে যায়?

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। ভয় নেই সরদার! মালোজী ভোঁসলে তুচ্ছ প্রাণের জন্য কতকগুলি ষড়যন্ত্রীর ভয়ে মাথা লুকিয়ে আমেদনগর ছেড়ে পালিয়ে যাবেন না!

নেহাঙ। একি অসমসাহসিক রমণী!

মিয়ান। তোমাকে কে এখানে আসতে হুকুম দিলে?

এখ। রমণী ব'লে আমরা তোমাকে কেউ কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু সুন্দরী তুমি আমাদের ভদ্রতার বড়ই অপব্যবহার করছ।

যশোদা। স্বামীছাড়া আমাকে হুকুম দেয় এমন ব্যক্তি আমেদনগরে কে আছে তা জানি না। আমার স্বামী আপনাদের হুকুমের অপেক্ষা করতে পারেন, কেন না তিনি রাজার নেমক খান। কিন্তু আমি এখানে কারও নেমক খাই না উজীর সাহেব! আমি রাণীর অনুরোধে ও আগ্রহে চাঁদসুলতানা কর্ত্তৃক রাণীর সঙ্গিনী হ'তে আদিষ্টা। বিজাপুর থেকে আমার তন্‌খা আসে, আমেদনগর থেকে নয়। ভদ্রতার অপব্যবহার? জনাব! তা করছি সত্য! কিন্তু আমার আচরণে আপনারা যতই দুঃখিত না হোন, আমি নিজে তার জন্য শতগুণ দুঃখিত হচ্ছি। আমেদনগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাওদের সম্মুখে একজন রমণী—স্বেচ্ছাবিহারিণীর মত, যখন তখন উপস্থিত হয়ে, এই যে সব অযথা বাক্য প্রয়োগ করে, এ যদি বাইরের কেউ শুনতে পায়, আপনাদেরও দুর্ণাম, আমারও ধিক্কার। আপনারা যে আমার ভয়ে আমাকে শাস্তি দিতে নিরস্ত, আমি তা বিশ্বাস করি না—এক একজন দুনিয়া জয়ে সমর্থ বীর—স্বধু অবলা দেখে অনুকম্পায় উপেক্ষা ক'রে কোন শাস্তি প্রদান করেন না। জনাব! আমার স্বামী বিপন্ন হয়ে, আমাকে দিয়ে আপনাদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এসে দেখি আপনারা আমার সেই দেবতা স্বামীর সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র করছেন। হৃদয়গত যাতনা আত্ম-প্রকাশের উপায়ান্তর না দেখে রূঢ় বাক্যের মূর্ত্তিতে মুখ থেকে বাহির হয়েছে। আপনাদের শাস্তি দেবার অভিলাষ থাকে শাস্তি দিন।

এখ। তুমি অপরাধী নও মা, অপরাধী আমরা।

নেহাঙ। ভোঁসলে সাহেবের বিপদ কি শুনি?

মিয়ান। তুমি ষড়যন্ত্রী ব'লে আমাদের তিরস্কার করতে এসেছ? কিন্তু তোমার স্বামী কি?

যশোদা। আপনি বলবেন—আজ সন্ধ্যা কালে দু'জন বিজাপুরী ছদ্মবেশে আমাদের গৃহে এসেছিল। কিন্তু উজীর সাহেব, তাইতেই আমার স্বামী বিপন্ন। তারা স্বেচ্ছায় ষড়যন্ত্র

করতে আমার স্বামীর গৃহে আসেনি। বন্দী হয়ে এসেছিল।

মিয়ান। বন্দীই হয়ে যদি এসেছিল, তবে আমাদের জিজ্ঞাসা না ক'রে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কেন?

যশোদা। তাঁরা কে আপনি জানেন?

এখ। আপনিই বলুন।

যশোদা। স্বয়ং বিজাপুররাজ আদিলসাহ—আর তাঁর প্রধান সেনাপতি সরদার হামিদ খাঁ।

এখ। স্বয়ং সুলতান!

যশোদা। হাঁ সরদার! তিনিই। ছদ্মবেশে ভগিনীকে দেখতে এসেছিলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি বন্দী হন। বন্দী হয়ে স্বামীর কাছে নীত হন।

মিয়ান। আপনি বললেই যে বিশ্বাস করতে হবে তার মানে কি?

যশোদা। বিশ্বাস করতে ত আমি উজীর সাহেবকে অনুরোধ করছি না। স্বামী আমাকে দূতরূপে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন—আমি কর্ত্তব্য পালন করে যাচ্ছি।

নেহাঙ। আমরা বিশ্বাস করছি, আপনি বলুন বিবিসাহেব।

যশোদা। সেখানে নীত হয়ে, তিনি আত্মপ্রকাশ ক'রে রাণীকে দেখবার অভিলাষ করেন। কিন্তু রাণী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন, এরূপ ছদ্মবেশে এলে তিনি দেখা দিতে পারেন না। যদি দেখা করতে চান ত রাজাকে জানিয়ে অবস্থার অনুরূপ আগমন করুন। অপমানিত বিজাপুর রাজ সেইরূপ ভাবেই ফিরে আসতে প্রতিশ্রুত হয়ে আমেদনগর ত্যাগ করেছেন। সরদার, এখন আপনারা বুঝুন বিপদ কি?

মিয়ান। বিপদ কি বুঝতে পেরেছি। সেই জন্যই কি পঁচিশ ত্রিশ হাজার সৈন্য ভীমা নদীর তীরে সমবেত হয়েছে?

যশোদা। আজ্ঞে জনাব, তা বলতে পারি না। আমি অজ্ঞান স্ত্রীলোক এই যে জেনে বললুম—এই যথেষ্ট। এর বেশি জানতে চান, আপনারা জানুন।

মিয়ান। ত্রিশ হাজার সেপাই সঙ্গে ক'রে তিনি ভগিনীকে দেখতে এসেছেন—সঙ্গে বিজাপুরের সেনাপতি! ভোঁসলে সাহেব যা বুঝিয়ে দিলেন, তাই কি আমাদের বুঝে যেতে হবে সুন্দরী?

যশোদা। না বুঝতে চান, আপনি তাঁকে তলব ক'রে তাঁর জবাব গ্রহণ করুন।

মিয়ান। বন্দী ক'রে তাঁকে ছেড়ে দিতে আপনার স্বামীর অধিকার নাই।

নেহাঙ। সে কথা সত্য! কিন্তু এরূপ অবস্থায় তিনি বন্দীকে ছেড়ে দিয়ে মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। আমি ভোঁসলে সাহেবের সদ্‌বুদ্ধির প্রশংসা করি। মা! আপনি আপনার স্বামীকে গিয়ে বলুন—নেহাঙ খাঁ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁর সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে।

যশোদা। জনাব! আমার সেলাম গ্রহণ করুন।

এখ। আপনার স্বামীকে জানান, আমিও তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

[যশোদার প্রস্থান।

মিয়ান। বিপদ হ'লে সকলকেই বাধ্য হয়ে, সাহায্য করতে হয়। কিন্তু এ বিপদ আনলে কে?

এখ। সে মীমাংসা পরে। আগে বিজাপুরের আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করুন। ভোঁসলে সাহেবের বিচারের প্রয়োজন হয়, পরে করবেন।

মিয়ান। বেশ চলুন, অনিচ্ছায় আমি এতে যোগ দিচ্ছি। [উজীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান। এত দেখছি ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে মালোজীরই বল বৃদ্ধি ক'রে দিলুম। তাহ'লে ত দেখছি আমার এখানে থাকতে হ'লে, হয় এদের অনুগ্রহে থাকতে হয়, না হয় যে মোগলের কাছে মাথা হেঁট করেছি, আবার তারই শরণাপন্ন হ'তে হয়। নইলে আমি বেঁচে থাকতে যে কতকগুলো হাবসীর প্রভুত্ব বাড়বে, তা প্রাণান্তেও সহ্য করতে পারব না। এই, বাইরে কে আছিস্ শোন্!

(প্রহরীর প্রবেশ)

উল্লুক! তুই কি রকম দেউড়ী আগলাচ্ছিস?

প্রহরী। কেন খোদাবন্দ? ঠিকত আগলে দাঁড়িয়ে আছি, কাউকেওত এ দিকে আসতে দিইনি। কত আদমি হুজুরের সঙ্গে মুলাকাত করতে এসে ফিরে গেল!

মিয়ান। তাহ'লে এক আওরত এখানে ঢুকল কেমন ক'রে?

প্রহরী। হুজুর ত আওরৎ আসতে নিষেধ করেননি—আপনি বলে দিয়েছেন, কোন আদমি যেন না আসে। আদমি একটাকেও আসতে দিইনি।

মিয়ান। হয়েছে—বুঝেছি যা।

তৃতীয় দৃশ্য।

ছত্রমঞ্জিল—অভ্যন্তর।

(ইব্রাহিম ফয়জান ও মোসাহেবগণ)

ফয়জানের গীত।

কুহেলা পহেলা মধুমাহে।
নিথর প্রভাত বেলি, আকুলি বাহিরিলি,
ফুলকুল আবরিলি কাহে॥
কোরকী অরুণমুখী, ঘবহুঁ মেলল আঁখি,
পিয়ামুখ পেখন আশে।
লাখ হিম-বান জনু, বিঁধিল কোমল তনু,
(ধনি) নিমজ্জিল দুঃখ পরবাহে॥

ইব্রা। বহুত আচ্ছা বিবি! বহুত আচ্ছা—বহুত খোস কিয়া, বহুত খোস কিয়া। ফের পিয়ালা ভর—ফের গান সুরু কর—

মোসা। ভর পিয়ালা ভর—ফের গান ধর্। এই নাচনাওয়ালী।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

গীত।

পিয়ালা মরম জানে।
মর্ম্মে মর্ম্মে কয় সে কথা গোপনে গোপনে॥
মধুর অধর পরশে নীরব প্রেম আভাসে
মধুপানে মধুদানে, ভাবলহরী টেনে আনে যতনে—
ধরলো পিয়ালা সই মুখে মুখে,
ভরুক পীরিতি রস বুকে বুকে,
আদানে, প্রদানে, বাঁধনে মিলনে
ঢুলু ঢুলু দুটী নয়নে—
জাগরণে সোহাগিনী চল স্বপনে।

ইব্রা। দেখ মিয়া, আমি বেশ আছি।

মোসা। আজ্ঞে জাঁহাপনা আপনি বেশ আছেন। আপনার মতন কজন বাদসা থাকতে পারে—হুজুরালি? আপনি বেশ আছেন!

ইব্রা। আর সব বেটার রাজা বাদশা রাজ্য রাজ্য করে ম'ল।

মোসা। আজ্ঞে জাঁহাপনা—ম'ল ব'লে ম'ল—রাজ্যে রাজ্যে রাজা বাদসার মড়ক লেগে গেছে।

ইব্রা। আমার কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

মোসা। নসীব চোস্ত—আপনার ঝঞ্ঝাট কেন থাকবে জাঁহাপনা!

ইব্রা। পিয়ালা লে-আও—

মোসা। এই—এই—বিবিজান—পিয়ালা লে আও।

ফয়। জাঁহাপনা আর সরাব পান করবেন না।

ইব্রা। কি?

মোসা। কি—বিবিজান—কি?—

ফয়। জাঁহাপনা শুনছি রাজ্যে বিপদ উপস্থিত।

ইব্রা। (হাস্য) বলে কি—ওহে শোন, বাইজী আমাদের বলে কি শোন!

মোসা। ওহে তোমরা শোন—বাইজী কি বলতে চাচ্ছে শোন। জাঁহাপনা হুকুম করছেন শোন—

ইব্রা। আরে মর—বলা হয়ে গেছে।

মোসা। ওহে বলা হয়ে গেছে—তবে শুন না—শুন না।

ফয়। জাঁহাপনা! আমোদের সময় অসময় আছে—

মোসা। কি, জাঁহাপনার আমোদের আবার অসময় আছে?

সকলে। এ বাইজী সুবিধের নয়, দেলজানকে ডাক, গহরজানকে ডাক—

ফয়। জাঁহাপনা! আগে বাঁদীর কথা শেষ করতে দিন।

ইব্রা তাইত তোমরা কি আহাম্মক—বাইজীর কথাটা শেষ করতে দাও।

মোসা। তাইত হে তোমরা কি আহাম্মক—বাইজীর কথাটা শেষ করতে দিলে না—একেবারে দেলজানকে ডেকে ফেললে—

সকলে। দেলজান চলে যাও—

ইব্রা। কি বিবিজান! কি বলছিলে বল?

সকলে। বল—বল—গোপনে বল, প্রকাশ্যে বল।

ফয়। হুজুরালি! প্রথমে আপনার এই সম্পদের সহচরগুলিকে চুপ করতে বলুন।

ইব্রা। সকলে চুপ কর—চুপ ক'রে বিবি কি বলে শোন।

সকলে। (ইঙ্গিতাভিনয়)

ফয়। জাঁহাপনা! জন্মভূমি বিপন্ন—আগে তাঁকে বিপন্মুক্ত করুন। বাঁদীরে আবার আপনার পদপ্রান্তে বসে—আপনাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করবে।

ইব্রা। জন্মভূমির সঙ্গে তোদের সম্পর্ক কি?

ফয়। সে কি জাঁহাপনা আমরা কি আকাশ থেকে ঝরে পড়েছি।

সকলে। (অনুচ্চস্বরে) গেল—কোতল হ'ল!

ইব্রা। কি বলছিস কস্‌বি?

ফয়। নসীবের দোষে কসবি হয়েছি—নসীবের দোষে প্রাণহীন ছলনাই আমাদের উপজীবিকা, কিন্তু সকল মর্ম্ম ছিঁড়ে নিস্পন্দ হয়নি, জাঁহাপনা। মায়ের জন্য এখনও প্রাণ কাঁদে! বাঁদী কসবীর গোস্তাকি মাফ্‌ হয়, এক বিষয়ে আমরা—এই ঘৃণিতা অভাগিনী—আপনার চেয়ে ভাগ্যবতী।

ইব্রা। কি বললি—বাঁদী কস্‌বি? (দণ্ডায়মান)

সকলে। গেল—গেল—কম্‌বক্‌তি গেল।

ফয়। হত্যা করতে হয় করুন—কিন্তু বাঁদীর শেষ কথাটা শুনে করুন। জন্মভূমির জন্য সময়ে সময়ে আমাদের চক্ষে জল পড়ে—কিন্তু জাঁহাপনা আপনি এমনি হতভাগ্য, ঈশ্বর আপনার চক্ষুকে মরুভূমি করে সৃষ্টি করেছেন। দেশের জন্য ফেলবার এক ফোঁটা জলও তাতে লুকুনো নেই।

ইব্রা। হুঁ! ঠিক বলেছিস্—তুই যদি ঠিক না বলতিস্‌ তোকে আমি এখনি কোতল করতুম। জন্মভূমির কি হয়েছে?

ফয়। তা জানি না জাঁহাপনা। শুনলুম সহর দুস্‌মনে আক্রমণ করতে আসছে—সহর যায়।

ইব্রা। (বোতলাদি নিক্ষেপ) সব দূর হও—তোমরাও ভাই সব চলে যাও। মরণের পর যখন জাহান্নমে যাব, সেই সময় আমার সঙ্গে দেখা কর। তোমাদের খোলসা—তোমাদের এই পুরস্কার—তোমাদের এই সেলাম। (সকলে জানু পাতিয়া প্রত্যভিবাদন) কোই হ্যায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

উজীরকে খবর দে—কাল ফজেরে আমি দরবার করব।

ইব্রা। যাও সকলে প্রস্থান কর। জন্মভূমি যায়—আমায় শোনালে কে? দেশের দুঃখে দুঃখিনী এক সমাজপরিত্যক্তা রমণী! আমার মতন মূর্খ রাজার যোগ্য শিক্ষক। বললে কি, জন্মভূমি যায়। আজ যদি জন্মভূমি যায়, কাল এই অভাগিনী রমণীগুলোর সঙ্গে আমার সমান অবস্থা। ওদের দুর্দ্দশায় তবু দু'এক জনেরও চক্ষুজল পড়বে, কিন্তু আমার বেলায় কেউ ফেলবে না। আমি নরাধম! স্ত্রীকে, পুত্রকে পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তার কারাগারে আবদ্ধ ক'রে প্রমোদোদ্যানে আমোদ উল্লাসে মেতে আছি—তারা নির্জ্জনে বসে মৃত্যুকামনা করছে! আর আমার প্রজা—তারা রাজা মরেছে ব'লে, একেবারেই নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। তাদের সুমুখে কি আর একবার জীবিত দেহ নিয়ে ফিরতে পারব না? একবার পরীক্ষা করব!—করব!—করি—একবার করি। সহায় কে? আমার অসৎকার্য্যের সহায় ত সহস্র—সৎকার্য্যের সহায় কে? তুমি—ঈশ্বর! তুমি। পা টলছে—মাথা ঘুরছে—তুমি প্রাণটাকে আমার অটল রাখ।

চতুর্থ দৃশ্য।

আমেদনগর—মল্লজীর কক্ষ।

মল্লজী ও যশোদা।

মল্লজী। বিজাপুররাজ যা বলে গেছেন, তা করবেন। আমেদনগর আক্রমণ না ক'রে তিনি যে দেশে ফিরবেন, তা আমার মনে হয় না।

যশোদা। দেশে ফিরবেন কি—শুনলুম এরই মধ্যে ত্রিশ হাজার সৈন্য ভীমানদীর তীরে সমবেত হয়েছে।

মল্লজী। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না। কিন্তু যোশী আমিই দেখছি আমেদনগর ধ্বংসের কারণ হলুম।

যশোদা। তাতে তুমি কি করবে? এরূপ অবস্থায় যে পড়ত সেই ধ্বংসের কারণ হ'ত। উজীর যে তোমার উপর ক্রোধ করেছে—সত্য কথা বলতে গেলে সে অন্যায় করেনি। আমি হ'লে রাজাকে মুক্তি দিতুম না। আমি রমণী যতটা রাজার দোষ বুঝেছি, তোমরা পুরুষ সেটা তত বুঝতে পারবে না। রাজা ছদ্মবেশী—যদি মরিয়মের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ত, তাহলে সে কথা সহরে গোপন থাকত না—লোকের মুখে মুখে চালাচালি হয়ে, ভাই ভগিনীর সেই নির্দ্দোষ সম্মিলন রাণীর বিশাল কলঙ্ক-গাথায় পরিণত হত। ভাই বলে কেউ তাকে বিশ্বাস করতে চাইত না। মর্য্যাদাময়ী রাণী আমেদনগরের কুলমর্য্যাদায় ভ্রাতৃপ্রেম আহুতি দিয়ে মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। তা যা হোক, পঁচিশ ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আদিল সা ছদ্মবেশে ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন কেন?

মল্লজী। সৈন্য তিনি কি এনেছেন যশোদা—আমি আনিয়েছি।

যশোদা। তুমি আনিয়েছ?

মল্লজী। তবে আর বলছিলেম কি যশোদা! বিধাতার অভিলাষ কি কিছুইত বুঝতে পারছি না। আমেদনগরের মঙ্গলের জন্য জীবন-পণ চেষ্টা ক'রে, আমিই তার ধ্বংসের কারণ হলুম।

যশোদা। কথাটা যে কিছুই বুঝতে পারছি না প্রভু!

(দেলওয়ারের প্রবেশ)

দেল। বা! বা! আমার কি ভাগ্য—একেবারে সম্মুখে যুগল। সেলাম যুগল সাহেব! ঘরে বৃদ্ধ অতিথি—প্রেমালাপ শ্রবণ পিপাসা কিঞ্চিৎ প্রবল হয়েছে—পিপাসা মিটবে কি?

মল্লজী। আর দাদা ভাই! প্রেম-তরঙ্গিনীতে চড়া পড়ে তাতে দদ্রুময় খর্জুর বৃক্ষের উদ্ভব হয়েছে!

দেল। তা যদি হয়েই থাকে তাতে ক্ষতিই বা কি! তাহলেও ত জিরেন কাটের রস পাব। কি বিবি! ভাই সাহেবকে দেখে একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করলে নাকি?

যশোদা। আর ভাই সাহেব, আপনার নাতি বড়ই মুস্কিলে পড়েছেন।

দেল। আসান একেবারে রগ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছ, তবু মুস্কিল!

যশোদা। আসানে আর কুলুচ্ছে না—যদি আমাদের দুটীকে পাষাণ চাপা দিতে পারেন, তাহলেই সকল দুঃখের অবসান হয়।

দেল। কতক কতক শুনেছি ভাই—রাজা নাকি ভগিনী রাণীকে অপহরণ করতে ত্রিশ হাজার ফৌজ ভীমানদীর তীরে খাড়া করেছেন?

মল্লজী। রাজাত আনেন নি ভাই সাহেব—আনিয়েছি আমি।

দেল। তুমি কেমন করে আনলে?

মল্লজী। মনে নেই? এখলাস খাঁ আর উজীরে যখন বিরোধ বাধবার উপক্রম হয়, তখন আপনার আদেশমত আমি বিজাপুর-রাজের কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র লিখি। সেই পত্রের উত্তরে তিনি হামিদ খাঁর অধীনে ত্রিশ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। তার সৈন্য পৌছিতে না পৌছিতে, এদিকে মা চাঁদসুলতানার কল্যাণে বিনা রক্তপাতে উভয়ের বিবাদ মিটে গেছে।

দেল। তাহলে এই হরণ-কার্য্যে সহায়তা করতে আমাদের দাদা নাতীরও কিছু কিছু হাত আছে!

মল্লজী। তাইত আপনার পৌত্রবধূকে বলছিলুম, ঈশ্বরের কি ইচ্ছা—আমেদনগরের মঙ্গল খুঁজতে গিয়ে বরং তার সমূহ ক্ষতি করে ফেললুম।

দেল। এ রকমে যদি আমেদনগরে ক্ষতি হয়, তাহলে বুঝলুম আমেদনগর থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। তাহলে তুমিই বা তার জন্য দুঃখ করবে কেন? যতদিন ভাল করতে পারবে বোঝ, ততদিন থাক—যখন দেখবে হালে পানি পায় না, তখন খোদার নাম নিয়ে দরিয়ার তরী স্রোতের গায়ে ঢেলে দিও। এখন আমি কি করতে পারি বল?

যশোদা। ভাই সাহেব! করবার ত আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

দেল। পাচ্ছি না বললে ত চলবে না—যতক্ষণ নজর থাকে ততক্ষণ দেখতে হবে। এ বিবাদ কি হ'তে দিতে আছে? লোকে শুনলে বলবে কি? আমি চাঁদসুলতানার কাছে যাই। ভাই ভগিনীর চিরদিনের সদ্ভাব একটা তুচ্ছ অভিমানে ভেঙ্গে যাবে? বর্ত্তমানেই যেন আমেদনগরে রাজা নেই—কিন্তু ভবিষ্যতেও কি থাকবে না?

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

মল্লজী। কে কে ? রঘুজী—রঘুজী !

ইব্রা। রঘুজী আছে—ভয় নেই—সজাগ প্রহরী জেগে আছে—কোন ভয় নেই সরদার।

মল্লজী। কে আপনি ? য়্যাঁ একি ? একি স্বপ্ন দেখছি—না সত্য ?

যশোদা। কেও, জাঁহাপনা ! এ গভীর নিশীথে, এই দীনবেশে সঙ্গীহীন পরিচারকহীন—একি মূর্ত্তি জাঁহাপনা ?

ইব্রা। আমি বিকৃত চক্ষে সত্য দেখি, আর তোমরা সাদা চোখে স্বপ্ন দেখ। বেশ, বেশ মালোজী—বেশ বাইজী। আরে তুমি কে !—বৃদ্ধ সরদার দেলওয়ার !—আজও বেঁচে আছ ?

দেল। বড়ই দুর্ভাগ্য, আজও বেঁচে আছি জাঁহাপনা।

ইব্রা। বেশ করেছ—বেঁচে থাকা যদি দুর্ভাগ্য সরদার, তাহ'লে আমার জন্য তোমরা দুঃখ কর কেন ? আমি মরে বেশ সুখে আছি !

যশোদা। সর্ব্বাগ্রে উপবেশন করুন।

ইব্রা। বেশ বাইজী—বেশ। রাজা কি একেবারেই নেই দেলওয়ার খাঁ ?

দেল। থাকলে কি আমেদনগরের একেবারে স্কন্ধের উপর দুস্‌মন্ চেপে পড়ে ?

ইব্রা। স্কন্ধে চেপেছে। স্কন্ধ থেকে মাথা এখনও অনেক দূর। আগে মাথা যাক, তারপর বল রাজা নেই। তখন বৃদ্ধ পায়ে ভর দিয়ে যদি নৃত্য করতে পার, তাহ'লে নৃত্য ক'র। কিন্তু কেঁদো না। আমার সজাগ প্রহরী সব জেগে আছে—আমার দুস্‌মন্ আমার রাজ্য কাড়তে এসে দোস্ত হয়ে গেছে—আমার ঘরের দোর থেকে, ভগিনীকে দেখতে এসে, বিজাপুরের রাজা অপমানিত হয়ে ফিরে গেছে। আর তার নিজের ঘরে প্রবেশ করতে, রাজা ইব্রাহিম প্রহরীর কাছে ধাক্কা খেয়েছে—এতেও দেলওয়ার খাঁ তুমি বল রাজা নেই !

মল্লজী। তাইত, কোন কম্‌বখ্‌ৎ এমন কাজ করলে ? হুকুম করুন, এখনি তার শির চ্ছেদ করি।

ইব্রা। সেই কমবখ্‌তের শিরশ্ছেদ কর, আর আমার ঘরে চোর প্রবেশ করুক। কি বল যোশী বিবি ? তোমার স্বামী আমার কি সুহৃৎ।

(রঘুজীর প্রবেশ)

মল্লজী। রঘুজী ! জাঁহাপনার শরীরের ওপর কেউ কি অত্যাচার করেছে ?

রঘুজী। আমিই করেছি হুজুর।

মল্লজী। আমাকে একবার তুমি জিজ্ঞাসা করলে না কেন ?

রঘুজী। কি জন্য জিজ্ঞাসা করব ? আর কখনই বা করব ? সম্মুখে দেখলুম, একজন অপরিচিত পুরুষ উন্মত্তাবস্থায় টলতে টলতে অন্দরের পথে চলেছে। যে অন্তঃপুরের প্রান্তদেশে পা দিয়ে বিজাপুরের মহিমান্বিত রাজা লাঞ্ছিত হয়ে চলে গেছেন, তার ভেতরে কেমন ক'রে একটা মাতালকে ঢুকতে দিতে পারি হুজুর ?

ইব্রা। তুমি বেশ করেছ।

রঘুজী। জাঁহাপনা গোলামের কি শাস্তি বিধান করুন।

ইব্রা। করব—এখন আমি অযোগ্য দীন, এখন ত আমার শাস্তি দেবার ক্ষমতা নেই। ব্যস্ত হয়ো না—সময়ের অপেক্ষা কর—শাস্তি বিধান করব। এখন এই যৎকিঞ্চিৎ (অঙ্গুরীয় উন্মোচন) রঘুজী কাছে রেখ। একটা কসবী আমাকে কেতাব পড়িয়ে সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে—এখন আর আমার কিছু নেই। দেলওয়ার ! রাজা কি সত্য সত্যই মরে গেছে ?

দেল। আজকে দেখে বোধ হচ্ছে যেন বেঁচে আছেন। কিন্তু জাঁহাপনা! আপনাকে প্রকৃতিস্থ না দেখলে যে আমাদের সাহস হচ্ছে না।

ইব্রা। মাতাল দেখে ভয় পাচ্চ, খান্‌খানান? যত নেশা ছাঁড়ছে, ততই প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে। একটু চোক মেলে চেয়েছি, অমনি দেখি—না থাক—আর বলব না। দেলওয়ার খাঁ! ঈশ্বরের একি লীলা—সারা দুনিয়াটায় একি সাম্য! এক দিকে দোস্ত দুসমন হয়েছে, অন্য দিকে দুসমন্ দোস্ত হয়েছে। এক দিকে চিরপরিচিত আমার বুকের উপর ছুরি ধরেছে—অন্য দিকে কোথাকার কোন অজানা দেশের অপরিচিত ছুটে এসে তার হাত ধরেছে—এক দিকে চিরঘুমন্ত দুর্দ্দান্ত মাতাল গৃহস্বামী—অন্য দিকে চিরজাগন্ত নির্ভীক নির্ম্মম প্রহরী—রঘুজী! আদর ক'রে যে সুমিষ্ট টীপে হাত খানি ধরেছিলে!

রঘুজী। জাঁহাপনা! তাহ'লে গোলাম আপনার এ দয়ার নিদর্শন আপনাকেই ফিরিয়ে দেবে।

ইব্রা। না না—আর বলব না—কিন্তু খান্‌খানান—দুনিয়ার এ অদ্ভুত বৈষম্যের ভেতর এ কি অপরূপ সাম্য? দেলওয়ার খাঁ—এ সব প্রহরী ত কখন দেখিনি!

রঘুজী। এই জাঁহাপনার—এই মধুর, এই মনোহর নিজাম সাহের লোকে নিন্দা করত! আসুন জাঁহাপনা, এ নির্ম্মম নিন্দুকের দেশ ছেড়ে বনে যাই।

ইব্রা। প্রাণের কথা কয়েছ রঘুজী, চল তোমার সঙ্গে বনে যাই।

যশোদা। যেতে হয় পরে যাবেন, আগে একবার রাণীর সঙ্গে দেখা করুন জাঁহাপনা! নইলে আমি আপনাকে ছাড়ব না।

ইব্রা। রঘুজী! রাণীকে একবার দেখতে হবে।

রঘুজী। তবে একবার দেখুন জাঁহাপনা।

ইব্রা। চল বিবি! একবার চিরপরিত্যক্তা রাণীকে দেখে আসি।

মল্লজী। তৎপূর্ব্বে গোলামকে একটা আদেশ করে যান।

ইব্রা। রঘুজী! তৎপূর্ব্বে গোলামকে একটা আদেশ ক'রে যেতে হবে।

রঘু। বেশ, করুন।

মল্লজী। আপনার গৃহ রক্ষার ভার নিয়ে, আমার পরম সুহৃৎ বিজাপুর রাজের সঙ্গে ত বিরোধ বাধিয়ে বসেছি। এখন কি করব আদেশ করুন।

ইব্রা। যদি মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য কর, যুদ্ধ দাও—যদি মমতার দিকে লক্ষ্য কর—মিটিয়ে ফেল।

মল্লজী। এখন সেটা অসম্ভব। মেটাতে গেলে আমেদনগরপতিকে মাথা হেঁট করতে হয়।

ইব্রা। কি দেলওয়ার খাঁ! আমেদনগরপতি আছে?

দেল। এখন দেখছি আছে।

ইব্রা। মল্লজী! তাহ'লে আজই রাত্রি প্রভাতে আমি ভীমা নদীর এ পারে সমস্ত আমেদনগরী সৈন্যকে সজ্জিত দেখিতে চাই।

মল্লজী। যো হুকুম জাঁহাপনা! বিজাপুর পশ্চাৎপদ হয় হোক—আমেদনগর হবে না।

ইব্রা। বস্—কথা মিটে গেল। কি দেলওয়ার খাঁ—রাজা আছে?

দেল। যদি উভয় পক্ষের মর্য্যাদা রেখে মিটিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে এ যুদ্ধের প্রয়োজন নেই জাঁহাপনা!

ইব্রা। খান্‌খানান্! এখন দেখছি রাজা আছে, কিন্তু সেই পূর্ব্ব যুগের দুর্দ্ধর্ষ দেলওয়ার

মরে গেছে। দু'পক্ষ কথন এক সঙ্গে মেটাতে আসে না, এক জনকে অন্ততঃ এগিয়ে যেতে হয়। আমেদনগরের রাজ প্রতিনিধি! তুমিই কি অনুরোধ আগ্রহ নিয়ে প্রথমে বিজাপুরে যেতে ইচ্ছা কর?

দেল। না জাঁহাপনা! তা পারি না।

ইব্রা। তাহ'লে? এস সহচরী যশোদা সুন্দরী! সেই নীরব বিচারকের এজলাসে, এই উন্মত্ত অপরাধীকে, পেয়াদা স্বরূপ হয়ে, একবার হাজির করবে এস।

যশোদা। আসুন জাঁহাপনা, এমন শুভ দিন বাঁদীর জীবনে ত আর কখনও আসেনি—আসুন আপনাকে একবার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ধন্য হই।

দেল। আর কেন সরদার, আমরাও যাই চল—জীবন মরণ সংগ্রামে এই বৃদ্ধ বয়সে একবার মেতে দেখি।

পঞ্চম দৃশ্য।

আমেদনগর—মরিয়মের কক্ষ।

মরিয়ম।

মরি। কে কোথা থেকে যেন কথা কইলে না? ঈষন্মুক্ত বাতায়ন পথে, যেন কার, কত দিনের পরিচিত মুখ—আমার ঘুমন্ত চোখে চোখ দু'টী রেখে বললে—মরিয়ম! এত ঘুম! যেন কোন্ যুগান্তে, কোন্ সন্ধ্যায়—কোন্ মরীচিবিক্ষোভিনী তটিনী-তটে কোন্ শুভলগ্নে দেখা শোনা—কত চেনা মুখ! কি আদর ক'রেই না বললে—"মরিয়ম! এত ঘুম! হৃদয়ে তোমার অন্ধকার, ঘরে অন্ধকার—আকাশ জুড়ে অন্ধকার—কিন্তু মরিয়ম! সে আঁধার-সাগরে মৃদু-কম্পিত তরঙ্গ-শিরে তারকা কুসুম নেচে নেচে মৃদু হাসির তরল রঙ্গে নিশি যাপন করছে। মরিয়ম! তারা তোমার জন্য জেগে,—আর তোমার চোখে এত ঘুম! অন্ধকারের সমবেদনা অন্ধকারে—আকাশের অন্ধকারে ফুলের নৃত্য—তোমার অন্ধকার স্থির! ছি ছি মরিয়ম! জাগো মরিয়ম! জাগো—হৃদয়ের ঘুমন্ত কামনা-কুসুমগুলিকে জাগিয়ে তোল—তারা কিছু না চায়, শুধু জেগে নাচুক!" কে বললে? বলতে বলতে কি মিলিয়ে গেল! আমার স্বপ্নটুকু আঁচলে বেঁধে কে চুরি ক'রে নিয়ে গেল!—

(বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহা। হাঁমা! আমার ঘুম হচ্ছে না কেন?

মরি। তোমারও ঘুম হচ্ছে না? তাহ'লে এ রাজ্যে বুঝি ঘুম-চোর কোথা থেকে এসেছে! বুঝি কোন্ দেশে কার ঘুমের ভাণ্ডার খালি হয়েছে—তাই ঘুমচোর তার ভাণ্ডার পোরাতে দেশ বিদেশে চুরি ক'রে বেড়াচ্ছে।

বাহা। সবার ঘুম কি চুরি করবে মা?

মরি। যে সতর্ক, তার ঘুম চুরি করবে কেমন ক'রে? সে যে বাপ আগে থাকতে চোখের পলকে ঘুম বেঁধে তবে শয়ন করে। যে পথহারা, যে অসাবধান, যে ঘুমের ঘরের প্রবেশ-পথে চিন্তার কণ্টক ছড়িয়ে রাখে—তারই ঘুম চুরি যায়।

বাহা। তাহ'লে কি হবে?

মরি। ঘুম না আসে, আমারি কাছে এসে শয়ন কর—আমি বসে বসে ঘুমচোরকে খেলাত দিই—যদি সে দয়া ক'রে অন্ততঃ তোমার চোখের ঘুমটুকু ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

বাহা। আর তুমি?

মরি। সেই সঙ্গে যদি সে মেহেরবাণী ক'রে আমাকেও একটু দিয়ে যায়।

বাহা। হাঁমা, কি হবে?

মরি। কিসের কি হবে বাপ্?

বাহা। দুনিয়ায় তোমার যারা আপনার ছিল, তারাও যে মা পর হয়ে গেল!

মরি। হ'ক না—কে কত পর হ'তে পারে দেখাই যাক্ না।

বাহা। দেখতে দেখতে যে মা দুনিয়া উজোড় হয়ে গেল!

মরি। তা হচ্ছে বটে, কিন্তু দুনিয়া ত থাকবে—সে যতদিন আমাদের বুকে ক'রে রাখবে, ততদিন দুনিয়া আমাদের বন্ধু—না রাখে, আর ত কেউ আমাদের পর করতে আসবে না।

বাহা। মাতুল রাজা আমাকে আলিঙ্গন করতে এলেন—কিন্তু বিধির বিপাকে আমি সে স্নেহের বন্ধন থেকে ঝরে পড়লুম।

মরি। তিনি স্নেহময়—সে বন্ধন থেকে ঝরে পড়বার আশঙ্কা ক'র না বাহাদুর।

বাহা। হাঁমা! সত্যি?

মরি। তোমার কাছে বসে আছি, এ যেমন সত্য—তোমার প্রতি তাঁর ভালবাসা তেমনি সত্য। তুমিই তাঁকে প্রত্যাখান করেছ। বালক, তিনি ত তোমায় করেন নি! বিজাপুরের প্রতাপান্বিত রাজা তাঁর ভাগিনেয়কে দেখবার জন্য দীনবেশ পরিধান করেছেন। এর চেয়ে ভাগ্য আর কি প্রত্যাশা কর বাহাদুর?

বাহা। তাইত মা, সে কথা ত ঠিক!

মরি। কিন্তু বাহাদুর তাঁর স্নেহ রক্ষা করা না করায় তোমার অধিকার। তিনি তোমার আমার দর্শনভিখারী হয়ে তোমার দ্বারে এসেছিলেন, তুমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছ। এবারে তিনি আর এক মূর্ত্তিতে সেই স্নেহের প্রতিষ্ঠা করতে আমেদনগরে ফিরে আসবেন। বাহাদুর! সে মূর্ত্তির যোগ্য প্রতিমূর্ত্তি নিয়ে যদি বিজাপুর রাজের সম্মুখে উপস্থিত হ'তে না পার, তাহ'লে আর তিনি তোমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখবেন না।

বাহা। বুঝতে পেরেছি—লড়াই—তা আমি দেব! মা! তুমি কি মনে করেছ—আমি পেছপাও হব?

মরি। পারবে?

বাহা। যদি না পারি, তাহ'লে তুমিও সন্তানের মুখ দেখ না।

মরি। বাপ! এস এইবারে মাতা পুত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাই।

বাহা। কিন্তু তুমি ঠিক থেক মা—যদি মরি?

মরি। তাহ'লে এতকালের স্বামী-অদর্শন-শোক সমর-বিজয়ী মৃতপুত্রের নাম-গানে সমাধিস্থ করব।

বাহা। মা! আমার বড় ঘুম পাচ্ছে—

মরি। আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোও। (বাহাদুরের শয়ন) আমারও ঘুম পাচ্ছে! বিষাদের পরিণতিতে এ কি মধুর অবসাদ! এস, কি জানি কি আকাঙ্ক্ষিত, আমার অপহৃত ঘুমটুকু বসনাঞ্চল থেকে খুলে, আবার আমার চোখে ছড়িয়ে দাও।

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রা। মরিয়ম!

মরি। আবার! তাইত! আমি জেগে আছি—না এখনও স্বপ্নে ডুবে আছি? নিদ্রালসার কর্ণকুহরে—হে বিরহরূপী মহাজন! —আজ তোমার কি এত উল্লাস হয়েছে যে, কথায় কথায় এত মধুর ঝঙ্কার করছ! দোহাই তোমার পায়ে পড়ি, আর ডেকো না!—(নিদ্রার উদ্যোগ)

ইব্রা। (পদপ্রান্তে বসিয়া) মরিয়ম! প্রাণেশ্বরী মরিয়ম!

মরি। না, তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি করলে—ওগো! নব-কমলকিসলয়চুম্বিত, প্রত্যাখ্যাত ব্যাকুল বিরহ! আমি জেগে আছি। চির-বিয়োগীর জীবনে কি সন্ধ্যা আছে? ওই যে লোহিততপ্ত রবি—ও উত্তাপ দিয়ে দিয়ে নিষ্প্রভ—আমি দ্বিপ্রহরের জাগরণে জেগে আছি।

ইব্রা। মরিয়ম!

মরি। তাইত! একি? (ইব্রাহিমকে দেখিয়া) একি!—কে তুমি? কোন হায়—

বাহা। কি মা! কি মা!

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। কি হুকুম রাণী? এই যে আমি প্রহরিণী দোর আগলে দাঁড়িয়ে আছি।

মরি। এ কে?

যশোদা। চোক মুছে চেয়ে দেখুন।

বাহা। কই কেমা?

মরি। য়্যা! একি?—জাঁহাপনা! একি বেশ?—(শয্যা হইতে উত্থান)

ইব্রা। মরিয়ম! তীর্থযাত্রীর বেশে এসেছি। পাপী তার বহু দিনের সঞ্চিত পাপ ধৌত করতে তীর্থে এসেছে। প্রেম ভিক্ষা করবার অধিকার নেই, কিন্তু করুণাময়ি! করুণা—

মরি। বাঁদীকে একি বলছেন জাঁহাপনা? আমার নিজের নসীবের দোষ, আপনাকে দোষী করতে আমার অধিকার কি?—বাহাদুর! দেখছ কি, নিদ্রা আসেনি কেন—তার কারণ নিরীক্ষণ কর।

বাহা। য়্যা—কিমা! পিতা—পিতা!

মরি। উঠে বসুন—কে তুমি মধুময় স্বপ্নরাজ্যের রাজা, তুমি আমাকে আজ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান দেবার জন্য জাগিয়ে রেখেছিলে! কিন্তু একি বেশ? আমেদনগরের ঈশ্বর! এ দীনভিখারী ক'রে আপনাকে কে সাজিয়ে দিলে?

যশোদা। রাণী! এইবারে আমি যেতে পারি!

মরি। কেন সই! সখীর কেবলই কি দুঃখেরই সঙ্গিনী হ'তে এসেছ—সুখের সময়ের মুহূর্ত্তও কি তোমার প্রাণে সহ্য হচ্ছে না?

যশোদা। কেমন ক'রে হবে? বহুদিন অদর্শনের পর—এই প্রথম দেখা—মর্ম্মপীড়িতা বিরহিণী!—তোমার প্রাণে কি একটুও অভিমান জাগলো না! রাণী! রমণীর হৃদয় কি এতই সুলভ?—একবার এসে উৎপীড়ক ভিক্ষুক সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইলে—আর হৃদয়ের সমস্ত বেদনা উন্মুক্ত আকাশে ভাসিয়ে দিয়ে, তাকে অম্লান বদনে মুক্ত হৃদয় দান করে ফেললে? আমি কেমন করে সহ্য করব?

ইব্রা। কি করবে! একে নাছোড়বন্দা ভিখারী—তাতে মাতাল—না দিলে যে সে পিপাসার তীব্র পীড়নে ঠায় মারা যাবে। সুন্দরী, আমাকে আশ্রয় দিয়ে মেরে ফেলাই কি তোমার অভিপ্রায়?

মরি। কাছে এস যশোদা, পাশে বস যশোদা।

যশোদা। বসবার সময় কই সুলতানা? স্বামী দেখে সব ভুলে গেলেন!—মনে নেই কি জীবন মরণের ব্যাপারে সমস্ত আমেদনগরকে লিপ্ত করেছেন?

মরি। তাইত তাইত! ভুলে গেছি! অভিমান করবার আমার সময় আছে। এখন বাঁদী একটা কি বিষম কাজ করেছে শুনুন—

ইব্রা। আমি শুনেছি—আমি তোমাকে পশুর ন্যায় পদদলিত ক'রে চলে গিয়েছিলুম—কিন্তু ভূপতিতা হয়েও তুমি নিষ্ঠুর স্বামীকে পরিত্যাগ করনি—বংশের সন্তান হয়েও যে বংশ-মর্য্যাদা আমি রাখতে পারলুম না—নিজাম-শাহীর কুলবধু! তুমি আজ শ্বশুরবংশের

মর্য্যাদা রাখতে ভ্রাতৃস্নেহ বলি দিয়েছ। কি করেছ মরিয়ম! উন্মত্ত আমি ভাবের উন্মেষেই আত্মহারা—রুদ্ধবাক—আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না। আমার পিতৃপুরুষ স্বর্গে ব'সে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছেন—আর নরাধম আমাকে শিক্ষা দেবার জন্য, আমার সেই নরকের ঘরে কসবীর মূর্ত্তিতে এক দূত পাঠিয়েছেন। মরিয়ম! তুমি মানময়ী হয়ে আমাকে ভয় দেখাবে কি! এক কসবী আমাকে ধিক্কার দিয়ে আমোদ ছাড়িয়ে দিয়েছে। কসবীর লাঞ্ছনায় আমি তোমার দ্বারে কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছি—কৃপাময়ী! তোমার মান বোঝবার প্রাণ কই! (নেপথ্যে দুন্দুভি)

যশোদা। জাঁহাপনা! দুন্দুভি বেজে উঠল!

ইব্রা। আরে বাজুক দুন্দুভি। সুমতি আজ কুমতির স্কন্ধে আরোহণ করেছে—দুন্দুভি বাজবে না—বাজা কাড়া নাকড়া—বাজা—বাজা—দুন্দুভি বাজা।

মরি। জাঁহাপনা! আর আমি আপনাকে থাকতে দেব না।

ইব্রা। দেবে না—চাতক মর্ম্মপিপাসায় আকাশ পানে চেয়ে জল চাইলে—কাদম্বিনী! করুণার ধারার সঙ্গে সঙ্গে শিলা হানলে কেন?

মরি। আসুন জাঁহাপনা! বাঁদী আপনাকে নিজ হাতে রণসাজে সাজিয়ে দেবে। এস বাহাদুর! জাঁহাপনার হাত ধর!

ইব্রা। এস বাপ্—বুকে এস—এস প্রেয়-ময়ী পাশে এস—এস সই দেখবে এস—বাজা—দুন্দুভি বাজা—সই! প্রেম তীব্র কি রণ তীব্র? দুইয়েই দুন্দুভি বাজে—দুয়েই প্রাণ নাচে—এখন তবে কোন্ বেশে—প্রেম সাজে, কি রণসাজে?

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

এখলাস খাঁর উদ্যান।

এখলাস খাঁ।

এখ। কি হ'ল? আমার সমস্ত বল নিয়ে মালোজীকে সাহায্য করতে গেলুম, কিন্তু কই, মালোজীর ত কোনও সন্ধান পেলুম না! তাহ'লে উজীর যা বলে তাই ঠিক নাকি? মালোজী কি গোপনে গোপনে আমেদনগর ধ্বংসের জন্য বিজাপুররাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে? ব্যাপারত কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের দুই সরদারকে বন্দী করবার অভি-প্রায়েই কি সে তার স্ত্রীকে দূতরূপে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল? স্ত্রীকে সম্মুখে রেখে, সে হয়ত অন্তরালে থেকে আমাদের বিনাশের চেষ্টা করছে। আমরা মূর্খ হাবসী বুঝতে পারছি না—উজীর বুঝেছে—বুঝে প্রতীকারের চেষ্টা করছে। স্বধু আমাদের মূর্খতার জন্য কিছুই ক'রে উঠতে পারছে না। আমরা একটা কুহকিনী স্ত্রীলোকের কথায় মুগ্ধ হয়ে, তার গোলামের মত তার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে চলছি।

(প্রহরীর প্রবেশ)

এখ। কিরে কি খবর? তুই ছত্রমঞ্জিলের পাহারাদার না!

প্র। আজ্ঞে হাঁ হুজুর!

এখ। কি মনে ক'রে এমন সময় এখানে এলি! রাজার খবর কি?

প্র। খবর আচ্ছা নয় হুজুর! রাজা মঞ্জিল ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন।

এখ। সে কিরে?

প্র। আজ্ঞে হুজুর! জাঁহাপনার চাকরী এতকাল করছি, কিন্তু তাঁর এত ক্রোধ আমি

কখন দেখিনি। পিয়ালা ঝাড় আসবাব ফরাস সব ভেঙ্গে চুরে তছ্‌নছ্‌ ক'রে, একেবারে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে কোথায় চলে গেছেন।

এখ। বলিস্ কি?

প্র। যাবার সময় আমাকে বলে গেছেন, "সরদারদের খবর দে আমি ফজেরে দরবার করব।"

এখ। কই আমিত এখনও হুকুমনামা পাইনি।

প্র। না পেয়ে থাকেন—এখনি পাবেন। খুব হুঁসিয়ার থাকবেন জনাব! ব্যাপার কিছু গুরুতর। সব মোসাহেব জানের ভয়ে রাজার সুমুখ থেকে পালিয়েছে।

এখ। বেশ—তোমার খবর দেওয়ায় আমি বড়ই খুসী হলুম।

প্র। তাহ'লে আমি চললুম হুজুর—অন্যান্য সরদারদের খবর দি।

এখ। উজীর খবর পেয়েছেন?

প্র। উজীর পেয়েছেন—নেহাঙ খাঁ পেয়েছেন।

এখ। তারা খবর শুনে কিছু বললেন?

প্র। বলব হুজুর? রাগ করবেন না?

এখ। না, করব না—

প্র। উজীর সাহেব, আপনাদের গাল দিয়েছেন। বলেছেন "এখলাসখাঁর মূর্খতাতেই দেখছি সর্ব্বনাশ হ'ল?"

এখ। উজীর ঠিকই বলেছেন—তুমি যাও। (প্রহরীর প্রস্থান) উজীর কুটীল-প্রকৃতি ব'লে আমি তাকে ঘৃণা করতুম, এখন দেখছি সেই প্রশংসার পাত্র। ঘৃণার পাত্র আমি। উজীর মালোজীর অভিপ্রায় ঠিক বুঝতে পেরেছিল—শয়তানীর কুহকে পড়ে আমরাই সব নষ্ট করলুম। আসুন সরদার!

(নেহাঙ খাঁর প্রবেশ)

নেহাঙ। তারপর—ব্যাপারখানা কি এখলাস খাঁ?

এখ। ব্যাপার আবার কি—আমরাই সর্ব্বনাশ করেছি। সে শয়তানীর কুহকে না মজে যদি সে সময়ে মালোজীকে গ্রেপ্তার কর-তুম, তাহ'লে এ অনর্থ হ'ত না।

নেহাঙ। এখন উপায় কি?

এখ। শয়তান ভোঁসলে স্ত্রীকে আমা-দের কাছে পাঠিয়ে আপনি গোপনে গোপনে ছদ্মমঞ্জিলে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। সাক্ষাৎ ক'রে তার কাণ ভাঙ্গিয়েছে।

নেহাঙ। তা ত বুঝেছি—তারপর এখন উপায় কি?

এখ। উপায়—একবার উজীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

নেহাঙ। তা যা করবেন, শিগ্‌গির করুন। এদিকে আর সময় নেই। উন্মত্ত রাজা এক মুহূর্ত্তে মত্ততা পরিত্যাগ ক'রে, আমোদ ছেড়ে ঘরে ফিরেছে। ফিরেই দরবার করছে। বুঝতে পারছ না ব্যাপার কি বিষম?

এখ। কতক কতক বুঝতে পারছি বই কি।

নেহাঙ। কতক কি—সম্পূর্ণ বোঝ—বোঝ, তোমার আমার অবস্থা—

এখ। আমি ও আপনি চিরদিনত রাজার সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছি! আমি ইস্‌মাইলের পক্ষ, আপনি সা আলির পক্ষ। রাজা উজীরের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য, কারে প'ড়ে আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনিয়েছিল!

নেহাঙ। তার পর, মাতাল হয়ে রাজা সব ভুলে গিয়েছিল—এখন আবার জেগেছে। বাল্যের সেই বুদ্ধিমান ইব্রাহিম—সরদার! মনে রেখ।

এখ। না সরদার—বিলক্ষণ বিপদ উপস্থিত।

নেহাঙ। আপনাদের বেলা ত বিপদ কিছুই নয়—আপনারা সরদারে সরদারে বিবাদ করেছেন—সুতরাং ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু আমি যে বিদ্রোহীর মূর্ত্তিতে আমেদনগরে প্রবেশ করেছি!

এখ। বলুন, এখনি উজীরের কাছে যাই।

(মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ।)

মিয়ান। আর উজীরের কাছে যেতে হবে কেন—উজীর নিজেই আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে।

এখ। আপনার কথা না শুনে আমরা বড়ই গর্হিত কার্য্য করেছি।

মিয়ান। আমাকে কুচক্রী স্থির ক'রে আপনারা আমার সব কথাই উড়িয়ে দেন, এখন বুঝুন। আমিত গিয়েইছি—এখন আপনারা যদি কোনও উপায়ে থাকতে পারেন, তার উপায় করুন।

এখ। থাকতে হয় সকলেই থাকব—যেতে হয় এক সঙ্গে যাব।

নেহাঙ। আপনার বোধ হয় কি, আমাদের বিপদ উপস্থিত?

মিয়ান। এখনও বোধ হয় সরদার? তাহলে আর আমি আপনাদের বোঝাতে পারব না।

এখ। বোধ হয় কেন, বিপদ নিশ্চয়।

মিয়ান। নিশ্চয়—বুঝতে পারছেন না। বিজাপুররাজ গোপনে এল—গোপনে চলে গেল। চাঁদ সুলতানা গোপনে এল, দেখা দিলে—তারপর যে কোথায় গেল, কেউ জানতে পারলে না। তারপর রাজা ছত্রমঞ্জিল থেকে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হয়ে গেছে আমি গোপনে সন্ধান নিয়েও তার খোঁজ পাইনি! আমরা কে কি করেছি, কারও যখন অবিদিত নেই—তখন রাজার কি তা জানতে বাকি আছে? আমাদের হাত থেকে রাজাকে নিস্তার দেবার জন্য, মালোজী রাণীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিজাপুররাণীকে সংবাদ দিয়েছে। রাণী শুনেই এখানে চলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিজাপুররাজ, সরদার হামিদ—আর ত্রিশ হাজার সওয়ার।

এখ। এখন বুঝিতে পেরেছি সরদার! পশ্চাতে অসামান্য বল না থাকলে কি একটা হরিণ ব্যাঘ্রের পিঞ্জরে প্রবেশ ক'রে তার সঙ্গে রহস্য করতে পারে? একটা বান্দা এসে মুখের সামনে মুখ তুলে কথা কয়? (পশ্চাতে অসাধারণ বল না থাকলে, সুলতানারও এত সাহস—আমেদনগরীর শ্রেষ্ঠ সরদারদের সুমুখে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তাদের ওপর সম্রাজ্ঞীর মতন হুকুম করে?)

মিয়ান। তারপর রাজা এলো—গোপনে গোপনে ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ—গোপনে প্রত্যাখ্যান—গোপনে গোপনে অন্তর্দ্ধান। মালোজী তাকে বন্দী করলে, অথচ গোলামের মতন সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে এগিয়ে রেখে এলো। যোশী বাই সব জানলে—কেবল ত্রিশ হাজার সৈন্য বিজাপুর রাজ্যের প্রান্তে, একেবারে আমাদের এলাকার গায়ে কেন যে জড় হয়েছে, সেইটি জানলে না।

নেহাঙ। এখন কর্ত্তব্য কি শীগগির বলুন—এখনি দরবারে যে তলব হবে উজীর সাহেব!

মিয়ান। আমি বললে, আপনারা কি শুনবেন?

এখ। বাধ্য হয়ে শুনতে হচ্ছে যে উজীর সাহেব! এ ত দরবারে তলব নয়, এযে গ্রেপ্তারি পরয়ানা।

এখ। (আমাদের প্রবল পরাক্রান্ত জেনে, মালোজী বিজাপুরের সাহায্যে আমাদের ধ্বংস করবে।) যুদ্ধ করা একটা অছিলা। প্রতিশোধ নেবার ছল ক'রে, বিজাপুররাজ এখানে আসবে, তারপর সহসা রাজাও মালোজীর সঙ্গে যোগ দিয়ে—আমাদেরই আক্রমণ করবে।

মিয়ান। তারপর কি করবে জানেন?

এখ। তারপর আমাদের হত্যা করবে।

মিয়ান। আরে আল্লা! সেত গ্রেপ্তারের সঙ্গে চুকে গেল। তার পর কি?

নেহাঙ। তারপর কি উজীর সাহেব?

মিয়ান। তারপর রাজাকে বন্দী ক'রে আমেদনগরের পৃথক নাম বিলুপ্ত করবে। নিজামসাহী বংশ এই ইব্রাহিম সা হতেই শেষ। সাত বৎসর পূর্ব্বে বেরার যেমন আমেদনগরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সাত বৎসর পরে আমেদনগর তেমনি বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এখ। এখনও রক্ষা করবার কি উপায় নাই?

মিয়ান। আপনি বড়ই স্বদেশভক্ত বীর, তাই আপনাকে বলতে সাহস হয় না।

এখ। আমি কি করিতে পারি, বলুন?

মিয়ান। এখন আপনাকে আর কিছু করতে হবে না—কিছু করতে গেলেও পারবেন না। প্রথম কাজ মালোজীকে শেষ করতে হবে। সমস্ত পল্টন এখনও আমাদের হাতে। কিন্তু রাজা একবার মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়ালে, আর আমাদের সমস্ত থাকবে না। অর্দ্ধেক ভেঙ্গে যাবে। তাই বলি রাজার হুকুমনামা আসতে না আসতে, আপনারা সৈন্য নিয়ে ভীমানদীর তীরে সমবেত করুন। কিন্তু সাবধান আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন কিছুতেই যুদ্ধ দেবেন না। কেবল আগলে আগলে সহরের দিকে পেছিয়ে আসবেন।

এখ। আপনি কোথায় যাবেন?

মিয়ান। আমি মোগলের কাছে সাহায্যের জন্য গমন করব।

এখ। মোগলের সাহায্য?

মিয়ান। দেখুন, এখনও বুঝুন—এর পর আমাকে যেন দোষী করবেন না। মোগলের সাহায্য ভিন্ন কিছুতেই বিজাপুরীকে হটাতে পারবেন না।

নেহাঙ। মোগলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন সরদার? তারা আমাদের রাজ্যলোপ করবে না। আমাদেরই রাজা, আমাদেরই সব, শুধু আকবর সাকে কিছু কিছু ক'র দেওয়া, আর তাঁকে প্রধান স্বীকার করা। এই হলেই যথেষ্ট।

মিয়ান। তাতে রাজী আছেন, না রাজ্যটা আদিল সাকে দেবার অভিলাষ আছে?

এখ। বেশ আপাততঃ যখন উপায় নেই, তখন তাই করুন।

মিয়ান। তাহলে আর দাঁড়াবেন না, চলে আসুন। রাজার লোক যেন আমাদের কাউকেও খুঁজে না পায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিজাপুর—চিত্রশালা।

চাঁদবিবি চিত্রণ-কার্য্যে নিযুক্তা।

পশ্চাতে আদিল ও তাজ।

আদিল। এ স্বর্গীয় মুহূর্ত্তে দীন সংসারীর আবেদন নিয়ে আমি মায়ের কাছে উপস্থিত হতে পারব না। যেতে হয় তুমি যাও।

তাজ। আপনি যা পারবেন না, জাঁহাপনা তা আমি কেমন ক'রে পারবো? আপনি পুরুষ, আমি রমণী। আপনারা লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়-বিকম্পী শাসকের প্রাণ নিয়ে

দুনিয়ায় এসেছেন, আর আমরা ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনাস্বরূপ হয়ে উৎপীড়িতকে শান্ত করতে এসেছি। আপনি শান্তিময় নীরবতার গণ্ডীতে প্রবেশ করতে পারছেন না, আমি কেমন করে পারি জাঁহাপনা ?

আদিল। আমি বড়ই বিপন্ন হয়ে এসেছি !

তাজ। সে কথা বাঁদীকে বোঝাতে হবে কেন ? বীর বিজাপুররাজ যখন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়ে একটা সামান্য স্ত্রীলোকের কাছে আগ্রহ-সহকারে আবেদন করছেন—

আদিল। আবেদন নয় বিজাপুরেশ্বরী, ভিক্ষা। আমি ইচ্ছা ক'রে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখন আমি নিরাশ্রয় —দয়া ক'রে তোমরা আমাকে আশ্রয় দাও। যে কোন উপায়ে মায়ের ধ্যান ভঙ্গ কর।

তাজ। ভাল, কিয়ৎক্ষণের জন্য অপর গৃহে বিশ্রাম করুন।

[আদিল ও তাজের প্রস্থান]

চাঁদ। না আর হ'ল না ! মনে করলুম আজ প্রভাতে মনের মতন ক'রে একখানি প্রভাতী প্রকৃতির চিত্র আঁকব। কেদার-বাহিনী তটিনী তীরের একটি কুঞ্জ এঁকে তার নবারুণ তরঙ্গকম্পিত শীতল ছায়ায় কল্পনাতে বসে, একটু আপনাকে ভুলে থাকব—কই তা আর হ'ল না। চিত্রপটে কুঞ্জের ছবি তুলতে, প্রথম তুলিতেই মরিয়মের মুখ অঙ্কিত ক'রে ফেললুম। ভাবলুম বুঝি মরিয়ম সংসারের জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়ে বিশ্রাম নিতে কোন ছায়াময় রাজ্যের কুঞ্জঘরের অনুসন্ধান করছে। কুঞ্জ আঁকার সাধ ছেড়ে তরঙ্গিনীর ছবি আঁকতে গেলুম, তাতেও প্রথম অঙ্কনে আমার সোণার মরিয়মের সুডোল মুখের ছবি উঠল। যেন নদীতে নিক্ষিপ্তা বালিকা উদাস দৃষ্টিতে আকাশ পানে চেয়ে, লবঙ্গলতা দেহখানি নীরব তরঙ্গে নাচিয়ে কোন্ দূরদেশের কমল বনের অন্বেষণে চলে যাচ্ছে। রাগে একটা নীরস বিশাল মরুভূমি আঁকবার চেষ্টা করলুম, সেখানেও কি ছাই মরীচিকা-সরসীর প্রফুল্ল শতদলের মত বালুকা সাগরের মধ্য হ'তে মরিয়মের মুখচ্ছবি ভেসে উঠল ! মরিয়ম ! প্রাণের মরিয়ম ! মায়ের মমতায় আশ্রয় পেলিনি ব'লে কি, তার তুলিকার অগ্র জড়িয়ে ধরেছিস্ ? দূর ছাই, আর ছবি আঁকবো না।

(তাজের প্রবেশ)

তাজ। হ্যাঁমা, আজ কাছে এসে এত সাড়া দিলুম—এলুম, চলে গেলুম—তবু তোমার চোখ ফিরল না ?—এত তন্ময় !—কার ছবি আঁকছিলে মা ?

চাঁদ। ছবি আঁকা হ'ল না।

তাজ। হ'ল না ? এত তন্ময়তা বৃথা গেল ?—

চাঁদ। যে তোমরা শত্রুতা আরম্ভ করলে।

তাজ। আমরা ? শত্রুর মধ্যে আমিই ত তোমার একা মা !

চাঁদ। কেন, তুমি একা হ'তে যাবে কেন ? তুমি আছ, তোমার ছেলে আছে—আর সেই পাগলটা আছে। বিজাপুরে আমার শত্রুর অভাব কি ? তার ওপর আবার শত্রু—

তাজ। আবার শত্রু—সে শত্রুটা কে মা ?

চাঁদ। হ্যাঁমা ! পাগল কি আজও ফিরল না ?

তাজ। সে খবর আমার রাখবার সময় নেই।

চাঁদ। বলিস কি তাজ, স্বামীর খবর রাখবার সময় নেই ?

তাজ। কেমন ক'রে থাকবে—সংসারে আমাকে কত কাজের ভার দিয়েছ তা কি

মনে আছে? একটী কচি ছেলের ঘাড়ে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চাপিয়ে আপনি বসে বসে ছবি আঁকছ। আমায় ত সব দেখতে হবে!

চাঁদ। সে যেমন বেইমান, তাকে জব্দ করাই হচ্ছে যুক্তি—কিন্তু কি করব তাজ? সামান্য মাত্র সময়ের অদর্শনেই আমি তার জন্য কাতর হয়ে পড়েছি।

তাজ। তা তুমি যত পার কাতর হও। এখন বল মা, সে শত্রুটা কে?

চাঁদ। তোর প্রাণে কি সত্য সত্যই মমতা নেই তাজ?

তাজ। কেন থাকবে?—মায়ে পুত্রে ঝগড়া হ'ল, ফল হ'ল কি, নিরপরাধা স্ত্রী—তাকে পরিত্যাগ! কেন মমতা রাখতে যাব? বল মা সে শত্রুটা কে—

চাঁদ। আচ্ছা এখন নয়, পরে বলব।

তাজ। আচ্ছা তবে এখন ছবি দেখি—

চাঁদ। ছবি আঁকতেই পারলুম না, তা দেখবে কি?

তাজ। কেন পারলে না, তাই দেখব!

চাঁদ। বেশ দেখ—দেখে ত কিছুই বুঝতে পারবে না! ও সুধু তুলির আঁচড়।

তাজ। (চিত্র তুলিয়া) আঁচড়েই এই—প্রথম স্পর্শেই যদি এত শোভা—পূর্ণ হ'লে এ কি হত মা?

চাঁদ। বল কি তাজ! বুঝতে পারছ?

তাজ। মা! অপূর্ব্ব রত্ন ফেলে, তুমি একখানা কাচ আঁচলে বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে!

চাঁদ। বিজাপুরেশ্বরী! আত্মগ্লানি ক'র না—তুমি আমার সর্ব্বরত্নসার—ফণীর মাথার মণি। হীরকের আকর গোলকুণ্ডা থেকে তোমায় এনেছি!

তাজ। তাতেও ত আমার গৌরব বাড়ল না মা! যদি এ রূপ আমি না দেখতে জানি, তা হলে ত আমি অন্ধ! মা বালিকার কোমল কটাক্ষে বিজাপুররাজের ছলনাময় চক্ষু লুকুনো রয়েছে—এই বুঝি তোমার মরিয়ম?

চাঁদ। আর গোপন করবার প্রয়োজন কি—ওই আমার মরিয়ম।

তাজ। মা! আমি মরিয়মকে দেখব।

চাঁদ। আমি অভাগিনী নিজেই তাকে দেখতে পাইনি—

(আদিলসার প্রবেশ)

আদিল। মা!

চাঁদ। এসেছ—আদিল এসেছ!—এস সুলতান—জননীকে তিরস্কার করবার ইচ্ছা হয়েছিল, তাকে অনুসন্ধান ক'রে তিরস্কার করলে না কেন? ছি বাপ্! তুমি তাকে লুকিয়ে রইলে!

আদিল। মা! অপরাধীকে ক্ষমা করবে?

চাঁদ। সেকি? শত অভিমানের উপরে তোমার সিংহাসন। শতটা যদি কখন ঈশ্বর নিগ্রহে ভাঙ্গে, তখন এসে ক্ষমার কথা জিজ্ঞাসা কর। তোমার মুহূর্ত্তের অদর্শন সহ্য করি, এমন শক্তি নাই।

আদিল। কেমন ক'রে তুমি মরিয়মকে না দেখে ফিরে এলে মা?

চাঁদ। বাপ্! এই কি আমার তিরস্কার?

আদিল। তিরস্কার! তোমাকে তিরস্কার! ভাষা কোথায় পাব মা? প্রশংসা ও তিরস্কার শব্দবৈচিত্র্যে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য দণ্ডায়মান—মধ্যে বিস্ময়-বিপন্ন, জ্ঞানশূন্য আমি। আদিলসাহী বংশের মর্য্যাদা রাখবার জন্য, মমতাময়ী, তুমি হৃদয় থেকে মমতা কমল ছিঁড়ে ভূমিতে নিক্ষেপ করেছ—কিন্তু কি করে করলে মা? মধুময়ী মধুযামিনীর

সর্ব্বসন্তাপহারিণী কৌমুদী কি ক'রে নিদাঘের রবিরশ্মিতে পরিণত হ'ল ?

চাঁদ। তিরস্কার কর সুলতান! তিরস্কার কর। কিন্তু ভাষায় কি সে তীব্রতার অক্ষর সমাবেশ আছে!—বাপ্! আমি মরিয়মের ঘরের কাছে গিয়ে মাকে না দেখে ফিরে এসেছি।

আদিল। কিন্তু আমি যে পারিনি মা!

চাঁদ। আদিল—আদিল—রহস্য কর না, সত্য বল মরিয়মকে দেখতে গিয়েছিলে ?

আদিল। গিয়েছিলুম।

চাঁদ। তারপর ?

আদিল। কি শুনতে চাও মা ?

চাঁদ। কথা কইতে কইতে নিবৃত্ত হয়ো না। শীঘ্র বল মরিয়মকে দেখেছ ? বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন—সে আমাকে তিরস্কার করেছে? করুক—আমাকে স্মরণ ক'রে কেঁদেছে ? কাঁদুক—বল বাপ্! মরিয়মকে দেখেছ ?

আদিল। দেখতে পাইনি!

চাঁদ। পাওনি ?

আদিল। প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছি।

চাঁদ। প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছ?—কে করলে—ইব্রাহিম ?

আদিল। তোমার মরিয়মই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

চাঁদ। বটে!

আদিল। মা! মরিয়মকে দেখবার ভিক্ষা চাই—

তাজ। মা! মরিয়মকে দেখবার ভিক্ষা চাই।

চাঁদ। তোমাদের ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে আমার জীবনে ত সুখ নেই! বেশ—দেখবার আয়োজন কর।

আদিল। কই হায়? (মল্লুর প্রবেশ) সুবেদারকে খবর দাও। এখনি যেন সে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে—খাস কামরায় আমার অপেক্ষা করে। [মল্লুর প্রস্থান।

চাঁদ। কি করবে ঠিক করলে ?

আদিল। যে কাজ বিজাপুর-রাজ্ঞী বিনা রক্তপাতে নিষ্পন্ন করে এসেছেন, আমি তারই জন্য ত্রিশ হাজার সওয়ার ভীমানদীর তীরে সমাবেশ করেছি—সর্দারদের মিলনের জন্য যে আয়োজন, তা আজ তাদের দলনের জন্য নিযুক্ত করব। অনুমতি করুন—এ শুভকার্য্যে অগ্রসর হই।

চাঁদ। প্রেমাভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য বিরাট রণরঙ্গের আয়োজন? ঈশ্বর! একি তোমার বিচিত্র অভিলাষ ?

আদিল। মা যদি তোমার প্রিয়তমা নন্দিনীকে দর্শন করবার ক্ষীণ সাধ অন্তরে গোপন রাখ, আর সে সাধ পূরণ করবার বিন্দুমাত্রও অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ ক'রে রাখ, তা'হলে সন্তানকে অনুমতি দাও! আমি রাজার অভিমান নিয়ে তোমার দ্বারে উপস্থিত নই। আমি ভিখারী! আদিলসাহী রাজবংশের প্রতিনিধি-স্বরূপ হয়ে, তোমার কৃপায় আমি এতদিন যে গর্ব্ব রক্ষা করে এসেছি, সে গর্ব্ব চূর্ণ হবার উপক্রম। মা! আমি শুধু অভিমান পোষণের জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইনি। আমি ভগিনী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়েও পশ্চাদপদ হইনি—পরদিন প্রভাতে দূত দিয়ে রাজসভায় সম্মিলন ভিক্ষার আবেদন করেছিলুম। দূতও অপমানিত হয়ে রাজসভা থেকে ফিরে এসেছে।

চাঁদ। দেখবার সুষুপ্ত অভিলাষ অনল-রূপে সহস্র শিখায় আমার দুর্ব্বল হৃদয়কে আলি-

ক্রন করছে। কিন্তু কি করলুম তাজ? উভয় রাজ্যের মঙ্গল কামনায় আমি নীরবে যে কার্য্য সাধন করতে গিয়েছিলুম, কোন্ দুরদৃষ্টে সে নীরব আয়োজন রণ-কোলাহলে পরিণত হ'ল? ওঠ—বিজাপুররাজ। খোদার অভিলাষ পূর্ণ কর।

আদিল। কি কুক্ষণে আমি তোমার শক্তিমত্তায় সন্দেহ ক'রেছিলুম? সেই সন্দেহের ফলে প্রভাতের নবোদিত কমল আজ বিষগন্ধ উদ্গীরণ করলে—প্রেম তীব্র শত্রুতায় পরিণত হ'ল!

চাঁদ। প্রেম—চির দিনই প্রেম—নব-কাদম্বিনীর সলিলাঞ্জল মৃত্তিকায় পড়ে পঙ্কিল হয়। প্রেমের নিন্দা ক'র না রাজা, অদৃষ্টের নিন্দা কর। এস তাজ! রক্ততরঙ্গিনীতে সাঁতার দিতে দিতে যদি আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদার সঙ্গে মিলতে চাও, তা'হলে সঙ্গে এস।

তৃতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বত।

যশোদা ও রঘুজী।

যশোদা। পর্ব্বত শিখরে আলো জ্বলছে, কিন্তু সমস্ত তলদেশটা অন্ধকার! ভীমার জলে সুধু একটা ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। তাতে অন্ধকার আরও নিবিড়—ভেতরে যেন শয়তানের লীলা! একি রঘুজী! ভীমার উভয় পারে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার বিশাল সৈন্য। কিন্তু সকলেই যেন মৃত্যু-নিদ্রায় নিস্তব্ধ! এ কি যুদ্ধ? ব্যাপার ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

রঘুজী। ব্যাপার অজাযুদ্ধ। শালা সম্বন্ধীর লড়াই—ও সুধু বহ্বারম্ভ—কাজ বড় কিছু হবে বলে ত বোধ হচ্ছে না।

যশোদা। আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে—ব্যগ্রতার সহিত রাজা সৈন্য সমাবেশ করতে আদেশ দিলেন, কিন্তু এত আগ্রহ কি সুধু কথাতেই পরিণত হ'ল।

রঘুজী। যা হবে কাল প্রভাতেই বোঝা যাবে।

যশোদা। আমাদের যে মাওলী সৈন্য, তাদেরও ত কোন খবর পাচ্ছি না!

রঘুজী। তারা যেখানেই থাক না কেন, তারা কিন্তু নিদ্রিত নয়।

যশোদা। তারা কোথায়?

রঘুজী। কোথায়—এ অন্ধকারে কেমন ক'রে ঠাওর করব?

যশোদা। ঠাওর করতে হবে। আমি তাদের অবস্থান না জেনে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।—এস আমার সঙ্গে।

রঘুজী। তোমার সঙ্গে কোথায় যাব?

যশোদা। কেন, ভয় হচ্ছে না কি?

রঘুজী। নির্ম্মম বাক্য প্রয়োগ ক'র না মা। এখনও কি তোমার সন্দেহ গেল না? তা যদি না যায়, বল এখনি ওই পাহাড়ের শৃঙ্গটার উপরে উঠে ঝাঁপ খাই।

যশোদা। না রঘুজী। কথাটা অন্যায় বলে ফেলেছি। মনে ক্ষোভ কর না!

রঘুজী। তোমার উপর যে ক্ষোভ করবার যো নেই মা। কিন্তু মা যে বীরত্বাভিমানী পুরুষ রমণীর কাছে পরাস্ত হয়ে জীবিত থাকে, তার বেঁচে থাকা যে ক্ষোভের বিষয় তাতে সন্দেহ নাই।

যশোদা। কিছুমাত্র ক্ষোভ ক'র না বাপ্। মনের কোণে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের জন্যও স্থান দিয়ো না যে, তুমি এক অবলার কাছে হেরে গেছ। শক্তিমান! যতই তোমাদের শক্তি থাক্ না কেন, অবলা যখন সতীত্ব গৌরব নাশ ভয়ে, মনে মনে সর্ব্বশক্তির আধাররূপা শঙ্করীর শরণাপন্ন হয়, তখন তার হৃদয়

হ'তে সহসা যে শক্তিসলিলধারা প্রবাহিত হয়, ঐরাবত পর্য্যন্ত তার গতি রোধ করতে পারে না। বীর তুমিও সেই স্রোতমুখে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল। আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করেছি, এ কথা এক বারও আমার মনে কখন উদিত হয়নি। যে দিন হবে, সে দিন জানবে আমি জ্ঞানহীনা উন্মাদিনী।

রঘুজী। বেশ ক্ষোভ দূরে হয়েছে—কোথায় যাবে চল।

যশোদা। সেদিনের সন্ধ্যায় কোন যে নির্দ্দিষ্ট অভিলাষে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম, তা নয়। মৃগয়ার ছল ক'রে গৃহত্যাগ করেছিলুম। অরণ্যের সন্নিধানে গিয়ে তোমাদের বন মধ্যে লুক্কায়িত দেখে আমি যে ভীত হয়েছিলুম, তা তোমাকে কথায় প্রকাশ করে বলতে আমার শক্তি নাই। বন্দিনী হবার ভয়ে, ভবানীকে ঐকান্তিক মনে স্মরণ করলুম, তাঁরই কৃপায় প্রকৃতিস্থ হলুম। তখনত জানতুম না বাপ্, একটী সন্তান আমাকে দান করবার জন্য ভবানী আমাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গিছলেন। মুদ্রিত চক্ষে সারা পথ ছুটেছিলুম—গৃহপ্রবেশ মুখে যখন চোক চেয়ে দেখি, তখন দেখি হাতে আমার অপূর্ব্ব রত্ন তুমি। দোহাই বাপ, মায়ের ওপর অভিমান কর না।

রঘুজী। মিটে গেল—এখন কোথায় যাব চল।

যশোদা। যা ভয় ক'রে এসেছিলুম তাই দেখছি। আমি আবার ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করছি!

রঘুজী। তোমাদের কাউকেও আমি বলিনি—এখন দেখছি না বলে ভাল করিনি।

রঘুজী। কি মা! আমার প্রভু কি বিপন্ন?

যশোদা। তোমার প্রভুই বিপন্ন। মিয়ানমঞ্জু বোধ হয় তাঁর হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে।

রঘুজী। বল কি?

যশোদা। এক ষড়যন্ত্রের সময় হঠাৎ আমি মিয়ানমঞ্জুর সুমুখে উপস্থিত হয়ে, তাকে সে কার্য্য হ'তে নিরস্ত করি। ভগবানের অনুগ্রহে দুই জন হাবসী সরদার সে দিন আমার পক্ষ অবলম্বন করায় উজীরের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর রাজা জেগেছেন—জেগে তিনি আমার স্বামীর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। ঈর্ষায় আবার বোধ হয় সমস্ত সরদার সমবেত হয়েছে। কৌশলে উজীর আমাদের মাওয়ালী সৈন্যদের বোধ হয় স্থানান্তরিত ক'রে স্বামীকে আমার একা করেছে।

রঘুজী। তাহ'লে এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন?

যশোদা। আমরা কি করতে পারি রঘুজী?

রঘুজী। কি করতে পারি দেখি না।

যশোদা। রহস্য নয় রঘুজী। আতঙ্কে আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে। সরদারদের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারে, এমন শক্তিমান যে আমি কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না বাপ্।

রঘুজী। শক্তি দেনেওয়ালা যিনি তিনিত নিরাকার—তাহ'লে কে কি শক্তি ধরে, তুমি কেমন করে দেখতে পাবে? কিন্তু মা, আমি জানি ঈশ্বর যদি প্রভুর সহায় হন, তাহ'লে তোমার এই ক্ষুদ্র সন্তান একা এত ক্ষমতা ধরতে পারে যে, সমস্ত সরদারের সৈন্য একত্র করলেও তার সমকক্ষ হয় না।

যশোদা। বাপ্। সাহস দিলে এইতেই তোমাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি।

রঘুজী। সাহস কি মা, কার্য্যে দেখাব। নেহাঙ খাঁর পলটনের ভেতর আমার এক হাজার গুপ্ত সৈন্য আছে, তাদের যদি আমি আগুনে

ঝাঁপ দিতে বলি, তারা তর্ক না ক'রেই আগুনে ঝাঁপ দেবে। আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেহাঙ খাঁ পর্য্যন্ত জানে না। কেউ জানতে পারত না, তুমি মা ব'লে জানতে পারলে। আমি তোমার কাছে ভৃত্য, কিন্তু নেহাঙ খাঁর পলটনে পরাক্রান্ত সৈনিক। এয়কবারে বিশ হাজার সৈন্যত একজন লোককে আক্রমণ করতে পারে না! মা! তাহ'লে আর দাঁড়ালুম না—আমি প্রভুর সন্ধানে চল্লুম।

যশোদা। রঘুজী। ওই শত্রু শিবিরে আলো জললো। রজনীর অন্ধকারের সহায়তায় সরদার হামিদ অসংখ্য বিজাপুরী সমবেত করেছে। দেখতে পাচ্ছ না? বোধ হয় পলটন আমেদনগর বিজয়ে অগ্রসর হ'ল। এই রাত্রেই বিজাপুরী নদীপার হবে। রাজার মর্য্যাদা ও স্বামীর প্রাণ। কোনটা রক্ষা করতে অগ্রসর হ'তে চাও, শীঘ্র হও।

রঘুজী। ও দুইই করব—চলে এস মা—চলে এস। কারা আসছে—শীঘ্র পাহাড়ের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি আর দাঁড়ালুম না—দাঁড়াতে পারলুম না।

যশোদা। তুমি আমার কথা ভেব না, শীঘ্র যাও—স্বামীকে আমার রক্ষা কর। [রঘুজীর প্রস্থান] তাইত লোকটা এই দিকেই আসছে যে।

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রা। আশ্রয়ে কুলুচ্ছে না যোশীবিবি! এবারে সজাগ প্রহরী জেগে আছে। চতুর্দ্দশ বৎসরের নিদ্রা—তোমরা অত্যাচার ক'রে ভাঙ্গিয়েছ। এক দীর্ঘ যুগের পর জাগুরিত ক্ষুধার্ত্ত চক্ষু চারিদিকে আহারের অন্বেষণে রূপ খুঁজে বেড়াচ্ছে। পালাবে কোথা?

যশোদা। এ কি দেখছি জাঁহাপনা! সমস্ত আমেদনগরী নিদ্রিত—শত্রুর গতিরোধ করবার এতটুকুওত চেষ্টা দেখছি না।

ইব্রা। ও তুমি দেখ, আর তোমার স্বামী দেখুক—আমি তোমাদের দেখি।

যশোদা। কেন জাঁহাপনা, আমেদনগরে দেখবার কি আর বস্তু নেই!

ইব্রা। আর সব গুরুপাক। যোশীবিবি! হজম হয় না। দেখতে গেলে চোক ঝলসে যায়।

যশোদা। জাঁহাপনা! আমার স্বামী বোধ হয় বিপন্ন।

ইব্রা। বোধ হয় কেন যোশীবিবি—নিশ্চয়। সুধু কি তোমার স্বামী—আমিওত তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে বিপন্ন—আমার বিপদে তুমি যে স্বামীর বিপদের চেয়ে কম দুঃখিত তা ত নয়। কিন্তু সুন্দরী! আমি তাতে অনুমাত্র দুঃখিত নই। আমি যখন ঘুমিয়েছিলুম, তখন খোদা অভয় বাহু বিস্তার ক'রে আমার রাজ্য রক্ষা করেছে। তোমাদের কৃপায় যেই জেগে, নিজ তরীর হাল নিজ ধরতে গেছি, অমনি চেয়ে দেখি নদীতে প্রচণ্ড তুফান। উপরে চেয়ে দেখি যোশীবিবি, সে অভয় বাহু অন্তর্হিত হয়েছে। বলত সুন্দরী, আমি কি আবার একবার ঘুমুব? আমাকে বিপদে ফেলে সমস্ত সরদার পালিয়েছে। বিজাপুরের রাজা নিজের ভুল বুঝে দূত দিয়ে সন্ধি করতে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে আমার অসাক্ষাতে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। (মল্লজীর প্রবেশ) অথচ যুদ্ধ করতে কেউ নেই। সমস্ত সৈন্য তাদের হাতে।

মল্ল। জাঁহাপনা!

যশোদা। এই যে—এই যে সরদার এসেছেন? আমি আপনার বিপদের আশঙ্কা

করেছিলুম। মনে করেছিলুম, আপনি চক্রীদের ফেরে বন্দী।

মল্ল। আশঙ্কা! তুমি আমার সমস্ত বিপদের জন্য প্রস্তুত হও। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন আমার উপর দিয়ে জাঁহাপনার সমস্ত বিপদ চলে যায়।

যশোদা। তা যদি হয় সরদার! তাহ'লে কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা—আমাদের বিপদে জাঁহাপনা বিপন্মুক্ত হন।

মল্ল। জাঁহাপনা! আমাকে যদি পরিত্যাগ করেন, তাহ'লেই আপনার রাজ্য রক্ষা হয়।

ইব্রা। কি ক'রে হয়?

মল্ল। আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ ব'লে সমস্ত সরদার ঈর্ষান্বিত হয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করতে চলেছে। তারা আমাকে মারবে, আপনাকে বন্দী করবে। তারপর মোগলের সাহায্যে বিজাপুরীদের দূর করে দেবে। আমেদনগর এর পরে মোগল-নির্দ্দিষ্ট রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হবে।

ইব্রা। মোগলত এখন অনেক দূরে। আজ বিজাপুরীর আক্রমণ ব্যর্থ করে কে?

মল্লজী। ভীমানদীর তীরে তারা কেউ বিজাপুরীকে বাধা দেবে না। মোগল যতক্ষণ না এসে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ যুদ্ধের একটা অছিলা দেখাবে মাত্র।

ইব্রা। আমাকে এখনও বন্দী করছে না কেন? আমিত নিরস্ত্র নিসঃহায়। আমি যে ঘুম ভেঙ্গে উঠে ঘরে ফিরেছি, এখনও পর্য্যন্ত কোন আমেদনগরী ত তা জানে না! ভিখারীর বেশে সেই যে ছত্রমঞ্জিল ত্যাগ করেছি, এখনও তাই আছি—তবে এরা আমাকে এখনও বন্দী করছে না কেন সরদার?

মল্লজী। আমার সমস্ত মাওলী সৈন্যকে আপনার শরীর রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে রেখেছি—তারা আপনার অলক্ষ্যে আপনার দেহের চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই পারছে না।

ইব্রা। বল কি?

মল্লজী। তারা আমাকে পরিত্যাগ করবে, তবু আপনাকে করবে না।

ইব্রা। ক্ষমা কর সরদার, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

মল্লজী। কি ক'রে বিশ্বাস করাব?

ইব্রা। এখানে কেউ আছে?

মল্লজী। থাকাত উচিত। যদি একজনও কেউ না থাকে, তাহ'লে তারা মাওলী নয়।

ইব্রা। পরীক্ষা করব?

মল্লজী। করুন।

ইব্রা। কি ব'লে ডাকব?

মল্লজী। যা ব'লে ডাকতে ইচ্ছা করেন।

ইব্রা। আমার প্রহরী এখানে কেউ আছ?

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

যশোদা। জাহাপনা! এসেছে। তোমরা এখানে ক'জন?

সৈনিক। আজ্ঞে মা! আমি একা।

মল্লজী। একলা কি সাহসে জাঁহাপনার সঙ্গে এসেছ।

সৈনিক। প্রভু! একা না পারি, এক ইঙ্গিতে এক হাজার হব। ডাকব হুজুর?

ইব্রা। না আর ডাকতে হবে না—যেখানে ছিলে সেখানে থাক।

[সৈনিকের প্রস্থান।

ইব্রা। তুমি কি মালোজী?

মালোজী। আপনার গোলাম।

ইব্রা। তবে আমার ভয় কি? এই নিয়ে আমরা লড়াই করি না কেন?

মল্লজী। আপনি যদি নিজে নিয়ে লড়াই করতে পারেন, করুন। আমি করতে গেলে সমস্ত সরদার আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে। তাতে আমার কিছু করতে না পারুক, কিন্তু আপনাকে তারা রাখবে না।

ইব্রা। আর, আমি যদি তোমার সৈন্য নিই?

মল্লজী। তাহ'লে, আপনি যদি রাখতে পারেন, ত আপনার মর্য্যাদা রক্ষা হবে, কিন্তু গোলাম বোধ হয় প্রাণে বাঁচবে না।

যশোদা। তাহ'লে সরদার! আপনি সমস্ত সৈন্য জাঁহাপনাকে দান করুন না কেন?

ইব্রা। কি বলছ যশোদা বিবি?

যশোদা। সরদার!

মল্লজী। আমিত এখনি প্রস্তুত যশোদা?

ইব্রা। হুঁ! বীরদম্পতি! বুঝেছি—আমাকে বিপন্ন ক'রে তোমরা নিজেদের জীবন রাখতে চাও না। আমারও জীবন মরণ দুই সমান।

যশোদা। জাঁহাপনা! গ্রহণ করুন—আমার স্বামীর জীবন আপনার মঙ্গলার্থে অঞ্জলি প্রদান করি।

ইব্রা। বেশ দাও।

যশোদা। ভগবান! আমার স্বামীকে গ্রহণ ক'রে সুলতানের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

ইব্রা। বেশ, দাও। স্বর্গে দুন্দুভি আছিস্? এই ফাঁকে বেজে নে—এই ফাঁকে বেজে নে।

মল্লজী। কি প্রতিজ্ঞা করলে যশোদা, বুঝতে পেরেছ?

যশোদা। আমাকে সন্দেহ হচ্ছে কি প্রভু?

মল্লজী। তোমাকে আদর ক'রে ডাকবার আজ পর্য্যন্ত একদিনও অবকাশ পাইনি। নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাকে সোহাগ কুসুম উপহার দিয়ে তোমার তৃপ্তি সাধন করি, এমন ভাগ্য আমার হ'ল না।

ইব্রা। কিন্তু ক্ষত্রিয় এইরূপ ভাগ্যেই চিরদিন ভাগ্যবান। প্রেমময়ী অথচ কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণা সহধর্ম্মিণী ক্ষত্রিয় অন্তঃপুরের ভূষণ। বিপন্ন জন্মভূমিকে রক্ষা করতে ক্ষত্রিয়-ললনা সাগ্রহে স্বামীর কণ্ঠে রণমাল্য পরিয়ে দেয়। বীরদম্পতি! আমি পাথরে দাঁড়িয়ে আছি—কি দেবসরোবরে সাঁতার কাটছি তা বুঝতে পারছি না।

মল্লজী। দোহাই যশোদা! তুমি আমার অনুসন্ধান ক'র না।

যশোদা। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) তাহলে কি করব?

মল্লজী। কেবল রাণীর রক্ষিণী হয়ে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অবস্থান কর। জাঁহাপনা! তাহ'লে গোলাম বিদায় গ্রহণ করে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমার মৃত্যুতে আপনার কল্যাণ হয়।

চতুর্থ দৃশ্য।

ভীমার তীর।

হামিদ ও সেনানী।

হামিদ। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কর না। যাও, পূর্ব্ব দিকের সমস্ত পয়দল নিয়ে নদী পার হও। সন্ধান পেয়েছি, মির্দ্দানিমঞ্জু মোগলের সাহায্য নিতে বুরহানপুরে লোক পাঠিয়েছে। মোগল যদি আসে তাহ'লে আমেদনগরীর পরাভব দুর্ঘট হবে। মোগল আসতে না আসতে নদী পার হওয়া চাই।

সেনানী। যো হুকুম। কিন্তু হুজুর শুনলুম সরদারে সরদারে বিবাদ বেধেছে—তা যদি হয়

তাহ'লে মোগলকে আমেদনগরে আনতে মিয়ান-মঞ্জু কেমন করে সমর্থ হবে বুঝতে পারছি না।

হামিদ। সে বোঝবার আমাদের প্রয়োজন নেই। তুমি নদীপারের জন্য প্রস্তুত হও। বিলম্বে কার্য্যহানি—আমি এতটা পথ এসে কার্য্যহানি করে ফিরে যেতে পারব না। তুমি দক্ষিণে, জাঁহাপনা মধ্যে—আর আমি উত্তরে। মোগল যদি আসে তাহ'লে আমারই সঙ্গে সাক্ষাৎ। যদি না আসে, তাহলে দু'জনে দুইদিক থেকে গিয়ে সহরের মধ্যে আমার সন্ধান ক'র।

সেনানী। যো হুকুম [প্রস্থান।

হামিদ। সরদারে সরদারে বিবাদ বেধেছে। বাধিয়েছে কে? আমি কিন্তু একটী মহামূল্য রত্নের বিনিময়ে আমেদপুরী সরদারদের বিশ্বাসঘাতকতা ক্রয় করতে চলেছি।—সেটী আমার পরম সখা মালোজী! মালোজী তার প্রভুর মান বজায় রাখতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে প্রস্তুত—আমিও আমার প্রভুর মান রাখতে সর্ব্বস্ব নিয়ে বদ্ধপরিকর। অভিমানের প্ররোচনায় যুদ্ধ—ভাই ভগিনীর উপর অভিমানে সংগ্রামের আয়োজন করেছে—আমিও সেই সংগ্রামে বন্ধুত্বকে বলি দিতে চলেছি। প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় আমিও মালোজীর কাছে মাথা হেঁট করতে পারি না। একদিন প্রেমের বিনিময় দিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুতার সমকক্ষতা করেছি—আর আজ কঠোরতায় তার সঙ্গে দুস্‌মনির সম-কক্ষতা করব। ঈশ্বর! যুদ্ধব্যবসায়ী আমি, এ কার্য্য ভিন্ন আমার এ ক্ষেত্রে আর কোনও উপায় নাই। মালোজী! ভাই! তোমার ভীষণ পরিণাম স্মরণ করে, ক্ষমা প্রার্থনার স্বরূপ দূর থেকে আমি তোমায় অভিবাদন করছি। কোন হায়?

(আদিলের প্রবেশ)

আদিল। সরদার!

হামিদ। কেও জাঁহাপনা! একি জাঁহা-পনা! আপনি আপনার কটক ছেড়ে এখানে এলেন কেন? আমি সমস্ত পলটনকে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ করেছি।

আদিল। তাইত কি করলুম হামিদ?

হামিদ। সে চিন্তার সময় নেই জাঁহাপনা!

আদিল। মালোজীকে রক্ষা করতে পার না?

হামিদ। আমি তা করতে আসিনি। আমি জাঁহাপনার অপমানের শোধ নিতে এসেছি। সৈনিকের কঠোর কার্য্য, আত্মীয় স্বজন, এমন কি পুত্র সম্মুখীন হলেও সৈনিকের তরবারি নিরস্ত হয় না। কঠোর কার্য্যে অগ্রসর হয়েছি। হৃদ্‌বন্ধু মালোজীকে বলি দেওয়া আমার কার্য্য, উপায় কি? আমি আজ্ঞাবাহী সৈনিক। সুলতান স্বয়ং আত্মীয় সংহারে প্রবৃত্ত; আমি তাঁর সেনাপতি, আমার আক্ষেপের আবশ্যক কি?

[প্রস্থান।

আদিল। তবে যাও। উদ্যানের চির-পরিত্যক্ত প্রান্তের চির-বিস্মৃতিমাখা ফুল্লকুসুম কোন্ দুরদৃষ্ট বশে আমার দৃষ্টিতে পড়েছিল! লতা হতে তুলে আঘ্রাণ করতে গিয়ে, কিসলয়-মধ্যস্থ অদৃশ্য অভিমান-কীট মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড নাগি-নীর পাকে আমাকে বন্ধন ক'রে ভীম ফণা তুলে মাথায় দংশন করেছে—ভাগ্য বাঁধবার স্থান নেই, প্রচণ্ড জ্বালা! জয়ে যন্ত্রণা—পরাজয়ে বিজা-পুরের সমস্ত গৌরব অন্ধকারে ডুবে যাবে। ঈশ্বর! ডাকতেও তোমাকে সাহস করি না। মমতাকে বক্ষে ধরতে গিয়ে পদদলিত করে এসেছি! কি করলুম, আদিলসাহী রাজবংশের গর্ব্ব বজায় রাখতে আমার মা আদিলসাহী সুলতানা, আমার সঙ্গে এসেছেন। কিন্তু

এসেই যে নীরব সজল দৃষ্টিতে মা আমার তাঁর পিত্রালয়ের পানে চেয়েছিলেন, আমার সৈন্যের ভীম কোলাহলও তাঁকে কিছু ক্ষণের জন্য ফেরাতে পারেনি। কিয়ৎকালের জন্য সন্তান-স্নেহ অবহেলার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। দেখে হৃদয় আমার সহস্র আকুল তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়েছে। যে মায়ের করুণায় ক্ষুদ্র শিশু গৌরবময় মনুষ্যত্বে পরিবর্দ্ধিত হয়েছে, যে মায়ের নাম বিজাপুরের সমৃদ্ধির সঙ্গে অসংখ্য বন্ধনে জড়িত, আমি তাঁর পিতৃকুল নির্ম্মূল ক'রে, কি তাঁর অপার স্নেহের প্রতিদান দিতে এলুম?

(চাঁদবিবির প্রবেশ)

চাঁদ। আদিল!

আদিল। এ কি মা! এ কি বেশ? তুমিও কি আমেদনগরীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছ?

চাঁদ। কি করবো বাপ! আমি কি বিজাপুর সুলতানের প্রজার তালিকা থেকে অপসৃতা হয়েছি? রাজার দুর্জ্জয় মান-বহ্নিতে ইন্ধন দিতে আমার কি অধিকার নাই? বিজাপুররাজ! শুনলুম আমেদনগরী সরদারেরা ভীষণ আত্মকলহে লিপ্ত হয়েছে। পরস্পরের চেষ্টায় বাধা দিয়ে তারা আগে থাকতে আপনাদের গুণেই পরাজিত। রাজা সেই চক্রের মধ্যে পড়ে একরূপ বন্দী। বন্দীকে পুনর্ব্বন্দী করতে এত বীর বিজাপুরীর বেড়াজাল কেন? আমার মতন অবলাই এ ক্ষেত্রে যোগ্য সেনাপতি। বাপ্! তোমার একটী ক্ষুদ্র পলটন ভিক্ষা করতে আমি তোমার কাছে এসেছি। ভিক্ষা দেবে?

আদিল। ভিক্ষা দেব? কি ভিক্ষা দেব? বিজাপুর-রাণী! রাজ্য তোমার, প্রজা তোমার, রাজ্য-শাসন-গৌরব, যা নিয়ে রাজার রাজত্ব— তা সমস্ত তোমার। কি ভিক্ষা দেব? আছে— একটা সামগ্রী আছে—সেটা যাকে তাকে দেবার নয় বলে নিজস্ব রূপে এখনও আমার মনের ভিতরে ধরে রেখেছি। সর্ব্বসন্তাপহারিণী মহীয়সী চাঁদরাণীর সন্তান বলে আমার যে অহঙ্কার, সেইটী কেবল পূর্ণমাত্রায় আমার হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান! জ্ঞানময়ি! জ্ঞানসলিলে সেটী জন্মের মতন নির্ব্বাপিত কর। সেই অহঙ্কারে মরিয়ম আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে —সেই অহঙ্কারে আমি মরিয়মকে দেখবার এই বিরাট আয়োজন করেছি। এস মা চরণ কমল বাড়িয়ে দাও—আজ দ্বিধাশূন্য প্রাণে আমার সেই প্রচণ্ড অহঙ্কার তোমার পাদমূলে সমর্পণ করি।

চাঁদ। তোমার মর্য্যাদা যাবে, এমন কাজ আমি কখন করব না বিজাপুররাজ! আমি কাউকে অনুরোধ করতে যাব না। বিজাপুররাজের প্রতিনিধি হয়ে আমি আদেশ করতে যাব। প্রয়োজন হয়, রণতরঙ্গে ঝাঁপ দেব— উত্তীর্ণ হই ভাল—না হই, দেহ আমার জন্মভূমির কোলে বিশ্রাম গ্রহণ করবে।

আদিল। এখনি চল, তোমাকে দিয়ে আসি।

[নেপথ্যে কোলাহল]

(জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী। জাঁহাপনা জলদি এ স্থান ত্যাগ করুন। শত্রুর চর এখানে বিচরণ করছে। যদি জাঁহাপনাকে লক্ষ্য করে তীর ছোড়ে, তাহ'লে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। দোহাই জাঁহাপনা, দোহাই সুলতানা! এখানে দাঁড়াবেন না।

চাঁদ। উল্লুক! তবে তোরা কি করতে এখানে আছিস্? তোদের সমস্ত লোকবল থাকতে সুলতানের শরীরের কাছে আমেদনগরী এসে উপস্থিত হ'ল?

গেছে। আমেদনগরের কোনস্থানে তাদের একটীকেও আমি খুঁজে পেলুম না। মর্ম্মবেদনায় সুলতানের কাছে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে এসেছিলুম। যদি প্রভুকে রক্ষা করতে পার মা, তাহ'লে অবিলম্বে অগ্রসর হও--নইলে গোলামের শিরশ্ছেদ ক'রে তাকে ভীমার জলে বিসর্জ্জন দাও।

আদি। আর বিলম্ব ক'র না মা! রক্ষা কর—বীর মালোজীর জীবন রক্ষা কর।

চাঁদ। এস বীর! সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

আদি। কোই হ্যায়!

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ) সমস্ত ত্রিশ হাজার সওয়ার নিয়ে মায়ের পৃষ্ঠ রক্ষা কর। হুঁসিয়ার! ত্রিশহাজারের একজন থাকতে যেন মায়ের জীবন বিপন্ন না হয়!

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবিরাভ্যন্তর। ইব্রাহিম ও সৈনিক।

[নেপথ্যে রণকোলাহল]

ইব্রা। এত অল্প সৈন্য নিয়ে, আমরা প্রকাণ্ড প্রান্তরে বিক্ষিপ্ত হয়ে ত শত্রুর গতি রোধ করতে পারব না!

সৈনিক। তাহ'লে কি করব আদেশ করুন জাঁহাপনা! শত্রু দক্ষিণদিক থেকে ভীমানদী পার হয়েছে—পূর্ব্বে হামিদ খাঁ সওয়ার পলটন দুই নিয়ে, একেবারে সহরে ঢোকবার জন্য রওনা হয়েছে। মোগলের আক্রমণে আপনার দুর্ভেদ্য পশ্চিমও বিপন্ন। কোন্ পথে যাব, কার গতিরোধ করব—আদেশ করুন।

ইব্রা। সরদার! আমার এ ত যুদ্ধ নয়, আমার এ চৌদ্দ বৎসরের সঞ্চিত রাশি রাশি পাপের প্রায়শ্চিত্ত। বল সরদার! কোন্ দিকে গিয়ে আত্মবিসর্জ্জন করলে আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয়?

সৈনিক। জাঁহাপনা যদি হামিদের গতিরোধ করতে পারি, তাহ'লে পরাজয়েও আমাদের জয় আছে।

ইব্রা। বেশ, চল ভাই হামিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।—(সৈনিকের প্রস্থান) প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত—দুর্নিবার জ্বালা নিবারণের একমাত্র উপায়। জ্বালা—কোথায় জ্বালা—কিসের জ্বালা? কেন জ্বালা? না—না—ভ্রমাত্মক মন! তুমি স্বেচ্ছায় এই জ্বালারূপী মায়াসরোবর সৃষ্টি করেছ। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ না—মায়ার আবরণ ভেদ ক'রে অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে যে চিরমধুময় শান্তি—তা তুমি অনুভব করতে পা'রছ না। সরোবরে তোমারই রচিত তরঙ্গে তুমি ধাক্কা খেয়ে পেছিয়ে পড়ে, আবার নির্ম্মম কুলহীন সাগরগামী স্রোতে নিপতিত হচ্ছ। জ্বালা—কিসের জ্বালা? চিরানন্দময়ের রাজ্যে কি জ্বালা আছে? বস্! সব ঠিক, ইব্রাহিম প্রকৃতিস্থ হও—তোমার যে কার্য্য চৌদ্দ বৎসরে ঘুমের ঘোরে অল্প অল্প সঞ্চিত হয়েছে—তার ফল স্তূপীকৃত হয়ে, একদিনে তোমার জাগরণে তোমাকে বরণ করবার জন্য ছুটে এসেছে। বস্—আনন্দ কর—ইব্রাহিম আনন্দ কর। শত্রু ভয়ে আর ভীত হয়ো না—অন্তঃশত্রুর ধ্বংসসাধনে বহিঃশত্রু তোমার পুরদ্বারে সমবেত হয়েছে—দে আমেদনগরী! সহরের ফটক খুলেদে—দে ইব্রাহিম, হৃদয়ফটক খুলেদে। পাওনাদারে আর দেনাদারে সাক্ষাৎ—একদিকে কর্ম্ম অন্যদিকে ফল—দুয়ে মিশে হৃদয়ের সমস্ত তরঙ্গ নীথর হোক—নিদ্রিত নগরীর শ্যামপ্রান্তরে শশাঙ্কের সুষুপ্ত কৌমুদী

ঢলে পড়ুক।—কে তুমি? মরিয়ম? কেন মরিয়ম? বিষাদমাখা মুখে তুমি পুত্রের হাত ধরে আমার কাছে আসছ?

(মরিয়ম ও বাহাদুরের প্রবেশ)

মরি। জাঁহাপনা!

ইব্রা। ব'স—এত ব্যস্ত কেন মরিয়ম? জাঁহাপনা ব'লে মুখ বন্ধ ক'রে বিশাল বিষাদের-তালিকা আমার মুক্ত চক্ষুর কাছে তুল না! যত দিন ঘুমিয়েছিলুম, তত দিন ত তুমি বেশ আনন্দে দিন কাটিয়েছিলে! তবে ও জলভারাবনত চক্ষু কেন—নীলনলিনাভ নয়নে অরুণিম কিসলয়ের বেড়া কেন? আমি ত জেগেছি মরিয়ম! তাহ'লে জাগরণের প্রথম দিনে বিষাদের গান তুল না।

মরি। না জাঁহাপনা বিষাদের গান তুলব না।

ইব্রা। বেশ মরিয়ম—বেশ।—মরিয়ম! জল এগোয় কি তৃষ্ণা এগোয়? মরিয়ম! গোলাপের প্রাচীরের ঘেরা দিয়ে, শিরিষকুসুমের শয্যা বিছিয়ে আমার প্রমোদোদ্যানে দীর্ঘশয়নে ঘুমিয়েছিলুম—জেগে দেখি রবিকরোত্তপ্ত মরুপ্রান্তরের বালুকা আমার দেহের প্রতি পরমাণুকে আলিঙ্গন করছে—দারুণ তৃষ্ণায় উঠে দেখি, সহস্র শতদলে সাজান সরসীবক্ষে প্রলোভনময়ী মরীচিকা। এগিয়ে যাই, দেখি সরসী পিছিয়ে যায়। দাঁড়াই, সরসী দাঁড়ায়। আমি ফিরি, সরসী আমার অনুসরণ করে। বুঝে ফিরে চলেছি—কাতর হয়ে সরসী আমার সঙ্গে চলেছে—সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্য কিছু চেয়ো না—তারা সেবাদাসীর মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে—যাও, সরে যাবে। বুকের কাছে ধর, কলিজার উত্তাপে মিলিয়ে যাবে। যাও মরিয়ম। পুত্রকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাও—কিন্তু দোহাই ঘরে আর আমার প্রতীক্ষা ক'র না!

মরি। কিছু করব না জাঁহাপনা! প্রতিক্ষার শেষ আকর্ষণ ছিড়তে এসেছি। আপনি আপনার এই পুত্রকে সমরক্ষেত্রে সঙ্গী করুন।

ইব্রা। কেন?

বাহা। বিশ্বাসঘাতকের ছুরীতে না ম'রে, রণক্ষেত্রে প্রাণদান কি ভাল নয়? পিতা! দয়া ক'রে আমাকে সঙ্গে নিন্।

ইব্রা। বেশ, এস

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। করছেন কি সুলতান? আর আবদ্ধ করবেন না—জাঁহাপনাকে ছেড়ে দিন।

ইব্রা। কি যোগীবিবি! তোমার স্বামী এখনও আছে, না গেছে?

যশোদা। আপনি ত জানেন না সুলতান! মহেশ্বরের মাথায় দেওয়া অঞ্জলি—শিবনির্ম্মাল্য—দুনিয়ার কোনও কাজে লাগে না। সুতরাং আমি তাঁর স্মরণপর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি।

ইব্রা। তুমি হিন্দু—তোমার নির্ম্মাল্যের প্রয়োজন তুমি জান—আমার সন্ধানে তাতে দোষ কি?

যশোদা। সে আপনার অভিরুচি জাঁহাপনা।

ইব্রা। বেশ, মালোজীকে না চাও, তার বন্ধুর পত্নীটীকে গ্রহণ কর।

যশোদা। এই যে বহুমানে গ্রহণ করছি জাঁহাপনা।

(নেপথ্যে কোলাহল—সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। জাঁহাপনা! আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করলে, হামিদ খাঁকে আটকাতে পারব না।

ইব্রা। এইযে প্রস্তুত ভাই!

সৈ। আসুন, আমরা এইবেলা থেকে পূর্ব্বদিকের পার্ব্বত্যপথ অধিকার ক'রে, হামিদ খাঁর আক্রমণের বেগ রোধ করি।

ইব্রা। যেখানে যেতে ইচ্ছা কর চল—বন্যা-প্লাবিত দেশ, ঘরের ভেতরে জল ঢুকছে—মাঠের এককোণে একটু বাঁধ দিতে চাও—দাও ভাই, দাও।

[বাহাদুর, সৈনিক ও ইব্রাহিমের প্রস্থান।

যশোদা। স্বামীর দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না রাণী! বিপদ চারিধারে—বিশাল সৈন্য নিয়ে আকবরসার পুত্র মুরাদ আমেদনগরকে গ্রাস করতে আসছে—রমণীর কোমলতা স্বামীর সাথে পাঠিয়ে দাও। রণসাজ পর। এস, যতশীঘ্র পার কেল্লার ফটক বন্ধ কর। যতদিন না খোলবার প্রয়োজন বুঝব, ততদিন আমাদেরই তার দোর আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।—নিশ্চিন্ত হয়ে উজীর রাজ্য গ্রাসের স্বপ্ন দেখছে। নিশ্চিন্ত হয়ে সে চোক বুজে পুরপ্রবেশের পথে চলে আসছে। কিন্তু আসতে আসতে আবদ্ধ লৌহকবাটে যখন তার মস্তক আহত হবে, তখন বুঝবে, আমেদনগরের সিংহাসন এখনও তার কাছ থেকে অনেক দূরে। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'র না। চলে এস রাণী—চলে এস।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আমেদনগর প্রাসাদ।

মল্লজী।

মল্লজী। কাতারে কাতারে মোগল পশ্চিম ফটক দিয়ে সহরের মধ্যে প্রবেশ করছে। দেশের সরদার সেই নিদারুণ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। মন্দভাগ্য বুঝতে পারলে না যে, মোগল একবার দৃঢ়ভিত্তিতে আমেদনগরে বসতে পারলে, সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাসঘাতকের টুঁটি কেটে তাদের স্বদেশদ্রোহিতার পুরস্কার প্রদান করবে। যাক্—বিধির ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আমার আর ভাববার অবসর কই? তারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে আসছে। প্রথমেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। আমি সঙ্গীশূন্য নিঃসহায়, পরিত্যক্ত প্রাসাদে মোগলের প্রচণ্ড বাহিনীর প্রবেশে বাধা দিতে একজনমাত্র বিষাদ-বিদগ্ধ অক্ষম প্রহরী—নশ্বর সংসারে মহান ঐশ্বর্য্যের ভোগবিলাসে পুষ্ট ইব্রাহিমসার বিষম পরিণামের সাক্ষীস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তবু আমি প্রহরী—মোগল আমার বক্ষ ভেদ করে মহল প্রবেশ করুক।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(অনুচরের প্রবেশ)

অনু। হুজুর! আর কেন দাঁড়িয়ে আছেন? —উল্লাসে মোগল নগরে প্রবেশ করছে। সকলেই আত্মরক্ষার পথ দেখলে, আপনি এ শ্মশানে কি লোভে দাঁড়িয়ে আছেন হুজুর?

মল্লজী। তুমি আর থেকো না ভাই, তারা আসতে না আসতে এস্থান পরিত্যাগ কর।

অনু। আর আপনি?

মল্লজী। আমি এখানে থাকব।

অনু। দোহাই হুজুর। অমূল্য প্রাণ নিষ্প্রয়োজনে বিসর্জ্জন দেবেন না।

মল্লজী। প্রাণ বিসর্জ্জন আগে থাকতেই হয়ে গেছে—সুধু দেহের বিসর্জ্জন অবশিষ্ট—সময় নষ্ট ক'র না—কোলাহল ক্রমে সন্নিকটে এল—চলে যাও—চলে যাও—

অনু। প্রভু!

মল্লজী। কথার অবাধ্য হচ্ছ কেন মূর্খ? আর যদি একবার তুমি আমার কথার অবাধ্য

হও, তাহ'লে বলপ্রয়োগে তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব।

[অনুচরের প্রস্থান।

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। হুজুর!

মল্লজী। কি খবর?

রঘুজী। একি, আপনি একা?

মল্লজী। তুমি কোথা থেকে আসছ?

রঘুজী। সে কথা পরে বলছি—কিন্তু একি? সমস্ত মহল যেন প্রাণীশূন্য। আপনি একা এখানে কি করছেন সরদার?

মল্লজী। সে কথা আমিও পরে বল্‌ছি। আগে আমাকে বল, শীঘ্র বল—জাঁহাপনার সংবাদ কি?

রঘুজী। তিনি পলটন নিয়ে রওনা হয়েছেন।

মল্লজী। রাণীর খবর কি?

রঘুজী। মা তাঁকে আর পুরবাসিনীদের কেল্লায় নিয়ে ফটক বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

মল্লজী। রাজকুমার?

রঘুজী। পিতার সঙ্গে রণক্ষেত্রে চলে গেছেন।

মল্লজী। আপাততঃ নিশ্চিন্ত—তুমি কোথায় যাবে?

রঘুজী। আমি আবার কোথায় যাব?—আপনি যেখানে আমিও সেখানে।

মল্লজী। রঘুজী! এখনি এস্থান ত্যাগ কর।

রঘুজী। বাপ্! দশক্রোশ রাস্তা ছুটে আসছি—পা ভেরে গেছে, কোথায় যাব? সরদার আমাকে এস্থান ত্যাগে আদেশ করবেন না—অবাধ্য হব।

মল্লজী। রঘুজী! এখনি শত্রুকর্ত্তৃক এ গৃহ আক্রান্ত হবে।

রঘুজী। আক্রান্ত হবে? কখন হবে হুজুর? প্রাণ আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে—আজ শত্রু দিয়ে শত্রু তাড়াব। প্রাণের অত্যাচার আর সইব না। হুজুর! বড়ই ক্লান্ত আমি—আর দেহের ভার বইতে পারছি-না। আমি এইখানে একটু বিশ্রাম করি।

মল্লজী। উঠে যাও উন্মাদ! আমি তোমায় থাকতে দেব না।

রঘুজী। আপনার সাধ্য কি, আপনি আমাকে এখান থেকে উঠিয়ে দেন।

মল্লজী। অন্তিম সময়ে আমাকে আর কেন যন্ত্রণা দাও রঘুজী?

রঘুজী। দোহাই প্রভু! ওকথা বলবেন না—আমি আপনাকে ছাড়ব না।

মল্লজী। তাহ'লে দ্বার বন্ধ ক'রে—শীঘ্র চলে এস।

[প্রস্থান।

রঘুজী। যথা আজ্ঞা—তবু যতক্ষণ তোমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারি।—এস মা। কোথায় আছ অভয়দায়িণী—আমার মুখ রক্ষা কর মা! প্রভুর আমার জীবন রক্ষা কর।

(নেপথ্যে কোলাহল)

[প্রস্থান।

নেপথ্যে মিয়ান। ভাঙ্গো—দরজা ভাঙ্গো—আরকি কাম ফতে! কাম ফতে!

রঘুজী। তাইত কি করলুম—চোকের উপরে প্রভুর মৃত্যুটা দেখতে এলুম! এলিনি মা! সুধু আশ্বাস দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে দিলি!—কি করলি—কি করলি?

(নেপথ্যে দ্বারভঙ্গ শব্দ)

(মল্লজীর পুনঃ প্রবেশ)

মল্লজী। ভবানী! শেষ পরীক্ষা—প্রভুর সমস্ত বিপদ আপদ মাথায় ক'রে, যেন সহাস্য-মুখে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি। সাহস দাও মা, সাহস দাও। রঘুজী! গুপ্তদ্বার দিয়ে

এখনও পালাও—জীবন রক্ষা কর—জীবন রক্ষা কর।

রঘুজী। সুধু হাতে চলে এলেন যে প্রভু!

মল্লজী। তাইত? অস্ত্র? কই, কোথায়, কেন? অসংখ্য নরঘাতী দস্যু—রক্তপিপাসু শার্দ্দূলের মতন ছুটে আসছে—অস্ত্রে বাধা দেব—না সুধুহাতে বলির স্বরূপ, রাজার কল্যাণে গলাটা তাদের অস্ত্রমুখে বাড়িয়ে দেব? রঘুজী! কি করবো শীঘ্র বল—চিন্তা করবার সময় নেই। থাকছে থাকছে দারুণ অভিমান জেগে উঠছে। অথচ প্রাণ দেবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হয়েছি—যদি অস্ত্র ধ'রে নিজের প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হই, তাহ'লে আমার বিশ্বাস রাজার প্রাণ বাঁচবে না। বল রঘুজী! তুমি কি চাও—

রঘুজী। সরদার, আমি আপনার প্রাণ-রক্ষা চাই।

মল্লজী। ভাই! এ ত প্রীতিময় বন্ধুর কথা হ'ল না! আমি যা চাই, তুমিও তাই চাও ভাই! বল ইব্রাহিমসার জীবন সসম্মানে রক্ষিত হ'ক।

রঘুজী। আপনার বিনা চেষ্টায় যদি আপনার প্রাণ বাঁচে সরদার?

মল্লজী। তাহ'লে বুঝব, রাজার মঙ্গল সমুদ্রগর্ভে ডুবে গেছে।—রঘুজী! প্রভুর পবিত্র সিংহাসন ধরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে চললুম—এখনও তোমাকে বলছি—জীবন রক্ষা কর। [প্রস্থান।

রঘুজী। বেশ, আপনি যে ভাবে থাকতে চান, সেই ভাবেই থাকুন—আমার যে ভাব ভাল লাগে, আমি সেই ভাবে পিশাচদের সম্মুখে উপস্থিত হই।—(নেপথ্যে কোলাহল) অভয়-দায়িনী—কি করলি মা? আসতে পারলিনি?—থাক্—হ'ল না—এলো—সম্মুখে প্রভুর অপঘাত মৃত্যু দর্শন! প্রাণ থাকতে পারব না!—যাই—যাই—কোথায় যাই—কোথায় যাই—আয় মৃত্যু! দুনিয়ার অন্তরাল থেকে ছুটে এসে আমাকে কুক্ষিগত কর। আমি সহজে প্রভুর ঘরে ঘাতক ঢুকতে দেব না—যতক্ষণ প্রাণ, ততক্ষণ বাধা দেব—এর মধ্যেও কি, হে ঈশ্বর, তোমার বরাভয়কর থেকে আশীর্ব্বাদ অঞ্জলি নিক্ষিপ্ত হবে না?

[প্রস্থান।

(মিয়ানমঞ্জু ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

মিয়ান। বস্—চলে আয়—চলে আয়। বেইমান রাজা, আজ তোমার বেইমানীর ফলভোগ কর।—কেউ নেই—রাজা পালিয়েছে, তার সেই বেইমান দোস্ত মালোজী পালিয়াছে। আ আল্লা! কি হ'ল? তলোয়ার আমার খাপেই রইল! তলোয়ার রাঙ্গা করব একটা প্রাণী নেই!

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। কেন থাকবে না শয়তান—তবে কার তলোয়ার রাঙ্গা হয়, সেইটে আজ তোকে দেখিয়ে দেব।

মিয়ান। এই—এই—মেরে ফ্যাল্—মেরে ফ্যাল্ (পশ্চাদগমন)

(সকলে রঘুজীকে আক্রমণ)

রঘুজী। পৌঁছিতে পারলুম না—বুঝতে পারছি এখনও তোর পাপ সম্পূর্ণ হয়নি—তবে আয়—কে এ পবিত্র গৃহে প্রবেশ করতে পারিস আয়।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

এব্রাহিমের দরবার গৃহ।

মল্লজী।

(নেপথ্যে কোলাহল)

মল্লজী। মৃত্যুর অপেক্ষায় হৃদয় পেতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু কই মৃত্যু—কোথায় মৃত্যু ?— হা ঈশ্বর! তোমার চরণে কৃতাঞ্জলিপুটে আমি বহুক্ষণ ধ'রে তোমার ভীম কালদণ্ড প্রহারের প্রতীক্ষা করছি। পাঠাতে এত বিলম্ব করছ কেন প্রভু ? বিশ্বাসঘাতকদের নারকীয় উল্লাস-নিশ্বাসে সমস্ত আমেদনগরের বায়ু কলুষিত হয়েছে। সহ্য করতে পারছি না! দয়া কর দয়াময়। শীঘ্র আমার এ মর্ম্মভেদী যাতনার অবসান কর। লোকবল অর্থবল, সমস্ত থাকতে প্রাণপূর্ণ রাজা ইব্রাহিমের রাজ্য নিঃশব্দে মোগলের হাতে চলে যাবে! কেউ একবারও স্বদেশের মুখপানে চাইলে না! প্রতিশোধ নেবার অদম্য বাসনা হৃদয়ে চেপে স্থানুর মত নিশ্চল হয়ে আমি সে নিদারুণ দৃশ্য দেখতে পারব না। আমায় মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও। [নেপথ্যে কোলাহল] তাইত! একি হ'ল ? বিশ্বাসঘাতকেরা এ পবিত্র প্রাসাদের দ্বার ভঙ্গ করলে—তবু এখনও এলো না কেন ? বাহিরে বিষম কোলাহল—বাধা দিতে ত কেউ নেই—তবে এ পিশাচদের গতিরোধ করছে কে ?—একি রঘুজী ?—

[নেপথ্যে কোলাহল]

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। আর পারলুম না প্রভু—হৃদয়ের শেষ শোণিতবিন্দুপাত হয়েছে। এখন আপনার জীবন আপনার হাতে। আত্মহত্যা করতে চান—করুন, আত্মরক্ষা করতে চান—এখনও স্থান ত্যাগ করুন—আর আমার মতন মরতে চান—এই অস্ত্র—শতাধিক সেপাইয়ের রক্তে স্নান করিয়ে আপনার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করলুম।—(অস্ত্র নিক্ষেপ ও পতন)

মল্লজী। তাইত! সুধু সুধু মরব ? মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে আত্মরক্ষার প্রলোভন। আত্মরক্ষা ? কেমন করে হবে—একজন মারব—দশ জন মারব—শত জন মারব—সহস্র জন মারব—কিন্তু তাতেও ত আততায়ীদের নিঃশেষ করতে পারব না! শেষ অনিবার্য্য মৃত্যু! কিন্তু মারব কাকে ? লক্ষ সৈন্য নিয়ে সম্রাট পুত্র মুরাদ—সহর দখল করতে আসছে। তার একটাকেও মারতে পারব না। মুরাদ আমেদ-নগরী দিয়ে আমেদনগরীর ধ্বংস ক'রে আপনার অটুট বলে আমেদনগরীর এই তীর্থ-মন্দিরে প্রবেশ করবে! বিদেশী আমাদের উভয় দলের মৃত্যু দেখে হাসবে—এ অভাগাদের মৃতদেহের উদ্দেশে বিজয়ী সেনাপতির এক ফোঁটাও ত চখের জল পড়বে না! না—বিজরিকরশোভী অসি তুমি আমাকে আর প্রলুব্ধ ক'র না। যদি আমা হ'তে প্রভুর সিংহাসন রক্ষিত হয়, সহস্র জীবন-মধুপানে উজ্জীবিত হ'তে আমার কর স্পর্শ কর। নতুবা সুধু নরঘাতী হ'তে আমার হাতে উঠো না।

(কোলাহল করিতে করিতে সৈন্যগণ ও মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। দেখ্ এখনও বেঁচে আছে কিনা দেখ।

১ম সৈ। না হুজুর মরে গেছে।

মিয়ান। গেছে—ঠিক গেছে ?

১ম সৈ। ঠিক গেছে—

মিয়ান। তবু একটা খোঁচা দে।

১ম সৈ। মরাকে মারতে যাব কেন হুজুর

মিয়ান। নে বেটা! বাক্য রাখ্—একটা ফিবক্ লোক মারতে একশো লোক জাহান্নমে গেলি—সুধু মরাই তোরা মারতে জানিস্, তোদের আবার মুরদ কি?

১ম সৈ। বৃথা তিরস্কার কেন করছেন হুজুর? সে এসেছিল দেশের জন্য মরতে, আর আমরা এসেছি মারতে—যে মরতে জানে তাকে মারে কে?

মল্লজী। ঠিক বলেছ—যে মাতৃমন্দিরে আত্মবলি দিতে এসেছে—সে নিজে না সরে গেলে তাকে দুনিয়া থেকে সরায় কে—যে শয়তান সরাতে চাইবে, সে মায়ের চারিধারে হাজার প্রাণের বেড়া সৃষ্টি করবে।

মিয়ান। এই—এই—মালোজী—মার্ মার্—

মল্লজী। ভয় নেই উজীর, আমি নিরস্ত্র—

মিয়ান। ওরে—নিরস্ত্র—এই বেলা মার্। এই বেলা মার।

১ম সৈ। সুধু মারতে পারবনা—হুজুর! ওঁর হাতে অস্ত্র দিন—

মিয়ান। তবেরে শয়তান—তুমি আমাকে ইমান দেখাতে এসেছ—(অস্ত্রাঘাত ও সৈনিকের পতন) (অন্যের প্রতি) এগিয়ে যা—এগিয়ে যা—যে প্রথম অস্ত্র গায়ে ঠেকাবে সে হাজার আসরফী বকসিস্ পাবে।

মল্লজী। এস বক্ষ বাড়িয়ে রেখেছি—কে আসবে এস।

মিয়ান। যদি ধরা দিস্ তাহ'লে তোকে মারব না।

মল্লজী। মারতে পারিস্, আয় নরপিশাচ! নইলে তোর কাছে বন্দী হ'ব না। (ভূতল হইতে অস্ত্র গ্রহণ)

সকলে। মার্—মার্—

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার—বেইমান হুঁসিয়ার—

নেপথ্যে। ওরে দুস্‌মন্—দুস্‌মন্—বিজাপুরী দুস্‌মন্——পালা—পালা—

সৈন্য। হুজুর—পালাও—পালাও—

মিয়ান। সেকি? মোগল নয়—মোগল নয়—হা আল্লা একি হ'ল। (সৈন্যগণের পলায়ন)

(সৈন্যসহ চাঁদবিবির প্রবেশ)

চাঁদ। কই বেইমান উজীর! গ্রেপ্তার কর! গ্রেপ্তার কর। (সকলে মিয়ানমঞ্জুকে ধারণ) যদি মালোজী বেঁচে থাকে, তবেই বেই-মান তুমি রইলে, নইলে এখনি তোমার বুকে ছোরা ঢুকবে। যাও—শয়তানকে দেখতে নেই—শৃঙ্খলে বেঁধে বন্দী করে রাখ। মালোজী—মালোজী—বেঁচে থাক ত উত্তর দাও।

মল্লজী। এইযে মা বেঁচে আছি—

চাঁদ। বেঁচে আছ—বেঁচে আছ—ঈশ্বর তোমার নাম জয় যুক্ত হ'ক। আমার প্রথম পরিশ্রম সার্থক হ'ল।

মল্লজী। রঘুজী! রঘুজী! ভাই! তোমার আত্মত্যাগের পুরস্কার দেখ—এত আকাঙ্ক্ষায় মরতে চাইলুম, সিদ্ধ হ'ল না।

চাঁদ। কই রঘুজী? রঘুজী! বাপ—তুমি—মৃত্যুমুখে—রঘুজী।—

রঘুজী। এসেছ মা—বেঁচেছ প্রভু!

[ঈশ্বরের ধন্যবাদের ইঙ্গিত ও মৃত্যু]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গিরিসঙ্কট।

আদিল।

আদিল। একটা গিরিপথ অতিক্রম করতে যদি এত সৈন্যক্ষয়, তাহ'লে আমেদনগরে

পৌঁছান ত আমার দুঃসাধ্য হয়ে উঠল! এরূপ অপূর্ব্বভাবে শিক্ষিত সৈন্যত আমি আর কখন দেখিনি—এরা হেরেও হারতে চায়না। আমাদের সৈন্য যতই সাহসী হক, যতই ক্ষিপ্রগতি, যতই রণকুশল হক এরূপ যুদ্ধত তারা জানেনা। পরাস্ত হলে ভগ্ন হৃদয় হয় না, সৈনাধ্যক্ষ মরলে যুদ্ধ-জয়ে হতাশ হয় না, এমন সৈন্যত আমি কখন দেখিনি। সৈন্যের পর সৈন্য মরছে, আবার কোথা থেকে সৈন্য এসে তার স্থান অধিকার করছে। সেনাপতির পর সেনাপতি মরছে, কোথা থেকে নূতন বীর আবির্ভূত হয়ে, সওয়ার-শূন্য অশ্বে আরোহণ ক'রে, আবার সেনাদের উৎসাহিত করে যুদ্ধ করছে। যেন কেউ মরেনি, যেন কোন অনিষ্ট হয়নি। কি ধীরতার সহিত সংগ্রাম!—এমন অপূর্ব্ব নীরব আত্মরক্ষা—রণোন্মত্ত সৈন্যের এমন ধীর অবস্থান, আমি কখন স্বপ্নেও দেখবার আশা করিনি। যুদ্ধ করে আমার জীবন সার্থক হ'ল।

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ। জাঁহাপনা। শীঘ্র আসুন—আমরা উপর অধিকার করেছি। শত্রুর বন্দুক নিস্তব্ধ।

আদিল। পালিয়ে নিস্তব্ধ, না নিঃশেষে নিস্তব্ধ?

হামিদ। যুদ্ধের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন না জাঁহাপনা, ও সব বীর কি পালিয়ে নিস্তব্ধ হয়? সমস্ত নিঃশেষে নিস্তব্ধ হয়েছে।

আদিল। এরকম সৈন্য পেলে আমি সমস্ত হিন্দুস্থান জয় করতে পারি।

হামিদ। গোস্তাকী মাফ হয়—গোলাম পেলে দুনিয়া জয় করতে পারত। কিন্তু জাঁহাপনা পেয়েও কিছু করতে পারলেন না।

আদিল। আমি পেলুম কবে হামিদ?

হামিদ। গোলাম কি আর জাঁহাপনার সঙ্গে মিথ্যা কইছে! পেয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশে আপনি তাদের ধ্বংস করেছেন।

আদিল। আমি—এরূপ বীর সৈন্য ধ্বংস করলুম? কি বলছ হামিদ?

হামিদ। জাঁহাপনা, আজ যাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমরা কৃতার্থ হয়েছি, তারা সমস্তই সরদার মালোজীর মাওলী সৈন্য।

আদিল। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সরদার, যতদিন মালোজী বিজাপুরে ছিল, ততদিন তার সৈন্যের কৌশল আমাকে এক দিনের জন্যও দেখায়নি।

হামিদ। দেখবার প্রয়োজন কবে হয়েছিল, তা দেখাবে?

আদিল। প্রয়োজন যথেষ্ট হয়েছিল, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে দেখায়নি।

হামিদ। তা যাই হ'ক, আপনার জন্য শিক্ষিত সৈন্যদল, আপনিই আমেদনগরে নির্ব্বাসিত করেছিলেন!—শেষে আপনিই তাদের ধ্বংস করলেন।

আদিল। নিয়তির পরিহাস এ হ'তে আর কি হ'তে পারে? কিন্তু হামিদ, সে আমার জন্য এ অদ্ভুত সৈন্যদলের সৃষ্টি করেনি। স্বদেশভক্ত মারহাট্টাবীর স্বদেশ রক্ষার জন্য এই নব সৈন্য-সম্প্রদায় গঠিত করেছিল। আমি বিজাপুরে দেখেছি, মালোজী এক খানা কাগজ নিয়ে মাঝে মাঝে কি কালীর আঁচড় কাটত। এক দিন কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে-ছিলুম—"সরদার! পাগলের মতন বসে, কাগজের ওপর কি ও নিরর্থক চিহ্ন অঙ্কিত কর?" হাসতে হাসতে মালোজী বলেছিল—"কি করি, আপনি শুনে তুষ্ট হবেন না জাঁহাপনা।" তবু আমি তাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

তাইতে সে বলেছিল—"আপনাদের দক্ষিণী পাঠান রাজাদের ভেতর যেরূপ পরস্পরে শত্রুতা তাতে এ সকল রাজ্য ধ্বংস হ'তে কেবল একজন কুটনীতি-বিশারদ প্রবল পরাক্রান্ত রাজার অভ্যুদয়ের অপেক্ষা। কিন্তু রাজা! এই সমস্ত রাজার ধ্বংসেতে রাজ্যের ধ্বংস হবে না। আপনারা যাবেন, কিন্তু দক্ষিণের হিন্দু মুসলমান প্রজা এরা যাবে কোথা? তাই তাদের রক্ষা করবার জন্য, দেশবাসীর ভবিষ্যৎ জীবন কণ্টকশূন্য করবার জন্য, ভগবানের আশীর্ব্বাদ অনুসন্ধানে পথের অন্বেষণ করছি। আমি তার কথা শুনে উচ্চহাস্য করেছিলুম। এখন বুঝতে পারলুম, মালোজী কি পথ অন্বেষণ করছিল। শত্রু সৈন্য ধ্বংসের জন্য সে কাগজে নিজের সৈন্য সমাবেশের চিত্র আঁকছিল, তাতো আমি তখন বুঝতে পারিনি। বুঝলে মালোজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতুম। কিন্তু বুঝে মর্ম্মন্তুদ যাতনায় সে অস্থির হলুম হামিদ। দেশ স্বাধীন করবার শাণিত অস্ত্র আমি নিজ হাতে ভেঙ্গে দিলুম। আপনাকে দুর্ব্বল করলুম, আমেদনগর ধ্বংস করলুম। হিন্দুস্থানে প্রবল শক্তিশালী কুটনীতি বিশারদ রাজা জন্মেছে। আকবর আমাদের এই আত্মকলহ লোলুপ-নয়নে প্রতীক্ষা করছে। চল হামিদ, বিজাপুর ধ্বংসের পূর্ব্বসূচনাস্বরূপ আমেদনগর ধ্বংসের সাক্ষী হইগে চল।

(চরের প্রবেশ)

চর। জাঁহাপনা! বুঝে, অতি সতর্কতার সঙ্গে সহরের দিকে অগ্রসর হ'ন। পশ্চিমে [illegible] সিপাহীদল [illegible] মোগল সহর মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই খান থেকে দেখতে পাবেন—ওই দেখুন সহরের পশ্চিম প্রান্তর লোকারণ্য।

আদিল। তাইত! তাহ'লেত সর্ব্বনাশ! সুলতানা যে সৈন্য নিয়ে সহরে প্রবেশ করতে চলে গেছেন।

হামিদ। তাহ'লে আর দাঁড়াবেন না জাঁহাপনা! মোগল সহর দখল করতে না করতে মাকে রক্ষা করুন।

আদিল। সুধু মা নয়—মা, ভগিনী, সুলতান আর তার পুত্র—রক্ষা করতে না পারলে দুনিয়া পেলেও আক্ষেপ দূর হবে না। হামিদ! সমস্ত শক্তি নিয়ে গিরিরন্ধ্রে প্রবেশ কর। এসেছি আমেদনগরীর সঙ্গে যুদ্ধে—মোগলের মুখ ফিরিয়ে ঐ পাপ যুদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত কর! হুঁসিয়ার আমেদনগরী সরদার—মোগল কেল্লা অবরোধ করেছে—চলে যাও—চলে যাও। যার যেখানে যা আছে নিয়ে চলে যাও—কে কোথায় প্রতিবেশী বিজাপুরী আছ, ক্ষণেকের বিরোধ ভুলে এক হও—আমেদনগর রক্ষা কর—সঙ্গে সঙ্গে বিজাপুর রক্ষা কর।

হামিদ। জলদি খবর দাও—সমস্ত গোলোন্দাজদের জলদি আমার কাছে হাজির হতে বল।

(১ম চরের প্রস্থান—২য় চরের প্রবেশ)

২য় চর। জাঁহাপনা হুঁসিয়ার—সরদার হুঁসিয়ার।

হামিদ। আবার কি খবর?

২য় চর। প্রবল বেগে আসছে—

আদিল। কে আসছে—কে আসছে?

২য় চর। তা জানি না—উত্তর দিকে ধূলোর পাহাড়—গগণভেদ করেছে—দিক অন্ধকার—কে আসছে—কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে বলতে পারি না।

হামিদ। জাঁহাপনা—বড়ই বিপদ—কি করবেন স্থির করুন। এখনি প্রতিকার না

করলে, দুই সৈন্যের মধ্যে পড়ে সমস্ত বিজাপুরীর ধ্বংস হবে। এখন থেকে সতর্ক না হ'লে এর পরে আর আত্মরক্ষা করতে পারব না। আসুন জাঁহাপনা, এখনি এ স্থান ত্যাগ করি।

আদিল। কেন?

হামিদ। বুঝতে পারছেন না! গুজরাট থেকে আকবর পুত্র মুরাদ—আর বুরহানপুর থেকে, আকবরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মীরজা খাঁ—দু'দিক থেকে দুই বাহিনী—মাঝখানে যে পড়বে, সে পিশে যাবে।

আদিল। তাতো যাবে! কিন্তু আমেদনগর আক্রমণে শক্তির পরিচয় দিলে, তার রক্ষা সময়ে কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে?

হামিদ। রক্ষা করা যে কঠিন জাঁহাপনা—উলটে জাঁহাপনার জীবন শঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠবে।

আদিল। কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী আদিলের জীবনে প্রয়োজন কি আছে সরদার?

হামিদ। আপনার আপত্তি না থাকলে, আমার তাতে আপত্তি কেন থাকবে জাঁহাপনা! —তাহ'লে এক কাজ করুন—হয়, আমি পৃষ্ঠ রক্ষা করি, আপনি সহরের দিকে অগ্রসর হ'ন; নয়, আপনি পৃষ্ঠ রক্ষা করুন, আমি অগ্রসর হই।

আদিল। তুমি পৃষ্ঠ রক্ষা কর।

হামিদ। যো হুকুম। তাহ'লে আপনাকে সহজ পথ অবলম্বন করতে হবে। যে পথ মালোজীর পলটন অধিকার করেছিল, সেই পথ—হুঁসিয়ার, পথ ভ্রষ্ট হ'লে আর আমি আপনাকে রক্ষা করতে পারব না! আমি পাহাড়ের ওপর কামান সাজাতে চললুম।

[উভয়ের।

আদিল। আমিও সেই পথ অবলম্বন করলুম।

(এখলাস খাঁর প্রবেশ)

এখ। বেইমানের জন্য যে মৃত্যুর ব্যবস্থা হে ঈশ্বর! দয়া ক'রে তুমি এখনি আমার সেই মৃত্যুর ব্যবস্থা কর। আমার মনুষ্যত্বে ধিক্, আমার মর্য্যাদায় ধিক—আমার এ মূর্খের জীবনে শত ধিক্। বারবার প্রতারিত হয়েও আমার জ্ঞান ফিরল না। চারি দিকে রণকোলাহল—আমেদনগরের ধ্বংস কথা আকাশে তীব্র তরঙ্গ তুলে, সমস্ত দুনিয়ার দারুণ বিবাদ সংবাদ বহন ক'রে নিয়ে চলেছে, আর আমি তার মধ্যে সমস্ত পলটন নিয়ে ছাউনী ক'রে কার প্রতীক্ষা করছি? কই, বিজাপুরীত এল না! কিন্তু দলে দলে চারি দিক থেকে মোগল এসে আমেদনগর ঘেরাও ক'রে ফেললে। যার সঙ্গে চিরশত্রুতা প্রতিজ্ঞা ক'রে এলুম, সাধু মালোজীর চরিত্রে সন্দেহ ক'রে সেই শয়তান উজীরের সঙ্গেই যোগ দিলুম? এবারও বুঝলুম না, যে চির শত্রু মিত্রতার ভাণ করে, সে আমার অসাক্ষাতে মরিচাধরা তলোয়ার শাণিত করে রাখছে। আমি সেই অস্ত্রে আহত হয়েছি। আমার প্রাণ গেছে মান গেছে, ইমান ধ্বংস হয়েছে। স্বদেশ ভক্ত বলে আমার যে গৌরব ছিল, হা ঈশ্বর। আমি তা জন্মের মত হারিয়েছি। জান দিলেও আর যে আমি সুনাম ফিরে পাব না। মৃত্যু-মৃত্যু—বেইমানের মৃত্যু আমি যে কোন দয়াবানের কাছে প্রার্থনা করি।

(আদিলের পুনঃ প্রবেশ)

আদিল। তোমার এ বিষময় প্রাণ নিয়ে, কোন হতভাগ্য পাপের ভারে তার নিজের জীবন বিষময় করবে? বিশ্বাসঘাতক সরদার! শত্রু দলিত জন্মভূমির চিরপরিচিত মুখখানা একবার নিরীক্ষণ কর। ওই দেখ সহস্র নাগিনীর পাকে বজ্র-বাঁধনে ম্লানমুখী জননী উচ্চ দুর্গ

প্রাকারের ধ্বজশোভিত মস্তক তুলে দুনিয়ার কত দিকে তার রক্ষাকর্ত্তার অনুসন্ধান করছে! তবু তোমার দিকে সে ফিরছে না।

এখ। কে আপনি?

আদিল। আমিও মূর্খতায় তোমার এক দোসর। ক্ষুদ্র অভিমানে জ্ঞাতিবিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে—প্রবল বন্যার শুভাগমনের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছি।—নইলে বিজাপুরের বিশ্ববিজয়ী মাওয়ালীসৈন্য আমেদনগরের ভিতরে থাকতে আমেদনগর মোগল কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়? নিজের চরণ কেটে আমি দূরে বসে প্রতিবেশীর গৃহদাহ নিরীক্ষণ করছি। কিন্তু বুঝতে পারছি-না, ওই অনল অগ্রসর হয়ে যখন আমাকে গ্রাস করতে আসবে, তখন আমার জীবন রক্ষার জন্য পায়ে ভর দিয়ে পালাবারও উপায় থাকবে না।

এখ। বুঝতে পেরেছি জাঁহাপনা, কে আপনি? কিন্তু বিজাপুরেশ্বর। এ দারুণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার কি কোন উপায় নেই?

আদিল। উপায়—এক উপায়—পার?

এখ। জাঁহাপনা! বার বার বিশ্বাসঘাতকতায় গোলামের নিজের ওপরেই অবিশ্বাস হয়েছে। পারি কি না পারি আর বলতে পারব না। তবে জাঁহাপনা যদি গোলামকে দয়া ক'রে বলেন, তাহ'লে শুনে কৃতার্থ হই।

আদিল। উপায় মৃত্যু—কিন্তু কোথায়? যেখানে যে পবিত্র তীর্থ পথে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর পবিত্র পদধূলি তোমার রক্তাক্ত মৃতদেহের আচ্ছাদন হবে, সেই খানে। যদি শত্রু মিত্রের অজ্ঞাতসারে আমেদনগরের প্রবেশদ্বারে তোমার বীরজীবনের অবসান করতে পার, তবেই বুঝি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

এখ। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা, আর আমার পরিচয়ের প্রয়োজন কি? আমি এখন চললুম। [প্রস্থান।

আদিল। আমারও তাই। আমারও পরিচয়ের প্রয়োজন কি? এক ছদ্মবেশে আমেদনগর ধ্বংস করেছি, যদি অপর ছদ্মবেশে আমেদনগর রক্ষা করতে পারি, তবেই আমার পরিচয়—নইলে আদিল সা ব'লে পরিচয়ের আমার এই শেষ। কে আছ? সুলতানাকে নিয়ে দেশে চলে যাও।

(তাজের ও ভৃত্যের প্রবেশ)

তাজ। কেন জাঁহাপনা?

আদিল। গভীর সমরতরঙ্গে আমি ঝাঁপ দিতে চলেছি।

তাজ। বাঁদীওত একটু আধটু সাঁতার জানে জাঁহাপনা।

আদিল। ক্ষমা কর তাজ, তোমাকে আমি সঙ্গে নিতে পারব না।

তাজ। অবশ্য প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করি, দাসীর এমন সাধ্য কি? কিন্তু যদি যাই, ভাঙ্গা ছবি বক্ষে নিয়ে ফিরে যাব না জাঁহাপনা। সত্যনিষ্ঠ বিজাপুরপতির আশ্বাস পেয়ে, আমি ননদীকে দেখতে মায়ের সঙ্গে আমেদনগরে চলেছিলুম। পথে মা আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে গেছেন। কিন্তু বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ ক'রে আছি, স্বামী আমাকে ত্যাগ করবেন না।

আদিল। জীবিত না ত্যাগ করতে পারি, মৃত্যুতে ত ত্যাগ করতে হবে তাজ। আমি মরণকে আলিঙ্গন করতে চলেছি।

তাজ। অবশ্য মরণ কিছু ছলনাময়ী উপনায়িকা নয় যে, বিজাপুররাজ গোপন পথে তার পত্নীর অলক্ষে তাকে আলিঙ্গন করতে চলে যাবেন। প্রকাশ্য সমর পথে তার সঙ্গে মিলন—প্রভু! দাসীকে বিশ্বাস করুন, যদি

সেই শুভ দিনই উপস্থিত হয়, তাহ'লে দাসীই আগে তার গৃহে গিয়ে জাঁহাপনার আগমনের অপেক্ষা করবে। মরিয়মকে দেখবার অভিপ্রায়ে স্বামীর সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করেছি। মৃত্যুর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত মরিয়ম দেখার অভিলাষ পরিত্যাগ করব না।

আদিল। বেশ, সঙ্গে চল।

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ। জাঁহাপনা। চর ভুল সংবাদ দিয়েছে। মোগল এ পথে আসেনি। আমাদেরই সওয়ারের অশ্বপদধূলিতে গগন সমাচ্ছন্ন হয়েছিল—ওরা সব সুলতানার সঙ্গে আমেদনগরে প্রবেশ করছে।

আদিল। বেশ সরদার! তাহ'লে তুমি দেশে ফিরে যাও। পররাজ্য জয় করতে এসে আমি নিজের ঘর বিপন্ন ক'রে এসেছি।

হামিদ। আর আপনি?

আদিল। সুধু আমি নয়, আমি আর সুলতানা মরিয়মকে না দেখে ফিরব না।

হামিদ। এ আপনি কি বলছেন? লোকে শুনলে বুদ্ধিমান বিজাপুররাজের মস্তিষ্কবিকারের সন্দেহ করবে।

আদিল। তা করুক, আমি ফিরব না। প্রভুভক্ত বীর! তুমি আর আমাকে কোনও অনুরোধ ক'র না। তুমি বিজাপুরে গিয়ে আমার পুত্র মামুদের ভার নাও—ফিরি, রাজ্য ফিরিয়ে দিও, না ফিরি পুত্রের নামে রাজ্য শাসন ক'র।

হামিদ। সৈন্য?

আদিল। সমস্ত বীরকে আমেদনগরে আবদ্ধ ক'রে শেষে কি বিজাপুর হারাব।—আর বিলম্ব কর না—এখনি তুমি ছাউনী তুলে বিজাপুরের দিকে অগ্রসর হও।

হামিদ। যো হুকুম।

আদিল। এস তাজ! দীনবেশ পরিধান করি। সত্যই যদি আমার চোখের ওপর আমেদনগরের ধ্বংস হয়,'তা হ'লে আমার রাজবেশের কিছু মাত্র মূল্য নাই।

[প্রস্থান।

(চরের প্রবেশ)

হামিদ। তুমি আমাকে কি ভুল সংবাদ শোনালে মিয়া—কই মির্জা খাঁত এ পথে এল না।

চর। তখন বুঝতে পারিনি হুজুর! এখন বুঝতে পেরেছি। মীর্জা খাঁ এইবার আসছে।

হামিদ। আসছে!

চর। ঠিক আসছে—দয়া ক'রে দেখবেন আসুন।

হামিদ। বেশ, ফেরবার মুখে খুব শুভ সংবাদ দিয়েছ।—বালক সাজাদা মুরাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বিজাপুর সরদার হামিদ খাঁর আর কি গৌরব বৃদ্ধি হবে? মিরজা খাঁ—খান খানান—আকবরের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি—সাক্ষাৎ করবার যোগ্য প্রতিপক্ষ। একবার তার সঙ্গে দেখা করতে পারলে, মোগল কিছুকাল দক্ষিণ দেশে পা বাড়াবার আর নামটী পর্য্যন্ত মুখে আনবে না। চল, শীঘ্র চল—আমার প্রভু—আর প্রভুপত্নী—আত্মহারার মতন আমেদনগরে ছুটে গেছেন—কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি। বীর আলি আদিলসা কর্তৃক শিক্ষিত হয়ে, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মানে বর্দ্ধিত হয়ে, বিজাপুরে আমি এতকাল সগৌরবে অবস্থান করছি—সেই আমার প্রভু আমেদনগরে চলে গেলেন। তার আবির্ভাবেই আমেদনগরের কল্যাণ হবে না! যাও প্রভু! যে বেশেই যাও—তোমার সঙ্গে সঙ্গে—বরাভয়

বিপন্ন আমেদনগরকে আবৃত করুক। এস, মিরজা খাঁ—শীঘ্র এস—তোমাকে উন্মুক্ত হৃদয়ে একবার ভীমার পবিত্র তীরে আলিঙ্গন করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

ইব্রাহিম।

ইব্রা। জীবন সংগ্রামে আমার এই অপূর্ব্ব সুখের পরিণাম! দুন্দুভি বেজে বেজে নিরস্ত হ'য়েছে, তবু আমার প্রাণের ভেতরের কোলা-হল নিবৃত্ত হচ্ছে না কেন? এখানে কেউ জীবিত আছ?

(বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহা। পিতা! আমি আছি।

ইব্রা। কে তুমি—বাহাদুর? তুমি কেমন ক'রে আছ বাহাদুর? প্রচণ্ড জলন্ত গোলায় আমার সমস্ত মাওলী সৈন্য শেষ হয়ে গেছে—আমারও শেষ হয়ে এল—তুমি কেমন ক'রে রইলে বাহাদুর!

বাহা। কেমন ক'রে তাত জানি না পিতা! তবু আমি আছি।

ইব্রা তোমার থাকা ভাল হয়নি। এর পরে নির্দ্দয় অদৃষ্টের খেলানা হতে বেঁচে রইলে! এই পবিত্র গিরিপথে এই অপূর্ব্ব যাজ্ঞিকগুলোর সঙ্গে শুতে পারলে না বাপ? জীবনের সমস্ত ভার লাঘব হয়ে যেত, আমারও দুনিয়া ত্যাগে চিন্তা থাকত না।

বাহা। জাঁহাপনা! আর একবার যাব?

ইব্রা। না পাবে মায়ের স্নেহের অঙ্কে স্থান, না শুনবে ঐশ্বর্য্যের সে মনভুলান ভুল-খেলান গান—কোথায় কোন্ পথে, কোন্ তরুতলে—কোন্ নির্ম্মম গৃহস্থের গৃহদ্বারে—তাইত! কি করলে বাহাদুর? এতগুল রক্তাভ উত্তপ্ত গোলা, এতগুল কাঞ্চনবরণ লৌহপিণ্ড—বীরের এমন পবিত্র আহার—এ ফেলে শত লাঞ্ছনার তীব্র আস্বাদন ভোগ করতে বেঁচে রইলে?

বাহা। গোলা দেখে বুক পেতেছিলুম, কিন্তু কেন পড়ল না পিতা!

ইব্রা। দেখ দেখি, আমাদের আর কেউ এখানে আছে কি না।

বাহা। অনেকক্ষণ অপেক্ষায় আছি আরত কেউ এল না। না এল মিত্র, না এল শত্রু—জাঁহাপনা! শত্রুর গোলায় বুক দিয়ে মরা আমার ভাগ্য নয়। নইলে আপনাকে পেয়ে হারাব কেন? পিতা! আত্মহত্যা করব?

ইব্রা। না তা ক'র না—যখন বেঁচে আছ, তখন বেঁচে থাক। তোমার অকালমৃত্যু বুঝি ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। তবে কিসের জন্য বেঁচে রইলে বাহাদুর, তা বলতে পারি না—যার জন্যই বেঁচে থাক—নিগ্রহই হ'ক কি মঙ্গলই হ'ক—মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ ক'র না—সে সময়ে আপনি যাচক হয়ে তোমাকে সেলাম করতে আসবে।—বেশ, বেঁচে যখন আছ, তখন সন্ধান করে আমার জন্য একটু জল সংগ্রহ ক'রে আন দেখি—দারুণ পিপাসা।

বাহা। যথা আজ্ঞা। আমি এখনি যাচ্চি। কিন্তু পিতা আপনি যে একা। কার কাছে? আপনাকে রেখে যাব?

ইব্রা। কার কাছে—তাইত কার কাছে—বাহাদুর মনে পড়েছে—আমার সঙ্গী আছে।

বাহা। কোথায় পিতা? কে পিতা! বলুন, ডেকে আনি।

ইব্রা। সে তোমায় ডাকতে হবে না। তুমি গেলেই সে খুঁজে খুঁজে এখানে আসবে!

বাহা। তা এতক্ষণ এল না কেন?

ইব্রা। তোমায় দেখে বোধ হয় সে লজ্জায় আসতে পারছে না। সে অন্তরাল থেকে তোমাকে দেখতে পেয়েছে।

বাহা। বেশ, আমি জল আনি।—ওগো! কে তুমি জানি না! ওগো অজ্ঞাত পিতৃবন্ধু! আমি জল আনতে চললুম—তুমি শীঘ্র এসে আমার মুমূর্ষু পিতার সেবা কর।

[প্রস্থান।

ইব্রা। বালক। তোমার পিতৃবন্ধু আর কেউ নয়, স্বয়ং মৃত্যু। নিজামসাহী রাজবংশের কুলপ্রদীপ! তোমার মুখচ্ছবি দেখে সে অন্ধকারময় মুখ নিয়ে আসতে পারছিল না। আর কেন, এস! তোমাকে আলিঙ্গন দেবার জন্য, পুত্রের সঙ্গ পরিত্যাগ করলুম, বিলম্ব কর না, এস! হে চিরশান্তিদাতা! মৃত্যু! আমি দীন ভিখারীর বেশে তোমার দ্বারে! সেই ছত্রমঞ্জিলে যারা আমার জীবন্মৃত্যুর সহচর সহচরী তুমি একা তাদের স্থান পূর্ণ কর। আমেদনগরের সমস্ত স্মৃতি আমি সহরের ভেতর রেখে এলুম। সেই আমেদনগরের সকল সুখময় স্মরণীয়ের সার আমার গৌরবান্বিত বংশের প্রতিনিধি ভবিষ্যতে ভীম দারিদ্র্য পৃষ্ঠে ক'রে মলিনমুখে আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে—তা আমি দেখতে পারলুম না। তবে এস মৃত্যু! বালক ফিরতে না ফিরতে আমার নিঃশ্বাসের ক্ষীণ অবশেষ সমস্ত আকাশে বিলীন কর।

(চাঁদবিবি, মল্লজী ও অনুচরগণ)

চাঁদ। পথে পথে গিরিগুহায়, তরুতলে, অধিত্যকাভূমির কোন্ স্থানে তোমার প্রভুভক্তির চিহ্ন নেই বাপ? কি করলে; বৃথা, বিনা প্রয়োজনে এই সব অমূল্যনিধি কালসাগরে বিসর্জন দিলে? হা ঈশ্বর! মাতৃভূমির সুনিদ্রার ব্যবস্থা করবার জন্য, দেশভক্তের জীবনকুসুম দিয়ে আগে হ'তে কি তার শয্যা প্রস্তুত করছ?

মল্ল। মা! আক্ষেপ করবার অবসর পাই, এই গিরিমালার শৃঙ্গে শৃঙ্গে বসে আমি আমার প্রিয়তম ভাই সকলের উদ্দেশে অশ্রুধারা উপহার দেবো। মা! তাদের কথা আর তুলবেন না! এখানে পা দিয়েই আমি শোকের ভারে অবসন্ন। দিগ্বিজয়ের উচ্চাভিলাষে আমি দুর্ভেদ্য নরদুর্গ রচিত করেছিলুম! আমার দুর্ভাগ্যে তা সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তাদের কথা তুলবেন না। আমার কল্পনাসৃষ্ট উজ্জ্বল ছবি আমার মানসপটেই মিলিয়ে গেল—আর ধরণী তাকে কোলে করবে না। মা! তাদের কথা পরিত্যাগ ক'রে রাজার সন্ধান করুন।

চাঁদ। সুলতান ইব্রাহিম! কোথায় আছ দেখা দাও।

ইব্রা। বহুদিনের আগে শোনা কথা—আসছে—কাণে ঝঙ্কার করছে—মিলিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে যেন বহুদিন আগে দেখা ছবি—চোকের সামনে উঠছে—ফুটছে—মিলিয়ে যাচ্চে। কেও—পিতৃস্বসা?

চাঁদ। এই যে, এই যে—ওঠ ইব্রাহিম, ওঠ সুলতান! উঠে দেখ, আমেদনগরে তোমার ঘরে অতিথি হ'তে এসেছি—দুসমনে সেখানে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। ওঠ গৃহস্বামী, দুসমনদের গৃহদ্বার থেকে তাড়িয়ে তোমার পিতৃস্বসাকে আশ্রয় দাও। অতিথি সম্বর্দ্ধনা তোমাদের কুলধর্ম্ম—ইব্রাহিম! চক্ষু বুজে থেকো না—চেয়ে দেখ, আশ্রয়প্রার্থিনী ভিখারিণী তোমার সম্মুখে—

ইব্রা। আর কেন মা? বুঝেছি—চক্ষুলজ্জা—ক্ষমা কর। কিন্তু মা! বড় অসময়—কাজ হবে না। বিজাপুর সুলতানা! ফিরে যাও—

এ তপ্ত বালুকাভূমে করুণাসুধার বিন্দু—কি হবে মা? কে জানবে মা, কে দেখবে মা? ফিরে যাও, ফিরে যাও।

চাঁদ। তুমি যদি সঙ্গে যাও, ত ফিরি, নইলে আর কেন ইব্রাহিম! শত্রু মোগলকে আমেদনগরের ভার দিয়ে এস আমরা নিশ্চিন্ত মনে নির্জনে বসে ভগবানের আরাধনা করি।

ইব্রা। আরাধনা করেছি, বিধির আশীর্ব্বাদ আসতে আসতে পথ থেকে ফিরে গেছে—আমার নিশ্বাস বায়ুতে এখনও মদ্যগন্ধ—সইতে পারলে না—তাই সে চলে গেছে। তুমিও যাও—ফিরে যাও—ফিরে যাও।

চাঁদ। কি হ'ল মল্লজী!

মল্ল। আর কি মা—ফুরিয়ে গেল!

ইব্রা। না, এখনও আছি—একটা কথা বলতে—

চাঁদ। কি বল?

ইব্রা। বলব! কঠিন ভিক্ষা—

চাঁদ। আমি তোমার দুঃখিনী পিতৃশ্বসা—না পারলে ত তোমার অপমান নেই—কি করতে পারি বল?

ইব্রা। আমার দেহ—নিজামসাহীর সমাধিক্ষেত্রে—পিতৃপুরুষের পার্শ্বে—কাছে—মরিয়মের করস্পর্শ—সমাধি—

চাঁদ। তোমার শিক্ষক উজীর—আমার হাতে বন্দী। তোমার আদেশের অপেক্ষায় বসে আছি—

ইব্রা। শিক্ষক—গুরু—মাথা অবনত করেছি—দেশদ্রোহীর অপবিত্র রক্ত—মাতৃভূমি ভক্তের শোণিত অঞ্জলি চায়—দিতে পার দাও। পবিত্র মৃত্তিকায় দেবতরু জন্মগ্রহণ করে—স্বাধীনতা একদিন না একদিন ফিরবে।

চাঁদ। শুনলুম, তোমার পুত্র তোমার সঙ্গে এসেছে—

ইব্রা। পুত্র—পিপাসা—দূরে গিরিশিখরে প্রেমময়! এত করুণা—

মল্ল। বল সুলতান পুত্র কোথা?

চাঁদ। আর সংসারের কথায় রাজাকে উৎপীড়িত কর না। বুঝতে পারছ না—পুত্র নাই—রাজা ঊর্দ্ধে দেবদূতের সম্বর্দ্ধনা করছে।

ইব্রা। আছে—ঊর্দ্ধে ঠিক বলেছ ঊর্দ্ধে ওই—ওই (মৃত্যু)

চাঁদ। আর পুত্রের অনুসন্ধানের সময় নেই—যদি পুরমধ্যে রাজার দেহ প্রবেশ করাতে হয়, তা'হ'লে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করলে চলবে না। রাজার দেহ উঠিয়ে নাও।

মল্ল। জলন্ত পাবকশিখায় আহুতি—এস রাজা তোমার মৃতদেহকেই তার হোতা নির্ব্বাচন করি। [মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

(বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহা। পিতা! অতি কষ্টে গিরি নির্ঝরের নির্ম্মল জল এনেছি। কই পিতা কোথায় আপনি? পিতা! জাঁহাপনা! সুলতান! তবে কি স্থান ভুলে গেলুম? জাঁহাপনা!

[প্রস্থান।

(আদিল ও তাজের প্রবেশ)

আদিল। তুমি অগ্রসর হয়ে বালককে নিয়ে এস। আমাকে দেখলে বালক ভীত হতে পারে। এস তাজ—আশ্রয়হীন, বান্ধবহীন, গিরিদেশে পরিত্যক্ত মরিয়মের পুত্রকে অবলম্বন করে, এস আমরা নবজীবনের আরম্ভ করি।

(বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহা। সুলতান! পিতা! পিতা! কই আপনি? আমি যে আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না—না দেখে যে ভয় পাচ্ছি। উত্তর দিন।

তাজ। বোধ হয় তুমি পথ ভুলেছ। এস বাপ, দেখছি তুমি রণক্লান্ত—আমার কোলে উঠে পিতার অনুসন্ধান কর।

বাহা। কে তুমি?

আদিল। আমরা তোমার পিতার প্রজা, তাঁর অবর্ত্তমানে তোমার; সুতরাং আমরা তোমার পরিচারক পরিচারিকা। এস সাজাদা আমরা সকলে মিলে তোমার পিতার অনুসন্ধান করি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আমেদনগর প্রাসাদ।

দেলওয়ার।

(নেপথ্যে রণকোলাহল)

দেল। ওরে কে আছিস? রণকোলাহল যে প্রবল। কে আছিস আমায় অস্ত্র দে। রাজা গেল—বৃদ্ধের ওপর মহল রক্ষার ভার দিয়ে গেল। বৃদ্ধবীরের যোগ্য ভার। কিন্তু মহলের মালিক রাণী থেকে আরম্ভ করে একটা বাঁদী পর্য্যন্ত আমার সাহায্যের প্রত্যাশা রাখলে না! অপেক্ষায় অপেক্ষায় বসে রইলুম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘণ্টা শুনলুম, তবুত কেউ আমায় ডাকলে না! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেল্লার বাইরে গগণভেদী চীৎকার—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কামানের মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জন—অথচ আমি গৃহরক্ষী—সংবাদ জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে বসে আছি, কিন্তু কোথায় যে কি হচ্ছে, কেউতো কিছু এসে বললে না! এরা কি আমাকে এতই নির্ব্বীর্য্য মনে করেছে? পোনের বৎসর বয়স থেকে আরম্ভ করে তিন কুড়ি বৎসর আমি যুদ্ধব্যবসায়ী পাঠান—এই ষাট বৎসরে আমি আমেদনগরে সাতজন রাজার উত্থান পতন দেখলুম। বীরের পর বীর—রাজ্যের পর রাজ্য আমার চোখের উপর দিয়ে চলে মিলিয়ে গেল। আমারই সম্মুখে, আমার তীব্র আক্রমণের ফল স্বরূপ, বিজয়নগর ধ্বংস হল—বেরার আমেদনগর ভুক্ত হল—সেই আমি কি এতই অপদার্থ যে রমণীতেও কোন সাহায্যের প্রার্থনায় আমার কাছে আসে না? বেশ, কেউ আমাকে সাহায্য করতে না চায়, আমি নিজেই নিজের সাহায্যে অস্ত্র ধরি না কেন? ওরে কে আছিস, অস্ত্র দে? একি মা! তুমি এখানে এরূপভাবে ছুটে এলে কেন?

(মরিয়মের প্রবেশ)

মরি। আপনি যে অস্ত্র চাইলেন খানখানান!

দেল। তা তুমি কেন এলে মা?

মরি। আরত কেউ নেই।

দেল। কেউ নেই?

মরি। কেল্লার চারিদিকেই আক্রমণ, সমস্তদিক রক্ষা করতে পারে এত সৈন্য কেল্লার ভেতরে ত নেই। কাজেই মহলরক্ষী সমস্ত খোজা এমন কি রমণী পর্য্যন্ত কেল্লা বাঁচাবার জন্য লড়াই করতে গেছে।

দেল। তুমি একা আছ?

মরি। তাও আমি আছি কই—পশ্চিম ফটকেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ—কিন্তু কে যুদ্ধ করছে—কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে জানতে পারছি না। আমি প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ ছাদে উঠে তাই দেখতে চলেছি। এই নিন খানখানান আপনার অস্ত্র নিন্। আমি চললুম। (প্রস্থান)

দেল। হায়রে নসীব। কোন্ ফাঁকে তুমি মানবললাটে কি আঁচড় কাটো, তাতো কিছুই বোঝবার যো নেই। আমেদনগরে অনেক-বার অনেক লড়াই হয়ে গেছে। শত্রু

কর্ত্তৃক, এ কেল্লা অনেকবার অবরুদ্ধ হয়েছে। এর চেয়েও রাজ্যের কত বড় বড় বিপদ গেছে, কিন্তু কই দেলোয়ার, এমন অবস্থাত তোমার কখন হয়নি—আদিলসার ভগিনী, ইব্রাহিমসার গৃহিণী, হল তোমার পরিচারিকা! সৌভাগ্যের চরম—অদৃষ্টের সর্ব্বোচ্চ আসন—দেলওয়ার! ভাগ্য এর চেয়ে আর ওপরে উঠতে জানে না। এইবারে গতি নিম্নগামিনী—তুমি এইবারে দুঃখের চরম দেখবার জন্য প্রস্তুত হও।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। ভাই সাহেব!

দেল। কি বিবি?

যশোদা। এই যে আপনি আমার মন জেনে আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়েছেন—শীঘ্র আসুন, আপনি আজ আমাদের জীবনযুদ্ধের সেনাপতি।

দেল। সুন্দরী! তোমাদের নিয়েই আমাকে লড়াই করতে হবে।

যশোদা। সুন্দরের মধ্যে আপনি, আর যে কেউ নেই সরদার!

দেল। তাহ'লে যুদ্ধ কেন নাতিনী! এ অশীতিপর বৃদ্ধের বাসর বল।

যশোদা। ঠিক বলেছেন ভাই সাহেব! সুধু আপনার কেন—আজ আমেদনগরীর বাসর—পথে পথে স্বদেশভক্ত বীরের দেহকুসুমে সমস্ত সহর আচ্ছন্ন হয়েছে—উল্লাসের এমন সময় আর আসবে না। এমন সাজানো বাসর সরদার আপনার জীবনে আর মিলবে না। চলে আসুন—চলে আসুন।

(মরিয়মের প্রবেশ)

মরি। বাসর—বাসর—যোশী শীঘ্র আয় ভাই—ফটক খুলেদে—পালঙ্কে শয়ন ক'রে লকুসুমে সজ্জিত হয়ে, আমার হৃদয়রাজা পুরদ্বারে অতিথি! শীঘ্র আয় ভাই—মোগল শক্তি নিয়ে তাঁর দেহের ওপর চেপে পড়েছে সে পবিত্র দেহ রক্ষা করছে এক রমণী—আমার জননী চাঁদসুলতানা! আর যদি মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর, তাহ'লে আর প্রভু পুরপ্রবেশ করতে পারবেন না। সাজান বাসর নাগর বিনে মলিন হবে। বিলম্ব ক'র না—বিলম্ব ক'র না।

দেল। শীঘ্র চল—শীঘ্র চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

আমেদনগর তোরণ সম্মুখ।

(নেপথ্যে—কামানধ্বনি)

এখলাস।

এখ। বস্—এতক্ষণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত! খোদা! এখন আমি দিবা দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড সূর্য্য সাক্ষী ক'রে, ঊর্দ্ধমুখে মাতৃভূমির কোলে শয়ন করতে পারি। মোগলের আক্রমণ ব্যর্থ করেছি—রাজার দেহ ঘরে এনেছি—লোককে মুখ দেখাতে এখন আমার আর লজ্জা কি? মা! জন্মভূমি! অধম সন্তান তোমার ওপর বড়ই অত্যাচার করেছে—তোমার শান্তিময় বক্ষে মুখ লুকিয়ে একটু কাঁদব, সে শক্তি আমার হ'ল না। দাও মা! তোমার চরণপ্রান্তে অধম অপরাধী পুত্রকে একটু স্থান দাও—

(শয়ন)

(আদিলের প্রবেশ)

আদিল। বীর কোথায় শুলে—ওঠ—এখনও ত তোমার শয়নের সময় আসেনি। ওঠ ভাই! আমি একবার বাহিরে যাব। নিরাশ্রয় বালকের রক্ষার ভার নিতে আর একটীবার ওঠ।

এখ। আর কেন জাঁহাপনা! মাফ করুন —মূর্খ অসভ্য—জাগলে আবার কার কুচক্রে পড়ে দেশের সর্ব্বনাশ করব—এবারে মায়ের চরণে আশ্রয় পেয়েছি—দোসরা বেইমানীতে আমেদনগরের কৃমি কীট যেখানে বাস করে, সেখানেও আমার স্থান হবে না। আর নয়—জাঁহাপনা—সেলাম—বিদায় দিন—বিদায় দিন।

আদিল। ক্ষমা কর সরদার! তোমার মৃত্যু সময়ে তোমার পাশে বসে তোমার শুশ্রূষা করতে পারলুম না। কিন্তু মহাপ্রাণ স্বদেশের এই কোমল ধূলি শয়নে আপনার জীবনের অবসান করে, তার পবিত্র দেহ রক্ষার যোগ্য অসংখ্য দেবদূত চারিপার্শ্বে অবস্থান করছে। তাদের কাছে তোমাকে সমর্পণ করে বিদায় গ্রহণ করলুম।

[প্রস্থান।

(কফিনহস্তে বাহকগণ—পশ্চাতে চাঁদবিবি, মল্লজী ও সৈন্যগণ)

চাঁদ। যাও, নিজামসাহীর সমাধিস্থানে সুলতানের দেহ রক্ষা কর।—কিন্তু যে শক্তিমান সরদার শ্মশানভূমে মৃত রাজার দেহের মান রক্ষা করেছে—অপূর্ব্ব বীরত্বে মোগল কটক ভেদ ক'রে আমাদের পুরপ্রবেশ করিয়েছে—আমাদের প্রকৃত বান্ধব সে সাধু কই?

মল্লজী। মা! এই এখানে।

চাঁদ। এই যে, এই যে—বীর! মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করেছ। আমাদেরও আশীর্ব্বাদ কর, আমরাও যেন তোমার মতন মায়ের কোলে এইরূপ ধূলিশয়নে বিশ্রাম নিতে পারি।

(সিপাহীগণের প্রবেশ)

১ম সৈ। এদিকে সুলতান মরেছে, ওদিকে মোগল পাঁচিল ভেঙ্গে গড়ে ঢুকেছে—আর কেন—পালা পালা।

(বেগে যশোদার প্রবেশ)

যশো। ফিরে আয়—কাপুরুষ ফিরে আয়। এক প্রাণী জীবিত থাকতে যদি আমেদনগরের রাণী মোগল হস্তে পতিত হয়, নরাধম, তাহলে অনন্ত নরকেও স্থান হবে না।

চাঁদ। মালোজী!

যশো। একে মালোজী! জীবিত না প্রেতমূর্ত্তি? যেই হও, কথা কবার সময় নেই, যে ভাবেই থাক, যে কার্য্যেই এসে থাক, মৃতপ্রায় আমেদনগরকে রক্ষা করতে শত্রুর গতি রোধ কর। একি! বিজাপুররাণী! এসেছ মা! যদি এসেছ মোগলের হাত থেকে তোমার মরিয়মকে রক্ষা ক'রে আমায় নিষ্কৃতি দাও।

চাঁদ। এখন তোমায় নিষ্কৃতি দিতে পারি না। ভেবেছিলুম মরিয়মের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিয়ে পরস্পর বিরোধী রাজ্যের যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান করব। সে দর্প চূর্ণ করতে সশস্ত্র মোগল দ্বারে উপস্থিত। এখন প্রাণ দানে এ দম্ভের অবসান করি। তোমরা আমার চির সহায়—আমার সঙ্গে এস।

পঞ্চম দৃশ্য।

দুর্গের বহিরাংশ।

মির্জ্জা খাঁ ও সৈন্যগণ।

মির্জ্জা। কামান, কামান, মুহুর্মুহু কামান! আর কি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হয়েছে—আর আমাদের গতি রোধ করে কে? কেল্লা দখল কর, কেল্লা দখল কর। কামান, কামান—বাধা দিতে কেউ নেই। নিঃসঙ্কোচে ভগ্ন প্রাচীর দিয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর।

(মুরাদের প্রবেশ)

মুরাদ। খান্‌খানান্—কৈ খান্‌খানান্?

মির্জ্জা। কি খবর সা'জাদা?

মুরাদ। শীঘ্র আসুন, ব্যাপার বুঝতে পারলুম না। যেখানে আমরা প্রাচীর ভগ্ন করেছি, সেখানে দুর্গপ্রাকারে এক অপূর্ব্ব রণসাজে সজ্জিতা রমণী!

মির্জ্জা। রমণী?

মুরাদ। মুখে এক অপূর্ব্ব অবগুণ্ঠন দিয়ে দীর্ঘ অসি হস্তে প্রাচীরের শিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মির্জ্জা। বলেন কি হুজুরালি?

মুরাদ। তা'র মানসিক তেজে প্রজ্জ্বলিত এক অপূর্ব্ব তেজ সুরঙ্গ পথ অবরোধ করে রয়েছে, কোন সৈন্য প্রবেশ করতে পারছে না।

(মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। ভয় নেই, তিনি বিজাপুর রাণী চাঁদ সুলতানা। ভয় নেই জাঁহাপনা, চলে আসুন। আমেদনগর বীরশূন্য, সুধু রমণী, সুধু রমণী—চলে আসুন।

মির্জ্জা। কামান—কামান, কামান, উন্মাদিনীর জীবনলীলার অবসান কর। [প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

যুদ্ধস্থলের অপরাংশ।

আদিল। হামিদ! আমরা বীরত্ব প্রকাশ ক'রে মালোজীর শিক্ষিত মাওলি সৈন্য বিনাশ করেছি। সে অটল সৈন্যের প্রভাবে এই সম্মুখীন বিপুল মোগল সৈন্য ধূলিপটলের ন্যায় বিতাড়িত হত, তা হারিয়েছি। দেখ জননী একা এই বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান! স্বজাতির বিরুদ্ধে, আত্মীয়ের বিরুদ্ধে, বামনীবংশীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্রচালনে পারদর্শিতা প্রকাশ করেছি। কিন্তু মোগলের বিরুদ্ধে কতদূর অস্ত্রচালনে সমর্থ, তার পরীক্ষার সময় উপস্থিত। পশ্চিমে দ্রুতগতি অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ কর। সম্মুখে পদাতিক মোগলের গতিরোধ করুক, পার্শ্বে কামান স্থাপনপূর্ব্বক শত্রুকে বিধ্বস্ত কর।

হামিদ। জাঁহাপনা, গোলাম জননী চাঁদ সুলতানাকে স্মরণ করে উপযুক্ত স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেছে। পুরী অরক্ষিত জেনে মোগল আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়া মাত্রেই আমাদের সেনারা তাদের আক্রমণ করবে।

আদিল। ঐ যে হামিদ সচল মেঘ-শ্রেণীর ন্যায় মোগল সৈন্য দুর্গাভিমুখে অগ্রসর।

হামিদ। জাঁহাপনা ঐ কামানগর্জ্জন শ্রবণ করুন। ঘোরনাদে বিজাপুরী কামান অগ্নি উদ্গীরণ করছে। দেখুন দেখুন—শত্রুর দক্ষিণ পার্শ্ব ভগ্ন, আমাদের অশ্বারোহী ঝটিকার ন্যায় বামভাগ আক্রমণ করতে অগ্রসর। মোগল এখনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

আদিল। না হামিদ, মুরাদ সৈন্য সঞ্চালনে সম্পূর্ণ সুনিপুণ। আমাদের সৈন্য সমাবেশ অবগত হয়ে আপন বাহিনী রক্ষার্থ পশ্চাদপদ হচ্ছে; কিন্তু একজনও আমেদনগর হতে প্রত্যাবর্ত্তন না করে। শীঘ্র যাও—গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে পথ রোধ কর।

হামিদ। জাঁহাপনা, রণ-বিশারদ মোগল সত্যই পশ্চাৎপদ, মোগল শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আমাদের আক্রমণ হতে বহিষ্কৃত হবার চেষ্টা করছে। মোগলের এরূপ সঙ্কল্প গোলামের লক্ষ্য হয়নি, গোলাম এখনি তাদের পথ রোধ করবে।

আদিল। যাও, শীঘ্র যাও, আমরা সৈন্য নিয়ে পার্শ্ব রক্ষা করি। [প্রস্থান।

(মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। পারলুম না, বড় আক্ষেপ রাণীর অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারলুম না। কিন্তু কি করব নারায়ণ, শক্তি থাকতে আমি মায়ের কার্য্য

অবহেলা করিনি, আমি একা ক্ষুদ্র, মোগল অগণ্য বিশাল। ক্ষত বিক্ষত দেহে আমি চলৎশক্তিহীন। সব গেল—সব গেল।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। কোথায় আছ প্রভু, একবার মাত্র দেখা দাও। যদি জীবন থাকে কথা কও।

মল্লজী। কেও, যশোদা! এখনও বেঁচে আছ?

যশোদা। আছি, স্বামীর জীবন দেখবার জন্য বেঁচে আছি, উঠে এস, শীঘ্র উঠে এস।

মল্লজী। আমি উত্থানশক্তিরহিত।

যশোদা। যদি এই ক্ষত বিক্ষত দেহে মারহাট্টা বীরের জীবনের কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে, তা'হলেও তোমাকে উঠে আসতে হবে। নিরাশার অন্ধকারে আশার এক ক্ষীণ তারা দেখা দিয়েছে, শীঘ্র উঠে নিরীক্ষণ কর! মোগলের শিবিরের পশ্চাতে সম্মুখে বিজাপুরী—মোগল এখনি নিষ্পেষিত হবে।

মল্লজী। সত্যই বিজাপুরীর আক্রমণ? ঐ উচ্চানাদে আদিল সার সৈন্যের উত্তেজনা? ঐ দড় বড় শব্দে বিজাপুরী তবে র দ্রুত গমন? ঐ বিজাপুর পদাতিকের ঘোর সিংহনাদ? ঐ শত্রুর আর্ত্তনাদ, যশোদা আমায় ঐ উচ্চস্থানে নিয়ে চল। আমেদনগরের সিংহাসন রক্ষা—একবার মৃত্যুর পূর্ব্বে দর্শন করি। [প্রস্থান।

(আদিল সার পুনঃ প্রবেশ)

আদিল। বোধ হয় মহাপাপের কতক প্রায়শ্চিত্ত হবে, কিন্তু আমার দেহ ভার বোধ হচ্চে। পৃথিবীও আমার পদ-ভরে কম্পিতা—যেন প্রতি বায়ু-তরঙ্গ আমাকে তিরস্কার করে বলছে, এই দাম্ভিক আদিল তার ভগিনীর সর্ব্বনাশ করেছে। সে ভগিনীপতির জীবন-হন্তা, স্বজনের ধ্বংসকারী। আমেদনগরে বিপুল বাড়বানল, এ অনলে আমার রক্তস্রোত নিশ্চল হলে আমি শান্তি লাভ করি—নচেৎ চিরদিন দগ্ধ হব। ঐ উচ্চরবে বিজাপুরীর জয়ধ্বনি গগণমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! কিন্তু ইব্রাহিম, ভাই, তুমি কোথায় গেলে? এস আমায় তিরস্কার কর। এস ভাই! মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার চন্দ্রবদন একবার দর্শন করি! না, না, এখনও কার্য্য অবসান হয়নি। ঐ যে গভীর নাদে মিরজা খাঁ পলায়িত সৈন্যের সমাবেশ করছে। ঐ স্থানে আমার কার্য্য। আমার কার্য্যের অবসান হয়নি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দুর্গপ্রাকার।

চাঁদ বিবি।

(তোপধ্বনি)

চাঁদ। কে আছ উন্মত্ত সন্ন্যাসী—কে আছ মরণে অনন্ত জীবনপ্রয়াসী—কে আছ তরুতলবাসী—চলে এস। জীবন তুচ্ছ করে, সম্ভোগ সম্পদ তুচ্ছ করে—মান, যশ, নাম, গৌরব, জন্মভূমির পবিত্র ধুলিরাশির মধ্যে চির দিবসের জন্য আচ্ছাদিত করতে কে কোথায় আছ, চলে এস। নামহীন, রূপহীন, মর্য্যাদাহীন, বিত্তহীন—সমস্ত হীনতা অবলম্বনে সুধু পথ-পরিত্যক্ত গলিত দেহে শৃগাল শকুনির ক্ষুধা-নিবারক বন্ধু কে আছ—শীঘ্র এস—মায়ের চরণরেণুতে অঙ্গ মেশাবার শুভ সুযোগ উপস্থিত—চলে এস!

(রণবেশে বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। আমেদনগর জয়লক্ষ্মী! আমরা এসেছি— আমাদের গ্রহণ কর।

চাঁদ। আয় বাপ আয়—নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-বহ্নির শেষ শিখা! আয়, ভগ্ন-প্রাকারে দীপ্যমান দেবদেহের প্রাচীর দিয়ে আততায়ীর প্রবল আশা দগ্ধ করবি আয়। তোরাই এখন আমেদনগরের ভরসা—তোরা ভিন্ন আর কেউ নাই।

(বালকগণের রণ গীতি)

ভাইরে জীবন মরণ রণ,
চল্ কাঁ পায়ে গহন বন;
এল রিপুদল দলবলে,
এসে সদলে যাবেরে দ'লে,
যদি থাক ঘুমে অচেতন॥
ঐ যে শত্রুবক্ষ-রুধির ধার,
কর ধরণীর গলহার,
তবে যাবেরে যাতনা মা'র;—
চলে চল্ চলে চল্, ভাই,—চলাই তোদের বল—
বিজয় তোদের চরম ফল,
পোড়ো নাকো পিছে আর, যদি চলিতে করেছ পণ॥

(মরিয়মের প্রবেশ)

মরি। মা! মর্ম্মের যাতনা বিষম চেষ্টায় এতক্ষণ ধরে রেখেছিলুম, আর যে পারি না মা! এই সঙ্কট সময়ে আমেদনগরী বীর সন্তান যে যেখানে ছিল—সব এল, কিন্তু আমার পুত্র কই? বাহাদুর! যদি তুমি দেহ ত্যাগ করে থাক, নিশ্চয়ই বীরের ন্যায় তা করেছ—কিন্তু বড় আক্ষেপ আমি তা দেখতে পেলুম না।

(তাজ ও বাহাদুরের প্রবেশ)

তাজ। আক্ষেপ কেন রাণী! এই যে আপনার সন্তান!

মরি। তাই ত! একি? ঈশ্বর! একি দেখালে?

চাঁদ। তাজ—তাজ! একি উপহার?

বাহা। মা, এই যে আমি পিতৃ-অন্বেষণ করবার জন্য তোমার চরণে বিদায় নিতে এসেছি। উপত্যকায় তাঁরে হারিয়েছি। বীরমাতা বিদায় দাও, ঐ আমার বালক সহচর রণযজ্ঞে আত্ম-সমর্পণ করতে অগ্রসর—বীর জননী বিদায় দাও।

মরি। যাও বৎস। বংশের গৌরব রক্ষা কর।

[বাহাদুরের প্রস্থান।

চাঁদ। মরিয়ম তুমি কঠিন জননী!

মরি। মা তোমার দৃষ্টান্তে।

চাঁদ। তবে চল—তোমার বালকের পশ্চাতে চল—আমার দুই পুত্র আদিল ও মালোজী রণক্ষেত্রে, আমি তাদের অনুসন্ধানে যাব।

তাজ। মা আমিও তোমার সঙ্গিনী।

চাঁদ। শীঘ্র এস—অর্দ্ধ পথে শত্রুর সহিত মিলিত হই।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মা সর্ব্বনাশ—গোলাগুলি সব ফুরিয়ে গিয়েছে।

চাঁদ। চিন্তা কি? আমেদনগর-কুলস্ত্রীর আভরণে সুন্দর গোলাগুলি প্রস্তুত হবে। মোগল আমেদনগরে অতিথি—সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত-মণি প্রভৃতি বন্দুকমুখে নিক্ষেপ করে শত্রুর অঙ্গ ভূষিত কর।

মরি। এস বীর! ভাণ্ডার দেখিয়ে দিই, হীরকাদি লয়ে যাও, রত্নগুলির অভাব হবে না—

[উভয় দিকে উভয় দলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রণস্থল।

(মুরাদ ও সৈন্যগণ)

মুরাদ। তাইত একি হল? নিশ্চিন্ত মনে শ্যাম-শষ্পাচ্ছন্ন প্রান্তরের ন্যায় অরক্ষিত

আমেদনগরে প্রবেশ করতে চল্লুম—পথে এ বাধা কে দিলে? অবগুণ্ঠনাবৃতা কতকগুলো পুরনারী—আর কতকগুলো বালক—হা ধিক্; আমি বাধা অতিক্রম করতে পারলুম না! এ অপমান সহ্য করতে পারব না। হুঁসিয়ার কেউ ফির না—আর একবার, মরণ মঙ্গল জ্ঞানে, অগ্রসর হও।

(মিরজা খাঁর প্রবেশ)

মিরজা। আর অগ্রসর হতে হবে না—সাহাজাদা—ফিরে আস্থন। আমাদের এত চেষ্টা বৃথা হল—ভগ্ন প্রাচীর চাঁদ স্থলতানার অমানুষিক চেষ্টায় আবার জোড়া লেগেছে। আবার নূতন আয়োজনে আমেদনগর আক্রমণ সেই শক্তিময়ীর বাধার সম্মুখে অসম্ভব। এ দিকে বিজাপুর রাজার সৈন্য—সম্মুখে পশ্চাতে আক্রমণ করেছে। আমাদের শ্রেণীভঙ্গ সৈন্য কোনরূপে সংযত করেছি, আস্থন দক্ষিণ পথে শীঘ্রই শত্রুর আক্রমণ হতে নিষ্ক্রান্ত হই! নচেৎ সম্মুখ পশ্চাৎ আক্রমণে নিষ্পেষিত হব।

মুরাদ। হা আল্লা! বীরশ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবরের পুত্র বলে নিজেকে পরিচয় দিতে আমার ঘৃণা হচ্ছে।

মিরজা। আক্ষেপেরও সময় নেই—চলে আস্থন—চলে আস্থন।

(সসৈন্যে আদিলের প্রবেশ)

আদিল। সা'জাদা আক্ষেপ কি নিমিত্ত? সম্রাটপুত্র মুরাদ আমার ভগিনীর গৃহে অতিথি। ইব্রাহিম সা স্বর্গগত—অতিথি সৎকারের ভার আমার উপর অর্পিত। সা'জাদা আমার ভগিনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। আপনার সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্ব—সমস্তই রুদ্ধ।

মুরাদ। বীরবর! আপনার রণকৌশলের প্রশংসা করি। নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রের প্রয়োজন নেই, এই আমার অস্ত্রগ্রহণ করুন।

আদিল। সা'জাদা! আপনার তরবারি আপনার বীর কটিতেই শোভা পায়। বীরবর! যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। কিন্তু পরাজয়ে বীরের বীরত্বের লাঘব হয় না। দেখুন আপনার বীরবিক্রমে মেদিনী আপনার স্বগণে আচ্ছাদিত।

মুরাদ। স্থলতান, আপনার বীরত্বে ও সৌজন্যে আমি পরাজিত। চলুন, আমি রণক্লান্ত অতিথি, আপনার ভগিনীর আতিথ্য গ্রহণ করে বিশ্রাম লাভ করি।

[সকলের প্রস্থান।

(মিয়ান মঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। এইত মোগলের সঙ্গে বিজাপুরীর মিলন হল! এখন আমার স্থান কোথায়? কি নিমিত্ত জীবন ধারণ? কেবল কি বিশ্বাসঘাতক অপবাদ গ্রহণ করে দেহ-ভার বহন করব?—না—আমার স্থান এই আমেদনগর—আমার নাম বিশ্বাসঘাতক—শেষ কাজ, সেই সয়তান-শক্তিশালিনী চাঁদ বিবির প্রাণ বিনাশ—তারপর আত্মহত্যা—না পরে যেরূপ হয়। [প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

আমেদনগর দরবার গৃহ।

চাঁদ বিবি।

চাঁদ। রণ অবসান, শত্রুসৈন্য পলায়িত, পবিত্র আমেদনগরের সিংহাসন মোগল অধিকার করতে পারেনি, কিন্তু হায় সিংহাসন শূন্য। এই যে, এই সিংহাসনে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহিম সগৌরবে উপবেশন করত! সে

কোথায় গেল ? কবরে—কবরে। আর আমি এই শূন্য সিংহাসন দর্শন করতে জীবিত? দেখ, দেখ, অভাগিনী শূন্য সিংহাসন দেখ—শূন্য রাজপুরী দেখ, সমস্ত প্রকৃতি গভীর নীরবতা সাগরে নিমগ্ন—কেবল আমার শূন্য হৃদয়ে হাহাকার। উত্তপ্ত মরুভূমির ন্যায় ঘোর উত্তাল তরঙ্গ! এই যে সেই সিংহাসন, যে সিংহাসন-তলে শত শত সরদার, শত শত বীরপুরুষ আনত শিরে অবস্থান করত—শূন্য শূন্য! কে ও?

(নেহাঙ খাঁর প্রবেশ)

নেহাঙ। মা! বিশ্বাস-ঘাতক নরাধম আমি, তবু এই শূন্য সিংহাসন দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে। এখলাস্ ম'রে প্রায়শ্চিত্ত করেছে, আমি পারলুম না।

চাঁদ। সরদার! আক্ষেপ ক'র না—কেঁদ না—দেহ আমার অবসন্ন, যাও সরদার! আমেদনগরের পথে প্রান্তরে যেখানে পাও, নিজাম সাহী বংশের একটী প্রতিনিধি কুড়িয়ে আন। সিংহাসন শূন্য দেখে আমার হৃদয়বল বিলুপ্ত হয়ে আসছে। বালক-বাহিনী চলে গেছে—ফেরেনি। রমণীর দল জীবন রাজ্যের সীমা এড়িয়ে চলে গেছে, ফিরতে পারবে না। দেখ সরদার! পথের ধূলিতে, প্রান্তরে, রক্তাক্ত কর্দ্দমে, যেখানে পার একটী রত্ন-কণার সন্ধান কর। যদি পাও, এই সিংহাসনে এনে স্থাপিত কর। দেখে আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত হক।

নেহাঙ। যদি পাই ফিরব। মা! আদিল-সাহী সুলতানা, সেলাম।

[নেহাঙের প্রস্থান।

চাঁদ। কি বিভীষিকাময় নীরবতা! হে আমেদনগরের সিংহাসন! বহু স্বাধীন নর-পতিকে বহন করে গৌরবান্বিত—তুমি শূন্য হৃদয় কোন্ ভাগ্যবানের জন্য উন্মুক্ত রেখেছ? একবার তাকে দেখাও। আমি তাকে দেখে ভীম নিনাদের জ্বালাময় দিবসের অন্তে এই বিচিত্র নীরব শান্ত সন্ধ্যায় তোমার পদপ্রান্তে চক্ষু নিমীলিত করি।

(মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। এই যে তোমার সে কামনা পূর্ণ করছি। (অস্ত্রাঘাত)

চাঁদ। কে মিয়ানমঞ্জু?

মিয়ান। হাঁ, চেয়ে দেখ, যার তুমি সর্ব্বনাশ করেছ। দেখ্‌তে পাচ্ছ না—সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করেছ, সমস্ত আশা নির্ম্মূল করেছ, আমি সেই।

চাঁদ। উজীর, তুমি বন্ধু। কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, যদি আমেদনগরের পবিত্র সিংহাসনে রাজবংশীয় কাকেও দেখতে পাই, সেই অপেক্ষায় আছি। তোমার অস্ত্রের প্রয়োজন হত না, কেবল সিংহাসনে রাজদর্শনের আশায় এখনও জীবিত আছি। জান ত উজীর, আশা পরিত্যাগ করা সহজ নয়! তুমি আমার বন্ধু—শত্রু নও। তুমি আমায় বধ করতে এসেছ, তুমি কি জাননা আমি জীবন-ভারে আক্রান্ত? দাঁড়াও—আমি মৃত্যুকালে তোমায় আশীর্ব্বাদ করব। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর—শূন্য সিংহাসনে ভূপতি দর্শন করি।

(মরিয়মের মৃতদেহ স্কন্ধে যশোদার প্রবেশ)

মিয়ান। ও আল্লা, কি করলুম?

(প্রস্থান)

যশোদা। মা, মা, সুলতানের দেহ লয়ে আমার স্বামী মোগল সৈন্য ভেদ করে রাজপুরে প্রবেশ করেছিল, আমি সুলতানার মৃতদেহ তোমার নিকট নিয়ে এসেছি। মা! নন্দিনীর

প্রতি চেয়ে দেখ। একি মা? তুমি যে অগ্রসর! ভেবেছিলুম তোমার চরণে সেলাম দিয়ে আমার কার্য্যের অবসান করব। কিন্তু দেখছি, তুমি তনয়াবৎসলা। তুমি আমায় একা যেতে দেবে না। মা! আর কার্য্যভার আমায় দিও না, তনয়া অশক্ত। তোমার মরিয়মকে তোমার নিকট নিয়ে এসেছি। আমার কার্য্য অবসান।

চাঁদ। কে—রে—যশোদা?

(বাহাদুরকে লইয়া মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। মা, মা, রাজকুমারকে আমার করে অর্পণ করে, নেহাঙ খাঁ বীর শয্যায় শায়িত।

চাঁদ। বাবা! সিংহাসনে স্থাপিত কর। দাঁড়া যশোদা, দাঁড়া—দেখ্—দেখ্—সিংহাসন শূন্য নয়।

যশোদা। না—মা—না এ পবিত্র সিংহাসন কখনই শূন্য থাকবে না। তাহলে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসহারা হব। এত বীর-শোণিতপাত, আবাল বৃদ্ধ বনিতার উদ্যম—এই উজ্জ্বল আমেদনগরের মহিমা যদি সমস্ত বিফল হয়, তাহলে সংসার দৈত্যের সৃষ্টি—ঈশ্বরের নয়। জয় রাজ্যেশ্বরের জয়।

বাহা। রাণী! সুলতানা!

চাঁদ। রাণী নয়, সুলতানা নয়, তোমার প্রজা, তোমার জন্য প্রাণ দিয়েছে। আক্ষেপ কর না, অনেক রাজকার্য্য তোমার মস্তকে।

যশোদা। সরদার! আমার কার্য্য অবসান হয়েছে। তোমার নূতন কার্য্য, রাজ সিংহাসনে বালক বাহাদুর—তুমি দেখ, আমায় রাজরাণী মরিয়মকে দেখতে বলেছিলে, আমি তাঁর সঙ্গে যাই। [—]

মল্লজী। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রমণী—তোমার জন্য আমি খেদ করব না, তোমার কার্য্যে ঈশ্বর তৃপ্ত। মা! এখন বুঝেছি কেন তুমি ধরাশায়িনী। ঐ যে মিয়ানমঞ্জু লুক্কায়িত। [প্রস্থান।

(আদিল ও মুরাদের প্রবেশ)

আদিল। বিজয়িনী মা! কোথায় আপনি? বাদশা আকবরের পুত্র আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করতে এসেছেন, দেখা দিন।

বাহা। সুলতান, এই দেখুন—এই যে আপনার মা।

আদিল। এ্যাঁ একি? কে এ নিষ্ঠুর কাজ করলে?

মুরাদ। তাইত, একি নিদারুণ দৃশ্য দেখাতে আন্‌লেন সুলতান?

আদিল। কি করলে মা! বিজয়ের অমৃতময় অবসানে, কে এ গরল ঢেলে দিলে? মা, যদি এখনও মুখে বাক্য থাকে, শীঘ্র বল, কোন্ পিশাচ এ কার্য্য করেছে।

চাঁদ। আমার বন্ধু।

(মিয়ানমঞ্জুকে লইয়া মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। এই নরাধম।

আদিল। মাতৃঘাতী শয়তান।

চাঁদ। কিছু বল না—অনুরোধ রাখ—বিধবার আর জীবনে প্রয়োজন কি সুলতান? কার্য্য শেষ, আত্মহত্যা করতে পারিনি। বড় বিষাদ; পিতৃকুল প্রায় নির্ম্মূল, মিত্র এসেছে, মৃত্যুতে শান্তি দিয়েছে, ছেড়ে দাও—অনুরোধ, ছেড়ে দাও।

মুরাদ। আপনারা ছাড়লে আমি ছাড়ব কেন? পিঁজরে পুরে এই বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহীকে আগরার পশুশালায় রক্ষা করব। বিজাপুর রাণী! বাদসার পুত্র মুরাদ আপনাকে সেলাম দিতে এসেছে।

চাঁদ। (বাহাদুরকে ধরিয়া) সম্রাট-পুত্র! দরিদ্রা বিধবার এই উপঢৌকন গ্রহণ করুন। প্রীতির মিলনে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হক।

মুরাদ। তাই হবে মা! এই বালককে নিয়ে আমেদনগরের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ভার গ্রহণ করলুম। বিজাপুর রাণী, আপনার এ দেব-কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকবে না। আসুন সুলতান মায়ের মৃত্যুতে মাতৃহারা সন্তানের মত আসুন আমরা পরস্পরে আলিঙ্গন করি।

চাঁদ। বিদায়। ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হক। (মৃত্যু)

আদিল। গেলে তবে যাও মা। ডেকে বাধা দেব না। ধরণীর অত্যুজ্জ্বল নের অবসানে দেবনন্দিনীদের মিলন আব পূর্ণ কর। তারা তোমার গলায় মাল্য জন্য দেবতটিনী তীরে আকুল নেত্রে শুভ সম্মিলন প্রতীক্ষা করছে। ধরায় অভাগা পুত্র, এক একবার অবকাশ হ'তে দেখ মা!

যবনিকা পতন।

রক্ষঃ-রমণী।

(ষ্টারথিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

প্রস্তাবনা।

এ ফুল খুঁজে নিতে হয়।
দুনিয়ার কোন্ বাগানের কোন্ কোণে সে
কোন্ সরসে ফুটে রয়॥
এ ফুল কর্‌তে আহরণ, কত চাই নিশি জাগরণ,
কত শত যুগের জীবন ঢেলে দিতে হয়।
কত চাঁদের হাসি রাশি রাশি পড়বেগো লুটে,
তবে ফুল উঠবেগো ফুটে;
অমনি গন্ধে ধরা মাতোয়ারা ছুটবে মলয় সুধাময়॥

রক্ষঃ-রমণী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুটীর।

ত্র্যম্বক।

ত্র্যম্বক। মনটা ক'দিন ধ'রে কেবল হিস্ ফিস্, ইল্‌বিল্, তিড়বিড়, তিড়িং মিড়িং করছে, ঘরে আর টেঁকতে চায় না। ঠাকুরদাদার মায়ার টান না থাকলে, এতক্ষণ কোন্ দেশে গিয়ে পড়েছিলুম আর কি!

(কেশবের প্রবেশ)

কেশব। কি ভাই এসেছ?

ত্র্যম্বক। আমায় সকালবেলা ডাকলেন কেন দাদা?

কেশব। আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে পারবে? আমি কিছু দিনের জন্য এক দূরদেশ যাবার ইচ্ছা করেছি। তুমি এই বনভুমে একমাত্র সহায় ও সঙ্গী। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

ত্র্যম্বক। কোথায় যেতে হবে?

কেশব। মাল দ্বীপ।

ত্র্যম্বক। সে আবার কোথায়?

কেশব। ভারত সাগরের মধ্যে লঙ্কা পেরিয়ে।

ত্র্যম্বক। রাক্ষসের বাড়ী ছাড়িয়ে—এত-দূরে! সেখানে কেন?

কেশব। সেখানে আমার কিছু ধন সঞ্চিত আছে। এতকাল পরে আমি সে ধনের সংবাদ পেয়েছি, তাই আনতে যাব।

ত্র্যম্বক। জ্ঞান হয়ে অবধি ত আপনাকে এই খানেই বাস করতে দেখছি, আপনার ধন মালদ্বীপে গিয়ে কেমন ক'রে পৌছিল?

কেশব। কেমন করে পৌছিল তবে বলি শোন! "কেশবদাস শ্রেষ্ঠীর" নাম শুনেছ।

ত্র্যম্বক। শুনেছি। সুধু শোনা কেন তাঁর কীর্ত্তি-কলাপ দেখছি, তাঁর কত দেবালয়ে

গিয়ে অতিথি হয়েছি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত কত পুষ্করিণীতে গিয়ে আঁজলা ভরে জল খেয়েছি। আপনার কাছে ত কত দিন তাঁর নাম করে সুখ্যাতি করেছি ঠাকুরদাদা। কেশবদাস—প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা। দাক্ষিণাত্যে তাঁকে না জানে কে?

কেশব। 'কেশবদাস' সম্বন্ধে কি কখন কিছু শুনেছ?

ত্র্যম্বক। শুনেছি, কেশবদাস স্মুরাট বন্দরের একজন শ্রেষ্ঠি ছিলেন। তাঁর তুল্য ধনী দাক্ষিণাত্যে আর কেউ ছিল না। কিন্তু শুনেছি তিনি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বিবাগী হয়ে কোথায় গেছেন। এখন মরে গেছেন কি বেঁচে আছেন তা জানি না।

কেশব। বেঁচে আছেন, বেঁচে ভূত হয়ে আছেন। আর ভায়া তোমার সুমুখেই দাঁড়িয়ে আছেন!

ত্র্যম্বক। য়্যাঁ!

কেশব। বিস্মিত হয়ো না ভাই, আমিই সেই হতভাগ্য কেশবদাস। এক দিনে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে, ছদ্মবেশে এই বনদেশে ষোল বৎসর ধরে বাস করেছি।

ত্র্যম্বক। আপনিই কেশবদাস? আমি এতকাল দেখে শুনে কিছু বুঝতে পারিনি! মা সর্ব্বাণী তবে কি ভিখারীর মেয়ে নয়, কুবের-দুহিতা।

কেশব। এই ষোল বৎসর পরে আবার আমি ধনের সংবাদ পেয়েছি। ভারত মহাসাগরে ঝড়ে আমার তিন খানা জাহাজ এক সময়ে জলমগ্ন হয়। এখন শুনছি তার ভেতর থেকে এক খানা মালদ্বীপের চড়ায় গিয়ে লেগেছিল। সেখানকার রাজা জাহাজের ভেতরের সমস্ত সম্পত্তি নিজের কাছে গচ্ছিত রেখে অধিকারীর সন্ধান কচ্ছিলেন। আমি ছদ্মবেশে স্মুরাটবন্দর ত্যাগ করেছিলেম ব'লে ষোল বৎসরের মধ্যে কেউ আমাকে সংবাদ দিতে পারেনি। এত দিন পরে কোন পূর্ব্ব বন্ধু আমাকে সংবাদ দিয়েছেন।

ত্র্যম্বক। বেশ! কবে যাত্রা ক'ত্তে হবে?

কেশব। শুভস্য শীঘ্রং। চল আজই যাত্রা করি। শুনলুম মালদ্বীপ থেকে জাহাজ স্মুরাট-বন্দরে এসেছে। এবারে উঠতে না পারলে আর এক বৎসরের মধ্যে সেখানে যেতে পারব না।

ত্র্যম্বক। বেশ আমি তল্পি আনতে চল্লেম। আপনি প্রস্তুত হন।

[প্রস্থান।

কেশব। কি আশ্চর্য্য! এক যুগ চলে গেল, দারিদ্র্যে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেলুম, মেয়েকে দরিদ্রের অবস্থার যোগ্য ক'রে, এমন সুশিক্ষিতা করলুম, এখন এই বয়সে, আবার কি না ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন? মনে করেছিলুম এত দিনের কঠোরতায়, এত দিনের অভ্যাসে আমার ভোগ লালসা সমস্তই নির্ব্বাপিত হয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি তা ত নয়; সমস্ত প্রবৃত্তি এতকাল হৃদয়মাঝে নিদ্রিত ছিল। এখন যেই অবকাশ পেয়েছে, অমনি সকলই যেন নূতন হয়ে জেগে উঠেছে। আবার আমার ঐশ্বর্য্যভোগের ইচ্ছা—কন্যাকে রাজনন্দিনী দেখতে সাধ! সর্ব্বাণি!

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। কি বাবা?

কেশব। কি করছ?

সর্ব্বাণী। কাল একাদশীর উপবাস করে আছেন, তাই আজ সকাল সকাল আহারের উদ্যোগ করছি।

কেশব। এখন আর তা করতে হবে না। উদ্যোগ রেখে, কি বলি তা শোন।

সর্ব্বাণী। কি বলুন।

কেশব। তুমি জান আমি কে? প্রশ্ন শুনে কিছু বিস্মিত হচ্ছ?

সর্ব্বাণী। কি বললেন আমিত বুঝতে পাল্লেম না বাবা।

কেশব। না বোঝবারই কথা। তুমি ক্ষুদ্র কুঞ্জ কুটীরে আমাকে আজীবন দেখছ, সুতরাং তুমি তোমার পিতাকে দরিদ্র ভিখারী বলেই জান। কিন্তু আমি এক সময় এমন দরিদ্র ছিলুম না। আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলুম।

সর্ব্বাণী। ঐশ্বর্য্য? ঐশ্বর্য্য কি বাবা?

কেশব। সে তোমাকে কি করে বোঝাব মা? বাসের জন্য আমার মনোহর অট্টালিকা ছিল। বিহারের জন্য মনোরম উদ্যান ছিল। সেবার জন্য অসংখ্য দাস দাসী ছিল, আমি সুরাট বন্দরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী। আমার নাম কেশবদাস। আমি নাম গোপন করে ছদ্মবেশে এতকাল এখানে অবস্থান করছি।

সর্ব্বাণী। সুরাট বন্দর—সে কোথায়?

কেশব। সে এখানে থেকে বহুদূর, সমুদ্র-তীরবর্ত্তী এক নগর।

সর্ব্বাণী। এ আমরা তবে কোথায় আছি?

কেশব। এ এক ক্ষুদ্র নামহীন বন্য গ্রাম।

সর্ব্বাণী। সুরাটবন্দর এস্থানের চেয়েও ভাল?

কেশব। সে না দেখলে কেমন করে বুঝবে মা। তুমি ত কিছুই জান না। গ্রাম তোমার এই ক্ষুদ্র কুটীরের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান। এরই বাইরে তুমি কখনও যাওনি। তুমি সুরাটবন্দর বুঝবে কেমন করে মা?

সর্ব্বাণী। কই বাবা এক দিনের জন্যও ত আপনি এসব কথা আমাকে বলেননি।

কেশব। তোমাকে শুনিয়ে তোমার সুখের জীবনে ঘা দিব কেন মা। তুমি আজন্ম দরিদ্র কুটীরে প্রতিপালিত হয়েছ। বিশেষতঃ জন্মমুহূর্ত্তেই তুমি মাতৃহারা। আমি এযাবৎ তোমার পিতা মাতা উভয়েরই কার্য্য করে আসছি। এ রহস্য তোমার কাছে প্রকাশ করলে পাছে তুমি মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত হও, এই জন্য প্রকাশ করিনি।

সর্ব্বাণী। তবে আজ কল্লেন কেন?

কেশব। আজ এই ষোল বৎসর পরে মনে নূতন আশা জেগে উঠেছে; আমি আমার হারানো ধনের সন্ধান পেয়েছি। আমি সেই ধন আনতে বিদেশে গমন করব।

সর্ব্বাণী। কবে যাবেন?

কেশব। আজই যাব। শুনে দুঃখিত হচ্ছ? ভয় নাই মা, যে কদিন আমি এখানে অনুপস্থিত থাকব, সেই কদিন তোমাকে এক সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে রেখে যাব। আমার বিশ্বাস, তাঁর কৃপায় তুমি আমার অদর্শন-ক্লেশ অনুভব করতে পারবে না।

সর্ব্বাণী। কে সে সন্ন্যাসী বাবা?

কেশব। তিনি এক দয়াময় সন্ন্যাসী; আমাকে তিনি বড়ই স্নেহ করেন। যখনই আমি তোমার জন্য কিংবা আমার পূর্ব্বাবস্থার জন্য চিন্তা-কাতর হয়ে পড়ি, তখনই তিনি স্বেচ্ছায় এখানে এসে আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

সর্ব্বাণী। তিনি থাকেন কোথায়?

কেশব। কোথায় থাকেন তা ঠিক বলতে পারি না। আমার বোধ হয় এই গ্রাম সন্নিহিত কোন এক তপোবনে।

সর্ব্বাণী। তোমায় ছেড়ে আমি কেমন করে থাকব?

কেশব। নইলে ত উপায় নাই মা। তুমি কুবেরের দুহিতা, তোমাকে ভিখারিণী দেখে কেমন করে মরব?

সর্ব্বাণী। কবে আসবেন?

কেশব। তোমায় ফেলে যাচ্ছি, আসবার কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ মা সর্ব্বাণী? যত শীঘ্র পারব আসব। ভাল, কখনও কিছু চাওনি —তোমার জন্য কি আনব মা?

সর্ব্বাণী। আমার জন্য—আমার জন্য? কি আনবেন?

কেশব। বল না কি আনব। তোমার কি কোন জিনিষে সাধ যায় না?

সর্ব্বাণী। বেশ! আমার জন্য একটী প্রফুল্ল পদ্মফুল আনবেন!

কেশব। এই—এই জিনিষে তোমার সাধ হল! ভাল তাই আনব। নাও চল, তোমাকে সেই দয়াময় সন্ন্যাসীর কাছে রেখে যাই। (যোগানন্দের প্রবেশ) এই যে নাম না করতে করতেই প্রভু এসে উপস্থিত হয়েছেন।

যোগা। কেন ভাই আমাকে স্মরণ করেছ?

কেশব। প্রভু! আমি কোন বিশেষ কারণে কিছু দিনের জন্য বিদেশ যাব, আপনি যদি সেই কয়দিনের জন্য আমার এই কন্যাটীর ভার গ্রহণ করেন। আমার এ কুমারী কন্যা সহায়হীনা, আপনি আশ্রয় না দিলে আমি কোথাও যেতে পারি না।

যোগা। বেশ দাও।

কেশব। মা তাহলে দেবতার সঙ্গে যাও। যাক্, কন্যার জন্য একরকম নিশ্চিন্ত হলুম। (যোগানন্দ ও সর্ব্বাণীর প্রস্থান) নাও, যদি ফিরতে না পারি, গুরুর হাতে যখন দিয়ে দিলুম, তখন সে আর আশ্রয়হীন হচ্ছে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপ্রান্ত।

যোগানন্দ।

যোগা। এতক্ষণ মাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে সঙ্গে আনলুম। এইবার মাকে একটু ভয় দেখাতে হবে। কেশবদাস ঘরে আবদ্ধ রেখে তাকে সংসারের কাছে অপরিচিত রেখেছে। সেটাত ভাল নয়। তাই সকল অবস্থার জন্য তাকে একটু প্রস্তুত করে নেওয়া যাক্। মহেশ্বরী!

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। কেন পিতা?

যোগা। তোমার একটী সঙ্গিনী আনছি।

মহে। কোথায় পিতা?

যোগা। ব্যস্ত হয়ো না—দেখতে পাবে। আমার প্রিয়শিষ্য কেশবদাসের কন্যা। যাও, ঘরে গিয়ে তাকে আগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকো।

[মহেশ্বরীর প্রস্থান।

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। এ আমায় কোথায় আনলেন প্রভু? চারিদিকে একি বিভীষিকাময় ঘন বন! আমি যে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

যোগা। ভয় কি মা, তুমি আমার হাত ধর। এই অন্ধকারটুকু পার হ'লেই সুন্দর আশ্রমে উপস্থিত হবে। নাও, চল।

সর্ব্বাণী। আমার যে ভয়ে বুক কাঁপছে।

যোগা। এ যে অন্যায় ভয় সর্ব্বাণী!

সর্ব্বাণী। আপনার আশ্রমত গ্রামপ্রান্তে! তবে আপনি এখানে নিয়ে এলেন কেন?

যোগা। নিয়ে এলুম কেন, একটু পরেই জানতে পারবে।

সর্ব্বাণী। না প্রভু! আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারব না।

যোগা। তুমি যেতে পারব না বললে, আমি তোমায় ছাড়ব কেন? তোমার বাপ তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করে গেছে।

সর্ব্বাণী। তাহলে আমাকে আপনার সেই গ্রামপ্রান্তের আশ্রমে নিয়ে চলুন।

যোগা। এও কি গ্রামের মধ্যে? না, এও গ্রামের প্রান্তে।

সর্ব্বাণী। এ যে গভীর বন, আমিত জীবনে এমন স্থান কখন দেখিনি!

যোগা। দেখনি, একবার দেখ! দরিদ্রের মেয়ে। কখন কি বিপদে পড়তে হবে, তার ঠিক কি?

সর্ব্বাণী। আমার পিতা ঐশ্বর্য্য আনতে গিয়েছেন।

যোগা। বেশ, আনলে তখন আর এস না!

সর্ব্বাণী। আপনার সে সৌম্যমূর্ত্তি, আর দেখতে পাচ্ছি না কেন প্রভু?

যোগা। এই হচ্ছে আমার প্রকৃত মূর্ত্তি। লোকালয়ে প্রবেশ করলে, পাছে আমাকে দেখলে লোকে ভয় পায়, এইজন্য আমি সৌম্য-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করি।

সর্ব্বাণী। আমার ভয় করছে, আমার বুক কাঁপছে।

যোগা। ভয় কি, চলে এস।

সর্ব্বাণী। দূরে—ওই দূরে—ওকি—ও সব কি ভয়ানক মূর্ত্তি? (চক্ষে হস্ত দিয়া উপবেশন) ওকি ভয়ানক শব্দ? দোহাই প্রভু! আমায় পরিত্যাগ করুন। আর একটু অগ্রসর হ'লে আমি বাঁচবো না।

যোগা। ভয় নেই, ওরা আমার পরিচারক। ওদের তুমি বৃথা ভয় করছ কেন?

সর্ব্বাণী। না প্রভু, আমায় পরিত্যাগ করুন।

যোগা। তোমায় কেমন করে পরিত্যাগ করব? তোমার পিতা আমার ওপর তোমার ভার দিয়ে গেছেন।

সর্ব্বাণী। পিতা এলে আমি তাঁকে বলব, আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাইনি।

যোগা। তোমাকে রক্ষা করবে কে?

সর্ব্বাণী। আমি নিজেই আপনাকে রক্ষা করবো।

যোগা। পারবে?

সর্ব্বাণী। পারব!

যোগা। পারবে?

সর্ব্বাণী। পারব।

যোগা। পারবে?

সর্ব্বাণী। পারব।

যোগা। বেশ, তবে এস।

সর্ব্বাণী। না, আমি আর আপনার সঙ্গে যাবনা।

[যোগানন্দের প্রস্থান।

(জনৈকা বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। কে মা তুমি এই বনের ধারে একলা দাঁড়িয়ে আছ?

সর্ব্বাণী। তুমি কে মা?

বৃদ্ধা। তুমি আগে বল তারপর সব বলছি।

সর্ব্বাণী। (মুখ তুলিয়া) আঃ! হ্যাঁমা তিনি চলে গেছেন?

বৃদ্ধা। কে মা?

সর্ব্বাণী। কে বলতে পারছি না। আমার বড় পিপাসা।

বৃদ্ধা। সুমুখে সুন্দর সরোবর! তার সুস্বাদু জল দেবতারা পান করেন। তুমিও পান কর।

সর্ব্বাণী। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ)

বৃদ্ধা। কি দেখছ? কথা কচ্ছ না কেন, কি দেখছ? পিপাসা পেয়েছে বললে,জল পান কর।

সর্ব্বাণী। এঁ্যা! সে, বন কোথায়?

বৃদ্ধা। এখানে বন কোথায় মা? এ যে আমার আশ্রম। ওই দেখ দূরে আমার আশ্রম কুটীর।

সর্ব্বাণী। তিনি কোথায়

বৃদ্ধা। তিনি কে? আমার কেউ তিনি ফিনি নেই। একজন ছিল, তা দুশো বছর আগে তার মাথা খেয়েছি।

সর্ব্বাণী। তা হ'লে তিনি নেই?

বৃদ্ধা। তিনি থাকবে না কেন—এখনও আমার ঢের তিনি আছে, তবে আসল তিনি অনেক কাল হ'ল মারা পড়েছেন—নাও জল খাবে?

সর্ব্বাণী। এঁ্যা—জল—জল?

বৃদ্ধ। হাঁ জল—তা এই সরোবরের খাবে, না আশ্রমের খাবে?

সর্ব্বাণী। আমাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে পার মা?

বৃদ্ধা। কোথায় তোমার বাড়ী?

সর্ব্বাণী। তাতো জানি না।

বৃদ্ধা। তাহ'লে কোথায় তোমায় আমি নিয়ে যাব?

সর্ব্বাণী। তাহলে কি হবে মা?

বৃদ্ধা। এই বারেইত মুস্কিল করলে। এত বড় মেয়ে হ'লে, গ্রামের নাম জান না।

সর্ব্বা। আমি ঘর ছেড়ে ত বেশী দূরে যাইনি। বেশী লোক দেখিনি। গ্রাম যে কি, তাই আগে জানতুম না, তা নাম জানব কেমন ক'রে?

বৃদ্ধা। বাড়ীতে তোমার কে আছে?

সর্ব্বাণী। মা আমাকে প্রসব ক'রেই প্রাণত্যাগ করেছেন।

বৃদ্ধা। তা হলে ত তুমি বড় দুঃখী!

সর্ব্বাণী। মা! আমি বড় দুঃখী।

বৃদ্ধা। তোমার বাপ আছে?

সর্ব্বাণী। আছেন, কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্য আনতে কোন্ দেশে গেছেন।

বৃদ্ধা। তাহলে, তুমি এই সমর্থ মেয়ে, তুমি একা বাড়ীতে কেমন করে' থাকবে?

সর্ব্বাণী। তা হলে কি করব মা?

বৃদ্ধা। যতদিন তোমার বাপ না ফেরেন, ততদিন তুমি আমার আশ্রয়ে থাক।

সর্ব্বাণী। আমার বাড়ী?

বৃদ্ধা। এই যে আমি খুঁজতে যাচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ তুমি আমার কুটীরে যাও।

সর্ব্বাণী। সেখানে কে আছে?

বৃদ্ধা। সঙ্গীর কথা বলছ? সঙ্গী ঢের আছে। গেলেই দেখেতে পাবে।

সর্ব্বাণী। না, তুমি আমার ঘরে যাবার পথ বলে দাও।

বৃদ্ধ। (উচ্চহাস্য) পথ বলে দেব—পথ বলে দেব—এইযে দিচ্ছি—দাঁড়াও না। ই ই ই ই (বিভীষিকা প্রদর্শন)

সর্ব্বাণী। পিতা—পিতা। কোথায় তুমি? আমাকে কার হাতে সমর্পণ করে চলে গেলে? কোথায় আছ এসো—আমি বড়ই বিপন্না, আমাকে রক্ষা কর। (চোখে হস্তদিয়া ক্রন্দন)

[বৃদ্ধার প্রস্থান

(মহেশ্বরী ও সখীগণের প্রবেশ)

মহে। বোনটী আমার ওঠ। বেলা হয়েছে ওঠ।

সর্ব্বাণী। এঁ্যা এঁ্যা! কে তুমি?

মহে। চেয়ে দেখ, আমি তোমার বড় বোনটী। ঘাড় হেঁট করে আছ কেন? কারে ভয়? তুমি এখানকার রাণী, তোমার ভয় কি?

সর্ব্বাণী। (চক্ষু মেলিয়া) আহা! কে তুমি?

মহে। এই যে বললুম, বোনটী। ঐ অদূরে আমার ঘর, আমার কেন তোমারই ঘর। তুমি সেখানকার রাণী, এরা তোমার ফুল-সখী। যাও সখীরে তোমাদের রাণীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

সখীগণ— গীত।

তোমায় কেমন করে রাখি;
তুমি নীলাকাশের কুসুম বিকাশ তরল কমল আঁখি।
হাতে ধরে নিয়ে যেতে পাছে যাও ঝ'রে,
ননীর গায়ে হাত দিতে তাই প্রাণ কেমন করে;
ভয়ে ভয়ে কাছে এসো, হিয়ায় রাখি ঢাকি,
বুকে বসো বুকের নিধি ধীরে ধীরে দেখি॥

[সকলের প্রস্থান।

(যোগানন্দের প্রবেশ)

যোগা। কি মা সর্ব্বাণীকে আশ্রমে পাঠালে?

মহে। পিতা! আপনিত করুণার সাগর। তবে কেন ঐ ক্ষুদ্র বালিকাকে এত ভয় দেখালেন, অমন কষ্ট দিলেন?

যোগা। ভগবানও ত করুণাময়! কিন্তু তাঁর করুণা জীব কর্ত্তৃক অনেক সময় কি কঠোর অনুভূত হয় না?

মহে। সর্ব্বাণীর প্রতি এই যে আচরণ, এও কি সেই করুণার অংশ?

যোগা। এখনও বালিকার প্রতি এরূপ আচরণের শেষ হয়নি। এখনও পর্য্যন্ত সে যদি আত্মরক্ষায় সমর্থ না হয়, তাহলে তৎপ্রতি আরও কঠোরতা প্রদর্শন করতে হবে। তোমাকেও আমি শিখিয়ে রাখছি, তুমিও যেন সব সময়ে তাকে আদর দেখিও না।

মহে। কেন, সেটা দয়া ক'রে কন্যাকে কি বুঝিয়ে দেবেন না?

যোগা। সর্ব্বাণী আজও পর্য্যন্ত যুবা পুরুষের মুখ দর্শন করে নি। যাঁদের বাল্যকাল থেকে সে দেখে আসছে, তাদের মধ্যে কেউ বৃদ্ধ—কেহ গুরুস্থানীয়। সুতরাং ঐ অনিন্দ্যসুন্দরীর মুখ দেখে যদি কোন যুবকের মন বিচলিত হয়, তাহলে তার আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ নয়ন ঐ বালিকার মনেও যে চাঞ্চল্য উপস্থিত করতে না পারে, তা কে বলতে পারে? তা হলেইত সব বুঝতে পেরেছ মা।

মহে। তা যদি হয়, তা হলেত বড়ই সমস্যার কথা?

যোগা। যুবক যুবতীর প্রথম দর্শন সংসারে কত যে বিষময় ফল উৎপন্ন করেছে, তার কি মা সংখ্যা আছে? আর জানত মা, প্রথম দর্শনে টলা মন দেবতাতেও সুস্থির করতে পারেন না। সুপাত্র মেলা বড়ই দুর্ঘট। গুণবান স্বামী রমণী বহুজন্মের পুণ্যফলে প্রাপ্ত হয়। সেত সব সময়ে আপনা আপনি আসে না। তাকে চেষ্টা ক'রে খুঁজে আনতে হয়। সর্ব্বাণীর এখন বহু যুবকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা। যদি বালিকা দুর্ভাগ্যবশে কোন অপাত্রে হৃদয়দান করে ফেলে, তাহলে তার চেয়ে দুঃখের কথা আর নাই। সেই জন্য বালিকার প্রাণে আমি এতই ভীতির সঞ্চার করেছি যে, এখন কিছুকালের জন্য তার হৃদয়ে প্রেম প্রবেশ

করতে পারবে না। এই সময়ের মধ্যে তোমার সৎশিক্ষায় সর্ব্বাণীর অনেকটা সংসারজ্ঞান জন্মান সম্ভব।

মহে। বুঝেছি। তাহলে ত দেখছি, তাকে একদণ্ডও ছেড়ে থাকা চলবে না।

যোগা। কিছুতেই না। সর্ব্বদা তার ওপর সতর্ক প্রহরীর কার্য্য করতে হবে। দেখো যেন কোন যুবক তার আশ্রমে প্রবেশ করতে না পায়। দেখ, তার বাপ আমাকে আত্ম-সমর্পণ করেছে।

মহে। যথা আজ্ঞা, আমি এখনি চল্লুম।

[প্রস্থান।

(শৈলেশ্বর ও গোবিন্দের প্রবেশ)

শৈলে। পিপাসায় প্রাণ যায় যে সখা!

গোবিন্দ। রাজকুমার ধৈর্য্য ধরুন, অত কাতর হলে ত পিপাসা নিবৃত্ত হবে না। বরং জল জল করে যতই ছুটবেন, ততই পিপাসায় আরও অস্থির হয়ে পড়বেন। একটু স্থির হয়ে অন্বেষণ করুন। অদূরে যেন কোন আশ্রমের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

শৈলে। কি অশুভক্ষণেই এদেশে মৃগয়া করতে এসেছিলেম! এক মায়ামৃগের সন্ধানে ছুটে এই বন ভূমে পিপাসায় আমাকে মরতে হল! জল—জল—

গোবিন্দ। অস্থির হবেন না রাজকুমার—অস্থির হবেন না। এই যে—এই যে! কে আপনি প্রভু?

(যোগানন্দের প্রবেশ)

যোগা। আমি একজন ভিখারী।

গোবিন্দ। দয়া ক'রে একজন তৃষ্ণার্ত্তের জীবন রক্ষা করুন। কোথায় জল আছে বলে দিন।

যোগা। কে আপনারা?

শৈলে। প্রাণ নিয়ে কাতর—ভিখারী হতেও অধম—জল—জল—আমার অন্য পরিচয় নাই। ভিখারী! আমায় জল ভিক্ষা দাও।

যোগা। এই অদূরে আমার কুটীর। এই পথ ধরে যান, আমার কন্যা গৃহে আছে, তার কাছে যান।

শৈলে। জীবন রাখ ভিখারী, জীবন রাখ। বহু পুরস্কার দেব ভিখারী, বহু পুরস্কার দেব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

সর্ব্বাণী।— গীত।

প্রাণ যে কাঁদিতে চায়, কেমনে বোঝাব তায়,—
কেমনে হৃদয় রাখি ধরে।
বলিলে শুনে না কথা, ওগো বুকে বড় ব্যথা,
সে অভাবে আকুল নিজ ঘরে॥
কাঁদিতে জনম নিছি, হাসিতে যে ভুলে গেছি,
নিতুই তরঙ্গ হৃদিসরে॥
ভাঙ্গিল মরম দ্বার, চারিদিকে অন্ধকার,
আমি না আমার আর কে রাখে আমারে॥

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। কি করলে, কি করলে বোন—আমার সর্ব্বনাশ করলে!

সর্ব্বাণী। এঁ্যা! কি করলুম! আমি কি সর্ব্বনাশ করলুম?

মহে। কি করলে—দেখ—চারিদিকে চেয়ে দেখ—আমার ফুলগাছ গুলি সব মেরে ফেললে? আমার এ নন্দন কানন মরুভূমি করলে।

সর্ব্বাণী। তাইত, একি হল? এই সাজান বাগান শুখিয়ে গেল কেন? এ সব ফুলগাছ গুলিকে কে মেরে ফেললে?

মহে। তুমি, আবার কে? তোমাকে আমি আশ্রমে এনে কি না সর্ব্বনাশ করলুম!

সর্ব্বাণী। আমি! আমি কেমন করে মারলুম দিদি?

মহে। শোকের গান গেয়ে মেরে ফেললে। আমার বুকে শেল নিক্ষেপ করলে! আমার এ আনন্দ-কানন। আনন্দময়ী আকাশ-গঙ্গার প্রবাহে ভেসে এসে আমার এই সমস্ত প্রিয় তরুলতা এখানে এসে আশ্রয় পেয়েছে। নিত্য আনন্দসুধা পান ক'রে তারা প্রফুল্ল। সামান্য তৃণগাছটী পর্য্যন্ত আনন্দ—কেবল আনন্দ—সকালে সন্ধ্যায়, দিবায় নিশায়, কেবল আনন্দ পান ক'রে বেঁচে আছে—তাদের তুমি কি না শোক-সন্তপ্ত ক'রে মেরে ফেললে! আমার এতদিনের সহচরী, অকালে শোক বিদলিত হয়ে কিনা মরে গেল!

সর্ব্বাণী। তাহলে আমি কি করলুম! আর কি তারা বাঁচবে না?

মহে। বাঁচে, এখনও বাঁচে—যদি তুমি আনন্দ সঙ্গীতে এই কাননভূমি পূর্ণ করতে পার, তা হলে এখনও বাঁচে। বিলম্ব করলে কিন্তু আর বাঁচবে না।

সর্ব্বাণী। আনন্দ? আনন্দ কেমন করে করব? প্রাণে আমার বড় যাতনা। মনে আমার বিষম ভয়, আমি কেমন ক'রে আনন্দ করব দিদি?

মহে। তা আমি কেমন ক'রে জানব? যদি আমার গাছগুলি পুনরুজ্জীবিত করতে চাও, তাহ'লে যেমন ক'রে পার, আনন্দ কর। আমার কথা শোন, আমার অনেক যত্নের রচিত উদ্যান। যদি তোমা হতে এ বাগান মরুভূমে পরিণত হয়, তা'হলে আমি আর আসব না। আমি এখন চল্লুম। সন্ধ্যায় আর একবার ফিরব। তখনও যদি বাগানের এই অবস্থাই দেখি, তাহ'লে আর আসব না। [প্রস্থান।

(নেপথ্যে শৈলেশ্বর ও গোবিন্দ)

শৈলে। জল—জল—জল—পিপাসায় প্রাণ যায়। জল—

গোবিন্দ। সুন্দরি! যদি জল নিকটে থাকে শীঘ্র দাও।

শৈলে। তৃষ্ণায় প্রাণ যায়। জীবন রক্ষা কর—সুন্দরী জীবন রক্ষা কর।

সর্ব্বাণী। এ্যাঁ—জল! কে চাইলে—কে কথা কইলে? তরু! তুমি? লতা! তুমি? তোমাদের আমি তৃষ্ণার্ত্ত করে, মেরে ফেললুম! আনন্দ! এস আনন্দ! কোথা আছ—এস, এসে আমার হৃদয় পূর্ণ কর। আনন্দ! আনন্দ! [প্রস্থান।

উভয়ে। জল—জল।

(শৈলেশ্বর ও গোবিন্দের প্রবেশ)

শৈলে। আনন্দ! আনন্দ! তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত প্রাণ আমি। একফোঁটা জলের কাঙ্গালী আমি—নিষ্ঠুরে! শুনে তোমার আনন্দ! ফিরে চেয়ে দেখলে না। আর কেন সখা ঘরে যাও, আমার জীবন শেষ। [শয়ন।

গোবিন্দ। কি হল! রাজকুমার! রাজকুমার! জল—জল—ঐ জল। আমার স্কন্ধে ভর দাও। ঐ দূরে অপূর্ব্ব সরোবর—ঐ দেখুন প্রস্ফুটিত কুমুদ-কহ্লার—ঐ দেখুন নীলজলে সঞ্চরমান শ্বেত শতদলের ন্যায় লীলামুখর রাজহংস, আসুন রাজকুমার—উঠুন রাজকুমার! মুহূর্ত্তের জন্য সবলে জীবন ধারণ করে উঠে আসুন।

শৈলে। মরীচিকা—মরীচিকা!

গোবিন্দ। রাজকুমার! রাজকুমার! তাইত কি হল! রাজকুমার! অনন্ত ঐশ্বর্য্যের

ঈশ্বর হয়েও শেষে কি না আপনাকে এক বিজন বনে, সামান্য একফোঁটা জলের জন্য প্রাণ দিতে হল! হা ভগবান কি করলে? রাজকুমারের আজ একি পরিণাম! রাক্ষসি! পিশাচি! তৃষ্ণার্ত্তকে এক ফোঁটা জল দিতেও তুই কৃপণতা করলি! রাজকুমার—রাজকুমার! জল—সুমুখে জল—আমি এখনি আনছি।

[প্রস্থান।

(জলপাত্র হস্তে মহেশ্বরীর প্রবেশ
সুশ্রূষা করণ ও প্রস্থান)

শৈলে। আ! কি সুন্দর সুখময় স্বপ্ন! কি দিগ ব্যাপিনী কাঞ্চন-বরণী ঊষা! আর ওকি? সেই ঊষা-হৃদয়ে আরোহণ ক'রে, খণ্ড জলদ-পুষ্প মালা হাতে ধ'রে কে তুমি চারুনেত্রে? কার আগমন প্রতীক্ষায় তুমি দাঁড়িয়ে আছ?

[প্রস্থান।

সর্ব্বাণী। (প্রবেশ) জাগছে, জাগছে, এই যে সব জাগছে, এই আনন্দ! এই আনন্দে তোমরা জীবন পাও! এই আনন্দের অভাবে তোমরা শুকিয়ে যাও! আহা নিরানন্দ হয়ে, তবেত তোমাদের আমি বড়ই কষ্ট দিয়েছি। আর নিরানন্দ হব না, আর তোমাদের কোমল প্রাণে আঘাত দেব না। জাগো—আবার জাগ প্রকৃতি সুন্দরী! আবার জাগ সহচরী!

সর্ব্বাণী। গীত।

তোল মুখখানি জাগো ফুলরাণী,
মধুর বিলাস রঙ্গে।
জাগো তরুসাথে তরুবিলাসিনী,
জড়াও প্রাণেশ অঙ্গে॥
তরুশিরে জেগে, নব অনুরাগে,
ধরলো বিহগী গান;
পর দেশ হ'তে, মলয় মারুত,—
এসো দ্রুত ঢাল প্রাণ॥
জাগহ তরঙ্গ মৃদু দুলে, ভাসলো মরালী প্রাণ খুলে;
কমলিনী জাগো সঙ্গে।
ধর দলে শত, আকুল চুম্বিত, নব জাগরিত ভৃঙ্গে॥

(শৈলেশ্বর ও গোবিন্দের প্রবেশ)

শৈলে। প্রাণ বাঁচল, কিন্তু কে বাঁচালে তাও জানি না। রমণী যদি এত হৃদয়হীনা—সম্মুখে পিপাসিত মৃতপ্রায় অতিথিকে পরিত্যাগ ক'রে, আনন্দ করতে করতে চলে যেতে পারে, তবে এ সংসারে থেকে লাভ কি?

গোবিন্দ। সকলেই কি সেই পাপিষ্ঠার মত হৃদয়-হীনা—ভিখারীর মেয়ে আজীবন পরের কাছে চেয়ে নিজেই পুষ্ট হয়েছে, সে কাউকেও কিছু প্রাণ ধ'রে দিতে পারবে কেন?

শৈলে। কিন্তু রাজপুত্র আমি। আমার সম্মুখে এই অতিথি-প্রত্যাখ্যানরূপ গুরু অপরাধ,—তার শাস্তি না দিলে যে, আমি দেবতার চক্ষে অপরাধী হব।

গোবিন্দ। আর কাজ নেই। ক্ষুদ্র জ্ঞান-হীনা নারী—ক্ষমা করুন রাজ কুমার!

শৈলে। না সখা, সে ক্ষমার অযোগ্যা। এই আশ্রমে কোথায় আছে সন্ধান কর, আমি তার দণ্ডবিধান করব।

গোবিন্দ। আপনি তার আশ্রমে অতিথি।

শৈলে। অতিথি? কিসের অতিথি? গৃহস্থের কার্য্যই যখন সে করলে না, তখন আমি অতিথির সম্বন্ধ স্বীকার করতে যাব কেন? তুমি তার সন্ধান কর—এই যে—এই যে—তবেরে হৃদয় হীনা পিশাচী—

(পশ্চাৎ হইতে কেশাকর্ষণ ও অস্ত্র উত্তোলন)

সর্ব্বাণী। ওগো! কে আছ রক্ষা কর—রক্ষা কর—র-ক্ষা—

গোবিন্দ। হত্যা করবেন না। দোহাই রাজকুমার, নারীহত্যা করবেন না।

শৈলে। এ্যা! এাঁক! একি! পৌর্ণমাসী কৌমুদীর সকল শুভ্রকান্তিধারিণী, রূপভার-নমিতাঙ্গী একি সুন্দরী!—সখা—সখা! এ আমি কি করলুম?

গোবিন্দ। তাইত রাজকুমার, একি অপূর্ব্ব রূপ! (মূর্চ্ছিতা সর্ব্বাণীকে ভূমিতলে রক্ষা) কি করলেন—কি করলেন?

(যোগানন্দের প্রবেশ)

যোগা। পুরস্কার—যথেষ্ট পুরস্কার! আমার অতিথিসৎকারের ফল—রাজপুত্র! নন্দিনী-বধে পুরস্কার! মাল দ্বীপের রাজকুমার—রাক্ষস রাবণের সঙ্গে তোমার আর প্রভেদ কি? সেও অতিথি-পরায়ণা সীতার কেশাকর্ষণ করেছিল, তুমিও তাই করেছ। সে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হয়েছিল, তুমি কি এ দুষ্কর্ম্মের সামান্য মাত্রও ফল ভোগ করবে না? বুঝেছি, তুচ্ছ ভিখারী তোমার কি করতে পারে, এই ভেবে তুমি এই পাশবিক অত্যাচারে সাহস করেছ।

শৈলে। দেবতা ক্ষমা করুন—আমি না জেনে মোহাবৃত হয়ে এই কার্য্য করেছি।

গোবিন্দ। অজ্ঞানকৃত অপরাধ—ক্ষমা করুন।

যোগা। সর্ব্বাণী! মা!

সর্ব্বাণী। কেও পিতা!

যোগা। পশ্চাতে নিরীক্ষণ কর না। উঠে এই মুহূর্ত্তেই অবনত মস্তকে স্থানত্যাগ কর।

[সর্ব্বাণীর প্রস্থান।

যোগা। শোন রাজকুমার! মানুষ হয়ে যেমন তুমি রাক্ষসের ন্যায় আচরণ করলে, আমার সরলা পবিত্রা নন্দিনীর কেশাকর্ষণ ক'রে রাবণের ন্যায় অতিথির মর্য্যাদা নষ্ট করলে, তেমনি তুমি অবিলম্বে রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ কর। আর তোমার সঙ্গে তোমার রাজ্যও রাক্ষসপুরীতে পরিণত হোক। তোমার আত্মীয় বন্ধু প্রজা সকলে মনুষ্যত্বহীন জীবন নিয়ে তোমার পাপের ফল ভোগ করুক। মহেশ্বরী!

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। একি করলেন পিতা?

যোগা। যাও মা! এই মোহান্ধ হৃদয়হীন অভাগ্যকে তার দেশে নিয়ে যাও।

মহে। প্রভু! আমি এই যুবকের হয়ে আপনার করুণা ভিক্ষা করি। বলুন পিতা! দয়া করে বলুন, কেমন ক'রে রাজপুত্র এ ভীষণ শাপ থেকে উদ্ধার পায়?

যোগা। উদ্ধার? বড়ই কঠিন। তবে যদি কোন করুণাময়ী কুমারী এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখেও রাজপুত্রকে স্বেচ্ছায় আত্মদান করে, তাহ'লে এ যুবক উদ্ধার পেতে পারে।

মহে। এস রাজকুমার সঙ্গে এস।

[মহেশ্বরী ও শৈলেশ্বরের প্রস্থান।

যোগা। এস যুবক, তুমি আমার সঙ্গে এস। এই অত্যাচারিতা বালিকার পিতা, কোনও কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়েছে। সে ব্যক্তি যতদিন না ফেরে, ততদিন এই বালিকার অভিভাবকস্বরূপ হয়ে তার ভার গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্রতীরস্থ স্থান।

ত্র্যম্বক। গীত।

কত মনে জাগে বাসনা।
ও মন ধরতে তোমায়, দিন চলে যায়,
তবু ধরা হ'ল না॥
কথায় বলি তুমি আমার মন,
আমি তোমার দাদার দাদা তুমি যাদুধন

তবে দড়ি দিয়ে নাকে, কেন দাদা ঘুরণী পাকে,
ঘোরাও আমায় যখন তখন মায়া রাখো না।
একটু নরম গোছের দাও হে টান,
নাক ছেড়ে ভাই ধর কাণ,
নইলে মোহের ঘোরে দিন যে গেল
বুদ্ধি ঘটে এল না॥

(কেশবদাস ও ত্র্যম্বক)

কেশব। ভাই ত্র্যম্বক! তোমার ঋণ আমি এ জন্মে পরিশোধ করতে পারব না। পূর্ব্ব জন্মে তুমি আমার কোন পরমাত্মীয় ছিলে, আমার সম্পদ সময়েও তোমার ন্যায় :সথার দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। বৃদ্ধ বলে দয়া করে তাকে যে বিপদ আপদে রক্ষা করে আসছ, এরূপ মহৎকার্য্যের প্রতিদান আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। বৃদ্ধ আমি, তোমাকে কেবল আশীর্ব্বাদ করতে পারি, যে সুখে যে আনন্দময় জীবন নিয়ে তুমি অবস্থান করছ, এক দিনের জন্যও যেন সে সুখ ও সে আনন্দ হতে তুমি বঞ্চিত না হও।

ত্র্যম্বক। বস্! তাহলেই আমার ঋণ মায় সুদ সমস্ত পরিশোধ হয়ে গেল। উল্টে বরং কিঞ্চিৎ ঘাড়ে চেপেছে। আমি গরীব, এ ঋণ কেমন করে পরিশোধ করি ঠাকুরদাদা? আপনার ন্যায় বৃদ্ধ সাধুর আশীর্ব্বাদে কি না হতে পারে? যাক, এখন এক কাজ করুন, কিছু ক্ষণের জন্য শিলাতলে বসুন, আমি নিকটে কোন আশ্রয়ের অনুসন্ধান করি।

কেশব। বড় অসময়ে আমরা এ দ্বীপে উপস্থিত হয়েছি। জাহাজের লোকে গভীর রাত্রে আমাদিগকে এখানে নাবিয়ে দিয়ে গেছে। এখন এ বিদেশে কোথায় কার সন্ধান করবে ভাই?

ত্র্যম্বক। তবে কি সমস্ত রাত এই সমুদ্র তীরে বসে রাত্রি যাপন করব? আসল কথা বলতে কি দাদা সমুদ্রের দিকে চাইতে আমার প্রবৃত্তি নাই। তিন দিন জাহাজে কেবল একক্রমে বমি করেছি। এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত পেটে রাখতে পারিনি। এখন কেবল দুই চারটা ক্ষীণ নাড়ী পেটের মধ্যে অবশিষ্ট আছে। সমুদ্র দিকে চাইলে এবারে সেই ক'টি উঠে যাবে।

কেশব। তাহ'লে তুমি একটু অপেক্ষা কর না—আমি একবার খুঁজে আসি, জাহাজে চড়া আমার চিরকাল অভ্যাস ছিল, আমার কোন কষ্ট হয় নি। বরং এ তিন দিন জাহাজে আমি বড়ই সুস্থ ছিলাম। আমি বলি তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই একবার চেষ্টা করে আসি, দেখি কোন স্থান মিলে কি না।

ত্র্যম্বক। না দাদা! এ অপরিচিত দেশে আমি আপনাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না! আপনি বসুন, আমি খুঁজে আসি।

কেশব। না হে ভায়া, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না। জাহাজে চড়ার মর্ম্ম তুমি কিছুই জান না। জাহাজে ছিলে জল পর্য্যন্ত তোমার উদরে স্থান পায়নি, এখন নেবেছ অল্পক্ষণের মধ্যে তুমি এমনি ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়বে যে, চোখে কাণে তুমি আর কিছুই দেখতে পাবে না। এক পাও চলা তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমি জানি তাই যেতে চাচ্ছি। ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা আমার অভ্যাস আছে, কিন্তু তোমার নেই। তাই বলি। আমার কথার প্রতিবাদ করো না।

ত্র্যম্বক। যে আজ্ঞা! আমার গা টলছে, আমি এই পাথরটার ওপর কিছুক্ষণ বসি, আপনি সন্ধান করে আসুন। কিন্তু বেশী দূর যাবেন না। সন্ধান না পান, অমনি অমনি ফিরে আসবেন।

[কেশবের প্রস্থান।

ত্র্যম্বক। (উপবেশন) তিন দিন পেটে অন্ন জল যায়নি। দাদা বললেন এই বারে তিন মাসের ক্ষিধে এসে আমার ঘাড়ে চাপবে। আ—হরি! তাকি আর আসতে পারে? সেই পঞ্চাশৎ অন্নব্যঞ্জনঘাতিনী ক্ষুধা। তিনি কি আর আমার উদর মধ্যে প্রবেশ করবেন? হয়ত করবেন, দাদা কি আর মিথ্যা কথা বললেন! দরকার কি—দাদা বৃদ্ধ সাধু, তাঁর মিথ্যা বলবার দরকার কি? তাহ'লে ক্ষুধা আমার উদরে অবশ্যই আগমন করবেন। আগমন করবেন কি, বোধ হয় যেন করছেন। বোধ হয় কেন, নিশ্চয় করছেন। পেটের ভেতর নানা জাতীয় শব্দ হচ্ছে। তিন দিন কেন, যেন তিন মাসের ক্ষিধে চার দিক থেকে এসে আমার অসহায় দুর্ব্বল উদরটীকে আক্রমণ করতে আসছে! সর্ব্বনাশ! তাহ'লে উপায়? এখানে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় হবে না, দাদার সঙ্গে যাই। তাইত, তাইত, এ। যে প্রবল ক্ষুধা! ওরে বাবা এ হলো কি? চোখে কাণে যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হাত পা যে অবসন্ন হয়ে এল! দাদা, দাদা, ও ঠাকুরদা, কথা বেরোয় না, ঠোঁট পর্য্যন্ত এসে বেরোয় না—এঁ্যা —একি হ'ল? গা যে ঢলে পড়ল, চোখ যে বুজে এল! ও বাবা এ রাজ্যে কে কোথায় আছ দয়া করে কিছু গালে দিয়ে যাও। হে বাবা মালদ্বীপ! তোমার এখানে অতিথি এসে না খেয়ে মলে তোমার যে পাপ হবে বাবা! মলে তোমাকে ক্ষিধেয় হাহা করে মরতে হবে, দোহাই বাবা! কিছু খেতে দাও। আ—মালদ্বীপ! বাপ্‌রে আমার! (শীলাতলে চিৎ হইয়া শয়ন)

(যমুনার প্রবেশ ও ফলদান এবং শুশ্রূষাকরণ)

[ত্র্যম্বক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ত্র্যম্বক। (উপবেশন ও উদরাদি পরীক্ষা) ও বাবা! ক্ষিদে এলই বা কিসে—গেলই বা কিসে? চারিদিকে আহারের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। এই যে মেওয়া ফলের ছড়াছড়ি! কি হল, কে দিলে—তৃপ্তির সহিত আহার—কে যোগালে? মালদ্বীপ বলে ডাকলুম, আর সত্যি সত্যি মালদ্বীপ এসে খোরাক দিয়ে গেল নাকি? বা—বা! অন্যমনস্কে কি চমৎকার তাম্বুল চর্ব্বণ করছি। বস্! তাহ'লে স্থির হল আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি। বাবা দ্বীপ! সবই যদি করলে—তাহলে—দয়া করে—একটি ফুরসি করে এক কল্‌কে অম্বুরি তামাকের যোগাড় করে দাও বাবা!

(পশ্চাৎ হইতে ছদ্মবেশী ভৃত্য কর্ত্তৃক সজ্জিত তামাকু প্রদান) ও বাবা! একি! পিঠে ছ্যাঁক করে লাগল কি! (পশ্চাদ্দর্শন) বা! বা! একি! কে দিলে? (উঠিয়া চারিদিক অন্বেষণ) দূর ছাই—কে দিয়েছে জানবার দরকার কি? যে খাইয়েছে সেই দিয়েছে, চেয়েছি—পেয়েছি—খাই। (ধূমপান) যাক্; এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে নিদ্রা। যাও বাবা মালদ্বীপ! তোমার হুঁকো নিয়ে যাও। (শয়ন ও নিদ্রা)

[ভৃত্যের হুঁকা লইয়া প্রস্থান।

কেশব। (বেগে প্রবেশ) ভায়া—ভায়া!

ত্র্যম্বক। (উঠিয়া) কি দাদা? কি দাদা?

কেশব। জাহাজ ডাক—জাহাজ ডাক—

ত্র্যম্বক। কেন—কেন?

কেশব। আরে ডাক, চীৎকার করে ডাক, পরে বলব—পরে বলব ডাক—ডাক, এই বেলা চীৎকার করে ডাক।

ত্র্যম্বক। কোন দরকার নেই দাদা, কোন দরকার নেই।

কেশব। আরে মূর্খ! প্রাণ বাঁচাতে চাও ত এই বেলা ডাক। নইলে কেন রাক্ষসের পেটে যাবে? শীঘ্র ডাক।

ত্র্যম্বক। (সবিস্ময়ে) রাক্ষস? না—না জাহাজে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মালদ্বীপ স্বয়ং অতি ভদ্রলোক—দাদা, শ্বাশুড়ীতেও এত আদর করে না, একপেট আহার, একমুখ পান। কোন ভয় নেই—কোন ভয় নেই—ক্ষিধে যদি পেয়ে থাকে—এই খানে শয়ন কর, তারপর নিদ্রা—কিছু ভাবতে হবে না, সব আপনি যোগান আসবে। পেট ভরে যাবে।

কেশব। একি বলছ ত্র্যম্বক? পাগল হয়ে গেলে নাকি? শোন, আমরা সর্ব্বনাশ করেছি—না বুঝে ভয়ঙ্কর দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি। এদেশে মানুষ নেই। বাঁচতে চাওত এই বেলা প্রস্থান করবার চেষ্টা কর।

ত্র্যম্বক। আমি বলি আপনি যদি বাঁচতে চান, তাহ'লে শিলাতলে শয়ন করুন। আমি বলছি প্রাণ বাঁচবে। আপনি বসুন, বসে স্থির হয়ে চিৎ হয়ে শু'ন। তারপর আমি আপনার বাঁচবার ভার নিচ্ছি! আমার বোধ হচ্ছে আপনার মাথা গুলিয়ে গেছে। শু'ন—শু'ন—শুয়ে পড়ুন।

(উভয়ের শয়ন ও পূর্ব্ববৎকার্য্য)

কেশব। (উঠিয়া) তাই কি? তাই কি? মাথাই কি গুলিয়ে গেল? তাহ'লে—ক্ষুন্নিবৃত্তি কেমন করে হ'ল? যেমনি মনে করেছি ক্ষিধে—অমনি বোধ হ'ল যেন চারদিক থেকে পাকা পাকা ফল ঘুরতে ঘুরতে এসে আমার গালে পড়তে সুরু করলে। আমি অন্যমনস্কে যেন সব গিলতে সুরু করলুম!

ত্র্যম্বক। নাও, তামাক খাবে? বল ফুরসি ডাকি!

কেশব। একি হল ভাই?

ত্র্যম্বক। (হাস্য)

কেশব। ওকি হাসচ কেন?

ত্র্যম্বক। ঠাকুর দাদা! আমারও ওই রকম হয়েছে!

কেশব। (সহাস্যে) তোমারও তাই!

ত্র্যম্বক। (হাস্য) দাদা আমারও তাই।

কেশব। তোমারও তাই?

ত্র্যম্বক। সুধু তাই নয়। তার ওপর এক ফ্‌রসী অম্বরী তামাক।

কেশব। এ্যাঁ! বল কি? তাহলে কি এ? ব্যাপারখানা কি?

ত্র্যম্বক। ব্যাপার জানবার দরকার কি দাদা? দ্বীপ দাদা দিয়েছে। আজকের রাত্রের মতন বিশ্রাম করুন, ব্যাপার কাল বোঝা যাবে। ও দাদা! দাদা!

কেশব। কি? কি?

ত্র্যম্বক। তল্‌পি তল্‌পি।

কেশব। তল্‌পি কি?

ত্র্যম্বক। চল্‌ল! তল্‌পি চল্‌লো।

কেশব। সর্ব্বনাশ করলে। বল্লুম হতভাগা চল্। তল্পী চলে যে! জাহাজ ডাক—জাহাজ ডাক। জাহাজ—জাহাজ—

ত্র্যম্বক। ও দাদা! ও কি গো? (কেশবকে জড়াইয়া ধরিল)

কেশব। আরে ছাড়, ছাড়—জাহাজ ডাক, জাহাজ ডাক্। [প্রস্থান।

(ছদ্মবেশিনী যমুনা) ত্র্যম্বকের প্রতি। এই যে—এই যে। এসেছ—এসেছ?

যমুনা। বঁধুহে!

ত্র্যম্বক। কেন হে?

যমুনা। এতদিন কোথায় ছিলে?

ত্র্যম্বক। এই যে বলছি, এই যে বলছি। (বলিতে বলিতে পলায়ন)।

(মহেশ্বরী ও কেশবের প্রবেশ)

কেশব। তুমি কে মা?

মহে। আমি একজন সন্ন্যাসী।

কেশব। এ সব কি বিভীষিকা দেখলুম মা?

মহে। অল্পদিন হ'ল ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হয়ে এ দেশের সমস্ত অধিবাসী রাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

কেশব। একেবারে সমস্ত দেশের অধিবাসী রাক্ষস। তারা এমন কি পাপ করেছে মা?

মহে। ওরা কিছু করেনি। ওদের রাজা কোন মহৎ পাপ করেছিল, অসহায়া কোন ঋষি-কন্যার মর্য্যাদা নষ্ট করতে গে'ছল! ঋষি তাই তাকে অভিসম্পাত প্রদান করেন। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, তাই সমস্ত অধিবাসীর এক দশা!

কেশব। উদ্ধার পাবার উপায় নাই?

মহে। উপায় আছে, কিন্তু সে উপায় বড় কঠিন! একরূপ অসম্ভব! যার অপমান সেই ঋষিকন্যা যদি কখন দয়া করেন তবেই উপায়, নইলে নেই। তুমি যদি পার এই মুহূর্ত্তেই স্থান ত্যাগ কর।

কেশব। কিন্তু আমার একটী আত্মীয় যে বিপন্ন।

মহে। তার দিকে লক্ষ্য করতে গেলে নিজের প্রাণ বাঁচবে না। তারে পরিত্যাগ করে চলে যাও।

কেশব। তা কেমন করে পারি মা? সে যে আমারই হিতসাধনের জন্য আমার সঙ্গে এসেছে।

মহে। বেশ, তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। [প্রস্থান।

কেশব। মৃত্যু যদি হয় তবে কি করব? তা বলে এ দুঃসময়ে তাকে পরিত্যাগ করতে পারিনি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উপবন।

ত্র্যম্বক।

ত্র্যম্বক। রাম রাম রাম রাম! বড় রক্ষে পেয়ে এসেছি! রাক্ষসীর হাত এড়িয়ে যে বেঁচে আসব, এ আমার মনেই ছিল না। বাপ! কি বিষম বিকট বিপর্য্যস্ত বীভৎস চেহারা! রাম রাম রাম রাম! রাক্ষসী পথ হারিয়ে ফেলেছে। পেগুর টাট্টুর মতন পা চালিয়েছি, রাক্ষসীর ক্ষমতা কি সে আমার সঙ্গে ছোটে, হাজার হোক জাতটা অবলা ত? যাক্, এইবারে হাঁপ ছেড়ে পালাবার পথ দেখতে হবে। রাম রাম রাম রাম।

নেপথ্যে। প্রাণেশ্বর।

ত্র্যম্বক। ও বাবা।

নেপথ্যে। বলি ও প্রাণেশ্বর!

ত্র্যম্বক। ও বাবা! কি গিঠকিরি দেওয়া আওয়াজ!

নেপথ্যে। বলি উত্তর দিচ্ছ না যে?

ত্র্যম্বক। না, প্রাণ আর বাঁচলো না।

নেপথ্যে। মনে করছ খুঁজে পাব না?

ত্র্যম্বক। ও বাবা।—একি চেহারা? এ যে রূপের মাত্রা চড়ে উঠলরে।—এই হাত, এই পা, এই দাঁত। ভগবান! অদৃষ্টে আমার এই লিখেছিলে? শেষকালে আমাকে রাক্ষসীর হাতে পড়ে মরতে হ'ল! না, ও কি? রাক্ষসীর রূপ যে বদলাতে লাগলো? ছেল কাল্‌চে, হলো লাল্‌চে।—বাবা। লাল নীল হোল্‌দে! বস্—একেবারে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরী! ও বাবা! এ যে সর্ব্বনেশে মায়াবিনি রাক্ষসী! এই চোখ বুঝে বসলুম। গেছি না যেতে আছি। আসুক শালী, কি করে একবার দেখি।

(যমুনার প্রবেশ)

যমুনা। প্রাণেশ্বর!

ত্র্যম্বক। চোপ।

যমুনা। চোখ বুজে বস্‌লে যে?

ত্র্যম্বক। আমি জপ ক'রছি।

যমুনা। অধিনীর প্রতি একবার কৃপা কটাক্ষে চাও।

ত্র্যম্বক। হদিস পাওয়া গেছে। চোখ বুজে থাকলে রাক্ষসীতে ধরতে পারে না।

যমুনা। কি বল? ভাল, দেখতে না চাও, চোখ বুজেই একটা কথা শোন। ছিছি পুরুষ, তোমার প্রাণই কি এত বড় হল?

ত্র্যম্বক। আচ্ছা বল্ রাক্ষসী। ঐ দূর থেকে কি বল্‌বি বল্।

যমুনা। আমি তোমার আশায় প্রাণ ধারণ করে আছি। এমন রূপ তোমার, ভগবান কি তোমায় এক বিন্দু ভালবাসা দেয়নি?

ত্র্যম্বক। (অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া অবস্থান) কৈ! খুঁজে ত পেলুম না।

যমুনা। দেখ ভাল করে খুঁজে দেখ। প্রেমহীন জীবন—সংসারের সরস বাতাস সইতে পারে না। স্পর্শ মাত্রেই অশেষ যন্ত্রণায় মরে যায়। দেখ, প্রাণ তন্ন তন্ন করে দেখ।

ত্র্যম্বক। কই! বুঝতে পাচ্ছি না—হাঁহাঁ আছে আছে, কিছু আছে। সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু সে টুকু সব মুখে, প্রাণে নেই।

যমুনা। ঐ মুখের ভালবাসাই আমায় দাও।

ত্র্যম্বক। কেন—কি হবে?

যমুনা। আমি প্রাণে বাঁচব।

ত্র্যম্বক। (স্বগতঃ) আরে ম'ল—এত বড় বিপদেই পড়া গেল! পৃথিবীর মধ্যে কত সুন্দরীর হাত এড়িয়ে শেষে কিনা রাক্ষসীর পাল্লায় পড়লুম?

যমুনা। কি ভাবছ—বল না?

ত্র্যম্বক। ও কিছু পাবি না,—যাঃ।

যমুনা। প্রাণেশ্বর! অধীনীর প্রতি এত নিদয় হ'য়ো না।

ত্র্যম্বক। প্রাণেশ্বরি! অধীনের প্রতি এত সদয় হ'য়ো না।

যমুনা। তবেরে নিষ্ঠুর! ধরা নাকি পড়বে না? রাক্ষসীর সঙ্গে চাতুরী করে তুমি জিতে যাবে? আর আমার তোমার সঙ্গ নেবার প্রয়োজন নাই। তোমার শূন্য প্রাণ এতদিনে পূর্ণ হয়েছে। আজ হ'তে তোমারই মূর্খতায় সেই প্রাণ আমি অধিকার করেছি। আমি চললুম।

ত্র্যম্বক। তাইত কি করলুম?

যমুনা। কি করলে তুমিই বল না। যদি সত্যবাদী হও, তাহলেই বুঝতে পারবে কি করেছ।

ত্র্যম্বক। প্রাণেশ্বরী, ও আমার তামাসা।

যমুনা। ভাল কিছুই পাচ্ছিলুম না—তামাসার প্রাণটাও ত পাওয়া গেল। প্রাণেশ্বর! তোমার প্রাণ নিয়ে আমি চললুম।

ত্র্যম্বক। তাইত আমি কি করলুম? প্রাণেশ্বরী বলে ফেললুম! প্রাণেশ্বরী! না না —থুড়ী থুড়ী—রাক্ষসী। তাইত আমি কি করলুম! থুড়ী—থুড়ী—রাক্ষসী—রাক্ষসী—

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। আর থুড়ী! আর রাক্ষসী! বাছা! বুদ্ধির অহঙ্কার কর, আর একটা তুচ্ছ রাক্ষসী বালিকার কাছে হেরে গেলে?

ত্র্যম্বক। ও বাবা! তুমি আবার কে?

মহে। আমিও তোমার মতন ওই রাক্ষসীর প্রেমে মুগ্ধ। ওরই প্রেমের টানে আমি তোমার মতন এইখানে পড়ে আছি।

ত্র্যম্বক। হাঁ বাছা তুমি বলত, রাক্ষসী কি কখন প্রেয়সী হয়?

মহে। সে ঐ বালিকাই বুঝবে। কিন্তু তুমিত তার পতিত্ব অস্বীকার করতে পার না। ও বুঝছে তুমি সত্যবাদী। তুমি একবার যা বলেছ, তা আর প্রত্যাহার করতে পারবে না। এখন আর কাউকে প্রাণ দিতে হলে, ওই রাক্ষসীর কাছে তা ভিক্ষা চাইতে হবে। কেননা সে তোমার প্রাণ করায়ত্ত ক'রে নিশ্চিন্ত মনে চলে গেছে। বাঁচে, তোমার প্রাণ বজায় রইল—মরে—তোমার প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

ত্র্যম্বক। একটা কথা ভুলে বলে ফেলেছি বলে কি, রাক্ষসীকে সত্যি সত্যি প্রেয়সী করতে পারি?

মহে। তা সে তুমি বোঝ। [প্রস্থান।

ত্র্যম্বক। দূর ছাই কি করলুম!

গীত।

প্রেয়সী রাক্ষসী শশী, গজদন্তে লাগিয়ে মিশি,
কি বল্‌বো আর, আসছে কাশি—বলা হল না।
তোমার রূপের বালাই নিয়ে, যে মরে সে মরুক গিয়ে,
আমি নাকে তৈল দিয়ে ছড়াই হস্ত পা॥
কটা চক্ষে কি কটাক্ষ, ভয়ে আমি কর-পক্ষ,
এক খাপিতেই হয় যে মোক্ষ—বাবারে বাবা॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

কেশব।

কেশব। হা—ভগবান! এ কি করলে? এ আমাকে কোথায় এনে ফেল্‌লে? বৃদ্ধ বয়সে অর্থলালসায় উন্মত্ত হয়ে আপনাকেও মারলুম, এক পরম সুহৃৎ যুবককেও মেরে ফেললুম। আর সর্ব্বাণী মা! তোমাকেও বুঝি জন্মের মত হারালুম! তা যা হ'ক্—এ রাক্ষসের দেশে এমন অপূর্ব্ব স্থান কোথা থেকে এল? যেন কোন রাজার প্রাসাদ। অতুল ঐশ্বর্য্য, অপরূপ সৌন্দর্য্যের আধার, কি আশ্চর্য্য কোন রাক্ষসই ত এর ভিতর প্রবেশ করে আমার অনিষ্ট করতে পারলে না? এ জনশূন্য অপূর্ব্ব প্রাসাদের রাক্ষস দূর করবার একি বিচিত্র শক্তি? ক্লান্ত হয়ে সুকোমল শয্যায় রাত্রি যাপন করলুম। ক্ষুধায় সুভোজ্য আহার পেলুম। কিন্তু কে দেয়—কে সেবা করে—কিছুই বুঝলুম না। হলে কি হবে, বেরুতে ত পারব না। বেরুলে রাক্ষসে খাবে। থাকলে চিন্তায় পুড়িয়ে মারবে। কি করি, কোথায় যাই! কেমন করে এস্থান থেকে উদ্ধার পাই? ঐ যে ফটকের ভেতর দিয়ে সাগর দেখা যাচ্ছে না? দেখি, ভাল করে দেখি—তাইত একখানা বজরা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? দোহাই কালী উদ্ধারের উপায় ক'রে দাও মা! এ আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর। [প্রস্থান।

(যমুনার প্রবেশ)

গীত।

আমার ফুলের দেহ মিশিয়ে গেল ফুলে।
এখন কুঞ্জ ঘরে বাতাস ভরে খেলবো দুলে দুলে॥
প্রেমিক যদি এসহে হেথা,
নীরব রূপের মধু পিয়ে ক'য়ো না কথা:
গরব ভরে কঠোর করে গা ছুঁয়ো না ভুলে॥
সুধু চোখের দেখা দেখে সখা ঘরে যেও চ'লে॥

(যমুনার শয়ন ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া কমল কুঞ্জের আবির্ভাব)

(ত্র্যম্বকের প্রবেশ)

ত্র্যম্বক। রাক্ষসীর হাত এড়িয়ে প্রাণ যদি কোনও ক্রমে বাঁচালুম, তার মায়া এড়িয়ে ত পালাতে পারছি না। এ কি রকমটা হ'ল?

পৃথিবীতে এত রূপসী থাকতে রাক্ষসীর মায়ায় প্রাণ মজে গেল?

(কেশবের প্রবেশ)

কেশব। এইযে—এইযে ভাই! তুমি আছ?

ত্র্যম্বক। কেন, আমার কি হয়েছে, তা থাকব না?

কেশব। তোমার জন্য আমি যাবার সুবিধে পেয়েও যেতে পারিনি।

ত্র্যম্বক। উঃ! কি আমার সুহৃৎ!

কেশব। ক্ষমা কর ভাই, বুড়ো বয়সে পয়সার লোভে তোমায় কষ্ট দিয়েছি। নাও, চলে এস—এক বজরা পেয়ে বাঁচবার সুবিধে হয়েছে।

ত্র্যম্বক। সুবিধে হয়, তুমি খুঁজে নাও।

কেশব। সুবিধে খুঁজে নেব কিরে পাগল? চলে আয়। দেরি করলে আর যেতে পারবিনি—চলে আয়। (হস্ত ধারণ)

ত্র্যম্বক। (হাত ছাড়াইয়া) তুমি হাত ধরবার কে?

কেশব। সর্ব্বনাশ করেছে। ছোঁড়াটাকে খেয়েছে দেখেছি—কুহকে ফেলে পাগল করে দিয়েছে। ভাই ত্র্যম্বক!

ত্র্যম্বক। আচ্ছা দাদা! রাক্ষসী যদি কোন দিন তোমার প্রেয়সী হয়, তা হলে, তুমি কি কর?

কেশব। রাক্ষসী প্রেয়সী হবে কিরে হতভাগা?

ত্র্যম্বক। হবে কি দাদা—হয়েছে।

কেশব। আয় পাগল! বাঁচতে যদি অভিলাষ থাকে ত চলে আয়।

ত্র্যম্বক। না দাদা! রাক্ষসীর সঙ্গে কথা না কয়ে কিছুতেই যেতে পারব না।

কেশব। তা হ'লে আমি চলে যাই?

ত্র্যম্বক। এখনি যাও। আর তুমি না যাও ত আমি যাই। [প্রস্থান।

কেশব। হতভাগ্যকে ছেড়েই বা যাই কি ক'রে? আর না গিয়েই বা থাকি কি ক'রে? বা! বা! কি সুন্দর অর্দ্ধবিকশিত পদ্ম! এই ত ঠিক হয়েছে। সর্ব্বাণীকে দেবার এইত উপযুক্ত সামগ্রী। কি সুন্দর কমল! যেন কমলালয়া এই পুষ্পের ভিতরে আপনাকে লুকিয়ে বসে আছেন! যদি নিতে হয় ত এমন ফুল আর পাব না। (পুষ্প উত্তোলন)

(ছদ্মবেশী শৈলেশ্বরের প্রবেশ)

শৈলে। কেরে! অকারণ জীবহত্যা করলে কেরে? কে তুই?

কেশব। (সভয়ে) কে আপনি?

শৈলে। তোমার যম। তুই অকারণ এ জীবহত্যা করলি কেন? আমি তোকে আশ্রয় দিলুম। আর তুই অকৃতজ্ঞ, জীবহত্যা ক'রে তার প্রতিশোধ দিলি?

কেশব। কৈ প্রভু! আমিত জীবহত্যা করিনি! আমি সুধু একটা পদ্মফুল তুলেছি।

শৈলে। তুই চক্ষুহীন, তুই দেখতে পাবিনি। কিন্তু আমি দেখছি, অগণ্য জীব আমাকে ঘেরে দাঁড়িয়ে আছে। ফুল ছেঁড়াই আমার চক্ষে জীবহত্যা। নে আমি তোর সঙ্গে বৃথা তর্ক করতে চাইনি। শাস্তির জন্য প্রস্তুত হ'।

কেশ। প্রভু ক্ষমা করুন। যদি অপরাধ করে থাকি—সে না জেনে করেছি।

শৈলে। অপরাধ ঠিক করেছিস্, তা অজ্ঞানকৃতই হ'ক আর জ্ঞানকৃতই হ'ক্। অপরাধ—অপরাধ। তাতে ক্ষমা নেই, শাস্তির জন্য প্রস্তুত হ'।

কেশব। কি শাস্তি দেবেন?

শৈল। তোর যখন সৌন্দর্য্যগ্রহণের শক্তি নেই, তখন তোর চোখ দুটোই উৎপাটন করে নেব।

কেশব। এ যে ভীষণ শাস্তি!

শৈলে। কি করব উপায় নেই।

কেশব। তার চেয়ে জীবন গ্রহণ করুন। কেননা অন্ধ হয়ে ঘরে ত আমি ফিরতে পারব না। রাক্ষসের দেশে রাক্ষসের হাতে আমার অনিবার্য্য মৃত্যু।

শৈলে। তা আমি কি করব? যেমন কাজ করেছিস্ তার ফলভোগ কর্।

কেশব। ফলভোগ করতেই হবে?

শৈলে। এত বয়স হ'ল, এটা কি জান না যে, কর্ম্ম করলেই তার ফল ভুগতে হয়?

কেশব। ভাল, দয়া ক'রে আমাকে কিছু দিন সময় দিতে পারেন না?

শৈলে। কত দিন?

কেশব। অন্ততঃ একমাস।

শৈলে। তোমাকে বিশ্বাস কি?

কেশব। বিশ্বাস না করতে পার, চক্ষু নাও।

শৈলে। কি জন্য যাবে?

কেশব। গৃহে আমার একটী অবিবাহিতা কন্যা আছে। আমি ছাড়া তার আর কেউ নেই। আমি তার বিবাহ দিয়ে আসি।

শৈলে। এতকাল তার বিয়ে দাওনি কেন?

কেশব। সে কথা জিজ্ঞাসা ক'র না।

শৈলে। এর ভেতরে যদি বিবাহ দিতে না পার?

কেশব। তাহ'লে ফিরে আসব।

শৈলে। এই অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ—যদি পাত্র তার মনোমত না হয়, যদি বিবাহ করতে তার ইচ্ছা না হয়। তা হ'লে জোর ক'রে দেবে না কি?

কেশব। তা কি করব—একলা ত তাকে রেখে আসতে পারব না!

শৈলে। যাও, কিন্তু এক মাসের এক দিন বেশী করতে পারবে না।

কেশব। করব না।

চতুর্থ দৃশ্য।

সমুদ্র তীরস্থ স্থান।

ত্র্যম্বক।

ত্র্যম্বক। বাপ! কি মোহটাই কেটে গেছে। এখন একখানা পান্সী ডিঙ্গি, যা পাই, পেলেই এদেশ থেকে পাড়ি মারি। ঠাকুরদা আমাকে নিয়ে যাবার জন্য কত চেষ্টাই করলে। আমি কি না তাকে মারতে স্থধু বাকী রেখে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলুম! ঠাকুরদার ভালবাসা ফেলে কি না রাক্ষসী? ছিছি!

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। এই, এতক্ষণ পরে বুঝতে পারলে! আগে বুঝলে যে কোন কালে প্রাণ নিয়ে দাদার সঙ্গে চলে যেতে পারতে! রাক্ষসীর প্রেমেও মানুষে মজে?

ত্র্যম্বক। তুমি আমাকে দেশে পাঠাবার উপায় ক'রে দিতে পার?

মহে। এখন যাওয়া বড় শক্ত। এরা কি তোমাকে আর যেতে দেবে?

ত্র্যম্বক। কেন, আমি যে ঝাড়া হাত পায়ে চলেছি। তোমাদের ত কোনও অনিষ্ট করিনি।

মহে। অনিষ্ট যথেষ্ট করেছ। রাক্ষসীকে তুমি অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছ।

ত্র্যম্বক। আচ্ছা তার জন্য আমি নাকে খৎ দিচ্ছি।

মহে। এখন আর নাকে খৎ দিলে লাভ কি—রাক্ষসী মরে।

ত্র্যম্বক। মরে?

মহে। তোমার প্রত্যাখ্যানে সে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চলেছে।

ত্র্যম্বক। বল কি?

মহে। আমাদের বারণ সে শোনে না। তার মর্ম্মে মর্ম্মে ঘা লেগেছে—সেকি আমাদের প্রবোধ মানে?

ত্র্যম্বক। আচ্ছা তাকে ডেকে আন, আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে, বুঝিয়ে ভুলিয়ে ঠাণ্ডা করে চলে যাচ্ছি।

মহে। ডেকে আনব?

ত্র্যম্বক। ভ্যালা বিপদ! আচ্ছা ডেকে আন। আর দেখ সঙ্গে সঙ্গে একখানা পানসী জোগাড় করে রাখতে বল। রাক্ষসীকে সান্ত্বনা দিয়েই তড়াক করে পানসীতে লাফিয়ে উঠব।

মহে। বেশ।

ত্র্যম্বক। আর দেখ, তাকে একটু ঢেকে ঢুকে নিয়ে এস।

মহে। সে আগে থাকতেই মুখ ঢেকেছে। বলে বেঁচে থাকতে আর কাউকে মুখ দেখাব না।

ত্র্যম্বক। আচ্ছা তাকে একবার নিয়ে এস। আমি এক কথায় তাকে জল করে চলে যাচ্ছি। শিগ্‌গির নিয়ে এস।

[মহেশ্বরীর প্রস্থান।

হায় আমার পোড়া কপাল! আমাকে রাক্ষসীর মানভঞ্জনের পালা গাইতে হল।

(বস্ত্রাবৃতা যমুনাকে লইয়া মহেশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ)

মহে। এই নাও তোমার মানময়ী। বোঝাতে হয় বোঝাও। আমি তোমার পানসী তইরি করতে বলিগে। [প্রস্থান।

ত্র্যম্বক। এস-এস। আমি বিদেশী উড়্‌কুকু পাখী—আমার সঙ্গে কি মাথামাথি করতে আছে? নাও, দুঃখু দূর কর। মানময়ী! মান ক'র না।

যমুনা। আর আমাকে তামাসা ক'র না, আমি মরতে চলেছি।

ত্র্যম্বক। এরই মধ্যে মরতে চলেছিস কি?

যমুনা। না, আর আমি বেশিক্ষণ বাঁচব না।

ত্র্যম্বক। সত্যি সত্যি বল্‌ দেখি তোর কি হয়েছে।

যমুনা। আমার কিছুই হয়নি।

ত্র্যম্বক। আলবৎ হয়েছে।

যমুনা। যদিই হয়ে থাকে, তা তোমায় বলে কি হবে? তুমি নিষ্ঠুর মানুষ, রাক্ষসীর দুঃখ তুমি বুঝবে কি?

ত্র্যম্বক। কি আমি নিষ্ঠুর? প্রাণেশ্বরী বললুম, তোর জন্য হা হুতাশ ক'রে কতকাল সারারাত ঘুরলুম, এতেও আমি নিষ্ঠুর?

যমুনা। বেশ, কি হয়েছে মুখ খুলে দেখাব?

ত্র্যম্বক। বাপ! ওইটী ক'র না। ওমুখ আর একবার দেখলে বাক্যি হরে যাবে। তুই মুখ ফিরিয়েই বল। আচ্ছা তোর কি বড়ই বিরহ হয়েছে?

যমুনা। কেমন করে বুঝলে?

ত্র্যম্বক। কেমন, হয়েছে ত?

যমুনা। বড্‌ড—সইতে পারছি না।

ত্র্যম্বক। আমি অন্তর্য্যামী। তার ওপর খানিকটে তোর মনের সঙ্গে আমার মনের মিল হয়েছে—তোর প্রাণে চিড়িং করলেই টের পাই। কেমন হয়েছে ত?

যমুনা। উঃ! বিরহ বেদনা সামলাতে পারছি না।

ত্র্যম্বক। যা বলেছ ও সামলান বড় কঠিন। তবে কি জান রাক্ষসী সই—ও রোগের অষুধ নেই।

যমুনা। সত্যি কথা বলছ?

ত্র্যম্বক। হাঁ একেবারেই যে নেই, তা নয়। তবে কি জান ভাই, সে দুষ্প্রাপ্য।

যমুনা। তুমি একবার স্ত্রী বলে গ্রহণ করলেই সেরে যায়।

ত্র্যম্বক। স্ত্রী বলে গ্রহণ ত হতেই পারে না। তবে স্ত্রী বলেই, ত্যাগ করতে বলত কতকটা রাজি আছি।

যমুনা। বেশ তাই।

ত্র্যম্বক। তাতে রাজি?

যমুনা। রাজি, তুমি ব'লে ফেল।

(মাঝীর প্রবেশ)

মাঝী। হুজুর! পানসী তইরী।

ত্র্যম্বক। বেশ—বেশ। থোড়া সবুর, বাপধনেরা থোড়া সবুর।—(মাঝার প্রস্থান) একবার স্ত্রী বললেই রোগ সেরে যাবে?

যমুনা। দেখ সারে কি না সারে।

ত্র্যম্বক। না বাবা, দেখতে হবে না। বলেই কিন্তু এক ছুট দিয়ে হুড়াক করে পান্‌সীতে লাফ মারব।

যমুনা। তা তোমার যা খুসী তাই ক'র।

ত্র্যম্বক। তাহ'লে রাক্ষসী এই কোমর বাঁধলুম।

যমুনা। বাঁধ।

ত্র্যম্বক। এই ঠ্যাং বাড়ালুম।

যমুনা। বাড়াও।

ত্র্যম্বক। সে খোকোস শালারা এসে ধরবে না ত?

যমুনা। কেউ ধরবে না।

ত্র্যম্বক। তাহ'লে তুই আমার ইস্‌ ইস্—স্ত্রী!

যমুনা। (আবরণ ত্যাগ) আ! হাওয়া খেয়ে বাঁচলুম।

ত্র্যম্বক। একি? প্রাণেশ্বরী—প্রাণেশ্বরী!

যমুনা। এখন আবার প্রাণেশ্বরী কেন? পালাচ্ছিলে না?

ত্র্যম্বক। আর যাব না। ওগো আর যাব না।

যমুনা। যেতেই হবে। তুমি না যাও, তোমায় নিয়ে যাবে।

দ্বৈত—গীত

ত্র্যম্বক। প্রেমের বিষম টান, মানময়ী, যায় প্রাণ
বাঁধন দাও খুলে।
যমুনা। নবরূপে উঠলে জেগে অনুরাগে,
বঁধু হে কাঁদলে কি চলে?
ত্র্যম্বক। কাঁপছি নবনীর পাঁটা, ছেড়া লেঠা
মিটিয়ে ফেল সই,
যমুনা। ভেবে দেখি, ও রসময়, দাওহে সময়,
এখন সময় কই?
ত্র্যম্বক। তবে আমি হাত পা মেলে ভাসি অকূলে?
যমুনা। কাজেই এখন তাই, পরে খুঁজে যদি পাই,
সোহাগে আনবো হে তুলে।
ত্র্যম্বক। আমায় নিওহে তুলে।
যমুনা। সথা নেবো হে তুলে॥
উভয়ে। মন গেল মনে মিশে দেহ গেল চলে।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

গৃহ প্রাঙ্গণ।

কেশবদাস।

কেশব। সর্ব্বাণীর সেবায় ও যত্নে—আজি তোর একি মূর্ত্তি কমলারাণী? রূপে যে তুই সমস্ত বাগানটাকে আলো ক'রে বসেছিস্! কিন্তু

কমল—চক্ষুরত্নের বিনিময়ে তোকে আমি লাভ করিছি। দেখিস্ মা আমার, সর্ব্বাণী চক্ষুটি যেন অকালে মুদিত না হয়। দুই দিন পরে, সংসারের সমস্ত বস্তু আমার চোখের সম্মুখে থেকে সরে যাবে। দুই দিন পরে ঘোর অন্ধকারে আমি আত্ম-বিসর্জ্জন করব। তখন সর্ব্বাণীকেও দেখতে পাব না। তোকেও দেখতে পাব না। তাকে বিবাহ করতে এত অনুরোধ করলুম, সে অনুরোধ রাখলে না। কাজেই এখন তুমিই তার নিত্য সহচরী। নীরব সান্ত্বনায় তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবি কি মা কমলরাণী?

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। আমার কমল সখীর সঙ্গে আপনি কি কথা কচ্ছিলেন বাবা?

কেশব। ফুলের সঙ্গে আবার কি কথা কইব সর্ব্বাণী?

সর্ব্বাণী। অনেক কথা কয়েছেন—আমিত তা শুনিনি—কেমন ক'রে বলব? কিন্তু একটা কথা আমার কাণে পৌচেছে;—শুনে আমার প্রাণ কেঁপে উঠছে। চক্ষুরত্নের বিনিময়ে পদ্মরাণীকে লাভ করেছেন, একি কথা বাবা? আত্মবিসর্জ্জন করবেন কি? পদ্মরাণী আমাকে ভোলাবে কি?

কেশব। সংসারে থাকলে কত কথাই কইতে হয়, সব কথায় কি কাণ দিতে আছে মা!

সর্ব্বাণী। কিন্তু পিতা এ মর্ম্মভেদী কথার অর্থ বুঝতে না পারলে আমার যে বড়ই কষ্ট হবে। আপনার কথার সঙ্গে, একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস আমার কাণে পৌচেছে। আমি বুঝেছি, এই ফুলের সঙ্গে আপনার দুঃখের একটা কি গূঢ় সম্বন্ধ আছে। কমলকে আনতে আপনাকে যেন একটা ঘোর বিপদে পড়তে হয়েছিল। এখনও যেন সে বিপদ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি। আমি কন্যা—আমারই আগ্রহে আপনি এই অপূর্ব্ব ফুল নিয়ে এসেছেন। হাঁ বাবা, আমিত আপনার কোন বিপদের কারণ হইনি?

কেশব। সংসারে বাস করতে গেলে, পদে পদে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। যদি কোন সূত্রে কোন দিক থেকে বিপদ এসে উপস্থিত হয়, তুমি তার কারণ হতে যাবে কেন মা?

সর্ব্বাণী। দেখুন বাবা! আমাকে অতুল ঐশ্বর্য্য এনে দিয়েছেন, কোথায় আপনি তার জন্য আনন্দিত হবেন—তা না হয়ে—দেখি সকল সময়েই আপনি বিষণ্ণ। জানবার ইচ্ছা করি, কিন্তু প্রশ্ন করতেই সাহস করি না। আর না জানলে যে থাকতে পারি না বাবা! আমি কন্যা, আমাকে আপনি গোপন করবেন না।

কেশব। তবে যখন জিজ্ঞাসা করলে—আর কতকটা যখন বুঝতেও পেরেছ, তখন বলি মা, আমি যথার্থই বিপন্ন। জন্মের মত চক্ষুরত্নহীন হবার জন্য দু'দিন পরেই আমাকে এ স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। ফিরতে পারব কি না বলতে পারি না। কিন্তু ফিরলেও আর তোমাকে আমি দেখতে পাব না।

সর্ব্বাণী। কেন?

কেশব। এই ফুলই হচ্ছে তার কারণ। আমি কোন দেশের এক উদ্যানে এই ফোটা ফুলটি তুলে নিয়েছিলুম। সেই অপরাধে উদ্যানস্বামী আমার চক্ষু দুটী উৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আমি তাঁর পায়ে ধ'রে কিছুদিনের জন্য তোমাকে দেখবার অনুমতি পেয়ে এখানে এসেছি। ইচ্ছা ছিল, এই সময়ের মধ্যে তোমাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করব! কিন্তু আমাকে ছেড়ে থাকতে হ লে তুমিত

কিছুতেই বিবাহে সম্মত হলে না। ক'দিন ধরে তোমাকে বোঝালুম, তুমি বুঝলে না। কিন্তু আরত আমি তোমার নিকট থাকতে পারি না। সেই উদ্যানস্বামীর কাছে ফিরে যেতে দু'দিনের মধ্যে আমাকে এস্থান থেকে যাত্রা করতেই হবে।

সর্ব্বাণী। বেশ আমিও যাব।

কেশব। সেকি মা, তুমি কোথায় যাবে?

সর্ব্বাণী। সামান্য একটা ফুল—না—না—কমলিনী! তুমি সামান্য নও। তুমি আমার সুখে সুখী দুঃখে—আনন্দদায়িনী। কিন্তু তোমার জন্য আমার পিতার চক্ষু যাবে? আমি তোমাকে কি অযত্নে রেখেছি কমল? বাবা—চল। আমি দেখব কেমন সে উদ্যানস্বামী।

কেশব। ওমা সেযে রাক্ষস!

সর্ব্বাণী। রাক্ষস!

কেশব। নরঘাতক—রাক্ষস। সে মায়া জানে না, দয়া জানে না; তার চক্ষু রূপের মর্ম্ম বোঝে না। সে কঠোর—নির্ম্মম—চিরক্ষুধিত রাক্ষস।

সর্ব্বাণী। তা হোক্—আমি রাক্ষসকে ভয় করি না।

কেশব। বলিস্ কি মা সর্ব্বাণী?

সর্ব্বাণী। যে ভয় থেকে আমি বেঁচে এসেছি, রাক্ষস তার চেয়ে কত ভয় দেখাবে? ভয়ের হাত এড়াতে আমি মৃত্যুকে ডেকেছি। সেখানে কিসের মৃত্যু-ভয়! বাবা আমি আপনার সঙ্গে যাব।

কেশব। না মা, তুমি সে সংকল্প ত্যাগ কর।

সর্ব্বাণী। না বাবা পায়ে পড়ি—আপনি আমাকে নিষেধ করবেন না।

কেশব। একি বিপদে ফেললি সর্ব্বাণী?

সর্ব্বাণী। আপনি আমাকে ত্যাগ করে গেলে, সত্যি বলছি বাবা আমি বাঁচব না। আমায় সঙ্গে নাও।

কেশব। নিয়তি—নিয়তি। তবে তুমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। তবে আর দেরি কেন, এস মা আজই যাত্রা করি।

সর্ব্বাণী। চল কমলিনী সখী—সঙ্গে চল।

কেশব। অতুল ঐশ্বর্য্য তাহলে কি হবে মা?

সর্ব্বাণী। কি হবে? এই ঐশ্বর্য্য! যার জন্য তোমাকে হারাতে হবে, এমন ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন কি?

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। আমায় ডেকেছেন কেন শেঠজী!

কেশব। ভাই! তুমি আমার গুরু-প্রেরিত বন্ধু। আমার অবর্ত্তমানে তুমি সর্ব্বাণীর অভিভাবক হয়ে, তাকে রক্ষা করেছ। এখন আমরা পিতা পুত্রীতে কিছু কালের জন্য অন্য দেশে যাব। তুমি এই সময়ের জন্য এই বালিকার সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ কর।

গোবিন্দ। কোথায় যাবেন?

কেশব। কোথায় যাব, তা বলতে পারি না, কত দিনের জন্য তাও বলতে পারি না। যত দিন আমি বাইরে থাকি, ততদিন এ সম্পত্তির ভার তুমি গ্রহণ ক'র। ইতোমধ্যে যদি ত্র্যম্বক ব'লে একটী যুবাকে এ বাড়ীতে আসতে দেখ, তাহ'লে তাকে অতি যত্নে এখানে আশ্রয় দিয়ো। আমার পুত্রের ন্যায় তার প্রতি ব্যবহার ক'র। দাসদাসী যেখানে

যা আছে সব তার সেবায় নিযুক্ত রেখো। অর্থের প্রয়োজন হ'লে তাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে দিও। এবং আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তাকে ছেড়ে দিও না।

গোবিন্দ। যথা আজ্ঞা (স্বগত) কোথায় যাচ্ছ জানি। যাও মা কল্যাণময়ী! আমার প্রভুর অভিশপ্ত রাজ্যের কল্যাণ কর।

[প্রস্থান।

সর্ব্বাণী। এস কমলসখী সঙ্গে এস।

গীত।

কম্পিতাধরে মধুর হাস নবকিসলয় বাসে।
এস কমলিনী ফুলকুলরাণী দাঁড়াও সজনী পাশে॥
তুমি নিরালার সাথিটী আমার মানসী সরসী ফুল,
চললো ছুটীতে হাত ধ'রে যাই কোন্ সাগরের কুল;
অচল সমীর নীরব ভৃঙ্গ সজনী তোমার আশে।
নিরাশার মুখে দেবেলো লিখে অধর পরশে ত্রাসে॥

[কেশব ও সর্ব্বাণীর প্রস্থান।

ক্রোড়াঙ্ক।

উপবন।

(সখীগণের প্রবেশ ও গীত)

মন চলেছে উধাও হ'য়ে ফিরিয়ে আনে কে।
সোণার পাখী আকাশ ছেড়ে আসতেছে পাশে॥
ছেড়ে পাখী অভিমান, অনুরাগে ধরবে গান;
নীরস ধরা করবে সরস নব-প্রভাতে।
সুধার স্বরে উঠ্‌বে জেগে, রাঙা রবি অনুরাগে;
ফুট্‌বে লো ফুল, হ'য়ে আকুল, ভাস্‌বে সে স্রোতে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

সর্ব্বাণী ও কেশব।

সর্ব্বাণী। আহা কি সুন্দর স্থান! এ স্থানের তরুলতা যেন সমস্তই প্রাণপূর্ণ। আমাকে দেখে, দেখুন বাবা, তারা যেন কি রকম করছে। সবাই যেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমার সঙ্গে কথা কবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

কেশব। না সর্ব্বাণী! এই সেই ভীষণ স্থান! তুমি সুন্দর দেখছ, মনে করছ তোমাকে দেখে উল্লাস করছে—কিন্তু আমি দেখছি সকলে যেন আমার চক্ষু রত্নটী অপহরণ করবার জন্য ছট্‌ফট্ করছে! হাত বাড়াচ্ছে। ভগবান তাদের নিশ্চল করেছেন বলে, চলে আসতে পারছে না।

সর্ব্বাণী। বটে তা ত বুঝতে পারিনি। তা'হ'লে আর আমি ওদের দিকে চাইব না। কমলরাণীকে আপনি কোথা হ'তে তুলে ছিলেন?

কেশব। এই স্থান? এই স্থান থেকেই একে আমি উৎপাটিত করেছিলুম।

সর্ব্বাণী। আবার আমি এখানে একে রোপণ করি! তাহ'লেও কি বাবা তুমি চক্ষু ফিরে পাবে না? কমল আগের চেয়ে কত সুন্দর হয়েছে! সুন্দর পত্রে তার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে গেছে! রাশি রাশি শ্যামল পত্রের আবরণে পদ্মরাণী আমার নীলাম্বরী। তার আনন্দ ধরছে না। এ দেখেও কি রাক্ষস তোমার চোখ নেবে?

কেশব। রাক্ষসের দেশে কি আইন আছে মা? তারা মানুষ পেলেই ধরে খায়!

তারা ত একটা বেশ ভাল রকমের ছুতো পেয়েছে। চোখ তো চোখ, এখন তোমার প্রাণ না নিলে বাঁচি।

সর্ব্বাণী। সে রাক্ষস কোথায় বাবা?

নেপথ্যে—(ভীষণ শব্দ)

সর্ব্বাণী। বাবা! ওকি ভয়ানক শব্দ?

কেশব। বুঝি রাক্ষস আসছে।

শৈলে। (প্রবেশ) কি বৃদ্ধ! ফিরেছ? এঁ্যা! এ কি? যার কেশাকর্ষণে আমার এই দশা, সেই—সেই সরলা লাবণ্যময়ী বালিকা। তবে কি প্রতিহিংসা, না দয়া? তবে কি অভিশপ্ত জীবন থেকে আমি উদ্ধার পাব? অত্যাচারে করুণার বিনিময় একি সম্ভব? (প্রকাশ্যে) বাবা! এ কে? একে কোথা থেকে নিয়ে এলে?

সর্ব্বাণী। কি ভয়ানক মূর্ত্তি! কেমন করে এর মুখের পানে চাই? কেমন করে এর সঙ্গে কথা কই? এর সুমুখে দাঁড়াতেই আমার সাহস হচ্ছে না। এ ভীষণ মূর্ত্তির ভেতর কি দয়া থাকতে পারে? একে অনুনয় করলে—এর পায়ে ধরলে কি পিতাকে রক্ষা করতে পারব?

শৈলে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? যা জিজ্ঞাসা করলুম উত্তর দাও।

কেশব। এটি আমার কন্যা।

শৈলে। তোমার কন্যা? দেখ মরতে চলেছ মিথ্যা কয়ো না।

কেশব। মিথ্যা কইনি রাক্ষস—এটি যথার্থই আমার কন্যা।

শৈলে। বেশ! এর বিবাহ দিয়েছ?

কেশব। কন্যা বিবাহ করলে না।

শৈলে। কেন?

কেশব। পাছে আমাকে ছেড়ে যেতে হয়, এই ভয়ে বিবাহ করলে না। বুঝতেই ত পাচ্ছ রাক্ষস, আমার কাছে সমস্ত ঘটনা শুনেও বালিকা বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে আমার সঙ্গে এই ভীষণ স্থানে এসেছে। জন্ম অবধি বালিকা কখনও আমাকে ছেড়ে থাকেনি, আজও পারলে না। বিশেষতঃ আমার পরিণামের কথা শুনে অবধি—মেয়ে ছায়ার ন্যায় আমার সঙ্গে ফিরছে। আমি ওকে লুকিয়ে আসতে পারলুম না। যখন বে হ'ল না, তখন তোমার সম্পত্তি তুমি গ্রহণ কর। এর কিয়দংশ ব্যয় হয়েছে, তা আর আমি আনতে পারলুম না।

শৈলে। ও ধনে আমার প্রয়োজন নেই। রাক্ষস দত্তাপহারী নয়। কিন্তু বৃদ্ধ, এই বয়সেও তোমার এত চাতুরী? লুকিয়ে আসতে পারবে না বলে এ বালিকাকে সঙ্গে এনেছ, না দণ্ড হতে অব্যাহতি পাবার জন্য উৎকোচ দানে আমাকে বশীভূত করতে এসেছ? হয় তোমার কন্যাকে দিয়ে মুক্তির জন্য অনুরোধ করাবে। তাতেও না হয় কন্যাটী আমাকে সম্প্রদান করে মুক্তি প্রার্থনা করবে।

কেশব। কি, আমার এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কণক-প্রতিমা তোমার ন্যায় কুৎসিৎ কদাকার রাক্ষসকে দান করব? মনেও এনো না রাক্ষস। তুমি আমার চক্ষু গ্রহণ কর।

শৈলে। বেশ, তবে প্রস্তুত হও। (চক্ষু গ্রহণের উদ্যোগ)।

সর্ব্বাণী। হাঁ রাক্ষস! তোমার দেশে কি নীতি আছে?

শৈলে। এঁ্যা! কি বললে, নীতি? কেন থাকবে না? নীতি না থাকলে কি রাজ্য চলে? তবে আমাদের দেশের নীতি, তোমাদের পছন্দ না হতে পারে। যদি কেউ পরের ধন দেখে

লোভ সংবরণ করতে না পেরে গ্রহণ করে, আমরা তার চোখ তুলে নিই।

সর্ব্বাণী। তোমার সেই কমল আমি ফিরিয়ে এনেছি। ঐ দেখ রাক্ষস! তোমার এখানে যেরূপটী ছিল, এখন এর মূর্ত্তি তার চেয়ে কত সুন্দর। আমি ভগিনীর যত্নে ওকে পালন করেছি। দেখ রাক্ষস! আমি সত্য বলছি কি না?

শৈলে। তুমি সত্য বল্‌ছ—তোমার হাতে পড়ে কমলের রূপ শতগুণে বৰ্দ্ধিত হয়েছে।

সর্ব্বাণী। তোমার সম্পত্তি ফিরে পেয়েছ, এতেও কি তুমি আমার বাবাকে ক্ষমা করবে না?

শৈলে। যথার্থই সুন্দরী, তুমি আমার কমলরাণীর রূপ ফিরিয়ে দিয়েছ। যত্নের অভাবে এখানে সে বিশীর্ণা শ্রীহীনা ছিল, তোমার হাতে পড়ে পত্রালঙ্কারে সে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে। তথাপি আমি নীতি পরিত্যাগ করতে পারিনি। চৌর্য্যবৃত্তিতে লব্ধধন চোরের সম্পত্তি হয় না—অথচ অপরাধের জন্য চোরের শাস্তি হয়। তোমার পিতা এই কমল অপহরণ করেছিল, তুমি পালন করেছ—তথাপি সে সম্পত্তি আমার। অথচ তোমার পিতা কেন যে শাস্তি পাবে না, তার কারণ দেখতে পাই না।

সর্ব্বাণী। বেশ তবে প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দাও।

শৈলে। তাইত দিচ্ছি—নিজ চক্ষে আমি এ বৃদ্ধকে অপরাধ করতে দেখছি। তাই শাস্তি দিচ্ছি।

সর্ব্বাণী। না রাক্ষস! প্রকৃত অপরাধী কে তুমি জান না।

শৈলে। আমি জানি না, তবে জানে কে?

সর্ব্বাণী। আমি জানি।

শৈলে। কে অপরাধী?

সর্ব্বাণী। আমি!

কেশব। এ কি বলছিস্ মা আমার?

সর্ব্বাণী। আমারই অনুরোধে পিতা এ কার্য্য করেছেন! নইলে এই তুচ্ছ—না—না—তুচ্ছ নয়—তুমি আমার বহু আদরের কমলরাণী—

কেশব। আর বিলম্ব করছ কেন রাক্ষস, আমাকে শাস্তি দাও।

সর্ব্বাণী। না রাক্ষস! শাস্তি আমায় দাও, আমি অপরাধী। আমি আমার পরম পবিত্র পিতার কন্যা-স্নেহের অবকাশ গ্রহণ ক'রে তাঁর ওপর এই অত্যাচার করেছি। পিতাকে চৌর্য্য-কার্য্যে লিপ্ত করেছি! দোহাই রাক্ষস, পিতাকে পরিত্যাগ করে আমাকে দণ্ড প্রদান কর। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।

শৈলে। বেশ! তোমার অনুরোধ রক্ষা করলুম। শাস্তি তুমিই গ্রহণ কর। কিন্তু সুন্দরী! তোমার এই পদ্মপলাশলোচন দুটী ত আমি নিতে পারি না। তোমাকে প্রাণ দিতে হবে!

সর্ব্বাণী। তোমার যে দণ্ড ইচ্ছা, বিধান কর।

কেশব। কি করলি মা! সুখে মরতে যাচ্ছিলেম, তাতে বাধা দেবার জন্য কি তোকে সঙ্গে করে আনলুম? মা—মা—রক্ষা কর্, বৃদ্ধ বয়সে পুড়িয়ে মারিস নি।

শৈলে। যাও বৃদ্ধ। মুক্তি পেয়েছ, আর কেন চলে যাও।

কেশব। কখন যাব না। আর আমার ননীর পুতলীর অঙ্গে তোর কঠোর হস্তের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে দেব না। দে রাক্ষস আমায় শাস্তি দে।

শৈলে। বৃদ্ধ, এখানে বলপ্রয়োগ বিড়ম্বনা। (ইঙ্গিত)

(অনুচরগণের প্রবেশ) বৃদ্ধকে দেশে পাঠিয়ে দাও।

কেশব। এই—এই—আমাকে ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—দোহাই আমাকে ছেড়ে দে—মাকে একবার দেখব, ছেড়ে দে—

[কেশবকে লইয়া রাক্ষসগণের প্রস্থান।

শৈলে। এস সুন্দরী তোমায় বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সৌধ সম্মুখ।

ত্র্যম্বক।

ত্র্যম্বক। (মুখ বিকৃত করিয়া অবস্থান—কিয়ৎক্ষণ নানা ভঙ্গীতে অবস্থানের পর) যাক্, চিন্তাও আর নয়। ওসব ছেঁড়া চ্যাটায় শুয়ে ল্যাথ্ টাকার স্বপন দেখার দরকার নেই! ও কথা আর তুলতেও নেই। যাক্, কিন্তু—ওরে বাবা—কিন্তু জাহাজে চড়ে যাওয়া, চাঁদনী রাত্রে সমুদ্রতীরে শিলাতলে শোওয়া, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটী পেট খাওয়া, সোণার কুর্সিতে অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া। তারপর—রাক্ষসীর সঙ্গে আলাপ হওয়া—যাক্! ওসব স্বপ্ন—কিন্তু সেই প্রাণেশ্বর! সেই চখের জল! সেই—

গীত।

ত্র্যম্বক। প্রাণভরা ভালবাসা, গালভরা গান।
ঠোঁটভরা চাপা হাসি, বাহুভরা টান্॥
মুখ ভরা মিঠে কথা বুকভরা ব্যথা;
চোখভরা ঝরা নদী, দেহভরা মান।
না বুঝে প্রেমেরি রঙ্গ, সময়ে দিয়েছি ভঙ্গ,
এখন লজ্জিতে সঙ্গ আকুল পরাণ॥

(জনৈক অনুচরের প্রবেশ)

অনু। কে ও? আরে, ফটকের রাস্তার ধারে ভোরের অন্ধকারে ও কে ও?

ত্র্যম্বক। রাক্ষসী থেকে হলো প্রেয়সী। প্রেয়সী থেকে হ'ল অপ্সরা—হায় হায়! দফে দফে কি হওয়াটাই হ'ল!

অনু। আরে ম'ল, বিড় বিড় ক'রে বকে যে! পাগল নাকি!

ত্র্যম্বক। তা যা হোক, আমার যে একখানা কুঁড়ে ঘর ছিল, তা গেল কোথা? তাহ'লে একি স্বপ্ন? জন্মে অবধি ছাই স্বপ্নই দেখছি নাকি? তাহ'লে স্বপ্নের আটাতো বড় কম নয়! একবারে চিট্‌চিটে হয়ে জড়িয়ে ধরেছে।

অনু। কে তুই?

ত্র্যম্বক। হাঁ বাবা! এখানে একখানি কুঁড়ে ঘর ছিল না?

অনু। না না এখানে নয়, উঠে যা।

ত্র্যম্বক। একটু ভেবে দেখ না। একটী ছোট কুঁড়ে তাতে তালপাতের ছাউনি—

অনু। জানি না—ওই দিকে খুঁজে দেখ। এখনি দেওয়ান মশাই আসবে, সকাল বেলা ফটকের গোড়ায় বিতিকিচ্ছি চেহারা দেখলেই চটে যাবে।

ত্র্যম্বক। আচ্ছা বাবা! কার বাড়ী সেটা বলতে পার?

অনু। আরে মর্—বেটাত ভারি বেহায়া।

ত্র্যম্বক। হাঁ বাবা! আর জন্মে কি মধু সংক্রান্তির ব্রত করেছিলে?

অনু। কি বলছিস্?

ত্র্যম্বক। এই বলছি, তোমার কথা কি মিষ্টি!

অনু। এটা ত্র্যম্বক শর্ম্মার বাড়ী।

ত্র্যম্বক। হাঁ বাবা, ঠিক হয়েছে—বেটার স্বপ্ন এতকাল ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, এইবারে শেকড় গেড়েছে। ত্র্যম্বক-শর্ম্মা বাড়ীতে আছে?

অনু। না তিনি, কোন্ মুলুকে গিয়েছেন।

ত্র্যম্বক। কবে গিয়েছেন বলতে পার?

অনু। বেটা ভাল ব্যাড়র ব্যাড়র করতে লাগল! উঠে যা না।

ত্র্যম্বক। এইটী বললেই বাবা, উঠে যাই।

অনু। আমরা এসে অবধি তাকে দেখিনি। শুনেছি, মালদ্বীপ বলে কি একটা দেশ আছে, সেইখানেই গেছেন।

ত্র্যম্বক। বেশ, তুমি কি কাজ কর?

অনু। বেটা আমার মনিব এলেন কিনা, সব খবর ওকে দাও!

ত্র্যম্বক। এল বইকিরে বেটা, চোপ বেটা! বসে বসে আমার মাইনে খাচ্ছরে বেটা! (প্রহার)

অনু। হুজুর! হুজুর! মেরে ফেললে!

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। কি—কি? সকাল বেলা বাড়ীর দেউড়ীতে ব্যাপার কি?

অনু। মেরে ফেললে হুজুর! পাগলে মেরে ফেললে।

ত্র্যম্বক। বরখাস্ত্ কর—দেওয়ান—বেটাকে বরখাস্ত কর। পাজী বেটা মনিব চেনো না—

গোবিন্দ। কে তুই?

ত্র্যম্বক। তুমিও কে তুই? যাও, তোমাকেও আমি বরখাস্ত করে দিলুম!

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

১ম প্র। কি হয়েছে হুজুর?

গোবিন্দ। তোরা কি সব নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলি? একটা পাগল এসে দেউড়ীতে হল্লা করছে, তোদের কাণে গেল না?

১ম প্র। এই শালা পাগলা চল্।

ত্র্যম্বক। মনিবকে শালারে শালা। এক-ধার থেকে সব বরখাস্ত।

গোবিন্দ। এই যে বরখাস্ত করছি। যা সব পাগলকে ধরে থানায় দিয়ে আয়।

সকলে। চল্, শালা চল্। (ধাক্কা মারা)

(কেশবের প্রবেশ)

কেশব। কি—কি ব্যাপার কি?—হাঁ হাঁ ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—ওই তোদের মনিব।

গোবিন্দ। য়্যাঁ করলুম কি?

সকলে। হুজুর মাপ করুন—

গোবিন্দ। করলুম কি প্রভু?

ত্র্যম্বক। ঠিক করেছ—ঠিক করেছ—সব কসুর মাফ। তারপর ঠাকুরদা! সোণার সামগ্রী হারিয়ে এসেছি। সে যে কি চোক দাদা!

কেশব। আমারও তাই হয়েছেরে ভাই! আমিও আমার সর্ব্বস্বধন হারিয়ে এসেছি।

ত্র্যম্বক। হারিয়ে এসেছ?—বস্—বাঁচালে! এ দুঃখ বোঝবার লোক ছিল না। এখন তুমি আমার বুঝবে, আর আমি তোমার বুঝব।

গোবিন্দ। ঘরে চলুন—এখানে নয়, ঘরে চলুন।

কেশব। চল দাদা, ঘরে চল।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

সখীগণ।

প্রাণ কখন কেমন করে প্রাণ সই।
প্রাণ বিনে আর, প্রাণের ব্যা থায়
আর কে বোঝে কই॥
মনে করি রইবো ভুলে দেখা দেব না,
সাধতে এলে প্রাণ রসময় কথা কব না;

এত কি গুমোর লো তার, কাজ চলে না সেজন বই।
(তবু) যেমনি দেখা মনরাখা
একটা কথা কয়ে লই।।

[সখীগণের প্রস্থান।

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। কই! কি হ'ল? প্রাণ নেবে ব'লে রাক্ষস আমাকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে গেল, প্রাণও নিলে না, আর দেখাও দিলে না। আজ এক মাস আমি একাকিনী এই অট্টালিকার ভেতরে বাস করছি, কিন্তু কোথায় রাক্ষস, কোথায় কে! কে আহার যোগায়? কে সেবা করে? অলক্ষ্যে—দূরে কে কোথায় গান করে, কিছুইত বুঝতে পারি না। সমস্ত বাগান খুঁজলুম, কিন্তু কৈ, রাক্ষসকে ত আর দেখতে পেলুম না! উঃ! রাক্ষস কি নিষ্ঠুর! আমাকে সেই মারবে, কিন্তু দগ্ধে দগ্ধে মারবে। পিতার অদর্শনে আমার প্রাণে কি যাতনা—নির্দ্দয় রাক্ষস তা বুঝেছে। বুঝে কোন অন্তরাল থেকে দেখছে। তবে আমিই বা আর এমন করে থাকি কেন? রাক্ষস-দত্ত খাদ্য খাই কেন? রাক্ষসের দেওয়া শয্যায় শুই কেন? রাক্ষসের যোগান পোষাকই বা আর পরি কেন? এবার থেকে তার দত্ত আর কোন জিনিষ গ্রহণ করব না। অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো। আমার এক দণ্ড বেঁচে সুখ কি?—রাক্ষস—কোথায় এস—দয়া ক'রে আমার প্রাণ নাও।

(শৈলেশ্বরের প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। এই যে! আর কেন রাক্ষস আমাকে দগ্ধে মারছ?

শৈলে। কেন, তোমাকে কি অসুখে রেখেছি সর্ব্বাণী?

সর্ব্বাণী। অসুখ! কি অসুখ তা তোমাকে কি বলব? আর বল্লেই বা তুমি কি বুঝবে? তুমি হৃদয়-শূন্য জীব! আমার মনের কথা তোমাকে কি বোঝাব রাক্ষস? তোমার হৃদয়ে যদি এতটুকু দয়া থাকে, তাহলে এখনি আমার প্রাণ বধ কর।

শৈলে। এই সব ঐশ্বর্য্য বিভব তোমার।

সর্ব্বাণী। আমার? আমি তোমার কথা বুঝতে পাচ্ছিনি।

শৈলে। বুঝতে পার, আর না পার, এ সব ঐশ্বর্য্য তোমার। মুখের দিকে চাচ্ছ কি? মনে করেছ, এ সমস্ত রাক্ষসের ছলনা মাত্র? তা নয় সর্ব্বাণী।

সর্ব্বাণী। আমারি বা ঐশ্বর্য্যে লাভ কি? এখনি যখন আমাকে মরতে হবে, তখন আমি ঐশ্বর্য্য নিয়ে কি করব?

শৈলে। এখনি মরতে হবে তোমাকে বললে কে?

সর্ব্বাণী। তুমিই বলেছ, আমাকে প্রাণ দিতে হবে।

শৈলে। তা বলেছি। কিন্তু আর কি কোন রকমে প্রাণ দেওয়া যায় না সর্ব্বাণী?

সর্ব্বাণী। (কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া) এ তুমি কি বলছ, রাক্ষস?

শৈলে। আমি তোমার দাস মাত্র। তুমি ইচ্ছা করলে আমার প্রাণ নিতে পার, ইচ্ছা করলে রাখতে পার।

সর্ব্বাণী। রাক্ষস! তোমার হেঁয়ালী কথা আমি বুঝতে পারছি না। সত্য ক'রে বল, আমাকে বধ করতে তুমি বিলম্ব করছ কেন? আমি পিতৃ-শোকে জর্জ্জরিত। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু প্রতীক্ষায় বসে আছি।

শৈলে। পিতাকে তুমি দেখতে চাও?

সর্ব্বাণী। পিতাকে দেখতে পাব? পিতা কি তবে এখানে আছেন?

শৈলে। এখানে নেই। তিনি দেশে ফিরে গেছেন।

সর্ব্বাণী। তাহলে কেমন করে দেখব!

শৈলে। তুমি যদি দাসের প্রতি দয়া কর। দয়া করে যদি তার প্রাণ রক্ষা কর, তাহ'লে দাসের মত আমি তোমার সে আজ্ঞা পালন করি। এখনি তোমার পিতাকে দেখাই।

সর্ব্বাণী। কি করে প্রাণ রক্ষা করব বল?

শৈলে। যদি তুমি আমাকে বিবাহ কর?

সর্ব্বাণী। বিবাহ—তোমাকে?

শৈলে। হাঁ সর্ব্বাণী! রাক্ষসকে—এই কুৎসিৎ কদাকার রাক্ষসকে? তুমি অবজ্ঞা করে আমায় পরিত্যাগ করলে আমি বাঁচব না।

সর্ব্বাণী। (স্বগত) এই বারেই বিষম সমস্যা, না বল্‌লেই রাক্ষস আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু কি করব। মরণ ত প্রতীক্ষা করে বসে আছি। এ কুৎসিৎ রাক্ষসের হাতে পড়ার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

শৈলে। তোমার কি অনুমতি সর্ব্বাণী?

সর্ব্বাণী। না রাক্ষস—আমি তোমাকে বিবাহ করতে পারব না।

শৈলে। (দীর্ঘ নিশ্বাস ও নীরব থাকিয়া) বেশ! তা না পার তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'র না।

সর্ব্বাণী। আমি তোমার ঘরে বন্দিনী, তোমায় ছেড়ে যাবার আমার ক্ষমতা নেই।

শৈলে। তুমি রাণী! আমি তোমাকে মিথ্যা কথা কই নি। তুমি এ স্থানের ঈশ্বরী। এখানকার সমস্ত সম্পত্তি তোমার। এখানকার সমস্ত জীব তোমার দাসানুদাস। ইচ্ছা করলে তুমি এখানে থাকতে পার। ইচ্ছা করলে অন্যত্র যেতে পার। তোমার আদেশ অমান্য করে এমন শক্তিমান এ রাজ্যে কেউ নাই।

সর্ব্বাণী। এ কি স্বপ্ন?

শৈলে। স্বপ্ন নয়, সব সত্য।

সর্ব্বাণী। বেশ! আমি আমার পিতাকে দেখতে ইচ্ছা করি।

শৈলে। বেশ! এই আর্শীর দিকে চাও। পিতাকে তোমার দেখতে পাবে।

সর্ব্বাণী। (আর্শী দেখিয়া) এঁ্যা! একি? পিতা আমার মৃত্যুশয্যায়? দোহাই রাক্ষস, আমাকে পিতার কাছে পাঠিয়ে দাও।

শৈলে। (ইঙ্গিত—পরিচারকগণের প্রবেশ) তোমাদের রাণী যেখানে তোমাদের নিয়ে যেতে বলেন, এখনি ওঁকে সেখানে নিয়ে যাও। আর দেখ সর্ব্বাণী! পিতাকে যদি রোগমুক্ত দেখতে ইচ্ছা কর, তাহ'লে এই ঔষধ গ্রহণ কর। (ঔষধ প্রদান) এই ঔষধ সেবন মাত্রেই তোমার পিতা আরোগ্য লাভ করবেন।

সর্ব্বাণী। এঁ্যা রাক্ষস! তোমার হৃদয়ে এত দয়া?

শৈলে। (ভৃত্যগণের প্রতি) তোমাদের রাণী যেখানে থাকবেন, সেইখানে থাকবে। যখন যা প্রয়োজন হবে, তখনি তা যোগাবে! এখানে যদি আসতে তাঁ'র আর কখনও প্রবৃত্তি না হয়, তথাপি তোমরা ওঁর সঙ্গ পরিত্যাগ ক'র না!

সর্ব্বাণী। না রাক্ষস! আমি আবার আসব।

শৈলে। সে তোমার দয়া। তোমার ওপর আদেশ করবার আমার অধিকার নাই। তবে এ দাসকে যদি কখন তোমার দেখবার ইচ্ছা হয়, তবে আর্শী খানি সঙ্গে রাখো। এর পানে চেয়ো, তাহ'লে আমাকে দেখতে পাবে।

ভৃত্যগণ। চল চল, মাকে নিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

শয্যায় শায়িত কেশব, গোবিন্দ ও ত্র্যম্বক।

গোবিন্দ। আর দেখছেন কি? আর অধিকক্ষণ বিলম্ব নাই। অনুমতি করুন, অন্তেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন করি।

ত্র্যম্বক। তা হলে বাঁচলো না? আমার এমন গুণের ঠাকুরদাদা—আমার এমন হিতৈষী বন্ধু, কিছুতেই তাঁকে রক্ষা করতে পারলেম না?

গোবিন্দ। একমাত্র কন্যা, রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী। তার বিয়োগ এ বৃদ্ধ বয়সে সহ্য করা কি সহজ কথা?

ত্র্যম্বক। এমন কাল রাক্ষসের দেশেও গিয়েছিলুম। দাদাও গেল, আমিও গেলুম।

গোবিন্দ। আর এখন দুঃখ করবার সময় নাই। প্রভুর আমার ইহলোকের ত সব হয়ে গেল। পরলোকের মঙ্গল দেখা চাই ত।

ত্র্যম্বক। দাদা—দাদা! উঠুন! আপনি যদি গেলেন, তাহ'লে আমি এ ধন সম্পত্তি নিয়ে কি করব? প্রাণ আমার এখন মরুভূমি। আপনার স্নেহে, আপনার ভালবাসায়, আপনার যত্নে প্রাণ আমার কতকটা শান্তি পেয়েছিল। স্বপ্নের ব্যাপার বলে কতকটা ধৈর্য্য মনে ছিল। আপনি চলে গেলে আবার যে জ্বলে উঠবে দাদা!

গোবিন্দ। আর বিলম্ব করবেন না। উদ্যোগ—আয়োজন করতে হলে এই বেলা করুন।

ত্র্যম্বক। দাদা আমার বাঁচবেন না, কিছুতেই বাঁচবেন না?

গোবিন্দ। যে ঔষধে প্রভুর আমার জীবন ফিরে আসবে, সে ঔষধ কই?

ত্র্যম্বক। তাওত বটে! সে ঔষধ কই, সর্ব্বাণী কই—সে ত আর আসবে না। দাদার আমার বেঁচেই বা সুখ কি? মৃত্যুই শুভকর বলে দাদা তার আশ্রয় গ্রহণ করছেন।

নেপথ্যে। বাবা—বাবা!

ত্র্যম্বক। কে ডাকলে? (সর্ব্বাণীর প্রবেশ) বাপের জীবন শেষ ক'রে এলি?

সর্ব্বাণী। কই—বাবা কই?

ত্র্যম্বক। এই যে দেখতে পাচ্ছ না?

সর্ব্বাণী। বাবা—বাবা! তোমার এই দশা—ওঠ বাবা ওঠ (মুখে ঔষধ দান)

কেশব। কেও?—কে কথা কইলে?

সর্ব্বাণী। দেখ বাবা, চেয়ে দেখ, আমি এসেছি।

কেশব। কেও—মা এলি—মা এলি?

সর্ব্বাণী। তোমার নাকি বাবা অসুখ করেছিল?

কেশব। আর ত অসুখ নেই মা!—কেমন করে মা রাক্ষসের মুখ থেকে বেঁচে এলি?

সর্ব্বাণী। ওঠ পিতা! সুস্থ হয়ে সে অপূর্ব্ব দেশের কথা শ্রবণ কর।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

উদ্যান।

শৈলেশ্বর ও যমুনা।

যমুনা — গীত।

পথে যেতে প্রাণ পড়েছে টানে।
বিষম বিপাকে ঘেরেছে আমাকে,
হাবু ডুবু খাই প্রেমের বানে॥
নাগর নাগরী কত ব'সে তীরে,
চেয়ে আছে শুধু আমার পানে;
আসিতে পিছাই, দূরে ভেসে যাই,
কিনারায় তবু কেউ না আনে॥

শৈলে। যমুনা! ভগিনী আমার, তোমার পবিত্রতায় তুমি যে রক্ষা পেয়েছ, এইতেই আমার

সকল দুঃখ দূর হয়েছে। আমার পানে তুমি চেও না, আমি পাপ করেছি। আমার অবস্থা পরিবর্ত্তন বিধাতার ইচ্ছা নয়। তুমি আর আমার পানে চেও না। আমি মরতে চলেছি, আমার কাছে কেঁদে আর মৃত্যুর যাতনা বৃদ্ধি ক'রো না।

যমুনা। দাদা! পাপের ত যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হলো, তবু কি ঋষির দয়া হল না।

শৈলে। ঋষি ত দয়া করেছেন। তবে নাকি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই! তাই আমার এই দশা, ঋষির অপরাধ কি?

যমুনা। সর্ব্বাণী কি আর ফিরবে না?

শৈলে। কেন ফিরবে? কি প্রলোভনে ফিরবে? তুমি নিষ্পাপ, তাই তুমি করুণাময় যুবাপুরুষের হৃদয় লাভ করেছ। আমি মহাপাপী, সে করুণা পেতে আমার অধিকার কি?

যমুনা। আপনি কেন দাদা তাকে সব কথা খুলে বললেন না?

শৈলে। আ—সরলা বালিকা! রহস্য প্রকাশ করলে ফল পাব কেন? প্রকৃত তথ্য জানবার পর যদি সে আমার হ'তে চায়, তা হলে যমুনা সে আমার দয়া—না তার দয়া?. আমি স্বরূপ রাজকুমার জানলে, কত রাজকন্যা যে আমাকে মালা দিতে ছুটে আসবে। তাতে সে তুচ্ছ বালিকার আত্মদান করবে বিচিত্র কি? আমার এইরূপে দয়া, আমার এই বিভীষিকাময় মূর্ত্তি দেখে আত্মদান—তাও কি কেউ কখন করে যমুনা? আমি আমার নিজের রূপ দেখেই ভয় পাই। ভগিনী, হবার নয়। সে করুণা পাবার নয়। তুমি যাও—আর আমার পানে চেও না। তুমি ত্র্যম্বককে আনাও। আনিয়ে নিজেই এ রাজ্যের রাণী হও।

যমুনা। কেন—সর্ব্বাণী ত আসবে বলেছিল?

শৈলে। আসবে—হয় ত একদিন আসবে। কিন্তু হয় ত সে সময় আমি এজগতে থাকব না।

নেপথ্যে — রাক্ষস — রাক্ষস — কোথায় রাক্ষস? (কোলাহল)

যমুনা। হ্যাঁ—তাইত দাদা—এল কি? সর্ব্বাণী এল কি?

শৈলে। সে কি সত্য সত্যই ফিরে এল? না—না—দুরাশা, দুরাশা!

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। কে রাক্ষস? কোথায় তুমি? সমস্ত ঘর খুঁজলুম—সমস্ত বাগান আঁতি পাঁতি করে খুঁজলুম—তবু তোমায় দেখতে পাচ্ছি না কেন? রাক্ষস! রাক্ষস! দেখা দাও। তুমি আমার পিতার প্রাণরক্ষা করেছ। দয়াময় রাক্ষস—কোথা আছ—দেখা দাও। এঁ্যা—এঁ্যা! এই যে—এই যে—রাক্ষস! তোমার একি দশা?

শৈলে। কেও সর্ব্বাণী এসেছ?

সর্ব্বাণী। এসেছি। আমার পিতা আরোগ্য-লাভ করেছেন, সেই সংবাদ তোমায় দিতে এসেছি। তুমি অমন করে শুয়ে কেন?

শৈলে। তুমি আর আমার পানে চেও না। তোমার সব রাক্ষস-সন্তান তোমাকে না দেখে কাতর আছে, তুমি রাজ্যেশ্বরী হয়ে তাদের সান্ত্বনা কর। আমার কথা ভুলে যাও।

সর্ব্বাণী। কেন ভুলে যাব? রাক্ষস তুমি অতি মহান্! তোমার মত মানুষ যদি সংসারে থাকত, তাহলে সংসার কত সুখের হত! রাক্ষস তুমি ফিরে চাও। তোমার কি হয়েছে বল?

শৈলে। আমার মৃত্যুপীড়া হয়েছে।

সর্ব্বাণী। তুমি কত রোগের ওষুধ জান। আমার পিতাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করলে, তুমি নিজের রোগের কি ওষুধ জান না?

শৈলে। জানি। কিন্তু সে দুষ্প্রাপ্য।

সর্ব্বাণী। বল কোথায় আছে—আমি খুঁজে আনি।

শৈলে। না সর্ব্বাণী। তোমায় দেখেছি, সুখে মরছি—ঔষধে আর প্রয়োজন নাই।

সর্ব্বাণী। না রাক্ষস! দয়া করে বল, আমি খুঁজে আনি।

শৈলে। সে ঔষধ তোমার কাছেই আছে।

সর্ব্বাণী। আমার কাছে আছে?

শৈলে। তোমার কাছে আছে।

সর্ব্বাণী। বেশ! কি ঔষধ বল?

শৈলে। সে বলা—আর তোমার প্রাণে আঘাত দেওয়া—একই কথা, তোমায় প্রাণে আঘাত দিয়ে জীবনধারণে আমার লাভ কি?

সর্ব্বাণী। কি ঔষধ বল।

শৈলে। বলব?

সর্ব্বাণী। বল, থাকলে দেব।

শৈলে। না সর্ব্বাণী বলব না।

সর্ব্বাণী। কেন বলবে না?

শৈলে। সর্ব্বাণী, তা তোমাকে বলবার নয়।

সর্ব্বাণী। দোহাই রাক্ষস, আমাকে বল।

শৈলে। ক্ষমা কর সর্ব্বাণী—আমি বলতে পারব না।

সর্ব্বাণী। এই যে বলতে চাচ্ছিলে!

শৈলে। দেখলুম, মৃত্যু যন্ত্রণার চেয়ে বলার যন্ত্রণা আরও কঠিন।

সর্ব্বাণী। বেশ, তবে আমিও মরব।

শৈলে। তুমি মরবে কেন?

সর্ব্বাণী। কেন মরব? অন্ধের চক্ষে তোমায় দেখেছিলুম, তখন তোমায় চিনতে পারিনি। এখন দেখি, যদি জগতে কেউ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর থাকে সে তুমি, যদি জগতে দেবতা নামে কেউ পূজার পাত্র থাকে, সে তুমি—যদি এ হৃদয়-পুষ্প অঞ্জলি দিতে হয়, ইষ্টদেব তুমি ভিন্ন আর কাউকেও তা দিতে পারি না। ওঠ রাক্ষস! আমি যে তোমাকে আত্মদান করতে এসেছি! হৃদয়েশ্বর! এই নাও আমাকে গ্রহণ কর। তুমি আমার দেবতা—আমি তোমার চরণাশ্রিতা দাসী। (পদতলে পতন)

[শৈলেশ্বরের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

(শৈলেশ্বর ও মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। ভগিনী আমার ওঠ! দেখ—চেয়ে দেখ,—দেখ তোমার করুণায় ধরণী কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে দেখ।

গীত।

ক'রেছ যে দান বেঁধেছ যে প্রাণ
তোমার সমান আছে কে!
তুমি মধুময়ী প্রকৃতির দান,
বিধি শিরে ধ'রে এনেছে।
অঞ্জলি ক'রে দিয়েছে ঢেলে,
হেথায় সুদূর সাগর কূলে;
যতনে যামিনী ভুলিয়া আপনি,
মালা গাঁথি বেণী বেঁধেছে॥

সর্ব্বাণী। এঁ্যা (উঠিয়া) একি! একি!

মহে। এস মা, তোমার অপূর্ব্ব দানের বিনিময় গ্রহণ কর।

সর্ব্বাণী। এঁ্যা! দেবী—দেবী—তুমি?

শৈলে। সর্ব্বাণী—সর্ব্বাণী—রাজ্যেশ্বরী! এ রাজ্যের প্রথমোপঢৌকন রাজ্যেশ্বরের দাসত্ব গ্রহণ কর।

মহে। এই করুণায় সংসারের শোভা—শান্তির অস্তিত্ব। জীব করুণা কর—করুণা কর।

(কেশব ও গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। যে ঋষি-কন্যার উপর অত্যাচারে এ রাজ্যের এই দুরবস্থা হয়েছিল, শেঠজী। এই তোমার সেই ঋষি-কন্যা।

কেশব। আমি দৃষ্টিহীন হয়ে ঘুরেছিলুম। রাজকুমার! তাই তোমাকে আমি দেখেও চিনতে পারিনি। আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্ব-সৌভাগ্যের অধীশ্বর হয়ে, তোমরা জগতে করুণা বিতরণ কর।

(ত্র্যম্বকের প্রবেশ)

ত্র্যম্বক। এই যে—এই যে—কালে, কালে, কমলমণিরও পা হল।

(যমুনার প্রবেশ)

যমুনা। কেন হবে না—বাঁদর যদি রাক্ষসীর প্রেমের পাকে মানুষ হয়, তখন এ তামাসা দেখতে কমলমণি জল ছেড়ে কি ডেঙায় ভাসতে পারে না?

ত্র্যম্বক। রাক্ষসি, আমায় ভোজন করবি?

যমুনা। বললেই হয়—মশলা আঁচলে বাঁধা।

(সমবেত সঙ্গীত)

কুটিল প্রেমের এইত রঙ্গ।
নীরবে চলে না, নীরবে খেলে না, নীরবে দেয় না ভঙ্গ।
নীরব থাকে না প্রেমের গান,
নীরবে ভাঙে না প্রেমের মান,
প্রেমের ধারায় ভুবন ভরায় গগণে তুলে তরঙ্গ ॥
প্রেমময়ী ধরা যে সুধাধরে,
ভারে ভারে ভরা প্রেম অধরে
প্রেম সরে প্রেম ভরে কেলি করে অনঙ্গ।
প্রেমের বিরহ মধুর শান্তি মধুর মিলনে সাঙ্গ ॥

যবনিকা পতন।

কবি-কাননিকা।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

মহাশয়কে

'কবি-কাননিকা'

অর্পণ করিলাম।

বিজ্ঞাপন।

'কবি-কাননিকা' মনগড়া ছবি। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে কেহ ইহার আদর্শ খুঁজিবেন না। অতিরঞ্জন-মূলক রহস্যই ইহার উপাদান। ইহাতে বাস্তবের আরোপ করিতে গেলে, পাঠক নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন।

গ্রন্থকার।

কবি-কাননিকা।

গৌরচন্দ্রিকা।

তরল জলদকবলিত পূর্ণচন্দ্রমা, রজনী প্রভাতকল্পা,—কাকগুলা সমস্বরে কা কা করিয়া উঠিল। নরোত্তম শর্ম্মা শয্যা ত্যাগ করিলেন, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে তামাকুর ডিপা খুঁজিতে লাগিলেন। রাত্রি ত আর শেষ হয় নাই, নিদ্রা এখনও শর্ম্মার গলা জড়াইয়া আছে, তামাকু খুঁজিতে আফিমের কৌটায় হাত পড়িল। সাজিয়া ব্রাহ্মণ একবার টান দিলেন, বুঝিতে পারিলেন না,—দুই বার তিন বার, তবুও বুঝিতে পারিলেন না; চতুর্থ বারে যখন তাহার জ্ঞান জন্মিল, তখন নেশা ধরিয়াছে। নরোত্তমের বুঝিতে আর বাকি রহিল না। তখন পঞ্চম বারের প্রাণভরা টানে, সমস্ত ধূমরাশি হৃৎ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, গমনোন্মুখী রজনী সুন্দরীকে আবার জোর করিয়া ধরিয়া আনিলেন। চাঁদ একবার হাসিয়া একখানা বড় মেঘের ভিতর ঢুকিয়া গেল। রজনী তমস্বিনী। নরোত্তমের উটজ-প্রাঙ্গণের সমীরণে কতকগুলা সরিষা ফুল ফুটিয়া উঠিল।

নরোত্তম দেখিলেন, আঁধার সাগরে একটা নন্দন কানন ভাসিয়া উঠিয়াছে। একটা পারিজাত বৃক্ষের তলে মাদুর বিছাইয়া দেবগণ মুখামুখি করিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। নরোত্তম কাণ বাড়াইয়া দিলেন।

নরোত্তম শুনিলেন, "কে যায়?"—

পদ্মযোনি কুমেরুর শৃঙ্গে একটা আগ্নেয় পর্ব্বতের কলিকা বসাইয়া, বাসুকির নল করিয়া মুখে দিয়া বসিয়া আছেন। বিচারকের চক্ষু সর্ব্বদাই মুদ্রিত, মুখবিনির্গত ধূমরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এমন সময় চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল, "কে যায়—এই অকালে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে অপ্রস্তুত হইতে মর্ত্তে কে যায়!" পদ্মযোনি একবার মাথা তুলিলেন, চারি দিক চাহিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, তাই ত বিষম সমস্যার কথা—"কে যায়?"

প্রশ্নকর্ত্তা বলে "কে যায়", উত্তরকারী বলে "কে যায়।" সম্মুখে ভগ্নচতুষ্পদ ধর্ম্ম, পার্শ্বে বাতব্যাধিগ্রস্তা রোগীনীর ন্যায় মুহুর্ম্মুহু কুন্থনকারিণী ধরণী, উভয়ের চক্ষে অনর্গল জলধারা—সমস্বরে উভয়েই বলিল, "যদি কেহই না যায়, তবে উপায়।"

ধর্ম্ম ত গিয়াছে, পৃথিবীর যাইবার আর বড় বিলম্ব নাই। পৃথিবীর প্রিয় সন্তান বড় বড়

জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গ্রহনক্ষত্রাদি সকলে অবিরাম দূরবীক্ষণ লাগাইয়া বসিয়া আছে। অনুসন্ধান করিতেছে, তাহাদের মধ্যে মানুষের বাসোপযোগী স্থান আছে কি না। চন্দ্রে পাহাড় দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা তুষারাচ্ছন্ন। মঙ্গলে ভুবন-ব্যাপিনী তরঙ্গিণী, তরঙ্গ উঠিলেই প্রাণ যাইবে। উপায়!—কেমনে ধর্ম্ম ও পৃথিবী রক্ষা পায়? পদ্মযোনি,নীরবে মুখ তুলিয়া একবার মহেশ্বরের মুখের দিকে চাহিলেন। কৈলাসনাথ তার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"আমা হইতে হইবে না—মর্ত্তে গাঁজা আফিমের কমিশন বসিয়াছে, এ বৃদ্ধ বয়সে যাইলে সকলে আমাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে। আমি সেখানে অপ্রস্তুত হইতে অথবা পাগলা গারদে প্রবেশ করিতে যাইতে পারিব না।" "অমরেন্দ্র তোমার কি?"—বলিয়াই চতুরানন তামাকুতে একটা টান দিলেন। "আমার কি? আমার সর্ব্বনাশ! যা লইয়া আমার অহঙ্কার, সেই ভীমনিনাদী অশনি, একটা লোহার শিকের প্রেমে মরিয়া আছে। তাহার উপর মর্ত্তের একটা অপোগণ্ড বালক পর্য্যন্ত বজ্রনির্ম্মাণ কার্য্যে পারদর্শী। পথে পথে তামার তারে আমার আদরিণী কুবিকুলসোহাগিনী কাদম্বিনীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমি কোন্ মুখ লইয়া মর্ত্তে যাইব?" মহেন্দ্র ব্রহ্মার দিকে আর চাহিলেন না, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নখ দিয়া হরিচন্দনের পত্র ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি বরুণের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। বরুণ বুঝিতে পারিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমার দিকে চাহ কেন প্রজাপতি? আমি কি সেই মহাশক্তিময় তাম্রতারের হেঁপায় পড়িয়া অম্লজান আর জলজান নামে দুইটা বাষ্প হইয়া আসিব!—আমি যাইব না।"

সন্তানকের পত্রান্তরাল হইতে অরুণদেব উঁকি মারিতেছিলেন। প্রজাপতির সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। ধরিত্রীসুন্দরী ব্রহ্মার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "ঠাকুরদা, ওদিকে চাহিও না, ওর বিদ্যা সেখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মর্ত্তবাসিগণ বুঝিয়াছে,—সূর্য্যের ব্যাস বৎসরে আঠার হাত করিয়া কমিয়া আসিতেছে, আর কিছুকাল পরে উহাকে আমারই দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। চন্দ্রদেব বহুকাল হইতেই নারী হইয়াছেন, মানব উহাকেও নারী বলিতে ছাড়িবে কি?" সূর্য্য লজ্জায় অস্তাচলের গুহার ভিতর মুখ লুকাইল। ব্রহ্মা আকুল নয়নে গোলকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন গোলোকের দ্বার বন্ধ, পুরীর আর সে শৃঙ্খলা নাই, দ্বাররক্ষী জয় বিজয় কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সনক সনন্দ সনাতনের গান প্রবল ঝটিকায় উড়িয়া গিয়াছে। ভগবানের অস্তিত্বলোপের জন্য ডিনামাইট আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোশিয়ালিষ্ট, এনারকিষ্ট, নিহিলিষ্ট নিরীশ্বরবাদিগণ জগতে ঈশ্বরত্ব রাখিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজ এ রাজা মরিতেছে, কাল ও রাজা মরিবার আশঙ্কা জন্মিয়াছে। কেহ বা আতঙ্কে জড় সড়, কেহ বা ভয়ে মর মর। ঘরের আরস্যুলা টিক্‌টিকিটি পর্য্যন্ত সেই কসাইগুলার দলে যোগ দিয়াছে। ভয়ে রাজার রাজা, দেবতার দেবতা পদ্মালয়াকে লইয়া, পটোল মাথায় দিয়া কলমীশয্যায় অতি দীনভাবে অনন্তশয়নে শুইয়াছেন। কে তাঁরে তুলিবে?

দেবগণ তখন একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল।—কি হইবে? অমর যে মরিবার নয়, অনন্ত দুঃখভার মাথায় বহিয়া অনন্ত প্রাণ লইয়া হতভাগ্যেরা কি করিবে?

ব্রহ্মা বলিলেন, "চল সকলে ধর্ম্মকে স্কন্ধে লইয়া সুমেরুশৃঙ্গে পলাইয়া যাই।"

দূরে আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে ও কে আসিতেছে? বাইজীর ভেড়ুয়ার ন্যায় রত্নালঙ্কার ভূষিত, অথচ মলিন বদন, সজল নয়ন, মরুণী মাসীর মত অনবরত কাশিতে কাশিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে ও কে আসিতেছে? কে—ও, ধনাধিপতি কুবের নয়? কুবের আসিয়া ধড়াস করিয়া পদ্মযোনির সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িল। পদ্মযোনি বলিলেন "এ কি?—বলি উত্তর দিকপাল এ কি? এই নাও তামাক খাও,—বলি ব্যাপার কি? এমন করিয়া ছিন্নমূল তরুর মত আছাড় খাইয়া পড়িলে কেন? বলি ওহে ভায়া, কথা কও না যে! ব্যাপার কি? আমরা যে তোমার ওখানে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছি।"

"আর ব্যাপার—সমস্ত জগতের ধন আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া, আমার ঘরে ডিটেক্‌টিভ পুলিশ ঢুকিয়াছে, সুমেরুর গহ্বরে গহ্বরে তল্লাশ লাগাইয়াছে।"

"য়্যাঁ য়্যাঁ বলিলে কি?"—দেবগণ সমস্বরে একটা বিকট চীৎকার করিয়া হাঁ করিয়া কুবেরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "কি সর্ব্বনাশের কথা বলিলে—দৈত্যদানবের অগম্য, বিপন্ন দেবতার আশ্রয়স্থল সুমেরু অচলে মানুষে আরোহণ করিল? ওহে কুবের পাগলের মত কি কথা বলিতেছ?"

"আর বলিতেছ,—কুবের বলিল, "আর বলিতেছ"—যাহা দেবতা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাই ঘটিল। সুমেরু-শৈলে মানুষ উঠিল, আমার ইজ্জত রাখা ভার হইল। বহু লোকে আজ বহু বৎসর ধরিয়া সুমেরু অধিকারের চেষ্টা করিতেছে। এত কাল একমাত্র তুষারবাণে সকলকে বিফল মনোরথ করিয়া আসিতেছিলাম, এমন কি সাহসিকুলচূড়ামণি মার্কিণ চতুর্ধুরীণ ফ্রাঙ্কলিনকেও যমের ঘরে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সেই সাহসী নরকুলের গোঁ ফিরাইতে পারিলাম না। তাহারা একটা রথী দম্পতী পাঠাইয়া দিল। এবারে তাহারাই সর্ব্বনাশ করিল। কি জানি কি কুহকে আমার প্রধান সহায় বিজয়ের একমাত্র উপায় বরফ প্রান্তরকে বশে আনিল। সেই বিশ্বাসঘাতক বরফাধমই নরওয়ে নিবাসী ন্যানসেন ও তাহার পত্নীর জাহাজ বুকে আনিয়া আমার বাড়ীর দুয়ারে লাগাইয়া দিয়াছে; রক্ষা কর প্রজাপতি, অগতির গতি, আমার প্রাণ যায়।"

সকলেই তখন গভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, "যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর"।

"চুপ কর, চুপ কর, গোল করিও না, আমাকে বলিতে দাও।" ধনাধিপতি উর্দ্ধবাহু হইয়া গভীর চীৎকারে সকলকে থামাইয়া দিল। —"কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে? এ দেবদানবের যুদ্ধ নয়, রক্ষমানবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, কুকুরের সহিত যুদ্ধ করিতে কি সাহস কর? ওই দেখ গোটা বার কুকুর মহানন্দে চারিধারে ছুটাছুটি করিতেছে। ওই দেখ আমার শ্বেত ভল্লুককুল নির্ম্মূল হইল। যেমন যাইবে, ন্যানসেন ও তৎপত্নীর একটীমাত্র ইঙ্গিতে তোমাদের টুঁটি ধরিবে, আর রামও বলিতে দিবে না, গঙ্গাও বলিতে দিবে না।"

সকলে কুবেরের পানে ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিল। নলরূপী ফোপরা বাসুকি লেজ হইতে মাথা পর্য্যন্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কলিকার অগ্নি জলস্পর্শে নিবিয়া গেল। চারিদিকে শব্দ উঠিল—কেবল হায়—হায়।

পটোলোপাধান কলমীদলে শয়ান. ভগবান, ভক্তের এ দুঃখ আর সহিতে পারিলেন না। দেবগণ দৈববাণী শুনিল, "মাভৈঃ ভয় নাই, আমি আসিয়াছি।"

নব-জলধর-বিজরীরেখা সোঁ করিয়া তাহাদের চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। মহেশ্বর বলিয়া উঠিলেন,—"গোলোকনাথ কি? ক্ষীরোদ-তলবাসিনী সুধাভাণ্ডধারিণী দেবতায় অমর-কারিণী মোহিনি! আবার কি ভোলাকে পাগল করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ছুটাইবে?" দেবগণ কৃতাঞ্জলি-পুটে গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "দয়াময় এ কি?"

দয়াময় বলিলেন, "এবারে এই, এবারে **নারী অবতার।**"

"হেনরী মার্টিনী, গ্লাইডার, টরপেডো, মাকৃসিম্ কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে যুদ্ধ করিতে পারিব না, তোয়েল ফিশারি হইয়াছে মীন হইতে পারিব না, বরাহ হইয়া গুলি খাইয়া 'হ্যাম' হইতে পারিব না, কুর্ম্ম হইয়া হোটেলের গ্লাসকেস শোভিত করিতে পারিব না। নরসিংহ হইয়া আলিপুরের পশুশালায় কে প্রবেশ করিবে? বৃন্দাবনবিলাসী হইয়া মেজেষ্টরের কাটাগড়ায় কে উঠিবে? ভারতবর্ষে আর পয়সা নাই কে ড্যামেজ দিবে? আমি নারী হইব, নারী হইয়া পুরুষের তেজ ভাঙ্গিব। তোমরা নির্ভয়ে যে যার গৃহে গমন কর।" তখন,—

সগর্ব্বে রবাব বীণা বাজিল মুরলি
দেবগণ ঘরে চলে হরি হরি বলি।
—নারী হল অবতার সমীরণ গায়,
মর্ত্তের পুরুষ গুলা করে হায় হায়।
পর্ব্বত পাথর হ'ল, সিন্ধু হ'ল জল,
তারকা উজ্জল হ'ল, গাছে ঝোলে ফল।
আগুণ গরম হল, ঠাণ্ডা হল হিম,
শর্করা মধুর হল তেঁতো হল নিম।
তফাতে কেবল মাত্র মরুভূমে বারি,
রমণী পুরুষ হ'ল, নর হল নারী।

অবতরণিকা।

শ্রীমতি কাননিকা কবিরাজকুল কলঙ্কিত—শ্রীবিষ্ণু—উজ্জ্বল করিয়াছেন। চ্যবনপ্রাস, কস্তুরীভৈরব, ত্রিফলাকল্প, মকরধ্বজে মনুষ্যের আর উপকার হয় না বুঝিয়া, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে দেখিয়া, কাননিকা নূতন পথাবলম্বনে নূতন ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে এলোপ্যাথীর কম্পজ্বর, হোমিওর পালা, আর আয়ুর্ব্বেদের সন্নিপাত; ইহাতে টেরাপ্যাথীর পাতাল গমন, হাইড্রো-প্যাথীর বিরেচন, ইলেক্‌ট্রোর বমন; ইহাতে রোগীর জ্বর-জ্বালা ত দূর হইবেই; অধিকন্তু ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা মরিবে, তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসাপনোদন হইবে। শোকী আহ্লাদে নৃত্য করিবে, বিয়োগী আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত হইবে, মরণোন্মুখ নর ঔষধ-প্রভাবে মত্তমাতঙ্গের বল ধরিবে। আর কি হইবে?—ঔষধের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে।

লক্ষ লক্ষ লোক মুহূর্ত্তের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিতেছে। কেহ ঔষধ লইতে আসিয়া পথেই আরোগ্য লাভ করিয়া, পথ হইতেই ফিরিয়া যাইতেছে। কাহাকেও বা আসিতেও হইতেছে না, ঔষধের নাম শুনিয়াই রোগ-মুক্তি। হিমালয় হইতে কুমারিকা, করাচী হইতে সিলেট, গিলঘিট হইতে সুন্দরবন, কাছাড় হইতে কোঞ্চী, সকল স্থানের সর্ব্ব জীবের মুখে এ ঔষধের গুণ ধরে না। নরনারী চীৎকারে, অশ্ব হ্রেষারবে, মাতঙ্গ বৃংহিত ধ্বনিতে, গাভী

হাম্বায়, ময়ূর কেকায়, কোকিল কূজনে, এমন কি ভ্রমর গুঞ্জনে ও সমীর নিস্বনে ইহার যশোগান করিতেছে। ভারতে নূতনত্ব,—সত্ত্ব রক্ষার জন্য ঔষধ পেটেন্ট।

এমন ঔষধ তোমার বিদিত না হওয়াই বিচিত্র। তবে গ্রহদুর্দৈব বশে বধির তুমি ঔষধের কথা যদি না শুনিয়া থাক, তাহা হইলে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই যোগীঋষির অগোচর, স্বর্গদুর্ল্লভ ঔষধের নাম করিতে হইল। প্রথমেই সন্দেহের কথা। যোগীঋষিই যদি জানিতে না পারিল, তাহা হইলে এত জীব ঔষধের কথা কি প্রকারে জানিল? তদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, আজিকালি বঙ্গবাসী আমরা এইরূপই জানিয়া থাকি। যাহা যোগীঋষি জানে না, দেবতাও শুনে নাই, তাহাই আমরা জানিয়া ও শুনিয়া থাকি। আমাদের দিব্য জ্ঞান হইয়াছে। আমাদের দিব্য চক্ষু আছে। ঘোর তমসাচ্ছন্ন কারাগারে বসিয়া মুদিত নয়নে কল্পবৃক্ষের ছায়া দেখিতে পাই। দিব্য কর্ণ আছে। সংসারের কোলাহলের মধ্যে বসিয়া, ভূমিকম্পান্দোলিত বিশাল সাগরের ভীম গর্জ্জন তরঙ্গতীরে অবস্থিত হইয়া, আকাশের গান শুনিতে পাই। দিব্য ক্ষুধা আছে। সারের সার লক্ষ্মীরূপিণী ধান্য রাণীকে রাক্ষসের কবলে ধরিয়া দিয়া, সমীরণ-সেবনে উদর পূর্ণ করি। যোগীঋষির অজ্ঞাত গুহ্য কথা আমরা জানিব না ত জানিবে কে? অতি গুহ্য তন্ত্র-কথায় গৃহ গৃহ নিনাদিত।

তবে এ কথা কে না জানিবে? ভাই হে! তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে। না জানিলে তোমার নিস্তার নাই। রঙ্গমঞ্চের লীলাময়ী ললিতার নবনীত-কোমল করাঙ্গুলিধৃত কুসুমকোমল চাবুকের আবেশকর-প্রহারের ভয়ে, অনেক সংবাদপত্র-সম্পাদক অভিনয় দেখিয়া বিরক্ত হইয়াও অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া থাকে। জানিতে শিখিতে অবাধ্যতা প্রকাশ করিও না। ইটালীর Inquisitonএ গালীলিয়োপ্রমুখ অনেক উদ্ধত পণ্ডিতকে 'সূর্য্য ঘুরিতেছে' এই কথা স্বীকার না করায়, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছিল। যাহারা ভয়ে তাড়নায় অথবা অবশেষে প্রাণের মর্য্যাদা বুঝিয়া স্বীকার করিল, তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিল। যে অস্বীকার করিল, তাহাকে সেই পাপে কারাগারেই অস্থিপঞ্জর রাখিতে হইয়াছিল। ভাই! বুঝিয়া সুঝিয়া সাবধান।

কাননিকা পঞ্চাবতার। কাননিকা কবি, আর তাহার অব্যর্থ আদি ও অকৃত্রিম ঔষধটির নাম কবিতা-রস। এই উনবিংশ শতাব্দীর যে সকল ঈশ্বরপরায়ণ ভগবানের অবতারত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও কাননিকাকে দেখিয়া আর তাহার অনৈসর্গিক অথচ অতি মধুর হাবভাব দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, যদি কখনও ভগবানের অবতার হইয়া থাকে, তাহা এই রমণীরূপে। অধিক আর কি বলিব, কাননিকার অবতারণায়, নিরীশ্বরবাদী পৌত্তলিক হইয়াছে, চার্ব্বাকের দল ঋণ করিয়া ঘি খাইয়াছে, কর্ত্তাভজা গৃহিণীর শরণ লইয়াছে, কম্‌তির (Comte) দল বাড়তি হইয়াছে, নবদ্বীপের প্রেমাশ্রুজলে সুরধুনী ত্রিশ ফুট ফুলিয়া উঠিয়াছে, আর কত পরমহংস পরমবক হইয়া আধ্যাত্মিক মাছ ধরিতে ভূমধ্যসাগরে উড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু রমণীকুলে হুলস্থূল। ঈর্ষ্যায় আকুল হইয়া সকলে বক্ষে করাঘাত করিতেছেন ও মাথার চুল ছিঁড়িতেছেন। ব্রাহ্মণী কঙ্কণ বেচিয়া বাইবেল কিনিলেন, খৃষ্টানী পশ্চিমমুখে বসিয়া নেমাজ পড়িলেন, মার্কিনী থান ধরিলেন;

সাধারণী অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিলেন, আদি বাদী হইলেন। "ঈশ্বর নারী হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইবে!—পোড়া কপাল সে ঈশ্বরের, আমরা ঈশ্বর মানিব না।"

কবিতা রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ। ঔষধের গুণাগুণ লইয়া তর্ক করিতে চাহি না, কবি হও বুঝিতে পারিবে। তবে একান্তই যদি বুঝিতে অক্ষম হও, তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী যাহার কাছে যাও, সেই তোমাকে বুঝাইয়া দিবে। বিলাসী দেশীয় রাজার অত্যাচারে যে ফুল ফুটিতে ফুটিতে শুকাইয়া যাইত, তুলিবার লোক নাই বলিয়া সেই কাব্যকুসুম এখন ঘরে ঘরে ফুটিতেছে, পথে পথে গড়াইতেছে, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িতেছে।

কবিতা লেখে না কে? কাব্য বুঝে না কে? নারী হইয়া যদি তুমি বুঝিতে না পার, তাহা হইলে বুঝিব, তোমার প্রভু রাজার সরকার-শিরোমণি। পুরুষ হইয়া যদি বুঝিতে অক্ষম হও, তাহা হইলে বুঝিব, তোমার গৃহিণী তোমার তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী, রন্ধনশালার পঞ্চাল-নন্দিনী। বুঝিতে না পারিলেও বুঝিয়াছি বলিতে লজ্জিত হইও না। ভাই হে, বুঝিয়া রাখ, কাননিকা কবি।

কবি না বলিয়া কি বলিব? কবি শব্দ স্ত্রীত্ব-বাচক হয় না জানি, তথাপি কাননিকাকে কবি না বলিয়া কি বলিব? মনে যে কত কথা আসিয়া পড়ে, ব্যাকরণের জাতেরস্ত্রাদীপ, ইদন্তাদীপবা, গার্গাচ্চাঃ—কত সূত্রের ছবি জাগিয়া উঠে! কিন্তু হায় নিরুপায়, কাননিকাকে আমরা কোন সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিলাম না। ব্যাকরণে, অভিধানে মানুষের পাণ্ডিত্যাভিমানে —দশ দিক বন্ধনে কাননিকাকে কবি বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হইল। হায়, দেবভাষা সংস্কৃত! তখন যদি জানিতে, এই ভারতে কবিতারসময়ী নারী জন্মগ্রহণ করিবে, হৃদয় ভরাইবে, ভুবন মাতাইবে, আর জানিয়া শুনিয়া যদি একটা অভিধান দিয়া যাইতে, তাহা হইলে লিঙ্গ নির্ণয়ে আমাদের এত লজ্জায় পড়িতে হইত না। যদি জানিতে ডুমুরের ফুল হইবে, কল টিপিলেই জল বাহিরিবে, তাহা হইলে পাণিনিকে লইয়া আর টানাটানি করিতে হইত না। অথবা ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষি অনেক বুঝিয়া, সমাধিবলে ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া নারীকেও পুরুষের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। যাহার হৃদয়কন্দরে কোটী কোটী নর নারীর সোণার কাটি রূপার কাটি নিহিত আছে, সে পুরুষ হইল না, আর যে যাত্রাকালে শূন্য কলস দেখিয়া গমনে বিরত, এমন দুর্ব্বল তুমি হইলে পুরুষ! তবেই স্থির হইল, কাননিকা কবি। এমন কবির জীবন-চরিত লিখিয়া লেখনী সার্থক করিব। সকলে আমার সহিত যুক্তকরে বল :—

যত্ন ক'রে ভাঁজিয়াছি গৌরচন্দ্রিকা,
আদরে সাধিয়া দিছি অবতরণিকা।
এই পাপভরা মর্ত্তে করিয়া ভূমিকা,
নাবালিকা আদিলীলা শেষ বিভীষিকা
দেখাইতে রঙ্গে ভঙ্গে এস কাননিকা।
ফুল দেব শত শত জবা শেফালিকা,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব, মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
সোণার থালে ভাত দেব—আর দেব 'নিকা',
ছন্দের মিলের তরে ওগো কাননিকা!

ভূমিকা।

কাননিকার ভূমিকা, ভরা অমাবস্যার নিবিড় তিমিরাম্বরা নিশীথ যামিনী। সেই সময়ে শনি-শুক্রাদি গ্রহগণ ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া মীনরাশিতে প্রবেশ করিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে ভূতভাবন ভগবান ভুবনের ভার হরণ করিবার জন্য মথুরা নগরে কংসকারাগারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বালিকার জন্মের পর জ্যোতির্ব্বিদ-মুখে সময়ের মর্ম্ম বুঝিয়া এবং বালিকার ক্রন্দনের কিছু বিশেষত্ব শুনিয়া, দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই ভাবিলেন, বুঝি অন্তঃপুরবদ্ধা নিত্যপীড়িতা ভারত-ললনার দুঃখ দূর করিবার জন্য ভগবান এবার নারীরূপে অবতীর্ণ হইলেন। অমনি সকলের চক্ষু খুলিয়া গেল। পিতা দেখিলেন, তাঁহার প্রাণসমা নন্দিনী, নারীকুলে জন্মিয়াও বৃন্দাবনে নন্দের বোঝা মাথায় লইয়া, মাথায় চূড়া ও কটীতে ধড়া পরিয়া, নরাকৃতি গাভীকুল প্রহার করিতেছেন। মাতা দেখিলেন, তাঁর সাধের গোপালী সুবল সুদাম বসুদামাদি গোপবালক-গণে পরিবৃত হইয়া, তুরঙ্গোপরে এক হস্তে বল্‌গা, অন্য হস্তে বন্দুক ধারণ করিয়া, বকাসুর সংহার করিতেছে!

রমণীকুল দেখিল,—তাহাদের দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন হইল। উইলবারফোর্স, ক্লার্কসন আজীবন ললাট-স্বেদ পাদমূলে নিক্ষেপ করিয়াও, বিনা অর্থরাশি ব্যয়ে যে দাসত্ব প্রথা উঠাইতে পারেন নাই, গোপালীর জন্মমাত্রেই সেই ভীষণ দাসত্ব-প্রথা ভারত হইতে উঠিয়া গেল।

দিব্যচক্ষে সকলে দেখিল,—রমণী পুরুষের স্কন্ধে উঠিয়াছে। গড়ের মাঠে শ্যামল তৃণে ফুল ফুটিয়াছে। প্রান্তরচারিণী কুলকামিনীর চরণপঙ্কজ মধুপান-বিহ্বল ফুটবল আপাদকণ্ঠোদর দ্বিগুণ ফুলাইয়া তৃণকুঞ্জে গা ঢালিয়া নীরবে আকাশ-পানে চাহিয়া আছে। ক্রিকেট-উইকেট প্রকৃতির রীতি লঙ্ঘন করিয়া দুলিতেছে। চপল টেনিস বল, বিদ্যালয়-কারামুক্ত "নব-পাশ"-গ্রস্ত যুবকের মত ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া গগনমার্গে ছুটিতেছে।

দেখিতে দেখিতে চক্ষের আর এক পর্দ্দা উঠিয়া গেল। সকলেই তখন দেখিল,—ষ্টেশনের "ষ্টীম এঞ্জিন" রমণীপাদস্পর্শমাত্রেই মত্ত ঐরাবতের বল ধরিল। ভীম হুঙ্কারে বহুকালের হৃদয়-নিহিত দুঃখরাশি উদ্গার করিয়া বাষ্পীয় রথ মনোরথবেগে ছয় মাসের পথ এক দণ্ডে অতিক্রম করিয়া হিমাদ্রি-মূলে উপনীত হইল। আনন্দে কাঞ্চনজঙ্ঘা সপ্তস্বর্গ ভেদ করিয়া মাথা তুলিল। পিক কুহরিল, ভ্রমর গুঞ্জরিল, ঝিল্লী ঝিঁঝিল। মানস সরোবরে আবার নীলোৎপল ফুটিল! উত্তর গগন প্রান্তের রঙ্গময়ী "অরোরা বোরিয়ালী" "দুর্জ্জয়লিঙ্গে" ছাউনি করিল। সংসারের কোলাহল হইতে বহু দূরে অবস্থিত, গিরি-প্রবাসী যোগিবর ভূমিবিলম্বিনী তুষার-সিক্ত সুবর্ণজটায় শিরোবেষ্টন করিতে করিতে শঙ্করের ধ্যান ভুলিয়া গাহিল,—"দীর্ঘকাল পরে কেন এ ভাব আবার? কেন এ কটাক্ষ লালসার?" হিমালয় লালসাস্পর্শে বিকম্পিততনু যোগিবরের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে বলিল।—

গন্ধাঢ্যেয়ং ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিত-মধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত॥

কুমারিকা নীহারিকাকে ডাকিয়া বলিল "ভাই ল্যাভেণ্ডার! প্রেমময় বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিলেন! পুরুষের প্রভুত্ব দুর্গ এইবার বুঝি ভূমিসাৎ হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে একান্তে অবস্থিত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় মুখ-নিঃসৃত গীতামৃত পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস

সঞ্জয়! নারায়ণ ওটা কেমন কথা কহিলেন?" তখন সঞ্জয় নিজের ভ্রম বুঝিয়া, কথাটা সংশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "নারায়ণ বলিলেন,—

"পরিত্রাণায় নারীনাং সমাজদলনায় চ।
নারীদেহে ভবং কৃত্বা সম্ভবামি কলৌযুগে॥"

সুখের পাঁচ মাস দেখিতে দেখিতে যেমন কাটিয়া যায়, তেমনি কাটিয়া গেল। এই পাঁচ মাসের মধ্যে বালিকা কত হাসিল, কত কাঁদিল কত মাটি খাইল। মাতা তাহার মুখে একদিন ব্রহ্মাণ্ডই দেখিয়া ফেলিল। এইরূপ হাসিতে, কাঁদিতে, মাটি খাইতে, ব্রহ্মাণ্ড দেখাইতে বালিকার পাঁচ মাস কাটিয়া গেল।

নামকরণিকা।

ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন ও নোলকধারণ। এই দুয়ের সঙ্গে চিরাগত প্রথানুসারে নামকরণও হইয়া থাকে। পুত্রবধূর সাতটি সন্তান একটি একটি করিয়া পুতনা-রাক্ষসী ও লিভর-রাক্ষসের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে;—পিতামহী তাই বাবাঠাকুরের দ্বার ধরিয়াছিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠমাত্রেই পৌত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন, "বাবাদাসী"। মাতামহী অবশ্য এ নামে তুষ্ট হইলেন না। কিন্তু কি করেন, বৈবাহিকার সম্মানরক্ষার্থ অনেক বিবেচনা করিয়া, বাবাঠাকুরের নাম পঞ্চানন্দে পরিবর্তন করতঃ এই অষ্টম গর্ভের বাবাদাসীর নাম রাখিলেন, "পঞ্চাননী"। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীর দিবালোকে নাম-কুসুমকাননের ভিতর হইতে, একটা টগর আর একটা বক ফুল তুলিয়া আনা- হইল দেখিয়া, চারিদিক হইতে একটা মহান হুলহুলা উপস্থিত হইল। মামী চক্ষু মুছিল, মাসী নাক ঝাড়িল, গঙ্গাজল পেট ফুলাইল; বকুলফুল ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্বর্ণলতার নাম হইল ধুতুরা! এ কাহারও প্রাণে সহ্য হইল না। পিতামহী মাতামহীপ্রদত্ত নামের উপর চারি ধার হইতে অজস্র বচন ছট্‌রা নিপতিত হইতে লাগিল। অতি মুর্খেও বুঝিল, নামের প্রাণ বুঝি আর টেকে না।

নামকরণের দিবস চারি দিক হইতে কাতারে কাতারে লোক আসিতে লাগিল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল, মর্ত্তে ব্যাণ্ড। তখন

যশোদা রাখিল নাম 'যাদু বাছা ধন'।
প্রমোদা রাখিল নাম 'কুসুমকানন'॥
মামীমা আসিয়া নাম থুইল 'পারুল'।
মাসীমা থুইল নাম 'লেভেনিয়া ফুল'॥
মাসীমার 'পাউডার' ছুটিয়া আসিয়া।
থুইল 'মিঠাই' নাম বাছাই করিয়া॥
বালিকার মুখ দেখে মাতুলের শালী।
আদর করিয়া নাম রাখিল 'দুলালী'।
মানিনী মোদক বি এ মুখে মধুভরা।
মধুকল্প বাছা নাম দিল 'মনোহরা'॥
কুঞ্জবালা নাগ এম এ কেতাব খুলিয়া।
সিলেক্ট করিয়া নাম দিল 'অফিলিয়া'॥

কেহ বা নাম রাখিল 'লবঙ্গলতা', আবার কেহ বা রাখিল 'কপির পাতা'। এইরূপ কত লতা পাতা ফুল, কত ভৃঙ্গ-পাখীকুল, গিরি নদী উপকূল, প্রমদাগণের প্রেমাকর্ষণে সেন-ভবনে আসিয়া অনঙ্গ হইয়া নাম সাগরে ডুবিয়া গেল। কত কুটুম্বিনী, কত গঁদান সম্পর্কীয়া কামিনীকুল আসিয়া, মণ্ডলাকারে বালিকায় ঘেরিয়া বালিকার গায় নামসুধা ঢালিয়া দিল। উড়ুপোপম ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া কেমন করিয়া সেই দুস্তর নাম সাগর পার হইব!

কিন্তু কাননিকা নাম রাখিল কে? কে রাখিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

অন্নপ্রাশনের পর যেদিন বালিকা শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও ভুজঙ্গগমন ছাড়িয়া, প্রথম হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিল, যে দিন উঠিয়া পড়িয়া, ঢুলিয়া ঢলিয়া আগু পাছু দুই এক পদ চলিতে শিখিল, সেইদিনেই কেমন করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বালিকা গৃহপ্রাঙ্গণস্থ ক্রোটনকুঞ্জে যাইয়া অঙ্গ ঢাকিয়াছিল। যে দিন হামাগুড়ি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে শিখিল, সেই দিনেই শিশু সভয় পদে অভয় ভর দিয়া, চপলাচমকে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া, আইভিলতার অন্তরালে দণ্ডেক সময় লুকাইয়াছিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বালিকার এই অত্যাশ্চর্য্য কাননপ্রীতির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, বালিকার সহিত কাননের প্রকৃতিগত কোন সম্বন্ধ আছে অনুমান করিয়া, কাননিকার জননীর ভগিনীর ননদিনীর প্রাণসজনী জেসিকা, বালিকার নাম রাখিল—কাননিকা।

অমনি কে যেন কোথা হইতে আসিয়া, কেমন করিয়া গোলাপ মল্লিকাদি কুসুমরাশি সেনেদের অন্তঃপুরস্থ যোষিৎমণ্ডলীর পদপঙ্কজে ঢালিয়া দিল। সমীরণ স্বন্ স্বন্ বহিল, হুতাশন গন্ গন্ জ্বলিল, বৃন্তচ্যুত যূথিকা ঝর ঝর ঝরিল! আর সন্ধ্যাকালের অরুণিমগগনবিহারিণী হিরণ্ময়ী কাদম্বিনীকুল ধীর সমীরে অঙ্গ ভাসাইয়া, তরতর করিয়া চলিয়া গেল। তখন সকলে বুঝিল, নামকরণ এইবারে ঠিক হইয়াছে।

নাবালিকা।

কাননিকার বাল্যলীলা লিখিব কি?—কিম্বা তোমাকে একেবারে সেই প্রেমময়ীর যৌবন তটিনীর তরল তরঙ্গে হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া দিব? সংসারের দুঃখভারাক্রান্ত তুমি পড়িতে পড়িতে ডুবিয়া যাও। যদি কখন বাঁধন খুলিয়া ভাসিতে পার, তরঙ্গ প্রহারের তাল সামলাইয়া উঠিতে পার ত বৃকোদরের বল পাও। না পার ত সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইলে! কিন্তু হায়! পোড়া রসাল যে গাছে ফলে! তুমি আমি তার তলে—সেই সিন্দুর-রাগরঞ্জিত—দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ক্ষুরধার-দশন কাঠবিড়াল খণ্ডিত পক্ক রসালটির প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকি। কখন ভাবি হায়রে রসাল! তোরে বৃন্ত বন্ধনে বাঁধিল কে? বাঁধিলই যদি, কেন তবে ভূমিকুষ্মাণ্ডের মত আমার গৃহ প্রাঙ্গণে, আমার অনুন্নত পর্ণকুটীরের শীতল ছায়ায় আনিয়া বাঁধিল না? আমি হস্ত প্রসারণের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম। কখন ভাবি এমন বিশ্রী, নীরস, দদ্রুসমাচ্ছন্ন সহকার-স্কন্ধে এমন দিগন্তপ্রসারী কঠিন শাখায় এমন সোণার ফলটী রাখিল কে? রাখিলই যদি, ফলটীকে মাকাল করিল না কেন? কাঠবিড়াল কাছে বসিয়া করলেহন করে; পাখী পাখা ঝাড়িয়া মাথা নাড়িয়া প্রলাপ বকে; তুমি নিম্নে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া পাখী বিড়ালের রঙ্গ দেখ, আমি কল্পনার আকর্ষী দিয়া ফলটীকে আমার কুঞ্জে আনিয়া তাহার হৃদয়ে একটু মধু ঢালিয়া দিই।

ভাই হে বিধিবিড়ম্বনা! এই সহকারেই সোহাগ ভরে, শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় জড়াইয়া, মাধবীলতা প্রাণ পায়। এই সহকারশিরেই প্রভাতসমীরে তরঙ্গ তুলিয়া, বসন্তবিনোদী পিকবর ললিত পঞ্চমে গান গায়। ভাই হে!

বিধাতার নির্ব্বন্ধ যায় না হটে।
যেইখানে চন্দ্রকলা সেইখানে কটে॥

অনেক দুঃখে মানব কল্পনার আশ্রয় লয়। ছলনা বঞ্চনার লীলাস্থল সংসারক্ষেত্রে পা বাড়াইতে সাহস না করিয়া, কত অকেজো পাগল ঘরে

বসিয়া আকাশকুসুম দেখিতে ভালবাসে। তাই ত, সহকারতলে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলি, 'ভাই অতি-সৌরভ! দুলিতে দুলিতে গলিয়া যাও'। আর যেন তরু তোমায় বাঁধিয়া রাখিতে না পারে। সুধারূপিণী তুমি ঝরিয়া ঝরিয়া, এই হতভাগ্যের বদন কাম্যকূপে ঝাঁপ খাইয়া ডুবিয়া মর। মরিয়া 'দিল্লীশ্বরো বা' হইয়া আমার হৃদয়-রাজ্যের দুর্বৃত্ত প্রজার দমন কর। তোমার আকস্মিক পতন প্রহারে মরিয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি মরিতে মরিতে মরিব না। ইচ্ছামৃত্যু লইয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মের মত শরশয্যায় শুইয়াও, সহস্রবাণবিক্ষত কলেবরে আহা উহু মরি মরি করিতে করিতে যতদিন পারি, বাঁচিয়া রহিব। তাই বলি, মধু-ভরা কাব্যরসের আকর, অন্তর্নিহিত কাব্যভ্রমর কাননিকার যৌবন-রসাল! কেন তুমি নীরস, অমসৃণ বাল্য-তরুশিরে অবস্থিত হইয়া সমীরণ সোহাগে দুলিতে দুলিতে তরু মার্জ্জার আর পরভৃত পিকবরের লালসা বৃদ্ধি করিবে? তাহারা গাছ হইতে গাছে ফেরে; ফল হইতে ফলে যায়। আর আমরা কেবল তোমার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি। আমাদের কামনা কি পূর্ণ হইবে না? ভাই উতলা হইও না।

একটা বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সমালোচনার তীক্ষ্ণ দর্শনে অবতারের বাল্যলীলা-বর্ণন-পথে অনেক আবর্জ্জনা কণ্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে! কাল প্রান্তরের সীমান্তে অবস্থিত অমর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এত দিন পরে স্বরচিত ব্যাসকাশীতে আসিয়া লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের সম্বল যমুনাশীকরসিক্ত সুধা-ভাণ্ডটী সকলে মিলিয়া কাড়িয়া লইয়াছে। মহাভারত রচয়িতা শ্রীমদ্ভাগবতের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদের তীব্র কটাক্ষে রাসেশ্বরীর কোমল প্রাণ বুঝি আর টীকে না। দুই দিন পরেই শ্যামের বাম খালি হইবে। আমি নরোত্তম শর্ম্মা এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বিশাল বঙ্গে যে কেহ কৃষ্ণকে অবতার বিশ্বাস করিয়া আরাধনা করিয়া থাক, সকলে এই বেলা মৎসমীপে আবেদন কর। বালক হও, অশীতিপর বৃদ্ধ হও, রসসাগর যুবক হও, কিংবা হাস্যময়ী লাস্যশালিনী রসতরঙ্গিণী যুবতী হও, অথবা রক্তদন্তা দীর্ঘকর্ণা শূর্পনখা বর্ষীয়সীই হও, তোমাদের মধ্যে আরাধনে যে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাকেই শ্যাম-বিলাসিনী করিয়া দিব। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর মত পেঁচি অহিফেনসেবী নহি। সে প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ খাইয়া কেঁড়ের মাপ লইয়া গোল করিত, আমি দাম দিয়া দুধের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকি। আমাকে অবিশ্বাস করিও না।

আর এক কথা। কোন অবতার বাল্যলীলা দেখাইয়াছেন? ভূবিজয়ী পরশুরামের দেবত্ব-বিকাশ ক্ষত্র-সংহারে, বামনের বলিছলনে, হর-ধনুর্ভঙ্গে ও ভার্গবের দর্প-চূর্ণনে আদর্শরাজ রঘু-কুলেশ্বরের দেবাত্মার স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। গভীর রজনীতে পতি-পার্শ্বগতা স্বপ্নাঙ্ক সুখশায়িনী গোপাকে পরিত্যাগ করিয়া গৌতম-কুল চন্দ্রমা সন্ন্যাসাবলম্বনে ন্যগ্রোধতলে যৌবন-স্ফুটিতা প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। মেরী-নন্দন ত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমে, মহম্মদ চত্বারিংশতে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া, নিজ নিজ দেবত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তবে এই সকল মহাপ্রাণ আকাশকুসুমের মত মানব অগোচরে ফুটিয়া, স্বপ্নদৃষ্ট আকাঙ্ক্ষিতের মত ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন নাই বলিয়া, সকলেরই জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। তবে কাহারও বা সূতিকাগৃহে স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষিত হইয়াছিল, কাহারও বা

সূতিকাগৃহপার্শ্বে, সহসোদিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চল-তারকা-পরিচালিত মেজাইগণ (magi) আগমন করিয়া, সমবেত স্বরে ভগবৎসন্তানের যশোগান করিয়াছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে জিহুদীয় দেবমন্দিরে একবার মাত্র আত্মপ্রকাশ করতঃ, আবার আঠার বৎসর পরে গালিলী-সাগর-বিধৌত শ্যামল প্রান্তরে দণ্ডায়মান ঈশ্বর-সন্তান আনড্রুপ্রমুখ ভ্রাতৃবর্গকে জগতে প্রেম বিলাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন! যিশুখ্রীষ্ট এই অষ্টাদশ বৎসরের দীর্ঘ জীবন কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কোন 'সুসমাচার' পড়িয়া কে কবে কি জানিতে পারিয়াছে?

তবেই হইল, অবতারের বাল্যলীলা নাই। কাজেই আমাদের কাননিকা জন্মমাত্রেই গিরি-প্রস্রবিণীর মত অন্তরে অন্তরে রসিয়া, অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মত সৈকত পুলিনে পশিয়া, ভাদ্রের গাঙের মত একেবারে ভরা যৌবনে, পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনরাশি মুণ্ডপাতের হাসি হাসিতে হাসিতে, 'ভাঙ কুল ভাঙ কুল' করিতে করিতে আসিয়া পড়েন, এইটাই না তোমার কামনা? কিন্তু তাহা আর হইল কই?

কাননিকার বাল্যলীলায় পূর্ব্বরাগ আছে; প্রেম-বৈচিত্র্য আছে; দিব্যোন্মাদ আছে। ইহা ভিন্ন উনবিংশ শতাব্দীর পেটেণ্ট প্রেমরঙ্গ হিষ্টিরিয়া আছে! তাহার উপরে আছে লোক-সমক্ষে অশ্রুজল, আর অন্তরালে জীবননাশী, সখী সখার করপীড়নে মুচকি হাসি। সবই যদি রহিল, তবে নাই কি? সেই গোচরণের মাঠ আছে, কিন্তু গোধন নাই। সেই গোবর্দ্ধন গিরি আছে, কিন্তু ধারণ নাই। নব নারীর বদলে নব নর আছে, কিন্তু বারণ নাই! সেই যমুনার জল আছে, কদম্বের তল আছে—সন্তরণ আছে, কিন্তু হায় আরোহণ নাই। আর সেই কুটিলার ভাই গর্দ্দভকুলের চাঁই আয়ান আছে, কিন্তু ত্রিজগতে তার স্থান নাই।

সকলেই স্থির করিল, বালিকা শশিকলার ন্যায় বাড়িবে; কিন্তু কাননিকা সকলকে লজ্জিত করিয়া কদলীবৃক্ষের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ' দুই বৎসরে তিন; তিনে পাঁচ; পাঁচে আট; আটে একাদশ বৎসরে উপনীত হইল। দ্বাদশে কাননিকা ষোড়শী। তিন বৎসরে বালিকার হাতে তুলি ও পেন্‌সিল হইল।

তিন বৎসরে বালিকা কত কি শিখিল! পঞ্চম বৎসরে বায়না ধরিল। সে বড় বিষম বায়না। এক দিন সন্ধ্যাকালে প্রাসাদ-ছাদোপরে মাতামহীর হাত ধরিয়া বালিকা পদচারণ করিতে-ছিল, এমন সময় পথপার্শ্বস্থ উদ্যান ভিতরে একটী বকুল বৃক্ষের অন্তরাল হইতে পূর্ণিমার চাঁদ বালিকার পদনখের প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁদগুলাকে দেখিবার জন্য উকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। কিন্তু হায়! হতভাগ্য শশী, মাতামহীর কাছে আত্মগোপন করিতে পারিল না! মাতামহী অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দৌহিত্রীকে চাঁদ দেখাইল। বালিকার অমনি চাঁদ ধরিবার সাধ হইল। হাত ছিনাইয়া চাঁদকে ডাকিল। চরণে স্থান পায় নাই বলিয়া, দারুণ অভিমানে, অভিমানী শশধর এক একবার মেঘের কোলে মুখ লুকাইতে লাগিল। আর তরতর করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। শশী ধরা দিল না বলিয়া, কাননিকা মাতামহীকে চাঁদ ধরিয়া দিতে বলিল। 'চাঁদ কিরে ধরা যায়?' বালিকা কাঁদিয়া উঠিল। তখন মাতামহী ফুল দেখাইল, ফল দেখাইল, মুখ চুম্বিল, গা নাড়িল। কিছুতেই কিছু হইল হইল না। বালিকার সুর, গ্রাম হইতে গ্রাম, শেষে নগর ছাপাইবার উপক্রম করিল। তখন

"গিরিবর! আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে।" গিরিবর আসিলেন, উমাকে মুকুর দেখাইলেন। কিন্তু হায়! এ উমা ত নগেন্দ্রনন্দিনী নয় যে, "মুকুরে দেখিয়া মুখ, উপজিবে মহা সুখ, বিনিন্দিত কোটী শশধরে"। শেষে যে যেখানে ছিল, সব আসিল; কিন্তু কিছুতেই বালিকার বায়না থামিল না। ছাদ হইতেও নামিল না; চাঁদ চাহিতেও ছাড়িল না। সহসা কোথা হইতে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, নয়নাভিরাম, সুগোল, সুডোল, একটী বালক আসিয়া একবার সলিলাপ্লুত বালিকার মুখপানে চাহিল। তার পর চাঁদের পানে চাহিল। তার পর গাহিল, "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!" অমনি আগুনে জল পড়িল। সকলে বিস্মিত হইয়া বালকের মুখ পানে চাহিল! কিন্তু হায়! সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া সে বালক দেখিতে দেখিতে কোথায় মিলাইয়া গেল। সবাই চক্ষু মুছিয়া ভাবিল, চোখের ভ্রম।

রসিকা।

সুরুচি, বঙ্গভাষার অস্তিত্বলোপের বায়না করে; সে ভাষায় নিধু বাবুর টপ্পা আছে। মানিনী কবিকুলের মুণ্ডপাতের বায়না করে; কাব্যকাননে রাম বসুর বিরহ আজও পর্য্যন্ত মাথা তুলিয়া গগন স্পর্শ করিতেছে। ভ্রমর গোলাপকে পাহাড়ে পাঠাইতে বোঁ বোঁ করে; গোলাপ তাহার ভার সয় না। কমলিনী স্থলে উঠিতে লালায়িত, জলে হিল্লোলে তাহার প্রাণ রয় না। কবি রমণীমুখের ছাঁচ তুলিবার সাধ করেন;

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে।
শশীকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে॥"

কাননিকার চাঁদ ধরিবার বায়না। বুঝি বালিকা বুঝিয়াছিল, শশি-করে কমল শুকায়, বিরহীর কলেবর দগ্ধ হয়। বায়না করে না কে? তোমার বায়না নাচে! 'বলে', তোমার 'তিনি'র বায়না 'পোলো' খেলে। বায়না ছাড়া কে? সয়তান ঈশ্বরত্বে বায়না করিয়া স্বর্গচ্যুত হইয়াছিল। কংগ্রেস Simultaneous Examination এর বায়না ধরিয়া কত গালই না খাইল। আয়রল্যাণ্ড হোমরুল লইয়া দেশ মাতাইল। সেই সঙ্গে রেডিকেল লর্ড হাউস্ উঠাইবার বায়না ধরিল; তাণ্ডব নাচে নাচিল। বায়না কোথায় নাই? কোমলার কোমল হৃদয়ে, প্রবলের বিশাল বক্ষে—তরুতলে, পর্ণকুটীরে, অট্টালিকায় বেলভিডিয়ারে—বায়না কোথায় নাই? বড় লাটের বায়না শৈলাবাস, 'ছোট'র বায়না 'জুরী' নাশ!

তবে আমাদের কাননিকার বায়না থাকিবে না কেন? বয়সের সঙ্গে কাননিকার বায়নার পরিসর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে এমন বেয়াড়া হইয়া উঠিল যে, সকলে ঐকমত্যে বালিকার বায়নাবিকারের প্রতিকার-নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইলেন। যে সকল চিকিৎসক বীজাণু সকল রোগের কারণ বলিয়া, মাথাধরা হইতে কলেরা পর্য্যন্ত টীকা দিয়া আরোগ্য করিতে চান, তাঁহারা কোন বায়নাবীরের দেহরক্তে বালিকার টীকা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বা চৌম্বকে, কেহ বা তাড়িতে বালিকার বায়নাকীট ধ্বংস করিতে চাহিলেন। এ সকল প্রতিকার পরীক্ষা করা হইয়াছিল কি না, ইতিহাস বলে না; তবে কবিতার যে জয় হইয়াছিল, তাহাই আমরা জানিতে পারিয়াছি।

এক দিন মাতামহের হাত ধরিয়া, গৃহসন্নিহিত প্রান্তরে পরিক্রমনিরতা কাননিকা একটি বল্গাযুক্ত, নৃত্যশীল, সুন্দর ঘোড়া দেখিয়া খোঁড়া হইল।

বালিকাকে ভুলাইবার জন্য চারিদিক হইতে লোক জুটিল। বালিকা ভুলিল না। মাতামহ বড় ফাঁফরে পড়িলেন! কোলে করিয়া নাচাইলেন, অকৃত্রিম ক্রোধ করিলেন। আহা! আহা! বালিকার কোমল অঙ্গে কঠিন করের প্রহার করিলেন। বালিকা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইল। ক্ষুদ্র তনুধনুখানিতে কথায় কথায় টঙ্কার দিল। তখন মাতামহ অপ্রস্তুত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া;মুখে চাদর জড়াইয়া ঘোড়া হইলেন। নাতিনীর হাতে চাঁদর দিলেন। নাতিনী চোখে ঠুলিদেওয়া বেটো ঘোড়ায় চড়িল না! উপায়? তবে কি বায়না তরঙ্গিণী বাধাবিপত্তি না মানিয়া, সকলের আশা ভরসা মাথায় লইয়া অকুলে যাইয়া মিশিবে? তাহা হইলে যে সৃষ্টি যায়!

ক্ষুদ্র জল-স্রোত জলে মিশায়। কুলনাশিনী কল্লোলিনীর মুখেই বদ্বীপ হইয়া থাকে। সেই বদ্বীপই আবার ফলে ফুলে শোভা পায়। সেথায় ফুল্লাঙ্গী প্রিয়ঙ্গুলতা অশোক বেষ্টনে আকাশে উঠে; প্রান্তরচারী সমীরণ অঙ্গে বুক দিয়া লুব্ধ ভ্রমর ফলে ফুলে মধু লুটে। সেথায় সকল ভাবের ব্যতিক্রম। গৃহে গৃহে, পথে পথে, কুঞ্জে কুঞ্জে মধুক্রম।

কাননিকার বায়না-স্রোতোমুখে বদ্বীপ হইল। তাহাতে কবিতা কুসুম ফুটিল। দূরে প্রান্তর পারে আঁধারে অঙ্গ ঢাকিয়া কে যেন গাহিল—"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাওরে।" বালিকার ঘোড়া চড়িবার সাধ মিটিল। তখন সকলেই বুঝিল—কবিতারসই কাননিকার বায়না জোঁকের নুন। সকলেই বুঝিল বালিকা রসিকা হইতেছে!

উপক্রমনিকা।

কাননিকার মাতামহ নিরঞ্জন সেন, শ্বশুর বিশ্বপাবন রায় কর্ত্তৃক পদ্মানদীর তীর হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়া, গৃহজামাতৃ-পদে বরিত হইয়াছিলেন। তিনিও শ্বশুরের দেখাদেখি, কিন্তু তাহাকে ডিঙাইয়া, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে বায়না দিয়া তিনটী জামাতৃ-শার্দ্দুল ক্রয় করেন। তাহাদের মধ্যে একটী ছিল, ব্রহ্মপুত্রের তীরে, দ্বিতীয়টী মেঘনার ধারে, তৃতীয়টী ধলনার চরে। আমাদের কাননিকা, নিরঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্যা ভামিনীমণির স্ত্রীধন—রমণীচরণ বাগ ভটের একমাত্র সম্বল। নিরঞ্জনের গৃহ রমণী-তন্ত্র সংসার-রাজত্ব। কন্যার কন্যা তস্যা কন্যা এইরূপ কন্যালনামে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ। জামাতা, প্রজামাতা, অতিবৃদ্ধ ততোধিক এইরূপ জামাতা-বলী লইয়া তাঁহার সংসার। আগমে জামাতা নিগমে জামাতা। উছট খাইলে জামাতার ঘাড়ে পড়িতে হয়। পড়িয়া গেলে জামাতা যষ্টিতে ভর করিয়া উঠিতে হয়। এক কথায় জামাতায় জামাতায় ধূল পরিমাণ।

কিন্তু নিরঞ্জনের গৃহ রমণীসঙ্কুল হইল কেন? কন্যার বিবাহ হইলেই ত সে শ্বশুরগৃহে যায়। নিরঞ্জনের গৃহের জলস্রোত পাহাড়ে উঠিল কেন? সে কথা বলিতে পুঁথি বাড়িয়া যায়। কিন্তু কাননিকা কাব্য-পলান্নে, নিরঞ্জনের সংসার কথা যে জাফরাণ! কাজেই অগ্রে পলান্নের প্রধান উপকরণ মশলা পিষিতে হইল।

কাব্যময়ী কাননিকার অনন্ত লীলা। দুই চারি স্তবকে লীলা সাঙ্গ হয় কি? পাঠক, বোধ হয়, ইহাতেই বিরক্ত। কাননিকার কাব্য কথা, কাননিকার বয়োবৃদ্ধির সহিত বায়না-বিবর্দ্ধনের কথা ঢলে ঢলে বর্ণে বর্ণে রসপ্রবাহে পরিপূর্ণ।

সে রসতরঙ্গে তরঙ্গায়িত লীলা-ললিত কানন-বালার কথা শ্রবণে ধৈর্য্য চাই। পাঠক ধৈর্য্য ধরুন। সেলি কিটের আবেশময় কল্পনা কক্ষে যে তৃপ্তি না পাইয়াছেন, ব্রাউনিঙ্গের ভাবসাগরে ডুব দিয়া যে বস্তু সংগ্রহ করিতে না পারিয়াছেন, পাঠক, কাননিকার কাব্য কথায় আপনার সে তৃপ্তির সাধ ঘুচিবে; ততোধিকতর মূল্যবান রত্নের সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাই বলি, পাঠক ধৈর্য্য ধরুন। আর ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ করুন, উনবিংশ শতাব্দীর এক বৎসরের এক দিবসের এক সময়, ভামিনীমণির সাত রাজার ধন রমণী চরণের শ্বশুর নয়ন রঞ্জন নিরঞ্জন কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া, নাগরিক-মধুকরের রহস্য-দংশনভয়ে নিরঞ্জনের কথা-কমলিনী দিবসে ফুটিতে ফুটিতে ফুটিত না। যখন ধরণী, কুমারীকুলের পাটরাণী 'য়্যাবেস' ঠাকুরাণীর মত কোমল বক্ষের রসতরঙ্গ গোপন করিবার জন্য, সর্ব্বাঙ্গ তিমির বসনাঞ্চলে আবৃত করিত, যখন চটের কলের শ্রবণভেদী কোলাহল, গৃহপ্রাচীরস্থ চটক কুলের তদ্বৎমধুর কলকল, দিবালোকে আঁধার-দর্শী ক্রিয়াহীন, অন্নহীন লম্বশাটপটাবৃত নব্য-বঙ্গের হাহা, আর সমপ্রাণতায় দলে দলে সমাগত বায়সকুলের শ্রুতিমধুর খা খা—একত্র মিলিয়া, পেচকের কমকণ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিত; সেই সময় সমীরণে সাঁতার দিতে দুই একটী কথা-কুসুম নিরঞ্জনের মুখ দিয়া বাতায়ন ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসিত।

ক্রমে স্বভাবের অভাব হইল। নিরঞ্জনের কণ্ঠ মৃণালে কমল না ফুটিয়া টগর হাসিল। বঙ্গাদপি বঙ্গসন্তানের মুখে বাঙ্গালা বাহির না হইয়া ইংরাজী ছুটিল; ত্রিভুবন চমকিত হইল। ডারউইনের প্রেতাত্মা এই আকস্মিক বিকাশের কারণ নির্দ্ধারণের জন্য তিন দিবস তাঁহার গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, হতাশ হইয়া বৃন্দাবনের তমালতরুবাসী গ্রামাস্থচরগণের সহিত করমর্দ্দন করিয়া, আফ্রিকার গরিলাবাসে ফিরিয়া গেলেন। প্রতিবেশিগণ অবাক হইয়া রহিল।

কারণ নির্দ্ধারণ আমি করিয়াছি। নানা কারণে নিরঞ্জন বঙ্গভাষা ও বঙ্গনরকুলের উপর বিরক্ত। ভাষারাক্ষসী নিরঞ্জনের মাথা খাইয়াছিল। বিশ্বাসঘাতিকা বঙ্গভাষা পদ্মার পারে বলে 'লবণ', কলিকাতায় বলে 'নুন'। সেখানে বলে 'হৈত্যা', এখানে বলে 'খুন'। আর পাষণ্ড নর, ভাষার বিশ্বাসহননে দুঃখিত না হইয়া নিরঞ্জনের কথা শুনিয়া হাসিত। নিরঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বাঙ্গালা ভাষা আর মুখে আনিব না; বাঙ্গালীর মুখ আর চোখে দেখিব না। কিন্তু হায়! একি কৃষ্ণগত-প্রাণা রাধার প্রতিজ্ঞা,—"কাল মেঘ আর দেখব না, কাল চোখের তারা আর রাখব না সখি", যে কথার অর্থ উলটাইয়া রাগের কথা প্রেমের অর্থ প্রকাশ করিবে! 'আমার কানাই ভাল' দৃষ্টিহীনতার পরিবর্ত্তে বলাই-অনুজের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির ভাব বুঝাইবে! এ যে উনবিংশতি শতাব্দীর বঙ্গ যুবকের প্রতিজ্ঞা।

প্রতিজ্ঞা অটল। কলিকাতায় আসিয়া মাসৈকমধ্যে নিরঞ্জন মূক হইলেন। বৎসরৈক পরে চোখে চসমা দিয়া, বাটীর বাহিরে আসিয়া, ইংরেজিতে মুখ খুলিলেন। অল্পকাল মধ্যেই নিরঞ্জনমুখে ইংরাজী খই ফুটিতে লাগিল। কখন কখন বা ভৃত্যবর্গের মধ্যে কেহ কোনও অকর্ম্ম করিলে মুখ ছুটিতে আরম্ভ করিল!

আসল কথা নিরঞ্জন বাঙ্গালা ভাষা ত্যাগ করিলেন। তবে এক দিন বিছার দংশনে 'বাবা

গো’ বলিয়াছিলেন, আর এক দিন সোপান হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া ‘গেছিরে’ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আমরা বৈয়াকরণ ইহাকে আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া থাকি।

নরের উপর দারুণ ঘৃণা, রমণীপ্রিয়তায় পর্য্যবসিত হইল। প্রথমেই নিঃস্বার্থ প্রেমিক নিজের ঘর আদর্শ করিবার জন্য গৃহিনীর করে পাঁচন বাড়ী দিয়া, আপনি ভেড়া হইতে চাহি-লেন। বিশ্বপাবননন্দিনী সেকালের হিন্দুরমণী স্বামীদত্ত সেই মহামূল্য ধন গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু মুষল যখন জন্মিয়াছে, তখন কি অমনি অমনি মিলাইয়া যাইবে। যাদব পরিত্যক্ত মুষলকণায় শর গজাইয়াছিল। কালে মাতৃপরিত্যক্ত যষ্টি ভগ্নাংশ হইতে, নন্দিনীত্রয় হৃদয়নন্দনে স্বাধীনতার চারা জন্মিল। কালে সেই কল্পবৃক্ষের একটীতে কাননিকা ফল ফলিল। শররূপী মুষল যদুকুল ধ্বংস করিল, ফলরূপী মুষল কুলনাশন হইবে না কেন।

শ্বশুরের কল্যাণে নিরঞ্জন হাকিম হইয়াছিলেন। হাকিম হইয়া অলিগলি, বনবাদাড় মাঠপাঁদাড় ঘুরিয়া আইনবাণে বঙ্গীয় মাংসাশী মেষগুলাকে তাঁহার জর্জ্জরিত করিবার প্রয়োজন হইত। নিরঞ্জন সেই সুতীক্ষ্ণ শরনিকর ইংরাজী ভাষা শরাসনে জুড়িয়া ছুঁড়িতেন। বিচারাসন-সন্নিবিষ্ট ভাষাকুসুমায়ুধের পঞ্চশরে এক সময় মৃত্যুঞ্জয়কে পর্য্যন্ত কাঁপিতে হইয়াছিল। হতভাগ্য বাঙ্গালী-নরকুল নাশ করিবার জন্য নিরঞ্জন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন। কিন্তু কিছুতেই সে রক্তবীজ বংশ ধ্বংস হইল না।

আত্মার দোহাই দিয়া অর্থলাভে ভায়া আমার দিন দিন কত অকার্য্য করিলেন। মানীর মান, বংশের সম্ভ্রম, দুর্ব্বলের প্রাণ, অনাথের আশ্রয়, কুলবতীর লজ্জাধর্ম্ম, অপরাধী হইতে যত আঘাত না পাইয়াছিল—তাহা হইতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, আমাদিগের ডেপুটীরূপী নিরঞ্জন হইতে। কিন্তু দুঃখিত হয় কে? তুমি না আমি? আমি ত চীন-জাপানের যুদ্ধ শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছি। আত্মাভিমানে অন্ধ রাজার আজ্ঞায় কত নারী স্বামীহারা, কত পুত্র পিতৃহারা হইতেছে। কত লোক অনাহারে মরিতেছে। তুমি আমার মাথায় হাত দেওয়ার কথা শুনিয়া, চক্ষে বসনাঞ্চল দিয়াছ। তাতে কার কি?

“তথা যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে দূতী।
গেলে কথা ক’বে না সে নব ভূপতি।

যাবি তোরা মানে মানে, ফিরে আসবি অপমানে, আমরা শুনে মরব প্রাণে, তাতে শ্যামের কি ক্ষতি?

কি ক্ষতি? তুমি আমি কাঁদিয়া মরিলে নিরঞ্জনের কি ক্ষতি? কিন্তু এখন? এখনকার অবস্থা আর কি বলিব? কেবল যাহার উপর আরোহণ করিয়া কৃষকপুত্রেরও মুখে তত্ত্ব কথা বাহির হয়, সেই বিক্রমাদিত্যের বত্রিশসিংহাসন —মাটীর ধন মাটীতে মিশিয়াছে। শার্দ্দূলীকৃত মূষিক আবার মূষিক হইয়াছে। সেই দরিদ্রদলন প্রভুরঞ্জন নিরঞ্জন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। যৌবনসুখস্মৃতি আকাশে আঁকিয়া, গৃহপর্য্যঙ্কে গা ঢালিয়া, পুলিশপ্রহরণ নিরঞ্জন এখন যষ্টিতে দণ্ড কল্পনা করিতেছেন। সকলই গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে পুনর্যৌবন-লোলুপা মালিনী মাসীর কাষ্ঠহাসির মত, সেই হাকিমি আড়ার বেশটী, আর জর তলায়, ঠোটের ডগায়, বিলাতী রঙ্গের রসটী।

সেই রসটী নিরঞ্জন গৃহে আসিয়া নাতিনী-কুলের হৃদয়ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলেন। সেই রসরসিতা কাননিকা বদন কমলে প্রখর রবির

কর ধরিলেন। বৃদ্ধা মাতামহী কন্যা ও দৌহিত্রী-গণের তেজে জর্জরিত হইয়া কাশীতে বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইলেন। আর ফিরিলেন না।

যেই দিন "বৃষ্টি প'ড়ে টাপুর টুপুর নদীতে বাণ আসিল", যেই দিন "রাইজাগো রাইজাগো" তারকামণ্ডলস্পর্শী মধুর শুকশারীর বোলে, ভারতের রাধিকাকুলে কল কল কোলাহল উঠিল, যেই দিন বোম্বাই বাই 'পতিত স্বামী' পরিত্যাগ করিয়া, রমণীর কুল দুকূলে বাঁধিয়া, বদরিকাশ্রম খুলিল, সেই শুভ দিনে সেনগৃহ হইতে জামাতৃকুল অকুলে যাইয়া ঝাঁপ খাইল; আর কবিতারসে আর্দ্র কাননিকা চতুর্দ্দশে পা দিল।

কারিকা।

কাননিকা চতুর্দ্দশে পা দিল; কিন্তু তাহার দশম একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ এই কয় বৎসর কোথায় গেল? সকলেই বলিবে প্রতিজীবনে যেমন বৎসরের পর বৎসর উড়িয়া যায়, ষোড়-শের মোহিনী অশীতির প্রেতিনী হয়, বিলাসিনী সন্ন্যাসিনী হয়, কাননিকারও তাহাই হইল। সূতিকা গৃহ হইতে একটী একটী করিয়া জীবনের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া, কাননিকা, রৌদ্র শীত হিম বর্ষা রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন ব্যসনাদি—নানা বাধা বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসরে উপনীত হইল—সূতিকাসরসী পঙ্কজ-কলিকা কাননিকা ধীরে ধীরে পত্র প্রসারে বিদ্যা-লয়গামিনী ফুল্ল কমলিনী বিদুষী রমণী হইল। সকলেই মনে করিয়াছ, কাননিকার মাতামহকে একটি একটি করিয়া বৎসর গণনা করিতে হই-য়াছে। ভাবুক পাঠক তাহা হয় নাই। পাঠকের আজ্ঞানুবর্ত্তী বয়োবর্দ্ধন হইলে, নায়ক নায়িকা লইয়া আর আদর আবদার চলে না, কাব্য মহা-কাব্য লেখা হয় না। দশম বর্ষে পা দিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইতে সহসা কান-নিকা এক দিন থামিয়া গেল। তাহার পর তিন তিন খানা বড় বড় নূতন পঞ্জিকার সৃষ্টি হইল, পাঁচটা সূর্য্যগ্রহণ ঘটিল, দশটা অকলঙ্ক শশি রাহুগ্রাসে পড়িল, তবু কাননিকার বয়োবৃদ্ধি হইল না। ভাবিতে ভাবিতে কত ভাবুকের চুল পাকিয়া গেল, তবু কাননিকার বয়সের এক চুলও তফাৎ হইল না। লোবোর ব্যাণ্ড কত পথ, কত গলি, কত ঘুঁজি ঘুরিল, তবু কাননিকার কন্যা কাল এক ইঞ্চিও সরিল না। কি হইল,—এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেন হইল? সরিল না কালের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল? যে—

"কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়
শোভাধার পূর্ণশশী রাহুগ্রস্ত হয়,—"

সেই কাল 'আজ'ই রহিয়া গেল! ভূত না হয় ছাড়িয়াই গিয়াছে, ভবিষ্যৎ গেল কোথায়? —কাজেই আমাদিগকে কারিকা করিতে হইল।

কাননিকা যে দিন দশের মধ্যে পড়িলেন, সেই দিন জামাতা রমণীচরণ ও শ্বশুর নিরঞ্জনে বিবাদ বাঁধিয়া গেল। জামাতা বলিলেন, 'কাননিকার কন্যা কাল উপস্থিত হইয়াছে, বিবাহ দিব।'

শ্বশুর বলিলেন, 'বালিকা বিদ্যাভ্যাস করি-তেছে, সুতরাং কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইতে পারে না, বিবাহ দিব না।'

জামাতা। আমার দেশে মান সম্ভ্রম আছে, পিতা আছে, সমাজ আছে,—নিন্দা হইবে। কন্যার বিবাহ না দিলে মুখ দেখাইতে পারিব না। কাজেই ইচ্ছা করিতেছি কন্যার বিবাহ দিব।

শ্বশুর। তোমার মুখ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে মুখ দেখাইতে হইবে বলিয়া ধলনার তীর হইতে আনি নাই। অসূর্য্যম্পশ্য করিব বলিয়া ঘরে পুরিয়াছি। কাজেই ইচ্ছা করিয়াছি, বিবাহ দিব না।

জামাতা। আমার পিতা বড় দুঃখ করিবেন। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। বহুদিন পিতার মর্য্যাদা রাখি নাই, আজ রাখিব। শাস্ত্রমতে কন্যাকালে কন্যাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করিব, অরক্ষণীয়া করিব না।

শ্বশুর। যে ব্যক্তি দশম বর্ষীয়া শিশুকে বিবাহ করিতে পারে, সে কখনই সৎ হইতে পারে না, সে পামর, নরাধম, পশু। আমি সেই পশুর হস্তে কাননিকাকে সমর্পণ করিব ?—কখনই করিব না। মূর্খ ! আমার আদরের নাতিনী অরক্ষণীয়া রহিবে ? আমি নিজে রক্ষা করিব ,—যাবজ্জীবন বাঁচিয়া থাকিব, আমি নিজে তাহাকে রক্ষা করিব।

কথা কহিতে কহিতে দুই পাঁচ কথার সহায়তায় বিবাদ-সমীরণ প্রভঞ্জন মূর্ত্তি ধারণ করিল। চারি দিক হইতে নিরঞ্জনের কন্যা, নাতিনী প্রনাতিনীগণ ব্যাপার কি দেখিতে ঝড়ে পড়িয়া যেন উড়িয়া আসিল। নরোত্তম দূর হইতে দেখিলেন, যেন বিরাটের গোগৃহ অধিকার কালে গোধন পরিবেষ্টিত ভীষ্ম-বৃহন্নলার লড়াই বাধিয়াছে। কিন্তু মৎস্য দেশের বৃহন্নলা গন্ধানন্দনকে পরাভূত করিয়াছিল, বাঙ্গালা দেশের বৃহন্নলা শ্বশ্রু-মোহনের তীব্র বচনে গায়ের জ্বালায় মৎস্য-দেশে ঝাঁপ দিল। নরোত্তম জলে হাবুডুবু খাইয়া ভাবিলেন, প্রাণান্তেও আর কাহাকে উপমায় ফেলিব না।

জামাতা ভূমে করাঘাত করিয়া বলিল, 'আমার কন্যা' আমি তাহার যথাসময়ে বিবাহ দিবই দিব।'

শ্বশুর জামাতৃকরাহত ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিল, 'আমার কন্যার কন্যা। আজীবন তোমার সহিত আমার ক্রোধতরঙ্গিণীর প্রবাহ চলিবে, তথাপি কাননিকার বিবাহ চলিবে না।'

"আমার জন্মদাতা পিতা, যাহার তুল্য বড় আর পৃথিবীতে নাই, তাঁহার কথা না রাখিয়া আপনার কথা রাখিতে হইবে ?" জামাতা এই কথা বলিয়া একবার নবাগতা ভামিনীমণির মুখপানে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রাণাধিকা ভামিনীর মুখখানা যেন হাঁড়ির মতন হইয়াছে, পদ্মপলাশলোচনস্থ ভ্রমর দুটা সেই হাঁড়িতে বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিতেছে। রমণীচরণ হতভম্ব হইয়া ফেলফেল করিয়া সেই 'কি জানি কেমন কেমন' মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল ! যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখিল, পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয় তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "কি বলিলি রে পাষণ্ড, অকৃতজ্ঞ, নরাধম ! উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, এই বিশ্বজনীন প্রেম কাটগড়ায় তোরে আসামী করিয়াছিলাম। বিনা জামিনে তোরে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে শেষে এই শুনিতে হইল। তোর বাবা আমা হইতে বড় হইল ? তুই কোথাকার কে ! ধলনাতীরের বানর। তোরে আমি কলিকাতায় আনিয়া আমার নয়নমণি ভামিনীকে সমর্পণ করিলাম, একবার তোর পাত্রত্বের কথা ভাবিলাম না। সেই আমা হইতে তোর বাপ বড় হইল। ক্ষুদ্র আমি, হীন আমি, কীটানুকীট আমি তোরে কন্যা সমর্পণ করিলাম। কই তোর বরর বর বাপ তোরে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিল না ? তবে ধলনা পারাইয়া, ত্রিস্রোতা ছারাইয়া, পদ্মা ডিঙ্গাইয়া এত দূরে আসিলি কেন ?

জামাতা অপমানিত বোধ করিয়া, রোষকষায়িত লোচনে একবার শ্বশুরের মুখ পানে

চাহিল। শ্বশুরও চসমাবিদ্রাবী প্রখর দৃষ্টিতে জামাতার মুখ পানে চাহিল। কন্যাকুঞ্জরাগণ মদস্রাবী বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে একবার রমণী-চরণের শ্বশুরের মুখে চাহিল, আর বার নিরঞ্জনের জামাতার মুখে চাহিল। তার পর চারি দিকে কন্যাকুলের মধ্যে গভীর দীর্ঘশ্বাস ও ঘন ঘন হাতিপাখা চলিতে লাগিল। বইএর তাড়া হাতে করিয়া স্কুল হইতে কাননিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুর জামাইকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল! কাননিকা দেখিল, যেন অসিতোৎপলে এবং শ্বেত শতদলে সংক্রমণ হয় হয় হইয়াছে। শ্বশুরের ধূসর কেশরাশি, জামাতার নিবিড় কৃষ্ণ কেশদামে জড়াইবার উপক্রম করিয়াছে। কাননিকা দেখিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—

কামের পিরীতি, জ্বলে দিবারাতি—

অমনি সম্মুখস্থ বাতায়ন-সমীরণ ভেদ করিয়া কোন দূরস্থ প্রাচীর হইতে কে যেন গাহিল—

—ক্ষণে ক্ষণে দেয় ভঙ্গ।
ক্ষণে কিলোকিলি ক্ষণে চুলোচুলি,
এইত পিরীতের রঙ্গ।

চমকিত নিরঞ্জন জামাতার চুল ছাড়িয়া দিল, পরাভূত রমণীচরণ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিস্ময়চকিতা ভামিনী কড়িকাঠের পানে চাহিয়া রহিল, ভীতা ভগিনীকুল কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঠক্‌ঠক্ জুতা ঠুকিল। বিমোহিতা কাননিকা কুরঙ্গিণীর মত চারি ধারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল! সকলে আবার শুনিল,

একি গো একি গো একি কি দেখি গো
এ চায় উহার পানে।
পিরীতি কাহিনী বাতাসে ছুটিল,
বধির করিল কাণে।

সকলে লজ্জায় বসিয়া পড়িল।

তারপর কি হইল, কেহই বড় ভাল বুঝিতে পারিল না। শ্রোতা কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দর্শক হাঁ করিয়া চাহিল, লেখক কলম কাণে গুঁজিল, পাঠক বালিশে ঠেশ দিল, নরোত্তম খানিকটা আফিম গালে দিয়া ঝুম হইয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন প্রতিবেশিগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া শুনিল, কাননিকা মাতামহের অপর আদেশ (until further orders) ব্যতীত, আর দশ বৎসরের বেশী হইবে না। প্রতিবেশিগণ এ কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। অরুণ দেব তাহাদের বেয়াদবী দেখিয়া চোখ রাঙাইয়া উদয়াচলের উপর উঠিয়া বসিল। ভয়ে আর কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

পাঠিকা।

অবতারে কি কখন লেখাপড়া শিখিয়া থাকে! ভগবানের ভক্তগুলাকেই ত লেখা পড়া শিখাতে কত মারামারি কাটাকাটি করিতে হইয়াছিল! ভক্তকুলচূড়ামণি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ 'ক' নাম শ্রবণ মাত্রেই কাঁদিয়া ভুবন ভাসাইয়াছিল। সুনীতি-নন্দন আজীবন বনে বনে ঘুরিল, তাহাকে 'ক' শিখাইল কে? জড়ভরত 'ক' কহিবার ভয়ে কথা কহিত না। অবতার কি মানুষের কাছে শিখিতে চায়? মীন বরাহ কূর্ম্মকে দশ বৎসর ধরিয়া অঙ্কুশ প্রহার করিলেও কি 'ক' বলিত? নৃসিংহ স্তম্ভের ভিতর হইতে বাহির হইয়াই হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে লড়াই লাগাইয়া দিল, কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না। বামন বলিকে ছলিবার জন্য সকাল সকাল

উপনয়ন-সংস্কার সারিয়া লইল, বাড়িতেই পাইল না। ভৃগুনন্দন গোঁয়ার-গোবিন্দ, পরশু প্রহারে গর্ভধারিণীকেই শমন-সদনবাসিনী করিল, বাগ্বাদিনী এমন কি সাহসিনী ভৃগু মুনির পাড়ায় আসিয়া পা বাড়ায়? শিশুবোধ হইতে প্রমাণ, কৃষ্ণচন্দ্র একবার পাঠশালে গিয়াছিলেন। ননী চুরীর নজীর হইতেও আমরা এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু সেখানে তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল, প্রমাণ কই। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। নন্দ-নন্দন পাঁচনবাড়ী ছাড়িয়া কলম ধরিলে দেশ হইতে ছানা মাখমের পাট উঠিয়া যাইত। আর বলদেব যদি লেখাপড়া শিখিত, তাহা হইলে বলদেও হাম্বারব ছাড়িয়া পাঁচখানা গ্রন্থ লিখিতে পারিত। বাকী রহিল রাম আর বুদ্ধ। কল্কির কথা ছাড়িয়া দাও, মাতৃভাষার যেরূপ দুরবস্থা, যখন কল্কি অবতার হইবে তখন কি আর দেশে ভাষা থাকিবে! রাম বুদ্ধ রাজার সন্তান, তাহাদের বিদ্যার্জ্জন বড় একটা অসম্ভব নয়। কিন্তু লেখাপড়া শিখিলে কি রাম স্ত্রৈণ পিতার এক কথায় রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়? লেখাপড়া শিখিলে, অন্ততঃ তাহার মনে এ তর্কও ত উঠিতে পারিত, 'এ সংসারে কে কার? কে কার পিতা কে কার পুত্র, কে কার গুরু কে কার শিষ্য? অনিত্য অনিত্য অনিত্য। এই দেহ অনিত্য, এই দেহ যার দেহাংশসম্ভূত, সেও অনিত্য, সুতরাং তাহার আদেশ অনিত্যের অনিত্য।'

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ।

তবে আমি সেই অকর্ম্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, বিনাপরাধে পুত্রকে বন্য করিতে কৃতসংকল্প পিতাকে অপদস্থ না করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ না করিয়া, কিম্বা অন্য কোন শাস্তি না দিয়া, বাঘ ভালুকের সঙ্গী হইব কেন? তবে যাও রামচন্দ্র, তোমারও বিদ্যা বুঝা গিয়াছে। মূর্খ! কার কথায় তুমি কোথায় গেলে? পিতা তাহার প্রিয়তমার মন যোগাইতে তোমাকে বনে দিল, তুমি কেন তোমার প্রিয়তমার মন রাখিতে ঘরে রহিলে না? তোমারই মূর্খতার ফলে তুমি সীতাহারা, বানরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ। এই সভ্যজগতের পণ্ডিতমণ্ডলী তোমাকে পাইলে তুড়ুঙ্গে ঠুকিয়া দিত। তুমি মহিলার মর্য্যাদা রাখিতে জান না। নরোত্তম শর্ম্মা গৃহিণীর জন্য কত পাঠকের গাল খাইল, মানসম্ভ্রম সব খোয়াইল। সে পত্নীর জন্য পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে, আর তুমি প্রজারঞ্জনের জন্য পত্নী ত্যাগ করিলে? তুমি অজের পৌত্র অজমূর্খ। তোমার বংশে কখন সরস্বতীর চাষ হয় নাই। আর সেই কপিলাবস্তুর অকাল-কুষ্মাণ্ড, সোপাপিষ্ঠস্ততোধিকঃ? সেটা ছাগাদি হীন জন্তুর দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বামিগতপ্রাণা সদ্যপ্রসূতা স্ত্রীকে দুঃখসাগরে ভাসাইল। নিরামিষ খাওয়াইয়া নরোত্তমের চেলাগণের উদরদেশ জঙ্গলে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। বুঝা গেল, অবতার মাত্রেই মূর্খ।

বহু দিনের কথা, কাননিকার হাতে তুলি ও পেনসিল হইয়াছিল। তাহার সাহায্যে ও শিক্ষকের উপদেশে কাননিকা কত বন উপবন, লতা পাতা, দিঘী সরোবর, এমন কি চতুর্দ্দশ ভুবনই আঁকিয়াছিল! কাগজে কত লোকের মুণ্ডপাত করিয়াছিল, কিন্তু এ যাবৎ 'ক' লিখে নাই। তবে কি কাননিকা অন্যান্য অবতারের ন্যায় মূর্খ হইবে?

আমরা ভ্রমাত্মক মানব, আমরা অবতারের লীলার মর্ম্ম কি বুঝিব? বহু দিন ধরিয়া কাননিকার 'ক'য়ের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু

কালে সেই কাননিকাই পণ্ডিতাগ্রগণ্যা হইল। ‘ক’য়ের সহিত যুদ্ধ হইবার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে নরোত্তমের সাত দিন নেশা ছুটিয়া গেল। অষ্টম দিনের নিশীথে শর্ম্মা দেখিলেন, দাদা মহাশয়ই বালিকাকে বাঙ্গালা পড়াইবার অন্তরায়।

এক দিন ভামিনী টক টক করিয়া চলিয়া, চুরুটবদন বহির্গমনোন্মুখ নিরঞ্জনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন,—“কোথায় ভামিনী?”

ভামিনী। আপনারই কাছে। আপনি কি কাননিকে পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। কাননিকা ‘ক’ বলিতে চায় না, উপায় কি?

নিরঞ্জন। ‘ক’ বলিতে চায় না! বলিস্ কি ভামু, কাননি সেই অসভ্যের ভাষায় আদ্যক্ষর মুখে তুলিতে চায় না! ভামিনী, কাননি আমাদের ছলিতে আসিয়াছে। হে মহান্ প্রথম কারণ! যাহাকে অসভ্য পৌত্তলিকে পঞ্চানন্দ বলে, সভ্য মূর্খে ঈশ্বর বলে, সেই তুমি বিজ্ঞান বিনোদন, বৈজ্ঞানিকের আনন্দবর্দ্ধন, বস্তু ও গতির আদি কারণ হে মাধ্যাকর্ষণ! তুমি কেমিক্যাল কোহিসনে কাননির জীবন দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখ। নহিলে আত্মারাম খাঁচা ছাড়িয়া হাউই হইয়া উড়িয়া যাইবে। কাননি বাঁচিতে আইসে নাই। হে আমার প্রিয় ভামু! কাননি অন্তর্য্যামিনী। যত্নপূর্ব্বক কাননিকে রক্ষা কর। বাধা দিও না, তিরস্কার করিও না, পড়ার জন্য তাড়া করিও না।

নিরঞ্জনের বাকশক্তিতে ভামিনীমণির তাক্ লাগিয়া গেল। বলিল, “হে বাবা! তবে কি কাননি পড়িবে না?”

“না, পড়িবে না—যে ভাষার আদ্যক্ষর ‘ক’, যাহা কালিন্দীকূলের কদাকার কৃষ্ণের গোড়ায় আছে, যাহা অশ্লীলতাময়ী কালীর আবর্জ্জনাময় ঘাটের গোড়ায় আছে, যাহা কাঙ্গালী-বাঙ্গালীপূর্ণ কলিকাতার ঘাড়েগর্দ্দানে আছে, এমন কি, কপালকুণ্ডলার কাপালিকের আগাপাশতলায় আছে, সেই পাপীয়সী বঙ্গভাষা আমার প্রেয়সী নাতিনী পড়িবে?”

“Stars hide your fires!
Let not night see my black and
deep desires.”

নিরঞ্জনের ভাবাবেশ হইল। পূর্ব্ব কালের সেই প্রতিবেশিগণের তীব্র রহস্য একটি একটি করিয়া মনে পড়িল, মন তাহা সহ্য করিতে পারিল না। বঙ্গভাষার অস্তিত্ব লোপ, অথবা তাহার জোলাপ। নিরঞ্জন যেন দেখিতে পাইলেন, তাহার প্রাণপ্রতিমা তনয়ানন্দিনী বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে একটি একটি করিয়া প্রত্যঙ্গ ছিঁড়িয়া লইতেছে। বঙ্গভাষা মরণোন্মুখী, চেঁচাইয়া দুর্ব্বল হইয়া এক্ষণে গোঁয়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেবকগণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন মুক্তকণ্ঠে নন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “কাননিকে যত্ন করিয়া কেবল বাঁচাইয়া রাখ। আদরে আদরে ফুলাইয়া তুল, রাগাইও না। কাননি করেলী হইবে, ক্লিওপেট্রা হইবে, তবু ‘ক’ বলিবে না।”

তনয়ার সুখ্যাতি শুনিয়া ভামিনী আত্মহারা হইয়া পড়িল। কি করিতে কি বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া গেল। কেবল একটি মাত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আমার অদৃষ্টে কাননি বাঁচিবে কি?”

ঘরের বাহিরে ফোঁস ফোঁস শব্দ শ্রুত হইল। ভামিনী ছুটিয়া গেল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ফোঁফুপ্যমানা কাননিকাকে কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল, “এই দেখ কাননি এবার কিসের বায়না ধরিয়াছে।”

"কি হইয়াছে দিদিমণি ?" বলিয়া দাদা মহাশয় ছুটিয়া গিয়া নাতিনীকে ভামিনীর কোল হইতে কাড়িয়া লইল, বালিকা দাদার কোলে তেউড়িয়া উঠিল। দাদা মহাশয় নাতিনীকে আদর করিতে করিতে কোলে করিয়া নিজে নাচিয়া কত নাচাইলেন, বালিকা প্রবোধ মানিল না।

তখন আবার ভামিনীর কোলে দিয়া নিরঞ্জন ডাকিলেন—"মাষ্টার !"

পক্কগুম্ফ মাষ্টার উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিল।

নিরঞ্জন। তুমি কি বালিকাকে মারিয়াছ ?

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার এমন কি সাহস, আমি বালিকাকে প্রহার করি ?

নিরঞ্জন। তবে কাঁদিতেছে কেন ?

নিরঞ্জনের মুখের ভাব দেখিয়া মাষ্টার কাঁপিয়া উঠিল। সে নিরঞ্জনের মুখে- স্থধু বিভীষিকা দেখিল না। দেখিল, বিভীষিকার সঙ্গে সেই মুখে একটি পল্লীচিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে। সেই পল্লীতে এক সময় নিরঞ্জন হাকিমি করিয়াছিলেন। হাকিমি করিয়া বাঘে গরুতে জল খাওয়াইয়াছিলেন। বৃদ্ধ যখন তখন শুনিত, হাকিমের কাঠগড়ায় যে এক বার পা দিতেছে,সে আর ঘরে ফিরিতেছে না। কৌতূহলপরবশ হইয়া সে এক বার বহু দূরের গাছের আড়াল হইতে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। দেখিয়া ঘরে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় একটি বজ্র-হস্ত কোথা হইতে আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। ধরিয়া কাটগড়ায় লইয়া তুলিল। চোরের মতন লুকাইয়া চারি ধারে চাহিবার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না বলিয়া, কাঠগড়া হইতে বৃদ্ধ কিছু দিনের জন্য কোথায় গিয়াছিল, অদ্যাবধি বৃদ্ধ ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। আজ বহুকাল পরে বৃদ্ধ দেখিল, সেই ভীম ভৈরব মূর্ত্তি। বৃদ্ধ চক্ষু মুদিয়া এক বার ভগবানকে ডাকিল, "দয়াময় ! আবার কি এক সপ্তাহের জন্য সেই অনিশ্চিত দেশে যাইতে হইবে ?"

নিরঞ্জন তার ভগবদ্ভক্তিস্রোতে বাধা দিয়া, মাটিতে পা ঠুকিয়া হাকিমি রবে আবার বলিলেন—"তবে কাঁদিল কেন ?"

সে স্বরতরঙ্গে পৃথিবীর কাক ছাতার গুলা পর্য্যন্ত নীরব হইয়া গেল !

নিরঞ্জন। শীঘ্র বল।

মাষ্টার। আজ্ঞে হুজুর খাইবার জন্য।

নিরঞ্জন। খাইবার জন্য !—আমার নাতিনী কাঁদিতেছে খাইবার জন্য !

ভামিনী মাঝখান হইতে একটা কথা কহিল। —আমার মেয়ে সোনার সামগ্রীও দিলে ফেলিয়া দেয় !—একি কথা মাষ্টার মহাশয় ?

নিরঞ্জন বলিলেন, "কি খাইবার জন্য ?"

মাষ্টার দেখিল, সন্দেশ রসগোল্লাদি খাদ্য-দ্রব্যের নাম করিলে ইহারা বিশ্বাস করিবে না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিল, "রিপুকর্ম্ম খাইবার জন্য।"

যেমন এই কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, অমনি তাহা শুনিয়া কাননিকা বলিয়া উঠিল "মা আমি রিপুকর্ম্ম খাব।"

তখন মাষ্টার দেখিল, ভগবান সকল বিপদের মূল এই সর্ব্বনেশে মেয়েটার মুখ দিয়াই অভয়-বাণী পাঠাইয়াছেন। তার সাহস ফিরিল। সেই সাহসে ভর করিয়া আবার বলিল, "আমি পড়াইতেছিলাম, আর ঘরের পাশ দিয়া এক রিপুকর্ম্ম যাইতেছিল। সেই রিপুকর্ম্ম কাননিকা খাইতে চাহিল।"

নিরঞ্জন। তুমি বলিলে না কেন, রিপুকর্ম্ম খাইতে নাই ?

ধ্বাঝ আফিমের নিলাম হইয়াছে। সে দীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বাবুরা কত দর?

ব্যাপার কি? ব্যাপার আর অন্য কিছুই নয়। তিন দিবস পূর্ব্বে 'কই' বলিয়া একথানা বই বাহির হইয়াছিল। তাহার নয় শো নিরেনব্বই কপি দুই দিনের মধ্যেই উঠিয়া যায়। তৃতীয় দিবসে একথানি পুস্তক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। সেই পুস্তক ক্রয় করিতে দুই জন লোক যুগপৎ পুস্তকবিক্রেতার কাছে উপস্থিত হইল। দুই জনেই পুস্তকের জন্য লালায়িত, বিক্রেতা কাহাকে দিবে? সে অর্থলোভে পুস্তকের মুল্য দশগুণ চড়াইয়া দিল। এই স্থানেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল, পুস্তক নিলামে চড়িল।

এক জন ক্রেতা বলিল—"ভাল আমি দশ টাকাই দিব।" অপর বলিল—"সে কি আমি থাকিতে তুমি এই পুস্তক লইবে? আমি দ্বিগুণ দশ টাকা দিব।" এই বলিয়া ঝন ঝন করিয়া কুড়ীটা টাকা পুস্তকবিক্রেতার পাদমূলে ফেলিয়া দিল। পুস্তকবিক্রেতা 'প্রাতঃকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি' ভাবিতে ভাবিতে যেমন সেই ক্রেতার পরিত্যক্ত মুদ্রাগুলিতে হস্তক্ষেপ করিল, অমনি প্রথম ক্রেতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—"সে কি, এরই মধ্যে লইবে কি? এই লও ত্রিশ টাকার নোট।" ক্রেতা বিক্রেতার অপর হস্তে নোট দুই থানা গুঁজিয়া দিল। বিক্রেতা উভয় শঙ্কটে পড়িল টাকা হইতেও হাত তুলিতে পারিল না, নোটের মুষ্টিও খুলিতে সাহস করিল না। বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ভাবিল, 'হায়রে প্রেস! তুই কেন এক হাজার একথানা পুস্তক প্রসব করিলি না। সগরমহিষী চক্ষের নিমিষে ষাটি হাজার পুত্র প্রসব করিয়াছে, আর তুই এক থানা বেশী প্রসব করিতে পারিলি না?' বিক্রেতার বেশী ভাবা হইল না। দ্বিতীয় ক্রেতা একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট তাহার কাণে গুঁজিয়া দিল।

১ম ক্রেতা। আমিও কি অমনি ছাড়িব? এই লও কর্ত্তা এক শো টাকা।

নোট বিক্রেতার মুখের ভিতর প্রবিষ্ট হইল।

২য় ক্রেতা। এই লও পাঁচ শো!

১ম ক্রেতা। এই লও হাজার!

২য় ক্রেতা। এই লও পাঁচ হাজার!

বিক্রেতার নাকে মুখে চোখে কাণে নোট প্রবেশ করিল। মাথায় রাশি রাশি নোটের আচ্ছাদন হইল। বিক্রেতা কালা হইল, কাণা হইল, দম আটকাইয়া মরিবার উপক্রম হইল। মাথায় নোটের ভার, গলায় নোটের হার, কপালে নোটের টিপ। বিক্রেতা জীবনে প্রথম বুঝিল, অর্থাগম সকল সময়ে সুখকর নয়। চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাবারে দম আটকাইয়া মরি! আমি পয়সা লইয়া পুস্তক বেচিব না।"

১ম ক্রেতা। ভাল, আমি তোমাকে ডিপ্লোমা দিব।

২য় ক্রেতা। আমি তোমাকে রায় বাহাদুর টাইটেল দিব।

১ম ক্রেতা। আমি তালুক দিব।

২য় ক্রেতা। আমি মুলুক দিব।

১ম ক্রেতা। আমি অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দিব।

বিক্রেতা। আমায় কিছু দিতে হবে না, আমায় ছেড়ে দেরে বাবারা! আমি একটু জল খাই।

ক্রেতৃদ্বয় বিক্রেতাকে ছাড়িয়া হাতাহাতি আরম্ভ করিল। হোল্‌ড্‌-অপ-আরম্‌স, রাইট-টর্ণ, লেফ্‌ট-টর্ণ, শ্লো-মার্চ, কুইক-মার্চ, ঠোকাটা

ট্যাণ্টো—নানাবিধ সমরকৌশল প্রদর্শিত হইল। টানাটানিতে বই ছিঁড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে লোক জড় হইল। বিক্রেতা ভির্মি গেল। চারি দিক হইতে গ্রন্থকার আসিয়া হাতাস করিতে লাগিল।

শেষে দর্শকগণের কিলোকিলি, দর্শিকাগণের চুলোচুলি, পুলিশের ঠেলাঠেলি। অহিফেন-বাস্পে যেন স্থানটা পূর্ণ হইয়া গেল। যে আসিল, সেই উন্মত্তবৎ আচরণ করিল। ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া যে যার ঘরে গেল। কেবল কতকগুলি যুবক জনতাভঙ্গের পরও সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। সকলে এক একখানি ছিন্ন পুস্তিকার পত্র কুড়াইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

একজন পড়িল—

বিবর নামেতে জন্তু অতি বলবান!
সর্ব্ব অঙ্গ আছে তার দুটো কাণ।
চলিতে হইলে সে যে পায়ে দেয় ভর।
ঠক ঠক কাঁপে তার হয় যবে জ্বর॥
মরে গেলে মড়া মত নাহি নড়ে চড়ে।
এত দুঃখ তবু কিন্তু আছে সে রগড়ে।
হেসে হেসে কথা কয় তুমি ভাব গাধা।
বিবরে খুঁজিতে পার কিছু নাহি বাধা॥
তার মত বল দেখি আর কেবা আছে।
(হায় হায় এর পর পাতা ছিঁড়ে গেছে॥)

শেষোক্ত পংক্তিটি নরোত্তম শর্ম্মার রচিত। পত্রের শেষাংশ করাল কাল ছিঁড়িয়া লইয়াছে। সেই টুকু অন্বেষণ করিতে যুবক চারি ধারে চাহিল। জুতার তলায়, চোখের পাতায়, নাসিকার বিবরে, ওষ্ঠাধরে সর্ব্বত্র সন্ধান করিল, মিলিল না। পেনসিল দিয়া দশইঞ্চি মাটিই খুঁড়িয়া ফেলিল, তবু সে ছিন্নাংশের সন্ধান হইল না। তখন বাহ্যজ্ঞানহীন, দশদিক শূন্য দেখিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ছুটিল। চৌরঙ্গী পৌঁছিতে দমদমায় যাইয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় পড়িল—

(তোটক)

লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে পথে পথে!
বেলুনে দোলায় কাঁধে বাষ্পরথে॥
চলেছে অভাগা কত দৃষ্টিহীনে।
ভুবন আঁধার সেই এক বিনে॥
সে কোথা সে কোথা সে কোথা সে কোথা।
কাহারে বলিরে এ কথা এ কথা॥
... (ছেঁড়া) ... জ্যোছনা মাড়িয়া।
(ছেঁড়া) ... ... লবরে কাড়িয়া॥
জীবনে তাহারে আদরে ধরিয়া।
মরমে মরমে যাবরে মরিয়া॥
সরস বসন্তে .. (ছেঁড়া) ... নিছনি।
(ছেঁড়া) ... ... কোথারে বাছনি॥

তার পর বরাবর ছেঁড়া। শেষাংশ পাইবার জন্য কত হতভাগ্য মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি আরম্ভ করিল। চারিদিক হইতে কাগজের টুকরা জুড়িয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু হায় জোড়াই সার হইল, তেলে জলে মিশিল না। এ কবিতার টুকরা তার সঙ্গে; তার টুকরা এর সঙ্গে, খোয়ে দোয়ে, দুধে ডালে, কটু তিক্ত কষায় অম্বলে, রৌদ্র বীভৎস করুণা আদি, ইত্যাদি বিসদৃশ রসের সংমিশ্রণে সে কেমন এক মোগলাই খিচুড়ী হইয়া পড়িল। যথা—

নাচি বলে বলে ... কাঁদি দিবানিশি।
দূর হয়ে যাও ... বঁধু ... যেহেতু
তোমায় ভালবাসি॥
মুকুতার পাঁতি যথা ... কাল কুচ কুচে।
সূতিকা ঘরের শিশু ... চড়ে গাছে গাছে।
বার মাস পাইনি তোমা ... পাকা আম।
সখিরে সে কেন ... ঝিম ঝিম ঝিম।

পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ নরোত্তম শর্ম্মা দুই এক স্থানে প্রক্ষেপ করিয়া দিল। নিরুপায়,

নহিলে পাঠকপ্রবরেরা যে দম আটকাইয়া মারা যায়! প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলি কোটেশনে দিলাম।

উড়ে যায় 'হাতি' তার 'লম্বা ছুটো ঠ্যাঙ।'
'মাকড়সার' জালে পড়ে 'চড়ক
ড্যাডাঙ ড্যাঙ॥'
বন হতে এল 'সজারু' আহা কি
মূরতি চারু।
'ঘুঘু মারতে' ফাঁদ পেতেছি পড়ল কি
না 'ব্যাঙ'॥

নরোত্তমের কবিতারসে নব্য পাঠকের তৃষা মিটিল না। তাহারা 'কই' 'কই' করিতে করিতে ছুটিল। এক জন লোক তাহাদিগকে যশোরের দিক্ দেখাইয়া বলিল, "যশোরে যাও; সেখানে বড় বড় কই মিলিবে!"

কই যে কবিরাজের প্রিয় সামগ্রী!
তৃতীয় পড়িল।—

একদা প্রদোষকালে নিশীথসময়ে
জলদগর্জন ঘোর, শ্যামল প্রান্তর
নব জলধরে যেন পটলসংযোগ।
এমন সময় মরি, মালিনী সুন্দরী
চারু মুখে মধু হাসি বিজরী ছাঁকিয়া
পূর্ণ প্রেমে মাতোয়ারা, কোথা নাথ বলি
প্রবেশিল গভীর কাননে। কেহ সেথা
নাহি ছিল—ছিল সুধু তারা, আর ছিল
বন্যজন্তু জলজন্তু শার্দ্দুল কুম্ভীর,
মূষিক বিবরে, পক্ষী গাছের উপরে,
তরুতলে কাঠুরিয়া, কুঞ্জে মধুকর,
মধুলোভে অন্ধ এক রাখাল বালক।
আর কেহ নাহি ছিল। সে নির্জন দেশে
নগ্ন প্রেমে মুখখানি ঢাকিয়া মালিনী
দেখিল, চলেছে নগ্না অমিয়াতটিনী।
তটিনীর বক্ষে এক তরণী সুন্দর,
হাল ধরে ছিল তার বসন্তকুমার।
সে যে কি বসন্ত কিবা নীথর আকাশে।
হাসিতেছে ছায়া-মাথা গ্রামখানি পাশে।
ওগো তুমি কেন যাও মোরে ফেলে তীরে।
সোণার তরণী খানি কূলে আন ধীরে।
এই ব'লে ডুব দিল, মালিনী নলিনী।
দিল কবি হাল ছেড়ে বসন্তের সনে।
করিল শোকের গান। অশ্রুবিন্দু দেখা
দিল কঠোর-নয়নে, কাঁদিল আকাশে
শশী, কাঁদিল কানন, কাঁদিল জননী
কত পুত্রশোকাতুরা। বসন্তকুমার
গণ্ড ভাসাইল তার রোদনের জলে।
নগ্ন আলসের সেই নগ্ন আঁখি জল।
নগ্ন প্রকৃতির বুকে নগ্নতা সম্বল—
নগ্ন প্রাণে ঝাঁপ দিল নদী বক্ষে যুবা।
সমীর মলিনমুখে মধুর নিস্বনে
বলিল, কোথায় তুমি মালিনী সুন্দরী?
কোকিলের কলকণ্ঠ জোরে ছিনাইয়া
বলিল মালিনী, হায় মরে আছি আমি।
কোথা তুমি বসন্তকুমার? সুধামাখা
হাসিমুখে কেঁদে কেঁদে যুবা, মধুস্বরে
পাঠকে ডাকিয়া বলে, বৃথা অন্বেষণ—
হে প্রিয় পাবে না তুমি আমার সন্ধান।"

পড়িতে পড়িতে পাঠকের পুলক, বেপথু অশ্রুজল একে একে দেখা দিল। শেষে গলদঘর্ম্ম হইয়া লোকটা তন্ময় হইয়া পড়িল। সর্ব্বশেষে পুলীশে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। দর্শক জিজ্ঞাসা করিল, "ধরিয়া লইয়া যাইতেছ কেন? লোকটা কি করিয়াছে?" পুলীশ বলিল, "কবিতারস বলিয়া কি একটা নূতন মদ উঠিয়াছে, এ লোকটা তাই খাইয়া মাতোয়ারা হইয়াছে। ঠোঁট ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু লাল হইয়াছে। এই দেখ, সাত ডাকে সাড়া দিতেছে না, এই দেখ, রুল মারিলেও সাড় হইতেছে না।" একজন যোগী

দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ছিল। সে বলিল, "পাহারা-ওয়ালা সাহেব! লোকটার যে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছে!"

যে এত লোককে উন্মত্ত করিল, সে কবি-টীকে জানিতে পারিয়াছ কি?

কার মনোমোহিনী পুস্তিকা তিন দিন আগে বাহির হইয়াছে? কে সেই ধন্য অথবা ধন্যা, নরের অগ্রগণ্য অথবা নারীর অগ্রগণ্যা? কে সেই মদনমোহন অথবা রতিমোহিনী, যে নীরব বংশীবাদনে গো-কুলে তুমুল ঝড় তুলিয়া দিল। তার জন্য রজকে কাচে না, দোকানী বেচে না, বালক নাচে না; তার জন্য গায়ক গায় না, পেটুক খায় না, ভিখারী চায় না; তার জন্য পাঠক পড়ে না, সাদী চড়ে না, ঘুড়ী ওড়ে না; এমন কি গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ে না। কে সে? এমন অসময়ে, দেশের এই দুর্দ্দিনে কোন্ মহাত্মার আবির্ভাব হইল? যদি না জানিয়া থাক, পর দিনের সংবাদপত্র পাঠ কর! ওই দেখ কি লেখা রহিয়াছে!—

আজ ভারতের কি শুভদিন। যাহা বাঙ্গালী কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাই ঘটিল। এবার হইতে গ্রন্থকর্ত্তাদের প্রেসের দেনায় জেলে যাইবার ভয় ঘুচিয়াছে। বাঙ্গালী পড়িতে শিখি-য়াছে। বাঙ্গালী মহিলার এক পুস্তক লইয়া বিশ সহস্র লোকে গত কল্য দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়াছে। দশ জন মরিয়াছে, পঞ্চাশ জন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে, এক শত মরিব মরিব করিতেছে, বাকি মরে নাই, অবশিষ্ট বাঁচিয়া আছে। পুস্তকের নাম 'কই?'—কবি কাননিকা বাগ্‌ভট্ট ইহার রচয়িত্রী। এই খানি তাঁহার প্রথম পুস্তক। এই সবে মাত্র তাঁহার সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশিকা।

প্রহেলিকা।

শ্বশুরের সহিত বিবাদ করিয়া যে দিন রমণীচরণ আত্মনির্ব্বাসন দিল, সেই দিনই পতিবিয়োগিনী ভামিনী অঞ্চলে বদন ঝাঁপিয়া, কি হইল কি হইল স্মরিয়া, ত্রিতলে উঠিয়া, হারমোনিয়মের তিন গ্রাম সপ্তস্বরে সুর মিলাইয়া, চতুর্দ্দিকের নীল গগনে, কাল মেঘে, হরিপর্ণ তরুলতায়, ধবধবে অট্টালিকায় শোকসঙ্গীত ঢালিয়া দিল :—

কহ ত কহ ত সখি বোল ত বোল ত রে
হামারি পিয়া কোন্ দেশ রে।
সোঙরি সোঙরি লেহ এ তনু জরজর
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে॥

আর ভগিনীও সঙ্গিনীগণের প্রবোধবচনে অধিক-তর সন্তপ্ত হইয়া—

বলয় কর চূর বসন কর দূর
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ ভূষণে
যামুন সলিলে সব ডার রে॥
সিঁথায় সিন্দূর মুছিয়া কর দূর
পিয়া বিনু সহই না পার রে।
জ্যাঁউ উপেখিয়া গাউন পরিয়া
হইনু বাড়ীর বার রে।

বলিতে বলিতে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে ভামিনী কাননিকাকে লইয়া অন্যমনস্কা হই-বার জন্য আলিপুরের পশুশালায় চলিয়া গেল। তার পর দিন জেদবশে কাননিকার বালিকাত্ব বজায় রাখিবার জন্য নিরঞ্জন গৃহরাজ্যের প্রজা-গণের উপর এই আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, কাননিকা আজি হইতে আর মাটীতে পা দিবে না। আদেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। দশ বৎসর পর্য্যন্ত কাননিকা এর তার কোলে কোলেই বেড়াইয়াছিল;

তবে মধ্যে মধ্যে সে সময় তার দুই এক দিন পদচারণও ছিল। একাদশ বৎসরের পর হইতে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। কাননিকা ঘোড়ায় চড়িল, মাথায় উঠিল, পাল্কীর সাহায্যে আকাশেও উড়িল, কিন্তু এক দিনের এক দণ্ডের জন্যও ধরণীবক্ষ মাড়াইল না! যানাবস্থিতা কাননিকা মাতামহের আদরিণী, ঘোড়ার খঞ্জতায়, মাথার মত্ততায়, পাল্কীর চঞ্চলতায় এক দিনের এক দণ্ডের এক পলের জন্য আছাড়ও খাইল না। অশ্বপৃষ্ঠে, গজস্কন্ধে কথন বা নরবাহনে বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিল, সেখানে বেঞ্চে বসিয়া রহিল, মৃত্তিকা স্পর্শ করিল না!

মাতামহ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র লিখিলেন,—কাননিকা কেবল ইংরাজী পড়িবে। দ্বিতীয় ভাষা বাঙ্গালা না হইয়া, হয় লাটিন, না হয় গ্রীক, না হয় জর্ম্মান ফ্রেঞ্চের মধ্যে যাহা হউক একটা, কিছুই না হয়, আরবী পারসী উর্দ্দু, এমন কি অসভ্য উড়িয়ার ভাষা হইবে, তথাপি বাঙ্গালা হইবে না। মাতামহের কঠোর আদেশে অভিমানিনী কাননিকা, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভাষাই শিক্ষা করিল। বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিতে পারিল না, তাই উল্টা করিয়া কহিতে লাগিল। যথা, 'কি বল'র পরিবর্ত্তে 'ইক্ লব', 'আমি যা'ব-র স্থলে 'মিয়া আজব' ইত্যাদি। মাতামহের কাছেই ওই রকমের কথা বলিত। এক দিন কাননিকা বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া যেই কাষ্ঠসোপানে পা দিয়া টকাস করিয়া শব্দ করিল, অমনি নিরঞ্জন প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতে আসিলেন।

কাননিকার ফুল্লোৎপলসদৃশ মুখখানি সোপানারোহণ-পরিশ্রমে স্বেদনিষিক্ত হইয়াছিল। রক্তিম অধর দশনে চাপিয়া ভ্রূযুগলের কুঞ্চনে বালিকা শ্রমবেদনা প্রকাশ করিতেছিল। নিরঞ্জন দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া নাতিনীর হাত ধরিয়া করকম্পনে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল;—You are labouring under weakness I see.

কাননিকা। Speak Bengali please, I don't understand your idiom.

নিরঞ্জন। তুমি দুর্ব্বলতার তলায় পড়িয়া পরিশ্রম করিতেছ, আমি দেখিতেছি।

কাননিকা। ইক লবলে? (১)

নিরঞ্জন বুঝিতে পারিলেন না, ভাবিলেন বুঝি শুনিতে পাই নাই। কাণ বাড়াইয়া বলিলেন,—"কি বলিলি?"

কাননিকা। ছিকু আন্। (২)

বিস্মিত নিরঞ্জন মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, ভাবিলেন, এই বারে যেমন করিয়া হউক বুঝিব। বলিলেন, "আবার বল্।"

কাননিকা। মুতি ঢুব্বা, মুতি ছিকু ঝুবকে আন্। (৩)

নিরঞ্জন ভাবিলেন, কাননিকা বুঝি জাপানী শিখিতেছে।—
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"ভামু!"—"কেন গা" বলিয়াই ভামু নেপথ্য হইতে ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন বলিলেন;—এই তোর জাপানী মেয়েকে ঘরে লইয়া যা।—কাননিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বাঁধান দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া বলিলেন; "নাতনী, মিকাডোকে বে করিবি?"

(১) কি বললে?
(২) কিছু না।
(৩) তুমি বুড় ঢা, তুমি কিছু বুঝবে না।

কাননিকাও দাদার প্রত্যুত্তরে মুক্তাপাতি বাহির করিয়া বলিল,—"আন্।" (১)

নিরঞ্জন। হাঁ কি না বল্, ও সব কাঁইচু মাইচু বুঝিতে পারি না। বে করিস ত বল, আমি তারে চিঠি লিখি। যেথানে জেডোয় রাজত্ব করিবি, মিয়াকোয় চা খাইবি, হঙকঙে গান গাইবি, চুকিয়াংএ সাঁতার কাটিবি! আর লাইহংচংএর সঙ্গে আলাপ করিবি।

কাননিকা মাতামহের কথায় আর কোন উত্তর দিল না, মাকে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া কোলে উঠিল, আর বলিল, "মা একটা হাম্।" মাতা কন্যার মুখচুম্বন করিল, সকল লেঠা চুকিয়া গেল।

বেশ হইল, কাননিকা সব শিখিল; কিন্তু কবিতা লিখিল কে? যদি বাঙ্গালাই শিখিতে পাইল না, যদি আজীবন ইংরাজী লইয়াই কাননিকা দিন কাটাইল, তবে কেমন করিয়া কবি কাননিকা কান্তগিরের আবির্ভাব হইল? অথবা এ কি সেই কাননিকা? না কাননিকা একটা প্রহেলিকা?

কাননিকা বিদ্যালয়ে পড়িতেছে, নিরঞ্জন রিপোর্ট পড়িতেছেন। আজ মিলটনের "স্বর্গবিচ্যুতি" গ্রন্থের শয়তানের সহিত কাননিকার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। কাননিকার শয়তান-চরিত্র বড় মধুর লাগিয়াছে। বালিকা এক শয়তান সৃষ্টির জন্যই সেই অন্ধ কবির ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে। আর কেবল বলিতেছে, 'হে শয়তান, আমি কায়মনোবাক্যে তোমার জয় কামনা করিতেছি, তুমি বজ্রধারী ঈর্ষ্যাপরায়ণ যথেচ্ছাচার স্বর্গাধিপকে পরাভূত করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর।' আমরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, ও কথা বলিতে নাই, শয়তান জয়ী হইলে, পৃথিবীতে পাপের অবাধ প্রসার হইবে, দুই দিনের মধ্যেই পাপ-ভারে পৃথিবী ডুবিয়া যাইবে। কাননিকা এ কথায় তুষ্ট হইল না, বলিল, 'ডুবিয়া যাইবে কোথায়? আর যদিই ডুবিয়া যায়, আমরা সকলে জাহাজে করিয়া বেড়াইব!'—আমরা তর্কে তাহাকে হারাইতে পারিলাম না।

এমন বুদ্ধিমতী বা[illegible] পৃথিবীর আর কোন স্কুলে কোন কালে ভর্ত্তি হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কাননিকাকে বাতাস খাইতে, হিম লাগাইতে, বেশী বেড়াইতে, কথা কহিতে, কিছুই করিতে দিবেন না। একটি গ্লাসকেশে পূরিয়া রাখিবেন।

আজ কাননিকা দান্তের প্রেতপুরীতে প্রবেশ করিল। সেখানে প্রেতগণের সহিত কথা কহিতে তাহার কিছু আগ্রহ দেখিলাম। প্রেতপুরীতে হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার কল্পনা কিছু ক্লিষ্টা হইয়াছে। সুতরাং বাড়ী যাইলে তাহাকে একটু বেশী করিয়া চা খাইতে দিবেন।

আজ কুমারী বাগ্‌ভট কাউপারের 'সোফায়' চড়িল। সোফার জন্মকথা শুনিয়া কানানিকা একটু হাসিয়া বলিল, আগেকার লোকগুলা এত মূর্খ, এই সোফা প্রস্তুত করিতে এত কাল কাটাইল! দু টাকার স্থানে দশ টাকা করিলে এক দিনের মধ্যে শুধু সোফা কেন, কত কৌচ, কত স্প্রীংএর গদী পর্য্যন্ত তৈয়ারী হইয়া যায়! কাননিকাকে কি আপনি পূর্ব্বে সোফা পড়াইয়াছিলেন? সে এমন সুন্দর সমালোচনা শিখিল কোথায়?

আজ কান্তগির আর একটু হইলেই বিদ্যালয়ে হুলস্থূল বাঁধাইয়াছিল। টেম্পেষ্টের এরিয়েল চরিত্র পাঠ করিতে করিতে এমনি তন্ময়ী

(১) না।

হইয়াছিল যে, এরিয়েলের মত উড়িতে যাইয়া বেঞ্চ হইতে পড়িয়া, পায়ে একটু আঘাত লাগাইয়াছে। 'অতি সামান্য, বাড়ী যাইতে যাইতে সারিয়া যাইবে, আপনি অনুভব করিতে পারিবেন না! কাননিকা রমণীরত্ন,আজ তাহাকে বাড়ীতে পড়িতে দিবেন না। বরং আপনার উদ্যান হইতে একটি আধফুটন্ত 'প্যান্‌সী', তুলিয়া দিবেন।

আজ আপনার নাতিনী রাজকবি টেনিসনের কবি উপাধি কাড়িয়া লইয়াছে! টেনিসনের "সুন্দরী রমণীর স্বপ্ন" হইতে সকল বালিকাকে প্রশ্ন দিয়াছিলাম। সকলে প্রশ্নের উত্তর করিয়াছিল; কেবল ম্রিয়মানা কাননিকা ডেবডেবে চক্ষু দুটিতে এক অঞ্জলি জল পূরিয়া কপোলে করবিন্যাস করত টেবিল-ছিদ্রস্থ একটি ছারপোকার চতুরতা নিরীক্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুমারী বাগ্‌ভট! তুমি কি আজ বাড়ীতে পড়িতে পার নাই?" উত্তর পাইলাম—"ইচ্ছা করিয়া পড়ি নাই। যে কবির সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই, তাহার কবিতা পড়িতে অভিলাষিণী নহি। আর তাহাকে কবি বলিয়া কবি-নামের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে চাহি না। বঙ্গসুন্দরীর—শ্যামলতৃণক্ষেত্রচারিণী, সরসীশোভিনী, বকুলতলবাসিনী, অন্তঃপুরবিলাসিনী, যেন পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী বঙ্গসীমন্তিনীর স্বপ্ন আগে তাহার দেখা উচিত ছিল।" কাননিকা সুন্দরী; কাননিকা মৃদুহাসিনী, মধুরভাষিণী, গজগামিনী; কাননিকা আনন্দে, উৎসাহে, ভাবণে, মৌনে, অভিমানে সর্ব্বদাই নেত্রে জল পূরিয়া রাখিয়াছে। তাহার টেনিসনের উপর দোষারোপ করিবার অধিকার আছে! টেনিসনকে এ সম্বন্ধে এক খানা পত্র লিখিতে হইবে (১) রাজকবি যদি প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে পরের মেলে তাঁহার কাছে লাইট ব্রিগেডের চার্জ পাঠাইয়া দিব! দেখিব, টেনিসন কত শক্তিধর! কিন্তু কাননিকা?—ক্ষুদ্র হৃদয়খানিতে এত অনুভবশক্তি কোথা হইতে আসিল? টুলটুলে মুখখানিতে এত-কথা-কুসুমরাশি কেমন করিয়া ধরিল। কি কঠিনতা! বৃদ্ধ মরণোন্মুখ টেনিসনের একমাত্র আশ্রয়স্থল কবিপদ—তাই কি না অম্লানবদনে কাড়িয়া লইল! কি কোমলতা! বঙ্গনারীর জন্য অকাতরে প্রাণভাণ্ডারে রাশি রাশি দীর্ঘশ্বাস ও সাগরপ্রমাণ চক্ষুজল পূরিল। কাননিক নারী-কোলরিজ আভ্যন্তরিক কবি, কাব্যভরা প্রাণ—শত সেক্ষপীর, সহস্র ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, অযুত বায়রণ, লক্ষ শেলীর প্রতিভা লইয়া এই ক্ষুদ্র পাখীর প্রাণ রচিত হইয়াছে। সে প্রাণের মুখ ফুটাইতে ভাষায় কথা নাই। কাজেই কবি নীরব—এ ফুল ফুটিতে ফুটিতে ফুটিবে না।

পেন্‌সনভোগী নিরঞ্জন, দিন দিন এই রকম রিপোর্টসুধা পান করিতে লাগিলেন, এবং ষাঁড়াষাঁড়ীর বাণের ন্যায় জ্যামিতিক বৃদ্ধিতে ফুলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ চক্ চক্, বুক ঠক্ ঠক্, জিহ্বা লক্ লক্ করিতে লাগিল। তাঁহার দাঁত কড় কড়, হাত সড় সড়, গলা ঘড় ঘড়, প্রাণ ধড় ফড় করিতে লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকারিয়া উঠিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, রে বঙ্গ, মূর্খ, অসভ্য সমাজ, সমাজকুলকলঙ্ক, তোর নির্ম্মম অঙ্কে আমি মিনার্ভার (২) অভিনয় দেখাইব। দেখাইয়া সমাজে আমেরিকার ওয়াশিংটন হইব।

(১) হায়! টেনিসন আর ইহজগতে নাই।
(২) মিনার্ভা—গ্রীকদিগের বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

এক দিন গৃহসংলগ্ন উদ্যানপ্রান্তরে কন্যাকুল পরিবেষ্টিত নিরঞ্জন টেনিস খেলিতেছিলেন। কাননিকা কিঞ্চিৎ অসুস্থা, একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন ও একটি গোলাপ ফুলের বৃন্ত ধরিয়া ঘুরাইতেছিলেন। বকুল গাছের ফুল আপনা-আপনি ঝরিতেছিল, ক্রোটনের পাতা আপনা-আপনি নড়িতেছিল, ফুলরেণু চারি ধারে উড়িতেছিল, টেনিস বল ব্যাট হইতে ব্যাটান্তরে যাইতেছিল, কখন বা জালে আবদ্ধ হইতেছিল, কখন মাটিতে গড়াগড়ি খাইতেছিল। এমন সময় কোথা হইতে কপোত কপোতী উড়িয়া আসিয়া নিরঞ্জনের পাদমূলে পতিত হইল। সকলে চমকিত হইল, আর ঠিক সেই সময়ে বিস্ময়ান্বিতা কোন এক রমণীর করনিক্ষিপ্ত টেনিসবল, কপোতের ঘাড়ে পড়িয়া তার প্রাণ বাহির করিল। সশব্দ পক্ষপুটে হৃদয়ের কাতরতা জানাইয়া কপোতী নিকটের উইলো তরু শিরে উঠিয়া বসিল। নির্ম্মম উইলো এমন সময়ে তারে স্থান দিল না। শাখা নত করিয়া দুলিয়া দুলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিল। রমণীকুল মধ্যে একটা দুঃখের হাসির আবেশকর শব্দ উঠিল। আর কাননিকা ইজিচেয়ারে আনমনে কি একটা হিজিবিজি লিখিল। চেয়ার পড়িয়া সেই কথা সকলকে শুনাইল :—

আরে রে টেনিস বল কি কাজ করিলি রে
কপোতে বধিয়া !
আরে রে উইলো সখি, এ কি তোর কাজ দেখি ?
কোমলা হইয়া,
পতি-হারা কপোতীরে, দিলি কি না দূর করে !
গোরস্থানে তাই বুঝি থাকিস পড়িয়া ?
টেনিসের বল সনে চলে যালো লণ্ডনে
যেথা হতে তো হুটারে এনেছে ধরিয়া।
বঙ্গ তোরে নাহি চায়, যালো সেণ্ট হেলেনায়,
অথবা চলিয়া যালো একেবারে কোরিয়া।

প্রজ্জ্বলিত খধূপ যেমন আকাশমার্গে হুস করিয়া উঠিয়া যায়, সনিরঞ্জনা যোষিন্মণ্ডলীর প্রাণ তেমনি সেই কবিতানলস্পর্শে মূহুর্ত্তমধ্যে অনন্তের দিকে ছুটিয়া গেল! কেরে?—এ প্রাণোন্মাদিনী কাব্যকথা কে কহিল রে? কঠিনার পাথর প্রাণ দ্রব কে করিল রে? বস্—এই পর্য্যন্ত! তার পর দীপনির্ব্বাণ,—যেন কোথাও কিছু হয় নাই। নিরঞ্জন ডাকিল, কাননিকে! ভামিনী বলিল, কাননি। মাতৃস্বসৃগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিল, কানি। নিকুঞ্জবন প্রতিধ্বনি পাঠাইয়া তত্ত্ব লইল কানু। কই কোথায় কাননি?

সকলে দেখিল ইজিচেয়ার শুধু পড়িয়া আছে। নিরঞ্জন ভাবিল, এ কবিতা কি কাননিকার? অসম্ভব, অসম্ভব। কাননিকা যে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানে না। সে বাঙ্গলা কহিবার ভয়ে জাপানী শিখিয়াছে। তবে কি ইজিচেয়ার কবিতা আওড়াইল! দূর হক্, আর ভাবিতে পারি না। ভাবিয়া এ প্রহেলিকার মীমাংসা হইবে না।

পরদিন প্রভাতে বিদ্যালয় হইতে রিপোর্ট আসিল। "সর্ব্বনাশ, কাননিকা আর পড়িতে চায় না। সে বলে, 'যে ভাষায় মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সে ভাষা আমি আর পড়িব না, যেমন করিয়া পারি, ভুলিয়া যাইব। রসনামূলে ইচ্ছাপ্রহরিণীকে বসাইয়া রাখিব, সে আর একটিও ইংরাজী কথা মুখে আসিতে দিবে না! যাহা মূর্খে বলে, অসভ্য বর্ব্বরেও বলিতে পারে, এমন সর্ব্বজনবিদিত ইংরাজীও উচ্চারণ করিব না। হাঁসপাতাল, বেঞ্চাচি, চেহারা, ট্যারামাই বলিব, তবু হসপিটাল, বেঞ্চ, চেয়ার,

ট্রামওয়ে বলিব না।'—কারণ নির্দ্ধারিত করিতে পারি নাই। অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অনেক বুঝাইয়াছি। বলে নাই, পড়ে নাই, একবিন্দু অশ্রুজল ফেলে নাই। দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন পাষাণ-প্রতিমা।"

নিরঞ্জন তখন নারী কেন বিচার-পত্নী হইবে না, এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে কারণ নির্দ্দেশ করিবার আজ্ঞা প্রচার করিতেছিলেন। কাননিকার দুই দিন বাদে "বিয়ে এমেস্ত্ব" শেষ হইয়া ব্যাগুলারত্ব লাভ হইবে। তখন তাহাকে একটা আধটা হাকিমি না দিয়া কেমন করিয়া ঠাণ্ডা রাখিবেন, এই বিষয়ই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় এই হৃদ্বিদারক রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়কবাট মড় মড় করিয়া ভাঙিয়া গেল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বক্ষণে যেমন পুঞ্জ পুঞ্জ ধূম নির্গত হইয়া চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলে, নিরঞ্জন সেইরূপ একটি বাহাদুর চুরটে গোটাকতক ফাঁকা টান টানিয়া ঘরটাকে অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন, তার পর একটা হুঙ্কার গর্জ্জন। ভৃত্য বটু কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিল। করজোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইল, কথা কহিল না। দেখিল প্রভু ছড়ি লইতেছেন, লইয়া তাহার দিকে আসিতেছেন। ঐ ছড়ি উঠিল, তাহার পৃষ্ঠে পড়িল, আবার উঠিল, আবার পড়িল! বারকতক তাহার পৃষ্ঠে উঠাপড়া করিল। সে কেবল নীরবে হাত বুলাইল, আর নিরঞ্জনের প্রহারবশিষ্ট অঙ্গগুলা হাত বুলাইবার ছলে দেখাইয়া দিল। সেই গুলাতে আর প্রহার না করিয়া, নিরঞ্জন কেবলমাত্র ক্রোধবিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,— "দিদিবাবু কোথা?" ভৃত্য বাঁচিল, ছুটিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যেই কাননিকাকে আনিয়া হাজির করিল। দেখ দেখ! আজ কাননিকা বিচার-মন্দিরে যেন গুরু অপরাধের আসামী! বটু চাকর যেন চাপরাশী। কাননিকাকে এক হস্তে ধরিয়া অন্য হস্ত নিরঞ্জনের মুখের কাছে নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "এই দেখ তোমার জন্য প্রাতঃকালে আমাকে প্রহার খাইতে হইল। আমার হাত মুখ ঘাড় পিট ঢিট হইয়া গেল। আবার যে তুমি "হায় রে নীল গগন, হায় রে নব ঘন।" কহিবে, সেটি হইতেছে না। আবার যে তুমি ঘরের ভিতর বসিয়া নৈমিষারণ্য দেখিবে, ইজি চেয়ারে বসিয়া সাগরতরঙ্গের ভ্রূভঙ্গে কম্পিত হইবে, হাবুডুবু খাইবে, সেটি হইতেছে না। আবার যে তুমি ছবিতে আঁকা পাহাড়ে উঠিয়া, তাহা হইতে পড়িয়া পা ভাঙিবে, কস্তূরী হরিণ ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিবে, আর আমাদের কৈফিয়ত দেওয়াইতে দেওয়াইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করিবে, সেটি কোনমতেই—আর হই—তে—ছে—না!"

নিরঞ্জন ভাবিলেন, এ কি! ভৃত্য বেটা বলে কি? এ কি গাঁজা খাইয়াছে, অথবা কাননিকা কর্ম্মনাশানদীর জলে গা ঢালিয়াছে? ভৃত্যকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। "চলিয়া" বলিয়া "যা" বলিতে না বলিতে দেখিলেন, বটু নাই। তখন রুক্ষস্বরে কাননিকাকে কহিলেন,—হ্যাঁরে কাননি।"

কাননিকা উত্তর দিল না। অবনতমুখী নখ দিয়া কেবল গালিচা খুঁটিতে লাগিল। অবশ্য নখ পাদুকার ভিতরে ছিল! মাতামহ—মাতামহ কেন, নরোত্তম ছাড়া আর কেহ দেখিতে পাইল না। নিরঞ্জন আবার সুধাইলেন, "হাঁ কাননিকা!"

কাননিকার মস্তক কথাকর্ষণে আরও যেন নমিত হইয়া পড়িল। তখন নিরঞ্জন নিরুপায়, মৌনবতীর মুখ ফুটাইতে না পারিয়া

হাত ধরিয়া সোহাগকম্পিত ভাবে আবার জিজ্ঞাসিলেন, "প্রিয় কানু।" কানু যেনী ট্যাঙ-রার মত তিড়বিড় করিয়া হাত টানিয়া বলিল "যাও।"

নিরঞ্জন। কেন, তোর হইল কি?

কাননিকা। আমার কিছু হয় নাই!

নিরঞ্জন আর নাতিনীকে রহস্য করিলেন না। রিপোর্ট পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছিল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোর নিশ্চয় কিছু হইয়াছে। তা নহিলে কেন তুই বালসুলভ চাপল্য ছাড়িয়া প্রবীণার মত গম্ভীরা হইতেছিস্! আর তোর রহস্য ভাল লাগে না, পাঁচ জনের সহিত মিশিতে সাধ যায় না, পড়িতে রুচি হয় না।—ভাল কথা, ইংরাজী পড়িতে তোর আবার অনিচ্ছা জন্মিল কেন?"

কাননিকার মুখেও চঞ্চল হাসির পরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্যের একটা স্থায়ী আবরণ আসিয়া পড়িল। মাতামহের কথার ভাবে বুঝিল, স্কুল হইতে রিপোর্ট আসিয়াছে।—জিজ্ঞাসা করিল, "রিপোর্ট পড়িয়াছ?"

নিরঞ্জন। তবে কি ভূতের কাছে শুনিলাম।

কাননিকা। যাহা শুনিয়াছ, সমুদয় সত্য; ইহার একবর্ণও মিথ্যা নয়। আমি ইংরাজী পড়িব না। বল দেখি, 'ব্যাচিলরের' ফেমিনাইন' কি? 'মেড' নয়? তবে পুরুষে যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্যাচিলার অব আর্টস্' হয়, নারী সে সময় 'মেড অব আর্টস্' হয় না কেন? অর্থাৎ পুরুষে যখন বি, এ, হইবে, স্ত্রীলোকে তখন এম্, এ, হইবে না কেন? যে ভাষায় মিথ্যার প্রশ্রয়, সে ভাষা আমি আর পড়িব না।

কাননিকার কথা শুনিয়া নিরঞ্জনের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল, মুখ বিরাট হাঁ করিল, বাঁধান দাঁত ঝরিয়া পড়িল। সত্যইত কানু এম, এ না হইয়া বিএ হইল কেন?

কাননিকা দাদার উত্তরের অপেক্ষা করিল না, ফিরিয়াও চাহিল না, চলিয়া গেল। রাশি রাশি সমীরণ কাননিকার ভয়ে দাদামহাশয়ের হৃদয়-প্রকোষ্ঠে লুকাইয়াছিল, যেই কাননিকা চক্ষের অন্তরাল হইল, অমনি হুস করিয়া পলাইয়া, মরুৎসখাগণকে সংবাদ দিল। সমীরণ রাত্রের ব্যাপার খানা কি, মীমাংসা করিবার জন্য কোলাহল আরম্ভ করিল! পোর্টকমিশনরগণ ধুচুনীনিশান উড়াইয়া দিল—বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন চলিয়াছে।

নিরঞ্জনের হৃদয়ে কিন্তু আগুণ জ্বলিল। নিরঞ্জনকে ক্ষার করিবার জন্য সেই অনলকে দ্বিগুণ জ্বালাইতে চারি দিক হইতে ফুৎকার আসিল। ভামিনী আসিয়া বলিল,—"বাবা বাবু, সে দিনকার কবিতা কাননি করিয়াছে। ক্রৌঞ্চের মৃত্যু দেখিয়া কে এক বাল্মীকী মুনি নাকি কবিতা আওড়াইয়াছিল, কাননীও কপোতের মৃত্যু দেখিয়া তাই করিয়াছে!"

নিরঞ্জন আর একটিও কথা কহিলেন না। কেবল "হুম্ ম্" বলিয়া আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভামিনী বাবা বাবুর ভাব দেখিয়া আর কিছু বলিল না। পা টিপিয়া পা টিপিয়া পলাইয়া গেল।

নিরঞ্জন মনে মনে ভাবিলেন, "হয় ত কাননিকা আর কোথাও শুনিয়া শিখিয়াছে।—নহে কি এই অসম্ভব ব্যাপার নাস্তিক নিরঞ্জন বিশ্বাস করিবে?—"

বাতায়নপথে বেগে সমীরণ প্রবিষ্ট হইয়া বলিল "হাঁ হাঁ।" দেয়ালে টিকটিকি বলিল, "ঠিক ঠিক?" পদঘর্ষণ-মুখরিতা গালিচা বলিল, "ইয়েস ইয়েস!"

কিন্তু অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন বলিল, "তা নয়—এ যে প্রহেলিকা!" নিরঞ্জন হাই তুলিয়া তুড়ী দিলেন।

দূরে কে যেন গাহিল—

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার,
যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার।
যখন পুরুষবর হয় বলবান,
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান।

নিরঞ্জন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাননিকার অত্যধিক আদরে নিরঞ্জনের অপর কন্যাদ্বয়ের ঈর্ষ্যা জন্মিয়াছিল,—পিতার মনোগত ভাব কতক কতক বুঝিয়া তাহারা সেই বৃদ্ধকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবার এই এক উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিল। জ্যেষ্ঠা ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—বাবা! কাননিকা নাকি একটা কবিতা লিখিয়াছে? "বটে বটে" বলিয়াই নিরঞ্জন আর না শুনিতে হয়, এই জন্য ঘর ছাড়িয়া বারাণ্ডায় আসিলেন। মধ্যমা কন্যা রায়বাঘিনীর মত বাপের সম্মুখে একখানা কাগজ লইয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জনের বোধ হইল, যেন বহু দিন ধরিয়া পেনসন খাইতে দেখিয়া, কোম্পানী বিরক্ত হইয়া, তাহাকে জীবন্তে গ্রাস করিবার জন্য তিন তিনটা মায়ারূপিণী 'হাঁ' পাঠাইয়া দিয়াছে। দুইটার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছি, এটা বুঝি আর ছাড়িল না। খাইল, ওই ধরিল—নিরঞ্জন একেবারে সোপানে পা চাপাইয়া দিলেন।

"বাবা বাবু যাও কোথায়? কাননির একটা কবিতা শুনিয়া যাও।" "আসচি আসচি", বলিতে বলিতে নিরঞ্জন একেবারে উঠানে।

কোথায় প্রাঙ্গণান্তরালে আর একটা নাতিনী দাঁড়াইয়াছিল, সেটা টপ করিয়া দাদার হাত ধরিয়া ফেলিল। নিরঞ্জন দেখিলেন, তাহার হাতে কবিতা লেখা একখানা কাগজ।—"ওকি, ওকি"—বলিয়াই হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য চারি দিকে পথ দেখিতে লাগিলেন। বালিকা পড়িতে লাগিল :—

কি জানি কি সাধ নিয়ে কেন এ মরম সই
কেন মর্ম্মে বেদনার রাশি।
কেন নিমীলিত চোখে আকাশেতে চেয়ে রই
কেন গো কাঁদিতে গিয়ে হাসি।

"বেশ বেশ," বলিতে বলিতে নিরঞ্জন একেবারে দরজায়। সেখানে দ্বারবানের স্কন্ধে জনৈকা নাতিনী বসিয়াছিল। দাদাকে দেখিয়াই ঝাঁপাইয়া তার গলা ধরিল।—"কে তুই? —নিরঞ্জন আর দেখিতেও সাহস করিলেন না।

বালিকা বাহুমৃণালে দাদামহাশয়ের গলা জড়াইয়া, কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল :—

আমি কে আমি কে ব'লে নিতুই সুধাও হায়
আমি কিগো নায়িকা চিন্তার?
আমার হৃদয় কিগো তোমার হৃদয় নয়,
আমিই কি একা আপনার?

মরীচিকা।

বাটীর বাহির হইয়া নিরঞ্জন ভাবিলেন,—"যাই, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরি। কি করিতে যাইলাম, কি হইল? সমস্ত কার্য্যই যদি পণ্ড হইল, কাননিকা এম, এ পড়া যদি ছাড়িয়া দিল, তবে আর জীবনধারণে লাভ কি?" নিরঞ্জন সঙ্কল্প স্থির করিবার পূর্ব্বে শান্তির আশায় চারি ধারে চাহিলেন। শান্তি কই? আজ রবিকর এত প্রখর কেন, সমীরণে এত কাঠিন্য কেন? পথ ধূলিরূপে অনল কণা গায়ে নিক্ষেপ করিতেছে, প্রান্তরের শ্যামল তৃণরাজি পাদুকা

উপেক্ষা করিয়া সূচীর ন্যায় চরণে বিঁধিতেছে। আর ভাগীরথী!—তোর জল এমন টগবগ করিয়া ফুটিতেছে কেন? অমন গরম জলে ডুবিয়া মরিলে যে গাত্রদাহ হইবে!

নিরঞ্জন ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর একটা সুগম পন্থা অবলম্বন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে—

"————মনজিস জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুললিত ॥
বুক পাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী ॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য মেঘেতে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত ॥"

এ হেন অপরূপ রূপলাবণ্যময় যুবক রতন—

তার হাতে ছড়ি মুখে দাড়ী চোখে পরকোলা।
করে তুচ্ছ কেশগুচ্ছ ঘাড়ে পিঠে ফেলা ॥
সব ছিল না কেবল সীমন্তে সিন্দুর।
দিল দেখা মেঘ-মাখা লাবণ্য ইন্দুর ॥

সেই সুন্দর, অতিসুন্দর, অতি হইতেও একফাটি বেশী সুন্দর যুবা, সেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে নিরঞ্জনের দৃষ্টির ধারে পাদ-চারণ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল! কিন্তু হায়! পুরুষ-সৌন্দর্য্যের দিকে চায় কে? পুরুষ? না, পুরুষ সুধু সৌন্দর্য্যের কথা লিখিতে পারে, দেখিতে পারে না। তবে তুমি যদি আকর্ণবিশ্রান্তবদনা, মৃগমুখী শশীচোখী কঠোর রসিকা বয়োধিকার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ কর, আর তার প্রেমে বিশ্ব সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান কর, তাহা হইলে সুধু পুরুষ কেন, কাফ্রিনীর মুখেও তুমি হেলেনের হাসি দেখিতে পাও। এমন তোমাকে আমার দূর হইতে নমস্কার। পুরুষ-সৌন্দর্য্যের দিকে চায় কে? নারী? না, রূপরস-গন্ধস্পর্শশব্দাভিজ্ঞা বিদুষী বলিয়াছেন, "পুরু-ষের গুণই সুন্দর, সৌন্দর্য্য সুন্দর নয়। রমণীর চক্ষে সুন্দর পুরুষ হইতে সুন্দর নারী দেখায় ভাল।" পুরুষের রূপ দেখে কেবল উপন্যাসের নায়িকা। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য, কেন না, নিরঞ্জন যুবকের রূপ দেখিলেন না। কিছুক্ষণ ধরিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে আগন্তুক ঘুরিল, নিরঞ্জন ভাগীরথীর দিকেই চাহিয়া রহিলেন, একবারও মুখ ফিরাইলেন না। আগন্তুক গলা খাঁকারিল, লাঠি ঠুকিল, জুতা ঘষিল, চশমা খুলিল, আবার পরিল—নিরঞ্জন পূর্ব্ববৎ। তৎপথগামী দুই এক জন পথিককে চেনো চেনো করিয়া বার দুই হালু হালু (hallo) করিল, তথাপি নিরঞ্জন মর্ম্মর পাথর। তখন নিরুপায় হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নিরঞ্জনও ভাগীরথীর মধ্যে বিঘত প্রমাণ স্থান ছিল, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়কে কিঞ্চিৎ কাহিল কাহিল দেখিতেছি না?"

নিরঞ্জন তথাপি যে নিরঞ্জন, সে নিরঞ্জন—একবার নড়িলেনও না চড়িলেনও না, জীবনের একটু চিহ্নও দেখাইলেন না। নিরঞ্জনের প্রাণ শান্তির আশায় ঘুরিতেছিল। কিন্তু হায়! কোথা হইতে এ কি নূতন অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল? নিরঞ্জন মনে মনে স্থির করি-লেন যে, এ বর্ব্বরের সঙ্গে কোনও ক্রমে কথা

কওয়া হইবে না। ও তোষামোদের ভাণ্ডার খুলিয়া দিক,—"কিঞ্চিৎ কাহিল কাহিল দেখিতেছি, কেমন আছেন, বাড়ীর সংবাদ ভাল", —ইত্যাদি যা-মনে আসে বলুক, আমি কথা কহিব না। ও বলুক "আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণে ভক্তি আসিয়াছে, আপনার তুল্য মহৎ জগতে আর নাই, আপনি ডেপুটীকুল-চূড়ামণি, আপনি ধর্ম্মাবতার"—আমি কথা কহিব না। ও বলুক, "আপনিই কেবল বাঙ্গালীর মধ্যে পূরা পেন্‌সন পাইয়াছেন, আপনার অবসর গ্রহণের পর হইতে দেশে চুরি ডাকাতি বাড়িয়াছে, গ্রামবাসিগণ আবার মাথা তুলিয়াছে"—আমি কথা কহিব না।

নিরঞ্জন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, যুবকও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অথবা তার অভ্যন্তরে এমন কোন শক্তি সঞ্চারিতা যে, বৃদ্ধের সহিত দুই একটা কথা না কহাইয়া তাহাকে নড়ায় কার সাধ্য? নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকও ঘুরিয়া ঘুরিয়া সম্মুখে আসিল। নিরঞ্জন আবার ফিরিলেন, যুবকও আবার ঘুরিল। নিরঞ্জনের জ্ঞান-বার্দ্ধক্যপিষ্ট ক্রোধ একবার হৃদয় মাঝে গাঝাড়া দিল। পদাভিমান নিরঞ্জনের অন্যমনস্কতার অবকাশে, সেই ক্রোধকে মুক্ত করিবার সাহায্য করিতে টান দিল। ক্রোধ মুক্তি পাইয়া কণ্ঠে আসিল, নিরঞ্জনের প্রতিজ্ঞা টলিল। নদীতটোত্থিতা প্রাতঃস্নাতা গৃহপ্রতিগমনশীলা ললনাকুলের দ্রুত পাদবিক্ষেপজ, সিক্ত বস্ত্রের ঝপর ঝপর শব্দ, শান্ত শৈবলিনীর তরঙ্গজননী বাষ্পীয় তরণীর চাপল্যদ্যোতক ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস্ শব্দ, আর পোর্ট-কমিশনরকীর্ত্তি, কর্ণে তালাদাত্রী হুইসলবাদিনী লোকোমতির (locomotive) ভস্ ভস্ শব্দ —এই ত্রিগুণাত্মক শব্দের পেষণে নিরঞ্জনের গলা আলগা হইয়া গেল। দ্বাররক্ষী দন্তপংক্তি কণ্ঠনির্ম্মুক্ত রিপুরাজকে বহির্গমনে বাধা দিবার জন্য পরস্পর সংলগ্ন হইয়া, তাহার সহিত কুস্তি আরম্ভ করিল। কিন্তু ধারকরা (mercenary) সৈন্য কতক্ষণ বীর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে? বাঁধান দাঁত দুই এক বার কড় কড় করিল এই মাত্র, তার পর সব ফাঁক। দন্তপংক্তি হস্তাগ্রে, ক্রোধ একেবারে রসনাগ্রে। নিরঞ্জন বলিলেন, "তোমাকে সভ্যভব্যের ন্যায় দেখিতেছি, কিন্তু তোমার আচরণ দেখিয়া আমার বিপরীত বোধ হইয়াছে।"

যুবক। আজ্ঞে, আপনার যাহা বোধ হইয়াছে, তাহা অনেকটা সত্য। অনেকটা কেন পৌনে পোনের আনা সত্য, তাই বা কেন, একেবারে পূরা ষোল আনাই সত্য।

যুবক সরল প্রাণে কহিল কি না, যুবকই জানে; আর জানে তার স্রষ্টা। কিন্তু সে কথা নিরঞ্জনের আদৌ ভাল লাগিল না! নিরঞ্জনের বোধ হইল, যেন কথাটা রহস্যের ছলেই বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারও রহস্য করিবার একটু ইচ্ছা হইল। এবং পুলিশের রহস্যময় হস্তে সেই রহস্য বুঝাইবার ভার ন্যস্ত করিবার অভিলাষটাও সেই সঙ্গে জাগিয়া উঠিল।

কল্পনা ইচ্ছাসহচরী। নিরঞ্জন যেই মনে করিলেন, বিরক্তিকর যুবকটাকে পুলিশে দিব, অমনি তিনি যেন একটা লাল পাগড়ী দেখিতে পাইলেন। যেমন লাল পাগড়ী দেখা, অমনি লাল-পাগড়ীর গুহাধার সেই ভীষণ লোকালয়ের সুন্দরবন, অশ্বত্থবটসহকারবেষ্টিত, রক্তিম, মহাকুমার কাছারীটিও চোখের উপর আসিয়া পড়িল। রাঘব-বোয়ালই যদি দৃষ্টিজালে পড়িল, তবে তার উদরগত রোহিত শফরী, এরাই বা বাকি থাকে কেন? আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে

একে একে তাহারাও আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন দেখিলেন, বামে দক্ষিণে শামলা, সম্মুখে কাঠগড়া, তন্মধ্যে বিচারপ্রেমাসক্ত বেপথুমান আসামী, উপরে পাখা, নীচে মঞ্চ, হস্তে অশনিরূপি লেখনী, তৎপার্শ্বে বিষভগ্ন মসীপাত্র, আর চারি ধারে কেবল বদ্ধাঞ্জলি। মঞ্চের উপরে ম নমনী, বিভীষিকাময়ী, পয়োমুখী গরলোদরী নিজের হাকিমশ্রী! সেটাও সময় পাইয়া নিরঞ্জনের কল্পনাপথে চোলডিগ্‌ডিগ্ খেলিতে লাগিল ভাবাবেশে নিরঞ্জন বিচার আরম্ভ করিলেন ;—"তোমার নাম?"

যুবক। আমার নাম লয়।'

নিরঞ্জন। পিতার নাম?

যুবক। আজ্ঞে, বিশ্ব,—মাতার নাম বিদ্যা।

নিরঞ্জন। জাতি।

যুবক। আজ্ঞে কি এক সামান্য অপরাধে আমার পিতার জাতি গিয়াছে।

নিরঞ্জন। বল তুমি দোষী কি না!

যুবক। দোষী!—আমি!—আমি কেন দোষী হব? আমি সকলের আগে গিয়াছিলাম।

নিরঞ্জন। সকলের আগে গিয়াছিলাম!— এ কথার অর্থ কি

যুবক। আজ্ঞে এ কথার অর্থ এই, আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন সেখানে আর কেহ ছিল না।

"কেহ ছিল না—কেহ ছিল না!"— বলিতে বলিতে আর এক যুবক কোথা হইতে যেন কেমন করিয়া ছুটিয়া আসিল। আসিয়া নিরঞ্জনের মুখ পানে চাহিয়া আবার বলিল, শুধু এর কথা শুনিয়া আপনি রায় দিবেন না। আমি সাক্ষী আনিতেছি এই গিল্‌টী, আমি নট্ গিল্‌টী—(not guilty) আমি সকলের আগে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম। তখন কাক পর্য্যন্ত ডাকে নাই, চোর পর্য্যন্ত জাগে নাই, পুলিশ পর্য্যন্ত ভাগে নাই, সাহেব পর্য্যন্ত রাগে নাই। এমন কি, বাঙ্গালা সংবাদপত্র তখনও পর্য্যন্ত পর নিন্দা ছাড়ে নাই। এমনি ঘোর রাত্রিতে আমি বাহির হইয়াছিলাম তা হইলে বলুন দেখি, আমি দোষী কি এই দোষী। মহাশয় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বিচার করিয়া আসিয়াছেন। সাহেবে আপনাকে "ব্যাসকোইন" বলিয়াছে, বাঙ্গালীতে বলিয়াছে "কালাপাহাড়"। আপনার ন্যায় মহাত্মার কাছে এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিয়া নিস্তার পাইবে?—এই আমার সাক্ষী আসিতেছে। হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে সাক্ষিপ্রবর আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, এ কয়টা লোকই পাগল হইয়াছে। ইহাদিগকে যেমন করিয়াই হউক গারদে পুরিতে হইবেই হইবে ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"দেখ, তোমাদের সকলকেই আমি উপযুক্ত শাস্তি দিব, তোমরা পথে অবৈধ জনতা করিয়া আমার বিশ্রাম-সুখ নষ্ট করিতেছ। বেলা হইয়া গেল, তথাপি আমাকে বাড়ী যাইতে দিতেছ না।

সাক্ষী। বেশ, বাড়ীই চলুন সেই স্থানেই ইহাদের বিবাদের একটা হেস্ত নস্ত করুন। সেই স্থানে বিশ্রামসুখও ভোগ করিবেন, আর বিচারও করিবেন। আমাদের আপনি চিনিতে পারিতেছেন না। আমরা সকলেই আপনার আত্মীয়। ওই যে-আপনার ফ্রেণ্ড আসিতেছেন, উনি আমাদিগের এ মোকর্দ্দমার বিচার করিতে অক্ষম হইয়া আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন।

নিরঞ্জন দেখিলেন, যথার্থই তাঁহার বাল্য-বন্ধু সমধর্ম্মী চোঙ্গদার সাহেবও ডায়াবিটিস জীর্ণ করিবার জন্য প্রাতর্ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন!

কিন্তু এখনও ত বন্ধুবর বহু দূরে লিলি করিতেছেন? এতক্ষণ কি করিয়া নীরব থাকিবেন! তাই বলিলেন, "তোমাদের বক্তব্য কি? তোমাদের কথা আমি এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না।

সাক্ষী। আমি বুঝাইয়া দিতেছি!

নিরঞ্জন। তুমি কে?

সাক্ষী। আজ্ঞে, আমি প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ। আপনি হাকিম জাতির ড্যানিয়েল। সুতরাং আমি আপনি বুঝিয়া লউন আমরা ককেসিয়ান জাতির ইণ্ডো-এরিয়ান শাখা। আমাদের পেশার কথা শুনিলে আপনার চক্ষে জল আসিবে। আমাদের এক প্রস্তুত পুরাণে পিশিয়াছে, এক প্রস্তুত ইতিহাসে পিশিয়াছে, শেষে প্রত্নতত্ত্ববিদে পিশিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা জীবদ্দশায় সাহেবের লাথিতে পিষ্ট হইতেছি, মরিলেই খ্যাতি-রস পান করিয়া সংবাদপত্রের কলেবর পুষ্ট করিব।

নিরঞ্জন। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাও। না যাও ত, পাহারাওয়ালা ডাকাইয়া দুর করিয়া দিব।

সাক্ষী। আজ্ঞে তাই দিন। নহিলে আমি নিজে যে যাই, সেরূপ একটা চেষ্টা দেখিতে পাইতেছি না। আমাকে প্রহার করুন, অথবা পাহারাওয়ালার সেই দুর্ব্বল-নাশন বেটন দিয়া আমার অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিন। আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণে একটা প্রবলা ভক্তি আসিয়াছে। আমি সেই ভক্তিতরঙ্গ ঠেলিয়া পলায়ন-নদীতীরে পৌছিতে পারিতেছি না।

নিরঞ্জন দেখিলেন—সাক্ষার হাতনাড়া, মুখনাড়া মৃদু হাসি—সব দেখিলেন। আর ভাবিলেন, একি বিষম বিপদ উপস্থিত! কেমন করিয়া এর হাত হইতে নিস্তার পাই?

সাক্ষী দুই একটা ঢোক গিলিয়া গিলিয়া আবার আরম্ভ করিল।—"তবে এইমাত্র অনুরোধ আমার উপর ক্রোধ করিবেন না। আমি কেবল সাক্ষী, আসামীও নই, ফরিয়াদীও নই। শুধু সাক্ষী—হতভাগ্য সাক্ষী। আমি বামন, আর তিনি ঝাউগাছের ফল। আমি মৌরলা, আর তিনি বড় কানকোময়ী "রুই"। কাজেই এ ভাগ্যহীন খাঁটি গন্ধ হইতে আপনি নিরুদ্বেগের সনন্দ পাইতে পারেন। তাহার উপরে আপনার ও আমার ভিতরে একটা বন্ধনীর আবির্ভাব হইয়াছে। কবি কালিদাস বলিয়াছেন—

নিরঞ্জন। "কি পাষণ্ড! আবার কবিতা?" এই বলিয়াই তাহার মস্তকে প্রহার করিবার জন্য যষ্টি উত্তোলন করিলেন।

সাক্ষী। আজ্ঞে কবিতা—এখন প্রহার করিবেন না। আর একটু অপেক্ষা করুন। কবিতা শুনিলে ও তাহার অর্থ বুঝিলে আপনি আমাকে প্রহার করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। তখন আপনি যতই মারিবেন ততই আপনার আনন্দ বাড়িবে। যাবজ্জীবন এই পৃষ্ঠে ছড়ি পড়িলেও আপনার হাতে ব্যথা হইবে না। কবিতাটি এই;—"সম্বন্ধমালাপনপূর্ব্বমাহুঃ।" অর্থাৎ আলাপ করিবার পরেই সম্বন্ধ। আপনি যে দণ্ডে আলাপ করিয়াছেন তার পরক্ষণেই সম্বন্ধী হইয়াছেন। সুতরাং কোন দিকেই আমা হইতে আপনার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। তবে ইহাদের মধ্যে এই বাবুটীই দোষী। কেননা ইনিই প্রথমে "কই" থালি ছিঁড়িয়া পথে খই ছড়াইয়াছেন।

"কি আমি দোষী?" এই বলিয়াই প্রথম যুবক সাক্ষীর পৃষ্ঠে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিল।

তখন সাক্ষী সস্মিতবদনে নিরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"এই দেখুন দুর্ভাগ্যবশতঃ

আমি উহার দুষ্কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, উনি সেই অপরাধে আমার পৃষ্ঠে মুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আহা! ওঁর ননী-মাখন-মাখা হাত কতই কোমল, আর কোড়ায় কোড়ায় কড়া পড়িয়া আমার পিঠ কতই কঠিন! ওঁর হাতে কতই না আঘাত লাগিল!"

দ্বিতীয় যুবক তাহা দেখিয়া নিরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দেখুন বাহাদুর, লোকটা কতবড় বেয়াদব দেখুন।"

নিরঞ্জন জীবনে প্রথম দেখিলেন পথমধ্যে সর্ব্বসমক্ষে নিরপরাধে অপমানিত হইয়া প্রতিকার-সামর্থ্যসত্ত্বে একজন লোকে হাসিল। নিরঞ্জন তার মুখে ক্রোধের চিহ্নও দেখিলেন না।

একটা লোক হাসিল। মার খাইয়া চোখ রাঙাইল না, গালাগালি দিল না, উকিল ডাকিল না, সমন বাহির করিল না, আমি হাকিম দাঁড়াইয়া আছি, আমার কাছেও প্রতিকার চাহিল না—শুধু মুখ মুচকিয়া হাসিল!—নিরঞ্জন তখন তাহার মুখখানা যেন কেমন কেমন দেখিলেন। দেখিলেন, তার সৌম্য শান্ত বদন, দেখিলেন তার সরলতা-মাখা নয়ন, আর দেখিলেন চক্ষুদ্বার ভেদ করিয়া তাহার বিশাল বক্ষের আবরণে ঢাকা সেই রমণীকোমল হৃদয়। আহা, সে হৃদয় কি সুন্দর! নিরঞ্জন প্রথমে বুঝিলেন, কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া কখন কখন আসামীও হাকিমের বিচার করিতে পারে।

নিরঞ্জন চিত্তসংযম না শিখিলে হয় ত তাহার গলা জড়াইয়া বলিয়া ফেলিতেন,—

"বঁধু! কি আর বলিব আমি?
জনমে জনমে মরণে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি!"

তাহা না করিয়া সেই উদ্ধত প্রহারকারী যুবকটাকে তিরস্কার করিলেন। তাহার তিরস্কারে প্রশ্রয় পাইয়া দ্বিতীয় যুবক সাক্ষীর হইয়া প্রথমকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তখন দুই জনে আবার লড়াই বাঁধিয়া গেল। নিরঞ্জন প্রাণপণ চীৎকারে পাহারাওয়ালাকে ডাকিলেন। এক দিক হইতে পাহারাওয়ালা, অন্য দিক হইতে মিষ্টার চোঙদার আসিয়া পড়িলেন। চোঙদার আসিয়াই নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিষ্টার সেন ব্যাপার কি?"

নিরঞ্জন তাহার উত্তর দিতে অবকাশ পাইলেন না। পাহারাওয়ালাকে বলিলেন,—"এই দো আদমিকো পাকোড়ো।"

পাহারাওয়ালা আসিয়া যোদ্ধযুগলকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। নিরঞ্জন তার আচরণে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় গন্‌গন্ করিয়া বলিলেন—"ক্যা দেখতা হ্যায় গাধা! জলদি পাকড় কর।"

পাহারাওয়ালা কিছুই না করিয়া কেবল সেলাম ঠুকিতে লাগিল। আর বলিল,—"হুজুর উতো অনাহারী হুজুরকো লেড়কা হয়।"

নিরঞ্জন সে কথায় কাণ দিলেন না; রুক্ষতর স্বরে বলিলেন—"জলদি পাকাড় কর।"

চোঙদার বলিলেন—"আরে ভাই রাগ করিও না, থামো থামো।" তখন নিরঞ্জন বলেন পাকাড়ো পাকাড়ো; চোঙদার বলে থামো থামো; যোদ্ধদ্বয় বলে ড্যাম্‌ড্যাম্, সাক্ষী বলে কর কি কর কি; পাহারাওয়ালা বলে আরে বাবু আরে বাবু জখম হোগা।

দেখিতে দেখিতে লোক জমিয়া গেল। তাহারা বলে লাগাও লাগাও! চোঙদার মাঝে পড়িয়া, "যেতে দাও যেতে দাও" বলিতে বলিতে উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। বাহিরের বিবাদ থামিয়া গেল। তবে যা একটু

আধটু গোলমাল রহিল, তাহা কেবল পাহারাওয়ালার জনতাভঙ্গের জন্য! কিন্তু নিরঞ্জনের অভ্যন্তরে নানাজাতীয় চিন্তা আসিয়া বিবাদে আরম্ভ করিল।

সাক্ষী তখন বলিল, "আপনি আর দাঁড়াইয়া কি করিবেন, ঘরে যান, ইহাদের বিবাদ মিটিবে না।"

চোঙদার বলিলেন, "না ভাই, এ বিবাদ মিটিবার নয়। তুমি ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর।

নিরঞ্জন বলিলেন "কিসের বিবাদ?—কিসের দোষ?"

চোঙদার। এই ত দাদা, তুমিও সময় বুঝিয়া নেকা হইলে!

নিরঞ্জন। সত্য চোঙদার, আমি কিছুই জানি না। আমি এই নব্য যুবকদের আচরণ দেখিয়া অবাক হইয়াছি।

চোঙ। এ দু'টী যুবক তোমারই দু'টী বন্ধুর পুত্র। এই বলিয়া চোঙদার নিরঞ্জনের কাণে কাণে কি বলিল। নিরঞ্জন সেই নীরব কথা শুনিয়া কেবল একটী সশব্দ হাঁ করিলেন। তারপর বলিলেন—তা দুজনে পরস্পরে বিবাদ করিতেছে কেন?

চোঙ। এক বিষম "কই" বাহির হইয়াই ইহাদের মাথায় দই ঢালিয়া দিয়াছে। এরা আগে ছিল দুই বন্ধু। মাথায় দই পড়িবার পর হইতেই, ইহাদের মধুর প্রেম টকিয়া গিয়াছে। এ বিবাদ হইত না, ইহারা ঝগড়ার আগে যদি আমার কাছে আসিত। যাও ভাই বেলা হইয়াছে। উহাদের বিবাদ সহজে মিটিবে না। তবে যদি এই তোমার আত্মীয়।—

নির। আত্মীয়!

চোঙ। আত্মীয় কেন; একরকম ঘরের লোক—চোঙদার আরও বলিতে যাইতেছিল, সাক্ষীর ইঙ্গিতে চুপ করিল এবং নিরঞ্জনের হস্তকম্পন করিয়া চলিয়া গেল। যুবকদ্বয়ও অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। সাক্ষী গঙ্গাতীরে একটা জেটীর উপর উঠিয়া গান শুনিতে লাগিল,—

"ওরে আমার কই।
যাই মরে তুমি উঠলে ভেসে,
চলে গেলে কোন্ সোনার দেশে;
খুঁজতে গেলে বেজায় ফুলে চোকের মত হই
খাপি খাওয়া হয় না হজম কর মোদের জল সই।

সাক্ষী সেই গান শুনিয়াই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল।

নিরঞ্জন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তাহার গান শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। "এ কণ্ঠস্বর যে শুনিয়াছি! দূরের সঙ্গীত-মূর্ত্তিতে মাঝে মাঝে এই গান আমাকে অস্থির করিয়া তুলে!—সে কি এই সাক্ষী? সাক্ষী কি অন্তর্য্যামী? না, হইল না,—গৃহে যাওয়া হইল না। সাক্ষীকে গ্রেপতার না করিয়া গৃহে ফিরিব না। "সাক্ষী সাক্ষী"—জেটীর কাছে গিয়া নিরঞ্জন চীৎকার করিলেন। কিন্তু কই সাক্ষী, কোথা সাক্ষী— কোথা হইতে আসিল কোথায় গেল!

নিরঞ্জন তাহার আচরণে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন কি যষ্টি পর্য্যন্ত তুলিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সেই যষ্টি তাঁহার ক্রোধের উপর এমন প্রহার করিয়াছে যে, তাঁহার হৃদয় এখন "নলিনীদলগতজলমিব তরলং।" নিরঞ্জন এখন সাক্ষীর প্রেমে আকৃষ্ট। নিরঞ্জন এখন নদী, সাক্ষী সাগর; নিরঞ্জন রাধা, সাক্ষী কৃষ্ণ। "সাক্ষী সাক্ষী" করিয়া নিরঞ্জন জেটীবনে কত ঘুরিলেন, দেখা পাইলেন না। শেষে মান করিয়া ঘরে ফিরিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন,

সাক্ষী যাইবে কোথায়? সে যে আমার বাল্য-সখা চোঙদারের পরিচিত।

তা যাউক একি! চোঙদারই বা কি বলিল? সেই দুই জন যুবকই বা আমার সম্মুখে কি নাটকের অভিনয় করিল? তাহাদের এক কথাও যে বুঝিতে পারিলাম না! তাহারা কি কাননিকে বিয়ে করিবার জন্যই খুনোখুনি করিতেছে! কি আমার কাননী বিয়ে পাশ দিয়া এম, এ হইবার দাবী করিতেছে, আর আমি কি না সেই মহীয়সী বিদুষীকে ছোট করিয়া বিয়ে করিব। দেশ জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাক, তবু কাননীকে আমি সধবা হইতে দিব না। কিন্তু হায়! সেই 'কই'। সে 'কই' কোন সরোবরে সাঁতার কাটিতেছে?

ওকি! ওই বই-ফিরিওয়ালা কি বলিতেছে! "হায় কলির একি গুণ, এক কবিতায় পাঁচটা খুন।—এক এক পয়সা।"—নিরঞ্জনের অন্যমনস্কতায় পকেটে হাত পড়িল। তাহা হইতে একটি পয়সা বাহির হইল। আর তার বিনিময়ে তাহার হাতে সেই এক পয়সার বই খানি আসিল। প্রথম পাত খুলিয়া দেখেন, লেখা রহিয়াছে—কি লেখা রহিয়াছে? অরুণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া নিরঞ্জনের দৃষ্টি অবরোধ করিতে বইয়ের প্রথম পত্রেই প্রথম ছত্রেই ও কি লেখা রহিয়াছে? "ডেপুটীকুল-ধুরন্ধর নিরঞ্জন সেনের জগদ্ধাত্রী দৌহিত্রী কবি কাননিকা বাগ্‌ভট্ট কই—"

মহাক্রোধে নিরঞ্জন বইখানা দূরে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, সহসা হাতখানা একটা নরস্তম্ভে আহত হইল।

নিরঞ্জন। কে তুমি?

স্তম্ভ। আজ্ঞে আমি সম্পাদক।

নিরঞ্জন। ইংরাজী?

স্তম্ভ। বিজাতীয় ভাষায় কে কবে মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে! আমরা অর্থলোভ, পদলোভ, আশালোভ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া, দুঃখিনী কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাই আনন্দদায়িনী শতগ্রন্থিবাসা মাতৃভাষার সেবা করিতেছি।

নিরঞ্জন। কাগজে গাল পাড়িয়া রাগ মরে নাই, তাই কি সুমুখে গালাগালি দিতে আসা হইয়াছে?

স্তম্ভ। আজ্ঞে, আড়ালে যা করিয়াছি তা করিয়াছি। সুমুখে আপনার যশোগান করিতে আসিয়াছি।

নিরঞ্জন। যাও যাও, আমার সুমুখ হইতে দূর হইয়া যাও।

স্তম্ভ। আজ্ঞে রাগ করিবেন না। এই দেখুন। দেখিয়া মারিতে হয় মারুন, পায়ে রাখিতে হয় রাখুন। এই বলিয়া স্তম্ভ একখানা পুস্তক নিরঞ্জনের মুখের কাছে ধরিল।

নিরঞ্জন। একি?

স্তম্ভ। কাননিকা দেবীর পুস্তকের সমালোচনা।

নিরঞ্জন। বই কই?

স্তম্ভ। আজ্ঞে।

নিরঞ্জন। আজ্ঞে কি? বই কই?

স্তম্ভ। আজ্ঞে—

নিরঞ্জন। কি বিপদ। তুমি কোথাকার গণ্ডমূর্খ! সমালোচনা ত দেখিতেছি, কিন্তু বই কই?

স্তম্ভ। আজ্ঞে, বই ত আপনার ঘরে! বইএর নাম কই। কেন, আপনি কি তাহা পড়েন নাই? এক মাসে তার ত্রিশ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। সেই যে দুই জন বাবু সর্ব্বপ্রথমে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিল, তাহারাই

একখানা বই লইয়া মারামারি করিয়াছিল। কিন্তু আমি তেমন অসভ্য নই। আমি দূর হইতে দেখিতেছিলাম, আর তাহাদের গালাগালি "নোট" করিতেছিলাম।

নিরঞ্জন তখন ব্যাপারটা একটু একটু বুঝিতে পারিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সম্পাদক ইত্যবসরে তাঁহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিল। "হাঁ হাঁ কর কি কর কি!"—বলিতে বলিতে মুখ ফিরাইয়া যেমন তিনি চলিয়া যাইবেন, অমনি আর এক জনের ঘাড়ে পড়িলেন।

নিরঞ্জন। তুমি আবার কে?

জন। আজ্ঞে আমি।

নিরঞ্জন। আজ্ঞে আমি!—আমি কি?

জন। আজ্ঞে আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্ সিবিল সার্ভিস দিতে বিলাত গিয়াছিলাম। তারপর ফেল হইয়া বারে জয়েন করিয়াছি।

নিরঞ্জন। তাতে আমার কি?

জন। আপনার যথেষ্ট। আমি উচ্চবংশোদ্ভব।

নিরঞ্জন। আমি না হয় নীচবংশোদ্ভব—আমাকে কি সেশনে দিতে হইবে?

জন। আজ্ঞে! অমন কথা বলিবেন না, আপনি দেবতা। আমি অতি পরিশ্রমী, আর আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে কেহ কখন কিছু জানে না।

নিরঞ্জন। বটে! তবে ত তুমি সেণ্টপল হে। কিন্তু সেণ্টপলের এমন অসময় পবলিক প্লেসে (public place) আবির্ভাব হইল কেন? আমাকে কি কনভর্ট (convert) করিতে হইবে?

জন। আজ্ঞে আমি ভাল ক্রিকেটিয়ার, ভালতর সওয়ার, ভালতম বেলুনিষ্ট। আমি উত্তম গাহিতে পারি, ভাল 'পলকা' নাচ নাচিতে পারি। আর 'বলে'র কথা ত বুঝিয়াছেন—আপনি পড়িতে পড়িতে আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি।

নিরঞ্জন হতাশ চক্ষে চারি ধারে চাহিলেন। তাঁহার প্রাণ নীরব হইয়া আসিতেছে। কে তাঁহার হইয়া এ পাগলের কথার উত্তর করিবে?

দূরে একটি নবীন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিল। সেই অন্তর্যামী সন্ন্যাসী তাঁর মনোভাব বুঝিয়াই যেন বলিল, "ওর কথায় বিশ্বাস করিবেন না। ওর একটি বিবাহ আছে।"

জন। আমি সেই অস্পর্শীয়া অশিক্ষিতাকে ডাইভোর্স (divorce) করিব।

সন্ন্যাসী। আমায় একবার দেখুন, আমি ঘর বাড়ী সব ত্যাগ করিয়াছি, গেরুয়া ধরিয়াছি। কে আমার আজ এ দশা করিয়াছে? দেখুন, একবার দেখুন, একবার দেখুন, আমার কি চেহারা হইয়াছে! আমার বাড়ী, আমার ঘর—কিন্তু হায়! আমি আজ কোথায়?

বুদ্ধিমান নিরঞ্জন এক্ষণে সমস্ত বুঝিলেন। বুঝিয়াই হনহন করিয়া বাড়ী চলিলেন। চারি দিকে—আহা উহু হায় হায়, রে রে, গেলাম মলাম, কিচির মিচির, ড্যাম ভিলেন, টিপটাপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু আর কোনও দিকে তিনি মুখ ফিরাইলেন না।—ঘরে গিয়া একেবারে সোফায় শুইয়া চাকরকে বলিলেন "জল দে।" কিন্তু জল কই? এ সংসার যে মরীচিকা! নিরঞ্জন জল বিনা টা টা করিতে লাগিলেন।

পত্রিকা।

জল আসল না, রাশি রাশি পত্রিকা কোথা হইতে যেন আসিয়া ঝুর ঝুর করিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, নিরঞ্জনকে লজ্জার "হরিণ-বাড়ীর মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিবার জন্য দেব-কন্যাগণ নীল গগন হইতে লাজবর্ষণ করিতেছে।

নিরঞ্জন সেই গুলি কুড়াইয়া লইলেন। দেখিলেন, কাহারও উপরে কবি-কুমারী। ছন্দোবন্ধননিপুণ কোন লেখক পত্রের শিরোনামে লিখিয়াছেন, উদ্‌ভট্ট কবি বাগ্‌ভট্ট। চটুলচাটুপটু কোন প্রেমিকার হাত হইতে বাহির হইয়াছে, রমণীকুলতিলকা কবি কাননিকা। কেবল খান কয়েক পত্র ভামিনীর, আর এক পত্র তাহার নিজের।

নিরঞ্জন অগ্রে নিজের পত্রখানি পড়িলেন।

(১ম পত্র।)

নমস্কার নিবেদনং

নীরবতাই প্রাণের কথা। ভালবাসা আপনাকে চেনে না, আপনাকে চিনাইবারও কৌশল জানে না। আপনি বুঝিয়া সুঝিয়া কাজ করিবেন। আজ প্রাতঃকালে বোধ হয়, সহস্র পত্রকুসুম আপনার পাদমূলে পতিত হইবে। তাহাদের প্রাণোন্মাদক গন্ধে হয় ত আপনাকে উন্মত্ত করিবে। সাবধান, বিচলিত হইবেন না। অনেক "আপনার লোক" চারি ধার হইতে আসিয়া আপনাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। চক্রব্যূহ ভেদ করিতে আপনি সমর্থ হইবেন কি?—"আপনার লোক" খুঁজিতে হয়। আপন হইতে আপনার, সেই ভালবাসাময় পরম প্রেমিক পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে খুঁজিতে পৃথিবীর মানব সৃষ্টিকাল হইতে আজীবন পরিশ্রম করিতেছে। অধিক আর কি বলিব? এইখানে আমার চক্ষে জল আসিল। কাগজ ভিজিল আপনি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, সেই জন্য এই অজ্ঞাতকুলশীল আজি হইতে নীরব হইল।

অনুগ্রহভিখারিণঃ

কস্যচিৎ অজ্ঞাতভাগ্যস্য।

নিরঞ্জনের বিস্ময়ের নেশা কাটিয়া গিয়াছে। অনেকবার বিস্মিত হইয়াছেন, আবার বিস্মিত হইলে, ভাষা হইতে সমস্ত বিস্ময়ের খরচ হইয়া অভিধান হইতেও যে কথাটা উঠিয়া যাইবে! বিস্ময়ের পরিবর্তে তাঁহার কৌতূহল হইল। কৌতুহলপরবশ হইয়া ভাবিলেন, অদৃষ্টে যা থাকে, আজ সমস্ত চিঠি পাঠ করিব।

এই ভাবিয়া ভামিনীমণির চিঠি খুলিলেন। চাকর বটু চা লইয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত চিঠি আজ কে পাঠাইল, বলিতে পারিস?"

চাকর বলিল, "কতকগুলা, ডাকহরকরা দিয়া গিয়াছে, কতকগুলা বেয়ারায় আনিয়াছে, কতক গুলা বাবুরা আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছে, আর কতকগুলা কেমন করিয়া পাইয়াছি মনে নাই, আর কতকগুলার কথা মনে আসিতে আসিতে আসিতেছে না।

নিরঞ্জন। আর কতকগুলা?

চাকর। আজ্ঞে, সেগুলা এখনও আসে নাই।

নিরঞ্জন। আর কতকগুলা?

চাকর। আজ্ঞে, সেগুলার মধ্যে কতকগুলা লেখা হইতেছে, কতকগুলার এখনও কাটাকুটী চলিতেছে, আর কতকগুলার কাগজের জন্য বালির কলে চিঠি গিয়াছে।

নিরঞ্জন। আর তোমার মুণ্ডপাত হইতে যে এখনও বাকি রহিয়াছে।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নিরঞ্জন দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বটু মস্তক অবনত করিল, আর বলিল,—"চা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।"

নিরঞ্জন কি বুঝিয়া আবার বসিলেন,—চাকরকে আর প্রহার করিলেন না। বলিলেন, "চা রাখিয়া চলিয়া যা।"

বটু আদেশ পালন করিল। নিরঞ্জন আবার পত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন।

(২য় পত্র)

প্রিয় সখী ভামু!

এই অভাগিনী লেখিকাকে চিনিতে পার কি? আর কেমন করিয়াই বা চিনিবে!—সেই সেকাল আর একাল। ত্রিশ বৎসর আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্না। কিন্তু ভাই মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি, সেই তোমার আমার মানস-রচিত অচ্ছোদ সরোবর! যে সরোবরের তীরে নবাগতযৌবনা দুইটী সখী, হাতধরাধরি—উপরে আকাশ,নীচে বসুমতী। আকাশে নক্ষত্র, স্নিগ্ধোজ্জল, অগণ্য অনন্ত—ভূমে তৃণক্ষেত্রে—সুদূরবিস্তৃত শ্যামল সুন্দর। মনে পড়ে কি, অচ্ছোদের সে ঢল ঢল নীলজল? নীলাম্বরী প্রকৃতির গায়ে সোহাগ করিয়া, জলের উপর জল, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ দিয়া, সেই অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুমুদ কহ্লারকে বলিতেছে, চাঁদ আসিতে এখনও দেরী আছে! চারি ধারে সুন্দরে সুন্দরে মেশামিশি। দুইটী ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণে আশার রাশি। তাহাদের চক্ষে তখন সকলি সুন্দর—চাঁদ সুন্দর, আঁধার সুন্দর, ধরণী সুন্দর, শূন্য সুন্দর। এই সকল সুন্দরের মধ্যে দুইটী সুন্দর বালিকা আরও কি সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, মনে পড়ে কি? ভাই! সেই অচ্ছোদ-তীরে কার সঙ্গে কবে কার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল? মহাশ্বেতে! কোথায় সেই পুণ্ডরীক? আর আমি অভাগিনী কাদম্বরী—কোথায় আমার চন্দ্রাপীড়? তুমি চাহিতে সরসীজলে, আমি চাহিতাম নভোমণ্ডলে। প্রিয়সখী ভামু! আর এক বার জিজ্ঞাসা করি, মনে পড়ে কি?—ভাই মানব জীবন চোখ বুজিয়া দেখিতে বড়ই সুন্দর, কিন্তু একবার আঁখি মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে কি তাই? তুমি কোথায় আমি কোথায়? তোমার দাম্ভিক পিতা (ভাই রাগ করিও না) তোমায় কোথায়, রাখিয়াছে, আমার মুর্খ পিতা আমায় কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে। যা হইবার তা হইয়া গিয়াছে। এখন একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার নাকি একটি ভুবনমোহিনী কন্যা হইয়াছে! তার রূপগুণে নাকি সমস্ত বঙ্গ পাগল! ভাই আমারও একটি ভুবনমোহন পুত্র আছে। তার রূপগুণে সমস্ত বাঙ্গালা না হউক, অন্ততঃ আধাআধি পাগল—বিশেষতঃ শিক্ষিত শিক্ষিতা মণ্ডলের ভিতর পাগলত্বটা কিছু বেশী ছড়াইয়া পড়িয়াছে! ভাই আবার কি তোমার অভাগিনী সখীকে তোমার আদরের ঘরের এক কোণে স্থান দিবে? আমার পুত্র ও তোমার কন্যা দুইটী সুন্দর এক সঙ্গে করিয়া, সুন্দর দেখিবার সাধ মিটাইবে?—প্রিয় সখী, আমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া উঠিল না, এস না আমরা সেই অমূল্য সামগ্রীটী দুইটী যুবক যুবতীকে দিয়া, কঠোর বিধাতার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করি। ভাই, বিধাতা আমাদের যে দুঃখ দিয়াছে, তুমি না হইলে আর কেহ তাহাকে জব্দ করিতে পারিবে না। তোমার পিতা বিধাতার উকীল হইয়া এবারেও যদি এ বিবাহে প্রতিবন্ধক হন, তাঁহাকে বলিও, আমার পুত্র উচ্চবংশোদ্ভব,—অর্থাৎ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে। আমার

রাশি রাশি ভালবাসা পাঠাইলাম। তুমি যত পার দিও। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তোমার ভগিনীদ্বয় ও তাহাদের কন্যাগুলিকে দিও। তোমার প্রিয় পিতাকে একটু আধটু দিলেও দিতে পার। কেন না, তিনি তোমার মত প্রেমময়ীর পিতা।

পুরাতন প্রণয়ে নূতন করিয়া ভিখারিণী
অভাগিনী নির্ঝরিণী।

পত্র পাঠ করিয়া নিরঞ্জন হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। রাগের মাথায় আর এক খানা পত্র-চ্ছদের মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অক্ষরগুলা অতি ভয়ে যেন এ তার ঘাড়ে ঢলিয়া পড়িল। কোনগুলা বা জড়াজড়ি করিয়া নিরঞ্জন যাহাতে চিনিতে না পারে এমনি ভাবে মুখের উপর মসীর আবরণ দিল যে, আর কেহ হইলে তাহা-দিগকে এসিয়াটিক সোসাইটির অশুদ্ধকরণ-যন্ত্র-মুখে ফেলিয়া দিত, সেখানে তাহারা অণুবীক্ষণে পিষ্ট হইয়া বিজয়া বটিকা বড়ীর মত একটী একটী করিয়া কল হইতে বাহির হইত। কিন্তু নিরঞ্জন কি ছাড়িবার পাত্র! তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাষ্ঠ-লৌকিকতায়, তাহারা হাসিতে হাসিতে সরিয়া বসিল। নিরঞ্জন দেখিলেন :—

(৩য় পত্র)

প্রিয়া ভানু!

করছিস্ কি? আমার লেখা দেখে বুঝতে পেরেছিস কি আমি কে? পাঁচ বৎসর নিউ-ইয়র্কে ছিলুম, তিন বৎসর লণ্ডনে, দুই বৎসর প্যারিসে। তবু দেখ, আমি কেমন ভাষা বাঙ্গলা লিখতে পারি? আর আমার গুণধর আমাকে আনতে গিয়ে, মাস দুয়ের জন্য সেখানে থেকে সব বাঙ্গলা ভুলে গেছে। তোর অজবুক বাপ তোকে যদি একটা সিভিলিয়ান দেখে বে দিত, তা হলে আমার মতন তার স্কন্ধে চাপিয়া কত দেশ বিদেশ দেখাতিস্। বিলেতফেরত পুরুষ-গুলো পরিবারকে এ দেশে রাখ্তে বড় নারাজ। আমার গুণধর বলে, তুমি সেইখানেই আজীবন বাস কর, আমি কেবল মনের সাধে চিঠি লিখি। আহা ভাইরে! বিলেত কি সুন্দর! ক' বৎসর ছিলুম, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমি একেবারেই ছিলুম না। এই ক' বৎসর ভুলের ভেতর বাস করে, আমার প্রাণটা যেন ভুলময় হয়ে গেছে! ভাই, আমার সঙ্গে বিলেত যাবি? সেখানে দুই দিন বাস করিলে, পোড়া ভারতের কথা আর মনেই থাকে না। বেশী আর কি বলিব সই, সোয়ামী বলে যে একটা জিনিষ আছে, এও আমি এক দিন ভুলে গিছলুম। সেই দিন ভাগ্যে চিঠি পেয়েছিলুম!—

"তোর বিলেতের কাঁথায় আগুন" বলিয়াই নিরঞ্জন চিঠিখানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পড়িতে পড়িতে পত্রখানা উল্টাইয়া গেল। নিরঞ্জন দেখিলেন অপর পৃষ্ঠায় একটী ছবি আঁকা। "আরে মর এ আবার কি।" বলিয়া তিনি আবার কুড়াইলেন। আবার সেই ছবির ধারের ধারের লেখাগুলা পড়িতে লাগিলেন। "এইটিই সেই প্রিয়তম বন্ধুর একমাত্র পুত্রের ছবি। ছবির সুখ্যাতি, আর সেই সঙ্গে এই গুণহীনা চিত্রকরীর গুণ ব্যাখ্যানা এর পর যত পারিস্ করিস্। এখন বল্ দেখি, এ ছেলে কি সুন্দর নয়? ভাই, আমার বিবেচনায় এই ছেলেই মিস বাগ্ভটের যোগ্য পাত্র। সে বরাবর বিলেতেই ছিল। এক লর্ডের মেয়ে তারে বে করতেও চেয়েছিল। কিন্তু তোর মেয়ের কবিতা পড়ে সে পাগল হয়েছে। বলে, তারে না পেলে আমি এক ডুব দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে যাব। সে যে ছেলে, তা সে করতে পারে। কিন্তু

ভাই, পার হতে গিয়ে যদি আটলান্টিক কেবেলে (cable) আটকে যায়! তা হলে আমার প্রিয়তম বন্ধু পুত্রশোকে কি কর্‌বে! সে যে ভাবতে গেলে বুক ফেটে যায় ভাই! আমার অনুরোধ, কাননিকাকে ভারজিনিয়ামোহনের থাতে সমর্পণ কর্‌। তোর মেয়ে খুব সুখে থাকবে। বিলেতে থাক্‌বার এমন সুবিধে আর পাবি না।

তোমারই চন্দ্রা কেল্‌কার।

নিরঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই দুই খানা পত্রই অনলমুখে সমর্পণ করিবেন। এত বড় স্পর্দ্ধা, ক্ষুদ্রা জ্ঞানহীনা অবলা নারী আমাকে দাম্ভিক অজবুক বলে? নিরঞ্জন প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে, কিন্তু প্রাণটা তাহার কেমন এক রকম হইয়া গেল। রমণীকুলের জন্য নিরঞ্জন না করিয়াছেন কি? সেই রমণীই কিনা তাহাকে পরিণামে এই কট্টুরসাধার সার্টিফিকেট উপঢৌকন দিল! অথবা এই দুইটা পত্রলেখিকাই রমণীত্ব হারাইয়াছে। আশা আসিয়া তাহার প্রাণের ধারে দিয়া বার দুই গুণ-গুণ করিয়া চলিয়া গেল। নিরঞ্জন ভাবিলেন, সকল নারীই কি এই দুইটার মত। দেখি দিথি আর একখানা পত্র খুলিয়া।

(৪র্থপত্র।)

আর কেন ভামিনী! এখনও কি তোর জ্ঞান জন্মিল না। কাননিকার দিকে যে আর চাওয়া যায় না! তোর বাপ বৃদ্ধ বয়সে মতি হারাইছে বলিয়া কি তুইও সেই সঙ্গে পাগল হইলি। ক্ষুদ্র বালিকার চোখের উপর ঘটকালির ভার দিয়া তুই ও তোর অহঙ্কৃত পিতা নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। কন্যা কি ভবিষ্যতে সুখী হইবে মনে করিয়াছিস্‌! লাবণ্যময়ী ও আমার এক সঙ্গেই না বিবাহ হইয়াছিল? লাবণ্যময়ী ষোড়শী—পতি বাছিয়া লইল, আর আমি বালিকা—পিতৃহীনা, অভিভাবকহীনা, দয়াবান প্রতিবেশিগণের সাহায্যে পাত্রস্থা হইলাম। হায়! আমার সুখের একটিমাত্র কণাও যদি সে হত-ভাগিনী পাইত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহাকে আফিং খাইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইত না। আমার স্বামী বলেন, অনেক হত-ভাগ্য উন্নত মনে মনে অহিফেনের মাঠ পর্য্যন্ত গিলিয়া বসিয়া আছে। নিজেরাই পথপ্রদর্শক, কাজেই কাষ্ঠহাসির বাক্সের মধ্যে প্রাণটি পুরিয়া রাখিয়াছে, লাইসেন দিবার ভয়ে বাহির করে না। যাক্‌, আমি আর বলিয়া করিব কি? তোরাও ত বুদ্ধির সাগর! দুই জনে পড়িয়া অমন শান্ত সরল রমণীচরণকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিস্‌।—তোর বাপ পণ্ডিত, তোর বাপ হাকিম, সে কত লোকের মাথা তোপে উড়াইয়া দিয়াছে। উপদেশ দিতে যাইয়া কি আমার মাথাটাও উড়িয়া যাইবে? আমার গুণধর স্বামী আমার শত দোষেও ত আমাকে ত্যাগ করিবে না। শেষে কন্ধকাটা মাগ লইয়া শেষ জীবনটা কি কাঁদিয়া কাটাইবে! —আমিও তার কান্না দেখিতে পারিব না, কাজেই আমাকেও চোখের জলে বুক ভাসাইতে হইবে। তোরে বড় ভালবাসি বলিয়া এতগুলা কথা লিখিলাম। তোর সেই চাণক্য পণ্ডিত বাপকে আমার অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম জানা-ইয়া বলিস্‌ যে, হরিদাসী বলিয়াছে, এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে তিনি যেন নিজে দেখিয়া কাননীর বর আনিয়া দেন। ভাই, আর লেখা হইল না, বৌমা রাগ করিয়া ছেলেটাকে আমার কাছে ফেলিয়া সংসারের কাজ দেখিতে গেল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী

শ্রীমতী হরিদাসী দেবী।

গাল খাইয়া জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম নিরঞ্জনের প্রাণ জল হইয়া গেল। পাঠান্তে নিরঞ্জন এই তীব্র সমালোচিকার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মনে মনে বলিলেন, যে হৃদয় বিঁধিতে জানে, তার ভাষার আর তীব্রতা কোমলতা কি!—ইংরাজী বাঙ্গালা কি!—তাহা হইলে কাননিকার লেখায় সমস্ত বাঙ্গালার মুগ্ধ হওন বিচিত্র ত নয়! রাক্ষসী! তোর মাথা কাটি আর নাই কাটি, সেই পাপীয়সী দূতীর মাথা কাটিব।

ভাল, কাননিকার বরকুলের মধ্যে পাত্র মিলে কি না, দেখা যাউক।

(৫ম পত্র)

প্রভাতের হাসি ভ।। দূর আকাশে
সোণার চিবুকে হাত কে তুমি বসে?
নীথর নিরালা কোলে,
কে যেন দিয়াছে ফেলে!
মুকুতা নিঝর কেন ঝরে উরসে?
প্রাণে কি করিছে খেলা
বল না গো এই বেলা?
সব সুখী তুমি কেন মুখ বিরসে?
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে?
রাঙা রাঙা মেঘগুলি ভাসে দু' পাশে।
সোণায় সোণায় খেলা সোণার দেশে।
কেউ আসে যায় চলে,
কেউ গায়ে পড়ে ঢলে,
কেউ ঝরে ঝরে যায় কেশ-পরশে।
কেউ বা অলক ধরে,
কেউ দূরে মান ক'রে,
গলিয়া গলিয়া যায় নীলায় মিশে।
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে।
প্রভাতের সমীরের শীত-পরশে
ওই ছোট পাখী-মণি শাখায় বসে।
মাথা নাড়ে, পাখা ঝাড়ে,
থাকে থাকে প্রাণ কাড়ে,
এ ডাল ও ডাল হ'তে সুধা বরষে।
সে যে কিছু বুঝে না গো,
সে যে কভু ভাবে না গো,
কোথা হ'তে কেন প্রাণে যাতনা আসে,
কেন তুমি ম্লানমুখে দূর আকাশে।
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে
ঢলেছে অচল কোলে নিশি আলসে।
হয়ে পাগলের পারা,
ডুবে গেছে যত তারা,
একা তোমা ফেলে গেছে পথের পাশে।
আর কেন এস সই,
এ হৃদয়ে তুলে লই,
বসে মোর হৃদয়ের লুকান দেশে
পঞ্চমে তুলিয়া তান গাও বিভাষে।

নিরঞ্জন একটি একটি করিয়া অক্ষর গণিয়া কবিতাটি পড়িলেন। দেখিলেন আট তের, তের আট অক্ষর কুসুমে মালার গাঁথনি। ভাবিলেন, এ আবার কি ছন্দ! পয়ার ত্রিপদী চৌপদী এ সকল ত নয়ই, চম্পক তোটক তূণক নয়, আমোদিনী আদরিণী অমৃতলহরী, তাও নয়। তবে কি উন্মাদিনী? বাল্যকালে নিরঞ্জন ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন. সেই সময় তাঁহাকে নানাবিধ ছন্দের লক্ষণ ও উদাহরণ মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। যতদিন না তাহার মনে বাঙ্গালার উপর ঘৃণা জন্মিয়াছিল, যতদিন তিনি দেশে ছিলেন, ততদিন সেই গুলি থাকিয়া থাকিয়া আবৃত্তি করিতেন। কবিতার দুই এক ছত্র পড়িতে না পড়িতে ক্রোধে তাহার মনের দ্বার খুলিয়া গেল, আর কবাট লাগিল না। অসতর্ক নিরঞ্জনের মুখ হইতে যেন ছন্দবোধ-শব্দসাগর হুড় হুড় করিয়া বাহির হইতে লাগিল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, তবে কি উন্মাদিনী? কই একবার মিলাই দেখি!—

"বুক ফেটে রক্ত উঠে মরুক্ মরুক্ মরুক্,
মুখে রক্ত উঠে মরুক।
এখনিই ওলাউঠা ধরুক ধরুক ধরুক,
এসে ওলাউঠা ধরুক।"

না, তাও ত নয়, এ যে কোনও ছত্রের অক্ষরের সঙ্গে মিলিল না!—তবে কি কুঞ্জ-লতিকা?—

"আর ত বাঁচিনা প্রাণে বাপ্ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি গুমটের দাপ॥"

তাই বা হইল কই? তবে বুঝি প্রকারান্তর মালতী!—

"রমণীজনম আর কেহ যেন লয় না।
যদি লয় তবু যেন কুলবধূ হয় না॥"

আহা হা! হইল না! প্রথমটা তের, দ্বিতীয়টা আট হইলেই যে হইত রে! তা হইলে নিশ্চয়ই মালতীলতা।

প্রিয়ে শুনলেত শুনলেত শুনলে!

তবে না কি মিলবে না! এই যে তের গো!—কিন্তু আট কই?

"প্রিয়ে শুনলেত শুনলেত শুনলে!
হ্যাদে বটু পাপে পটু কত কটু বলছে।
কি বল্‌ছে কি বল্‌ছে?"

আট পাইয়া নিরঞ্জন উৎসাহে মালসাট মারিয়া আবার বলিলেন,

"অনাচারে একেবারে অহঙ্কারে জ্বলছে
ঐ জ্বলছে ঐ জ্বলছে ঐ জ্বলছে।"

যা—আবার গোল বাঁধিয়া গেল। আট আটা হইয়া সমস্ত অক্ষর জড়াইয়া ফেলিল। তখন কাজেই নিরঞ্জনের সকল আশা বিবাদিনী। মুখ হইতে বাহিরও হইল বিবাদিনী।

"প্রাণে আর সয় না
প্রাণে আর সয়নারে প্রাণে আর সয় না।
খোঁপা বেঁধে পেটো পেড়ে, চোপা করে নস্ত নেড়ে
ঠেকারে বাঁচেনা আর গায়ে দিয়ে গয়না।"

যখন কিছুতেই মিলিল না, তখন ক্রোধোন্মত্ত নিরঞ্জনের মুখ হইতে শাসক ছন্দ বাহির হইল। তিনি ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বলিলেন—

"কোথাকার কেটা তুই কোথাকার কেটা?"
কি তোর বাপের নাম তুই কার বেটা?"

বলিয়াই শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। তখন কবিতার ভাব আসিয়া তাঁহার চোখের পলক চাপিয়া তাহার উপর একটা ছবি তুলিয়া ধরিল। নিরঞ্জন ঘুমাইতে ঘুমাইতে দেখিলেন, কে যেন সোণার চিবুকে হাত দিয়া প্রভাত আকাশের হাসির ভিতর বসিয়া আছে। চোখে জল ঝরিতেছে, যেন এক একটী মুকুতা পৃথিবীর কমল-শোভনা সরসীর স্থির জলে টুপ টাপ করিয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে কে যেন আসিয়া সেই মুকুতা ধরিতে জলে ঝাঁপ দিল। এক হাতে কাগজ, আর হাতে লেখনী। সরোবরে জল, জলে কমল, কমলে মৃণাল, মৃণালে কণ্টক, আর মৃণালের কণ্টক গড়া বিধি—সকলে এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভাবুক কবিকে ধরিয়া রাখিল। কবি আর তাহাদের আদর ছাড়াইয়া উঠিতে পারিল না; জন্মের মত ডুবিল! পাখীর কি? সে পূর্ব্ববৎ গাছে বসিয়া পাখা নাড়িতেছে, আর গান গাহিতেছে। চাষার কি? সে হল কাঁদে যুগধারী বলদকে শ্বশুরকুলের বংশরক্ষকত্ব ভার দিয়া, দ্রুত চালাইয়া মাঠ পানে চলিতেছে। নলিনীর কি? সে প্রতিদিন যেমন সরসীর জলের মৃদু হিল্লোলে দুলে, আজিও তেমনি দুলিতেছে। কে জলমগ্ন কবির দুঃখ দেখিল?

কে তার জন্য নিজের কাজ বন্ধ দিল? তৃষাতুর পথিক সেই জল পান করিল, বালকে সাঁতার কাটিল, রমণী কলসী কলসী সতরঙ্গ জল তুলিল, তাহাতে পঞ্চাশৎ ব্যঞ্জন সমেত অন্ন রাঁধিল, গৃহস্থের পিপীলিকাটী পর্য্যন্ত আস্বাদ সাথে বাদ যাইল না। এ সংসারে যে গেল, সেই গেল।

নিরঞ্জনও কবিকে জলের ভিতর বাস করিবার অনন্তকালের মত ভার দিয়া, আকাশ পানে চাহিলেন। আর মনে মনে বলিলেন, "হে আকাশচারিণী, জল হইতে উনিশ গুণ ভারী সোণা! তোমাকে আমি মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই। কেন না, তুমি সেই একঘেয়ে জীবন-যন্ত্র-পরিচালক বাঙ্গালীর ভিতরে এক অভিনব নূতনত্ব দেখাইয়াছ। তুমি ঘর হইতে আফিস আর আফিস হইতে ঘর না করিয়া একেবারে মাটী ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছ!—তুমি কে? কত লোক তোমাকে দেখিয়া চলিতে চলিতে কূপে পড়িল, কত লোকে জহ্নু কন্যার কোমল কোলে ঝাঁপ খাইল। কত লোকে ওই নীল সাগরের এ পারে বসিয়া—নীরব একেলা, শুধু চাহিয়া চাহিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত নীলাম্বুনিধিই না গড়িয়া ফেলিল! আর তুমি হে বাঞ্ছিতে, হে তৃপ্তিপ্রদে, নীল নীরদে ঠেশ দিয়া, আপনার মনে মাটী পানে চাহিয়া, সোণার চিবুকে হাত দিয়া, সকলকে কদলী বৃক্ষের সেই সাহেবপ্রিয় ফলটি দেখাইতেছ, আর কাঁদিতেছ! হে তন্বী, হে নীলনলিনাভনয়নে তুমি কে? কেবল কাঁদিতেছ!—একবারও ভাবিতেছ না, ওই সংক্রামক ক্রন্দন রোগে সমস্ত দেশটা অকালে কালগ্রাসে পড়িতে চলিল। একবারও ভাবিলে না, সহস্র নয়নের আকাঙ্ক্ষার টানে, তোমার ওই সজল-নীরদ-সেবিত দেশ কালে জলশূন্য হইয়া একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি হইয়া পড়িবে! একবারও ভাবিলে না, যেখানে একটা অশ্রুবিন্দুও মুহূর্ত্তের জন্য স্থির থাকিতে পারে না, যেখানে সম্মিলিত দুইটি মাত্র জলদ-কণাও দেহভারে স্থানচ্যুত হয়, সেখানে—সেই শূন্যে হে তন্ময়ী, হে জল হইতে উনিশ গুণ ভারী সোণা, তুমি কেমন করিয়া থাকিবে! তুমি যেই হও, তুমি যে 'ইনী', তাহাতে সংশয় নাই। না হইলে তোমার পানে এত লোক চাহিবে কেন? তাই বলি, হে কিসলয়-কোমলে বরাভয়করী কুমারী, তুমি "সোণার তরী"তে চাপিয়া ওই সোণার সাগরের জল কাটিয়া, ঢেউ গুলি দুই পাশে রাখিয়া, কাহাকেও কিছু বুঝিতে না দিয়া, সূর্য্য না উঠিতে উঠিতে, মানে মানে দ্বিসহস্র নয়নে শুধু আক জল ঢালিয়া চলিয়া যাও!—কিন্তু একটি বার আমায় বলিয়া যাও, তুমি কে? আর বলিয়া যাও, কেমন করিয়া উপরে উঠিলে,—সন্তরণে, না সোপানে, না বেলুনে?

আকাশের সুন্দরী যেন নিরঞ্জনের কাতরতা আর দেখিতে পারিল না, তাই মাথা তুলিল, মৃদু হাসিল, আর তাহার স্বপ্নাবিষ্ট প্রাণকে আকুল করিয়া বলিল,—"সন্তরণে।"

প্রশ্ন। সন্তরণে।

উত্তর। হাঁ সন্তরণে!

প্রশ্ন। সন্তরণে! কি বলিলি অসমসাহসিনি? পড়িয়া যাইবার ভয়ে আমি ছাদে উঠি না, আর তুই এত সুন্দর এত কোমল, কোন সাহসে দুইখানি বাহুবল্লীকে পাখা করিয়া, কঠিন সমীরণ ঠেলিয়া, তরতর করিয়া উপরে উঠিলি!—ওখান হইতে পড়িলে কি তুই বাঁচিবি?—ওখানে কেন উঠিয়াছিলি?

উত্তর। তারা খুলে চুলে পরবার জন্য, আর চাঁদের হাসি ছিনাইয়া ওই প্রভুর চিবুক দুটিতে মাখিয়া রাখিবার জন্য

প্রশ্ন। বটে বটে! তবে ত তুই বড় সৌখীন। তা হাঁ ভাই জলদজালিকে! এই দন্তহীন শক্তিহীন প্রবীণ লোকটীকে বিবাহ করিবি?

উত্তর। ক্ষতি কি।

প্রশ্ন। ক্ষতি কি! তবে কি এ তোর রহস্য নয়?

উত্তর। রহস্য করিব কেন, সত্যই আমি তোমাকে বিবাহ করিব! আমি দিন স্থির করিতে আসিয়াছি।

নিরঞ্জনের প্রাণটা স্বপ্নাবেশে যেন খোকা হইয়া গেল। যৌবনের স্মৃতিগুলা তাঁহার যুবজন-যোগ্য প্রশস্ত হৃদয়-প্রান্তরে, এধার হইতে ওধার, ওধার হইতে সেধার গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। নিরঞ্জন পাশ ফিরিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, ডুকরিয়া কাঁদিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ফিরিল, দাঁত উঠিল, চর্ম্ম আঁটিল, চুল কাঁচিল। তাঁহার মনে নব নব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু আজীবন হাকিমি করিয়া, মিথ্যা সাক্ষীর জবান-বন্দি শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার উন্নত হৃদয়-সৌধের মাথার উপর যে নরজাতির উপর অবিশ্বাসের চারা জন্মিয়াছিল, বয়োধর্ম্মে সে এখন আকাশ ভেদী হইয়াছে, সে ত আর অট্টালিকা ভূমিসাৎ না করিয়া পড়িবে না। নিরঞ্জন ভাবিল, যে ভীষণ পতনের ভয় না করিয়া আকাশে উঠিতে পারে, নারী হইয়া উপযাচিকা, পর-প্রেমের জন্য তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে বিশ্বাস কি? অবিশ্বাস-শার্দ্দূলগ্রস্ত নিরঞ্জন বলি-লেন,—"সুন্দরী! তুমি কে?"

সুন্দরী। আমি।

নিরঞ্জন। আমি!—কে তুমি?

সুন্দরী। আমি আমি।

নিরঞ্জন। কি জ্বালা!—আমি কথার অর্থ কি?

সুন্দরী। অর্থ—আমি অস্মদ্ শব্দের উত্তম পুরুষের এক বচন!

অভিমানই নিরঞ্জনের এক মাত্র সম্বল। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, ধর্ম্ম অর্থ প্রেম—এ সকলের অস্তিত্বও বিসর্জ্জন দিতে পারেন, যদি কেহ তার অভিমানের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে।

নিরঞ্জন বলিলেন—উত্তম পুরুষের এক বচন আমি জানি। কিন্তু এ জগতে উত্তম পুরুষ কই? সব অধম, সব পাষণ্ড, সব ভণ্ড, কিন্তু তুমি ত পুরুষ নও। সুন্দরী, তুমি যে নারী! তোমার এক বচনে আমি বিশ্বাস করি না। সত্য করিয়া বল তুমি কে?

সুন্দরী। আমি মূর্ত্তিমতী বিষাদ।

সমীরণ অতি ধীরে ধীরে বীণার স্বর-মাখা এই "বিষাদ" কথাটি নিরঞ্জনের শ্রবণ-পথ দিয়া তন্দ্রার কাছে লইয়া চলিল। তার কোমল স্পর্শে তন্দ্রা ঘুমাইল! নিরঞ্জন চোখ মেলিয়া দেখিলেন,—কাননিকা। চোখ মুছিলেন। মুছিয়া দেখি-লেন কাননিকা। আবার মুছিলেন। আবার দেখিলেন কাননিকা। তখন মুখ ফিরাইয়া চারি ধারে চাহিলেন—দেখিলেন কাননিকার পত্রিকা।

অনামিকা।

কাননিকা নিরঞ্জনকে নিদ্রোত্থিত দেখিয়া একটু মধুর স্বর কণ্ঠ-ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া বলিল, "দাদা আহারের সমস্ত উদ্যোগ। চাকরেরা আপনাকে ঘুমাইতে দেখিয়া উঠাইতে সাহস করে নাই। মা মাসী ইহারাও ডাকিয়া ডাকিয়া হার মানিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাই আমি ঘুম ভাঙাইতে আসিয়াছি। এমন অসময়ে ঘুমাইলে কেন দাদা?

নিরঞ্জন নিদ্রা-জনয়িত্রী পত্রিকার কথা উল্লেখ করিলেন না। বলিলেন "চল্ যাই! কিন্তু—"

কাননিকা। কিন্তু বলিয়া থামিলে কেন?

নিরঞ্জন। কিছু নয়, চল্ যাই।

কাননিকা। না দাদা, তুমি যেন কিছু বলিতেছিলে।

নিরঞ্জন। কিছু নয়—চল্—বেলা হইয়া গেল।

কাননিকা। নিশ্চয়ই কিছু।

নিরঞ্জন। কখনই না।

কাননিকা। অতি অবশ্যই কিছু। কিন্তুর পূর্ব্বের ক্রিয়া সমাপিকা হয় না।

নিরঞ্জন। ওরে আমার ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। তোর ক্রিয়ার হউক না হউক, এখনি আমার প্রাণের সমাপিকা হইবে। কাননিকা দাদার হাত ধরিল। দাদা দেখিলেন—সর্ব্বনাশী কানি বুঝি আবার বায়না ধরে। তাহা হইলেই ত দেখিতেছি ব্যাপার বিষম হইল! "কিন্তু আমার ক্ষুধা নাই"—সেই কথাটি বলিতে যাইতেছিলেন। "কিন্তু'র পর এত বাদ প্রতিবাদ হইয়া গেল। এখন ক্ষুধা নাই বলিলে কি আর বালিকা বিশ্বাস করিবে!—তাই যে কোন প্রকারে হউক বালিকাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—"কিন্তু একটী কথা না বলিলে, আমি কিছুই আহার করিব না।"

কাননিকা। কি কথা বল!

নিরঞ্জন। তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

কাননিকা। আকাশে—বলিয়াই কাননিকা হাসিয়া ফেলিল! সে এতক্ষণ যে ঘুমন্ত দাদার সঙ্গে কথা কহিতেছিল!

জাগ্রত দাদার কিন্তু মুখ গম্ভীর হইল।—স্বপ্নদৃষ্ট ছবিটে যেন আবার তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল! সে ছবির সঙ্গে কাননিকার সম্বন্ধ কি?—নিরঞ্জন দেখিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতিকা ছবি কাননিকার সৌন্দর্য্যটুকু অবিকল নকল করিয়াছে। সেই মুখ, সেই নাক, সেই কপোলস্পর্শী অলকগুচ্ছ, সেই নিতম্ব-বিলম্বী কুন্তল তার সেই হৃদয়দেশে আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবকারিণী চিবুকরঞ্জিনী হাসি! নিরঞ্জন ভাবিলেন এখনও কি আমার স্বপ্ন? অথবা সে সময়ই আমি জাগ্রত!—তখন সমস্ত সংসার তাহার চোখে স্বপ্নময় ঠেকিল। সেই চক্ষে—সেই স্বপ্নজালাবৃত নয়নতারকায় স্বপ্নময়ীর একটা ফটো উঠিল। সমীরণে ভাসমানা ছায়াময়ী স্বপ্নময়ীর গায়ে লাগিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। যেন মালতী মাধবী জড়াইল। "দূর ছাই, আর আমি এখানে থাকিব না।" বলিয়াই নিরঞ্জন মুখ ফিরাইলেন। কাননিকার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন—"তুই কি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলি?

কাননিকা। তোমার কি বিশ্বাস হয়?

নিরঞ্জন। হা কাননি!—

কাননিকা। কি—

নিরঞ্জন। দেখ কাননি।

কাননিকা। কি দেখব?

নিরঞ্জন। শোন্ কাননি দিদিমণি।

কাননিকা। কি শুনব?

"না কিছু নয়" বলিয়া নিরঞ্জন চলিলেন। কাননিকা দাদার মনোভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া কিছুক্ষণ গমনোন্মুখ দাদাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, দাদা ভোজনগৃহে না গিয়া অন্যত্র চলিল। তখন জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাও?"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন না। আপনার মনেই চলিলেন। কাননিকা বিস্মিতা। দাদার ভাব

দেখিয়া সে বড় একটা কিছু বুঝিতে পারিল না। মুখ তার কাঁদ কাঁদ হইল, চোখ দুটি ছল ছল করিল, কণ্ঠ বাষ্প-গদ-গদ হইল—কথা কহিতে কহিতে কহিতে পারিল না। তখন আপনার মনে অন্য দিকে চলিয়া বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল।

নিম্নে চাহিয়া দেখিল, দাদা ভৃত্য বটুক-ভৈরবকে মারিতেছে। ভৃত্য কপালে করাঘাত করিতেছে আর আকাশ দেখাইতেছে।

নিরঞ্জন বরাবর বহির্ব্বাটীতে আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলেন বটুকভৈরব আপনার মনে একটি থামের ধারে বসিয়া মাথা নাড়িতেছে, আর বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছে। নিরঞ্জন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। বটুকভৈরব নিরঞ্জনের শ্বশুরের আমলের চাকর। সে ভামিনীর মা, ভামিনী ও ভামিনীর মেয়ে,—এই তিন পুরুষকে মানুষ করিয়াছে। এখন সেই মেয়ের একটী মেয়ে মানুষ করিবার আশায় বসিয়া আছে। মরিয়া সুখ পাইবে না বলিয়া বৃদ্ধ বটুক মরিতে পারিতেছে না! এক ক্রমে চারি কুড়ি বৎসর অতিক্রম করিয়াও বৃদ্ধ কাননিকার কন্যা দেখিবার প্রত্যাশায় আজও পর্য্যন্ত তিন জনের ভাত খায়। কিন্তু এত করিয়াও বুঝি তাহার আশা পূরিল না। বৃদ্ধের বুঝি শেষে স্বর্গে বাতি দেওয়া দেখা হইল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, নাতিনীর নাতিনী দেখিতে পাইলেই, তাহার জন্য স্বর্গ হইতে পুষ্পক রথ আসিবে। বৃদ্ধ তাহাতে চাপিয়া কলিকাতার গ্যাসের আলোর মত, স্বর্গে যাইবার পথে কেবল চারি ধারে সারি সারি বাতির আলো দেখিবে। কিন্তু তাহা আর হইল কই? কাল যে বৃদ্ধ কেবল মাত্র দুই জনের অন্ন খাইয়াছে। তাহার কমিলে আর কেমন করিয়া বাঁচিবে!

সেনকুলের মঙ্গলার্থী বটুকের উপর এ শক্রতা কে সাধিল? আর কে?—সে নিরঞ্জন। কোথা হইতে সর্ব্বনেশে নিরঞ্জন আসিয়া এমন সোণার বাড়ীতে আগুন লাগাইল। মেয়েগুলাকে নির্লজ্জা করিল, তাহারা ঘোমটা ছাড়িল, গাউন ধরিল। জামাইগুলা সলজ্জ হইল, কাণ মলিল, আর যার যেখানে দুচোক যায়, চলিয়া গেল। কিন্তু হায়! এ আবার কি রকম হইল! সোণার চাঁপা পূজায় লাগিল না, ঘরে পড়িয়া শুকাইল! 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়!'—নিরঞ্জন করিলে কি? মনের দুঃখে মেয়েটা কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কয় না। তাহার কাছে আর আসে না। আসে ত বসে না, বসে ত হাসে না। বটু দাদা বলিয়া ডাকেনা, কেবল আকাশ পানে চাহিয়া থাকে, আর কাগজে কি হিজি বিজি লেখে। নিরঞ্জন তোমার মনে এই ছিল!

বটুক ভৈরব বসিয়া বসিয়া মাথা নাড়িতেছিল, আর কেবল নিরঞ্জনকে গালি পাড়িতেছিল। নিরঞ্জন পশ্চাৎ হইতে তার দুই একটি বাক্য শুনিলেন, আর জ্বলিলেন। কিন্তু বহুকালের চাকর বলিয়া তাহাকে কিছুই না বলিয়া কেবল কাছে গিয়া তাহার পৃষ্ঠে একটী ঠেলা দিলেন। বলিলেন, "বুড়া কি বলিতেছিস্?"

বটুক মুখ ফিরাইয়া দেখিল—নিরঞ্জন। দেখিবামাত্রই তাহার সকল দুঃখ একেবারে জাগিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিল, আকাশ দেখাইয়া বলিল, "অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছি, আর মরণ কামনা করিতেছি।"

মিথ্যা কথায় নিরঞ্জনের ক্রোধ-সাগরে বাণ ডাকিল। বলিলেন—"রে পাষণ্ড বটা, আমি আজ চল্লিশ বৎসর কাল মানুষের জবানবন্দি লইয়া আসিতেছি, তুই আমাকে মিথ্যা বলিয়া পার পাইবি!" এই বলিয়াই যাহা কখন করেন নাই, তাই করিলেন। তাঁহার কাছে রামা দামা

হয়ে শঙ্করা চাকরেরা প্রহার খাইয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ বটুক একটি ক্রোধের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পায় নাই। তিনি জীবনে আজ প্রথম বটুককে প্রহার করিলেন!

আজ মনিব চরিত্রের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে একেবারেই ভাবিল, তার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। নিজের জন্য তার কোনও দুঃখ ছিল না, দুঃখ হইল মনিবের জন্য। তাই মনিবের মুখ পানে চাহিয়া একটিও কথা না কহিয়া, আবার কপালে করাঘাত করিল, আর আকাশ দেখাইল। মনে মনে যেন বলিল, "ভগবান! মনিবকে শেষ কালে পাগল করিলে!"

কাননিকা উপর হইতে দাদার আচরণ দেখিয়া, ছুটিয়া বাড়ীতে বলিতে গেল। বটুক ভৈরব ধাবমানা বালিকাকে দেখিয়া বুঝিল, মেয়েটাও বুঝি ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইল! বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"কানু! ভয় নাই, ভাবিস্ না, আমি নিজে তোর পাত্র আনিয়া দিতেছি। তোর দাদার বুদ্ধি-লোপ হইয়াছে।" কাননিকা ভাল শুনিতে পাইল না। মনে করিল, বটুক বুঝি প্রহারযাতনায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। প্রত্যুত্তরে বলিল—"ভয় নাই! আমি দাদার মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্য জল আনিতেছি!"

নিরঞ্জন এ সকল কথায় কাণ দিলেন না। বজ্রগম্ভীরনাদে বটুককে বলিলেন—"যা—বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা। অসভ্য মূর্খ নীচ, আদর পাইয়া মাথায় উঠিয়াছিস্! জানিস্, এখনি আমি তোরে জেল খাটাইতে পারি। তুই আমার খাইয়া আমাকেই গালাগাল দিতেছিস!"

বটুকও তেজস্বী। সে আজীবন প্রভু-পরিবারের জন্য প্রাণ ঢালিয়া আসিতেছে। সে দুই একটা তীব্র কথায় আত্মহারা হইবে কেন? —সেও উত্তর দিল,—"হইয়াছে কি—আরও গালি দিব। যতই কানু বড় হইবে, আমার গালাগালের মাত্রা ততই চড়িবে।"

নিরঞ্জন বটুককে প্রহার করিয়া কিছু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। এখনও আবার তেজোগর্ভ প্রত্যুত্তর শুনিয়া ও বৃদ্ধের মনোগত ভাব কতক কতক বুঝিয়া নরম হইয়া গেলেন। বলিলেন—"আমি যদি কাননির বিবাহ না দিই?"

বটুক। কেন দিবে না। তুমি বাবু বিবাহ করিয়াছ কেন?

নিরঞ্জন। সে আমি ভাল বুঝিয়াছি, করিয়াছি। ভাল বুঝিয়াছি, কাননিকাকে কুমারী রাখিয়াছি। হতভাগা মূর্খ, চুপ রহ। আর যদি কথা কস্, তা হইলে একেবারে ফাঁসী-কাটে লটকাইয়া দিব।

নিরঞ্জন আর দাঁড়াইলেন না।—কেবল যাইতে যাইতে একবার মাত্র ফিরিয়া বটুককে বলিলেন, "খবরদার!"

নিরঞ্জনের মস্তিষ্ক-বিকার সম্বন্ধে বটুকের আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

নিরঞ্জন চলিতে চলিতে আবার ফিরিলেন। দেখিলেন, বটুক আবার বসিয়া গালে হাত দিয়াছে। তবেত নিশ্চয় সে আবার তাঁহাকে গালাগালি দিবার গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজিতেছে! তা হইলে ত রীতিমত শিক্ষা দেওয়া চাইই চাই! কিন্তু এবারে আর প্রহার কিম্বা ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধি আইনের আদেশ মত কার্য্যে বৃদ্ধ ভৃত্যকে শিক্ষা দেওয়া নয়। এবারে সদুপদেশ দানে তাহার অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন দুর্ব্বল বুদ্ধিকে সবল করিতে হইবে। নিরঞ্জন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আবার বটুকের কাছে আসিতে লাগিলেন। বটুক বুঝিল, এবারেও তাহার অদৃষ্টে প্রহার আছে সে পিঠ পাতিয়া মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

নিরঞ্জন নিকটে আসিয়া ব্যাকরণ শুদ্ধ গালাগালির সাহায্যে প্রথমে তাহার মুখ তুলিবার চেষ্টা করিলেন।—"ওরে যৌবন-সীমার পারগামী হতভাগ্য বটা!" বটা মুখ তুলিল না। "ওরে লোলাঙ্গ, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, শুভাশুভ অবধারণে অক্ষম বটা!"—বটা হাঁটুর ভিতরে মুখ লুকাইল। "ওরে পাষণ্ড, নির্ম্মম, একগুঁয়ে, অপদার্থ, অচেতন, অনর্থকারণ বটা!" বটা মুখ থুবড়িয়া শুইয়া পড়িল। তখন নিরুপায় হইয়া নিরঞ্জন, তাহার পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে হাতটি রাখিলেন, মুখ নামাইয়া তাহার মুখটির কাছে লইয়া বলিলেন—"দেখ বটু!" বটু চক্ষু মুদিল। "দেখ প্রভুর মঙ্গলানুধ্যায়ী, কাননিকার তিন পুরুষের শরীর-রক্ষী, কিন্তু বিনাপরাধদণ্ডিত, সুতরাং লজ্জায় অর্দ্ধমৃত বটুকভৈরব! আমাকে ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়া ক্রোধের বশে তোমাকে প্রহার করিয়াছি। তুমি ক্ষমা কর। ক্ষমা করিয়া বল, বালিকা বয়সে বিবাহ দিয়া কি কাননিকার জীবনটা অশান্তিময় করিয়া তুলিব!" বটুকভৈরবের চক্ষু কপালে উঠিল।

"বাল্যবিবাহে ভারতবর্ষ ছারে খারে গিয়াছে ও যাইতেছে। বাল্যবিবাহে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়াছে, লঙ্কায় বানরের উৎপাত হইয়াছে। বাল্যবিবাহে দেশ দরিদ্র হইতেছে। বৎসর বৎসর বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, বৎসর বৎসর অনাবৃষ্টিতে শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা জ্বলিয়া ছাই হইতেছে, বৎসর বৎসর স্বর্ণ-গর্ভা ভারতের শস্য বিদেশে রপ্তানি হইতেছে।" বটুকের গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল।

নিরঞ্জনের স্বর ক্রমে তারা উদারা মুদারায়—গ্রামে গ্রামে উঠা নামা করিতে লাগিল। "শোন্ বটুকভৈরব! বিশেষ প্রয়োজন না দেখিলে, সহজে আমি কাননিকার বিবাহ দিতেছি না।" বটুকের শিব-চক্ষু হইল।

"কাননিকা শুদ্ধ আকাশে উঠিয়াছে। আকাশে ত আজকাল অনেকে উঠিতেছে! কিন্তু সেখানে থাকিবার স্থান কই? কত লোকে যে বেলুনে করিয়া উপরে উঠিল, থাকিতে পারিল কি? নামিতে হইল। প্যারাশুট ধরিয়া পাখী হইল, কিন্তু সুড় সুড় করিয়া সকলকেই নামিতে হইল। তবে যেদিন কাননিকা তারা হইয়া নীলাকাশে চাঁদের পাশে ঘর বাঁধিবে, আর সেখানে মৌরসী বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে দেখিয়া হাসিবে, সেই দিন তাকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া নামাইয়া আনিব। নতুবা তাহার কখনই বিবাহ দিব না। বালিকাবয়সে বিবাহ দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ, তার দেশের সর্ব্বনাশ করিব না। ভয়? কিন্তু কারে ভয়—হিন্দুসমাজকে? সমাজ ত এখন বেতবন। তাহার ভিতর বড় বড় বাঘ লুকাইয়া আছে, গায়ে কেবল কাঁটা। কিন্তু যে দিকে নোয়াইবে, সেইদিকে নুইবে, যে দিকে ফিরাইবে, সেই দিকে ফিরিবে। তবে কাননিকে কুমারী রাখিতে ভয় করিব কেন? ভাই বটুকভৈরব!"—বটুক তিনটি থাপি খাইল।

তবু নিরঞ্জন তাহাকে উপদেশ দিতে ছাড়িলেন না। "বালিকার এখনও যে তরল প্রাণ। সে প্রাণের একটাও বাঁধা ভাব নাই, স্থিরতা নাই। সে কি করিতেছে, নিজেই জানে না। হাসিতে হয় হাসে, কাঁদিতে হয় কাঁদে, অভিমান করিতে হয়, অভিমান করে, লোকের পানে চাহিতে হয়, চাহিয়া থাকে। তাহাকে বিবাহ করিতে বলিলে বিবাহ করিবে।"

পশ্চাৎ হইতে মাথার উপর হুড় হুড় করিয়া জল পড়িল। সম্মুখে বটুকভৈরব মরিয়া আড়ষ্ট

হইল। নিরঞ্জন তবু ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। বলিলেন, "বিবাহ করিতে বলিলে তখনই বিবাহ করিবে! কিন্তু কেন বিবাহ করিবে, কারে বিবাহ করিবে, কত দিনের জন্য বিবাহ করিবে, জানিবে কি? ভাই রে, কাননি যে আজ আমাকেই বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। বিবাহ ব্যাপারটা কি জানিলে কি সে আর আমাকে অমন কথা কহিতে পারিত! আহা! সে যে সরলা বালিকা, কোমল কলিকা, তাহাকে এখনও না খাওয়াইয়া দিলে সে যে খাইতে পারে না রে বটুকভৈরব!"

পশ্চাৎ হইতে কাননিকা তার হাত ধরিল। বলিল, "দাদা! খাইবে চল।" নিরঞ্জন ফিরিলেন! দেখিলেন, পাটে পাটে পাড়ে-ঘেরা-কাপড়-পরা, মাথায় আলবার্ট-কাটা চুল-ফেরা, মুখে-হাসিভরা, পায়ে-বুট, গায়ে-সুট, কিন্তু কক্ষে কলসী—আহা আহা কি সুন্দর, কবির চোখের রাঙা ছবি কাননী! নিরঞ্জন তখন দেখিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গে সুধাময় জল ঝরিতেছে। বলিলেন, "একি ভাব দিদিমণি?"

কাননিকা। আর একি ভাব! কার সঙ্গে কথা কহিতেছ? সে কি আর আছে? দাদা সর্ব্বনাশ করিলে,—বক্তৃতাস্ত্রে আমার বটুকভৈরব দাদাকে মারিয়া ফেলিলে!

নিরঞ্জন। কি, বটুক মরিয়া গেল! হাঁরে বটুক তুই মরিলি!

বটুক নাসিকা কুঞ্চিত করিল, কিন্তু উত্তর করিল না।

নিরঞ্জন এইবারে বটুককে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, বটুক! কি অপরাধে তুই মরিলি! বটুক তথাপি কথা কহিল না। তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, সে পড়িয়া গড়াইয়া গেল।

কাননিকা দাদাকে অপ্রকৃতিস্থ বুঝিয়া, তাঁহাকে লইয়া চলিল! লইয়া স্নান করাইয়া, গা মুছাইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া, কাছে বসিয়া আহার করাইল।

ক্রমে বটুকভৈরবের মৃত্যুসংবাদ বাড়ীর মধ্যে প্রচারিত হইল। ভামিনী ও তাহার ভগিনীগণ বটুকভৈরবের জন্য কাঁদিল। সহসা মধ্যাহ্ন গগণ কাঁপাইয়া দূরের সঙ্গীতের ঢেউ উঠিল—

মিছা এ রোদন বাছা, মিছা এ রোদন।
মরণ ত নয় ও যে জীবনধারণ!
জন্মে জন্মে কতবার এসেছ ধরণী!
তোমরা তা জাননাক, আমি সব জানি।
ওই যে পড়িয়া আছে বটুকভৈরব,—
হয় ত আছিল এক কুলের গৌরব!
হয় ত তাহার ছিল গোলা-পোরা ধান,
হয় ত তাহার ছিল প্রাণ-ভরা গান;
হয়তি সে পরজন্মে হয়ে যাবে হাতী,
ঘুরিবে সে বনে বনে মদগন্ধে মাতি।
হয় ত তাহার পর হবে জমীদার;
হয় ত জন্মিবে প্রাণে ভালবাসা তার;
কানুর মতন এক কুমারী তখন,
হয় ত করিতে পারে তাহারে বরণ;
যেই সেই কুমারীকে বিবাহ করিবে,
অমনি আনন্দরোলে আকাশ পূরিবে।
ওই দেখ হাসে তারা, ওই হাসে রবি;
ওই দেখ হাসিতেছে প্রকৃতির ছবি;
মেঘ হাসে, শিশু হাসে, আর হাসে শশী;
শুধু কাঁদে কাননীর মা আর মাসী!

সেই সঙ্গীত শুনিবামাত্র কাননিকার ভাবাবেশ হইল। ভাবাবেশে কাননী গাহিল—

মধুঋতু রজনী দূরত সঙ্গীত
আনল সমীরণ মন্দ।

কানু আশোয়াসে চপল মনোভাব
মনহি বিথারল দ্বন্দ্ব ॥
সজনি পুন যাই সম্বাদহ কান।
কালিন্দীকূলে অবহুঁ বিরহানলে
তেজব দগধ পরাণ ॥

সকলেই চমকি চাহিল। কিন্তু বাতাস ভারী হইয়া তাহাদের চোখ চাপিয়া ধরিল। দুরের সঙ্গীত সময় বুঝিয়া ইঙ্গিত করিল—

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনি
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহলো বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া।

নিরঞ্জন এই ফাঁকে আসিয়া কাননির মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—

অনেকবক্ত্রনয়নামনেকাদ্ভুতদর্শনাম্।
অনেকদিব্যাভরণাং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধাং ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরাং দিবগন্ধানুলেপনাম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ীং দেবীমনন্তাং বিশ্বতোমুখাম্ ॥

তখন তাহার মুখে বাগেদবী আসিয়া বসিল। সেই মুখ হইতে মুখাধিকারীর অজ্ঞাতসারে বাহির হইল ;—

সোণার নাতিনী এমন যে কেনি
হইলি বাউরী পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা।

অপরাহ্ণে মুর্দ্দাফরাস আসিল। বটুকের দেহ মাথায় করিয়া কলুটোলায় লইয়া যাইতে দেখিল, বটুক নাই। তাহার পরিবর্ত্তে মৃত্তিকা-শয্যায় মটুক শুইয়া আছে। সে হাত নাড়িতেছে, পা ছুঁড়িতেছে, আর আঃ উঃ করিতেছে। বটুক ভূত হইয়াছে, মনে করিয়া ডোমেরা হৈ চৈ করিয়া উঠিল। তখন মটুক উঠিয়া তাহাদের প্রহার করিতে লাগিল। ডোমেরা পলাইল। সকলে সন্ধান করিতে গিয়া জানিল, নিরঞ্জনের বক্তৃতার প্রহারে বটুকের বারো আনা বয়স উড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বটুক একদিনে যুবা মটুক হইয়াছে। নিরঞ্জন তাহা দেখিয়া, নিজের শক্তিতে নিজেই মুগ্ধ হইলেন ও আপনাকে বিশ্বকর্ম্মা মনে করিলেন। মনের উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—"থাক্, মটুক থাক্।" কন্যাগণ বলিল—"থাক্, মটুক থাক্।" সন্ধ্যায় ডাক্তার আসিয়া কাননিকার হাত দেখিয়া বলিলেন—"কাননিকার একটা অসুখ হইয়াছে। সে অসুখের জন্য তাহার কিছুমাত্র সুখ নাই। সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিল—"বটুক যদি মরিয়া মটুক হইল, তবে কাননীর অসুখে সুখ হইল না কেন? এ অসুখের নাম কি? ডাক্তার বলিলেন, অনামিকা।

অভিসারিকা।

রজনীর প্রথম প্রহর বহিয়া গেল। কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ ধীরে ধীরে আঁধার আবরণ ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। হিমশীকরবাহী সমীরণ ছোট ছোট শ্বেত কুসুমের স্তবক চারি ধারে উড়াইল। তাহারা চাঁদ ধরিতে নীলসাগরে সাঁতার দিয়া ছুটিয়াছে। কিন্তু চাঁদ ত ধরা দেয় না। তাহারা যে দিকে যায়, চাঁদ যে তার বিপরীত দিকে সাঁতার দেয়। শেষে লীলারঙ্গে মাতিয়া তাহারা কখন বা একটি একটি তারা ধরিয়া মাথায় পরিল। কখনও বা আপনা আপনি জড়াইল। কেহ বালিকা বেশে অন্য বালিকার চিবুক ধরিল। কেহ মানিনী সাজিয়া আনতমুখী—সখীর প্রবোধবচনে মুখ ফিরাইয়া অতি রাগে বাঘিনী হইল। সখীও তখন ফিরিয়া ফিরিয়া উপেক্ষিত সাকাঙ্ক্ষ নায়কের পাশে গিয়া দুঃখের কথা জানাইল। মধু অভাবে,

গুড়ং—এই ন্যায়সূত্রাবলম্বী নায়ক, নায়িকার আশা ছাড়িয়া সখীর সহিত মিলিল। কেহ মালা সাজিয়া উড়িয়া উড়িয়া একটা বানরের গলায় জড়াইল। বানর দুই এক বার তারে সোহাগ করিয়া পরিল, তাঁর পর দাঁতে ছিঁড়িল। ছিন্ন, দলিত ফুলরাশি ঝরিয়া ঝরিয়া মনের দুঃখে মিলাইল!

রজনী সুন্দরী। চাঁদের শোভায়, চন্দ্রিকা-বিধৌত অট্টালিকার অস্পষ্ট কিন্তু সুন্দর আভায় রজনী লাবণ্যময়ী। শশিকর কোমলস্পর্শে নিদ্রালসা বিরলতারকায় ত্যক্তাভরণা রজনী চাঁদ গরবিনী! ফুলে ফুলে সমীরসঞ্চারে, স্নিগ্ধ নীলাম্বরে শতদল-শুভ্র জলদখণ্ডের ইতস্ততঃ সঞ্চরণে রজনী লীলাময়ী।

এমন রজনীতে নিরঞ্জনের নিদ্রা নাই। চিন্তাভারাক্রান্ত নিরঞ্জনের চোখ হইতে, "ভাবাববোধকলুষা দয়িতার" ন্যায় নিদ্রা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। তিনি পলক দিয়া নিদ্রাকে চাপিয়া ধরিবেন স্থির করিলেন, তবুও নিদ্রা ধরা দিল না। রাশি রাশি চিন্তা ঘৃতধারার মত তাঁহার জ্বালাময় হৃদয়ে ঝরিল! হৃদয় সহস্র গুণ জ্বলিল। তিনি বারকতক শয্যায় এ পাশ ও পাশ করিলেন। কিন্তু শয্যা তাঁহাকে রাখিতে চাহিল না। সহস্র সহস্র কণ্টক প্রসব করিয়া নিরঞ্জনকে বিঁধিতে লাগিল। নিরঞ্জন শয্যা ছাড়িয়া চেয়ারে বসিলেন। টেবিলে আলো জ্বলিতেছিল। এক খানা বই লইয়া পড়িতে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পাঠ করিয়া বুঝিলেন, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়াছে। যে দুই পাতা তিনি পড়িয়াছেন, তাহাতে অক্ষর নাই। তখন পুস্তক রাখিয়া, মাথায় হাত দিয়া, আলোর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

একটা প্রজাপতি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া নিরঞ্জনের হাতের উপর পড়িল। সেখানে কিয়ৎক্ষণ নিশ্চল রহিয়া এক মনে যেন কি ভাবিতে লাগিল। তার পর সেখান হইতে দীপশিখায় আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্য লণ্ঠনের চারিধারে ঘুরিল। দীপের চারিধারে দুর্ভেদ্য কাচের আবরণ। ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজাপতির সাধ্য কি, তাহা ভেদ করিয়া দীপের অঙ্গস্পর্শ করে! তবুও নিরস্ত নইল না। সে কাচ ভাঙ্গিবার জন্য ক্ষুদ্র বলটুকু সেই ক্ষুদ্র দেহের প্রতি অঙ্গে বাঁধিয়া কাচের উপর পড়িল। কাচের কিছু হইল না, কিন্তু তাহার একটি সূত্রোপম চরণ ভাঙ্গিয়া গেল।

নিরঞ্জন বসিয়া বসিয়া নিশাচরীর এই অসমসাহস নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি হাত দিয়া ধীরে ধীরে তারে সরাইয়া দিলেন। প্রজাপতি সরিল না! সে আবার ফিরিল! কাচের উপর উঠিল, লণ্ঠনে প্রবেশ করিবার পথ খুঁজিতে চারি ধারে ঘুরিল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, হইল কি? অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্ব্বল, কিন্তু কেবল-সুন্দর প্রজাপতির আজ হইল কি! সকলের প্রিয় প্রজাপতি! প্রকৃতির সাত রাজার ধন মাণিক রতন! তোর প্রাণে এমন বৈরাগ্য আসিল কেন? কবি অক্ষরে, বিলাসী আলপিনে, শিল্পী তুলিতে গাঁথিবার জন্য পাগল। ওই অতটুকু অঙ্গ—রামধনু ছাঁকিয়া প্রকৃতি সুন্দরী নির্জনে বসিয়া তোর যে অঙ্গে রঙ ফলাইয়াছে—সেই অঙ্গ আগুনে সঁপিতে কেন প্রজাপতি, তুই উন্মাদের মত ঘুরিতেছিস্? রবি ছায়া মাখিয়া তোর গায়ে কিরণ দেয়, পাছে তোর সোণার অঙ্গ গলিয়া যায়! সমীরণ ভয়ে ভয়ে নাচায়, পাছে রামধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে আঁকা পুষ্পরেণু মাখা পাখা দু'খানি জোর বাতাসে ভাঙ্গিয়া যায়! ফুল তোরে দেখিলে দুলে। সমীরসঞ্চারী জীবন কুসুম! সে যে তোরে

দেখিলে, তার যথাসর্ব্বস্ব বিনামূল্যে তোর পায় ঢালিয়া দেয়! তোর মত উড়িতে পায় না, তাই না সে তোর আদর্শনে সকল হাসি সকল সাধ পবন সাগরে ঢালিয়া মলিন হইয়া লতাবাঁধনেই ঝরিয়া যায়। সরসী তোরে দেখিলে তরঙ্গকর দোলাইয়া দোলাইয়া ধরিতে আসে! তার হৃদয়শোভাকরী মৃণালিনী পাতায় যে তোরে ঢাকিয়া রাখে, আকাশের মুখ যে দেখিতে দেয় না! নিশায় তোরে পায় না, তাই না সে মনের দুঃখে কমলিনীর মুখ খুলিতে দেয় না। এমন তুই—সবার আদরের প্রজাপতি—তুই আগুনের মুখে মরিতে আসিলি কেন? তোর যদি মরিবার এত সাধ, তবে এ সংসারে আমরা কি করিব—কার মুখ দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিব? তোরও যদি সুখ নাই, তবে এ সংসারে সুখ কোথায়?

প্রজাপতি বৃদ্ধের কথায় কাণ দিল না—আপন মনেই ঘুরিতে লাগিল। নিরঞ্জন তখন তাহাকে ধরিলেন, আর লণ্ঠন খুলিয়া "তবে মর!" বলিয়া দীপশিখায় সমর্পণ করিলেন। তার মরিবার সাধ মিটাইলেন।—তার পর বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, চাঁদ। দেখিলেন, তার পাশে অনন্ত আকাশ। আকাশের গায় নক্ষত্র, নক্ষত্রের পাশে আবার আকাশ। আর দেখিলেন, চাঁদের পাশে, তারার পাশে, নীল আকাশে ভাসমান অসংখ্য ক্ষুদ্র জলদখণ্ড। দেখিয়া নিরঞ্জনের তৃপ্তি হইল না। এ নিশায় নিরঞ্জনের জাগিয়া লাভ কি! সে কেন জাগিবে যে আজীবন অন্ধনয়নে দিবারাত্রি সমান দেখিয়া কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। সে জাগুক—আজ প্রথম যার চোখ ফুটিয়াছে। সে কেন জাগিবে,—আজীবন প্রবাসে কাল কাটাইয়া, জীবন মরণকে যে সমান করিয়াছে। সে জাগুক যে বহুদিনব্যাপী বিরহের পর আজ সর্ব্বপ্রথম জীবনে সব পাইয়াছে। সে কেন জাগিবে, যার চাঁদের সহিত তুলনা করিবার কিছু নাই। যার কৌমুদী ধরিবার ভাণ্ড নাই, চাঁদ ধরিবার ফাঁদ নাই, দিবানিশি অন্তরে অন্তরে অতলস্পর্শ জলের ভিতর ডুবিতেছে, তার অগ্রগমন কেবল গভীর হইতে গভীরতর জলে আত্মনিক্ষেপ। সেখানে চাঁদ কোথায়?—

সৌন্দর্য্যে নিরঞ্জনকে টানিতে পারিল না। নিরঞ্জন ক্ষণপূর্ব্বেই যে অতি সুন্দর প্রজাপতিকে অনলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। চাঁদ দূর হইতে সুন্দর। বিজ্ঞানে বলে, চাঁদের হাসি বিভীষিকার তুলিতে অঙ্কিত। চাঁদে হৃদয় নাই—প্রাণ নাই। মরুভূমির মত দিবানিশি ধু ধু করিয়া পুড়িতেছে। আমরা চাঁদের কেবল এক দিক দেখিতেছি। অপর দিক আজীবন আমাদের নয়নের অন্তরালে। শুধু মুখের হাসি দেখিয়া, তার অস্তিত্বের সার্থকতা না বুঝিয়া, তাহাকে ভাল বাসিতে যাইব কেন?

নিরঞ্জন মাথা নামাইলেন। ছাদের উপর অবনতমস্তকে কিছুক্ষণ পাদচারণ করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—নিরীহ প্রজাপতিই যখন আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তখন আমার হৃদয় আমার কাছে রাখিব। কাহারও প্ররোচনায় হৃদয়টাকে হাতছাড়া করিব না। প্রজাপতি! তোরে যে মারিয়াছি, সে অনেক দুঃখে। তুই এত রাত্রে আমার গৃহে আসিলি কেন? "বিবাহে চ প্রজাপতিঃ।" আমার ঘরে অনূঢ়া কাননী রহিয়াছে। সে নাবালিকা কি সাবালিকা, চারি দিকে তর্ক উঠিয়াছে। সেই তর্কের আঘাতে বৃদ্ধ বটুক মরিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে যুবক মটুক আসিয়াছে। কানুর হাত দু'খানি পাইবার জন্য চারি দিক হইতে

আমার গৃহে পত্রবৃষ্টি হইতেছে। আমি কোনও রকমে তাহাকে মিষ্ট বচনে, আদরে, যত্নে, বিস্মৃতির কোলে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছি। সে একবার জাগিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? যখন সে বুঝিবে, তার নাবালিকাত্ব ঘুচিয়াছে, তখন তাহাকে কেমন করিয়া ভুলাইয়া রাখিব? সে যে তখন ভাবিয়া ভাবিয়া কেমন একরকম হইয়া যাইবে। তখন এ দেশের দুঃখ দূর করিব কেমন করিয়া! পাপিষ্ঠ প্রজাপতি! তুই আমার ঘরে না আসিয়া যদি কাননীরই ঘরে প্রবেশ করিতিস্? যদি সে তোরে দেখিতে পাইত, আর বুঝিত, বিবাহের সম্বন্ধের সঙ্গেই প্রজাপতির সম্বন্ধ, তা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত বল্ দেখি! বেশ করিয়াছি, তোরে মারিয়া ফেলিয়াছি। এই বলিয়া নিরঞ্জন বিশ পঁচিশ বার ছাদের এধার ওধার করিলেন। তার পর ভাবিলেন—আহা আমার নাতিনীর এতক্ষণ এক ঘুম হইয়া গেল। হয় ত একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া এতক্ষণ আবার নূতন ঘুমের বন্দোবস্ত করিল। ঘুমন্ত কাননিকাকে একবার দেখিয়া আসিব কি? যাই, ঘুমাইলে সে কেমন সুন্দর দেখায় একবার দেখিয়া আসি।

কাননিকার গৃহপার্শ্বে গিয়া, জানালা দিয়া দেখেন, কাননীর দুগ্ধফেননিভ শয্যা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। তবে বুঝি কাননির দুগ্ধফেননিভ অঙ্গ শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জন শয্যার উপর শার্দ্দুলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, চাঁদের কিরণ জানালা দিয়া পশিয়া শয্যার উপর ঢেউ খেলিতেছে। কিন্তু কোথায় কাননিকা? ওই যে দুইটা মশক, কানু যেখানে চরণ রাখে, সেই বালিশে গুণগুণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছে, আর উড়িতেছে। ওই যে দুইটি ছারপোকা, যেন কানুর অদর্শনে পাগলের মত শয্যার এ পাশ ও পাশ করিতেছে! ওই যে দুইটি কানুকবরীপরিত্যক্ত ফুল কাণের দুল হইবার জন্য কাননীর শ্রবণস্পর্শসুখালস বালিশের পানে চাহিয়া আছে। সব আছে—কাননিকা কোথায়? ঘর আছে, পালঙ্ক আছে, কাননী কোথায়? আমার চক্ষু আছে, চক্ষের জ্যোতি আছে, বাহিরে আলো আছে, ঘরের আলো কানু কোথায়? নিরঞ্জন অগ্রসর হইলেন।

দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন, দ্বার খোলা। ঘরে প্রবেশ করিলেন, টেবিলের উপর চারি ধারে সুশৃঙ্খলাবিন্যস্ত পুস্তক। সেই পুস্তক প্রাচীরমধ্যে শ্যামলপ্রান্তরবৎ সুন্দর টেবিল-হৃদয়ে শুভ্রচূড় শ্যামসুন্দর ল্যাম্পতরু; তৎপার্শ্বে কুসুমাধার, লতারূপিণী ভেস (vase); ভেসের পার্শ্বে টবরূপী দোয়াত। দোয়াতে কালি, কালিতে কলম। যেন কালীয়হ্রদের ফণাধর, কৃষ্ণের আগমন-প্রতীক্ষায় মাথা তুলিয়া ঈষৎ দুলিতেছে।

সেই ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর টেবিলটি নিরঞ্জনের চক্ষে একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরের মত বোধ হইল। নিরঞ্জন তাহাতে যেন গাছ পালা লতা গুল্ম দিঘী সরোবর সব দেখিলেন;—কিন্তু মানুষ দেখিলেন না। তাঁহার পলে পলে নেশা হইতে লাগিল, পলে পলে নেশা ভাঙ্গিতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, কানু বুঝি এই প্রকাণ্ড প্রান্তরের কোন এক নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া, পুষ্পরেণু গায়ে মাখিয়া বেণু বাজাইয়া ধেনু চরাইতেছে। আবার ভাবিলেন, না, কাননী যে আমার নাতিনী!

কিন্তু কাননি কোথায়? কৌমুদী গালিচার উপর গড়াগড়ি খাইতেছে, কাননীর রাঙা পা দুখানি স্পর্শ করিবে বলিয়া। কিন্তু সে চরণ

কই? ফুলমালা রেকাবে পড়িয়া শুকাইতেছে, এ মালার গলা কই? আহা হা! ক্ষুণ্ণ মনে কুণ্ডলী পাকাইয়া ওই যে কানুর মেনু রহিয়াছে। কিন্তু মেনুর কানু কই?

নিরঞ্জন ভাবিলেন, আর কিছু নয়, মেয়েকে 'নিশি'তে লইয়া গিয়াছে। কি করেন, ঘরে ফিরিয়া শয়ন করিলেন। কানুর কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাবেশে দেখিতে পাইলেন, যেন আরব্য-উপন্যাসের একটা দৈত্য স্বন্ স্বন্ করিয়া তাঁহার বাড়ীর মাথার উপর উড়িতেছে। উড়িতে উড়িতে ছো মারিল, আর "ছোঁ"-এর সঙ্গে তাঁহার কাননিকা উড়িয়া গেল। নিরঞ্জন ভাবিলেন, দৈত্যটাকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিশকে হুকুম দিই। তাহারা শূন্যমার্গে ওয়ারেন্ট উড়াইয়া দিক্। পুলিশের ওয়ারেন্টের কাছে কার নিস্তার আছে? সে জলে ডুবিয়া মাছ ধরিতে পারে, আর আকাশে উড়িয়া দৈত্য ধরিতে পারে না!

দৈত্যরাজ কাননীকে ধরিয়া ঈগল পক্ষীর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিল। তার বাহু-অর্গলাবদ্ধ হৃদয়গুহাশ্রিতা কাননিকা এখনও ঘুমঘোরে অচেতনা। কমলপত্রাক্ষীর নিমীলিত নয়নযুগলে গুচ্ছে গুচ্ছে অলক পড়িয়াছে। গ্রীবা ঈষৎ হেলিয়া আধ-আঁধার আধ-কৌমুদী মাখা চাঁদমুখখানি দৈত্যের বাহুর উপর ভর দিয়া রাখিয়াছে। সঞ্চারকম্পনে শিথিলীকৃতা কবরীর কেশরাশি, ধীর চুম্বিত হইয়া উড়িতেছে। কখন বা গণ্ডে পড়িতেছে, কখন বা দৈত্যের শ্রম-স্বেদনিষিক্ত মুখখানাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে একটি তারা খসিয়া তার কপালে লাগিয়া টীপ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুই একটা শ্বেত খণ্ড-মেঘ তার কাঁধে পড়িয়া ওড়না হইল। দেখিতে দেখিতে রাশি রাশি চাঁদের কর তার চিবুকে পড়িয়া জড়াইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দৈত্যবর সমীরণের সঙ্গীত ঠেলিয়া মেঘের আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া বহু দূর চলিল। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, ধূসর গিরিশ্রেণী, শ্যাম কান্তার, নীলজল, শ্বেত সৌধমালা, দিগন্তবিস্তৃত আরব্যদেশের মরুপ্রান্তর, গগনস্পর্শী হৈমচূড় প্রাসাদভরা কালিফের ভুবনমোহিনী বেগমকুল-নিষেবিত বোগদাদ—সকলের উপরের আকাশ দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া দৈত্যরাজ তাহার আদরের কাননীকে কোন দূরদেশের অচল উদ্দেশ্যে লইয়া চলিল। নিরঞ্জন কানুর অদর্শন সহিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে পাষণ্ড দৈত্যাধম! দে, আমার কানুধন ফিরাইয়া দে।" দৈত্য কি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, তুচ্ছ নিরঞ্জনের কথা শুনে! সে হু হু করিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এ দৈত্যটাকে যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে! রে দৈত্য! কে তুই—বটুক? বটুকের দেহ হইতে বাহির হইয়া, ভৃত্য সাজিয়া তুইই আমার কাননিকাকে হরণ করিতে আসিয়াছিস্?

তখন নিরঞ্জন দৈত্যকে ধরিবার জন্য নিজে উড়িবার চেষ্টা করিলেন। দুই একবার গা ঝাঁকাবিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে শরীরটা পতঙ্গদেহবৎ লঘু হইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঘর ছাড়িয়া নিরঞ্জন দ্বিতল ত্রিতল উঠিয়া অভ্র ভেদিয়া ধূমকেতু হইতে যাইতে-ছেন, এমন সময় ধরণীপৃষ্ঠ হইতে কে যেন ডাকিল,—"দাদা!" নিরঞ্জন মুখ নামাইয়া দেখিলেন, একটি শৈলকন্দরে, একটি প্রকাণ্ড বনের ধারে, একটি শৈবলিনীর জলকল্লোল-কোলাহলের আবরণে বসিয়া, ত্রাহভয়ে ভূতলাব-

তীর্ণ নিশামণির মত কাননী আপনার মনে গান গাহিতেছে ;—

"আমার মন ভুলালে যে কোথায় থাকে সে।
সে দেখে আমি দেখিনা রয়েছে আশে পাশে।
বলরে তরু বলরে লতা,
আমার হৃদয়মোহন আছে কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে ?"

নিরঞ্জন, "ভয় ন'ই, ভয় নাই," বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে নামিয়া আসিলেন। কাননিকা দাদাকে সেই নিভৃতদেশে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল;—"দাদা !"

নিরঞ্জন চক্ষু মেলিয়া দেখেন, যথার্থই কাননিকা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, দাদা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে ! স্বপ্নে তাহাকে যেমনটি দেখিয়াছিলেন, ঘুমবিজড়িতচক্ষে তিনি সেই কাননীকে সহস্র গুণ সুন্দর দেখিলেন ! বলিলেন, "কি দিদিমণি !"

কাননিকা। আর দিদিমণি !—তুমি স্বপ্নে যে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছ, শুনিয়া আমার গা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। হাঁ দাদা, তুমি অত স্বপ্ন দেখ কেন ?

নিরঞ্জন। আর ভাই, জাগরণে কিছু দেখিতে পাই না, কাজেই স্বপ্নে দেখিতে হয়। দেখিতে না পাইলে কেমন করিয়া বাঁচিব বল্ ।

কাননিকা। তা দেখ। কিন্তু তোমার দেখার দৌরাত্ম্যে আমাদের প্রাণ যায় !—এই দেখ, এখনও আমার হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করিতেছে।

নিরঞ্জন, যেন কাননিকার বিষয় কিছুই জানেন না, এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন; "বলিস্ কি ! ঘুমন্তে এমন চীৎকার করিয়াছি যে, তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ?"

কাননিকার হাত দুখানি দুটি স্বরচিত কবিতা ধরিয়া আবদ্ধ ছিল। অযত্নবিন্যস্ত কেশরাশি তাহার মুখে পড়িয়াছিল। সমীরণ তাহার অধরোষ্ঠের সুরভি ঘ্রাণ লাভের জন্য চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। কেশের এ বেয়াদবী তাহার সহ্য হইল না। তাই সে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিবার জন্য বল প্রয়োগ আরম্ভ করিল। তাহারা ভয়ে তাহার তিলফুল-নাসায় জড়াইল। কাননিকা গ্রীবাভঙ্গে তাহাদিগকে পৃষ্ঠে সংন্যস্ত করিতে গেল। বিপরীত ফল হইল ! পৃষ্ঠদেশ হইতে আরও কতকগুলি কেশ আসিয়া তার মুখ চোখ কপোল গণ্ড একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। কাননিকা বলিল, "দাদা চুলগুলা মুখ হইতে সরাইয়া দাও ত।"

আগে শশী পিছে আঁধিয়ার ছিল। এখন আঁধিয়ার শশীর অঙ্গে পড়িয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিল ! অগণ্য তড়িত-লতার স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সেই গৃহটাকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরাইয়া দিল। নিরঞ্জন কাননিকার সে মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেন না। তিনি আরও অধিকক্ষণ দেখিবেন বলিয়া নাতিনীকে বলিলেন, "নাতিনী ! জলধর-অস্ত্রে শতধা বিভক্ত চাঁদ দামিনী হইয়া জলদে ভাসিয়া পলকে পলকে চলিয়া যায়। তোর মুখে যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে ! আমি তোর মুখের চুল সরাইব না।"

কাননিকা তখন বাহুলতা দিয়া কোনও রকমে কেশপাশ পৃষ্ঠে ফেলিয়া বলিল, "তুমি কি বলিতেছিলে।"

নিরঞ্জন। আমার চীৎকারে তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ?

কাননিকা। সে ত বুঝিতেই পারিতেছ !—দেখ দেখি, আমার মুখে এখনও কি ঘুম জড়াইয়া আছে ?

নিরঞ্জন। তোর মুখ দেখিয়া বোধ হই তেছে যে, ঘুম আজ তিন দিন তোর চোখের ধার দিয়া যায় নাই।

কাননিকা দাদার কথায় সাত সুরে যুগপৎ ঝঙ্কার মারিয়া হাসিল। আর বলিল, "এত বোধশক্তি না থাকিলে তোমাকে হাকিম বলিবে কেন? কিন্তু তোমাদের হাকিম জাতি যে চোখ মেলিয়া ঘুমায়! আমি চাহিয়া আছি বলিয়া, আমার নিদ্রায় তোমার বিশ্বাস হইল না?"

নিরঞ্জন। কি রাক্ষসি! সমাজের মহোপকারী দেশের প্রকৃত হিতৈষী হাকিমকে তুই অস্পর্শীয় রজকভারবাহী একটা অপকৃষ্ট জীবের সঙ্গে তুলনা করিলি!—আমি তোর শূন্য ঘরে ঘুরিয়া আসিয়াছি। তুই কোথায় ছিলি? আর সেথায় কি করিতেছিলি?

কাননিকা। আমি বাগানে গিয়াছিলাম। সেখানে পুষ্করিণীর সান বাঁধা ঘাটে বসিয়া দুটী চাঁদ দেখিতেছিলাম। তার একটি ছিল নভঃস্থলে অপরটি সরসী জলে। একটি চলিতেছিল, অপরটি কাঁপিতেছিল। আমি সেই দুই চাঁদের দুই প্রকার অবস্থা দেখিতেছিলাম. আর ঘুমাইতেছিলাম!

নিরঞ্জন দেখিলেন, সেই অচ্ছোদসরোবরতীরের পত্র লেখিকা আর কাননীর জননী ভামিনী, দুয়ে মিলিয়া কাননি হইয়াছে। তাহারা দুই জনে দুই দিকে চাহিয়াছে, কাননী একাই দু কাজ সারিয়াছে। তা হ'লে ত প্রজাপতি আগুনে পুড়িয়া দেহদহনজাত গন্ধটা কাননীর নাকের কাছে ধরিয়াছে! কাননির বিবাহ ত না দিলে চলে না।

অন্তর্য্যামিনী কাননী নিরঞ্জনের মনের কথা সব শুনিল! উত্তরে বলিল—"দাদা! এমন সোণার চাঁদ থাকিতে, নারীগুলা মানুষ বিবাহ করিয়া মরে কেন?

নিরঞ্জন বলিলেন, "চাদকে বিবাহ!—"

কাননিকা। হাঁ, চাঁদকে বিবাহ। চাঁদ যদি নারী পাইত, তাহা হইলে কখন রাহুগ্রস্ত হইতে না, কুমুদিনীর রঙ্গস্থলে জলের হিল্লোলে আছড়া-পিছড়ি খাইত না! অধিক আর কি বলিব, তাহা হইলে নিশায় অমাবস্যা হইত না।

কাননিকার কথা নিরঞ্জনের কাণে কেমন কেমন ঠেকিল। ভাবিলেন, মাতামহকে দেখিয়া নাতিনীর হৃদয়-সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে! তাই লজ্জার বেলাভূমি ছাড়াইয়া রহস্যটা কিছু বেশীদূর উঠিয়া পড়িয়াছে। নাতিনীর রহস্য-স্রোতে বাধা দিবার জন্য বলিলেন "রাত্রি অধিক হইয়াছে। এখন একটু ঘুমুগে।"

কাননিকা। নিদ্রা আমি চাঁদকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি! আমি আজ হইতে আর ঘুমাইব না। কেবল জাগিব। সংসারের সকল নারীর সহিত চাঁদের মিলন ঘটাইয়া, সকলকে কুমারী রাখিয়া কিছু দিন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব। তার পর চাঁদের ঘুম কাড়িয়া অনন্ত নিদ্রার কোলে মাথা রাখিব।

নিরঞ্জন দেখিলেন, কাননিকার চক্ষু জলে ভরিয়াছে! ভাবিলেন, এ কি! মেয়েটা পাগল হইল নাকি! তখন ভাবিলেন, নারীর হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া, যথেচ্ছাচারীর মত কঠোর আদেশে তাহাকে অনূঢ়া রাখিয়া বুঝি পাগল করিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, কালই নাতিনীর বর খুঁজিব।

তখন তিনি কাননিকার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল্—রাত্রি শেষ হইতে চলিল। নিশিজাগরণে অসুখ হইবে।" একটু ক্রোধ দেখাইয়া কহিলেন, "কাঞ্চনময়ি! শ্রীহীনা

হইতে তোর এত সাধ কেন? এ কমলনয়ন চাঁদ দেখিবার জন্য নয়।”

এই বলিয়া কাননিকার হাত ধরিয়া নিরঞ্জন তাহাকে ঘরে লইয়া চলিলেন। কাননিকা কথা কহিল না।

চলিতে চলিতে নিরঞ্জন কি বুঝিয়া মটুককে ডাকিলেন।

কাননিকা বলিল—“দাদা! মটুককে ডাকিয়ো না।”

নিরঞ্জন। কেন?

কাননিকা। সে আমার হইয়া চাঁদ দেখিতেছে।

নিরঞ্জন। মটুক তোর হয়ে চাঁদ দেখিতেছ কি?

কাননিকা। উত্তর না দিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। আর বলিল—“হায় বটুক, তুমি মরিয়া মটুক হইলে কেন? আবার দাদার তাড়া খাইলে তোমার নবীণ প্রাণ আবার না জানি কোন দেশে উড়িয়া যাইবে!”

নিরঞ্জন প্রশ্নে প্রশ্নে আর তাহাকে উত্তেজিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিম্বা ভামিনীও অন্যান্য কন্যাগণকে ডাকিয়া, তাহাদিগের কাছে কাননিকার বর্ত্তমান অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া, ভেড়ার গোয়ালে আগুন দিয়া সেনগৃহের নিদ্রাকে বনবাসিনী করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার মনের কথা মনেই রহিল। কাল প্রাতঃকালেই তিনি ঘটক ডাকিয়া, অথবা সহস্র পত্রলেখকের যাহাকে হ'ক এক জনকে ডাকিয়া কাননিকার বর নির্দ্দেশ করিবেন!

কাননিকাকে গৃহপ্রবিষ্টা দেখিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন! কিন্তু সে নিদ্রা যায় কি না, দেখিবার জন্য ঘরের কানাচে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুনিলেন, কাননিকা গান ধরিবার ভাঁজ করিতেছে। তার পর শুনিলেন অতিমধুর অনুচ্চকণ্ঠের গীত:—

সখা! এ নয় কমল-আঁখি!
মুখ সরোবরে ফুটিতে ফুটিতে মুদিবে চাঁদের দেখি।
আমি নিশায় কুমুদী হৃদয়ের নদী
শশীর কিরণে ধরে সে টান।
প্রভাত অরুণে পাখীগণ সনে
গাই আগমনী ললিত গান।
আমি সাঁজের গগন-তারা।
আপনার ভাবে আপনি বিভোরা
নীরব আপন-হারা;
কভু ফুটিতে ফুটিতে ফুটি না।
কভু চলিতে চলিতে চলে যাই দূরে,
কারে ফিরে চেয়ে দেখি না।
কভু মেঘের আড়ালে থাকি,
দামিনী লতায় পরিয়া গলায়,
তার সনে মারি উঁকি ঝুঁকি!

চিরপ্রবাসীর সহসোদ্দীপ্তা স্বদেশস্মৃতি, পুলিশধৃত নিরপরাধের কাষ্ঠমঞ্চভীতি, কৃতাপরাধের অনুতাপ, বিয়োগীর স্বপ্নে, চির লাঞ্ছিতা, জীবনে মৃতকল্পা, অকালমরণে উজ্জীবিতা প্রিয়ার সকরুণ তিরস্কার, আর স্বপ্নাবিষ্ট কোমল শিশুর “দেয়ালা” —সকলে মিলিয়া পরস্পরের হাতে হাতে ধরিয়া নিরঞ্জনের হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিল। প্রাণটা তাঁর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাশি রাশি চক্ষুজলে তিনি সেই নবাগত অতিথিগণের পাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন।

এমন সময় দূর হইতে সঙ্গীত উঠিল!—

উধাও প্রাণের ঢেউ,
দূর হ'তে দেখো, কাছে নাহি থাক,
ধরিতে যেও না কেউ!

যা'ক সে সাগর পার।
যা'ক ফুলে ফুলে অনন্তের কূলে,
যথা অভিলাষ তার।
ফুলের উপরে ফুল ঝরে ঝরে
মিনি গাঁথনির মালা।
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না নিকটে যেও না,
কথা রাখ এই বেলা।

নিরঞ্জন তখন বুঝিলেন, এই দূরের সঙ্গীত বেটাই কাননিকাকে পাগল করিয়াছে। নৈশ-গগন ভেদ করিয়া তিনি উচ্চগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"দূরের সঙ্গীত।"—উত্তর পাইলেন না। কেবল প্রতিধ্বনি উত্তর আনিল, ইৎ। (১) নিরঞ্জন আবার বলিলেন "এখনও কোথায় আছিস্ বল।" প্রতিধ্বনি খল খল হাসিল।

রণরণিকা। *

পরদিন সেন গৃহে হুলস্থূল বাধিয়াছে। কাননিকার বিবাহের কথা উঠিয়াছে। নিরঞ্জন বঙ্গ-সমাজের খাতা খুলিয়া বিদুষী কুমারীর আয় ব্যয়ের তালিকা দেখিয়া বুঝিয়াছেন, বাঙ্গালায় কুমারী নাই। অনেকেই প্রথম বয়সে বিশ্ব-বিদ্যার নবোৎসাহে কুমারীর খাতায় নাম লিখাইয়াছিল! কিন্তু কেহ তারুণ্য স্রোতে অকূলে পড়িবার ভয়ে, সাঁতার কাটিতে কাটিতে, নর-কাষ্ঠে ভর দিয়াছে। কেহ বা কোনও প্রকারে পরপারে পৌছিয়াই, সম্মুখে বার্দ্ধক্যের প্রকাণ্ড জলা দেখিয়া, জীবন-পথে একলা চলিতে সাহস না করিয়া সঙ্গী লইয়াছে। খাতার এক কোণে দু' একটি নাম পড়িয়া আছে; কিন্তু কাননিকা ছাড়া, আর সবার বিবাহ হয় হয়—হয় না। কুমারী আছে, খৃষ্টানী কুমারী আছে বিলাতী রমণী।

কাননিকার বয়ে বয়ে বাঙ্গালা ভরিয়া রহিয়াছে। একটা ঢিল ছুঁড়িলে দুই দশটা বরের মাথা ফাটিয়া যায়! এমন কাননী, দ্বিভুজা, হেমগৌরাঙ্গী, বিদ্যাভরণভূষণা সুচারু-দশনা হরিণনয়না—বিবাহ বিনা তার মন ভাল থাকিবে কেন? নিরঞ্জনের জ্ঞান ফিরিয়াছে। রাত্রে ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন! তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাকে মরিতে হইবে। মরিতে হইলে, সংসারের উপর প্রভুত্ব রাখিতে পারিবেন না। প্রভুত্ব যাইলে, কেহ তাঁহার কথা রাখিবে না। কথা না থাকিলে, যার যা ইচ্ছা তাই করিবে। যা ইচ্ছা তাই করিলে, দেশটা ছার খার হইয়া যাইবে। ভাবিয়া দেখিয়াছেন, কাননিকার কুমারিত্বে দেশের যতটুকু অপকার অন্য দিকে কুমারকুলের মনোভঙ্গে তার চার গুণ অপকার। ব্যারিষ্টার আইনজালে আপনাকে জড়াইবে, ইনজিনিয়র বক্ষ-ক্ষেত্র দিয়া খাল চালাইবে, ডাক্তার নিজের গলায় অস্ত্র বসাইবে, প্রোফেসর আত্মহত্যার লেক্‌চর দিবে, ইনজিনিয়র ছাদ হইতে ঝাঁপ খাইবে। কাজেই কাননিকার বিবাহ দেওয়া স্থির।

ভামিনী দৌহিত্রের মুখ দেখিতে লালায়িতা বাপের কাছে আসিয়া কাঁদিল। বাপ আশ্বাস দিলেন, কাননির বিবাহ দিব।

নিরঞ্জন প্রথমে দূরের সঙ্গীতের অনুসন্ধান করিলেন। চৌকিদারের কাছে লোক পাঠাইলেন। চৌকিদার লিখিল—তাহাকে সেইদিন

(১) ইৎ—লোপ। সংস্কৃত ব্যাকরণে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদিগকে আর ইতের কথা বলিতে হইবে না। কৃৎ প্রকরণের ক্বিপ প্রত্যয়ের সমস্তই ইৎ হইয়া যায়, কিছুই থাকে না। সুতরাং সঙ্গীতেরও সব ইৎ হইল। কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

* রণরণিকা—উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা।

তোমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছিলাম। তার পর আর দেখি নাই। শুনিলাম, কি জানি কি মনের দুঃখে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই যুবকদ্বয়ের মধ্যে এক জন বোধ হয় তাহার খবর জানে।" নিরঞ্জন তাহাদিগের পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখিলেন। তাহারাও উত্তর দিল, "জানি না। ঈর্ষায় বলিল, কি যথার্থই বলিল, নিরঞ্জন পত্র পড়িয়া ভাল বুঝিতে পারিলেন না। "জানি না"র পরে তাহারা কি মাথা মুণ্ড লিখিয়াছে! লিখিতে হাত কাঁপিয়াছে বোধ হইল। অক্ষর গুলা জড়াইয়া জড়াইয়া হাঁড়ি কলসী সাপ ব্যাঙের আকার ধরিয়াছে। নিরঞ্জন বাড়ীতে সন্ধান করিলেন। মটুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে দূরের সঙ্গীত চিনিস্?" মটুক বলিল, "হাঁ হুজুর চিনি।"

নিরঞ্জন। বেশ, তবে এই চিঠি তাহাকে দিয়া জবানি লইয়া আয়।

মটুক চিঠি হাতে ছুটিল। নিরঞ্জন অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

চাকর কিছুক্ষণ পরেই ফিরিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে মনিবের হাতে একটা জিনিষ দিল। নিরঞ্জন বলিলেন, "একি!"

মটুক। আজ্ঞে হুজুর! যবানি! বেণের দোকান হইতে কিনিয়া আনিলাম।

নিরঞ্জন অবাক হইয়া তার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "চিঠিখানা কি করিলি?"

মটুক। চিঠিখানা বেনের হাতে দিলাম। সে ইংরাজীলেখা পড়িতে পারিল না। এক বাবু-খদ্দেরকে দিয়া পড়াইল। বাবু বলিল "হুজুর তোমাকে পত্রপাঠমাত্র যাইতে লিখিয়াছেন।" দোকানী বলিল, "এখন আমার ঢের খদ্দের— এখন যাইতে পারিব না, বৈকালে যাইব।" আমি বলিলাম, "তবে জবানি দাও।" সে বলিল, "কয় পয়সার?" হুজুর কিছু বলিয়া দেন নাই বলিয়া, আমি ধার করিয়া এক পয়সার যবানি আনিলাম।

নিরঞ্জন। যবানি ফিরাইয়া দিয়া আমার চিঠি লইয়া আয়। আসিয়া এইখানে এক পায়ে এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাক্।

মটুক চাকর যবানি লইয়া আবার ছুটিল। নিরঞ্জন বুঝিলেন, মটুক বটুকভৈরবের দ্বিতীয় সংস্করণ। তাহারই মত বোকা বুঝিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বপ্নের মটুকরূপী দৈত্যের ভয়টা তাহার দূর হইয়া গেল। তিনি তখন দ্বারবানকে দূরের সঙ্গীতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারবান বলিল, "চৈতন্য লাইব্রেরীতে আছে। সে দিদিবাবুর জন্য অনেক বার তাহা আনিয়াছে।

নিরঞ্জন মুখ ফিরাইতেছেন, এমন সময় বেনেকে সঙ্গে করিয়া মটুক ফিরিল। বেনে আসিয়া জোড়করে নিরঞ্জনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"হুজুর! কসুর মাফ হয়। আমি বুঝিতে না পারিয়া সেই চিঠিতে মশলা বাঁধিয়া খদ্দেরকে দিয়াছি।"—নিরঞ্জন কথা কহিলেন না। বেনে কপালে হাত দিল, মটুক একপায়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিরঞ্জন তাহাদের আর কিছু না বলিয়া বরাবর ভামিনীর কাছে গেলেন। বলিলেন, "ভামু। উপায়—দূরের সঙ্গীতের ত সন্ধান পাইলাম না। তাহাকেই আমার পছন্দ। তুই একবার কাননীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিস্?"

ভামিনী। কেন পারিব না। কিন্তু দূরের সঙ্গীত পদার্থটা কি?

নিরঞ্জন। সে একটি হাস্যময় উদারহৃদয় তেজস্বী মানুষ।

ভামিনী। ও বাবা বল কি—দূরের সঙ্গীত মানুষ!—মানুষের কথা আমি কেমন করিয়া কাননীর কাছে পাড়িব।:সে মানুষের নাম শুনিলেই কাঁদিয়া ফেলিবে।' কাঁদিলেই তার মাথা ধরিবে। মাথা ধরিলেই হাত পা ছুঁড়িবে।

নিরঞ্জন। কাল রাত জাগিয়াছে, তার খবর রাখিস্? সে রোগের চেয়ে কি মাথা ধরা বড়? যা শিগগির যা। দূরের সঙ্গীতের সংবাদ লইয়া আয়। আমি কালই কাননীর বিবাহ দিব।

ভামিনীর চক্ষু দেখিতে দেখিতে জলে ভরিয়া গেল। নিশ্বাস দেখিতে দেখিতে দমে দমে বাহির হইতে লাগিল। সে দেখিতে দেখিতে বসিয়া পড়িল, বসিতে না বসিতে পা ছড়াইল।

নিরঞ্জন দেখিলেন, এক নূতন বিপদ উপস্থিত। বলিলেন, "করিস্ কি?"

ভামিনী উত্তর দিল না। জননীর উদ্দেশে কাঁদিতে বসিল। "মা গো! আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে দেখে যাও। তোমার কানু অনাথার মত রাত্তিরে রাত্তিরে ঘুরে বেড়ায়। ওগো! তারে দেখে, এমন লোক কেউ নেই!"

নিরঞ্জন। আরে গেল, কাঁদিতে লাগিলি কেন? আমি তোরে এমন কি কটু কথা বলিয়াছি!

ভামিনী উত্তর দিল না, কেবল কাঁদিতেই লাগিল।—"যে আমার ছিল, যার হাতে তুমি দিয়ে গিছলে, সে যে মনের দুঃখে আমাকে ফেলে চলে গেছে গো! মা গো!"

নিরঞ্জন। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি?

ভামিনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তুমি তারে তাড়িয়ে দিলে না ত সে গেল কেন?

নিরঞ্জন। সে ত আপনি চলিয়া গেল, তুই দেখিলি।

ভামিনী। সে আপনি চলিয়া গেল!—আমি তারে দূর দূর করিয়া তাড়াইলে সে নড়িত না—রাগ করিয়া দু' দণ্ড বাহিরে থাকিতে পারিত না।—সে চলিয়া গেল! তুমি যে তার গলা টিপিয়া ধরিলে!—ওগো! মাগো!—আমার সে যে বড় অভিমানে চলে গেছে!—সে যে দশ বৎসরে কানুর বে দিতে চেঁয়ে ছিল!—তখন যে দিলে ত, এখন আর দূরের সঙ্গীত খুঁজিতে হইত না। আর যদিই বা খুঁজিতে হইত, তাহা হইলে দূর—দূর —কত দূর—একেবারে হয় ত কামস্কাটকা হইতে সঙ্গীত ধরিয়া আনিত। মাগো! তোর অভিমানী জামাই আজ কোথায় গো!—

নিরঞ্জন। আমার মাথায় গো! কেন তুইত ছিলি। তুই তখন তাকে ধরে রাখতে পারলিনি। তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাথা খেতে লাগলি।

ভামিনী। আমার হাত জোড়া ছিল, তাই পারলেম না। আর আমি জানতেম, সে ফিরে আসবে। ওগো! মাগো!—

নিরঞ্জন।·আবার মাগো? কেন, সে কি তোর তাকে ধরে এনে দেবে না কি?

বলিতে বলিতে নিরঞ্জনের গলায় করুণরস জমিয়া গেল। সেই রসগদ্‌গদকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"আমি সকলের জন্য এত করিলাম, তবু যদি আমার এ লাঞ্ছনা, তবে আমিই বা আর ঘরে থাকি কেন?"

দেখিতে দেখিতে চারি ধার হইতে, রঙ্গিণী যোগিনী—কন্যাদ্বয়, আর চারণী, বারণী, যামিনী, দামিনী, মেনি, পেনি, টুনি,—নাতিনীগণ ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। আসিয়া নিরঞ্জন ও ভামিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া, একেবারেই যেন সব বুঝিল। বুঝিল, কাননী

ধরিয়াছে! তখন যে যেখানে স্থান পাইল, বসিল; আর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। দিবসেই যেন 'ফেরুপাল ফেউ ফেউ গভীর ফুকারিল'—ওগো, মাগো, বাবাগো, দিদিগো,—অ্যাঁ অ্যাঁ চ্যাঁ—ভৈরব নিনাদে নিরঞ্জনের বাড়ী যেন এক মুহূর্ত্তে শ্মশান হইয়া গেল।—"ওগো! কানু গো! তুই আমাদের ফেলে কোথা গেলি গো!"

মটুক ছুটিয়া আসিয়া সকলের মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল।

কাননিকা তত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছিল। সেই চীৎকারে তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শয্যায় উঠিয়া বসিল। প্রথমে তাহার বোধ হইল, যেন আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদীতীরে সে বসিয়া আছে। নায়েগ্রার জলপ্রপাত হইতে রাশি রাশি জল পড়িতেছে। বাষ্পে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াচে! কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল ভীষণ গর্জ্জন শুনা যাইতেছে।—না, তা ত নয়! এ যে কাহারা যে কানু গো কানু গো করিতেছে! তখন বলিল, "না ভাই জল প্রপাত! এখন আমি ধেনু চরাইতে পারিব না।" আগে আমি কালীয় দমন করিব।" এই বলিয়া আবার শয়ন করিল।

এদিকে ভামিনীর ভগিনীসম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বুঝিল, কাননী মরে নাই। তখন কান্নাটা বৃথা হইল দেখিয়া, সকলে "ষাট্ ষাট্—কানু নীরোগ হইয়া, অখণ্ড পরমায়ু লইয়া বাঁচিয়া থাক্" বলিতে বলিতে ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। ভামিনী তাহাদের ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইল—বলিল, "বাবা যেমন করিয়া পার, আমার একটা উপায় কর।"

নিরঞ্জন বলিলেন—"আয় তবে—দেখি তোর কি উপায় করিতে পারি।"

ভামিনী অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নিরঞ্জন মনে মনে বলিলেন,—'এই উনবিংশ শতাব্দীতে এই মহানগরী কলিকাতায় আমি সত্য ত্রেতা দ্বাপরের অবতারণা করিব! কাননিকাকে স্বয়ম্বরা করিব। যাহা কোনও সংস্কারক আজিও দেখাইতে সাহস করে নাই,আমি তাই দেখাইব।

চিত্তের আবেগে নিরঞ্জনের মনের শেষ কথাটা ঠোঁটে আসিয়া পড়িল। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মটুক নিরঞ্জনের পৃষ্ঠে পাখার বাতাসের জ্বর মিটাইতেছিল। স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়াই একটা উল্লাসধ্বনির সহিত সে বলিয়া উঠিল—"কবে!"

নিরঞ্জন পশ্চাতে ফিরিয়া, মটুককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কে?" মটুক উত্তর না করিয়া, অঙ্গুলীর পর্ব্ব গণিতে লাগিল।

নিরঞ্জন। ওকি করিতেছিস্?

মটুক। আজ্ঞে আমি কে হিসাব করিয়া দেখিতেছি।

নিরঞ্জন তাহাকে অনেক কথা বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু মটুকের মুখের পানে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ ছাড়া একটীও বাক্য প্রক্ষেপ করিতে পারিলেন না।

ভাণিকা। *

হে প্রিয় পাঠক!—কি ভ্রম! পাঠক কোথায়? তাঁহাকে যে কাননিকা কাব্য-কাননে বহুদিন হইল ফেলিয়া আসিয়াছি! সেথানে খরবেগা কবিতা-নদীর কিনারায় আসিয়া, 'খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবে পার' হইতে হইবে দেখিয়া, মনের

* ভাণিকা—এক অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরসপ্রধান দৃশ্যকাব্য।

দুঃখে পাঠক-প্রবর মানে মানে গা ঢাকা দিয়াছেন। কোথায় সম্পাদক? বঙ্গ ভাষার উন্নতিকল্পে 'গ্রাহক ও অনু-গ্রাহকের প্রতি' নিবেদনাদি প্রবন্ধ লিখিয়া, মাথার ঘায়ে পাগল হইয়া শয্যায় আড় —বাঙ্গালা বই পড়িবার তার সময় কই? কোথায় দেশহিতব্রতে ব্রতী? দেশবাসীর ঘুম ভাঙাইতে, ওয়েবষ্টারের ত্রিশ হাজার পদ যোজনায় বাক্য গড়িয়া জিহ্বায় আনিতে, তার মনের গলাও যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! বাঙ্গালা পড়িবার তবে উপায় কই? বাকি আছে হতভাগ্য লেখক। সে ত আপনার কথায় আপনি তন্ময়। গৃহশোভাকরী তাহার স্বরচিত মোহনমালা, কীট মূষিকের অত্যাচারে দিন দিন শ্রীহীন তাই দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু মৃন্ময়। পরের পুস্তকের মলাটের ভিতরে অক্ষর থাকে, সে অক্ষরে আবার চোখ বুলাইতে হয়, একথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। রাজা মহারাজার কথা ছাড়িয়া দিই—তারা ত জলজ্জটাকলাপ ভ্রুকুটীকুটিলমুখ দুর্ব্বাসার পিতামহ—দুর্ব্বাসা 'ভস্ম হও' বলিলে অভিশপ্ত ভস্ম হইত ইহাদের নামটি শুনিলেই স্বরস্বতী জ্বলিয়া যায়! পাঠক হইতে বহুদিন আমার ছাড়াছাড়ি। তাহারা বৃন্দাবনের মাঠের গোক্ষুর কাঁটায় পা বিঁধিতেই পলাইয়াছে।

তবে আমার কাননিকার কথা শুনিতেছে কে?

শুনিতেছে সে, যাহার অস্তিত্বে বাঙ্গালার অস্তিত্ব, যাহার উন্নতিতে বাঙ্গালার উন্নতি। যে আছে বলিয়া বাঙ্গালায় লেখক আছে। যাহার প্ররোচনায় গুণধর বই কিনেন, যাহার উৎসাহে পাঠকের এ অবসন্ন হাত হইতে বাঙ্গালা বই পড়িতে পড়িতে রহিয়া যায়, কান্না আসিতে আসিতে চোখের কোণেই মরিয়া যায়। বঙ্গের গৃহলক্ষ্মী! কবে তুমি তোমার অভাগিনী ভগিনীকে তোমার গুণধরের সুনয়নে আনিতে চেষ্টা করিবে? প্রভুর স্বদেশহিতৈষিতায় আমাদের বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই, তার গগনভেদী চীৎকারে শব্দ নাই, তার সাগরলঙ্ঘী উল্লম্ফনে স্পন্দন নাই। তার উৎসাহে কার্য্য নাই, পরোপকারে প্রাণ নাই, ভালবাসায় প্রেম নাই। তাহা হইতে এখনও পর্য্যন্ত কোন উপকার হয় নাই, কবে যে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অয়ি প্রভুপত্নী, মৃদুহাসিনী, আধভাষিণী মহিমময়ী পাঠিকে। তোমার করুণা ভিন্ন এ ভাষার উন্নতি হইতেই পারে না। বাঙ্গালায় দ্বিসপ্তকোটী হাত আছে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালা বই ধরিবার শক্তি নাই। সপ্তকোটী হৃদয় আছে, কিন্তু হায়, তার অধিকাংশের ভিতরেই বাঙ্গলা ভাব প্রবেশ করিবার স্থান নাই।

তাই তোমাকেই সম্বোধন করিয়া বলি—ওগো! পাঠিকে! কাননিকা কাব্যক্ষেত্রে চলিতে চলিতে যখন এত দূর আসিয়াছ, তখন আর একটু চল! তাহার পর তোমাগত প্রাণ, তোমার তাঁহার কাছে যত পার, কাননিকার নিন্দা করিও—সাবধান সুখ্যাতি করিও না। নিন্দা করিলে অন্ততঃ আমাকে গালি দিবার জন্য তোমার প্রভু সমস্ত বইখানি পড়িবেন। পড়িয়া যেমন 'ছিছি' করিবেন, অমনি সেই 'ছিছি' কিনিতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিবে। সুখ্যাতি করিলে আমার এত আদরের কাননিকার মুখ পানে কেহ ভুলিয়াও চাহিবে না।

এই গেল আমার ভাণিকার নান্দী। তার পর, নান্দ্যান্তে সূত্রধারঃ। বলি ওগো রঙ্গময়ী কল্পনে!—সভাটা সৌন্দর্য্যে প্রতিভায় উৎসাহে আকাঙ্ক্ষায় ভরিয়া গিয়াছে। এমন সময় মহাকবি নরোত্তমঠাকুর-রচিত কাননিকা-স্বয়ম্বর নামক নূতন নাটক লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে একবার উপস্থিত হইলে হয় না!

অয়ি পাঠিকে! চতুর্দ্দশের পর আরও দুই চারি বৎসর অতীত মনে করিয়া লও। কর্ম্মক্ষেত্রে মানবভাগ্যের অনিশ্চিত পথে দুই চারি বৎসরের জীবনযাত্রা কষ্টকর সত্য—আমি মনে করিতে বলি না। সে কাজটা আমারও পক্ষে গর্হিত, আর তোমারও পক্ষে বড় সুখকর নয়। আর আমি বলিলেই বা তুমি মনে করিতে যাইবে কেন? চারি বৎসরের আগে হয়ত তুমি প্রকৃতির আদরের ধন, সন্ধ্যার কিরণ-মাখা তটিনীর তীরটিতে একা বসিয়া—চারি দিকে শান্তি, চারি দিকে আশা—ধীরে ধীরে রাঙা পা দুটি দোলাইয়া, তাহাতে কোমল তরঙ্গের ঈষৎ ঈষৎ চুম্বক মাখাইয়া, অতি যত্নে, অতি আদরে কলনাদিনীর সোহাগটুকু বুকে লইতেছিলে। আর আজ হয় ত তুমি সেই তরঙ্গিনীর বুকে। কত সোহাগ, কত আদর, তুমি কল্পনার হাত দুটির সাহায্যে হৃদয়ে ধরিয়াছিলে, বিনা আয়াসে সম্রাটের সিংহাসনের বামে আপনাকে বসাইয়াছিলে। আজ হয় ত সে আসন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। তটিনী তরঙ্গের ভীষণ ঘাতপ্রতিঘাতে, তার স্রোতের তীব্রতায় হয়ত আজ তোমারও প্রাণে ব্যাকুলতা আসিয়াছে। কেন তবে চারি বৎসরের স্মৃতি জাগাইয়া, আকাশটাকে মেঘনির্ম্মুক্ত করিয়া, হতাশার জ্বালাময় কিরণগুলাকে শতগুণে প্রখর করিয়া তুলিব? তুমিও সুখী হইবে না, আর তোমাকে অসুখী করিয়া আমারও বড় সুবিধা হইবে না। তুমি অসুখী হইলে, দিবারাত্র নয়ন মুদিয়া সেই চারি বৎসরের আগের কথা ভাবিতে বসিলে, আমার কাননিকার কথা শুনিবে কে? তাই বলি, একেবারে একটি উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে কাননিকার জীবনের চারি বৎসর উড়াইয়া দাও। দেখিতে পাইবে, নিরঞ্জনের গৃহে মহা সমারোহ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে।

বহু কাল হইতে প্রতিবেশিনীগণ কাননিকার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আশায় উৎফুল্লা হইয়া ছাদে ছাদে বেড়াইতেছিল। কিন্তু চিরদশমী কাননিকার বিবাহের কোন সম্ভাবনা দেখিল না। তখন বিধাতাকে অজস্র গালি দিয়া, নিজ নিজ বিবাহিত অবস্থাকে ধিক্কার দিয়া, অবগুণ্ঠনবতী হইয়া, গৃহকর্ম্মে মন দিয়াছিল।

কিছু দিন এই ভাবেই ছিল। সহসা এক দিন সকল সীমন্তিনীর নিদাঘনিশীথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। নিরঞ্জনের গৃহস্থিত একটা কুনো বিড়ালের তীব্র চীৎকারে সকলেই জাগিল। জাগিয়া বুঝিল, 'আজ নাতিনীর অধিবাস, কাল নাতিনীর বিয়ে।'

অধিবাস সভায় চারি দিক হইতে লোক আসিতেছিল। নিরঞ্জনের গৃহসম্মুখস্থ পথ লোকপূর্ণ, আশপাশের গলি স্থানশূন্য, পিক পাপিয়া দোয়েল টিয়া—নানাজাতীয় পক্ষীতে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল! গানে গানে গগন ভরিয়া ফেলিয়া ছিল। মুখর তরলতরঙ্গ সরসী ছাড়িয়া ছাদে উঠিয়াছিল। এক সখী এক ছাদ হইতে অন্য ছাদের আর এক সখীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই গঙ্গাজল! সেনেদের বাড়ী আজ কি?"

২য় সখী। সেন বুড়ো বুঝি মরিয়াছে। তাই বুঝি তার চতুর্থী।

১ম সখী। আহা বৃদ্ধের কি হইয়াছিল?

২য় সখী। আমাদের বাবু বলিয়াছিলেন, সে রোগের নাম নিদানে নাই।

১ম সখী। আহা, তবে ত বৃদ্ধ বড় কষ্টই পাইয়াছে!

২য় সখী। সে কথা ভাই আর বলিতে? জানা রোগেই কত কষ্ট, তা এ ত না-জানা!

১ম সখী। ডাক্তারে রোগটা চিনিতে পারিল না। সেই যে কি কাপে দিয়ে, এগলে

দিয়ে রোগ ধরে, তাতেও ধরা পড়িল না? বলিস্ কি ভাই গঙ্গাজল! তা কখন মরিল?

২য় সখী। বুড়ো কোন্ কর্ম্ম করে পাড়ায় জানাইয়াছে, তা এত বড় একটা মহৎ কর্ম্ম জানাইবে?

১ম সখী। তা ভাই, সকল কর্ম্মেই আমরা সেনেদের নিমন্ত্রণ করি। তার মেয়েরা এত সমারোহ করিতেছে, পাড়ার দু' চারি জন মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিল না? আমরা তাদের না হয় কিছু খাইতাম না।

এই সময় ঘিয়ের গন্ধ তাহার নাকে আসিল, আর লোককোলাহল ছাপাইয়া লুচিভাজার কল কল শব্দও তাহার কাণে পশিল। চক্ষুই বা শুধু থাকিবে কেন? সে জলে ভরিয়া গেল। গলাই কি চোর? সে কতকগুলা অর্দ্ধস্ফুট করুণ স্বর ধরিয়া রাখিল, এবং অপর ছাদের দ্বিতীয়া সখীর দিকে একটি একটি করিয়া ছাড়িতে লাগিল।

করুণরস-রোগটা নারীকুলে বড় সংক্রামক। প্রথমের দেখাদেখি দ্বিতীয় সখীরও গলাটা দেখিতে দেখিতে ধরিয়া গেল। কথাগুলা অনুনাসিক হইয়া পড়িল। তখন পরস্পরকে নিজ নিজ গৃহের বড় বড় সমারোহের কথা শুনাইতে লাগিল। কত লুচি, কত সন্দেশ, কত অগণ্য মাছের মুড়াভরা তরকারি, তাহারা গাছকোমর বাঁধিয়া পরিবেশন করিয়াছিল; কত নিমন্ত্রিতা, পেটুকশিরোভূষণা নাসিকার গহ্বর পর্য্যন্ত আহার্য্যে পূরাইয়া, হৃতবাকশক্তি, সবলয়-প্রকোষ্ঠ কর দুটি নাড়িয়া নাড়িয়া দূর হইতে পরিবেশিনীকে ফিরাইয়াছিল; সেই সমস্ত যেন তাহাদের তখনকার কথা মনে হইতে লাগিল। এত করিয়া কিন্তু তাহাদের প্রাণে তৃপ্তি আসিল না। তখন নিরঞ্জনের কন্যাকুলের নানাবিধ নিন্দা করিয়া, লুচিগন্ধবিক্ষোভিত হৃদয় স্রোতস্বিনীকে কতকটা আশ্বস্ত করিল। সর্ব্বশেষে নিরঞ্জনের প্রেতাত্মার অধোগতি দিব্যচক্ষে দেখিতে দেখিতে, তাহার গৃহে ভোজনের অযৌক্তিকতা, এবং নিমন্ত্রিতা হইলেও যাইবার অনিশ্চয়তা, অর্থাৎ যাইলে জাতিপাতের সম্ভাবিতা অনুমান করিয়া, ম্লানমুখে আবার নিরঞ্জনের গৃহ পানে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় আর এক সখী, আর এক ছাদে উঠিল। তাহাকে সমদুঃখভাগিনী দেখিয়া, দুই জনেরই মনে একটু আনন্দ ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয়াও নিরঞ্জনের বাড়ীর কোলাহলের কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ছাদে উঠিয়াছিল। প্রথমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ভাই মকর! থাইলে কেমন?" তৃতীয়া শুনিতে পাইল না। তখন দ্বিতীয়া একটু রহস্য করিল—মকরের এখন বড় লোকের সঙ্গে ভাব, সে কি আর আমাদের কথা কাণে তুলিবে—মানহানি হইবে না!" মকর এতক্ষণে বুঝিল, তাহার মত অন্যান্য ছাদেও, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য লোক উঠিয়াছে।—সে আর তাহাদের কথার উত্তর দিবার অবকাশ পাইল না। একেবারেই জিজ্ঞাসা করিল,—"সেনেদের বাড়ী আজ কি?"

১ম সখী। কেন ভাই! তুমি কি জান না?

৩য় সখী। জানিলে আর জিজ্ঞাসা করি?

১ম সখী। কেন, তোদের কি নিমন্ত্রণ করে নি?

৩য় সখী। কিসের নিমন্ত্রণ?

২য় সখী। শুনিস্ নি!—সেন বুড়ো যে মরিয়াছে।

৩য় সখী। আহা কবে?

২য় সখী। আজ চতুর্থী।

৩য় সখী। কি জ্বালা! সেন বুড়ো মরিতে যাইবে কেন? ওই যে গো, বৃন্দে দূতীর মত পোষাক পরিয়া, সেন বুড়ো কতকগুলো ভট-চায্যির সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। ওই যে চার পাঁচজন লোক সেন বুড়োকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ওই দেখ, সেন বুড়ো নাপিত দিয়া গোঁফ কামাইতে বসিল। তখন প্রথমা ও দ্বিতীয়া, "বলিস্ কি,বলিস্ কি" বলিতে বলিতে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যাগমে আকাশ ঘোর হইয়া আসিতেছিল।

তৃতীয়া তখন নবোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ওই দেখ বামুনগুলো আপনা আপনির ভিতর ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছে।"

সহসা এক প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী, আর একটি ছাদের উপর উঠিয়া, পিতা মাতার উদ্দেশে কতকগুলা সকরুণ বিলাপ সন্ধ্যার মৃদু বাতাসের উপর চাপাইয়া দিতে আরম্ভ করিল।

সকলে উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

"আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে। আমি যে নিষ্ঠুরের জন্য এতক্ষণ ধরিয়া রান্নাঘরের ধোঁয়া খাইতেছিলাম, সে আমাকে অনাথিনী করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

১ম, সখী। হায় হায় কি বলিলি বাছা! অনাথিনী করিল, তাতেও তৃপ্ত হইল না, তার উপর আবার চলিয়া গেল! হতভাগা নিষ্ঠুর! অনাথিনী করিলি করিলি, ঘরে রহিলি না কেন?

২য় সখী। কোথায় গেল বলিয়া গেল কি?

৩য় সখী। তোর সঙ্গে কি ঝগড়া করিয়া চলিয়া গেল?

প্রৌঢ়া। ওগো ঝগড়া নয় গো বাছা—ঝগড়া নয়; কোনও কথা হয় নি। আমি কি ঝগড়ার লোক গা? আফিস থেকে এলো, আমি পা ধোবার জল রেখে খাবার আনতে গেছি। এসে দেখি গাড়ু প'ড়ে, গামছা প'ড়ে—সে নেই। তার পর জলখাবার হাতে করে কত খুঁজলুম—কোথাও নেই। রাত্তির হয়ে গেল এখনও এলো না। তার পর শুনি, সে সেনেদের বাড়ী গেছে,—ওগো আমার কি হল গো!

২য় সখী। সেনেদের বাড়ী গেছে যখন জানতে পেরেছ, তখন আবার কাঁদছ কেন বাছা? বেশ ত, তোমার জন্য তোমার কর্ত্তা লুচি আনবে।

প্রৌঢ়া। আমার পিণ্ডি আন্‌বে। সেনেদের বাড়ীতে কি এক স্বয়ম্বর হচ্ছে, সেখানে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের লোক আসছে। যদি ভুলে আমাদের কর্ত্তার গলায় মালা দেয়, তা হলে এই বয়সে আমি আবার কার শরণাপন্ন হ'ব গো?—

সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"স্বয়ম্বর! স্বয়ম্বর কিগো?" পৌঢ়া বলিল—"স্বয়ম্বর কি জান না! ত্রেতা যুগে স্বয়ম্বর হত, দ্বাপর যুগে হ'ত, কত দেশের রাজপুত্তুর রাজ-কন্যাকে বিয়ে করতে আসত! কলিযুগে কি স্বয়ম্বর ছিল! এই হ'ল। কলির ভুষুণ্ডি সেন, সেই যে নাতনীটেকে পাশ করিয়ে বড় ক'রে রেখেছে গো, তার আজ স্বয়ম্বর হচ্ছে। দেশ বিদেশ থেকে রাজা রাজড়া জমীদার উকীল মোক্তার, খবরের কাগজওয়ালা, ডাক্তার—সব সেন বাড়ীতে জড় হয়েছে।

'স্বয়ম্বর' কথাঘাতে তিনটি সখীর হৃদয় তন্ত্রী একেবারে একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। সকলেই তখন সেনেদের বাড়ীর কোলাহলটার মর্ম্ম বেশ করিয়া বুঝিয়া ফেলিল। তাহারা আর প্রৌঢ়ার বিপদে সহানুভূতি দেখাইতে সময় পাইল না।

তার দিকে আর ফিরিয়াও দেখিল না। "বলিস কিগো ?—সে কি কথা গো ?" বলিতে বলিতে তরতর করিয়া ছাদ হইতে নামিতে লাগিল। গজগামিনী সৌদামিনী হইল, এবং দেখিতে দেখিতে মিলাইল।

এ দিকে নিরঞ্জনের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে মহা ধূম। বাগানের ভিতরে একটি সুন্দর সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার ভিতরে চারিধারে সুসজ্জিত সুমণ্ডিত মঞ্চাবলি। মঞ্চগুলির আশে পাশে সম্মুখে উপরে মখমলের ঝালর। উপরে একটি সুন্দর চাঁদোয়া। মাঝে একটি কৃত্রিম ফোয়ারা! ফোয়ারাকে বেষ্টন করিয়া চীনের টবে ছোট গাছ। চারিধারের বস্ত্রমণ্ডিত বংশ-স্তম্ভে সুন্দর সুন্দর ছবি। একটিও বিলাতী নয়!

এইখানেই সকলের বিস্মিত হইবার কথা। কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কেন না, এটা কাননিকার স্বয়ম্বর সভা। সভাটা সেই পৌরাণিক প্রথার অবলম্বনে খাঁটি হিন্দুমতে ময়দানবের বংশধর কর্তৃক রচিত হইয়াছে। খাঁটি পৌরাণিক প্রথার অনুকরণে টোলো পণ্ডিতের বিধানে, এখানে সেই পূর্ব্বযুগের ভারতীয় নাটকের অভিনয় হইবে। কাজেই এখানে সব দেশী, বিলাতীর গন্ধও নাই। দেশী মানুষ, দেশী পশু, দেশী দাস, দেশী দাসী। দেশী গোল, দেশী বোল, দেশী চাহনি, দেশী হাসি। বিলাতীর গন্ধও ছিল না। বরকুল কেমন এক রকম জাতীয় ভাবে বিভোর হইয়া এসেন্স মাখিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে যে যার বাড়ীর লোকে ধরিয়া তাহাদিকে গন্ধ-কুঙ্কুম কস্তুরী দিয়া সুবাসিত করিয়াছে।—বিলাতীর গন্ধ ছিল না; কিন্তু নাম ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না। কেন না, অনেকেরই পায়ে বিলাতী জুতা ও মোজা ছিল, গায়ে বিলাতী রেশম পশমের পোষাক ছিল। চোখে বিলাতী চশমা, বুকে বিলাতী ঘড়ী, হাতে বিলাতী ছড়ি। আর কি ছিল না ছিল, ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। তবে এটা আমরা বেশ বলিতে পারি যে, সে সকল পদার্থেরও গন্ধ ছিল না।

সন্ধ্যার পর সভার কার্য্যারম্ভ হইবার কথা। কিন্তু সকাল হইতেই লোকের ভিড় আরম্ভ হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরের সময় দেখা গেল, নিরঞ্জনের গৃহের সমীপস্থ পথ, অলি গলি, ছাদ প্রাচীর, খোলার চাল—দেয়ালের ফাটল পর্য্যন্ত লোকে পূরিয়া গিয়াছে। ড্রেনের ভিতর লোক ঢুকিয়াছে। বাগানের গাছে গাছে, ডালে ডালে, পাতায় পাতায়, পাতার শিরায় শিরায়, লোক বাদুড়ঝোলা ঝুলিতেছে। নিরঞ্জন নিরুপায় হইয়া, পুলিশের শরণাপন্ন হইলেন। পুলিশ, রমণীর প্রেমে বঙ্গবাসীর এই অসাধারণ উৎসাহ দেখিয়া প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেল। স্বদেশ-প্রেমে ইহা হইতে আরও কত অধিক উৎসাহ দেখাইতে পারে, বিবেচনা করিয়া চিন্তিত হইল। সে উৎসাহে বাধা দেওয়া সহজ হইবে না ভাবিয়া শঙ্কিত হইল। আর বাঙ্গালী একবার উৎসাহিত হইলে ইংরাজের রাজ্য থাকা ভার হইবে ভাবিয়া, কেমন একরকম হইয়া গেল। শেষে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত রুলসংযুক্ত হাত ও জুতা-সংযুক্ত পা চারিধারে ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, লোক সরিল না। তখন পুলিশের বড় কর্ত্তা কেল্লায় খবর দিল। কেল্লা হইতে ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে ফৌজ আসিল।

ফৌজ আসিয়া লোক তাড়াইবে কি, তাহারা স্বয়ম্বরের অর্থ বুঝিয়া, সভায় ঢুকিবার জন্য "টগ অব ওয়ার" আরম্ভ করিল ও হাই জম্প করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সকল গোলমাল থামিল। কিন্তু গোল থামিতে থামিতে সোডা লেমেনেডের দশবিশলক্ষ বোতল খালি হইয়া গেল। নাগরদোলা দশ বিশ কোটি বার ঘুরিয়া ফেলিল। এমন কি, এক এক খানা পাঁপরভাজা এক এক টাকা দরে বিক্রীত হইল। এমন সমারোহ যে রাজসূয় যজ্ঞেও হয় নাই, আমরা সে সংবাদ লইয়াছি।

বেগতিক দেখিয়া কাপ্তেন পল্টন ফিরাইয়া দিলেন। তখন পুলিশের সাহায্যে লোক বাছিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু ঠক বাছিতে যে গাঁ উজোড় হয়! তার উপায়? তখন অনেক গুলি দেশের বড় বড় মাথা একত্র হইয়া দুই চারিটি বিলাতী মাথার সাহায্যে স্থির করিল, সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবার টিকিট করা হউক। তাহাতে যে অর্থাগম হইবে, তাহার কতক দেশে 'স্বয়ম্বরের উপকারিতা' নামক প্রবন্ধে পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা হউক, কতক লোক ঠেঙ্গাইয়া পুলিসের হাতে যে বেদনা হইয়াছে, সেই বেদনা মারিতে ডারলিংটনের "পেন কিওরার" কিনিয়া দেওয়া হউক।

সন্ধ্যার পর রীতিমত প্রাবেশিক মূল্য দিয়া বরকুল আস্থানমণ্ডপে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সকল মঞ্চ পূরিয়া গেল। যে সকল মহাত্মা সন্তানকে সোনার সঙ্গে ওজন করিয়া, কন্যাকর্ত্তাগণের নিকট হইতে পণ লইবার প্রত্যাশায়, ছেলেদের পাঁচ ছয়টা পাশ করাইয়া জাওলা দিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের মাথায় সহসা বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেহ কেহ সভামণ্ডপ-দ্বারে আসিয়া হত্যা মারিল। কেহ কেহ বুদ্ধিমান প্রবেশিকা মূল্য দিয়া, মাথা গুঁজিয়া ঢুকিয়া পড়িল। পুরুষের ভাগ্য দেবতাও জানে না। যদি কন্যা ভুল করিয়া, পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া, বাপের গলায় বরমাল্য দেয়, তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হয়। পিতারও একটি স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, আর পুত্রের বিবাহে জমিদারি-সংগ্রহও কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

কিছুক্ষণ পরে ভিতরের গোল মিটিয়া গেল। টিকিটবিক্রেতা নিরঞ্জনকে সংবাদ দিল, সভাস্থলে আর সম্বিবা ধরিবার স্থান নাই। মঞ্চে মঞ্চে মানুষ ভরিয়াছে, মানুষের ঘাড়ে মানুষ চাপিয়াছে। কেহ কেহ বা কাহারও কাহারও কোলে উঠিয়াছে।

সহসা বাহিরে আবার একটা গোল উঠিল। নিরঞ্জন স্বয়ম্বর কার্য্যটা শাস্ত্রসম্মত করিবার জন্য বড় বড় অধ্যাপক আনাইয়া, ব্যবস্থা লইতেছিলেন। তাঁহারা এখন তৈলবটের পরিবর্ত্তে সভাগৃহে প্রবেশলাভের জন্য নিরঞ্জনকে ঘেরিয়া ধরিয়াছেন। নিরঞ্জনকে স্বর্গের চূড়ায় তুলিবার জন্য নানাজাতীয় শ্লোক-সোপানে উঠাইয়া দিতেছেন। দেবভাষা সংস্কৃতের এমনি মাহাত্ম্য যে, তাহার সাহায্যে চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, অতি বড় বুদ্ধিমান পণ্ডিতেও আপনাকে হারাইয়া ফেলে। নিরঞ্জনেরও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার জরা বিনা বার্দ্ধক্য, অধ্যয়ন বিনা পাণ্ডিত্য, রূপ বিনা সৌন্দর্য্য, অর্থ বিনা ঐশ্বর্য্য, ভূমি বিনা রাজত্ব ও শচী বিনা ইন্দ্রত্ব—এইরূপ নানাজাতীয় রূপকের ভিতর পড়িয়া, নিরঞ্জন কিয়ৎকালের জন্য, আমি কে, কোথায় আছি, কি করিতেছি, কি করিতে হইবে, সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই যেন নন্দনকাননটা চোখের উপর দেখিতেছিলেন। দুই চারিটা পারিজাতের ফুল তাঁহার নাকের উপর যেন ঝরিতে লাগিল। দুই চারিটা কল্পবৃক্ষের ফল তাঁহার মুখের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। ঐরাবত তাঁহাকে দেখিয়া যেন মাথা নামাইয়া

শুণ্ড ঘুরাইতে লাগিল। উচ্চৈশ্রবা তড়াক তড়াক করিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিল।

নিরঞ্জন তখন অতি নম্র ভাবে ব্রাহ্মণগণের নিকট সভাপ্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

চারি দিক হইতে অধ্যাপকমণ্ডলী সমস্বরে গাহিয়া উঠিল,—"জয়শ্রী সেনরাজঃ ত্রিভুবন-বিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী!"

১ অধ্যা। হে মহামহিমান্বিত সেনকুলভাস্কর!

২য় অধ্যা। হে সুধীর অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ বর্ণশঙ্কর!

৩য় অধ্যা। হে কন্দর্পগর্ব্বখর্ব্বকারী চারুসুন্দর!

৪র্থ অধ্যা। হে নরদেবতাসিদ্ধ শুভ্রযশস্তকর!

নিরঞ্জন। আপনারা এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যা'তে সুশৃঙ্খলায় কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১ম অধ্যা। আপনার এই তৈলবট-প্রতি-গ্রহণ কার্য্য সমাধা করে—

২য় অধ্যা। আজ্ঞে—তৈলবটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন আদেশ বিধান করে—

নিরঞ্জন। অন্য কোন আদেশ আবার কি?

৩য় অধ্যা। মহাত্মা আজন্মশুদ্ধঃ আফলোদয়-কর্ম্ম।

৪র্থ অধ্যা। আসমুদ্রক্ষীতীশঃ—

১ম অধ্যা। আজানুলম্বিতঃ—

২য় অধ্যা। আকর্ণবিশ্রান্তঃ, আনাক-রথবর্ত্ম—

নিরঞ্জন। আপনাদের বক্তব্য কি?

১ম অধ্যা। হা হা—বক্তব্য কি?—কি জানেন, কাকুৎস্থ গেহিনী জনকনন্দিনী, ত্রেতা-যুগে, রক্ষবংশধ্বংসাভিলাষিণী হয়ে, গুণনিধি রাঘবকে রাবণারি করবার জন্য, হরধনুর্ভঙ্গকারী সেই দয়াময় হরিকে স্বয়ম্বরে মাল্য প্রদান করেছিলেন।

২য় অধ্যা। ঠিক, ঠিক—

লজ্জাকীর্ত্তিজনকতনয়াঃ শৈবকোদণ্ডভঙ্গে,
ত্রিস্রঃ কন্যাঃ নিরুপমতয়া ভেজিরে রাঘবেন্দ্রং।

অর্থাৎ, রাঘবের মধ্যে ইন্দ্র হচ্ছেন যে রাম, সেই রামকে তিনকন্যা ভজনা করেছিলেন।

নিরঞ্জন। করেছিলেন, তাতে আমার কি? ঠাকুর! আর আমার অপেক্ষা করিবার সময় নাই। আমি চল্লুম।

৩য় অধ্যা। বেশ বেশ, চলুন চলুন—

নিরঞ্জন। আপনারা কোথায় যাবেন? সেখানে আপনাদের স্থান নাই।

৪র্থ অধ্যা। কি জানেন, দ্বাপরে কুরুকুল নির্ম্মূল করতে দ্রুপদনন্দিনী স্বয়ম্বরা—তাতে কি জানেন—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র,—এই চতুর্ব্বর্ণেরই শুভাগমনে সেই স্বয়ম্বর-সভা—কি জানেন?

১ম অধ্যা। কি জানেন—যথা কাশীদাসে —দ্বিজ হৌক, ক্ষত্র হৌক, বৈশ্য শূদ্র আদি—

নিরঞ্জন। কি জ্বালা!—আপনারা বলতে চান কি?—আরও কিছু অর্থের কি প্রার্থনা করেন?

১ম অধ্যা। আজ্ঞে অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং—

নিরঞ্জন। ঠাকুর! পয়সা নাওত নাও, না নাও, ঘরে যাও।

ব্রাহ্মণগণ আবার তাঁহাকে বিশেষ করিয়া ঘেরিল। নিরঞ্জন এতক্ষণ কতকটা ভাবাবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণগণের বারংবার বাধায়, তাঁর ভাব ভাঙিয়া গেল। একটু রুক্ষভাবে বলিলেন "তোমরা কি চাও?"

সকলে। ক্রুদ্ধো মা ভব, ক্রুদ্ধো মা ভব।

নিরঞ্জন। তবে কি বলতে চাও, শিগ্‌গির বল। আমি তোমাদের জন্য মিছে সময় নষ্ট ক'রতে পারি না।

সকলে। ক্রোধং মা কুরু, ক্রোধং মা কুরু!

নিরঞ্জন। আরে মল। এ ত ভাল বিপদেই পড়া গেল।—দেখ ঠাকুররা, তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করচ।

১ম অধ্যা। মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং।

সকলে। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।

নিরঞ্জন। কে আছ, এখানে এস ত হে। এই বামুনগুলোকে গলা টিপে এখান হ'তে বার করে দাও ত।

২য় অধ্যা। কি! সামান্য তৈলবটের লোভে আমরা ধাঙ্গড়ের গলায় পৈতে দেবার ব্যবস্থা দিচ্ছি, আমাদের গলায় হস্ত প্রক্ষেপ করতে তোমার বাহুবল্লী ভগ্ন হবে না?

৩য় অধ্যা। তোমার করকমলিনী এত সাহসিনী!—

এই সময়ে একজন বলন্টিয়ার (১) আসিয়া নিরঞ্জনকে সংবাদ দিল কুমারী একা সভামণ্ডপে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক।

৪র্থ অধ্যা। একা!—অনিচ্ছুকা!—

১ম অধ্যা। অহো! ভর্তৃদারিকার একা স্বয়ম্বরে থাকা কোন্ বর্ব্বরে বিধান দিলেক?

৩য় অধ্যা। কোন্ প্রজ্ঞাশূন্য, বাগাড়ম্বরপ্রিয় শাস্ত্রমর্ম্মানভিজ্ঞ অজ্ঞাতকুলশীল অধ্যাপক এমন অশাস্ত্রীয় বিধানটা প্রদত্ত করিলেক?

নিরঞ্জন। সে ত তোমরাই। বিটলে বামুন! দাও আমার টাকা ফিরিয়ে।

৩য় অধ্যা। হা হা হা। ভ্রমপ্রমাদবশতঃ তাদৃশী ব্যবস্থা প্রদত্তা।

৪র্থ অধ্যা। তাই বা কেন?—শাস্ত্রেষ-কুণ্ঠিতা বুদ্ধিঃ—কি বল সার্ব্বভৌম?

২য় অধ্যা। সে ত বিধান আছে। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

নিরঞ্জন। নাও, এখন বেড়র বেড়র রেখে, কি করতে হবে বল?

১ম অধ্যা। একজন বেত্রধারিণী সখীর প্রয়োজন। তিনি ভর্তৃদারিকাকে অর্থাৎ কুমারীকে সহচরী করত, প্রতিমঞ্চের সম্মুখে যাওত বরপাত্রের কুলশীল বিঘোষিত করিবেন।

নিরঞ্জন। বেত্রধারিণী আবার কি?

২য় অধ্যা। বেত্রধারিণী বললেও হয়—বেত্রধরা বললেও হয়।

৩য় অধ্যা। শুদ্ধমাত্র বেত্রধরও বললেও হয়।

৪র্থ অধ্যা। বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা বললেই ভাল হয়।

নিরঞ্জন। আর তোমাদের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করলে আরও ভাল হয়। কি আপদেই পড়া গেছে—বলি সে জিনিসটে কি?

১ম অধ্যা। আজ্ঞে, তিনি বস্তু নহেন, ব্যক্তি।

বলন্টিয়ার। তা ত বোঝা গেছে—তিনি পুরুষ কি স্ত্রী?

২য় অধ্যা। আরে বাপু! তিনি ত্রিবৃ—অর্থাৎ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃতা—শ্রীবিষ্ণু, ব্যবহৃত হইতে পারেন।

নিরঞ্জন। সব হইতে পারেন, আর তোমাদের মুণ্ডচর্ব্বণ করিতে পারেন না!

এই সময় আর এক জন বলন্টিয়ার আসিয়া বলিল, "মহাশয়,আর বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন কেন? এ দিকে সাতটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই।" নিরঞ্জন তখন নিরুপায় হইয়া আবার একটু নরম হইলেন। হাতজোড় করিয়া বলিলেন—"কি করিতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র বলুন। বাজে কথায় আমার সমস্ত আয়োজন পণ্ড করাইবেন না।"

(১) উপযাচক হইয়া পরসেবায় নিযুক্ত বীর।

বলণ্টিয়ার। বেত্রধারিণী কি সহচরী?

১ম অধ্যা। হাঁ—কিন্তু অনুক্রমজ্ঞা।

বলণ্টিয়ার। পুরুষ হইলে হয় না?

২য় অধ্যা। কেন হবে না? অবশ্য হবে! তবে তিনি হবেন, শ্মশ্রুগুম্ফবিরহিতা।

৩য় অধ্যা। শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! কি বললে হে সার্ব্বভৌম, কথাটা যে ব্যকরণদুষ্টা।

বলণ্টিয়ার। আপনারা হইলে চলিবে কি?

সকলে। হা হা হা!—(উচ্চহাস্য) চলিবে চলিবে—বিশিষ্টভাবেই চলিবে।

৪র্থ অধ্যা। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

নিরঞ্জন। কি! এই কটা পাগলকে সভায় প্রবেশ করিয়ে সব মাটী ক'রে বসব? নাও, ওদের দু'চার টাকা দিয়ে বিদেয় করে দাও। এখন আর মেয়ে কোথাই পাই, আমি নিজেই না হয় তারে সঙ্গে করে আনি।

১ম অধ্যা। কিন্তু মহোদয় যে শ্মশ্রুগুম্ফ-সমন্বিত।

নিরঞ্জন। পরামাণিক!—

প্রামাণিক ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন বলিলেন,—"দে, আমার গোঁপ দাড়ী কামাইয়া দে।" প্রামাণিক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

নিরঞ্জন। দে না বেটা! আমি যে আর দাঁড়াতে পারি না।

ব্রাহ্মণগণ বাধা দিল,—"হাঁ হাঁ—রাত্রিকালে ক্ষৌরকার্য্যং ন বিদুষাং মতং।" নিরঞ্জন এই-বারে একটা লাঠী লইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। অধ্যাপকগণ "অকর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য" বলিয়া হাত তুলিল এবং নিজ নিজ মত লইয়া প্রমাণ-প্রয়োগাদি করিতে ব্যস্ত হইল। ইত্যবসরে নিরঞ্জন ক্ষৌরকার্য্য সমাপন করিলেন।

তার পর দর্পণে মুখ দেখিলেন, আপনাকে চিনিতে পারিলেন না। ক্রোধে দর্পণে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। "কে তুই, কে তুই" বলিয়া প্রতি-বিম্বের দিকে মুখভঙ্গী করিলেন। মুখভঙ্গীতে সে নিরঞ্জনকে উত্তর দিল। দর্পণ দূরে ফেলিয়া নিরঞ্জন সভাপ্রবিষ্ট হইতে যাইতেছেন, দ্বারবান চিনিতে পারিল না, বাধা দিল। তখন অতি-ক্রোধে, তাঁহার এই দুরবস্থার কারণ সেই তর্ক-নিরত ব্রাহ্মণগুলাকে মারিতে গেলেন। বেগতিক দেখিয়া বলণ্টিয়ারগণ তাঁহাকে চ্যাঙদোলা করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল!

অসমাপিকা।

যেদিন সন্ধ্যায় নিরঞ্জন গোঁফ দাড়ী মুড়াইয়া দূতী সাজিলেন, সেই দিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া ঘুমন্ত চোখেই কাননিকা একটি কবিতা লিখিয়াছিল।

আমি একা একা ঘরে বসে আছি,
কিছুই নাহিক কাজ।
শুধু বসে থাকা শুধু বিড়ম্বনা,
যা' হোক করিব আজ।
টেবিলের পর সারি সারি সারি
ছিল যত বাঁধা বই—
শুধু মুখপানে চাহিয়া রহিল—
"অবাক করিলে সই!
এতগুলা সখী আছি চারিধারে
লয়ে এতগুলা হিয়া;
ভাঙ্গে না কি সই আলস তোমার
তাহার একটি নিয়া?"
"ভাঙে না কি সই আলস তোমার?"
কহিল দেয়ালে ছবি—
গিরি উপবন, সাগর-গগন,
অভ্র ভেদিয়া রবি,

কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীর,
ভ্রমর-সেবিত ফুল,
সলিল-সেবিত শ্যামল প্রান্তর
বক্র নদীর কূল,
সমীর-সেবিতা সরসীর তীরে
তরুলতা নানা জাতি,
তারা-নিষেবিত স্থির শশাঙ্ক,
চাঁদিনী-সেবিতা রাতি।
"ভাঙে নাকি সই! আলস তোমার?"
কহিল দেয়ালে ছবি—
চির-জাগন্ত সমর-বিজয়ী,
চির-ঘুমন্ত কবি,
জল-ভরা আঁখি, প্রথম মিলন,
মুখ ভরা ভরা হাসি,
বক্ষ ভরা ঘন কম্পন
দীর্ঘ-নিশাস-রাশি।
মৃগ-শিশু-ধরা দুধের বালক,
মেষ-শিশু-ধরা মেয়ে,
নব বিরহীর শিলায় শয়ন
নৈশশূন্যে চেয়ে।
"ভাঙে নাকি সই! আলস তোমার?"
মোরা যদি কথা বলি,
মোরা যদি ভাই, ভুলায়ে তোমার
হাতে তুলি দিই তুলি?
নিরালায় বসে থাকিবে আলসে?
বিষম তোমার ভুল।"
সাজিতে বসিয়া কহিল হাসিয়া
ফুটে-ওঠা-ওঠা ফুল।
সমীর-চুম্বিত চন্দ্র-কিরণ
কুসুম-গন্ধে ভরা,
বাতায়ন-পথে পশিয়া পশিয়া
আমারে করিল ঘেরা।
আমারে ঘেরিল সুধার ধারায়
দূর কোকিলের গান।
আমারে দেখিল দূর দরশনে
একটি নিভৃত স্থান।
আমারে ডাকিল মধুর মর্ম্মরে
শ্যাম সুন্দর বট,
আর তার সেই ছায়া সোহাগিনী
শ্যাম সরসীর তট।
আমি একা একা ঘরে বসে আছি,
কিছুই নাহিক কাজ,
শুধু বসে থাকা শুধু বিড়ম্বনা,
যা হোক করিব আজ;
ভাঙিব আলস, এমন সময়
ফুল-গন্ধ-স্রোতে
ভাসিয়া আসিল মধুর কণ্ঠ
মধুর চাঁদিনী রাতে।
খুলে দিল কত তন্ন তন্ন
জীবনের ইতিহাস,
ঢেলে দিল কত অশ্রু-গর্ভ
বছরের বার মাস!
এনে দিল কত আদর সোহাগ,
এনে দিল কত জ্বালা,
ধরে দিল কত পাদ্য অর্ঘ্য,
খুলে দিল কত মালা।
উচ্চে উচ্চে উঠিল কণ্ঠ,
আকাশে ডাকিল বান;
কি করি কি করি ভাবিতে ভাবিতে
ভাসিয়া যাইল প্রাণ।
শুধু বসে থাকা শুধু বিড়ম্বনা
কি আর করিব কাজ?
হে অজ্ঞাত! তোমার সঙ্গে
আমিও গাইব আজ।
হে অজ্ঞাত! হে অনিশ্চিত!
হে নিঠুর! শুধু স্বর।

জীবনের পথে করিতে সঙ্গিনী
হবে কি আমার বর ?
জীবনের পথে করিতে সঙ্গী,
কাঁপিয়া কণ্ঠ গায়,
লইবে কি মোরে হে চারু নিঠুরে !
রাখিবে কি রাঙা পায় ?
আমি বলি তুমি আমার রাজা,
সে বলে আমার রাণী ;
আমি বলি তুমি বড়ই পাগল
সে বলে পাগলিনী।
আমি বলি তুমি এস না নিকটে,
সে বলে কেন হে দূরে ?
আমি বলি তুমি জ্ঞানশূন্য,
সে বলে তোমার তরে।
আমি বলি তুমি চুপ করে রও,
সে বলে কয়ো না কথা ;
তোমার উপর রাগটি আমার
মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা।
আমি বলি তুমি সেই সে পঞ্চমে
একবার দেখা দিলে।
সে বলে তুমি এই এত কাল
কেমনে রয়েছ ভুলে ?
সে কি মোর দোষ ? তবে কি আমার ?
তবে হে সে দোষ কার ?
যুগ্ম কণ্ঠে গাইয়া উঠিনু
দোষ শুধু বিধাতার।
আমার কণ্ঠ ধরিয়া আসিল,
ওদিকে থামিল গান ;
কথা হল শুধু,— হল নাক দান,
হল নাক প্রতিদান।

এর পর আর লিখিবার কিছু ছিল কি না, জানি না ; কিন্তু কাননিকার আর লেখা হইল না। লিখিতে লিখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। দুই এক ফোঁটা জল পত্রের উপর পড় পড় হইল। কাননিকা চেষ্টা করিয়া স্রোত নিবারণ করিতে গেল ; হাত দিয়া বার বার চোখ মুছিল। কিন্তু স্রোত থামিল না। আপনা আপনি বলিল—"থাক্‌, আর লিখিব না। হৃদয়ের সকল কথা অক্ষরে ফেলিবার ধৃষ্টতা আর করিব না। অশ্রুজলের অক্ষর কই ? লিখিয়া কি এ মহাকাব্যের শেষ করিতে পারিব ? তবে এ অতৃপ্ত উন্মত্ত হৃদয় লইয়া আকাঙ্ক্ষার পারে যাইবার এ বিড়ম্বনা কেন ? যেখানে কামনার অপূর্ণতাই তৃপ্তি, যেখানে ভাবের উন্মেষেই ভাবশূন্যতা, আলস্যই যেখানে কার্য্য, সেখানে কাজ করিয়াছি বলিয়া এ অহঙ্কার কেন ? কাজ নাই কবিতা লিখিয়া। হে ঈপ্সিত ! হে সুন্দর ! একবার কি দেখা দিবে ? নিষ্ঠুর ! আমার এ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া এত ছল কৌশল কেন ? তোমার স্বরতরঙ্গ বক্ষে ধরিয়াই কি জীবন কাটাইব ? তোমার সৌন্দর্য্যসাগরে কি এক দণ্ডের তরেও ডুবিতে পাইব না ? কাল সারা-নিশি তোমায় দেখিবার জন্য আকাশ পানে চাহিয়া রহিলাম ! পৃথিবী পানে চাহিতে সাহস হইল না। হয় তুমি চাঁদ, কিংবা তোমাকে পাইয়া চাঁদ এত সুন্দর। তুমি কি পৃথিবীর কণ্টকময় বুকে কোমল চরণ দুটি ভ্রমেও কখন রাখিয়াছ ? হে আমার প্রভু ! যুগযুগান্তের বিরহ আনিয়া একবার দাসীর পায় ঢালিয়া দাও। হে চাঁদের ধন ! দাসীর হৃদয়-বহ্নি নিবাইতে চাঁদের সঙ্গে গলিয়া যাও !"

প্রথম মিলন কি শুধু একবার ? দুই বার দশ বার নয়, শত বার :সহস্র বার নয়, দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে নয় ? মিছে কথা। সমীরণ-স্পর্শ পলে পলে নূতন ! প্রেম অনন্ত ! তাহার বিরাট অঙ্গের যেখানে হাত দিবে, সেইখানেই নূতন

স্পর্শসুখানুভব। যেখানে দেখিবে, সেইখানেই নূতন। যখন মিলিবে, তখনই প্রথম। সে মিলনে পলের সহিত পর-পলের সম্বন্ধ নাই, দণ্ড হইলে দণ্ডান্তর বহুদূর, মাস হইতে মাসান্তর জন্মান্তরবিস্মৃতি, বৎসর হইতে বৎসর প্রলয়!

কাননিকা বলিল, "হে আমার প্রভু! যুগযুগান্তের বিরহ আনিয়া দাসীর পায় ঢালিয়া দাও।" প্রিয় সঙ্গে শুধু মুখের কথা কহিয়া কাননিকার তৃপ্তি নাই। বুঝি দেখিলে, কাছে রাখিলে সকল তৃপ্তি মিলিবে! ভ্রম ভ্রম—পরস্পরলিপ্সু দুইটি হৃদয়ের মধ্যে অস্থিপঞ্জরের যে ব্যবধান আছে!

কবিতা লিখিয়া কাননিকার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না; ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনার মীমাংসা হইল না; কাঁদিয়া চোখের জল ফুরাইল না। কাননিকা স্থির করিল, আর ভাবিব না, আর কবিতা লিখিব না। যা লিখিয়াছি, এও রাখিব না। এই বলিয়া কবিতাটি ছিঁড়িতে যাইতেছে, অমনি পশ্চাৎ হইতে একটি কোমল কর, তাহার কোমলতর কর ধরিয়া ফেলিল। কাননিকা ফিরিয়া দেখিল, হরিদাসী ঠানদিদি।

তাহাকে দেখিয়া লজ্জাভয়ে কাননিকার মুখ শুখাইয়া গেল।

জম্বুলমালিকা।*

হরিদাসী কাননিকার মাতামহীর দূরসম্পর্কীয়া ভ্রাতৃজায়া, নিরঞ্জনের শ্যালকপত্নী, কিন্তু ভামিনীর সমবয়সী সখী। ভামিনী তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না, হরিদাসীও দুই দিন ভামিনীর সংবাদ না পাইলে নিরঞ্জনের বাটীতে ছুটিয়া আসিত। স্নেহময়ী নিরঞ্জন-পত্নী তাহাকে আপনার কন্যার ন্যায় দেখিতেন। নিরঞ্জনও হরিদাসীকে বড় ভালবাসিতেন। নিরঞ্জন ননন্দৃপতি, কাজেই হরিদাসী তাহার সম্মুখে প্রগল্‌ভা হইতে কুণ্ঠিতা হইত না। হরিদাসীর স্বামী সত্যপ্রিয় রায় একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তিনি সেকালের আচারনিষ্ঠ হিন্দু। নিরঞ্জনের সাহেবিয়ানায় তিনি বড় তুষ্ট ছিলেন না। বড় আত্মীয় বলিয়া তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেনপরিবারের সহিত সংস্রব রাখিতেন। আর সেই জন্য স্ত্রীকে সেনেদের বাড়ী যাতায়াত করিতে বড় নিষেধ করিতেন না। তাহার উপর তিনি হরিদাসীকে অতি দরিদ্রের ঘর হইতে আনিয়াছিলেন। পাছে কোন কথা বলিলে নিজের পৈতৃক অবস্থার স্মরণ করিয়া হরিদাসী দুঃখিতা হয়, এই ভয়ে তিনি তাহার উপর বড় একটা হুকুম চালাইতেন না! পরন্তু গৃহকার্য্যের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাহার হাতেই ন্যস্ত করিয়া সত্যপ্রিয় কতকটা তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অভ্যাসদোষে সে অধীনতাটা তাঁহার প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছিল। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিত। স্বাধীনতার সুব্যবহারে হরিদাসী সত্যপ্রিয়ের গৃহে একটী সোণার সংসার করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যপ্রিয়ের সন্তানাদি ছিল না। থাকিবার মধ্যে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তাহাকে লইয়াই হরিদাসীর সংসার। তাহার বধূ, পুত্র ও কন্যা লইয়া হরিদাসী এমন ঘর পাতিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার ভিতর পড়িয়া সত্যপ্রিয় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনাকে অপুত্রক বুঝিতে পারিতেন না। হরিদাসীর সব কাজই ভাল, কেবল একটী কাজ সত্যপ্রিয়ের চোখে বড় ভাল ঠেকিত না। হরিদাসী তাহাকে কিছুই না বলিয়া নিরঞ্জনের পরিবারবর্গকে,—বিশেষ ভামিনীকে—একটু

* বরপক্ষীয় স্ত্রীগণের পরিহাস বাক্যপরম্পরা।

অধিক রকমের ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের সঙ্গে বড় মাখামাখি করিত। সে ভালবাসার স্রোতে পড়িয়া পাছে স্বর্ণলতিকারূপিণী হরিদাসী ভাসিয়া যায়, পাছে মূর্খ স্বামীর সঙ্গে তাহার ভক্তিবাঁধনটুকু ছিঁড়িয়া যায়, পাছে বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব, অতিথি-সৎকারাদি ক্রিয়াকলাপ উঠিয়া যায়, এই ভয়ে সত্যপ্রিয় তাঁহার স্ত্রীর সেনেদের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবে মুখ ফুটিয়া সোজাসুজি ভাবে গৃহিণীকে বড় একটা কিছু বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, ঠারেঠোরে রহস্যের ছলে বলা না বলা করিয়া, দুই একটা কথা হরিদাসীকে শুনাইতেন। বুদ্ধিমতী হরিদাসী স্বামীর মনোগত ভাব এই রহস্যের ভিতর হইতেই বুঝিয়া লইত। কিন্তু কোনমতেই সে সেনে-দের বাড়ী না যাইয়া থাকিতে পারিত না। এতই সে ভামিনীকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু যে দিন হইতে নিরঞ্জন জামাতাকে গৃহ হইতে বহি-ষ্কৃত করিয়া দিলেন, সেই দিন হইতে আপনা-আপনি কি বুঝিয়া হরিদাসী সেনেদের বাড়ী যাওয়ায় ক্ষান্ত দিয়াছিল। আজ কাননিকার স্বয়ম্বরের সংবাদ পাইয়া, হরিদাসী বহুকালের পর এখানে আসিয়াছে।

এইবারে একটী পূর্ব্বাভাস দিয়া স্বয়ম্বর-কাহিনী বর্ণনা করিব। রমণীচরণ নিরঞ্জনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে হরিদাসীর আশ্রয় গ্রহণ করে। অপূর্ব্বকৃষ্ণ বলিয়া হরিদাসীর এক ভাই ছিল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ শিক্ষিত যুবক। ভগিনী-পতির সাহায্যে তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। নিজের অবস্থা সচ্ছল নহে বলিয়া তাহার বিবাহে অভিরুচি ছিল না। ভগিনী ও ভগিনীপতি তাহাকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিল, অপূর্ব্ব তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করে নাই। বারংবার অনুরোধে অপূর্ব্বকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিল। একদিন সন্ধ্যায় সঙ্গোপনে সে বাটী হইতে বাহির হইতেছে, এমন সময় সে শুনিল যে, রমণীচরণ শ্বশুরগৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছে। কারণ জানিবার জন্য সে ভগিনীকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। হরিদাসী তাহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইয়া, রমণীচরণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহার শরণাপন্ন হইল। ঘটনা শুনিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণের অপূর্ব্ব রুক্মিনী কাননিকা হরণে অভিলাষ হইল। তদবধি দূরের সঙ্গীত রূপে কৃষ্ণের বাঁশি বাজিয়া উঠিল। কখন বাঁশি বাজাইয়া, কখন যোগী সাজিয়া, কখন সাক্ষী হইয়া, অপূর্ব্বকৃষ্ণ কাননিকার মনোহরণের চেষ্টা করিল। সর্ব্বশেষে বটুকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া মটুক নাম ধরিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। সর্ব্বশেষে হরিদাসী সহোদরের সাহায্য করিতে সেনগৃহে প্রবেশ করিল।

সেনগৃহের সবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও কথাবার্ত্তা কহিয়া হরিদাসীর আবার পূর্ব্বপ্রাণ খুলিয়া গিয়াছে। তবে ভামিনীকে দেখিয়াই সে একটু কাঁদিয়াছে। আর রমণীচরণের কথার উল্লেখ করিয়া একটু মিষ্ট তিরস্কারও করিয়াছে। দুইটী সখীর বহুদিনের পর পুনর্মিলনে দুই জনে-রই উপর কিছু কার্য্য করিল। হরিদাসী আহ্লাদে গলিয়া গেল, আর ভামিনীর উপর যা একটু আধটু ঘৃণা ছিল, সব ভুলিয়া গেল। আর পতিসোহাগিনী হিন্দু সাধ্বীর অশ্রুপূর্ণ তরল নয়নজ্যোতিঃ পতিত্যাগিনীর চোখে পড়িয়া তাহাকে কিছু অনুতপ্তা করিল। ভামিনী বুঝিল,—

"সুখ, অতি আকাঙ্ক্ষায় সরলা ললনা প্রায়
লজ্জায় বসনে ঢাকে মুখ ;
হেথায় যে সুখ ক'রে, সদা কাল ঘুরে মরে,
তাহার কপালে নাই সুখ।"

আর বুঝিল, হিন্দু রমণীর পতি ভিন্ন গতি নাই। তাহার পিতৃতিরস্কারে ও তাহার নিজের অবজ্ঞায় স্বামীর গৃহত্যাগের ছবি জীবন্ত হইয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। অপমানিত স্বামী আর ফিরিল না, তাহার তেজোগর্ব্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতে, সে আর তাহার সংবাদ লইল না। আর একটী বিশেষ দুঃখ, তাহার "সবে ধন নীলমণি" কন্যা কাননিকাকে আর কেহ তাহার মত করিয়া ভালবাসিল না। এইটীই তাহার বিশেষ দুঃখ। নিরঞ্জন কাননিকাকে যথেষ্ট ভালবাসে। কিন্তু তবুও কেমন তাহাতে ভামিনীর তৃপ্তি হয় না। সে ভালবাসায় তরলতা নাই। কাননিকার মুখে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া সে ভালবাসা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। এই অভাবটী সে বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছিল। ভামিনী হরিদাসীর কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করিল। হরিদাসী প্রতিকারের আশ্বাস দিল। বলিল, "রোস্, আগে তোর মেয়ের স্বয়ম্বর ব্যাপার মিটিয়া যাক্, তোর বাপের তেজ ভাঙ্গিয়া যাক্, তার পর যা হ'ক একটা উপায় করিব।"

হরিদাসী তাহাকে কাননিকার ঘর দেখাইয়া দিতে বলিল। ভামিনী নিজে সঙ্গে করিয়া কাননিকার কাছে লইয়া যাইতে চাহিল। হরিদাসী নিষেধ করিল,—বলিল, "আমি একা যাইব।"

কাননিকার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কাননিকা কি করিতেছে। পা টিপিয়া পা টিপিয়া তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। কাননিকা জানিতে পারিল না, আপনার মনেই লিখিতে লাগিল। লেখা শেষ করিয়া কাননী আপনার মনে যে কথা গুলি কহিতে লাগিল, হরিদাসী সব শুনিল। তার পর যেই কাননিকা কবিতাটী ছিঁড়িতে উদ্যত হইল, অমনি তার হাত ধরিয়া ফেলিল। কাননিকা পাছু ফিরিয়া দেখে—হরিদাসী ঠানদিদি। সমস্ত কথা শুনিয়াছে ভাবিয়া লজ্জায় ও ভয়ে বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল।

হরিদাসী কাননিকার ভাবান্তর বুঝিতে পারিল, এবং সেই জন্য তাহাকে আবার পূর্ব্ব-ভাবে আনিবার জন্য বলিল,—"দেখি দিখি, সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিবার বল তোর আছে কি না। আমার হাত ছাড়াইতে পারিলে বুঝিব তুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবি, বরের ঝাঁক হইতে মনোমত স্বামীটী বাছিয়া লইবি। দুই জনে সাঁতারিয়া কূলে উঠিবি।" কাননিকা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আমি যে হার মানিলাম ঠানদিদি! তোমার হাত ত ছাড়াইতে পারিলাম না।"

হরিদাসী। তবে আর স্বয়ম্বর সভায় যাইয়া কি করিবি? সেখানে স্বামীটীকে ত পাইবিই না, শেষে কার গলায় মালা দিতে কার গলায় মালা দিবি। আমার বরটীও যে তোকে বে করিবার জন্য আসিয়াছে।

কাননিকা। ঠাকুরদাদা আসিয়াছে পাণি-গ্রহণ করিতে, ঠানদিদি হাত ধরিল কেন?

হরিদাসী। তোর হাতে আর কেহ হাত দিয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য।

কাননিকা। আর কেহ এ হাতে হাত দিলে, ঠানদিদির বর কি আমায় লইবে না?—ভাল পরীক্ষায় বুঝিলে কি!

হরিদাসী। বুঝিলাম, কাননিকার হাত দূর হইতে কে ধরিয়াছে। কাননিকা তার ঠান-দিদির কাছে সে হাতের মালিককে গোপন করিবার জন্য মন-ভুলান হাসি হাসিয়া, তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টায় আছে।

আর বুঝিলাম, একটি বিদুষী, জ্ঞানগর্ব্বিণী বালিকা পুরুষোচিত হৃদয়বল ধরিয়াও, স্বাবলম্বনে অসমসাহসিনী হইয়াও, কোন একটি বিশেষ কারণে, ভয়নাশিনী ঠানদিদিকে দেখিয়া ভীতা হইয়াছে। তার বায়ুতাড়িতা নাড়ী দ্রুতগামিনী, লজ্জা ভয়ে মুখ আরক্তিম, হস্তকম্পনে পত্রিকা পতনোন্মুখী।

হরিদাসী পত্রিকা খানি কাননিকার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। কাননিকা চিত্রপুত্তলিকার মত ঠাকুরাণী দিদির পানে চাহিয়া রহিল, একটীও কথা কহিল না।

হরিদাসী পত্রপাঠান্তে কাননিকার মুখের দিকে চাহিল। কাননিকা হাসিয়া বলিল,—"মুখের দিকে দেখিতেছ কি?—তুমি যা ভাবিতেছ, তার কিছুই নয়। আমি মাসিক পত্রে দিবার জন্য কবিতাটী লিখিয়াছি। পত্রিকা-সম্পাদককে পাঠাইবার জন্য মোড়কে পূরিতেছিলাম।

হরিদাসী। অসম্পূর্ণ কবিতা পাঠাইলে সম্পাদক ছাপাইবে কেন? তাহার সঙ্গে হাতের কম্পন, বক্ষের তরঙ্গ, আর চোখের লজ্জা-সংকোচ গুলাও পাঠাইয়া দে। নইলে সম্পাদক সে বুঝিতে পারিবে না, ছাপাইতে ফুর্ত্তি পাইবে না।

কাননিকা। সে গুলা এর পর মল্লিনাথ ঠানদিদির টীকা টিপ্পনীর সহিত টেলিগ্রাফে পাঠাইয়া দিব। রহস্যের কথা ছাড়িয়া বাড়ীর কে কেমন আছে বল।

হরিদাসী। বাড়ীর সবাই ভাল, কেবল একটি মূর্ত্তিমান গান, কাননিকার স্বয়ম্বর-কথা শুনিয়া শয্যায় গা ঢালিয়া দিয়াছে। তারই রোগের চিকিৎসা করিবার জন্য আমি তোদের বাড়ী আসিয়াছি। নহিলে তোদের সাহেব বিবির বাড়ী আমাকে আর কবে আসিতে দেখিয়াছিস্?—এই বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া হরিদাসী গমনোদ্যতা হইল। কাননিকা পাছু হইতে ডাকিল, "ঠানদিদি।"

হরিদাসী বলিল, "বাড়ী চলিয়াছি, আবার পাছু ডাকিলি কেন?"

কাননিকা। বহুকালের পরে নাতিনীর গৃহে যদি পদধূলিই পড়িল, ত সে ধূলি একটু মাথায় না লইয়া ছাড়িব কি?—

হরিদাসী ফিরিল। কাননিকার মুখ দেখিয়া বুঝিল সে তাহার মনোভাব বুঝিয়াছে।—বলিল, "কি বলিস্? থাকিব কি যাইব?"

কাননিকা হরিদাসীর হাত ধরিল। তারপর বলিব বলিব করিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। কেবলমাত্র একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হরিদাসী তখন আর রহস্য করিল না; রহস্য করিবার সময়ও ছিল না, বাহির হইতে ভামিনী তাহাকে ডাকিতেছিল। বলিল "আর ত আমি দাঁড়াইতে পারি না। আমি এক কথা বলি। বুঝিয়াছি, এ স্বয়ম্বরে তোর বিন্দুমাত্রও মত নাই।"

কাননিকা তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমাকে এই স্বয়ম্বরের হাত হইতে রক্ষা কর। ঠানদিদি! সহস্র লোকের সম্মুখে নির্লজ্জ হইয়া কেমন করিয়া দাঁড়াইব?"

হরিদাসী। স্বয়ম্বরের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি না। তবে তোর গানকে আমি ধরিয়া আনিতে পারি। আর সেই সঙ্গে তোর দাদাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারি। এত লেখা পড়া শিখিয়াছিস্, বই লিখিয়াছিস্, উপদেশ দিতে পারিস্, আর প্রেমস্পর্শে এমন হতভম্ব হইয়া গেলি যে, আমারও কাছে সাহস করিয়া মনের কথা খুলিতে পারিতেছিস্ না?

কাননিকা। গানকে তুমি দেখিয়াছ ?

হরিদাসী। গানকে বিবাহ করিবি ?

কাননিকা। দূর্‌! গান শুনিব, বিবাহ করিতে যাইব কেন ?

হরিদাসী। তবে তোর দাদাকে একটা তানসেনের বাচ্ছা ধরিয়া আনিতে বলি। তবে আর এ স্বয়ম্বরের কথায় মত দিলি কেন ?

কাননিকা। দাদা কি কারও মত শোনে ? প্রতিবাদ করিতে গেলে বিপরীত হয়।

হরিদাসী। তোর সে যদি না আসে, স্বয়ম্বর সভায় যাইয়া কি করিবি ?

কাননিকা। তা হইলে কদাকার, কুরূপ, মূর্খ, বৃদ্ধ, যাহাকে দেখিলে বিশ্বপ্রেমিকেরও মনে ঘৃণার উদয় হয়, তাহার গলায় মালা দিব।

হরিদাসী। এত অভিমান লইয়া কেমন করিয়া নীরবে বসিয়াছিলি ?

এই বলিয়া হরিদাসী কাননিকার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে বলিল, "এখন আর অন্য কথা নয়। এর পর যাহা যাহা করিতে বলিব, করিবি। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, তোর পূর্ব্বজন্মের বড় সুকৃতি যে, এমন বরের হাতে পড়িবি।—কিন্তু যা, বড় ভুল হইয়া গিয়াছে!"

কাননিকা হাসিয়া বলিল,—"একেবারে বড়ই ভুল নাকি ঠানদিদি ?"

হরিদাসী। অত দূর নয়, তবে কাছাকাছি বটে। সেখানে জুতা খুলিয়া মল পরিতে হইবে, চেয়ার ছাড়িয়া পিঁড়িতে বসিতে হইবে, উল ছাড়িয়া ফুল ধরিতে হইবে।

কাননিকা। আর ঠাকুরদাদার পাকাচুলের মুলোৎপাটন করিতে হইবে। ঠানদিদি! বল ত এখন হইতেই গেরুয়া ধরি।

চারি দিক হইতে কোলাহল উঠিল। বাড়ীর বাহিরে চারি দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল। বাটীর ভিতরে কুটুম্বিনীকুল দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই লোক-তরঙ্গে ডুবিল।

এ সংসারে আপনার সামগ্রীর আর দ্বিতীয় মিলিল না। আপনার সামগ্রী যেমন সুন্দর, পৃথিবীতে তেমন ধারা সুন্দর আর কই ? আমার ছেলেটী যেন চাঁদের শিশুটী, খায় এত ক'টী, ঘুরে বেড়ায় যেন লাটিমটী। ওর ছেলেটা, যেন কোকিলের ছাঁ-টা, গিলে এতটা, লাফিয়ে বেড়ায় যেন বাঁদরটা। আমার সামগ্রীর তুলনা নাই। তার গালাগালি ও বিকট চীৎকার অন্যের সুরলয়যোগের গীত হইতেও মধুর। তাহার নখাগ্রভাগের কোমলতার তুলনায় অন্যের অধরপ্রান্তও কঠিন।

ললনাকুল সেনগৃহে আসিয়া যে যার পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল। আর কাননিকা সম্বন্ধে আইনমত আপন আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বসিয়া গেল। অর্থাৎ যে আসিল, সেই ভামিনীর সঙ্গে বেয়ান সম্বন্ধ পাতাইয়া লইল। এক দণ্ডে কাননিকা সহস্র শাশুড়ীর পুত্রবধূ হইল। অযুত ননদীর বউদিদি হইল। কেহ "মা আমার গৃহলক্ষ্মী" বলিয়া বালিকার মুখ চুম্বন করিল! কেহ হাতের মাপ লইল—স্বর্ণকারকে রতন চুর গড়িতে দিবার জন্য। কেহ কর্ণের ছিদ্র গুণিতে গেল—কয়টী মাকড়ী ধরে দেখিবার জন্য। কেহ নিজের গলায় চিক কাননিকার গলায় পরাইয়া দিল, পুত্রবধূটীকে এই অলঙ্কারখানি যৌতুক দিয়া তার মুখ দেখিবে।

এ সকল পৌরাণিক। ইহাদের ধারণা, বেশী গহনা পরিতে পাইলেই কাননিকা সন্তুষ্টা হইবে। অপরে আধুনিকা—তাহারা

জানে, অলঙ্কার এখন হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল ও মুর কোম্পানির দোকানে। আর কারুকার্য্য এখন হ্যামিল্‌টনে। তুষ্টি এখন পিয়ানো অরগানে।

তাহারা কেহ পায়ের পাঞ্জার মাপ লইল। কেহ বা কেমন পশমী মোজা কাননিকার পছন্দ হয় জানিবার জন্য, পায়ের একটু কাপড় গুটাইয়া চরণবেষ্টনী নীলধুসর বর্ণের মোজা দেখাইল। কেহ বা কালিফর্ণিয়ার সোণায় গড়া র‍্যাটল্‌ সর্পের অঙ্গুরি ও তাহার মাথার ব্রেজিলের হীরক-খনির সেরা মণি কাননীর চোখের উপর ধরিল। কেহ বিদ্যাপতির রূপবর্ণনায় ভূল আছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য—

গিরিবর গুরুয়া পয়োধর-পরশিত
গীম গজমতি হারা,
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনীধারা।—

এই মহাবাক্যের সার্থকতা দেখিবার জন্য কাননিকার গলায় মুক্তাহার পরাইয়া দিল। কেহ বা গার্ডচেনটা ঝুলাইয়া দিল।

সমবয়সী সহপাঠিনী সখীগণ কাননিকাকে নানা রাজনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে নানা কথা শুনাইতে লাগিল;—যথা,—

১ম। কাননিকার বিদ্যালয় ছাড়িবার পর, আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের মনোবিবাদ চলিয়াছে। দুই ভগিনীতে আর মুখ দেখাদেখি নাই। প্রতিবেশিনী ফ্রান্স জর্ম্মণীর তাহাতে বড়ই আনন্দ। ইংলণ্ডের উন্নতিতে তাহারা হিংসায় মরিয়া গেল।

২য়। বড় ভাবনার কথা! রুসিয়া ও জর্ম্মনীর সম্রাটদ্বয়, এক ঘরে দুই দিন ধরিয়া চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়াছেন। সুলতান বেচারীর প্রাণ বুঝি আর থাকে না। তবে একটু ভরসা, রোজবেরি পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন, ইউরোপে শান্তিভঙ্গের কোনও সম্ভাবনা নাই।

৩য়। বাঁচাইলি ভাই! নহিলে রাত্রে আমার ঘুম হইত না। রোজবেরি একটু আশ্বাস না দিলে, তুরস্কের সুলতানকে বাঁচাইবার কোনও ত উপায় পাই না। আহা! বেচারী বড় ভালমানুষ। যে যা বলিতেছে, তাই করিতেছে। তবুও কোন রাজার মন পাইতেছে না।

৪র্থ। ভালমানুষের কাল নেই যে ভাই! যে ভালমানুষ তারই উপরে যত লোকের অত্যাচার! ম্যাডাগাস্কারের রাণী, ভালমানুষের মেয়ে রাজ্য করিয়া খাইতেছিল। ফ্রান্সের তাহা সহ্য হইল না, রাজ্যটী কাড়িয়া লইল।

৫ম। বলিস্‌ কি? ম্যাডাগাস্কারের রাণীর আর রাজ্য নাই? আহা কবে কাড়িয়া লইল? কি সর্ব্বনাশের কথা বলিলি সখি! না, ফ্রান্স দিন দিন বড় অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে। কালই টাউনহলে একটা বিরাট সভা করিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক ঝুড়ি রাগ পাঠাইয়া দাও।

৬ষ্ঠ। শুধু কি তাই! সে দিন শ্যাম রাজ্যে কি উৎপাতই না করিল। ভাগ্যে আমাদের শিখসৈন্য ঠিক সময়ে গিয়া বাধা দিয়াছিল।

৫ম। আমাদের শিখ না হইলে ফ্রান্সকে আর কেহ দমন করিতে পারিবে না। আমাদের শিখ না হইলে কাহাদেরই বা চলে?

৪র্থ। কিন্তু ভাই! শ্যামকে বড়ই যাতনা দিয়াছে। আমরা ছিলাম, তাই বাঁচোয়া। নহিলে শ্যামের কি হইত বল দেখি?

ইহাদের মধ্যে একজন অশিক্ষিতা ছিল। সে ইহাদের কথা শুনিতেছিল। কিন্তু ব্যাপারখানা কি, ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। শ্যামের কথা পড়িতেই তার মনে খট্‌কা লাগিয়া

গেল। শুনিল, শ্যামকে কি এক জন নামে মুখে আসে না, এমন একজন কে নাকি বড়ই যাতনা দিয়াছে।

শ্যাম বলিয়া হয় ত তার পুত্র কিংবা অন্য কোন নিকট আত্মীয় ছিল। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "শ্যামকে কে যাতনা দিয়াছে গা?"

রমণীগণ এক কথাতেই তাকে নিরক্ষরা বুঝিয়া ফেলিল। সুতরাং তার উত্তর দেওয়া একটা অসম্মান মনে করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তৃতীয়া সে কথায় কাণ না দিয়া বলিল, "কিন্তু ইতিমধ্যে যে আঘাত দিয়াছে, তার ঘা শুকাতে অনেক কাল লাগিবে।"

অশিক্ষিতা। কোন সর্ব্বনাশীর বেটা! কোন হতভাগা আমার শ্যামের গায়ে হাত দিয়াছে!

তার পর আঙ্গুল মটকাইয়া সেই অত্যাচারীর মৃত্যু কামনা করিল। তাহার হস্তে পক্ষাঘাতের আবাহন করিল। তার পর শ্যাম শ্যাম করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বিদুষীগণ পরস্পরে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া হাসিল। আর ভাবিল, দেশের কি এতই অধঃপতন হইয়াছে? বাড়ীর দোরের কাছে শ্যাম, তাহাকেও চিনে না?

এইরূপ হাসি তামাসায়, কথাবার্ত্তায়, পানভোজনাদি ক্রিয়ায় সারা দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে হরিদাসী কাননিকাকে মনের মত করিয়া সাজাইল।

সন্ধ্যা সমাগতা। কাননিকা সুসজ্জিতা। রমণীগণ উৎকণ্ঠা কবলিতা। কলিকাতা স্তম্ভিতা। আজ ললিতা লবঙ্গলতা সেনগৃহ হইতে উৎপাটিতা হইয়া কোন এক অনিশ্চিত উদ্যানে রোপিতা হইবে!

পরিচারিকা।

দাঁড়ীগোঁফ কামান নিরঞ্জন ইন্দ্রিয়-অগোচর হইয়া, দ্বারবানের কাছে তাড়া খাইয়া, বাড়ীর ভিতর হইতে কাননিকাকে লইতে আসিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারিল না। প্রিয়কন্যা ভামিনীই একবার কেয়্যা কেয়্যা বলিয়া ছুটিয়া আসিল। তার পর জিব কাটিয়া পলাইল। কেহ তাহাকে বৈরাগী ঠাকুর মনে করিয়া একটা গান করিতে বলিল। কেহ বদন অধিকারীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি, পরিচয় জানিতে চাহিল। কেহ বুড়োর বিবাহ করিতে সাধ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল।

নিরঞ্জন কাহারও কথায় উত্তর দিলেন না। বরাবর কাননিকার ঘরের দিকে চলিলেন। মনে মনে কিন্তু বড় বিরক্ত হইলেন। আর ভাবিলেন, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে, পোষাকে পরিচ্ছদে, হাসিতে গানে, আহারে ব্যবহারে,—আজকালকার নারীগুলা অনেক উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু অবাধ্যতা আর বাচালতা, আর স্বাধীনতা আর কঠিনতা, কিছু অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। আজ আমি নিরঞ্জন না হইয়া যদি আর এক জন বৃদ্ধ হইতাম, তাহা হইলে এই অন্যায় ব্যবহারে আমার মনে যে কষ্ট হইত, সেটা ত ইহারা বুঝিয়াও বুঝিল না।

নিরঞ্জন বরাবর কাননিকার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "কাননিকে!" অনেকগুলি মেয়ে কাননিকাকে ঘেরিয়া বসিয়াছিল। ঘেরিয়া এমন কলকল করিতেছিল যে, সে কথা তাহার কাণে গেল না। তাহারা বলাবলি করিতেছিল, কাননিকাকে লইয়া যাইবে কে! হরিদাসীর ধারণা, কাননীর দাদা লোক বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। নিরঞ্জন

সেন এমন বোকা নয়, কাননিকার স্বয়ম্বরের এত বড় একটা প্রকাণ্ড উদ্যোগ করিয়া, এই সামান্য কাজটা করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এই দেখ না, কাননিকাকে লইতে লোক আসে।

কাননিকাকে কেমন ধারা লোকে লইয়া যাইবে? কাননিকা যেমন সুন্দরী, তেমনি একটী সুন্দর চাকর। আর যদি দাদা নিজেই লইয়া যায়? তাও কি কখন হইতে পারে? দাদা কি একটা হেঁজি পেঁজি লোক? সে কি জানে না, নাতিনীকে নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে লোকে হাততালি দিয়া উড়াইয়া দিবে! যদি তার মত একটা বুড়ো লইতে আসে? হরিদাসী সেই বৃদ্ধকে আর ঠাকুরজামাইকে এক দড়ীতে বাঁধিয়া, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিবে। নিরঞ্জন বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিলেন; কথার মর্ম্ম বুঝিয়া কাননিকাকে ডাকিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, থাকিব কি পলাইব? কিন্তু এখন অন্য লোক কোথা পাই? যে হরিদাসী, সে ত আমাকে দেখিলে টীটকারিতে অস্থির করিবে।

নিরঞ্জন কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটি সুন্দরী জানালার ফাঁক দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল। অমনি হরিদাসীকে বলিল, "কাননিকাকে লইতে একজন বুড়োই আসিবে। আমি গণিয়া দেখিলাম। হরিদাসী বলিল, "মিথ্যা কথা!" সমুদায় স্ত্রীগণ হরিদাসীর কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা।" কাননিকা বলিল, "মিথ্যাকথা! আমি বুড়োর সঙ্গে সভায় যাইব না।

রমণী বলিল, "বাজী?"

হরিদাসী বলিল "বাজী?"

সমুদায় স্ত্রীগণ বলিয়া উঠিল, "বাজী?"

হরিদাসী বলিল,—"তাহা হইলে কাননিকাকে সেই বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিব।"

রমণী বলিল, "দিবে?"

হরিদাসী বলিল, "নিশ্চয় দিব। কি বলিস্ কাননী?"

কাননিকা। সে যদি ঠাকুরদাদা হয়?

রমণী। কখন নয়। তোর দাদার ত দাড়ী গোঁফ আছে?

হরিদাসী। আছে বলে আছে? ঠাকুরজামাই মুখে উলুবনের ক্ষেত করিয়াছে।

রমণী। এ বৃদ্ধের গোঁফ দাড়ী কামান। মুখ খানা বাঙ্গলা পাঁচের মতন।

হরিদাসী। তবে ত সে ঠাকুরজামাই নয়ই। তারে দেখিলে নারদঋষি বলিয়া ভ্রম হয়।

তখন সকলে মিলিয়া বাহিরে আসিল। কই, কে কোথায়? কেউ ত নাই! রমণী, বলিল, "আমি ঠিক দেখিয়াছি। এইখানে এক জন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়াছিল।" সকলে, তাহাকে হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত বলিয়া, কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

বেগতিক দেখিয়া নিরঞ্জন ছুটিয়া পলাইলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহিরে গিয়া বলণ্টিয়রগণকে ডাকাইলেন। তাহারা ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন কাননিকাকে সভায় লইয়া যাইবার জন্য, তাহাদের মধ্যে এক জনকে অনুরোধ করিলেন। সকলে এ উহাকে, সে তাহাকে, যাইতে অনুরোধ করিল। কেহই নিজে পরিচর্য্যাকার্য্যে স্বীকৃত হইল না। তাহারা বিনা পয়সায় শুদ্ধমাত্র সহৃদয়তাপ্রণোদিত হইয়া, সভার কার্য্য করিতেছে বলিয়া কি কাননিকার আশাটি পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়াছে? পরিচারক হইলে ত আর সে আশা নাই! নিরঞ্জন দেখিলেন, নিরুপায়; কে যায়। এই মাথায় মাথায় কারে পাই?

একজন বলণ্টিয়ার বলিল, "বাগানের প্রান্ত-ভাগে একটী চাকরজাতীয় ছোকরা বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিতে মন্দ নয়। তাহাকে দেখিব কি?"

নিরঞ্জন। দেখ দেখ, শীঘ্র দেখ! তাহাকে কিছু বক্‌সিস দিবার নাম করিয়া লইয়া আইস। সর্ব্বনাশ হইল, আমার মান সম্ভ্রম সব গেল। বুঝি লোক হাসাইলাম।

বলণ্টিয়ার ছুটিল। নিরঞ্জন অন্য বলণ্টিয়ার-গণকে বলিলেন, "তোমরা না হয় সেই বামুন-গুলার সন্ধান কর।"—তাহারাও চারিদিকে ছুটিল। প্রথম বলণ্টিয়ার ফিরিল; নিরঞ্জন বলিলেন, "খবর কি?"

বল। আমি তাহাকে আট আনা পর্য্যন্ত কবুল করিলাম। সে ষোল আনা না পাইলে আসিতে রাজি হয় না।

নিরঞ্জন। আরে তাই দিব বল না ছাই! এখন কি আর টাকার মায়া করিলে চলে!

বলণ্টিয়ার ছুটিল, এবং একটু পরেই চাকরকে ধরিয়া আনিল। নিরঞ্জন দেখিলেন চাকর আর অন্য কেহ নহে, স্বয়ং মটুক শর্ম্মা তাঁহার আর বিস্মিত হইবার সময় নাই। তিনি একেবারে বলিয়া উঠিলেন—"রে চাকর! ষোল আনাই পাইবি। এই বেলা যা বলি, তাই কর।" চাকর মস্তক অবনত করিয়া সম্মতি জানাইল।

নিরঞ্জন বলন্টিয়ারকে বলিলেন, "ইহাকে 'লিভারি (livery)' পরাইয়া দাও।" রাগান্ধ নিরঞ্জন আর কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না।

সেই ক্রোধের ভরে চক্ষু মুদিয়া বলন্টিয়ারের দলকে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা যাহা করিতে হয়, কর। তোমাদের উপর সম্পূর্ণ ভার দিলাম। আমার অসুখ করিতেছে। আমি শয়ন করিতে চলিলাম।"

অতি উল্লাসে বলন্টিয়ারগণ কার্য্য করিতে ছুটিল।

আট্‌টাও বাজিল, অমনি ঐক্যতান আরম্ভ হইল। বাদনও থামিল, অমনি যবনিকা উত্তোলিত হইল। যবনিকাও উঠিল, অমনি ভর্ত্তৃদারিকারূপিণী কাননিকা, চাকর মটুকের হাত ধরিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিল।

কাননিকাও প্রবিষ্টা হইল, অমনি চারি দিক হইতে শ্রবণভেদী চড় চড় শব্দ হইল।

ভুবনমোহিনীর দর্শনমাত্রেই সভ্যমণ্ডলীর হৃদয় যুগপৎ দুরু দুরু করিয়া উঠিল। করতালির শব্দ ছাপাইয়া সে দুরু দুরু ধ্বনি ভাবুকের কাণে গেল। পরিচায়কের করে করভার ন্যস্ত করিয়া সুন্দরীর লাজমন্থর গমন প্রতিপাদবিক্ষেপে হৃদয় কাঁপাইয়া সভাস্থলে একটা অপূর্ব্ব ভাব তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। প্রতিপ্রাণ নীরব চীৎকারে বলিয়া উঠিল;—

"মদিরলোচনে! লজ্জানত বদন তুলিয়া একবার আমার পানে চাহিবে কি?'

পরিচায়কও অবনতবদন। মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কাননিকার হাত ধরিয়া তাহাকে সভামধ্যস্থলে সেই কৃত্রিম প্রস্রবণতীরে লইয়া চলিল। যেন লজ্জা লজ্জাকে টানিতেছিল, অন্ধ পঙ্গুকে পথ দেখাইতেছিল।

যাইতে যাইতে কাননিকা শতবার দাঁড়াইল। শত স্থানে রূপ ঝরিয়া যেন শত সুধাসরসীর সৃষ্টি করিল। দেহযষ্টির কোমলতায় বালিকার প্রতি পদক্ষেপে বিলাসচাপল্য, সেই সহস্র দর্শকের প্রাণে সহস্র আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিল। প্রত্যেকেই মনে করিল, সুন্দরী তাহারই জন্য এইরূপ করিতেছে। "অহো কামী স্বতাং পশ্যতি।"

কামনাপরবশ বরকুল বরাননার নয়ন দুটী নিজ নিজ সৌন্দর্য্যে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য নানা-

বিধ অঙ্গভঙ্গী ও ইঙ্গিতের সাহায্য গ্রহণ করিল। কেহ এক গাছি ছড়ির মৃগমুখপ্রান্ত অধরে লাগাইয়া ঈষৎ ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল। কেহ বা দশনপংক্তির সৌন্দর্য্যে কাননিকার হৃদয় খণ্ডন করিবার জন্য অঙ্গুলিদংশনছলে দাঁত বাহির করিল। কেহ বা বিশাল নয়নে বিধাতার শিল্প-কৌশল বুঝাইবার জন্য হাত দিয়া মুখখানি ঢাকিয়া শুধু চক্ষু দুটি বাহির করিয়া রহিল। কেহ বা আলোক ও ছায়া মাখামাখি হইলে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা হয় বুঝিয়া, চাঁদ মুখ খানি মলিন করিয়া, কাননিকার অঙ্গে অপাঙ্গ রাখিয়া, যেন কোন এক দিকে চাহিয়া রহিল; কেহ লঙ্কা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল ;কাননিকাকে দেখিয়াই সে চোখে লঙ্কা দিল। চক্ষু দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিতে লাগিল ; যদি কবিতারসার্দ্রা করুণাময়ী তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলে! আর এক বাহুবল্লীতে অঞ্চল ধরিয়া, অপর বাহুলতায় তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া, "আর কেঁদ না, আর কেঁদ না", বলিয়া চোখ মুছায়। সাহেবের ঘুসিতে কাহারও নাক থেঁতলাইয়া গিয়াছিল। সে কমলসদৃশ পূর্ব্ব মুখশ্রীটি কাননিকাকে দেখাইবার জন্য একহস্তে একখানি ফটো তুলিয়া ধরিল ; এবং সাহেব অনুতপ্ত হইয়া আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিল, সেখানি অন্য হস্তে ধরিয়া নাড়িতে লাগিল। সহসা সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পরিচায়ক কথা কহিল। —হে বাবুবরেরা! কুমারী আপনাদের নমস্কার করিতেছেন।" বরগণ প্রত্যভিবাদন করিল।

তখন পরিচায়ক মটুক একখানি খাতা ও পেন্‌সিল হাতে করিয়া, প্রত্যেক লোকের কাছে গিয়া পরিচয় লইতে লাগিল।

সেই কৃত্রিম প্রস্রবণের ধারে, কচু, ক্রোটন, ঝাউ-শিশু, তাল-শিশু, নানা জাতীয় বিলাতী গুল্মবনের মাঝারে, একটী বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত চেয়ারে রচিতবিবাহবেশা পতিংবরা বসিয়া রহিল। সকলের পরিচয় লইয়া পরিচায়ক কাননিকার কাছে ফিরিল। এবং একটী বেত্র হস্তে করিয়া কুমারীকে চেয়ার হইতে উঠাইল। তখন :—

আগে চলে বেত্রধর পিছে চলে বালা
এক হস্তে গন্ধপাত্র অন্য হস্তে মালা।
টেবো গাল মুদি ভুঁড়ি বসে এক বর,
তার কাছে কন্যা লয়ে গেল বেত্রধর।
বেত্রধর কুমারীরে দেয় পরিচয়,
রাজ্যশ্বরে মালা দিতে মতি যদি হয়,
দেখ এই বসে আছে পুরুষপ্রধান,
ইহারে বরণ করে রাখ নিজ মান।
হোমরাও চোমরাও ইটলির রাজা,
বিবাহ-বন্ধনে বেঁধে দাও এরে সাজা।
হরিশ্চন্দ্র দান করে হয়েছে চণ্ডাল,
বলি রাজা দান করে ঢুকেছে পাতাল ;
ইনি কিন্তু বড় বড় ফণ্ডে করে দান
রাতারাতি মহারাজা ইন্দ্রের সমান।
দান করে ধন বাড়ে শুনেছ কি ধনি ?
দান করে পুঁটে তেলি হয় নরমণি ?
ইহারে বরণ যদি কর বরাননি !
একদিনে হয়ে যাবে ইটালীর রাণী।
"ইটালীর রাণী হব ইটলীর রাণী !"
উৎফুল্লা হইয়া কথা কহিলা কাননী।
"ভূমধ্যসাগরে যেই পাত্নকাঙ্খিণী,
মেদিনীর অলঙ্কার রোমের জননী ;
যাহার গৌরবরবি দিগন্তে বিকাশ,
সেই রোমে আমি কিগো রব বারমাস ?"
অত দূর নয় তবে কাছাকাছি বটে,
টাইবার * নয়, পদ্মপুকুরের তটে।

* টাইবার—ইটালী দেশের নদী। ইহার তীরে রোম নগর অবস্থিত।

তার তীরে এ ইটালী, নাই সেথা রোম,
চারি ধার বেড়ে তার আছে মুচি ডোম।
যেমন ডোমের নাম শুনে কাননিকা,
কনিত-কাঞ্চন কান্তি হয়ে গেল ফিকা।
ভাব বুঝি বেত্রধর অন্য দিকে যায়,
ছল্ ছল্ চোখে রাজা ফেল্ ফেল্ চায়।

অন্য মঞ্চ পাশে তবে লইয়া কুমারী,
বেত্রধর বলে তারে সম্বোধন করি,—
এই যে দেখিছ বালা পুরুষপুঙ্গব
পা হইতে মাথা এঁর উচ্চশিক্ষা সব।
উচ্চশিক্ষা চাঁদ মুখে, উচ্চশিক্ষা দাঁতে,
উচ্চশিক্ষা হাতে, আর উচ্চশিক্ষা পাতে।
দয়া করে দাও যদি এর গলে মালা
ভুগিতে হবে না কভু বিরহের জ্বালা।
কি ভোজনে কি শয়নে কি ভ্রমণে পথে
সকল সময় তুমি রবে সাথে সাথে।
প্রাণেশ বিদেশে যদি যায় কাননিকা,
তথাপি হবে না তুমি প্রোষিতভর্তৃকা।

সভায় সমিতি-গর্ব্বে বিজন কাননে,
নৈনিতাল সিমলায় অথবা লণ্ডনে,
মান্দ্রাজ বোম্বাই কিম্বা ইলোরা-গহ্বরে,
প্যারিসে প্রান্তরে কিম্বা মনুমেণ্ট শিরে,
যেথা রবে গুণমণি, তুমি রবে ধনি,—
প্রফুল্লা নলিনী রবে দিবস রজনী।

"স্বামী সঙ্গে রব যদি নিশি দিন মান
কখন করিব আমি বিরহের গান?
কখন লিখিব পত্র প্রাণেশ বলিয়া,
অবসাদে শয্যাপরে পড়িব ঢলিয়া?

কবিতা ভুলিয়া যাব, ভুলে যাব গান,
ভুলে যাব দীর্ঘশ্বাস, ভুলে যাব মান।"
এই বলে অতি মৃদু শির নোয়াইয়া
গজেন্দ্রগমনে বালা চলিল চলিয়া।

বেত্রধর নিরুপায় পাছু পাছু যায়,
আর এক বরবরে তখন দেখায়।
দুঃখিনী এ ভারতের দরিদ্র সন্তান,
উৎসর্গ তাদের তরে করেছে যে প্রাণ,

নৈতিক এ সন্ন্যাসীর হ'তে সন্ন্যাসিনী
ইহার গলায় মালা দিবে কি কাননি?
সন্ন্যাসীর নাম শুনে করনাক মনে,
সারাটি বছর ইনি ভ্রমেন কাননে!
সন্ন্যাসিনী নাম বটে করিবে ধারণ,

হবেনাগো পদব্রজে করিতে ভ্রমণ,
যাপিতে হবে না নিশি নীলাকাশতলে,
তিতিতে হবে না কভু বরষার জলে,
বনে বনে পথে পথে অনাহারে থাকি
খাইতে হবে না কভু কষা আমলকী!
গান গেয়ে ভিক্ষা-ঝুলি কমণ্ডলু করে
ফিরিতে হবে না কভু গৃহস্থের দ্বারে।
পাবে তুমি বড় বাড়ী, বড় জুড়ী গাড়ী,
পরিতে পাইবে তুমি রাঙা রাঙা শাড়ী।
বর পানে অল্প চেয়ে মৃদু হাসি হাসি
বেত্রধরে সম্বোধিয়া কহিলা রূপসী—
"বড়ই বিস্মিতা আমি তোমার কথায়
উপার্জ্জন কিসে হয় দরিদ্রসেবায়?
গাড়ী জুড়ী বাড়ী কোথা পেলে বল ত্বরা,
যক্ষের কি ধন ঘরে আছে ভারা ভারা?
নতুবা ভিখারী ভজি' কার ভরে পেট?"
কথা শুনে লাজে বর মাথা করে হেঁট।
এই স্বয়ম্বর কথা অমৃত-সমান,
দ্বিজ নরোত্তম গায় দেখে পুণ্যবান।

হাতে মনোহর মালা উধাও চলিল বালা,
কত বর পার হয়ে যায়!
কালেক্টার মেজেষ্টার কত জজ ব্যারিষ্টার
কেহ সে হৃদয় নাহি পায়।

জীবনঘাতিনী মালা কারো না পরশে গলা,
সমীরে উড়িয়া যেন চলে ;
কত যে প্রভাত রবি মহার্ণবে গেল ডুবি,
জলধর ব্যোমে গেল গলে।
কত হীরা চুণি মতি নিখিল সমাজ-পতি
শৈল মৈত্র দেবের কুমার
হেমেন্দ্র দীনেশ দ্বিজ শশধর মনসিজ
কড়ি দিয়া ডুবে হ'ল পার।
রাজা বাহাদুর রায় মহা মহা উপাধ্যায়
দত্ত মিত্র চৌধুরীঠাকুর,
নভেল নাটক গাথা ইতিহাস উপকথা
নারীকণ্ঠ বাজখাঁই স্বর,
কুমারীর অবজ্ঞায় মুখ তুলে নাহি চায়
চুপ করে ভেউ ভেউ কাঁদে,
রূপে গুণে অনুপমা তবু না চাহিল রামা
পড়িল না রোদনের ফাঁদে।
আগে আগে উজলিয়া পাছুতে আঁধার দিয়া
ধীরে চলে পূর্ণশশিকলা,
শেষ হ'ল বরকুল স্বয়ম্বরে হল ভুল,
কর হ'তে খসিল না মালা!

এ'কি! হইল কি! এই সহস্র বরের মধ্যে এক জনও কাননিকার পছন্দ হইল না!

পরিচায়ক কাননিকাকে সঙ্গে করিয়া চেয়ারে লইয়া বসাইল। তার পর সভাস্থ সকলকে প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। "বাবুরা, তোমরা আপনারা হুকুম কর ত, আমি একটা কথা বলি।" কেহ কেহ চুপ করিয়া রহিল। কেহ বলিল, "বল।" কেহ বা বলিল, "তুই আবার কি বলবি?

পরিচায়ক এবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তার পর বলিল, "আমি সময়ের দাস, সময়ের ফল বড় মিষ্ট, আমি তার লোভে আপনাদের সঙ্গে এসেছি। আমি আর কি বলিব? তবে নিজগুণে কৃপা করে আপনারা এই দাসের কথা শুনুন। সকল দেশের বিবাহপ্রথার সঙ্গে ভারতের প্রথার আলোচনা কর্ত্তব্য। কোন দেশের বিবাহে নারীদিগের পূর্ণস্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ভারতের স্বয়ম্বর-প্রথায় কন্যাকে আগে কি স্বাধীনতাই না দেওয়া হইয়াছিল! কন্যা যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিত। আপনারা এখন সেই স্বাধীনতা পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। খানিক স্বাধীনতা মার্কিন হইতে, খানিকটা ইংরাজী, ফরাসী, চীনী, জাপানী, হইতে, এই রকম পাঁচটা সাজী হইতে স্বাধীনতা-ফুল তুলিয়া, আমাদের দেশে বিবাহ-প্রথার তোড়া তৈয়ারি করিতে প্রস্তুত। তবুও যেন কেমন একটা বাধা বিপত্তি তাহার সহিত জড়ান আছে। আজ কিন্তু সেটি নাই। বরকুলের মধ্যে চারিবর্ণই বিদ্যমান। সকলেরই না কাননিকালাভের আশা ছিল।—কিন্তু কেহই কাননিকার মনোমত হইলেন না। বাকী আছে শুধু দাস। এখনও আশা আছে সেই দাসের। দাস একবার এই রূপসী ললনাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিবে কি?"

সকলেই কাননিকার উপর চটিয়া ছিল। কাননিকাকে অপমানিত করিবার জন্য সকলে একবাক্যে অনুমতি দিল। কে ভাবিয়াছিল; রাজার ভাগ্যে যে ধন মিলিল না, সে ধন দাসের ভাগ্যে মিলিবে?

অনুমতি পাইয়া বেত্রধর বেত গাছটি ভূমিতে রাখিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে কাননিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—"ওগো রাজকন্যে! দাসকুলে আমার জন্ম। আমি এই সমাজ-বাগানের এক কোণে গুপ্ত ভাবে ছিলাম। এই মালী মহাপ্রভুদের জলসেচনে আমি মাটী

ফুঁড়িয়া ব্যক্ত হইয়াছি। অন্যের মুখের ভাব দেখিবার জন্য মটুক একবার মঞ্চপানে চাহিল। অমনি অনেকে অঙ্গুলি দেখাইয়া উৎকোচের ইঙ্গিত করিল।

কাননিকা দাসের মুখ পানে চাহিয়া মৃদু হাসিল। বরকুল স্থির করিল, কন্যা পতি বাছাই করিবার পরামর্শ আঁটিতেছে। দুই একজন বলিল,—"বেশ বেশ, ভেবে চিন্তে স্বামী বাছিয়া লও। তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই।"

মটুক বলিতে লাগিল—"আমি দাস। শুধু দাস কেন, যাহারা হিন্দু সমাজের মাজা ভাঙ্গিয়া তাহাকে তাজা করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি তাহাদের দাসের দাস।"

এই বলিয়া মটুক জনান্তিকে বলিল, "তবে প্রস্তুত হও।

কাননিকা। প্রস্তুত হইয়াছি।

প্রেমিকের নির্জনতা কি শুধু নিকুঞ্জে? শুধু কি অগণ্যতারকাশোভিনী রজনীর ঘনান্ধকার নিষেবিত অঙ্কে? হে প্রেমিক কত দিন তোমার বিস্ফারিত চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত জীব কত বার যাতায়াত করিয়াছে, তুমি বুঝিতে পারিয়াছিলে কি? আজিও সেইরূপ প্রেমাবৃত-লোচনা কাননিকার দৃষ্টিপথ হইতে দেখিতে দেখিতে সহস্র লোক অন্তর্হিত হইয়া গেল। কাননিকা দেখিল শুধু একজন।— সেই এক জনকে নির্জনে পাইয়া বালিকা তাহার গলায়— আ ছি ছি!—হাঁ হাঁ!—কর কি কর কি!— মালা পরাইয়া দিল।—অমনি সকলে "এইও, এইও!"—করিয়া একটা ভীষণ কোলাহল করিয়া উঠিল। সে শব্দ কাননিকার কাণে গেল। সে সেই শব্দকে স্তম্ভিত করিতে সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, এই দাসই আজি হইতে আমার প্রাণেশ্বর। হে চন্দ্র সূর্য্য, হে সভাস্থ লোকগণ! শুনিয়া রাখ, আজ হইতে আমি এই পরিচারকের পরিচারিকা।

বিশ্বাসঘাতকত "জুয়াচুরি, ডাকাতি, মাররে, ধররে প্রভৃতি শব্দ চারিদিক হইতে যুগপৎ উত্থিত হইল।—মটুক সেই গোলমালের ভিতরে কাননিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। অমনি ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। বাহিরে "আরমস্" শব্দ হইল। গোলমাল হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া শান্তিরক্ষক সারবন্দি দাঁড়াইল। দাসদাসী চক্ষের নিমেষে কোথায় চলিয়া গেল।

সেই রাত্রে কলিকাতার পথে কেবল শব্দ হইল দুপ দুপ—কাননিকার সন্ধানে এত লোক ছুটিয়াছিল। ভাগীরথীর জলে কেবল শব্দ হইল, ঝুপ ঝুপ—এত লোক মনের দুঃখে জলে ঝাঁপ খাইয়াছিল। কাননিকা নিজের স্কন্ধে সমাজের সমস্ত কলঙ্করাশি বহন করিয়া, সমাজের পূর্ণ সংস্কার সাধন করিতে কোন স্বপ্ন দেশে চলিয়া গেল। কিন্নরে কণ্ঠ ছাড়িল, বক্তা বাক্য ঝাড়িল, জিমনাষ্টি বারে দুলিল, তবু কাননিকা ফিরিল না। কবি-কুরঙ্গ কত লাফাইল;— Ode to lark লিখিল, সনেটে কাগজ পূরাইল, কাতরে করুণা ভিক্ষা করিল, তবু কাননিকা মুখ তুলিয়া চাহিল না। গন্ধশালতরুর মূলোচ্ছেদ হইল, পয়ার, ত্রিপদী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত, ললিতমালতীতে কাব্যকানন ভরিয়া গেল, তবু কাননিকা তাহাতে পা বাড়াইল না। ভ্রান্তিমান, বিভাবনা, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা— ভাল ভাল ফুল-অলঙ্কার ও ফুলমালা হস্তে কত ভাবুক কত পত্রিকা-রাজ্যে কত ঘুরিল, তবু কাননিকার সন্ধান মিলিল না। কত পসারিণী কত মধুর সন্ধ্যায় কাঞ্চন দিগ্বলয় বেষ্টিত কানন-কুঞ্জে কত দীপ জ্বালিল, কিন্তু একটী দীপও কাননিকার মুখ দেখাইল না।

শোকে দুঃখে জাগরণে, কোন দিন অনশনে, কোন দিন অতি ভোজনে, নিরঞ্জনের জীবাত্মা তাঁহার বক্ষে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইতে লাগিল। তাঁহার যাতনায় অস্থির হইয়া তিনি নিত্য কাঁদিতে লাগিলেন ; আর বলিতে লাগিলেন, "হে ঋষি, শান্তির কমণ্ডলুটী সঙ্গে দিয়া তোমার সেই পূর্ব্বযুগের কানন হইতে আশ্রম লক্ষ্মীটি ফিরাইয়া দাও। আয় কাননিকা, কোথায় আছিস, আয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার দারিদ্র্যে আমার ঘরের শ্রী নষ্ট হইয়াছে। আমার অসভ্যতার ঐশ্বর্য্যে গৃহপূর্ণ করিতে, আর কাননী ফিরিয়া আয়। পতিপুত্র সাথে লইয়া, সীমন্তের সিন্দুরের উজ্জ্বলতায় স্বগৃহ পুনরালোকিত করিতে, এক নব প্রভাতে কাননিকা অনুতপ্ত নিরঞ্জনকে বলিল, "দাদা, আমি আসিয়াছি।"

নিরঞ্জন দেখিলেন যথার্থই কাননী আসিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতারণাচারিণী হিন্দুর শান্তিময় গৃহের গৃহিণী হইয়াছে। দাস বটুক জামাতা অপূর্ব্ব কৃষ্ণে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন ভৃত্য মৃত বটুকভৈরব পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। ভামিনী রমণীচরণের পাদমূলে মস্তক অবনত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আত্মীয় সম্পদে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।